স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

সূত্রার্থ-তদ্বঙ্গানুবাদ-শাঙ্করভাষ্য-তদ্বঙ্গানুবাদ-বৈয়াসিক-

ন্যায়মালা-তদ্বঙ্গানুবাদ-ভাবদীপিকাব্যাখ্যা-

আচতুঃসূত্রীভাষ্যরত্নপ্রভা-সমলঙ্কৃতম্

তথা

মহামহোপাধ্যায়-ডঃ শ্রীগোপীনাথ-কবিরাজ-মহোদয়কৃত-'প্রাককথন' বিভূষিতম্।

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

অনুবাদকঃ ব্যাখ্যাতা চ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দঃ

সংশোধকসম্পাদকৌ

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তবাগীশঃ শ্রীআনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্যশ্চ

অদ্বৈত আশ্রম

৫, ডিহি এণ্টালি রোড্

কলিকাতা—১৪

প্রকাশক
স্বামী বুধানন্দ
অধ্যক্ষ
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়

চতুঃসূত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণ, নবেম্বর ১৯৭০
M.C.
[ঐ, প্রথম সংস্করণ, 1949]

দ্রষ্টব্য—চতুঃসূত্রীর এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রধানতঃ "স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী কমিটী" কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ হইতেই সম্পন্ন হইল। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মূল্য ৬৲ টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীপরেশ নাথ ঘোষ
সরলা প্রেস, বারাণসী—২

"মাতামহমহাশৈলং মহস্তদপিতামহম্"।
বিঘ্নহরং সদা বন্দে কণ্ঠাদুপরি বারণম্ ॥

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীমহামায়ার অসীম কৃপায় কাশী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমনিবাসী আমার পরম প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ বিশ্বরূপানন্দ পুরী সাতবর্ষব্যাপী নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমের ফলে সমগ্র বেদান্তদর্শন শারীরকভাষ্যের যে মূলানুগত ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করিয়াছে ও 'ভাবদীপিকা' নামক গম্ভীর বিবেচনপূর্ণ বঙ্গভাষাময় বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিয়াছে, তাহা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, পূর্ব্বাশ্রমে 'শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ' নামে পরিচিত বেদান্তৈকনিষ্ঠ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী মহোদয় ও আমি আদ্যোপান্ত সংশোধনাদি করিয়া মুদ্রণার্থে প্রদান করি। সন ১৩৫৬ সালে এই গ্রন্থের চতুঃসূত্রী অংশ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইতি-মধ্যে শ্রীশ্রীজগদম্বার অসীম অনুগ্রহে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রমকরতঃ ধীরে ধীরে সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যও শেষ হইল। এক্ষণে 'চতুঃসূত্রী' অংশের দ্বিতীয় সংস্করণসহ সমগ্র 'বেদান্তদর্শন' পুস্তকখানি আপনাদের হস্তে প্রদান করিতেছি। এই সংস্করণে 'চতুঃসূত্রী' অংশের কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনও করা হইয়াছে। পরমশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় কর্তৃক লিখিত একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এবং অনুবাদককর্তৃক সঙ্কলিত বেদান্ত-দর্শনের নানা ভাষ্যাবলম্বী সংক্ষিপ্ত মতবাদসকলও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। পাঠকের নানাভাবে সহায়ক হইবে মনে করিয়া শারীরকভাষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অল্পাবয়ববিশিষ্ট 'ভাষ্যরত্ন-প্রভা' নাম্নী টীকা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে চতুঃসূত্রীর পরবর্ত্তী গ্রন্থাংশে তাহার মুদ্রণ আর সম্ভব হইল না। এইজন্য আমরা ব্যথিত। দ্রব্যমূল্যের ও মুদ্রণব্যয়ের অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং ভূমিকাদি সহ গ্রন্থকলেবরও বর্দ্ধিত হওয়ায় চতুঃসূত্রীর এই দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণও বিদ্যোৎ-সাহী পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, ইহাই আমাদের আশা। এই গ্রন্থের চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণের প্রথম ফর্ম্মাটী মুদ্রণ করিয়া স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী মহারাজ সমাধিলীন হওয়ায় আজ অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে আমি একাই 'চতুঃসূত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণ সহ সমগ্র বেদান্ত-দর্শন' গ্রন্থখানি আপনাদের হস্তে প্রদান করিতেছি। তিনি স্থূল শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে আজ কতই না আনন্দিত হইতেন! পাঠক মহোদয়, এই গ্রন্থ আপনাদের হৃদয়ে সমুচিত স্থান প্রাপ্ত হইবে, এই আশা পোষণকরতঃ আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বর্ণাশুদ্ধি কিছু থাকিয়াই গেল। শুদ্ধিপত্রদৃষ্টে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই অনুরোধ। ইতি শিবম্।

"প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগ"
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ।
কার্ত্তিক, সন ১৩৭৭ (ইং 1970)

বিদুষামনুচরঃ
শ্রীআনন্দ ঝা
সম্পাদক।
(অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)

শাস্ত্রেণ ন স্যাৎ পরমার্থদৃষ্টিঃ, কার্য্যক্ষমং পশ্যতি চাপরোক্ষম্।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ, এবং ত্রিধা নশ্যতি চাত্মমায়া ॥ (বরাহোপনিষৎ ২।৬৭)

'শাস্ত্রের দ্বারা (—বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নজনিত ব্রহ্মাত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা, মায়া ও তৎকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চে] ১। পরমার্থ দৃষ্টি থাকে না (—'মায়া ও তৎকার্য্য জগৎ পরমার্থতঃ আছে', এইপ্রকার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়)। আর [অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মবিষয়ক] অপরোক্ষকে [জ্ঞানী] ২। কার্য্যক্ষমরূপে (—মায়া, তৎকার্য্য জগৎ ও বন্ধনের বাধকরূপে) দর্শন করেন। প্রারব্ধের নাশ হইলে ৩। প্রতিভাস (—ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্তা মায়ার নাশ হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিক্ষেপশক্তির অবিনষ্ট অংশবিশেষের বলে ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে 'দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায়' যে মায়া ও তৎকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের প্রতীতি হয়, তাহা) বিনষ্ট হয়। এইপ্রকারে আত্মাশ্রিতা মায়া তিনপ্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়'।

"আমি জানি—বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"। ১

"আমি দেখ্ছি—বাজিকর আর বাজিকরের খেলা। বাজিকরই সত্য। তার খেলা সব অনিত্য, স্বপ্নের মত"।

"জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া, বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে। * * জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই "আমি" মাঝখানে আছে ব'লে"।

"জীব, জগৎ—আছে, অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের "আমি" আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাট্লে পর, আর কিছুই নাই। তখন নিজের 'আমি' পর্য্যন্ত বাজিকরের বাজী হয়ে পড়ে"।

"বেদান্তবিচারে সংসার মায়াময়, স্বপ্নের মত; সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ"।

"জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ, আমি আর পরব্রহ্ম এক"।

"শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে **শুনলে**; তারপর **মনন**—বিচার করে মনে মনে পাকা ক'রলে। তারপর **নিদিধ্যাসন**—মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ করে, সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে,—এই। কিন্তু তা না হ'য়ে—শুনলুম, বুঝলুম, কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না, তা হ'লে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত, ওরকম জ্ঞানে বস্তু লাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই, তবে হবে। তা না হলে, মুখে বলচ বটে—'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', কিন্তু যেই হাত দিয়েছ, অমনি প্যাঁট্ ক'রে কাঁটা ফুটে উঃ উঃ করে উঠ্তে হবে। মুখে বলচ—'জগৎ নেই, অসৎ, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন', ইত্যাদি। কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্য জ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। * * ওসব হচ্ছে সংসারী বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়"। —শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রাক্‌কথন *

প্রায় কুড়ি বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত বেদান্তদর্শন ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যের মুদ্রণ ও প্রকাশন কার্য্য সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থে ভাষ্যটীকা রত্নপ্রভাও কিয়দংশে সংযোজিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে ভাবদীপিকা নামে বহু বিষয়াবগাহী একটি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে, এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যরত্নপ্রভা, আনন্দগিরির স্যায়নির্ণয়, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, প্রকটার্থবিবরণ ও ভামতী প্রভৃতি প্রামাণিক শাঙ্করবেদান্তের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভিমত অদ্বৈত সিদ্ধান্তের পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই জন্য এখানে এই বিষয়ে কোন বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা মনে হইতেছে না। শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে, এমন কি সমস্ত পৃথিবীতে, বেদান্তদর্শনের একজন অসাধারণ আচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকাল হইতেই বেদান্তে তাঁহার অবদান এবং তাঁহার অলৌকিক জীবন-চরিত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তের এই প্রস্থানত্রয়ের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা আছে। তদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি পরম্পরাগত বেদান্তসম্প্রদায়ের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাতা। তাঁহার গুরু **গোবিন্দভগবৎপাদ** একজন সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। রসেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ "রসহৃদয়" গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দভগবৎপাদ যদি শঙ্করের গুরুর সহিত অভিন্ন হন, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, শঙ্করের গুরুদেব রসায়নপ্রক্রিয়ার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। শঙ্করের পরমগুরু **গৌড়পাদ** ছিলেন প্রসিদ্ধ বেদান্তী। আবার "শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র" নামক শ্রীবিদ্যাবিষয়ক একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতাও আচার্য্য গৌড়পাদ। ইনি আগমবিদ্ ও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন, প্রাচীনকাল হইতে এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার রচিত "ভবানি ত্বাং বন্দে ভবমহিষি সচ্চিৎসুখবপুঃ", এইপ্রকারে আরব্ধ দ্বিপঞ্চাশৎ (৫২) শ্লোকবিশিষ্ট "সুভগোদয়স্তুতি" নামক একটী স্তোত্রও বাণীবিলাসপ্রেস (শ্রীরঙ্গম) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাণ্ডূক্যকারিকাকার গৌড়পাদ এবং 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' ও 'সুভগোদয়স্তুতির' রচয়িতা গৌড়পাদ, শঙ্করের পরমগুরুর সহিত অভিন্ন কি না, বলা শক্ত। গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য-কারিকা প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ মাত্র ভারতবর্ষে নহে, পাশ্চাত্য দেশেও যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছে। আচার্য্য গৌড়পাদ এবং তাঁহার এই গ্রন্থবিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করিব। এই হইল অদ্বৈত বেদান্ত শাস্ত্ররূপ এক দিকের কথা।

* বারাণসী অচ্যুতগ্রন্থমালা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রে, পরমশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় হিন্দীভাষাতে একটী বহু তথ্যসমন্বিত ভূমিকা প্রকাশিত করেন। বঙ্গভাষাতে তাহা প্রকাশনের ইচ্ছাবশতঃ আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের জন্য মাননীয় কবিরাজ মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে প্রদান করি। তাহা কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে হারাইয়া যায়। শুনিতেছি—তাহা বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট কয়েক মাস পূর্ব্বেও শুনিয়াছি—তিনি উক্ত মুদ্রিত পুস্তক পান নাই। সুতরাং উক্ত প্রকাশক মহোদয় তাহা কবিরাজ মহাশয়ের নামে প্রকাশিত করিয়াছেন, কি না, তাহা বলিতে পারিতেছি না। মাননীয় কবিরাজ মহাশয় অসুস্থ শরীরেও পুনরায় 'প্রাক্‌-কথন'রূপে যে ভূমিকা লিখিয়া দিলেন, তাহাই আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

অন্য দিক্ হইতে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য আগম ও নিগম উভয়বিধ শাস্ত্রে সমরূপে নিষ্ণাত ছিলেন। আগম সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে আচার্য্য শঙ্করের অবদান নগণ্য নহে। যদিও তান্ত্রিক আচার্য্য শঙ্কর ও বেদান্তী আচার্য্য শঙ্কর একই ব্যক্তি কি না, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে; তথাপি ইহা সত্য মনে হয় যে, আদি শঙ্করাচার্য্যও উপাসনা বিষয়ে আগমের পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। মাত্র তিনি নহেন, তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য শঙ্করের দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আগমানুরাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্করের নামে প্রসিদ্ধ কিছু কিছু আগম গ্রন্থও আছে। ইনি জ্ঞানমার্গের অধিকারীর জন্য যেমন তত্ত্ববিচারের পন্থা দেখাইয়াছেন, তেমনি অধিকারিবিশেষের জন্য উপাসনামার্গও প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে ভগবান্ বুদ্ধদেবও এইপ্রকার অধিকারিভেদে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন এবং গৃহস্থগণকে উপাসক ও উপাসিকারূপে উপাসনার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানমার্গীয় শিষ্যপরম্পরার ইতিহাস সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার উপাসনা-মার্গের শিষ্যপরম্পরার ইতিহাসও যে একেবারে পাওয়া যায় না, এমন নহে। তাঁহার উপাসনার ধারার পরিচয় অনেকে জানেন না এবং এই ধারাবিষয়ে অনেকের বিশ্বাসও নাই। শক্তি উপাসনার সহিত শঙ্করের নাম প্রাচীনকাল হইতেই জড়িত রহিয়াছে। 'শ্রীবিদ্যার্ণব' নামক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে আচার্য্য শঙ্করের পনের জন শিষ্যের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন সন্ন্যাসী এবং অবশিষ্ট সকলে ছিলেন গৃহস্থ। "সুমুখী পূজাপদ্ধতি" নামে একখানি উপাসনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে। ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থের নির্ম্মাতা সুন্দরানন্দনাথের শিষ্য শঙ্কর নামক একজন সাধক। এই গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের গুরুপরম্পরাতে শিব হইতে গোবিন্দপাদ পর্য্যন্ত গুরুবর্গের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধ গুরুপরম্পরা হইতে অভিন্ন। এই গ্রন্থমতে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য ছিলেন 'বোধঘন'। তাঁহার শিষ্য ছিলেন 'জ্ঞানঘন'। এইপ্রকার শিষ্যপরম্পরা ভারতীতীর্থ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এইটী মাতঙ্গী উপাসনার ধারা। 'সুমুখী' মাতঙ্গীর নামান্তর। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীক্রমোত্তম' নামে একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক আছে। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের গুরুপরম্পরা এবং শিষ্যপরম্পরার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আদি গুরু শিব *, তাঁহার পর বশিষ্ঠ শক্তি পরাশর ব্যাসদেব শুকদেব গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদের পর ভগবান্ শঙ্করের নাম প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ধারাতে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য ছিলেন বিশ্বদেব আচার্য্য। অতঃপর বোধঘন এবং মল্লিকার্জ্জুন প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই মল্লিকার্জ্জুন আচার্য্যই 'শ্রীক্রমোত্তম' গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা শ্রীবিদ্যাবিষয়ক উপাসনাগ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত 'ভুবনেশ্বরী রহস্য' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে—এই গ্রন্থের রচয়িতা 'পৃথ্বীধর' আচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইনি গোবিন্দপাদকে পরম গুরু

---

* আচার্য্য শঙ্করের গুরু এবং শিষ্যপরম্পরা দশনামী সম্প্রদায়ে এইপ্রকার প্রচলিত আছে—"নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং, গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্॥ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্। তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি"॥ ইহাতে দেখা যায়—'নারায়ণই' এই সম্প্রদায়ের আদিগুরু।—সম্পাদক

এবং গৌড়পাদকে পরমেষ্ঠী গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানমার্গে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য ছিলেন 'পঞ্চপাদিকার' রচয়িতা পদ্মপাদাচার্য্য। আচার্য্য শঙ্করকৃত 'প্রপঞ্চসারের' টীকা ইঁহারই রচিত, এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে। শঙ্করকৃত 'আনন্দলহরীর' সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী টীকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আচার্য্য শঙ্কর 'ক্রমস্তুতি' নামে একটী প্রসিদ্ধ শক্তিস্তোত্র রচনা করেন। একসময়ে ইহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে—মায়াবীজই ভগবতী পরাশক্তির নামান্তর। এই পরাশক্তি 'জগন্মাতা' 'ত্রিযোনি' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মহেশ্বরাচার্য্য অভিনবগুপ্তের 'পরাত্রিংশিকাতে' যে 'ক্রমস্তোত্রের' উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত 'ক্রমস্তুতি' হইতে অভিন্ন কি না, অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্করের শক্তি উপাসনা বিষয়ক গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা সত্য যে, ইনি উপাসনামার্গেও পথপ্রদর্শক ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবকালের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বেদান্তের চর্চ্চা নিয়মিতভাবে হইত। তখন বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের চর্চ্চা যেমন ছিল, তেমনি ষড়দর্শনের চর্চ্চাও ছিল। তাহার মধ্যে বেদান্তের স্থান ছিল প্রধান, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় দর্শনের ও তত্ত্বিচারের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি যাঁহারা আলোচনা করিতেন এবং পরম্পরাগতভাবে প্রচার করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। এখানে আমরা প্রাচীন বেদান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। বিভিন্ন মতের কথা বাদরায়ণসূত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বেদান্তবিদ্‌ আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকের নামই মনে পড়ে, যথা—কাশকৃৎস্ন কার্ষ্ণাজিনি আশ্মরথ্য ঔড়ুলোমি জৈমিনি বাদরি, আত্রেয় ভর্তৃপ্রপঞ্চ ব্রহ্মনন্দী টঙ্ক ভারুচি উপবর্ষ ভর্তৃমিত্র বোধায়ন ভর্তৃহরি সুন্দরপাণ্ড্য দ্রমিড়াচার্য্য ও ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি। বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের কোন কোনটীর উপর ইঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যাখ্যাও ছিল মনে হয়। তন্মধ্যে আচার্য্য কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি আশ্মরথ্য ঔড়ুলোমি বাদরি এবং আত্রেয়, ইঁহারা ছিলেন ব্রহ্মসূত্রকার আচার্য্য **বাদরায়ণের পূর্ব্ব**বর্ত্তী। আচার্য্য জৈমিনির কথা পরে বলিতেছি। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে ১।৪।২২ সূত্রে আচার্য্য **কাশ**কৃৎস্নের; ৩।১।৯ সূত্রে আচার্য্য **কার্ষ্ণা**জিনির; ১।২।২৯ এবং ১।৪।২০ সূত্রে আচার্য্য **আশ্মরথ্যের**; ১।৪।২১, ৩।৪।৪৫ এবং ৪।৪।৬ সূত্রে আচার্য্য **ঔড়ুলো**মির; ১।২।৩০, ৩।১।১১, ৪।৩।৭ এবং ৪।৪।১০ সূত্রে আচার্য্য **বাদরির**; ৩।৪।৪৪ সূত্রে আচার্য্য **আত্রেয়ের** এবং ১।২।২৮, ১।২।৩১, ১।৩।৩১, ১।৪।১৮, ৩।২।৪০, ৩।৩।৩৩, ৩।৪।২, ৩।৪।১৮, ৩।৪।৪০, ৪।১।১৭ ৪।৩।১২, ৪।৪।৫ এবং ৪।৪।১১ ইত্যাদি সূত্রে আচার্য্য **জৈমিনির** মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মতবাদসকলের যথাসম্ভব পরিচয় পাঠকগণ এই গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত তত্তৎ স্থলে প্রাপ্ত হইবেন, সেইহেতু আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। প্রাক্‌ বাদরায়ণযুগের এই আচার্য্যগণের মধ্যে আচার্য্য আত্রেয়ের (জৈঃ সূঃ ৪।৩।১৮, ৬।১।২৬), আচার্য্য আশ্মরথ্যের (জৈঃ সূঃ ৬।৫।১৬), আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির (জৈঃ সূঃ ৪।৩।১৭, ৬।৭।৩৫) এবং আচার্য্য বাদরির (জৈঃ সূঃ ৩।১।৩, ৬।১।২৭, ৮।৩।৬ এবং ৯।২।৩৩) মতবাদ **পূর্ব্বমী**মাংসাদর্শনেও উদ্ধৃত হইতে দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই আচার্য্যগণ পূর্ব্বোত্তর উভয় মীমাংসাশাস্ত্রেই আলোকসম্পাত করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টভাবেই অবগত হওয়া যাইতেছে। আর উত্তর-

-মীমাংসাকার আচার্য্য বাদরায়ণ এবং পূর্ব্বমীমাংসাকার আচার্য্য জৈমিনি ছিলেন সমসাময়িক, ইহা উত্তরমীমাংসাতে পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রসকলে জৈমিনিমতের উল্লেখ এবং পূর্ব্বমীমাংসাতে ১।১।৫, ৬।১।৮ ইত্যাদি সূত্রে বাদরায়ণমতের উল্লেখ হইতে অবগত হওয়া যায়। আবার "বেদানধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্মহাতপাঃ। সুমন্তুঞ্চ মহাভাগং বৈশম্পায়নমেব চ। জৈমিনিঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞং পৈলঞ্চাপি তপস্বিনম্" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩২৭।২৬-২৭) ইত্যাদি ইতিহাসবচন হইতে ইঁহাদের মধ্যে গুরুশিষ্যসম্বন্ধও অবগত হওয়া যায়। যাক্ ইহা অন্য প্রসঙ্গ।

উপরে আচার্য্য ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্মনন্দী প্রভৃতি যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা উত্তরমীমাংসাকার আচার্য্য **বাদরায়ণের পরবর্ত্তী** এবং উত্তরমীমাংসার শারীরক-ভাষ্যকার আচার্য্য **শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী।** বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের কোন কোনটীর উপর ইঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যাখ্যা ছিল। তন্মধ্যে আচার্য্য **ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের** মতবাদ এইপ্রকার—কঠোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের উপর ইঁহার ভাষ্য ছিল। শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থ উপলব্ধ হইত। বৃহদারণ্যকভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ইঁহাকে "ঔপনিষদম্মন্যঃ"-রূপে অভিহিত করিয়া ইঁহার মতবাদে অনাদর প্রকাশ করিলেও শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে ইঁহাকে 'সম্প্রদায়বিদ্' ও 'ব্রহ্মবাদী' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। টীকাকার আনন্দগিরিও ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতে পরমার্থ সত্য ব্রহ্মরূপে এক এবং জগদ্রূপে বহু। জীব নানা এবং পৃথিবীর একদেশ উষর ভূমির ন্যায় তাহা পরমাত্মার একদেশমাত্র। জীব সত্তাতে বিদ্যা কর্ম্ম এবং প্রাক্তন সংস্কার রহিয়াছে। যাহাকে শাস্ত্রে অবিদ্যারূপে বর্ণনা করা হয়, তাহা পরমাত্মা হইতে অভিব্যক্ত। এই অবিদ্যার প্রভাবেই জীবে বিকারভাব উদিত হয় এবং অন্তঃকরণের ধর্ম্মরূপে তাহা নিহিত থাকে। অন্তঃকরণ অনাত্মক। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ পরামুক্তি এবং অপরামুক্তিভেদে মুক্তির দ্বিবিধ সত্তা স্বীকার করেন। যাহাকে অপরা মুক্তি বলা হয়, তাহা ঠিক মোক্ষ নহে। তাহা হিরণ্যগর্ভাবস্থারই নামান্তর মাত্র। মুমুক্ষু জীব প্রথমে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপতা লাভ করে। এই অবস্থাতে পরমাত্মবিষয়ক উন্মুখ্যভাব, অর্থাৎ পরমাত্মমুখী বৃত্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধবশতঃ পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন। ইনিই জগদাত্মা, সর্ব্বব্যাপক হওয়ায় ইনি সকল সত্তার অন্তর্গত আত্মস্বরূপ। জীব ব্রহ্মের বিকার এবং স্বভাবতঃ নানা; উপাধিবশতঃ নহে। জীবই কর্ত্তা ভোক্তা ও জ্ঞাতা। কাম ও বাসনা প্রভৃতি জীবের ধর্ম্ম। জীব ব্রহ্মের বিকার হইলেও হিরণ্যগর্ভের সহিত আসক্তির সম্বন্ধবশতঃ তাহাতে জীবভাবের উদয় হয়। আবার হিরণ্যগর্ভকে আত্মরূপে চিন্তা করিলে মোক্ষলাভের পথে জীবের অগ্রগতি হয়। উক্ত আসক্তি বাসনাস্বরূপ, তাহা চিত্তের ধর্ম্ম, জীবে তাহা স্বভাবতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও তাহাতে সঞ্চারিত হয়, তখন ইহা জীবধর্ম্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ভৌতিক, সাংখ্যগণের ন্যায় আহঙ্কারিক নহে। যাহা অপবর্গ, অর্থাৎ **অপরা মুক্তি**, দেহাবস্থাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে আসঙ্গ ত্যক্ত হওয়ায় তাহা লব্ধ হয়। সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যা নিবৃত্ত না হওয়ায় ইহা জীবন্মুক্তির অনুরূপ অবস্থা। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই **পরা মুক্তি**। দেহাবস্থাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে। দেহপাত হইলে অবিদ্যা পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হওয়ায় যে ব্রহ্মভাবের উদয় হয়, তাহাই মোক্ষ, তাহাই পরা

মুক্তি। ইঁহার মতে পরব্রহ্ম অবিশেষ ও অব্যক্ত, তাঁহাতে যাবতীয় বিশেষের একত্ব সংঘটিত হয়। ভর্তৃপ্রপঞ্চ ব্রহ্মপরিণামবাদী; সেই পরিণাম আটপ্রকার যথা—(ক) ১। অন্তর্যামী ও ২। জীবরূপে, (খ) ৩। অব্যাকৃত, ৪। সূত্র, ৫। বিরাট্‌ ও ৬। দেবতারূপে এবং (গ) ৭। জাতি ও ৮। পিণ্ডরূপে ব্রহ্মের এই আটপ্রকার পরিণাম জগতের আটপ্রকার বিভাগরূপে অঙ্গীকৃত হয়। প্রকারান্তরে এই বিভাগ তিনপ্রকার—১। পরমাত্মা, ২। জীব এবং ৩। মূর্ত্তামূর্ত্ত ভূত। ভর্তৃপ্রপঞ্চের মতবাদকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, বা অনেকান্তবাদ বলা হয়। ইঁহার মতবাদ আচার্য্য শঙ্কর এই বেদান্তদর্শনের ২।১।১৪ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"নমু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষঃ অনেকশাখঃ এবং অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম", ইত্যাদি ২।৮৬ পৃঃ ১৯-২৫ বাক্য দ্রষ্টব্য। ইঁহার মতে দ্বৈতভাব ও অদ্বৈতভাব, উভয়ই সমানভাবে সত্য; তবে ভেদ লৌকিক প্রমাণসম্মত এবং অভেদ বেদসম্মত। এইহেতু ইঁহার মতে মোক্ষলাভের যথার্থ সাধন শুধু কর্ম্ম নহে, শুধু জ্ঞান নহে; পরন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়। বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের ও কর্ম্মকাণ্ডের সমপ্রামাণ্য এই মতে অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া ভর্তৃপ্রপঞ্চ জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী।

ব্রহ্মনন্দী—অদ্বৈতবেদান্তের আচার্য্য ব্রহ্মনন্দীর কথা কোন কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী সংক্ষেপশারীরকের ৩।২১৭ শ্লোকের টীকাতে ব্রহ্মনন্দীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন বেদান্তের ইতিহাস হইতে জানা যায়—ব্রহ্মনন্দী নামক এক আচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যকার নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন বাক্যকারের নামও উল্লেখযোগ্য, তাঁহার নাম **টঙ্ক**। অনেকে মনে করেন ব্রহ্মনন্দী ও টঙ্ক অভিন্ন ব্যক্তি। রামানুজভাষ্যেও এক বাক্যকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে; সেইহেতু কেহ কেহ মনে করেন বাক্যকার **টঙ্ক** ছিলেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী। তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ "ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেন বন্ধস্য নিবৃত্তিঃ যুক্তা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১ সূঃ রামানুজভাষ্য), ইহা বৈষ্ণবাচার্য্যের উক্তি নহে। গুহদেব, শঠকদমন ও নাথমুনি প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তাচার্য্যগণের নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষ্যকার রামানুজ স্বীয় ভাষ্যমধ্যে ইঁহাদের বাক্য ও যুক্তি বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভারুচি—অন্যান্য প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে ভারুচির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানা যায়—ভারুচি নামক একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ছিলেন, যিনি বিষ্ণুকৃত ধর্ম্মসূত্রের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন। এই ভারুচি হইতে বেদান্তবিদ্‌ ভারুচি অভিন্ন কি না, বলা যায় না। শ্রীরামানুজাচার্য্যের বেদার্থসংগ্রহে এবং শ্রীনিবাসকৃত যতীন্দ্রমতদীপিকাতে বেদান্তী ভারুচির নামোল্লেখ আছে। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রকার ভারুচি হইতে বেদান্তবিদ্‌ ভারুচি অভিন্ন হন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন।

উপবর্ষ—ইনি প্রাচীন বৃত্তিকাররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শাঙ্করভাষ্য এবং শাবরভাষ্য উভয়ত্রই ইঁহার নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—"বর্ণা এব তু শব্দঃ ইতি ভগবান্‌ উপবর্ষঃ" (এই গ্রন্থে দেবতাধিকরণভাষ্য ১।৭১৫ পৃঃ দ্রঃ), "গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়া ইতি ভগবান্‌ উপবর্ষঃ" (শাবরভাষ্য, শব্দতত্ত্বনিরূপণ দ্রঃ)। সুতরাং উপবর্ষ ছিলেন এই উভয়-ভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি ছিলেন মহাবৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনির গুরু। কৃষ্ণদেবের তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে—উপবর্ষ শাবরভাষ্যের উপর একটী টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

সুতরাং উপবর্ষ নামে দুইজন আচার্য্য ছিলেন কি না, তাহা আলোচনার যোগ্য।

ভর্তৃমিত্র—বেদান্ত ও কর্ম্মমীমাংসা উভয়শাস্ত্রে নিষ্ণাত ভর্তৃমিত্রের নাম ইতিহাসবিদ্‌গণ জানেন। জয়ন্তের 'ন্যায়মঞ্জরীতে' (২১৩, ২২৬ পৃঃ) এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য যামুন মুনির "সিদ্ধিত্রয়" গ্রন্থে (৪, ৫ পৃঃ) ইঁহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভট্টপাদ কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে (১।১।১।১০, ১।১।৬।১৩০-১৩১) এক ভর্তৃমিত্রের কথা বলিয়াছেন। তবে তিনি উক্ত ভর্তৃমিত্র হইতে অভিন্ন কি না, বলা যায় না। মুকুল ভট্টের 'অভিধামাতৃকা' গ্রন্থেও পৃথগ্‌ভাবে এই আচার্য্যের কথা লিখিত হইয়াছে।

বোধায়ন—এই আচার্য্যের কথা ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকাররূপে জানিতে পারা যায়। 'প্রপঞ্চহৃদয়' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ইঁহার বেদান্তবৃত্তির নাম ছিল 'কৃতকোটি'। আচার্য্য রামানুজ বেদান্তভাষ্যে এই বৃত্তি হইতে কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই আচার্য্য পুর্ব্বমীমাংসা সূত্রের উপরও বৃত্তি লিখিয়াছিলেন।

ভর্তৃহরি—ইনিও এক জন প্রাচীন বেদান্তাচার্য্য। 'বাক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণের দার্শনিক গ্রন্থ ভর্তৃহরি রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে স্ফোটবাদ (১১৭০৮ পৃঃ দ্রঃ) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র (ভামতীকার) এক স্থলে ভর্তৃহরিকে অবৈদিক বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ ইনি ছিলেন স্ফোটবাদী। ভর্তৃহরির শব্দব্রহ্মবাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ স্ফোটবাদেরই দার্শনিক বিকাশমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ইনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী বেদান্তী; কারণ 'চিৎসুখীর' টীকা 'নয়নপ্রসাদিনীতে' (নির্ণয়সাগর, পৃঃ ৬০) প্রত্যক্‌স্বরূপাচার্য্য ইঁহাকে 'ব্রহ্মবিৎপ্রকাণ্ড' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইঁহার 'ধাতুসমীক্ষা' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রত্যক্‌স্বরূপাচার্য্যের সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইত; বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উপবর্ষ, শবরস্বামী ও কুমারিলের ন্যায় বাচস্পতি ছিলেন বর্ণবাদী, স্ফোটবাদী নহেন। স্ফোটবাদী বলিয়াই ভর্তৃহরিকে অবৈদিক বলা সমীচীন নহে, কারণ তাহা হইলে স্ফোট অঙ্গীকারবশতঃ 'ব্রহ্মসিদ্ধিকার' মণ্ডন মিশ্রও অবৈদিক হইয়া পড়িবেন। ভর্তৃহরি বলেন—পশ্যন্তী বাক্‌-রূপ শব্দতত্ত্বই ব্রহ্ম, তাহাই পরা বাক্, জগৎ তাহার বিবর্ত্ত। শব্দব্রহ্মের কালশক্তিই মায়া, তাহার প্রভাবেই শব্দব্রহ্ম হইতে জগৎ স্ফুরিত হয় এবং ভাববৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটে। এই শব্দই অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয় এবং যাবতীয় জগদ্ব্যাপার তাহা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। এই শব্দ ব্রহ্মই বিশ্বজগতের নিয়ামক এবং জীবের অন্তর্য্যামী চিৎ-তত্ত্ব হইতে অভিন্ন। অদ্বৈতবাদের ক্রমিক ইতিহাসে এই শব্দব্রহ্মবাদের স্থান অতি উচ্চ। ইহাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য মণ্ডন মিশ্র 'ব্রহ্মসিদ্ধি' নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, বিখ্যাত দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র ইহার উপর 'ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা' নামক একটী উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন, ইহা বেদান্তদর্শনের ভামতী টীকাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই টীকা কিন্তু এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে শব্দব্রহ্মবাদের প্রসিদ্ধি খুব ব্যাপক হইয়াছিল। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহে'; অবিমুক্তাচার্য্য 'ইষ্টসিদ্ধি' নামক বেদান্ত গ্রন্থে এবং জয়ন্ত 'ন্যায়মঞ্জরীতে' শব্দাদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যভিজ্ঞাচার্য্য সোমানন্দ এবং উৎপলদেব এই মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। আচার্য্য ভর্তৃহরি 'মৃগেন্দ্রসংহিতার' বৃত্তির উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে অদ্বৈতমতের খণ্ডন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন

ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাহা সমীচীন মনে হয় না; কারণ ব্যাখ্যাতৃগণ যে গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন, তদনুকূলভাবেই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেমন সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তী আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র 'ন্যায়বার্ত্তিকের', "তাৎপর্য্য টীকাতে" অদ্বৈতমতের এবং পাতঞ্জল ৪।১০ সূত্রের তত্ত্ববৈশারদীতে শাঙ্করবেদান্তের সূক্ষ্মশরীরবিষয়ক মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

এই মতবাদের অনুরূপ মতবাদ শৈব ও শাক্ত আগমেও আছে; তবে কোন কোন অংশে মতবৈলক্ষণ্যও পরিদৃষ্ট হয়। আগমমতে শব্দব্রহ্মের স্থান ঠিক পরব্রহ্মের অনুরূপ নহে; কারণ শৈবাগমে শিব শক্তি ও বিন্দু, ত্রিরত্ন নামে প্রসিদ্ধ এই তিনটিই পরম তত্ত্ব। ইঁহাদের সম্যক্ বোধ হইলেই সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। এই মতে শিব চিৎস্বরূপ ও স্বতন্ত্র কর্ত্তা। তাঁহার সহিত অবিনাভূতা শক্তিও চিদ্রূপা; কিন্তু তাহা শিবের অধীন। বিন্দুই মহামায়া, ইনিই জড় সৃষ্টির মূল। এই বিন্দুর নামান্তর কুণ্ডলিনী। শিবের দ্বারা প্রেরিতা শক্তিতে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে বিন্দু বা মহামায়া ক্ষুব্ধা হন, তখন তাঁহা হইতে হয় শব্দের উদয়। ইহাই সৃষ্টির মূলভূত শব্দ। এই শব্দকেই এই মতে পরাবাক্-রূপে স্বীকার করা হয়। অন্য মতে মূলাধারে অভিব্যক্ত স্ফোটই 'পরা স্ফোট'। এইরূপে দেখা যাইতেছে এই শব্দব্রহ্মবাদেও নানা প্রক্রিয়া ও মতভেদ আছে।

সুন্দরপাণ্ড্য—ইনি কারিকাবদ্ধ এক বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কোন্ ভাষ্যের উপর রচিত হইয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৪ সূত্রভাষ্যের দ্বিতীয় বর্ণকের শেষে ইহার তিনটী কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্রবিড়াচার্য্য (দ্রামিড়াচার্য্য)—ইনি অতি প্রাচীন বৈদান্তিক ও উপনিষদের প্রাচীন ভাষ্যকার। আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।২।২০ কণ্ডিকাভাষ্যে ইঁহাকে 'সম্প্রদায়বিদ্' বলিয়া উল্লেখ করিয়া ইঁহার বর্ণিত 'ব্যাধগৃহে পালিত রাজপুত্রের' আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন (পুনা সংস্করণ ২৯৭ পৃঃ, বাণীবিলাস ২৬২ পৃঃ)। ইনি কোন কোন স্থলে 'আগমবিদ্' বলিয়াও ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যকার ২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে "যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ" এইপ্রকারে এক দ্রামিড়াচার্য্যের উল্লেখকরতঃ তৎকথিত—"ডাঁশ-মশকপূর্ণ অনর্থসঙ্কুলদেশে পতিত এক রাজার" উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। ১।১।১ সূত্র শ্রীভাষ্যে "দ্রমিড়ভাষ্যকারশ্চ দেবতাসাযুজ্যাৎ" এবং "ভাষ্যকৃতা (দ্রামিড়েন) ব্যাখ্যাতং চ" ইত্যাদিপ্রকারে (ঐ, নির্ণয়সাগর, ১৬১, ১৬৩ পৃঃ) ইঁহার মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনেকের ধারণা এই উভয় ব্যক্তি অভিন্ন।

ব্রহ্মদত্ত—ইনিও একজন প্রাচীন বেদান্তাচার্য্য। অনেকে মনে করেন ব্রহ্মদত্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। ইঁহার মতে—একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য পদার্থ, জীব ও জগৎ অনিত্য। উভয়েরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং ব্রহ্মে বিলয় হয়। আচার্য্য বেদান্তদেশিক 'তত্ত্বমুক্তাকলাপের' টীকাতে ব্রহ্মদত্তের মত এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মদত্তের মতে 'তত্ত্বমসি' বাক্য হইতে উপনিষদের তাৎপর্য্য সঠিকভাবে অবগত হওয়া যায় না; পরন্তু "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", ইত্যাদি বাক্য হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়; কারণ কর্ম্মকাণ্ডের তাৎপর্য্য যেমন কর্ম্মবিধানে, উপনিষদের তাৎপর্য্যও তদ্রূপ উপাসনাবিধানে। উপাস্যস্বরূপের জ্ঞান ব্যতিরেকে উপাসনা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপের সমর্পক বাক্যসকল উপাস্যের স্বরূপ সমর্পণেই সার্থকতা লাভ করে। তত্ত্বমস্যাদি হইতে উৎপন্ন 'অহং ব্রহ্মবিজ্ঞান' শুধু

উৎপত্তি মাত্রের দ্বারা অজ্ঞানকে নাশ করে না, কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে উপাসনা করিলে ভাবনার উপচয়বশতঃ অজ্ঞান নিঃশেষে নিবৃত্ত হয়। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি"। এই বিষয়ে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির টীকা 'জ্ঞানামৃতসুরভি' দ্রষ্টব্য। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মদত্তের মত এই ভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে আছে যে, ব্রহ্মদত্তের মতে দেবতার সাক্ষাৎকার দেহাবস্থাতে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত মিলন দেহত্যাগ না হইলে সম্ভব নহে, কারণ দেহের স্থিতি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। জীবদবস্থাতে প্রারব্ধকর্ম্ম প্রতিবন্ধকরূপে থাকায় দেবতার সহিত মিলন সম্ভব হয় না। মৃত্যুর পর স্বর্গলাভের ন্যায় মোক্ষও মৃত্যুর পরেই হইয়া থাকে। স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয়ই বৈদিক বিধি পালনের ফল। তিনি ছিলেন ধ্যাননিয়োগবাদী, অর্থাৎ বিধির অধীনভাবে ধ্যানাভ্যাস করিলে তাহাই হয় মোক্ষের হেতু, ইহাই ছিল তাঁহার মত। আচার্য্য শঙ্কর মোক্ষকে দৃষ্ট-ফলরূপে অঙ্গীকার করেন, ব্রহ্মদত্তের মতে মোক্ষ অদৃষ্টফল। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে আচার্য্য **'আশ্মরথ্য'** বলিতেন—জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং মুক্তাবস্থাতে ব্রহ্মে বিলীন হয়। ব্রহ্মদত্তের মতবাদও কতকটা এইপ্রকার। আশ্মরথ্য ছিলেন ভেদাভেদবাদী; ব্রহ্মদত্ত কিন্তু নিজেকে অদ্বৈতবাদী মনে করিতেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, মোক্ষ নহে। জীবন্মুক্তের কর্ম্ম অনাবশ্যক, ইহা আচার্য্য শঙ্করের মত। সত্ত্বশুদ্ধি ও বৈরাগ্যলাভের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক, তাহা সম্পাদিত হইলে কর্ম্মের আর প্রয়োজন থাকে না। এই অবস্থাতে মাত্র জ্ঞানার্জ্জনের জন্য প্রযত্ন আবশ্যক। ব্রহ্মদত্তের সাধনক্রম কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন। তাহা এইপ্রকার—১। উপনিষদ্ হইতে পরোক্ষ জ্ঞানলাভ। ২। তদনন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এইপ্রকার ধ্যানাভ্যাস। এই অবস্থাতেও কর্ম্ম আবশ্যক। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে। ইঁহার মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় (—একত্রে অনুষ্ঠান) সিদ্ধান্তই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

গৌড়পাদ—ইনি আচার্য্য শঙ্করের পরম গুরু। রামভদ্র দীক্ষিতের পতঞ্জলিচরিতে আছে—গৌড়পাদের গুরু ছিলেন "কতঞ্জলি'। ইনি পর্দ্দার আড়াল হইতে শিষ্যদিগকে ভাষ্যাদির পাঠ প্রদান করিতেন; এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী আছে। ইনি ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য এইপ্রকার কিম্বদন্তীও আছে। তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। অথবা গৌড়পাদ একাধিক হইবেন। উত্তরগীতা ও সাংখ্যকারিকার ভাষ্য গৌড়পাদের নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার 'মাণ্ডূক্যকারিকা' নামক প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আচার্য্য শঙ্কর ২।১।৯ সূত্রের শারীরকভাষ্যে "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে....অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা" ইত্যাদি মাণ্ডূক্যকারিকার (১।১৬) শ্লোককে শব্দতঃ এবং নির্গুণব্রহ্মবিদের স্বানুভববর্ণনপ্রসঙ্গে "ন ইতঃ পূর্ব্বমপি কর্ত্তা ভোক্তা বা অহম্ আসম্, ন ইদানীং নাপি ভবিষ্যৎকালে ইতি ব্রহ্মবিদ্ অবগচ্ছতি" (৪।১।১৩ সূত্রভাষ্য), ইত্যাদি এইপ্রকারে "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" (মাঃ কাঃ ১।১৮) "ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ....ইত্যেষা পরমার্থতা" (ঐ ২।৩২), "এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে" (ঐ ৩।৪৮) ইত্যাদি মাণ্ডূক্যকারিকোক্ত ভাবকে অর্থতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্বৎসমাজে শ্রুতিরূপে পরিগৃহীত এই মাণ্ডূক্যকারিকা আচার্য্য গৌড়পাদের গৌরবময় অবদান।

ইহাতে প্রতিপাদিত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিদ্বৎসমাজে 'অজাতবাদ' নামে পরিচিত।

গোবিন্দপাদ—ইনি আচার্য্য গৌড়পাদের শিষ্য এবং আচার্য্য শঙ্করের গুরু। ইঁহার রচিত কোন বেদান্তগ্রন্থের সন্ধান এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইঁহার 'রসহৃদয়' নামক গ্রন্থ উপলব্ধ হয়, কিন্তু তাহা রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থ, ইহা আমরা পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। প্রসিদ্ধি আছে যে, গোবিন্দভগবৎপাদ রসায়নপ্রক্রিয়াবলে সহস্র বৎসর স্থূলদেহাবলম্বনে জগতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনপ্রকার শারীরিক বিকার হয় নাই, সর্ব্বদা যোড়শবর্ষীয়রূপে পরিদৃষ্ট হইতেন।

আচার্য্য শঙ্কর—ইনি গোবিন্দভগবৎপাদের শিষ্য। এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত শারীরকভাষ্য ইঁহারই অবদান। প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য এবং উপদেশসাহস্রী বিবেকচূড়ামণি বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, সনৎসুজাতীয়ভাষ্য, সৌন্দর্য্যলহরী, মাণ্ডূক্যকারিকাভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। ইঁহার পরিচয় এবং অবদান এতই প্রসিদ্ধ যে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বৌদ্ধপ্লাবন হইতে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষা ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা ইঁহারই গৌরবময়ী কীর্ত্তি। আজ আমরা বৈদিক ধর্ম্মকে যে অবস্থাতে প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা ইঁহারই অবদান। কেরল দেশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৩২ বৎসরকাল ইনি জীবিত ছিলেন। বঙ্গভাষাতেও ইঁহার একাধিক অলৌকিক জীবনচরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মণ্ডনমিশ্র *—প্রাক্‌শঙ্করযুগের বৈয়াকরণ ও পূর্ব্বমীমাংসক-প্রভাবিত অদ্বৈতবাদের ইনি একজন বিশিষ্ট আচার্য্য, বস্তুতঃ সেই অদ্বৈতবাদের ইনিই শেষ আচার্য্য, অতঃপর আচার্য্য শঙ্করের প্রভাবে ব্যাকরণ ও পূর্ব্বমীমাংসাপ্রভাবমুক্ত এই সুপ্রাচীন মতবাদ 'ব্রহ্ম শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপ' এবং 'জ্ঞানই মোক্ষের সাধন', ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিতকরতঃ নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। আচার্য্য শঙ্কর হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ইনি আচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, স্বমতপরিত্যাগকরতঃ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় ইনি আচার্য্যের সমসাময়িক এবং পরেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া আচার্য্যের মতবাদ প্রচারকারী ইনি আচার্য্যের পরবর্ত্তীও বটেন। গৃহস্থাশ্রমে মণ্ডনমিশ্রনামে পরিচিত ইনি 'ব্রহ্মসিদ্ধি' 'বিধিবিবেক' [এই গ্রন্থদ্বয়ের উপর বাচস্পতিমিশ্রের যথাক্রমে 'ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা' ও 'ন্যায়কণিকা' নামক টীকা আছে], স্ফোটসিদ্ধি, বিভ্রমবিবেক, ও ভাবনাবিবেক [বারাণসী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত সিরীজ হইতে প্রকাশিত ইহার উপর ভট্টোম্বেকের টীকা আছে], প্রভৃতি গ্রন্থের এবং চতুর্থাশ্রমে সুরেশ্বরাচার্য্যনামে পরিচিত ইনি বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যবার্ত্তিক, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি † প্রভৃতি শাঙ্কর অদ্বৈতমতের প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা। আচার্য্য বিদ্যারণ্যরচিত 'সংক্ষেপ শঙ্করদিগ্বিজয়' ('শঙ্করবিজয়'), গোবিন্দনাথের 'শঙ্করাচার্য্যচরিত', ব্যাসাচলের 'শঙ্করবিজয়', অনন্তানন্দগিরির [ইনি আচার্য্য শঙ্করের প্রশিষ্য] 'গুরুদিগ্বিজয়' এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাশীলক্ষ্মণ শাস্ত্রীর

* পরম শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল—ইঁহার বিষয়ে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহা সম্ভব হইল না। অগত্যা আমরা প্রধানতঃ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রেস হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসিদ্ধির' ভূমিকাদ্বয়াবলম্বনে এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া দিলাম। ইহাতে আলোচিত মতামতবিষয়ে মাননীয় কবিরাজ মহাশয়ের দায়িত্ব নাই।

† কেহ কেহ বলেন—ইনি 'ইষ্টসিদ্ধি' ও 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' নামক গ্রন্থদ্বয়েরও রচয়িতা। তাহা ভ্রম। উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে, যথাক্রমে—'বিমুক্তাত্মা' ('বিমুক্তাত্মযতি') এবং গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী এই গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

'গুরুবংশকাব্য' প্রভৃতি হইতে আচার্য্য শঙ্করের ও তৎশিষ্য আচার্য্য সুরেশ্বরের বিষয়ে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। আচার্য্য মণ্ডন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন আচার্য্য ভট্টপাদ কুমারিলের শিষ্য ও ভগিনীপতি। তখন ইঁহার অপর নাম ছিল—ভট্ট উম্বেক ও বিশ্বরূপাচার্য্য। তত্ত্বপ্রদীপিকাকার চিৎসুখাচার্য্য বলেন—ভট্ট উম্বেকই 'মালতীমাধব' নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকের রচয়িতা 'ভবভূতি'। আবার মণ্ডনমিশ্রের 'ভাবনাবিবেক' গ্রন্থে ভট্ট উম্বেকের টীকা আছে, সুতরাং আচার্য্য মণ্ডনই অন্য নামে স্বীয় গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, অথবা এই ভট্ট উম্বেক অপর ব্যক্তি, তাহা চিন্তনীয়। আচার্য্য শঙ্করের জীবনীকারগণ বলেন—আচার্য্য কুমারিলের নির্দ্দেশে আচার্য্য শঙ্কর কুমারিলশিষ্য আচার্য্য মণ্ডনের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হন এবং বিচারের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য পরাজিত মণ্ডন আচার্য্য শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণকরতঃ 'সুরেশ্বর' নামে পরিচিত হন। দশনামী পুরীসম্প্রদায়ে 'আচার্য্য পৃথ্বীধর' নামেও ইঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

ইদানীন্তনকালে আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রই আচার্য্য সুরেশ্বর কি না, এই বিষয়ে বিদ্বৎসমাজে মতভেদ চলিতেছে। একদল বলেন—১। ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডন মিশ্র বৈয়াকরণ আচার্য্য ভর্ত্তৃহরিকে অনুসরণকরতঃ স্ফোটরূপ (১।৭০৮ পৃঃ) শব্দব্রহ্মকে উপনিষদ্বর্ণিত শুদ্ধব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দাদ্বৈতবাদকে ব্রহ্মসিদ্ধিতে স্বসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের পদাঙ্কানুসরণকারী আচার্য্য সুরেশ্বর কিন্তু স্ফোটবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। ২। আচার্য্য মণ্ডন 'ব্রহ্মসিদ্ধিতে' এবং 'বিভ্রমবিবেকে' ভাট্টসম্মত বিপরীতখ্যাতি, অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আচার্য্য সুরেশ্বর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, ৩। আচার্য্য মণ্ডন অবিদ্যাকে অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ এই উভয়াত্মকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, আচার্য্য সুরেশ্বর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার মতে অবিদ্যা উক্ত অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণের হেতু। ৪। মণ্ডন বলেন—জীব অবিদ্যার আশ্রয় এবং ব্রহ্ম তাহার বিষয়। সুরেশ্বর বলেন—ব্রহ্মই অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়। ৫। মণ্ডন প্রসংখ্যানবাদী, অর্থাৎ ইনি বলেন—নিদিধ্যাসন হইতে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি হয় (৪।২৬ পৃঃ দ্রঃ)। সুরেশ্বর শব্দাপরোক্ষবাদী (৪।২২ পৃঃ দ্রঃ)। ৬। মণ্ডন ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পর প্রারব্ধসহ যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় অঙ্গীকার করেন, ফলে ইঁহার মতে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই সাধকের শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার জীবন্মুক্তি (১।২৬৯ পৃঃ) সম্ভব হয় না। আবার কোন কোন স্থলে ইনি ভিন্নকোটিরূপে লেশ অবিদ্যার বর্ত্তমানতা বশতঃ জীবন্মুক্তিও অঙ্গীকার করিয়াছেন। আচার্য্য সুরেশ্বর কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ অঙ্গীকার করেন নাই। ৭। ব্রহ্মসিদ্ধির আলোচনা হইতে প্রতিভাত হয়—মণ্ডন আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের আলোচনা করিয়া তাহার বিরোধী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করমতানুসরণকারী সুরেশ্বর কিন্তু সম্ভবতঃ আচার্য্য শঙ্করকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ব্রহ্মসিদ্ধির মতবাদ খণ্ডনের জন্য 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি' রচনা করেন। ৮। মণ্ডন ব্রহ্মজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদি ও প্রসংখ্যানরূপ কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী। ইনি বলেন—বিনিশ্চিতব্রহ্মাত্মভাব ব্যক্তির পক্ষেও শোকভয়াদি সংসারধর্ম্মের নিবৃত্তির জন্য শমদমাদি, প্রসংখ্যান ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ কর্ম্মের অপেক্ষা আছে (ব্রহ্মসিদ্ধি ৩৬ পৃঃ ও টীকা)। সুরেশ্বর তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। ইঁহার মতে সাধকের চিত্তমলনাশের জন্য অগ্নিহোত্রাদির এবং বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য প্রসংখ্যানের (—নিদিধ্যাসনের) উপযোগিতা থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে তাহাদের উপযোগিতা নাই, তাহা শব্দপ্রমাণসাধ্য। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে

প্রমাণপ্রমেয়াদি সর্ব্বব্যবহার বিলুপ্ত হয়; তখন জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব। ৯। উভয় আচার্য্যের মধ্যে এইপ্রকার মতভেদ থাকায় এবং গুরুবংশকাব্যে বিশ্বরূপাচার্য্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্য শঙ্করের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হওয়ায়, মণ্ডনমিশ্র এবং বিশ্বরূপাচার্য্য, অর্থাৎ সুরেশ্বরাচার্য্য বিভিন্ন ব্যক্তি ইহাই নির্ণীত হয়। **অপর দল** বলেন—১। কোন গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী জীবনে মতপরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। অভিধর্ম্মকোশকার বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু পরবর্ত্তী জীবনে ভ্রাতা অসঙ্গের প্রভাবে 'বিজ্ঞানবাদ' অঙ্গীকারকরতঃ "বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধি" ("বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি") নামক গ্রন্থরচনা করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইদানীন্তন কালেও বিজিতের বিজয়ীর মতগ্রহণ অপ্রচলিত নহে। ২। মণ্ডন ও সুরেশ্বর যদি বিভিন্ন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে সম্বন্ধবার্ত্তিকে বহু স্থলে ব্রহ্মসিদ্ধির ভাব ও বচনোল্লেখের সময় আচার্য্য সুরেশ্বর সমকালিক আচার্য্য মণ্ডনের নামোল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন, কারণ তাহা শিষ্টাচারসম্মত। সুরেশ্বর কিন্তু তাহা করেন নাই, সেইহেতু সিদ্ধ হয় উভয় গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন। ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত 'গুরুবংশকাব্যের' বর্ণনা সমর্থনীয় নহে; কারণ তাহা ব্যাসাচল রচিত 'শঙ্করবিজয়' অবলম্বনে লিখিত। শেষোক্ত গ্রন্থকার কিন্তু বিশ্বরূপাচার্য্য অথবা মণ্ডনকে সুরেশ্বরাচার্য্যরূপে বর্ণনা করেন নাই। ফলে এই গ্রন্থের প্রামাণ্যানুসারে কোন পক্ষই নির্ণীত হয় না। তৎকালে 'মণ্ডন' এই নাম ছিল পণ্ডিতসমাজে গৌরবজনক উপাধি। গুরুবংশকাব্যে স্পষ্টতঃই দুইজন মণ্ডনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে এক মণ্ডন শঙ্করের উপদেশলাভ করিয়াও যাবজ্জীবন গৃহস্থ ছিলেন এবং অপর মণ্ডন চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বরনামে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহা অঙ্গীকারে কোন প্রকার বিরোধ হয় না। গৃহস্থ মণ্ডনের কোন গ্রন্থেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কারণ শঙ্করজীবনীবিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থেই পরবর্ত্তী জীবনে সুরেশ্বরনামে পরিচিত মণ্ডনের নামেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪। এইপ্রকার অঙ্গীকার করিলেই অপরাপর শঙ্করজীবনী গ্রন্থের সহিত অবিরোধ সিদ্ধ হয়। অর্বাচীন একা 'গুরুবংশকাব্য' এতগুলি প্রাচীন গ্রন্থের বিরোধ করিতে পারে না। ৫। শঙ্করপ্রশিষ্য অনন্তানন্দগিরিকর্ত্তৃক রচিত 'গুরুদিগ্বিজয়' গ্রন্থ শঙ্করের তিরোধানের অনতিকাল পরে রচিত, ইহার প্রামাণ্যকে উপেক্ষা করা যায় না। ৬। ব্যাসাচল শঙ্করবিজয়ে বর্ণনা করিয়াছেন—"আচার্য্য শঙ্কর সুরেশ্বরকে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর বার্ত্তিক রচনা করিতে আদেশ করেন। "তাঁহার গ্রন্থ শঙ্করমতানুযায়ী না হইয়া পূর্ব্বমীমাংসাপ্রভাবিত হইয়া পড়িবে", সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর এইপ্রকার আশঙ্কা ও প্রতিবাদ হওয়ায় সুরেশ্বরকর্ত্তৃক উক্ত বার্ত্তিক রচিত হয় নাই। তাঁহার মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য সুরেশ্বর 'নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি' রচনাকরতঃ আচার্য্য শঙ্করের হস্তে প্রদান করেন"। এই গ্রন্থে একটী শ্লোক আছে, যথা—"গুরূক্তো বেদবাদ্ধান্তস্তত্র নো বচ্‌ম্যশক্তিতঃ। সহস্রকিরণব্যাপ্তে খদ্যোতঃ কিং প্রকাশয়েৎ" ॥ (১।৫)। অপরের প্রচণ্ড বিদ্যাবত্তার নিকট স্বীয় বিদ্যাবত্তা পর্য্যুদস্ত হইলেই কোন গ্রন্থকারের পক্ষে এতাদৃশ দীনতাজ্ঞাপিকা উক্তি সম্ভব। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করতঃ নির্ণীত হয় যে, কুমারিলশিষ্য ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডন মিশ্রই পরবর্ত্তী জীবনে আচার্য্য শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য; ইনিই বৈয়াকরণ ও পূর্ব্বমীমাংসক প্রভাবিত অদ্বৈতবাদের শেষ আচার্য্য এবং আচার্য্য শঙ্করকর্ত্তৃক নবীনভাবে প্রচারিত প্রাচীন অদ্বৈতবাদের অন্যতম নবীন আচার্য্য।

ইহাই হইল আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ হইতে আচার্য্য শঙ্কর ও সুরেশ্বর পর্য্যন্ত বেদান্তাচার্য্যগণের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। আচার্য্য শঙ্করের পরবর্ত্তিকালেও পঞ্চপাদিকাকার শঙ্করশিষ্য 'পদ্মপাদাচার্য্য', বৃহদারণ্যকভাষ্যের বার্ত্তিককার শঙ্করশিষ্য 'সুরেশ্বরাচার্য্য', শিষ্য-পরম্পরাক্রমে সংক্ষেপশারীরককার 'সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি', বৈয়াসিকন্যায়মালাকার আচার্য্য 'ভারতী-তীর্থ', পঞ্চদশীকার আচার্য্য 'বিদ্যারণ্য', ভামতীকার 'বাচস্পতি মিশ্র', বিবরণকার 'প্রকাশাত্ম-যতি', খণ্ডনখণ্ডখাদ্যকার 'শ্রীহর্ষ', প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকাকার 'চিৎসুখাচার্য্য, অদ্বৈতসিদ্ধিকার 'আচার্য্য মধুসূদন', অদ্বৈতদীপিকাকার 'নৃসিংহাশ্রম' প্রভৃতি বহু বহু দিক্‌পালসদৃশ আচার্য্যগণ অদ্বৈত বেদান্তের এই ধারাকে পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি তাহার বিরাম নাই। নানাভাবে নানা ভাষাতে এই অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারিত ও আলোচিত হইতেছে। তাহা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে।

এক্ষণে আমরা **বৌদ্ধ অদ্বৈতমত** সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভগবান্ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বুঝিতে হইলে প্রাক্‌শঙ্করযুগে প্রচলিত বৌদ্ধগণের অদ্বৈতসিদ্ধান্তসম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক মনে হয়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস হইতে আমরা বৌদ্ধগণের মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তবিষয়ে ধারণা করিতে পারি। মাধ্যমিকগণের 'শূন্যবাদ' এবং যোগাচারগণের 'বিজ্ঞানবাদ' অদ্বৈতবাদরূপে প্রসিদ্ধ। বোধিচিত্তবিবরণের মতে বুদ্ধদেব শিষ্য-গণের যোগ্যতা অনুসারে উপদেশ প্রদান করিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার পরম লক্ষ্য ছিল অদ্বয়বাদের প্রচার। বোধিচিত্তবিবরণকার বলেন—"ভিন্নাঽপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা"—'দেশনা, অর্থাৎ উপদেশ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্নপ্রকার হইলেও, অদ্বৈতাত্মক যে শূন্যতা, তৎপ্রতিপাদনেই উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য'। ইহা মাধ্যমিক মতের কথা। যোগাচারগণের মত ইহা হইতে ভিন্ন। এক্ষণে আমরা মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদসম্বন্ধে আলোচনা করিব—

শূন্যবাদ—নাগার্জ্জুন ও আর্য্যদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ 'প্রজ্ঞাপারমিতা' শাস্ত্রাবলম্বনে এই শূন্যতা সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছিলেন। 'শূন্য' বলিতে এখানে কেহ যেন 'অভাব' পদার্থ মনে না করেন। সৎ অসৎ সদসৎ ও উভয়ভিন্ন, এই চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত নিত্যমুক্ত নির্লেপ ও অসঙ্গ তত্ত্বই শূন্যপদবাচ্য। ইহার উৎপত্তি ও নিরোধ নাই। ইহা শাশ্বতও নহে, আবার উচ্ছেদস্বভাবও নহে। ইহা বুদ্ধির অগম্য পারমার্থিক সত্য। সত্যের দ্বিতীয় একটী স্বরূপ আছে, তাহা বুদ্ধি অথবা 'সংবৃতি' (১) নামে পরিচিত। ইহা বিকল্প ও অবিদ্যাযুক্ত। বুদ্ধি পার-মার্থিক সত্যকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। সাংবৃতিক জ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ সত্যকে জানা যায় না। অবিদ্যাকে শূন্যবাদীরা কোন কোন স্থলে মোহ বা বিপর্য্যয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শালিস্তম্বসূত্রে ইহাকে অপ্রতিপত্তি মিথ্যাপ্রতিপত্তি এবং অজ্ঞানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মাধ্যমিক মতে অবিদ্যার কার্য্য দুইপ্রকার—১। স্বভাবসকলের আবরণ এবং ২। অসৎপদার্থের আরোপণ। যথা—"অভূতং খ্যাপয়ত্যর্থং ভূতমাবৃত্য বর্ত্ততে। অবিদ্যা জায়মানৈব কামলাতঙ্কবৃত্তিবৎ"॥ অর্থ—'যে বিষয় নাই, অবিদ্যা তাহাকে প্রকাশ করে এবং যাহা আছে বা সত্য, তাহাকে আবরণ করে। ইহা ঠিক যেন কামলা রোগের ব্যাপার

(১) আমরা ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জ্ঞান বলিতে যেপ্রকার অবগত হই, এই 'সংবৃতি' শব্দ সেইপ্রকার অর্থ দ্যোতনা করে। পরে ইহা আরও পরিস্ফুট হইতেছে।

সদৃশ। পাণ্ডুরোগে শ্বেতবর্ণ শ্বেত দৃষ্ট হয় না, পীত দৃষ্ট হয়। ঠিক সেইপ্রকার'। সংবৃতি দুইপ্রকার—১। তত্ত্বসংবৃতি এবং ২। মিথ্যাসংবৃতি। ঘটাদি প্রতীত্যসমুৎপন্ন (২) বস্তু অদুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয়। তৎকালীন লৌকিক দৃষ্টির দ্বারা উহা সদ্‌-রূপে স্বীকৃত হয়। ইহাই ১। তত্ত্বসংবৃতি। মায়া মরীচিকা ও প্রতিবিম্ব প্রভৃতিকে বলে ২। মিথ্যাসংবৃতি। ইহা প্রতীত্য-জাত হইলেও দুষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধ হয় বলিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে 'মিথ্যা' বলিয়া অভিহিত হয়। যাহা সংবৃত সত্য, তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে সত্য, পারমার্থিক দৃষ্টিতে নহে। আর্য্যগণ ও যোগিগণ পারমার্থিক সত্যকেই 'যথার্থ সত্য' বলেন, সেইজন্য সকল পদার্থেরই স্বভাব দুইপ্রকার—সাংবৃতিক ও পারমার্থিক। মধ্যমক অবতারে (৬২২ পৃঃ) আছে—"সম্যঙ্‌মৃষাদৃশলব্ধভাবং রূপদ্বয়ং বিভ্রতি সর্ব্বভাবাঃ। সম্যঙ্‌দৃশাং যো বিষয়ঃ সঃ সত্যং মৃষাদৃশাং সংবৃতিসত্যমুক্তম্‌॥ অর্থ স্পষ্ট।

এই মতে আর্য্যসত্য চারিপ্রকার, যথা—১। দুঃখ সমুদায়, ২। দুঃখের কারণ, ৩। দুঃখের নিরোধ, অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং ৪। দুঃখনিবৃত্তির মার্গ। ইহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমোক্ত তিনটী সংবৃতি সত্যের অন্তর্গত এবং চতুর্থটী পারমার্থিক সত্যের অন্তর্গত। 'সংবৃতি সত্য' ইহার অর্থ লৌকিক প্রতীতিতে সত্য, বাস্তবিক সত্য নহে। পরমার্থই প্রকৃত সত্য। ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া পরমার্থের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। সেইহেতু ইঁহারা বলেন—"অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা। শ্রূয়তে দেশ্যতে চার্থঃ সমারোপাদনক্ষরঃ॥ অর্থ—'অনক্ষর (ন ক্ষরতি ইতি) অর্থাৎ অবিনাশী বস্তুর শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণই বা কি, তদ্বিষয়ক উপদেশই বা কি? সেই অবিনাশী অর্থ অর্থাৎ বস্তু [ব্যাবহারিক ধর্ম্মের] আরোপ দ্বারা শ্রুত ও উপদিষ্ট হইয়া থাকে'।

পরমার্থের উপলব্ধি হইতে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। পরমার্থের জ্ঞান একমাত্র যোগীরই হইয়া থাকে, প্রাকৃত জন সংবৃতি সত্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। যোগী কাহাকে বলে? যোগশব্দের অর্থ কি? আচার্য্যগণ বলেন—সর্ব্ব ধর্ম্মের অনুপলম্ভকেই যোগ বলা হয়। যে তাহা লাভ করিয়াছে, সেই যোগী। এই অর্থ মাধ্যমিকগণের সম্মত, ইহা তাঁহাদের পারিভাষিক শব্দ। যোগীর অনুভবের দ্বারা প্রাকৃতজনের অনুভব বাধিত হইয়া থাকে। যোগীর জ্ঞানচক্ষু অত্যন্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও অনাস্রব (বিশুদ্ধ) জ্ঞানময়। তবে মনে রাখিতে হইবে—যোগিগণের মধ্যেও তারতম্য আছে; সমাধিসম্পদ, অথবা প্রজ্ঞাগত প্রকর্ষ সর্ব্বত্র সমান নহে। আবরণ নিবৃত্তির মাত্রার উপর প্রজ্ঞার উৎকর্ষ নির্ভর করে। এইহেতু ভিন্ন ভূমির মধ্যেও জ্ঞানগত তারতম্য আছে।

এই যে অদ্বয় পরমার্থসত্য, ইহার নাম 'তথাগত ধর্ম্ম'। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সকলপ্রকার নিজ হিত ও পরহিত সম্ভব। ইহার মহত্ত্ব অতুলনীয়। ইহার একমাত্র কারণ অবিদ্যা ইহাকে স্পর্শ করে না, কোনপ্রকার মল ইহাতে নাই। মলই আবরণ। ক্লেশাবরণ (৩) ও জ্ঞেয়াবরণ (৪) ইহাতে নাই। সেইহেতু ইহা নির্ম্মল। এই নির্ম্মল স্থিতি কিপ্রকারে প্রাপ্ত

---

(২) প্রতীত্যসমুৎপন্ন, অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রভাবে উৎপন্ন। চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তিকে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলে। এই গ্রন্থের ২।৩৫৩ পৃঃ দ্রঃ।

(৩) অবিদ্যাই আদি ক্লেশাবরণ। ইহা হইতেই পুদ্‌গলভাব বা অহঙ্কারের উদয় হয়।

(৪) ইদং ভাবই জ্ঞেয়াবরণ। স্বরূপতঃ জ্ঞানই আছে, জ্ঞেয় নাই। আছে বলিয়া যে মনে হয়, তাহার কারণ জ্ঞেয়াবরণ। অর্থাৎ বস্তুতঃ জ্ঞাতা নাই, জ্ঞেয়ও নাই; আছে একমাত্র বিজ্ঞান। অবিদ্যাদোষবশতঃ জ্ঞাতৃভাব ও জ্ঞেয়ভাবের উদয় হয়।

হওয়া যায়? বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বলেন—সম্যক্ সম্বোধি এতৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। প্রশ্ন হইতে পারে সম্যক্ সম্বোধি কিপ্রকারে উদিত হইবে? ইহার উত্তর—'একমাত্র প্রজ্ঞার দ্বারা'। পুনঃ প্রশ্ন হয়—'প্রজ্ঞার উদয়ের হেতু কি?' উত্তরে আচার্য্যগণ বলেন—পুণ্যসম্ভার ও জ্ঞান-সম্ভার ব্যতীত ইহার উদয় সম্ভব নহে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে বলা হয়—কর্ম্ম ও জ্ঞান। দীর্ঘকালব্যাপী দান শীল ও ক্ষান্তির অভ্যাসব্যতীত পুণ্যসম্ভার উদিত হয় না। জ্ঞানসম্ভারের জন্য বীর্য্য (উৎসাহ) ও সমাধির অভ্যাস আবশ্যক। এই দুইটী সম্যক্‌প্রকারে আয়ত্ত হইলে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। অতঃপর অভ্যাসদ্বারা ইহাকে আরও অধিকতর নির্ম্মল করিতে হয়। এই যে প্রজ্ঞা, ইহার দুইটী ভেদ আছে—হেতুরূপী প্রজ্ঞা এবং ফলরূপী প্রজ্ঞা। প্রথমটী সাধনস্বরূপ, দ্বিতীয়টী ফলস্বরূপ। শেষোক্তটীই যথার্থ প্রজ্ঞা। সাধনপ্রজ্ঞা শ্রুতময়ী চিন্তাময়ী ও ভাবনাময়ী, এই তিনপ্রকার। আমাদের উপনিষদে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের যে কথা আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। সাধক যতদিন এই অবস্থায় অবস্থান করে, ততদিন তাহার নাম হয়—'অধিমুক্তচরিত'। ইহার পর অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়। তখন ঐ প্রজ্ঞা বোধি-সত্ত্ব ভূমিতে প্রবেশ করে। এই ভূমিতে ক্লেশরূপ রাগাদি আবরণ ও জ্ঞেয়রূপ আবরণ দূর হইয়া যায়। জ্ঞেয়রূপ আবরণ আছে বলিয়াই ইদন্তাবিশিষ্টরূপে জ্ঞান জন্মে। ক্লেশরূপ আবরণ আছে বলিয়াই অহঙ্কারের জ্ঞান জন্মে। বস্তুতঃ বিশুদ্ধবিজ্ঞানে অহন্তা নাই, ইদন্তাও নাই। এইভাবে আবরণ দূর হইলে তখন আর বোধিসত্ত্বভূমি থাকে না এবং দ্বৈতভাবও থাকে না। তখন অদ্বৈত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। ইহারই পারিভাষিক নাম 'বুদ্ধত্ব'।

বোধিসত্ত্বভূমি সাধারণতঃ দশভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটী ভূমির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম তিন ভূমি দানপারমিতা, শীলপারমিতা ও ক্ষান্তিপারমিতা অভ্যাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ['পারমিতা' শব্দের অর্থ 'পরাকাষ্ঠা'।] তৃতীয় ভূমিটী অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। এই ভূমিতে চারিটী রূপধ্যান, চারিটী আরূপ্য সমাপত্তি, চারিটী ব্রহ্মবিহার এবং পাঁচটী অভিজ্ঞার প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কাম আশ্রব, ভব আশ্রব ও অবিদ্যা আশ্রব (৫) নামক তিনটী আশ্রব এই তৃতীয় ভূমিতে কাটিয়া যায়। এই পর্য্যন্ত পুণ্যসম্ভার অর্জ্জনের অধিকার। ইহার পর চতুর্থ ভূমিতে বীর্য্যপারমিতার অভ্যাস, অর্থাৎ অত্যন্ত উৎসাহযুক্তভাবে সাধনাভ্যাস করিতে হয়। সাঁইত্রিশটী বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মের (৬) অভ্যাস এই স্থলেই হইয়া থাকে। ইহার পর পঞ্চম ভূমিতে ধ্যানপারমিতার অভ্যাস করিতে হয়। ষষ্ঠভূমি প্রজ্ঞাপারমিতা অভ্যাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট। এই ভূমিতে প্রতীত্যসমুৎপাদের স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান উদিত হয়। তখন কার্য্যকারণ-ভাবের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। এই অবস্থাতে সংসার ও নির্ব্বাণ উভয়দিকেই আভিমুখ্য থাকে। সপ্তম ভূমিতে অদ্বৈত ও অখণ্ডভাবের বোধ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধের অনন্ত গুণ তখন প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। অসংখ্য স্থানে নিজের অসংখ্য শরীরের দর্শন হয়। এই অবস্থাতে পূর্ব্বানুশীলিত দান ও বীর্য্য হইতে প্রজ্ঞা পর্য্যন্ত দশটী পারমিতার অনুশীলন প্রতিক্ষণেই হইতে থাকে। এই অবস্থাতে শীলাভ্যাস সমাপ্ত হয়। ইচ্ছা হইলে এই অবস্থা হইতেই বোধিসত্ত্ব

(৫) এই সকলের পরিচয়, নিম্নলিখিত গ্রন্থসকলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যথা—আচার্য্য অসঙ্গের মহাযানসূত্রা-লঙ্কার ও বোধিসত্ত্বভূমি এবং বসুবন্ধুর বিংশিকা ও ত্রিংশিকা। প্রসঙ্গতঃ লঙ্কাবতারসূত্রও আলোচ্য।

(৬) যে সব ধর্ম্ম বুদ্ধত্ব লাভের অনুকূল, তাহাদিগকে বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম বলা হয়। অভিধর্ম্মকোশ দ্রঃ।

নির্ব্বাণে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহার পরিবর্ত্তে অনন্ত বুদ্ধজ্ঞান (৭) আকাঙ্ক্ষা করেন। এই অবস্থাতে চারিপ্রকার বিপর্য্যাস (—মিথ্যাজ্ঞানের চারিপ্রকার ভেদ) সমাপ্ত হইয়া যায়। তখন উপায়কৌশল্য নামক পারমিতার অভ্যাস চলিতে থাকে, ইহার প্রভাবে বিনা বিশেষ প্রযত্নে অভীপ্সিত সিদ্ধি লাভ হয়। এই স্থলে আসিয়া সপ্তম ভূমির সমাপ্তি হয়। ইহার পর অষ্টম ভূমিতে ক্ষান্তিলাভ হয়। ইহাকে বৌদ্ধগণ 'আনুপাতিক ধর্ম্ম' বলিয়া বর্ণনা করেন। তখন বোধিসত্ত্বকে কোন কর্ম্ম স্পর্শ করে না। এই সময়ে চারিদিকের বুদ্ধগণ বোধিসত্ত্বের নিকট সমাগত হন ও তাঁহাদের অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া দেন। ইহারই ফলে বোধিসত্ত্বের পরোপকার করিবার সামর্থ্য জন্মে। এই পরোপকারের সামর্থ্য না পাওয়া পর্য্যন্ত নির্বাণ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় বশিত্ব লব্ধ হয় ও একাগ্রতার চরম উৎকর্ষরূপ প্রণিধানপারমিতার অভ্যাস চলিতে থাকে। ইহার পর নবম ভূমিতে ক্রিয়াগত ও জ্ঞানগত ঐশ্বর্য্যাত্মক চারিপ্রকার প্রতিসংবিৎ লব্ধ হয়, বহুপ্রকার সমাধি আয়ত্ত হয়, বহু পারমিতার অভ্যাস হয়। ইহার পর দশম ভূমিতে বোধিসত্ত্বের অভিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাঁহার দিব্য উজ্জ্বল দেহ লব্ধ হয়, রত্নমণ্ডিত দিব্য কমলে বোধিসত্ত্ব উপবিষ্ট হন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ হইতে চারিদিকে রশ্মি নির্গত হয়। এই সকল রশ্মিদ্বারা জীবের দুঃখ নাশ হয়। তখন তিনি অসংখ্য নির্ম্মাণ-কায়দ্বারা উপদেশ দান করেন। এক্ষণে তিনি মহাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠাত্মক জ্ঞানপারমিতার অভ্যাস করেন। এই দশটী ভূমি অতিক্রম করিতে পারিলে বুদ্ধত্বের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই পূর্ণত্ব। বুদ্ধত্বই শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞা। ইহা সর্ব্বধর্ম্মশূন্যতার অধিগম ও নির্ব্বিকল্পক। তখন স্বদুঃখ যায়, পরদুঃখও চলিয়া যায়। ইহাই শূন্যতা, ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের স্বভাবহীন অবস্থা। ইহাই **শূন্যবাদিগণের** অদ্বৈত অবস্থার স্বরূপ।

বিজ্ঞানবাদিগণের অদ্বৈতবাদ

উপরে বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদের একটী দিক্ প্রদর্শিত হইল। বৌদ্ধগণের অদ্বৈত সিদ্ধান্তের আরও একটী দিক্ আছে। বিজ্ঞানবাদী আচার্য্যগণের গ্রন্থে ইহার সম্যক্ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মৈত্রেয়নাথ এবং আচার্য্য অসঙ্গ বিজ্ঞানবাদের প্রধান প্রচারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অসঙ্গের ভ্রাতা বসুবন্ধু এক সময়ে বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৈভাষিক সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, তখন অভিধর্ম্মকোশের মাধ্যমে তিনি বৈভাষিক সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেন। পরবর্ত্তি-কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাবে তিনি যোগাচার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিজ্ঞানবাদকে স্বসিদ্ধান্তরূপে প্রচার করেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—ইঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই কোন না কোন প্রকারে বিজ্ঞানবাদের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। লঙ্কাবতারসূত্র এবং সন্ধিনির্ম্মোচন-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহাদের পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। পরমার্থ ও সংবৃতির ভেদ লঙ্কাবতার গ্রন্থেও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার যতটা শূন্যবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততটা বিজ্ঞানবাদের সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মতে পরিনিষ্পন্ন জ্ঞানই পরমার্থ জ্ঞান। পরিকল্পিত এবং পরতন্ত্র স্বভাববিশিষ্ট সংবৃতি জ্ঞান পরমার্থ জ্ঞান

---

(৭) বুদ্ধচক্ষুর বিকাশ হইলে যে অপ্রতিহত জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই বুদ্ধজ্ঞান।

হইতে ভিন্ন। সংবৃতি পরমার্থেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ। ইহারই নামান্তর 'ভূতকোটি'। সংবৃতি লৌকিক বুদ্ধিরই নামান্তর। এই বুদ্ধি প্রবিচয় ও প্রতিষ্ঠাপিকা ভেদে দুইপ্রকার। প্রবিচয় বুদ্ধির দ্বারা পদার্থের তত্ত্ব গৃহীত হয়, অর্থাৎ পদার্থ সদ্ অসদাদি বিকল্প হইতে মুক্ত, ইহা জানিতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠাপিকা বুদ্ধির প্রভাবে ভেদপ্রপঞ্চের জ্ঞান হয় এবং সদ্রূপে তাহাদের প্রতীতি হয়। ইহারই নামান্তর প্রতিষ্ঠাপণ ব্যাপার, বা সমারোপ। লক্ষণ দৃষ্ট হেতু এবং ভাব, এই চারিটীর আরোপই সমারোপ। এই আরোপবশতঃ বিবাদ এবং বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। এইজন্য দ্বন্দ্বাতীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যোগীকে প্রতিষ্ঠাপিকা বুদ্ধি অতিক্রম করিতে হয়। পরতন্ত্র স্বভাবের ক্রিয়া বাহ্য সত্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহ্য সত্য কল্পিত, অমূলক কল্পনা মাত্র। পরতন্ত্র সত্যে তত্টা দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না; দোষের আবির্ভাব হয় পরিকল্পিত সম্বন্ধ হইতে। এই যে দুইটী স্বভাব, অর্থাৎ পরতন্ত্র ও কল্পিত, ইহারা একে অপরের অধীন। পরতন্ত্র লক্ষণ স্বয়ম্ভূত নহে, কিন্তু হেতুপ্রত্যয়জন্য, অর্থাৎ ইহা কার্য্যকারণভাবসাপেক্ষ। পরিকল্পিত লক্ষণে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব স্পষ্ট প্রাদুর্ভূত হয়। বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানের স্বরূপে গ্রাহকত্বও নাই, গ্রাহ্যত্বও নাই। এই দুইটী ভাবই পরিকল্পিত। যে সময়ে গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ দুইটী ভাব থাকিবে না, সেই অবস্থার নাম 'পরিনিষ্পন্ন লক্ষণ'। যাহা পরতন্ত্র, তাহা সর্ব্বদার জন্য পরিকল্পিত স্বভাবশূন্য হইলে তাহাকেই পরিনিষ্পন্ন বলে। লঙ্কাবতারের তাৎপর্য্য গ্রহণের জন্য এই সকল সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ত্রৈধাতুক জগতে, অর্থাৎ কামধাতু, রূপধাতু ও অরূপধাতুতে যে চিত্ত ও চৈত্ত বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে "অভূত পরিকল্প" বলা হয়।

লঙ্কাবতারের মতে ভাবমাত্রেই নিঃস্বভাব। সমস্ত প্রপঞ্চই অলাতচক্র ও গন্ধর্ব্বনগর সদৃশ। কোন কোন স্থলে ইহাকে মায়ামরীচিকা, অথবা স্বপ্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। লঙ্কাবতারের মতে বাহ্য বস্তু অনাদিকালের ভ্রান্তিজন্য মানসিক বিজৃম্ভণ মাত্র। এই দৃষ্টিদ্বারা বাহ্য সত্তাকে দর্শন করিতে পারিলে বিকল্পের বন্ধন কাটিয়া যায়। তখন বুঝা যায় যে, সমগ্র জগতই আলয় বিজ্ঞান বা চিত্তের পরিণাম মাত্র। তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্যভাব কাটিয়া যায় এবং নিরাভাস অবস্থার উদয় হয়। এই অবস্থাতে দ্বৈতভাবের লেশ মাত্রও থাকে না। তন্ময়তার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত অভেদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন প্রতীতি হয়—জন্ম স্থিতি ও নাশ নিজের চিত্তেরই ভাবমাত্র। এই অবস্থাতে সংসার এবং নির্ব্বাণে সাম্যদৃষ্টি জন্মে। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন—যেমন সকল বস্তুরই উপর সূর্য্যের কিরণ সমভাবে পতিত হয়; ঠিক সেইপ্রকারেই বোধিসত্ত্ব উপায় এবং আভোগচর্য্যার (১) দ্বারা সমস্তই জানিতে পারেন। তিনি বিশ্বকে মায়িক এবং ছায়ার ন্যায় অলীক মনে করেন; যেহেতু ইহা বিনা কারণেই উদ্ভূত। এই দৃষ্টিতে চিত্তের বাহিরে জগতের সত্তা নাই। উচ্চতর ভূমিতে সমাধিলাভ করিলে বোধিসত্ত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করেন যে, তিন ধাতু অর্থাৎ সমস্ত জগতই চিত্ত মাত্র। এই সমাধির নাম 'মায়োপম সমাধি'। ইহার পর আরও একটী সমাধির আবির্ভাব হয়, তখন চিত্তের সকল আকারই নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং চিত্ত নিরাকার হইয়া জ্ঞানপূর্ণ হয়। এই সমাধির নাম—'বজ্র বিম্বোপম সমাধি'। সকল বস্তুতেই তখন অজাতিভাবের আবির্ভাব হয়। এই সময়

(১) পূর্ব্বসঙ্কল্পপ্রভাবে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই বহু দূরবর্ত্তী স্থলে উপস্থিতিকে বলে—'আভোগচর্য্যা'।

বুদ্ধকায় (২) প্রাপ্তির অবসর। এইটী ভূততথতার, অর্থাৎ স্বরূপতঃ সত্যাত্মকতার ভাব। তখন যোগী দশপ্রকার বল, ছয়প্রকার অভিজ্ঞা এবং ছয়প্রকার বশিত্ব আয়ত্ত করেন। তখন তিনি, অর্থাৎ বুদ্ধ যুগপৎ অসংখ্যরূপে প্রকটিত হন। তখন উপায়ের দ্বারা সকল বুদ্ধকেই দর্শন করিতে পারেন। এই অবস্থায় চিত্তের মল ও অশুদ্ধ পরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়। এই সময়ে যে অনুভব হয়, তাহার নাম 'আশ্রয়পরাবৃত্তি'। ইহার পর ধীরে ধীরে বুদ্ধকায়ে স্থিতি-লাভ হয়। এই স্থিতি লাভ করিতে হইলে সন্ধি, ধাতু, আয়তন (৩), কার্য্যকারণ ও জন্মস্থিতি-বিনাশ হইতে মুক্ত হইয়া মাত্র চিত্তে প্রতিষ্ঠালাভ আবশ্যক। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন—অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত বাসনার প্রভাবে বিকল্পবশতঃ চিত্তমাত্র হইতে সংসারের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধত্ব নিরাভাস, অজাত এবং স্বসংবেদ্য। বুদ্ধভাবপ্রাপ্তির জন্য চিত্তের পূর্ণ সংযম এবং 'অনাভোগচর্য্যা' আবশ্যক। নির্ব্বাণ বিষয়ে লঙ্কাবতার বলেন—ইহা যথাভূতার্থস্থানের দর্শনদ্বারা, অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের অনুভব দ্বারা পাইতে হয় এবং ইহা যাবতীয় বিকল্পের অতীত। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন—অনাদিকাল হইতে আলয় বিজ্ঞানে অসংখ্য বাসনা বিদ্যমান রহিয়াছে। যত দিন এই সকল বাসনা অবিদ্যাদিদ্বারা রঞ্জিত থাকে, তত দিন প্রকৃত সত্যের দর্শন হয় না, নির্ব্বাণও হয় না। এইজন্য যাবতীয় দৃষ্টিই ত্যাগ করিতে হয় এবং আলয়বিজ্ঞানকে সংশোধন করিতে হয়। উচ্ছেদদৃষ্টি, শাশ্বতদৃষ্টি (৪) সমস্তই পরিত্যক্তব্য। তাহা হইলেই আলয়বিজ্ঞানের সংশোধন হয়। আলয়বিজ্ঞানের এইপ্রকার সংশোধনই 'আশ্রয়পরাবৃত্তি'। ইঁহাদের মতে সংসার ও নির্বাণে বাস্তব ভেদ নাই, জাগতিক সত্তার আত্যন্তিক বিনাশ ইঁহারা স্বীকার করেন না। যে মার্গ ও যোগের ফলে সংসারের নির্বাণপ্রাপ্তি হয়, তাহারই প্রভাবে উহা ধ্বংস না হইয়া কেবল আশ্রয়ের পরাবৃত্তি মাত্র হয়। ইহার তাৎপর্য্য কি? যে উপাদানে বুদ্ধকায় প্রকট হয়, সেই উপাদানে যোগীর পরিণতি ঘটিয়া থাকে। তখন সমস্ত পদার্থই স্বভাবহীন বলিয়া তাহাদিগকে শূন্য (—জ্ঞেয়াভাসবিবর্জ্জিত বিজ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপ) বলা হয়। অপরোক্ষ দর্শন তখন নিত্য সিদ্ধ। আশ্রয়পরাবৃত্তির ফলে জানিতে পারা যায় যে, সমস্তই নির্দ্ধর্মক ও নির্ব্বিশেষ। ইহাতে না আছে লাভ, না আছে হানি; না আছে ত্যাগ, না আছে গ্রহণ; না আছে একত্ব, না আছে নানাত্ব। এই যাহা কিছু বলা হইল, তাহা 'লঙ্কাবতারসূত্র' এবং অসঙ্গের 'মহাযানসূত্রালঙ্কার' প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। 'সন্ধিনির্মোচনসূত্রেও' বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন আছে। বসুবন্ধুর 'বিংশিকা' ও 'ত্রিংশিকা' এই মতকেই পুষ্ট করে। বিজ্ঞানবাদিমতে ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত হইলেই পরমার্থ লাভ হয়। ক্লেশ মোক্ষের প্রতিবন্ধক। তাহা নিবৃত্ত হইলে মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত না হইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লব্ধ হয় না। অজ্ঞান ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে (৫) দুইপ্রকার। ক্লিষ্ট অজ্ঞানের

(২) সাধনপ্রভাবে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইলে শরীরে একপ্রকার বিশেষ লক্ষণের আবির্ভাব হয়, যাহা যোগিগণই বুঝিতে পারেন। 'বুদ্ধকায়' এইপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট বুদ্ধশরীর। তাহা চারিপ্রকার, যথা—বুদ্ধকায়, নির্ম্মাণকায়, সম্ভোগকায় (ইহা দুইপ্রকার—স্বসম্ভোগকায় এবং পরসম্ভোগকায়) এবং ধর্ম্মকায়।

(৩) এই সন্ধি, ধাতু ও আয়তন, ইহারা পদার্থের অবিদ্যাকল্পিত বিভিন্ন বিভাগ। যাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানমাত্রে স্থিতির উদয় হইলে থাকে না।

(৪) কিছুই নাই, ইহা 'উচ্ছেদদৃষ্টি'। সবই আছে ও নিত্য থাকিবে, ইহা 'শাশ্বতদৃষ্টি'।

(৫) যাহা ক্লেশদায়ক অজ্ঞান, তাহা 'ক্লিষ্ট অজ্ঞান', যথা—অবিদ্যা প্রভৃতি। যাহা ক্লেশদায়ক নহে, অথচ বন্ধনের হেতু, তাহা 'অক্লিষ্ট অজ্ঞান', যথা—বিজ্ঞানে বিষয়ের অবভাস।

নিবৃত্তি, পুদ্গলনৈরাত্ম্য সিদ্ধ হইলে অবিদ্যাদি ক্লেশনিবৃত্তির সঙ্গেই হয়। কিন্তু ক্লেশ না থাকিলেও মুক্তাবস্থাতে অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। তখনও বাহ্য সত্তার, বা জ্ঞেয়ের বোধ হইতে থাকে। বিজ্ঞানবাদী ইহাকেও নাশ করিতে চান। তাহা নষ্ট না হইলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে গ্রাহ্য ও গ্রাহকরূপ গ্রহদ্বয় হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। সাধন ও সমাধি-প্রভাবে তাহাও যখন নিবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বাকা[illegible]সক্তিহীন অপ্রতিহত জ্ঞানের উদয় হয়। সর্ব্বজ্ঞত্ব বা বুদ্ধত্বলাভের ইহাই প্রাথমিক অবস্থা। বুদ্ধত্বলাভের চরম অবস্থা পর্য্যন্ত আরও বহু অবস্থা আছে, ভূমিকার বিস্তৃতিভয়ে তাহার আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইতেছি। জিজ্ঞাসু পাঠক 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি', 'মহাযানসূত্রালঙ্কার', 'রত্নগোত্রবিভাগ' (উত্তরতন্ত্র, ৬), প্রভৃতি গ্রন্থালোচনাদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শৈবাদ্বৈতবাদ

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যে সকল প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তাবলম্বী দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের মধ্যে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষৎসম্প্রদায়, বৌদ্ধমতাবলম্বী যোগাচার সম্প্রদায় সমর্থিত বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের শূন্যবাদের আলোচনা সংক্ষেপে করা হইয়াছে। এক্ষণে শৈবসম্প্রদায়ের সমর্থিত অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বিষয়ে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব—

প্রত্যভিজ্ঞাসম্প্রদায়, স্পন্দসম্প্রদায়, মহার্থসম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন অদ্বৈতসম্প্রদায়ের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সবগুলিই আগমমূলক। তবে ইহাদের মধ্যে মূল দৃষ্টিকোণে সাম্য থাকিলেও কোন কোন অংশে অবান্তর বিষয়ে অল্প অল্প মতভেদ আছে। আমরা এই স্থলে শিবসূত্র ও শক্তিসূত্র বা প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় অবলম্বিত দৃষ্টিকোণ হইতে অদ্বৈততত্ত্বের স্থাপনাসম্বন্ধে যুক্তির আলোচনা করিব। এই মতানুসারে সমগ্র বিশ্বের মূলে যে মহাশক্তি রহিয়াছে, উহা অখণ্ড প্রকাশস্বরূপ। উহাতে অভিন্নরূপে অনুত্তরবিমর্শরূপা (১) স্বাতন্ত্র্যময়ী চিৎশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। শিব ও শক্তি অভিন্ন। এই পরাশক্তিই শিবের অহংবিমর্শস্বরূপ (২)। সমগ্র বিশ্ব এই স্বতন্ত্রা চিৎশক্তি হইতেই আবির্ভূত হয়, ইহাতেই অবস্থিত থাকে এবং সংহারকালে ইহাতেই বিশ্রান্তি লাভ করে। এই অখণ্ড শিবশক্তি পরপ্রমাতা-রূপে আপনাতে আপনি বিরাজমান। বিশ্বের উপাদানও এই, নিমিত্তও এই। এই মতে মায়া, অথবা প্রকৃতিকে বিশ্বের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কারণ তাহা চিৎপ্রকাশ হইতে ভিন্ন হওয়ায় অসদ্রূপ; সেইহেতু বিশ্বের উপাদান নহে। মায়া ও প্রকৃতি প্রভৃতিকে অপ্রকাশমান না বলিয়া প্রকাশমান বলিলে নামান্তরে প্রকাশরূপা চিৎশক্তিকেই জগদুপাদান বলিতে হয়। এই যে মূল **শিবশক্ত্যাত্মক অদ্বৈত আত্মস্বরূপ**, ইহাকে ভেদ করিতে পারে, এইপ্রকার সামর্থ্য কিছুতেই নাই। সাধারণতঃ দেশ কাল ও আকারের দ্বারা ভেদ-ভাবের উদয় হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেশাদিও ইহারই সৃষ্টি এবং ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং এই যে স্বাতন্ত্র্যময় ব্যাপক ও নিত্যোদিত স্বরূপ, তাহা স্বয়ংপরিপূর্ণ, অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ, আপনাতে আপনি পূর্ণ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

---

(৬) এই পুস্তকের একটী ভাল সংস্করণ রোম (ইটালী) হইতে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক Jikido Takasaki, এই গ্রন্থে 'আশ্রয়পরাবৃত্তি' প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

(১) ইহার অর্থ—প্রকাশ ও বিমর্শের (স্ফুরণের) অখণ্ডিত স্থিতি। এই অবস্থায় প্রকাশের অহংরূপে অনুভূতি অখণ্ডরূপে বিদ্যমান থাকে।

(২) অহংবিমর্শ শব্দের অর্থ—অহন্তারূপ বোধ, যাহা মহাপ্রকাশের নিত্য অন্তর্মুখ স্বভাব।

প্রশ্ন হইতে পারে—অদ্বৈতাবস্থাতে কার্য্যকারণভাব কিপ্রকারে উপপন্ন হয়? অর্থাৎ চিৎ কারণ এবং জড় জগৎ তাহার কার্য্য, ইহা কিপ্রকারে সম্ভব? উত্তরে প্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ বলেন—চিৎ একদিকে যেমন স্বচ্ছ, অপর দিকে তেমনি স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যবলেই ইহা অনন্ত জগদ্রূপে স্ফুরিত হয়। এইভাবেই কার্য্যকারণভাবের উপপত্তি হয়। এই অদ্বৈত আত্মস্বরূপ যাবতীয় প্রমাণের অগোচর, যেহেতু অভিনব পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে প্রকাশ করাই প্রমাণের কার্য্য। তাহার এমন সামর্থ্য নাই যে, স্বতন্ত্র অপরিচ্ছিন্ন সদাবর্ত্তমান স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে প্রকাশ করে।

এই চিতি, বা শিবশক্তিরূপ চৈতন্য অদ্বৈতস্বরূপ। ইহাতে স্বাতন্ত্র্য আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেইহেতু ইনি স্বেচ্ছায় সমগ্র বিশ্বকে নিজের স্বরূপভিত্তিতেই ফুটাইয়া তোলেন, অভিন্ন উপাদান প্রভৃতির অপেক্ষা রাখেন না। যেমন নগর অভিন্ন হইলেও দর্পণে ভিন্নরূপে উন্মীলিত হয়; সেইরূপে চিৎসত্তার উপরেই বিশ্বের উন্মীলন হয়। এই যে উন্মীলন, ইহারই নাম বিশ্বসৃষ্টি। উন্মীলন বলিতে—যাহা নিত্যরূপে অবস্থিত, তাহারই প্রাকট্য বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, জগৎও প্রকাশাত্মক। বিশ্বে অনন্ত বৈচিত্র্য আছে, বিভিন্নপ্রকার গ্রাহ্য পদার্থ আছে, তাহার উপযোগী বিভিন্নপ্রকার গ্রাহকও আছে। গ্রাহকও আবার ভিন্ন ভিন্ন; গ্রাহ্যও ভিন্ন ভিন্ন। প্রমাতা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের হওয়ায় প্রতি প্রমাতার অনুরূপ প্রমেয়-স্তরও ভিন্ন ভিন্ন। সকল, প্রলয়াকল, বিজ্ঞানাকল, মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর ও শিব, ইঁহারা পরম শিবত্ব লাভের মার্গে অধিকারসম্পন্ন বিভিন্নপ্রকার সাধন সিদ্ধি ও অধিকারমূলক স্তরে অবস্থিত জীবাত্মা। পাঠক ইঁহাদের সম্যক্ পরিচয় ক্ষেমরাজের 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়', অভিনব-গুপ্তের 'প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী' এবং সোমানন্দের 'শিবদৃষ্টি' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাহাহউক, ইঁহারা সকলেই প্রমাতা-রূপে পরিচিত। প্রত্যেকের প্রমেয় তাহারই অনুরূপ। মায়িক জগতে সর্বত্রই প্রমেয় ইদং-রূপে ভাসমান হয়। শুদ্ধবিদ্যালাভের পর অহন্তার অভিব্যক্তি হইলে কোন স্থলে (যেমন মন্ত্রপদে) ইদং-ভাবের প্রাধান্য হইয়া থাকে; কোন স্থলে (যেমন সদাশিবপদে) অহং-ভাবের প্রাধান্য। এই সকল প্রমাতৃগণের মধ্যে একমাত্র শিবই প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় তাঁহার প্রমেয়ও প্রকাশস্বরূপ। এই শিব নিম্নবর্ত্তী সকল প্রমাতার ঊর্দ্ধে। এই স্থলে প্রমাতা ও প্রমেয় অভিন্ন, অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। এই স্থলে প্রমাতাতে অহং-ভাব এবং প্রমেয়ে ইদং-ভাব নাই। কিন্তু পরমশিব ঠিক এইপ্রকার নহেন। পরমশিব একদিকে যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ, অপর দিকে তিনি বিশ্বাত্মক। তিনি পরমানন্দময় ঘনীভূত প্রকাশস্বরূপ। তাঁহার নিকট শিব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বই অভিন্নভাবে স্ফুরিত হয়। তাঁহার বাহিরে তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কোন গ্রাহ্যও নাই, গ্রাহকও নাই। একমাত্র পরমশিবই অনন্ত এবং বিচিত্ররূপে স্ফুরিত হইতেছেন। বলা বাহুল্য প্রকাশাত্মক শিবের স্বরূপ প্রকাশরূপে অদ্বৈত হইলেও পূর্ণ অদ্বৈত নহে; পরমশিবই পূর্ণ অদ্বৈত।

যখন পরমশিব নিজের সহিত একীভূতভাবে স্থিত বিশ্বকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সর্ব্ব প্রথমে শিবতত্ত্বরূপে প্রকাশমান হন। এই শিবতত্ত্ব 'অনাশ্রিত শিব' অথবা 'শূন্যাতিশূন্য' নামে পরিচিত। এই সময়ে চিত্তের সহিত ঐক্যবোধ থাকে না, ইহা কতকটা মূলাবিদ্যার মত। এই 'অনাশ্রিত শিব' প্রকাশের সহিত অভিন্নরূপে প্রকাশমান হন; ইহাই 'শিবতত্ত্ব'। ইহার পর বিভিন্ন তত্ত্ব, ভুবন ও ভাব প্রভৃতিরূপে তিনি প্রকাশিত হন। এই সকল তত্ত্বই সঙ্কুচিত স্বভাব। সেইজন্য সর্ব্বত্র গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবের উদয় হয়। অদ্বৈতা-

-বস্থায় গ্রাহ্যগ্রাহকভাব থাকে না। অদ্বৈত চিৎই নির্বিকল্পস্বরূপ। কিন্তু গ্রাহকভাব আসিলে বিকল্পের উদয় হয়। বিকল্পের কারণ চিত্ত। চিতি, বা চিৎশক্তি যখন চেতনপদ হইতে চ্যুত হইয়া অবতরণ করেন, তখন চৈত্যের (অর্থাৎ অচিতের) সহিত উহার সম্পর্ক হইলে উহার নাম হয় 'চিত্ত'। জীবরূপী মায়াপ্রমাতা চিত্তপ্রধান। কিন্তু চিদ্রূপী শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ পরমাত্মা, তিনি এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন স্থিতি ইহারই ভূমিকা মাত্র। ইনিই চিদাত্মক পরমেশ্বর, ইনি স্বরূপতঃ অভেদ স্থিতিতে থাকেন। কিন্তু যখন ইনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-বশতঃ অভেদভাবকে আবরণ করিয়া ভেদভাব গ্রহণ করেন, তখন ইঁহার শক্তি-সকলও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, তখন ইনি মলে আবৃত হইয়া সংসারী জীবরূপে পরিণত হন। ইঁহার যে অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তি, তাহাই 'আণবমল'। ইঁহার যে অসঙ্কুচিত জ্ঞান-শক্তি, যাহার প্রভাবে ইনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহা অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ভাবে পরিণত হইয়া সঙ্কুচিত হয়। তাঁহার যে অপ্রতিহত ক্রিয়াশক্তি, যাহার বলে ইনি সর্ব্বকর্ত্তা, তাহা সঙ্কুচিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয় এবং অত্যন্ত পরিণত হইলে 'কর্ম্মমলে', অর্থাৎ মায়িক দেহধারণের হেতুভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কারে পরিণত হয়। এইরূপে ইঁহার অন্যান্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ সর্ব্বকর্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, পূর্ণত্ব, নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব, এইগুলি সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমশঃ কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তিরূপে পরিণত হয়। সংসারী জীব বস্তুতঃ পরমশিব হইতে অভিন্ন এবং পরমশিবের ন্যায় সৃষ্টি আদি পঞ্চকৃত্য করিবার সামর্থ্যযুক্ত, কিন্তু সংসারী অবস্থাতে তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু যখন সদ্‌গুরুর উপদেশে ঐ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আত্মার সংসারিভাব কাটিয়া যায় এবং শিবত্ব অভিব্যক্ত হয়। তখন চিত্ত অন্তর্মুখ হয় এবং চেতনপদে আরোহণ করে। চিদ্রূপা শক্তি অগ্নিস্বরূপ। ইঁহার একমাত্র কার্য্য প্রমেয়কে দগ্ধ করা। ইহা পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইলে প্রমাতৃভাবের উদয় হয়। যখন স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, তখন চিদানন্দ-লাভ ও জীবন্মুক্তি হয়। তখন চিতের সহিত তাদাত্ম্যজ্ঞান দৃঢ় হয়। সমাবেশ (সমাধি) অবস্থাতে বিশ্ব আত্মসাৎ হয় এবং ব্যুত্থানাবস্থাতে জীবন্মুক্তি হয়। ইহার বিভিন্নপ্রকার উপায়ের মধ্যে শাম্ভব উপায়, শাক্ত উপায় ও আণব উপায় প্রধান। সমাবেশ প্রাপ্তির পর ব্যুত্থানাবস্থাতেও সমাধিসংস্কারের প্রভাবে এমন একটী স্থিতির উদয় হয়, যখন মনে হয়—সমগ্র বিশ্ব চিদাকাশে লীন হইয়া যাইতেছে। ইহার পরিণতি 'নিমীলন সমাধি'। এইরূপে চিতের সহিত ঐক্য পুনঃ পুনঃ অনুভবের ফলে ব্যুত্থানাবস্থাতেও সমাধিভাব থাকিয়া যায়। ইহাকে 'ক্রমমুদ্রা' বলে। এইরূপে ক্রমশঃ পূর্ণাহন্তার (অদ্বৈতাবস্থার) আবেশ হয়, তখন 'সংবিদ্দেবতা-চক্রের' (—চিদাত্মিকা শক্তির পরা, অপরা ও পরাপরারূপ ভেদের) অধিষ্ঠাতা হয়, সব কিছু সৃষ্টি ও সংহার করিবার সামর্থ্য জন্মে। ইহাই এই মতে পূর্ণ অদ্বৈতস্থিতি।

শাক্তাদ্বৈতের স্বরূপ কিঞ্চিৎ পৃথক্ হইলেও কতক্‌টা ইহারই অনুরূপ। ভূমিকা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভাষ্যটীকাদির সহিত শাঙ্করপ্রস্থান যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা এই সকল সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশে ভেদ, বা কোন্ কোন্ অংশে অভেদ, তাহা নিজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। ইতি শিবম্।

২-এ, সিগ্‌রা, বারাণসী-১। (মহামহোপাধ্যায় ডঃ) শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

নিবেদন (উপোদ্ঘাত *)

পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি, কহে ঋষি, মাধবের কৃপাবলে।
মূকও আহা, হয় যে বাচাল তাঁহারি করুণা পে'লে॥
হয় হোক্ তাহা দেখেছি কিন্তু বদরি-কেদার পথে।
লঙ্ঘিছে গিরি কত না পঙ্গু মহোল্লাসের সাথে॥
মূকও হ'য়েছে বাচাল কত যে তাহাও অদেখা নহে।
কৃপার বাতাস কতভাবে হায়, সংসারমাঝে বহে॥
'দর্শনশীর্ষের' অনুবাদ কিন্তু মাদৃশ জনের দ্বারা।
কভু দেখে নাই কেহ বা ঋষির ধ্যানেও পড়েনি ধরা॥
'ভাবদীপিকা' হইল রচিত বিবুধের বাণীভরা।
নবীন শ্রোতারও বুদ্ধিতে যা'তে তত্ত্বটী পড়ে ধরা॥
সম্ভব এ'সব কৃপায় যাঁহার সেই যে 'মাধব' মোর।
চরণে তাঁহার মিনতি আমার কাটুক মায়ার ঘোর॥

আমার মনে হয়, এতদ্দ্বারা যাহা প্রধান বক্তব্য, তাহা বলাই হইল। বস্তুতঃ আমার ন্যায় অতি অযোগ্য ব্যক্তিকে এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভীত, লজ্জিত ও বিব্রত হইতেছি আমিই। পাঠক, ইহা আপনার কল্পনার অতীত। তথাপি যৎকর্ত্তৃক দারুযন্ত্রের ন্যায় প্রেরিত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই অন্তর্যামীকে স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থখানি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

বর্ত্তমানকালীন পাঠকসমাজে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুকৃষ্টির বিজয়বৈজয়ন্তীস্বরূপ এই 'বেদান্তদর্শন' গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণে আমরা আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম—"পরিচয় যদি কিছু দিতেই হয়, বর্ত্তমানকালের একজন সর্ব্বজনমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীই তাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন"। আমাদের সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। পরম শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অব্যবহিত পূর্ব্বেই পাঠক মহোদয়কে উপহার দিয়াছি। অনুবাদগ্রন্থ যাঁহাদের জন্য রচিত, তাঁহাদের অবগতির জন্য বেদান্তদর্শনের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বদ্ধ আরও কিছু বিষয় আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।

[বেদের পরিচয়, অপৌরুষেয়তা ও নিত্যতা]

আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম "বেদ"। চতুর্ব্বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োঃ অলৌকিকম্ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ বেদয়তি সঃ বেদঃ" (ঐঃ ব্রাঃ সায়ণভাষ্য)—ইষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত করে, তাহা 'বেদ'। বস্তুতঃ অক্ষর-পরব্রহ্মাশ্রিত (শ্বেঃ ৪।৮) 'অনাদি অনন্ত অলৌকিক নিত্য শব্দরাশি ও নিত্য জ্ঞানরাশিই 'বেদ' (১।৭১৬ পৃঃ)। মহাপ্রলয়ান্তে নবকল্পারম্ভে পরমেশ্বর

* প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিস্ফুত্তির জন্য যাহা বর্ণিত হয়, তাহাকে বলে—'উপোদ্ঘাত'। এখানে বেদান্ত-প্রস্তাবিত বিষয়। তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সকল ইহাতে বর্ণিত হইতেছে।

হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসের ন্যায় (বৃঃ ২।৪।১০) বিনাপ্রযত্নেই ইহার অভিব্যক্তিরূপ উৎপত্তি। পরমেশ্বরই ইহার অভিব্যক্তির হেতুভূত কর্ত্তা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যে আনুপূর্ব্বীতে, অর্থাৎ যে ক্রমে ইহা অবস্থিত ছিল, নবকল্পারম্ভে তাদৃশ ক্রমযুক্তরূপেই পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হওয়ায় উৎপন্ন হইলেও বেদের অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না। আর সেইহেতু বেদের কর্ত্তা হইলেও মহাভারতাদি পৌরুষেয় গ্রন্থের কর্ত্তা ব্যাসদেব প্রভৃতির ন্যায় পরমেশ্বর ইহার রচয়িতা নহেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে নবকল্পারম্ভে প্রথমশরীরী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার স্মৃতিপথে ইহা উদিত হয়। তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে শব্দরাশি ও জ্ঞানরাশিরূপ এই বেদ অস্মদাদির অনুভব-যোগ্য বাঙ্ময়রূপে থাকে না, পরন্তু আরও সূক্ষ্মরূপে পারমেশ্বরী শক্তিতে বিলীন থাকে। হিরণ্যগর্ভ হইতেই ইহা কল্পান্তকালস্থায়ী বর্ণাত্মক বৈখরীরূপ পরিগ্রহ করে। ইহাতে বিহিত সৃষ্টিক্রম পর্য্যালোচনা করিয়াই ব্রহ্মা জগৎ রচনা করেন (১।৭০৫ পৃঃ)। অনন্তর তিনিই সনক, সনন্দন, মরীচি, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে ইহা শিক্ষা দান করেন। তাঁহারা আবার তাঁহাদের শিষ্য ও পুত্রগণকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। এইভাবে পিতা-পুত্র ও গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া মানবসমাজে প্রচলিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে বলিয়া বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। কোন কোন ঋষিও তপস্যাপ্রভাবে 'বেদ' লাভ করিয়াছেন। ইঁহারাই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আদিত্যের নিকট হইতে 'শুক্লযজুর্ব্বেদ' লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিগণও বেদের কর্ত্তা নহেন, পরন্তু অনাদি বেদের দ্রষ্টা মাত্র। "বর্ত্তমানকালে আমরা যে বেদ নামধেয় অক্ষররাশির দর্শনলাভ করি, তাহা এই অনাদি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ ও অবিকৃত সংগ্রহ। সেইহেতু তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ ভূমি"—স্বামী বিবেকানন্দ। [বেদের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে অবান্তর মতভেদ আছে। তাহা আমাদের আলোচ্য নহে]।

[বেদের বিভাগ, সংখ্যা ও অবয়ব।]

এই বেদ স্বরূপতঃ এক হইলেও যজ্ঞাদিকর্ম্মে বিনিয়োগের সৌকর্য্যের জন্য বিভিন্ন ঋত্বিকের আবশ্যকতানুযায়ী চারিভাগে বিভক্ত। মনুষ্যের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ অবস্থাদৃষ্টে দ্বাপরের শেষে ভগবান্ বেদব্যাস চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এই বেদরাশিকে রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। 'হোতা' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'ঋগ্বেদ'। 'উদ্গাতা' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'সামবেদ'। 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'যজুর্ব্বেদ'। এবং 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'অথর্ব্ববেদ'। 'ব্রহ্মা' বেদচতুষ্টয়ে বিহিত কর্ম্মকলাপেও অভিজ্ঞ। অথর্ব্ববেদে এতদ্ব্যতীত শান্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ, ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপও বর্ণিত হইয়াছে। বেদের অবয়ব তিনপ্রকার। যে সকল অবয়বে পাদ ও অক্ষর নিয়ত, তাহাদিগকে বলা হয়—'ঋক্'। যে সকলে পাদ ও অক্ষর অনিয়ত, তাহাদিগকে বলা হয়—'যজুঃ'। যে সকল অবয়ব প্রগীতসাধ্য অর্থাৎ গীত হইবার যোগ্য, তাহাদিগকে বলা হয়—'সাম'। এইপ্রকারে বেদের অবয়ব তিনপ্রকার হওয়ায়, বেদচতুষ্টয়ের অপর নাম 'ত্রয়ী'। অনেকে বেদের এই 'ত্রয়ী' নাম দৃষ্টে ঋগাদি বেদত্রয়কেই বেদ বলেন, 'অথর্ব্ববেদকে' 'বেদ' বলিতে ইচ্ছা করেন না, তাহা ভ্রম। ঋগ্বেদে 'ঋক্'সকলের, যজুর্ব্বেদে 'যজুঃ'সকলের, সামবেদে 'সাম'

-সকলের, এবং অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বানামক মুনিকর্তৃক দৃষ্ট 'ঋক্'সকলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

[বেদের শাখাবিভাগ ও তাহার হেতু।]

প্রত্যেকটী বেদই নানা শাখাতে বিভক্ত। যথা—"শাকল শাখা" "বাস্কল শাখা" ইত্যাদি ভেদে ঋগ্বেদের শাখাসংখ্যা একুশটী। "কৌথুম", জৈমিনীয়" বা "তলবকারীয়", রাণায়ণীয়", "শাণ্ডিল্য" (—তাণ্ডি) ও "পৈঙ্গী" ইত্যাদি ভেদে সামবেদের শাখাসংখ্যা এক সহস্র। শুক্লযজুর্বেদীয়—"কাণ্ব" ও "মাধ্যন্দিন" এবং কৃষ্ণযজুর্বেদীয়—"তৈত্তিরীয়", "কঠ" বা "কাঠক", "মৈত্রায়ণী" ও "শ্বেতাশ্বতর" ইত্যাদি ভেদে যজুর্বেদের শাখাসংখ্যা এক শত*। "পৈপ্পলাদ" "শৌনক" ইত্যাদি ভেদে অথর্ববেদের শাখাসংখ্যা নয়টী। যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে পঠিত হইয়াছে—যজুর্বেদের শাখাসংখ্যা একশত নয়টী এবং অথর্ববেদের শাখাসংখ্যা পঞ্চাশটী। অধিকাংশ শাখাই এক্ষণে বিলুপ্ত ও নামমাত্রে পর্য্যবসিত। 'চরণব্যূহ' ও 'বেদানুক্রমণিকা' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উহাদের কতকগুলির নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, অপর কতকগুলির নামও সম্ভবতঃ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে ; অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই শাখা বলিতে বৃক্ষের অংশবিশেষ এক একটী শাখার ন্যায় সমগ্র বেদের কোন অংশবিশেষকে বুঝায় না। প্রত্যেকটী শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ সেই বেদই। শাখান্তর নিরপেক্ষ তাহা তত্তৎ বেদে অপেক্ষিত যাবতীয় বিষয়কেই প্রকাশ করে। সেইহেতু কোন বেদের একটী শাখা অধীত হইলেই সেই সমগ্র বেদটীই অধীত হয়, বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বেদব্যাস স্বশিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ শিক্ষাদান করেন। ব্যাসশিষ্য পৈল প্রভৃতির সময় হইতেই প্রত্যেকটী বেদের বিভিন্ন শাখাতে বিভাগ আরম্ভ হয়। তাঁহাদের শিষ্যগণের সময়ে আবার ইহা আরও বিভক্ত হইয়া পড়ে। বেদবিদ্গণ বলেন—প্রধানতঃ সংহিতার ভেদ, স্বরের বৈলক্ষণ্য এবং পাঠবাক্যের ন্যূনাধিক্যই শাখাভেদের হেতু। হয়তো গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে মুখে মুখে প্রচারের ফলে শিষ্যগণের উচ্চারণ ও স্মৃতির তারতম্যবশতঃ এইপ্রকার হইয়া থাকিবে। কিন্তু বেদপাঠে 'সংহিতা পাঠ', 'পদপাঠ', 'ক্রমপাঠ', 'জটাপাঠ', 'ঘনপাঠ' † ইত্যাদি একাদশ প্রকারে যে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ পাঠপ্রণালী অনুসৃত

---

* ইদানীন্তন কেহ কেহ শুক্লযজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের "তৈত্তিরীয়" শাখা ব্যতীত অপর শাখাগুলিকে "আদ্য-যজুর্ব্বেদ" বলিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বলেন—যাজ্ঞবল্ক্যকর্তৃক পরিত্যক্ত যে বেদভাগ অন্য ঋষিগণ তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গ্রহণ করেন, তাহাই 'তৈত্তিরীয় শাখা' বা 'কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ'। অপরগুলি "আদ্য যজুর্ব্বেদ"। প্রাচীনগণ কিন্তু বলেন—যে বেদভাগে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া আছে, তাহাই "কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ"। আর যাহাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত, যাজ্ঞবল্ক্যকর্তৃক লব্ধ সেই বেদই "শুক্লযজুর্ব্বেদ"।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত "সংহিতা পাঠ" "পদপাঠ" ইত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। "সংহিতাপাঠ" যথা—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং॥ (ঋক্ সং ১।১।১)। ইহার সন্ধিগুলি বিচ্ছিন্ন করিলে যে প্রকার হয়, তাহাকে বলে "পদপাঠ"। যথা—" ওঁ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং। হোতারং। রত্নহধাতমং"। "ক্রমপাঠ" প্রধানতঃ দ্বিবিধ, যথা—"পদক্রম" ও 'বর্ণক্রম'। তন্মধ্যে "পদক্রমানুযায়ী" পাঠ এইপ্রকার—"অগ্নিং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবং, দেবং ঋত্বিজং, ঋত্বিজং হোতারং", ইত্যাদি। 'বর্ণক্রমানুযায়ী' পাঠ এইপ্রকার—"অ গ্নি, গ্নি মী, মী লে, লে পু, পু রো, রো হি, হি তং, তং য, য জ্ঞ, জ্ঞ স্য, স্য দে", ইত্যাদি। 'জটাপাঠ এইপ্রকার—"অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং। পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য', ইত্যাদি। "ঘনপাঠ" এইপ্রকার—"অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে, পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং

হয়, তাহাতে পাঠভেদ দূরে থাকুক্, একটী অক্ষরেরও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাখাভেদ যে কিপ্রকারে হইল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হয়তো বা অনাদি সৃষ্টিবৈচিত্র্যের ন্যায় বেদের এই শাখাভেদও 'অনাদি'। ব্যাসশিষ্যগণ ব্যাসদেবের নিকট হইতে তত্তৎ অনাদি বেদের অনাদি সমস্ত শাখাগুলিই গ্রহণ করেন। তাঁহারা আবার স্বীয় শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের মেধা ও স্মৃতিশক্তির অল্পতা দৃষ্টে তত্তৎ শিষ্যকে সেই অনাদি শাখাসমূহের মধ্যে কয়েকটী, বা এক-একটী শাখা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এইরূপেই হয়তো বা এত শাখাভেদ হইয়া থাকিবে*। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের শুক্লযজুর্ব্বেদ লাভের ন্যায় কোন কোন ঋষি তপস্যাপ্রভাবে কোন কোন বেদের কোন কোন শাখা লাভ করিয়া থাকিবেন। যথার্থ তত্ত্ব কি, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। যাহাহউক, প্রত্যেক বেদের প্রত্যেকটী শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বেদ হওয়ায় বেদের কোন কোন শাখা অধুনা বিলুপ্ত হইলেও, কোন বেদই বিলুপ্ত হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

[মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে বেদদ্বৈবিধ্য ও তাহাদের উপযোগ।]

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে প্রত্যেকটী বেদ আবার দুইভাগে বিভক্ত। ঋগ্বেদ সংহিতা [শাখাভেদে—'শাকল সংহিতা' 'বাষ্কল সংহিতা' প্রভৃতি] ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ এবং "ঐতরেয়ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম 'বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ'] ও "কৌষীতকী ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ"] ইহার ব্রাহ্মণভাগ। "সামবেদসংহিতা" সামবেদের মন্ত্রভাগ এবং "তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ" বা "পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ"], "ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "তাণ্ড্যশেষ ব্রাহ্মণ"], "দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "দৈবত ব্রাহ্মণ"], "আর্ষেয় ব্রাহ্মণ", "সাম-বিধান ব্রাহ্মণ", "সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ", "বংশ ব্রাহ্মণ" এবং "মন্ত্র ব্রাহ্মণ" [পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য ইহাকে [ছান্দোগ্য] "উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ" বলিয়াছেন।] ইহার ব্রাহ্মণভাগ †। যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতা [শাখাভেদে—"কাণ্বসংহিতা" ও "মাধ্যন্দিন সংহিতা"। ইহাদেরই অপর নাম "বাজসনেয় সংহিতা"] শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ এবং কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন "শতপথ ব্রাহ্মণ" ইহার ব্রাহ্মণভাগ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা [শাখাভেদে—"কঠসংহিতা", "মৈত্রায়ণী সংহিতা", "শ্বেতাশ্বতর সংহিতা", "তৈত্তিরীয় সংহিতা" প্রভৃতি] কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মন্ত্র-ভাগ এবং "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ", "মৈত্রায়ণী ব্রাহ্মণ", "বল্লভী ব্রাহ্মণ" ও "শাট্যায়নী ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি ইহার ব্রাহ্মণভাগ। অথর্ববেদ সংহিতা [শাখাভেদে—"পৈপ্পলাদ সংহিতা", "শৌনক সংহিতা" প্রভৃতি] অথর্ববেদের মন্ত্রভাগ এবং "গোপথ ব্রাহ্মণ" ইহার ব্রাহ্মণভাগ। এতদ্ব্যতীত বহু ব্রাহ্মণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহারা যে কোন্ বেদের কোন্ শাখার ব্রাহ্মণ, অথবা কোন কোনটী একই ব্রাহ্মণের নামান্তর, তাহা সকল স্থলে জানা যায় না। ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, কর্ম্মবোধক বিধি, দ্রব্য ও দেবতারূপ কর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মে অপেক্ষিত

যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং। যজ্ঞস্য দেবং" ইত্যাদি।

* শ্রীমদ্ভাগবতে এই পক্ষটীরই সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"ত এত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্নেকধা। শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্", ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৩)।

† মহামহোপাধ্যায় শ্রীচিন্নস্বামী শাস্ত্রী সামবেদের কৌথুমশাখীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের ভূমিকাতে 'তলবকার শাখীয়' [ইহাকে 'জৈমিনীয় শাখাও' বলা হয়।] জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ নামক একখানি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়—সম্ভবতঃ এই 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের'ই অপর নাম 'তলবকার ব্রাহ্মণ'। তাহা হইলে সামবেদের উপলব্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা হয় নয়টী।

অঙ্গকলাপ, কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য তাহার স্তুতি (—অর্থবাদ), নিষেধ, ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে অনুষ্ঠেয় বিষয়সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিগ্‌গণ স্ব স্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গসকল ক্রমশঃ স্মরণ করিয়াই অনুষ্ঠান করেন। মন্ত্রসকল তাঁহাদের তাদৃশ স্মরণের সহায়ক। বস্তুতঃ নিয়মবিধিবলে নিয়মপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ তত্তৎ অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মরণকরতঃ কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠিত হইলেই কালান্তরে ফলপ্রদ 'অদৃষ্ট' উৎপন্ন হয়।

[আরণ্যক ও উপনিষদের পরিচয়]

আরণ্যক ও প্রায় সমস্ত উপনিষদই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত। যেমন 'কৌষীতকী আরণ্যক' ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। আবার 'কৌষীতকী উপনিষৎ' কৌষীতকী আরণ্যকের এবং 'ঐতরেয়োপনিষৎ' ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত। 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ' সামবেদীয় 'মন্ত্রব্রাহ্মণের' [কেহ কেহ বলেন—ইহার অপর নাম 'ছন্দোগব্রাহ্মণ'] এবং 'কেনোপনিষৎ' সামবেদীয় 'তলবকার ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত। 'তৈত্তিরীয়োপনিষৎ' ও ['মহা-] নারায়ণোপনিষৎ' তৈত্তিরীয় আরণ্যকের, সুতরাং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মন্ত্রভাগেও কোন কোন উপনিষৎ পঠিত হইয়াছে, যথা—'ঈশোপনিষৎ' শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে। 'মৈত্রায়ণীয়োপনিষৎ' মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মৈত্রায়ণীয় সংহিতার পঞ্চম কাণ্ড। ইহার অপর নাম 'মৈত্রায়ণীয় আরণ্যক'। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ' সম্ভবতঃ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের শ্বেতাশ্বতর সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক বেদেই বহু উপনিষৎ বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে প্রধান ১০৮টী উপনিষৎ কোন্‌টী কোন্ বেদে পঠিত হইয়াছে, তাহা মুক্তিকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন্ বেদের কোন্ শাখাতে, কোন্ ব্রাহ্মণ বা কোন্ সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে, তাহা তাহাতে বর্ণিত হয় নাই। এই আরণ্যক ও উপনিষৎসকল তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমীর (—অরণ্যবাসী বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর) অবলম্বন, কারণ এইসকলে তাহাদের অনুষ্ঠেয় বিবিধপ্রকার উপাসনা ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতিই প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে আরণ্যকসকলে কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই বর্ণিত হইলেও উপসনারই প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

['উপনিষৎ' শব্দের অর্থ। উহাকে 'বেদান্ত' বা 'জ্ঞানকাণ্ড' বলিবার হেতু।]

'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ—"ব্রহ্মবিদ্যা" (তৈঃ আঃ সায়ণভাষ্যভূমিকা)। উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপ' উপসর্গটীর অর্থ—'সামীপ্য'। 'নি' উপসর্গটীর অর্থ—'নিশ্চয়' বা 'নিঃশেষ' এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ—'বিশরণ' বা 'বিনাশ'। এইরূপে 'উপনিষৎ' শব্দটীর অর্থ হয়—'যাহার সমীপে গমন করিয়া, অর্থাৎ যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিতভাবে তন্নিষ্ঠ হইয়া তাহার অনুশীলন করিলে অবিদ্যাদি সংসারবীজ বিনষ্ট হয়, তাহা 'উপনিষৎ, অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যা' (কঠভাষ্যভূমিকা)। অথবা "যাহা এই জীবাত্মাকে দ্বৈতবিবর্জ্জিত ব্রহ্মসমীপে নিশ্চিতরূপে আনয়ন করিয়া অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংসারকে স্বতঃই বিনাশ করে, তাহা 'উপনিষৎ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যা' (তৈঃ আঃ সায়ণভাষ্যভূমিকা)। পঠনপাঠনদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার হেতু হয় বলিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে 'উপনিষৎ' বলা হয়। এই উপনিষৎসকল বেদের **'জ্ঞানকাণ্ড'** এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক অপর অংশ বেদের **'কর্ম্মকাণ্ড'**।

কর্ম্মকাণ্ডে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়কামিগণের জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি-ভেদে নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সকল নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষা (—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা, ৩।৬৪৯ পৃঃ) উৎপাদনদ্বারা হয় মোক্ষার্থীর ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও সহায়ক। জ্ঞানকাণ্ডে সংসারতাপদগ্ধ,ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণ মোক্ষকামিগণের জন্য—চিত্তের একাগ্রতা ও ক্রমমুক্তির উপায়ভূত নানাপ্রকার উপাসনা এবং বিদেহমুক্তির জন্য—জীবের স্বরূপ, ব্রহ্মের স্বরূপ, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা, মোক্ষের স্বরূপ, তৎপ্রাপ্তির উপায়, ইত্যাদি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আবার প্রসঙ্গতঃ মোক্ষার্থিগণের পরবৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য—জগতের স্বরূপ, তাহার উৎপত্তি-ক্রম, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হেতু, বিভিন্নপ্রকার কর্ম্ম ও উপাসনাপ্রভাবে পিতৃযাণ ও দেবযান-মার্গে বিভিন্ন লোকে গতি, ইত্যাদি নানাবিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই উপনিষৎসকলেরই অপর নাম **'বেদান্ত'**। ইহার অর্থ—বেদের অন্ত বা উত্তরভাগ। বস্তুতঃ কর্ম্মসম্বন্ধী যাবতীয় বিষয়ের বিবৃতি শেষ করিয়া বেদের অন্তে, অর্থাৎ শেষভাগে পঠিত হইয়াছে বলিয়া উপনিষৎ-সকল 'বেদান্ত' নামে অভিহিত। আর প্রধানতঃ 'তত্ত্বজ্ঞান' আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা-দিগকে বেদের 'জ্ঞানকাণ্ডও' বলা হয়। ইহাই হইল আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের স্থূল পরিচয়।

[উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের পরিচয়।]

ভগবদ্‌বেদব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনি কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগের (—কর্ম্মকাণ্ডের) অর্থ-বিচারের জন্য যে সূত্রাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম "পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন"। আর বেদবিভাগকর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবান্ বেদব্যাস উপনিষৎসকলের, অর্থাৎ জ্ঞান-কাণ্ডরূপ বেদভাগের অর্থবিচারের জন্য এবং বেদবিরুদ্ধ মতবাদসকলের নিরাকরণের জন্য রচনা করিয়াছেন এই **"উত্তরমীমাংসা দর্শন"**। ইহারই অপর নাম—"শারীরকমীমাংসা" "ব্রহ্মমীমাংসা" "বেদান্তদর্শন" "বেদান্তসূত্র" "ব্রহ্মসূত্র" ও "ব্যাসসূত্র"। "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (পাঃ সূঃ ৪।৩।১১০, সিদ্ধান্তকৌঃ ২৫৩ পৃঃ)—"পারাশর্য্য'—পরাশরের পুত্র বাদরায়ণ বেদব্যাস এবং 'শিলালী', এই দুই জন কর্ত্তৃক রচিত 'ভিক্ষুসূত্র' ও 'নটসূত্রে', এই পাণিনীয় সূত্রে এই গ্রন্থকে "ভিক্ষুসূত্র" এই আখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। "কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ" (ঐ ৪।৩।১১১) ইত্যাদি পরবর্ত্তী সূত্রের অর্থও উক্তপ্রকার। কর্ম্মন্দী- কর্ম্মত্যাগী ভিক্ষু, কৃশাশ্বী—নট। এইরূপে দেখা যাইতেছে—প্রধানতঃ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসিগণের পঠনীয় হওয়ায় প্রাচীনগণ এই গ্রন্থের 'ভিক্ষুসূত্র' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উপনিষদ্বাক্যবিচারাত্মক এই গ্রন্থখানির ভাষ্য, টীকা, তস্যটীকা, বৃত্তি ও বিবৃতির সংখ্যা এতই অধিক যে, কোন এক সাধারণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একই জীবনে তাহা অধ্যয়ন ও সম্যগ্‌ভাবে আয়ত্ত করা একপ্রকার অসম্ভবই বলিতে হইবে। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ বিভিন্নপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া এই গ্রন্থখানি অবলম্বনেই 'অদ্বৈতবাদ', 'দ্বৈতবাদ', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', ইত্যাদি নানা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা সেই মতবাদসকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব *।

* চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণে এই মতবাদসকলের উল্লেখ করিয়াই আমরা বিরত হইয়া-ছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি—এই মতবাদসকলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে এমন সমস্ত বিষয় প্রচারিত

১। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ

অদ্বৈতবাদ—শ্রুতির সমর্থন ও ব্যাখ্যার জন্য স্মৃতির সহায়তা গৃহীত হইলেও, শ্রুতি-মাত্র অনুসরণকারী যে মতবাদে সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত একমাত্র নিরাকার নির্গুণ নির্বিবশেষ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন পদার্থের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হয় না, তাহার নাম 'অদ্বৈতবাদ'। এই মতবাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদও' বলা হয়। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে। তন্নিষেধেন চাদ্বৈতং প্রত্যগ্‌বস্ত্বভিধীয়তে" (বৃঃ ভাঃ বাঃ ৪।৩।১৮০৭)। ভাব এই—'যাহা দুইভাগযুক্ত তাহা দ্বিত, তাহার যে ভাব, তাহা দ্বৈত; সেই দ্বৈতের নিষেধদ্বারা [সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত] যে প্রত্যগাত্মা অবশিষ্ট থাকেন, তিনি অদ্বৈতরূপে কথিত হন'। ইনি সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদহীন †, স্বতঃ পরিপূর্ণ-স্বভাব; তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই পরমার্থতঃ নাই। কাশকৃৎস্ন বাদরি বসিষ্ঠ অষ্টাবক্র শুকদেব বামদেব সম্বর্ত্ত এবং উদ্দালক প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ ছিলেন অদ্বৈতবাদী। ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাসকে অগত্যা অধিকারিভেদে সর্ব্ববাদীই বলিতে হয়, কারণ শুকদেবভিন্ন উক্ত ঋষিগণের পরবর্ত্তিকালে ইঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রাবলম্বনেই এই সকল বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তদ্রচিত সূত্রের প্রামাণ্য ও মহিমা এমনই যে, এতদ্দেশে প্রচারিত যাবতীয় প্রধান প্রধান মতবাদীই স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতবাদের অনুকূলভাবে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় 'শক্তিভাষ্য' নামে এই সূত্রের এক ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাষ্যকার বিরলস্থলে হইলেও সূত্রবিভাজন, নূতন সূত্রযোজনা, অধিকরণান্তর, সূত্রের স্থান পরিবর্ত্তন, সূত্রের পূর্ব্বোত্তরপক্ষ-নির্ণয়ে ব্যতিক্রম, ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্ বাদরায়ণের মূল সূত্র, তাহার সন্নিবেশক্রম এবং অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা একমাত্র তিনি

হইতেছে, যাহা তত্তৎ ভাষ্যমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। যথা—শুদ্ধাদ্বৈতবাদে "শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে সেবাই মুক্তি"; অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে "বৃন্দাবনে গোপীভাবলাভই মুক্তি", ইত্যাদি। গ্রন্থকারগণ কোন মূল গ্রন্থেরও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং এই সকল কথন তত্তৎ মতবাদের সিদ্ধান্ত কি না, চিন্তনীয়। বাদরায়ণের সূত্র হইতে কিপ্রকারে এইপ্রকার অর্থ লব্ধ হয়, তাহা জানিবার ঔৎসুক্যবশতঃই আমাদের এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্তি। আর শাঙ্করবেদান্তে প্রবেশের পূর্ব্বে এই মতবাদসকলের বিষয়ে একটা মোটামুটী প্রাথমিক ধারণাও আবশ্যক। সেইহেতু আমরা এই মতবাদসকলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। আলোচনাতে মূলভাষ্যগ্রন্থ ছাড়া তত্তৎ সম্প্রদায়বিদ্‌গণের গ্রন্থ ও ব্যাখ্যা হইতেও বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। তত্তৎ মূলগ্রন্থের সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য '(২।৩।৪০)', এইপ্রকারে তত্তৎ ভাষ্যগ্রন্থের যথাক্রমে অধ্যায় পাদ এবং সূত্রসংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে। 'সূত্র' বলিতে তত্তৎ সূত্রভাষ্য এবং তাহাদের টীকা গ্রহণীয়। ভাষ্য বৃহৎ হইলে সহজে প্রাপ্তির জন্য পৃষ্ঠাসংখ্যাও প্রদর্শিত হইতেছে। '২।২৩০ পৃঃ' ইত্যাদি এইপ্রকার সংখ্যা থাকিলে প্রস্তাবিত এই গ্রন্থের অধ্যায় ও পৃষ্ঠাসংখ্যা বুঝিতে হইবে।

† বৃক্ষের মূল কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখাদির মধ্যে যে ভেদ, তাহাকে বলে—**স্বগতভেদ**। একটী আম্রবৃক্ষ হইতে আর একটী আম্রবৃক্ষের, অথবা একটী মনুষ্য হইতে আর একটী মনুষ্যের যে ভেদ, তাহা **সজাতীয় ভেদ**। একটী বৃক্ষ হইতে একটী মনুষ্যের যে ভেদ, তাহা **বিজাতীয় ভেদ**।

এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই বিষয়ে আমাদের অন্যতম অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীমৎ চিদ্ঘনানন্দ পুরী মহোদয়ের "ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়" আলোচনা করিতে পারেন। প্রাচীনগণ মনে করিতেন—বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধ সমাধান এবং তাৎপর্য্য নিরূপণ যেমন ছিল মহর্ষি জৈমিনির "পূর্ব্বমীমাংসা" রচনার উদ্দেশ্য ; তদ্রূপ বেদের জ্ঞানকাণ্ড-রূপ উপনিষদে প্রতিপাদিত বিষয়ের বিরোধ সমাধান এবং তাৎপর্য্য নিরূপণই ছিল ভগবান্ বাদরায়ণের এই 'উত্তরমীমাংসা' রচনার উদ্দেশ্য। "সর্ব্বোপনিষৎসমাধানার্থং প্রবৃত্তঃ সূত্রকারঃ" ইত্যাদি অণুভাষ্যবচন (১১৯ পৃঃ) হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত, সূত্রের নানাশাস্ত্রাবলম্বী সাম্প্রদায়িক এতগুলি ব্যাখ্যাই সেই বিষয়ে প্রমাণ। সকল ভাষ্য-কারই প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার মতবাদই বাদরায়ণসূত্রের প্রতিপাদ্য।

যাহাহউক, আচার্য্য বাদরায়ণের পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য **গৌড়পাদ** [কেহ কেহ বলেন—ইনি বাদরায়ণপুত্র শুকদেবের শিষ্য ; অপরে বলেন—ছায়া শুকের পুত্র। এই বিষয়ে নানা কিম্বদন্তি ও পৌরাণিক কাহিনী আছে]। মাণ্ডূক্য শ্রুতি অবলম্বনে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক এক 'কারিকা' রচনা করেন। তাঁহার প্রশিষ্য ভগবান্ **শঙ্করাচার্য্য** মাণ্ডূক্যকারিকার **ভাষ্যে,** এবং বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যকেই প্রত্যেক্ অধিকরণে বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণকরতঃ শ্রুতিমাত্র অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের এই **শারীরকভাষ্যে** অদ্বৈতবাদের বহুল প্রচার করেন। এইভাবে একমাত্র এই শাঙ্করসম্প্রদায়েই একটা বংশপরম্পরা এবং গুরুশিষ্যপরম্পরা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করকর্ত্তৃক গৃহীত সূত্র ও তাহার ব্যাখ্যাকে ভগবান্ বাদরায়ণ হইতে সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সূত্র ও তাহার ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।

শ্রুতি **ব্রহ্মের স্বরূপ** বিষয়ে বলেন—"অদৃশ্যম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্" (মাঃ ৭), "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ" (কেন ১।১।৩), "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মুঃ ৩।১।৮) ইত্যাদি। সুতরাং বাক্যমনের অগোচর ব্রহ্মের লক্ষণ সম্ভব নহে। তথাপি লোকহিতকারিণী শ্রুতি তাঁহার কথঞ্চিৎ স্বরূপ এইভাবে বর্ণনা করেন—"তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্" (বৃঃ ২।৫।১৯)—'সেই এই ব্রহ্ম পূর্ব্ববিহীন (—কারণবিহীন), পরবিহীন (—কার্য্যবিহীন), অনন্তর (—একরস, স্বগতভেদবিহীন) এবং অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন) ; "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), "সঃ এব অধস্তাৎ, সঃ উপরিষ্টাৎ, সঃ পশ্চাৎ, সঃ পুরস্তাৎ....সঃ এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।১), "ব্রহ্মৈব ইদং অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুঃ ২।১।১১) ইত্যাদি। এই সকল হইতে অবগত হওয়া যায়—স্বগতাদিভেদহীন ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, ঊর্দ্ধদেশে অধোদেশে সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। অস্মদাদির দৃষ্টিতে ইদংরূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্মই। সুতরাং এতাদৃশ যে ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে পরমার্থতঃ কোন কিছুরই উৎপত্তি সম্ভব নহে ; কারণ তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ভেদহীনতা ও ব্যাপকতা ব্যাহত হইয়া পড়ে। উক্ত শ্রুতিসকলের প্রতিধ্বনিরূপে আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—"স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদ্বস্তু জায়তে" (মাঃ কাঃ ৪।২২), "এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিৎ ন জায়তে" (ঐ ৪।৭১)—'তাঁহা হইতে সাক্ষাদ্ বা পরম্পরাভাবে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না', 'ইহাই সেই সর্ব্বোত্তম সত্য, যাঁহাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না'। এইপ্রকারে ব্রহ্ম হইতে কোন কিছুর, অর্থাৎ জগতের

উৎপত্তি অঙ্গীকৃত না হওয়ায় এই মতবাদকে **অজাতবাদও** বলা হয়। উপরোক্ত শ্রুতি এবং গৌড়পাদীয় উক্তি যে, 'কথার কথা মাত্র' নহে, পরন্তু জীবনে উপলব্ধ হয়, ইহা প্রদর্শন-করতঃ শ্রুতি এবং আচার্য্য বলিতেছেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), "অহমেব অধস্তাৎ অহম্ উপরিষ্টাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১)—'আমিই উর্দ্ধ অধঃ পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ', ইত্যাদি ; এবং "ত্রিষু অপি কালেষু অকর্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি, ন ইতঃ পূর্বমপি কর্ত্তা ভোক্তা বা অহম্ আসং, ন ইদানীং, নাপি ভবিষ্যৎকালে ইতি ব্রহ্মবিদ্ অবগচ্ছতি" (৪।৮৪ পৃঃ) অর্থ স্পষ্ট। যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবজগৎ নামক পদার্থ পরমার্থতঃ থাকিত, বা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে "আমি ব্রহ্মস্বরূপ", এইপ্রকার ব্রাহ্মীস্থিতি এবং 'কর্ত্তা ভোক্তা কোন কালেই ছিলাম না, ভবিষ্যৎ কালেও হইব না', এইপ্রকার অনুভূতি ব্রহ্মাত্মবিদের হইতে পারিত না; পরন্তু অনুভূতি হইত—'আমি ব্রহ্মভিন্ন, বা ব্রহ্মাংশ', 'পূর্ব্বে কর্ত্তা ও ভোক্তা ছিলাম, এখন আর তাহা নহি' ; অথবা 'পূর্ব্বে ছিলাম জাগতিক সুখদুঃখের ভোক্তা, এখন ব্রাহ্মলৌকিক ঐশ্বর্য্যের ভোক্তা', যেমন অন্যান্য মতবাদিগণ স্বীকার করেন। অতএব শ্রুতি এবং এই সকল আচার্য্যবাণী হইতে সিদ্ধ হইতেছে—অদ্বৈতবাদে একমাত্র সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুরই পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয়, তদ্ভিন্নের যাহা সত্তা, তাহা মায়া মাত্র, "জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে" (মাঃ কাঃ ৪।৫৮)। "মায়া ইতি অবিদ্যমানস্য আখ্যা" (ঐ ভাষ্য)—'যাহা বিদ্যমান নাই, নিত্যনিবৃত্ত-স্বরূপ, তাহার যে প্রতীতি, তাহাই মায়া'। শ্রৌত দৃষ্টিতে ইহাকে তুচ্ছ বলা হয় (পঞ্চদশী ৬।১২৯)। এইপ্রকার পরিস্থিতিবশতঃ একমাত্র ব্রহ্মবস্তুর পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকৃত হওয়ায় এই অদ্বৈতমতবাদকে **ব্রহ্মবাদও** বলা হয়।

[ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির জন্য জীবজগতের ব্যাবহারিক সত্তা ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান অঙ্গীকার।]

কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টি অবলম্বনে 'ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর', 'তাঁহা হইতে জগৎ কোন কালে উৎপন্ন হয় নাই', 'সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ', ইহা বলিলেই অস্মদাদির ন্যায় অধিকারীর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ জগৎ ও তদুত্থ দুঃখের উপশম হয় না। সেইহেতু অস্মদাদির ন্যায় জীবের উপরোক্তপ্রকার ব্রাহ্মীস্থিতির, অর্থাৎ মোক্ষরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তির এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনের জন্য ভগবতী শ্রুতি স্বয়ংই অধ্যারোপ ন্যায়ে (২।১৭১ পৃঃ) জগতের ব্যাবহারিক সত্তা (১৩৫ পৃঃ, ২।১।১৩) অঙ্গীকারকরতঃ জীব কিপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা লাভকরতঃ সংসারদুঃখের পারে গমন ও স্বস্বরূপানন্দলাভ করিতে পারেন, সেই উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শ্রুতিবাক্যসকলকেই প্রত্যেক অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণকরতঃ পরমকারুণিক আচার্য্য ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস এই "ব্রহ্মসূত্র" নামক গ্রন্থ এবং তৎশিষ্যপরম্পরাগত আচার্য্য শঙ্কর তদুপরি **শারীরকভাষ্য** নামক এই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থা-লোচনার দ্বারা তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। তথাপি প্রাথমিক জিজ্ঞাসুর বোধসৌকর্য্যের জন্য তাহার সার মর্ম্ম আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটী বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—দার্শনিকের দৃষ্টিতে ব্রহ্মের সত্তাকে পারমার্থিক এবং জগতের সত্তাকে ব্যাবহারিকরূপে বিভাগ করা হইলেও এবং নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্যাভিলাষী জ্ঞানমার্গী সাধক বিচার-কালে (—বিশেষ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন কালে, ৩।৭১৪ পৃঃ) জগৎ প্রপঞ্চকে মায়াবিজৃম্ভিত

ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিকরূপে (১৷৩৫ পৃঃ) দর্শন করিতে অভ্যাস করিলেও এবং ক্রমশঃ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, কর্ম্মী উপাসক এবং অন্যান্য সকলের নিকটই নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎপ্রপঞ্চ ও জাগতিক ব্যবহার তাহাদের দেহাত্মবুদ্ধির ন্যায় সত্য পদার্থ, এই সত্যের উক্তপ্রকার ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ নাই। ভগবান্ ভাষ্যকার "সত্যাম্ এব অবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতারঃ" (৩৷১৪৭ পৃঃ), "সর্ব্বব্যবহারাণাম্ এব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ" (২৷৯১ পৃঃ ৪২ বাক্য) এবং "দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ" (১৷১৷৪, ২১২ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন। আচার্য্যপাদ শঙ্করের উপর বিরুদ্ধবাদিগণ আক্ষেপ করেন—'ইনি জগৎকে মিথ্যারূপে অঙ্গীকার করায় এবং জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় অঙ্গীকার না করায় সাধকগণ কর্ম্মবিমুখ হইয়া পরমার্থভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন'। এইপ্রকার আক্ষেপ ইঁহার মতবাদ বিষয়ে অজ্ঞতার ফল। নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা ইঁহার অভিপ্রেত নহে। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (১৷৬৫ পৃঃ) উৎপন্নবিবিদিষা, সুতরাং কথঞ্চিৎ দেহাত্মবুদ্ধিরহিত (৩৷৬৪৯ পৃঃ) নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী যাঁহারা সেই বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হন, নিজেকে অকর্তৃ-অভোক্তৃস্বরূপ শুদ্ধ ত্বংপদার্থরূপে ও ব্রহ্মাভিন্নরূপে ধ্যাননিষ্ঠ তাঁহাদের পক্ষে নিজের দেহ মন এবং বাহ্য জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ হইয়া পড়ায় কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয় না। এইহেতু আচার্য্য জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে (—একত্রে, যুগপৎ) অনুষ্ঠানের বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী যাঁহারা বিধেয় শ্রবণে (৪৷১০ পৃঃ) প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের পক্ষেই "সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাৎ", এই বিধিবাক্যের সার্থকতা (৩৷৬২২ পৃঃ)। ক্রমমুক্তির (১৷২৬৯ পৃঃ) অভিলাষী সগুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীর জন্য জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় ইনিও অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে জ্ঞানশব্দের অর্থ—উপাসনা, ইহা অন্যান্য মতবাদিগণও অঙ্গীকার করেন, ইহা তত্তৎ মতবাদালোচনাকালে পরিস্ফুট হইবে। নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে (৩৷৪৷৬ অধিঃ) সগুণ বা নির্গুণ কোনপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি তো দূরের কথা বিবিদিষার উদয়ও হয় না। আবার সগুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইলেও পাপক্ষয় ও বিদ্যাপ্রতিপালনের জন্য (৪৷১১২ পৃঃ) নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান আবশ্যক, ইহাই আচার্য্য শঙ্কর ও তদনুসারিগণের সিদ্ধান্ত। এই তত্ত্ব না বুঝিয়া বিরুদ্ধবাদিগণ বৃথাই আক্ষেপ করেন।

এই মতবাদ এইপ্রকার—কর্ম্মবোধক পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান থাকুক, বা না থাকুক, পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র হইতে ভিন্ন (১৷২০৮ পৃঃ) এই উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই **অধিকারী**। **ব্রহ্ম**—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১৷১৷২)—যাঁহা হইতে জগতের জন্ম স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কিন্তু এব্রহ্ম কূটস্থনিত্য, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব, ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত (১৷১৫৭ পৃঃ) এবং সকলের নিত্যপ্রাপ্তস্বরূপ (১৷১৭৩ পৃঃ)। ইনি চৈতন্যমাত্রস্বরূপ (৩৷২৷১৬) জন্মাদিষড়্ভাববিকারবর্জ্জিত, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব (২৷৬৬৩ পৃঃ) নির্ব্বিকার ও নির্গুণ (৩৷২৷৫ অধিঃ)। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে মায়া নামক স্বীয় শক্তিযোগে (২৷১০৩ পৃঃ) ক্রমমুক্তি ও উপাসনার জন্য (২৷১০৬ পৃঃ, ৩৷১৪২ পৃঃ) সগুণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ (১৷১০১ পৃঃ) এবং **সাকাররূপেও** (৩৷১৪৬ পৃঃ) তিনি অঙ্গীকৃত হন।

ইনিই জীবের সুষুপ্তিস্থান (৩।২।২ অধিঃ) এবং জীবকর্ম্মসাপেক্ষ কর্ম্মফলদাতা (৩।২১৫ পৃঃ)।

মায়া—মায়া অবিদ্যা অজ্ঞান প্রকৃতি আকাশ অক্ষর অব্যক্ত বীজশক্তি ও মহাসুপ্তি (১।৪।৩) ইহারা পর্য্যায়শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন প্রকরণগ্রন্থে মায়াকে ঈশ্বরোপাধি এবং অবিদ্যাকে জীবোপাধিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত গ্রন্থে কিন্তু তাদৃশ বিভাগ উপলব্ধ হয় না। এই মায়া সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের শক্তি, অনির্বচনীয় এবং সংসারপ্রপঞ্চের পরিণামী বীজস্বরূপ (২।১০৩ পৃঃ)। ইহা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব সম্ভব হয় না (১।৮৪২ পৃঃ)। যুক্তিদৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়, যেহেতু ইহাকে সদ্রূপে বা অসদ্রূপে, অর্থাৎ ঈশ্বররূপে বা ঈশ্বরভিন্নরূপে নির্বচন করা যায় না (২।১০২ পৃঃ)। মায়া এবং তাহার কার্য্য জগৎ **সৎ** পদার্থ নহে, যেহেতু নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হইয়া পড়ে। ইহা **অসৎও** নহে, যেহেতু মায়ার কার্য্য জগৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে, সুতরাং তাহার কারণ মায়ার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়। ইহাকে **সদসদ্‌ও** বলা যায় না, যেহেতু কোন বস্তু আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন হইতে পারে না; আর তাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত বস্তু কাহারও বুদ্ধিতে আরূঢ়ও হয় না। এইহেতু মায়া ও তাহার কার্য্য জগৎকে এই মতবাদে 'মিথ্যা' বলা হয়। এই **মিথ্যা** শব্দের অর্থ—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীকত্ব নহে, পরন্তু অনির্বচনীয়ত্ব। বাস্তব সত্তারহিত যাহার প্রতীতি হয়, যাহার স্বরূপকে 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপে শৃঙ্গগ্রাহিতয়া নির্ব্বচন করা যায় না এবং বাক্যের দ্বারা বর্ণনাও করা যায় না, তাহাকে বলে 'অনির্ব্বচনীয়', বা 'মিথ্যা'। এই 'মিথ্যাশব্দ' এই অর্থে এই শাস্ত্রে পারিভাষিক। ব্যবহার দশাতে আবরণস্বভাব ইহা অভাবপদার্থ না হইলেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানবলে বাধিত হইয়া পড়ে, মাত্র তখনই ইহার 'তুচ্ছতা' ও 'নিত্য-নিবৃত্তস্বরূপতা' অবধারিত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। এই মায়ারূপ উপাধি এবং তৎকৃত নামরূপাদি উপাধিযোগেই শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর নামে অভিহিত হন (২।১০২-৩ পৃঃ) এবং মায়োপাধিযোগে তিনিই বিভিন্নরূপধারী নটের ন্যায় জগতের যাবতীয় কার্য্যরূপে ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হন (২।১৩৫ পৃঃ)। এই মায়া অস্বতন্ত্র (—পরাধীন), কারণ নিজের আশ্রয় ও অবভাসক চৈতন্যব্যতিরেকে ইহা ব্যবহারসম্পাদিকা হয় না। আবার ইহা স্বতন্ত্রও (—স্বাধীনও) বটে, কারণ স্বাশ্রয়ভূত অসঙ্গ নির্ব্বিশেষ আত্মাকে সবিশেষ ও নামরূপোপাধিযোগী করিয়া ফেলে। "স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেন সৈষা বটবীজসামান্যবৎ" (নৃঃ উঃ তাঃ ৯) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন (পঞ্চদশী ৬।১৩২ দ্রঃ)। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব নির্গুণ পরব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞানোদয় হইলে এই মায়া বাধিত হইয়া পড়ে এবং জীবের সর্ব্ববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয় (২।৬৬৩, ১।২০৪ পৃঃ, ৪।৪।১-৪,৬ সূঃ)।

জগৎ—অজ্ঞাত রজ্জু যেমন সর্পরূপে প্রতীতির হেতু, অজ্ঞাত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তদ্রূপ জগদ্রূপে প্রতীতির হেতু (মাঃ কাঃ ২।১৭)। রজ্জুতে যেমন পরমার্থতঃ সর্প কোন কালেই থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে পরমার্থতঃ এই জগৎ কোন কালেই নাই; "পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ (২।১০৫ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্য দ্রঃ। এই মতে জগতের উৎপত্ত্যাদিবোধক শ্রুতিবাক্যসকল নিষেধ্য সমর্পণের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে সহকারিমাত্র (৪।২৬৮ পৃঃ)। ইহা নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীর বিবর্ত্তবাদাবলম্বী **পারমার্থিক দৃষ্টি**। **ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে** কিন্তু মায়ারূপ উপাধিযুক্ত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর

জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ (১।৪।৭ অধিঃ)। উর্ণনাভি-শরীরের তন্তুরূপে পরিণামের ন্যায় মায়ারূপ উপাধির পরিণামে মায়ী মহেশ্বরের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা সিদ্ধ হয়। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই মতে পরিণামবাদও অঙ্গীকৃত হয়, "অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্য-প্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াং চ আশ্রয়তি সগুণেষু উপাসনেষু উপাযোক্ষ্যতে" (২।১০৬ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্য দ্রঃ। এই কারণতা বিষয়েও সূক্ষ্ম বিভাগ এই—মায়া জগতের ১। পরিণামী উপাদান, জগদধ্যাসাধিষ্ঠান নির্গুণব্রহ্ম ২। বিবর্ত্তোপাদান এবং মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম ৩। নিমিত্তকারণ (১।২৭৩ পৃঃ)। মায়ার দুইপ্রকার শক্তি—১। আবরণ শক্তি ও ২। বিক্ষেপ শক্তি। স্বল্পপরিসর মেঘমণ্ডল যেমন দ্রষ্টার দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া বহুযোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ মায়া পরিচ্ছিন্না হইলেও, তাহার আবরণশক্তিপ্রভাবে বদ্ধ জীবরূপ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে সর্বব্যাপি ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া ফেলে (বেদান্তসার)। এই মতে ব্রহ্মই অজ্ঞানের (—মায়ার) **আশ্রয় ও বিষয়** এবং পরমার্থতঃ ব্রহ্মভিন্ন জীব নামক কিছুই নাই। তথাপি ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মের জীবত্ব কিপ্রকারে প্রতীত হয়, তাহা ২।২০৫ পৃষ্ঠাতে দ্রঃ। সেই আবৃত, সুতরাং অজ্ঞাত ব্রহ্মেই জগৎপ্রপঞ্চ বিক্ষিপ্ত (—সৃষ্ট) হয়। মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে বায়ু, ইত্যাদি এই ক্রমে ব্রহ্ম হইতে পঞ্চ অপঞ্চীকৃত ভূতের (তন্মাত্রার) উৎপত্তি হয় (২।৩।১-৬ অধিঃ)। অনন্তর মুখ্যপ্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত এই ভূতসকল হইতেই হইয়া থাকে (২।৪।১ অধিঃ)। অনন্তর পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পঞ্চীকরণ ও স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় (২।৪।৯ অধিঃ, বেদান্তসার)। ইহাই এই মতে সৃষ্টিক্রম।

[ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় ও বিষয়, এই বিষয়ে যুক্তি।]

বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন—চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ও জড়স্বরূপা মায়া (—অজ্ঞান) আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন; সুতরাং মায়া ব্রহ্মকে **১।** আশ্রয় ও **২।** বিষয় কি প্রকারে করিবে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্ত**পক্ষ বলেন—পদার্থ দুইপ্রকার—আত্মা ও অনাত্মা। (ক) অজ্ঞান (—মায়া) অনাত্মস্বরূপ, তাহা নিজে নিজেকেই আশ্রয় করিতে পারে না। (খ) অজ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করে, সেই স্থলে সংশয় ও বিপরীত জ্ঞানের উদয় হয়। জড় অনাত্মবস্তুতে সংশয়াদির উদয় সম্ভব নহে, সেইহেতু তাহা অজ্ঞানের আশ্রয়ও নহে। (গ) অজ্ঞান ও সম্যগ্ জ্ঞান কালভেদে একই অধিকরণে থাকে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ; যথা—'আমি অজ্ঞ' এবং 'আমি জ্ঞানী'। অনাত্মাতে জ্ঞানের উদয় কদাপি হয় না, সুতরাং তাহা অজ্ঞানের আশ্রয় নহে। (ঘ) অনাত্মবস্তু অজ্ঞানের কার্য্য। কারণভূত পূর্বসিদ্ধ অজ্ঞান, কার্য্যভূত পরবর্ত্তী অনাত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না বলিয়া অজ্ঞান অনাত্মাকে আশ্রয় করে না। (ঙ) আধার ও আধেয়ের আকার বিভিন্ন হইয়া থাকে, যথা ঘট ও বদর। অনাত্মার কিন্তু অজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন স্বতন্ত্র আকার নাই; সুতরাং অজ্ঞান অনাত্মাশ্রিত নহে। অতএব পরিশেষন্যায়বলে আত্মাই (—ব্রহ্মই) মায়ার আশ্রয়, ইহা সিদ্ধ হয়। **২।** (ক) অজ্ঞান অনাত্মাকে বিষয়ও করিতে পারে না, কারণ যে যাহাকে বিষয় করে, সে তাহাতে কিঞ্চিৎ অতিশয়ও আধান করে। জড় অজ্ঞান জড় অনাত্মাতে কোন্ অতিশয়ের আধান করিবে? তাহার প্রতীতি সম্পাদন করিবে, ইহা বলা যায় না; কারণ জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের প্রতীতি সম্ভব নহে। (খ) অনাত্ম বস্তু অজ্ঞানের কার্য্য হওয়ায়, কার্য্য ও উপাদানকারণ অভিন্ন হওয়ায়, অজ্ঞান নিজেই নিজেকে বিষয় করিবে,

ইহা সম্ভব নহে। (গ) বিষয়তা ও আশ্রয়তাদ্বারা বস্তুর স্বরূপ নিরূপিত হয়। অজ্ঞান যদি অনাত্মাকেই, অর্থাৎ অজ্ঞানকেই আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপই নিরূপিত হয় না। (ঘ) পূর্ব্বসিদ্ধ অজ্ঞান পশ্চাৎসিদ্ধ তাহার অনাত্মরূপ কার্য্য বস্তুকে বিষয় করিতে পারে না। এই বিষয়টী সংক্ষেপশারীরকে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্বিভাগ-চিতিরেব কেবলা। পূর্ব্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ঃ ভবতি নাপি গোচরঃ"॥ (১।৩১৯)—"জীবেশ্বরবিভাগরহিত স্বগতাদিভেদহীন চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। পরবর্ত্তিকালে উৎপন্ন অহঙ্কারাদি, অথবা তদ্বিশিষ্ট চিদাত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার আশ্রয় বা বিষয় হইতে পারে না। (ঙ) বিষয় ও বিষয়ী আকারান্তরবিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম। অজ্ঞান সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা নিরসনীয়। অনাত্মাও তদ্রূপ। সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা নিরসনযোগ্য এই আকার ব্যতিরেকে অজ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য আকারান্তর অনাত্মার নাই; সেইহেতু অনাত্মা অজ্ঞানের বিষয় নহে। অতএব পরিশেষন্যায়বলে আত্মাই অজ্ঞানের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হয়। এইরূপে আত্মবস্তুই, অর্থাৎ ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল। (প্রধানতঃ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ৩।১ 'চন্দ্রিকা' অবলম্বনে; বিশেষ আকরে দ্রঃ।)

[আলোকই অন্ধকারের আশ্রয় ও বিষয়]

এই সিদ্ধান্তের বিঘটকরূপে যে আলোক ও অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অবিচারিত রমণীয়। তদুত্তরে কেহ কেহ বলেন—বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন হইলেও দশম দ্রব্য অন্ধকার যখন থাকে, তখন আলোককেই আশ্রয়করতঃ বর্ত্তমান থাকে এবং আলোককেই বিষয় করে, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ। আলোক প্রজ্জ্বালিত হইলেই তাহাকে আশ্রয়করতঃ ছায়ারূপ অন্ধকারের আবির্ভাব হয়। যখন আলোক প্রজ্জ্বালিত না হয়, তখনও অন্ধকারের গাঢ়তা ও বিরলতা যথাক্রমে অন্ধকারের বিষয়ীভূত আলোকের অপ্রাচুর্য্য ও প্রাচুর্য্যবশতঃই হইয়া থাকে, আলোকের অস্তিত্বই সেই স্থলে নাই, বস্তুস্থিতি এইপ্রকার নহে। অতএব বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন হইলেও আলোকই অন্ধকারের আশ্রয় ও বিষয়, ইহা সিদ্ধ হয়। [নৈয়ায়িকগণ "আলোকাভাবকে" অন্ধকার বলেন। তদঙ্গীকারে পূর্ণিমারাত্রিতে 'অল্প আলোকাভাব', অমাবস্যারাত্রিতে 'অধিক আলোকাভাব', ইত্যাদি প্রকারে অন্ধকারের উপপত্তির জন্য এক অত্যন্তাভাবের নানাপ্রকার বিশেষ স্বীকৃতিরূপ দোষ হইয়া পড়িবে। মীমাংসকমতে অন্ধকার ভাব পদার্থ। "তমঃ সসর্জ্জ ভগবান্", "যস্য তমঃ শরীরম্", ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্ধকারের ভাবরূপতাই বর্ণিত হইয়াছে। রামানুজমতাবলম্বিগণ বলেন—"অন্ধকার আকাশের কার্য্য, পঞ্চীকরণবশতঃ তাহাতে রূপের উপলব্ধি হয়", ইত্যাদি। (রামানুজভাষ্য, শ্রুতপ্রকাশিকা, নির্ণয়সাগর, ১৭৩ পৃঃ]।

জীব—এই মতে অজ্ঞানে (—অবিদ্যাতে) প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যকে জীব বলা হয়। ইহা প্রতিবিম্ববাদের কথা। অবচ্ছেদবাদ এবং আভাসবাদ নামক আরও দুইটী মতবাদ আছে (২।৬৩৮-৩৯ পৃঃ)। এই মতে জীব নিত্য (২।৩।১১ অধিঃ), নিত্যচৈতন্যস্বরূপ (ঐ ১২ অধিঃ) এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হওয়ায় বিভু হইলেও বদ্ধদশাতে অবিদ্যা ও তদুত্থ অন্তঃকরণের পরিমাণানুযায়ী মধ্যমপরিমাণ (ঐ ১৩ অধিঃ), কর্ত্তা ভোক্তা (ঐ ১৪ অধিঃ) এবং পরমেশ্বরের কল্পিত অংশরূপে অঙ্গীকৃত হয় (২।৩।৪৩)। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন (২।৩।৪১)। যাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ব্রহ্মচৈতন্যের জীবত্ব প্রতিভাত হয়, সেই অবিদ্যা জীবের **কারণশরীর**,

পঞ্চপ্রাণ,মন বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে বলা হয় তাহার '**লিঙ্গশরীর**'। ইহার অন্তর্গত মনে (—অন্তঃকরণে) প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যকে বলা হয় **প্রমাতা** (—প্রমাণসহযোগে জ্ঞান আহরণকারী ব্যবহারসম্পাদক জীব)। পঞ্চীকৃতভূত হইতে জীবের **স্থূলশরীর** উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতসূক্ষ্মাত্মক অন্য একপ্রকার শরীর জীবের আছে, তাহাকে বলা হয় **সূক্ষ্মশরীর**। জীবের স্থূলশরীর স্পর্শে যে উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা এই সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম (৪।২।১১)। জীবের এই শরীরচতুষ্টয়কে বলা হয় '**পঞ্চকোশ**' (১।২৯৪ পৃঃ) এবং স্থূলশরীর ভিন্ন শরীরত্রয়কে বলা হয়—**পুর্য্যষ্টক** (২।৭৫১ পৃঃ)। এই শরীরচতুষ্টয়ে আত্মাভিমান বশতঃ জীবের জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ দুঃখময় সংসারগতি লব্ধ হয়।

সাধন—শমদমাদির অভ্যাস সহ (৩।৪।২৬-২৭) নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক শুভকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অন্তঃকরণের পাপাদি মল বিনষ্ট হইলে হয় বিবিদিষার উৎপত্তি (৩।৬৪৯ পৃঃ)। তখন কথঞ্চিন্নিবৃত্তদেহাভিমান সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (১।৬৫ পৃঃ) এবং উপাসনা-প্রভাবে বিক্ষেপরহিত চিত্তবিশিষ্ট (১।৬৩ পৃঃ) ব্যক্তির হয় ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তি। এতাদৃশ ব্যক্তিই এই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিদ্যাতে অধিকারী। স্বীয় সংস্কারানুসারে কাহারও হয় সদ্যো-মুক্তির (১।২৬৯ পৃঃ) জন্য **১।** জ্ঞানমার্গে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্তি, কাহারও বা হয় ক্রমমুক্তি লাভের জন্য **২।** উপাসনামার্গে। তন্মধ্যে **১।** প্রথমোক্তগণের, ইনি নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক উত্তম অধিকারী হইলে, "তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণমাত্রেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। এতাদৃশ অধিকারী না হইলে তাঁহাদের হয় শ্রবণমননাদি সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননের (১।১৫১ পৃঃ) দ্বারা অসম্ভাবনার এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনার (৩।৭০৩ পৃঃ) নিবৃত্তি হয়। নিদিধ্যাসনের পরিপকাবস্থাই সমাধি। ইহার সহকারিরূপে পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগও পরিগৃহীত হয় (৩।৭০৩ পৃঃ, বেদান্তসার)। এই অবস্থা চলিবার সময় পঞ্চকোশবিবেকদ্বারা (১।২৯৪ এবং ২৯৮ পৃঃ) পরবৈরাগ্যযুক্ত (৩।১ পাদ) অধিকারীর ত্বংপদার্থের শোধন (৩।২।১-১০) হয়, অর্থাৎ 'আমি শরীরচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন, তাহার অধিষ্ঠান শুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্বরূপ', এইপ্রকার অনুভূতি হয়। তৎপদার্থের শোধনও (৩।২।১১ হইতে) এই সময় হইতে থাকে, অর্থাৎ উপাধিবিরহিত পরমেশ্বর বস্তুতঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, পরন্তু নির্ব্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্বরূপ, এইপ্রকার জ্ঞানোদয় হয়। এতাদৃশ অধিকারী জগৎপ্রপঞ্চকে স্বপ্নের ন্যায় প্রাতিভাসিকরূপে দর্শন করিতে অভ্যাস করেন এবং ক্রমশঃ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার পক্ষে তখন আর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। এতাদৃশ চতুর্থাশ্রমী অধিকারীর জন্যই আচার্য্য জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় নিরাকরণ করিয়াছেন (গীতা ৩।১ ভাষ্য)। এতাদৃশ অধিকারীর "শুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্বরূপ আমি" "শুদ্ধনির্গুণব্রহ্মচৈতন্যের" সহিত অভিন্ন (৪।১।৩), এইপ্রকার নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাব-নার নিবৃত্তি হইলে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যোত্থ "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হয় (শব্দাপরোক্ষবাদ ৪।২২ পৃঃ দ্রঃ)। **২।** ব্রহ্মলোকে ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যভোগ এবং মুক্তি, এই উভয়প্রকার আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তির হয় উপাসনাতে প্রবৃত্তি। উপাসনা (উপ+আস্+অনট্+আপ্) শব্দের অর্থ—'নিকটে অবস্থিতি'; অর্থাৎ তৈলধারাবৎ উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি দ্বারা উপাস্যচিন্তন। ওঁকারোপাসনা ব্যতিরিক্ত (১।৩।৪ অধিঃ) উপাসনাসকল সগুণব্রহ্মেরই

হইয়া থাকে। মায়াশক্তিযোগে নির্গুণপরব্রহ্মই সগুণপরব্রহ্মরূপে অঙ্গীকৃত হন; "দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে—নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতং চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্ (১।২৬৪-৬৫ পৃঃ), "সর্ব্বকারণত্বাৎ তু বিকারধর্ম্মৈরপি....পরমেশ্বরঃ উপাস্যত্বেন নির্দ্দিশ্যতে" (১৩২৫ পৃঃ), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন দ্রঃ। সগুণব্রহ্মের উপাসনা দ্বিবিধ—প্রতীকাবলম্বনা ও অপ্রতীকাবলম্বনা (৩।৫৬৫ পৃঃ)। অপ্রতীকাবলম্বনা উপাসনাকে 'অহংগ্রহোপাসনা' বলা হয়। ইহাতে নিজেকে শুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্বরূপে চিন্তনকরতঃ সগুণপরব্রহ্মের সহিত নিজের অভিন্নতা-চিন্তন করিতে হয় (৩।৩।৩৭)। শ্রুত্যুক্ত দহরবিদ্যা, (ছাঃ ৮।১), শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪) প্রভৃতি এই উপাসনার অন্তর্গত। ইহার ফলে ক্রমমুক্তি লব্ধ হয়। আবার নানাপ্রকার ফলপ্রদ বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত গতিপ্রদ (৪।২৮৯ পৃঃ) নানাপ্রকার প্রতীকোপাসনাও আছে। প্রতীকাবলম্বনা সাকার ব্রহ্মের * উপাসনাও এই মতে অঙ্গীকৃত হয়, "পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারতাম্ ইব প্রতিপদ্যতে....ব্রহ্মণঃ আকারবিশেষোপদেশঃ উপাসনার্থঃ ন বিরুধ্যতে" (৩।১৪৬ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্য দ্রঃ। শ্রুতিতেও উপাসনার জন্য সাকার ব্রহ্মের বর্ণনা আছে, যথা—"হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ....হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ" (ছাঃ ১।৬।৬), "বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্" (কেন ৩।১২) ইত্যাদি। লক্ষ্য করিতে হইবে—'সাকার উপাসনা' শব্দে ইনি বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রতিপাদিত শিব বিষ্ণু শক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সাকার বিগ্রহই গ্রহণ করিলেন; সুতরাং ইঁহার মতবাদকে অসাম্প্রদায়িক বলিতে হইবে। প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনা সাকার ব্রহ্মোপাসনাও ক্রমশঃ অপ্রতীকাবলম্বনা উপাসনাতে পরিণত হইয়া সিদ্ধ সাধককে ক্রমমুক্তি প্রদান করে (৪।২৯২ পৃঃ)। "সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থাতে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকেন, তিনিই **সিদ্ধপুরুষ**" (৪।৭২ পৃঃ)। শমদমাদি সহকৃত শুভকর্ম্মানুষ্ঠান স্বাধ্যায় বিষয়বৈরাগ্য ভগবন্নামগুণকীর্ত্তন তন্নামজপ তন্মূর্ত্তিধ্যান, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সাধনসকলই এই মতে সাধনরূপে অঙ্গীকৃত হয়, "পরমেশ্বরং ভগবন্তম্ অভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈঃ" এবং "ভগবতঃ অভিগমনাদিলক্ষণম্ আরাধনম্ অজস্রম্ অনন্যচিত্ততয়া অভিপ্রেয়তে" (২।৫০২-৩) ইত্যাদি ভাষ্য দ্রঃ। সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরের অনুগ্রহই ব্রহ্মবিদ্যালাভ ও মোক্ষের হেতুরূপে এই মতে অঙ্গীকৃত হয়, "তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ" (২।৬৮০ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন দ্রঃ।

মুক্তি—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীর "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার জ্ঞানোদয়ের ফলে মূলাবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বকণ্ঠগত বিস্মৃত মণিমালার প্রাপ্তির ন্যায়, ব্রহ্মরূপ স্বীয় পূর্ব্বসিদ্ধ স্বরূপে যে অবস্থিতি (৪।৪।১), তাহাই **সদ্যোমুক্তি** (১২৭০ পৃঃ)। ইহা অনাগন্তুক নিত্য বস্তু (১।১৫৬ পৃঃ)। তাঁহার স্বদৃষ্টিতে তখন স্বীয় শরীর ও জগদাদি সমস্ত পদার্থই বাধিত হইয়া পড়ে। ভেদক উপাধি বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তখন শুদ্ধ জলে মিলিত শুদ্ধ জলের ন্যায়

* আচার্য্যপাদ শঙ্করকর্তৃক বিভিন্ন দেবদেবীর নানাপ্রকার স্তোত্ররচনা, পঞ্চদেবতার আরাধনার প্রবর্ত্তন, বিভিন্ন স্থলে নানা দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, [যথা—গঙ্গোত্রীতে শিবলিঙ্গ, বদরিকাশ্রমে ও হৃষীকেশে নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, শৃঙ্গেরী ও কাঞ্চিতে যথাক্রমে সারদা ও কামাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা] ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ স্মরণীয়। আচার্য্যরচিত 'আনন্দলহরী' স্তোত্রের উল্লেখকরতঃ বেদান্তদর্শনের জনৈক অন্যমতাবলম্বী ব্যাখ্যাতা লিখিয়াছেন—"শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে লিখিত মতের পরে আদর করেন নাই", ইত্যাদি। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদবিষয়ে ইঁহার অজ্ঞতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত।

(৪।৪।৪) নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ পরমানন্দস্বরূপ (২।৬৬৩ পৃঃ) ব্রহ্মই হইয়া পড়েন (১।২০৫ পৃঃ)। এই অবস্থাতেই "তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত এবং "ত্রিষু অপি কালেষু অকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি" (৪।৮৪ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যকার-বর্ণিত অবস্থা সাধকের লব্ধ হয়। তাঁহার স্বশরীরও "বল্মীকে পরিত্যক্ত সর্পত্বকের ন্যায়" প্রতিভাত হয় (১।২০৫ পৃঃ)। স্বদৃষ্টিতে তাঁহার প্রারব্ধ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তাঁহার প্রাণও (—লিঙ্গশরীরও) উৎক্রমণ করে না, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যান (৪।২।১৩)। পরদৃষ্টিতে কিন্তু তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মবলে যত দিন শরীর থাকে, তত দিন তিনি জগৎকে স্বপ্নবৎ, বা মায়ামরীচিকাবৎ দর্শন করেন। সেই স্বপ্নের, বা মরীচিকার অধিকরণ ব্রহ্ম বস্তু কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে সদাই স্বাভিন্নরূপে স্ফুরিত হইতে থাকেন। ঈশ্বরেচ্ছায় শেষোক্তভাবে তাঁহার পূর্ণ স্থিতি হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী তাঁহার সেই অবস্থাকে বলা হয় 'ভাবমুখাবস্থা'। প্রথমোক্তভাবে স্থিতি হইলে সেই অবস্থাকে বলা হয় 'নিষেধমুখাবস্থা'। সগুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতেও ব্রহ্মবস্তু সদাই স্ফুরিত হন বটে, কিন্তু নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের দৃষ্টিতে যে ভাবে "অহমেব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১) ইত্যাদি প্রকারে স্বাভিন্ন ব্রহ্মবস্তুর স্ফুরণ হইতে থাকে, মুক্তিতেও পরব্রহ্মের সহিত তত্ত্বতঃ ভিন্নরূপে অবস্থিত সগুণব্রহ্মবিদের পক্ষে সেইপ্রকার সম্ভব নহে (৪।১০২ পৃঃ)।

সগুণপরব্রহ্মবিদের মুক্তিকে **ক্রমমুক্তি** বা 'অবান্তরমুক্তি' বলা হয়। ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য ভোগের পর কল্পান্তে সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয় বলিয়া এই মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হয়। ভোগবিতৃষ্ণ কেহ যদি ব্রহ্মলোকে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনপ্রভাবে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কল্পান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সদ্যোমুক্তি লাভে বাধা নাই (৪।২৫৪, ৩৬৪ পৃঃ)। যাহাহউক, প্রারব্ধাবসানে সিদ্ধসাধক স্থুল শরীর হইতে উৎক্রমণকরতঃ (৪।২।১) সূক্ষ্মশরীর (৪।২।১০) পরিবৃত লিঙ্গশরীর সহ দেবযানমার্গাবলম্বনে আতিবাহিক দেবগণকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া (৪।৩।১ হইতে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন (৪।৩।৭)। স্বীয় সঙ্কল্পপ্রভাবে (৪।৪।৮) তিনি ব্রহ্মলোকে ভোগযোগ্য শরীর নির্ম্মাণকরতঃ সশরীর, অথবা অশরীর, বা বহু শরীরযুক্ত হইয়া (৪।৪।১২-১৫) নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন। সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণযুক্ত হওয়ায় তিনি হন অনন্যাধিপতি (স্বাধীন, ৪।৪।৯)। কিন্তু জগতের সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য তাঁহার থাকে না (৪।৪।১৭)। ইঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২), কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া (৪।২৪৯ পৃঃ) নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভান্তে পরমপদে প্রবেশ করেন (৪।৩।১০-১১)। সগুণব্রহ্মোপাসনাতে একটু বিশেষ আছে, তাহা এই—উপাসনা সম্যক্ পরিপক্ব ও সমগ্রাঙ্গযুক্ত হইলে সিদ্ধ সাধক সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যালাভান্তে (৪।৩৬৬ পৃঃ) ইঁহারই সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয়, পুনরাবৃত্তি হয় না। উপাসনা সমগ্রাঙ্গযুক্ত না হইলে সিদ্ধ সাধক সামীপ্য ও সালোক্যাদি মুক্তিলাভ করেন, ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় (৪।৩৪৮ পৃঃ হইতে দ্রঃ)। ইহাই সংক্ষেপে আচার্য্যপাদ শঙ্করের **অদ্বৈতবাদ**।
সূত্রসংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা এই গ্রন্থের।

[অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবাদী, মায়াবাদী নহেন।]

যে মতবাদে একমাত্র ব্রহ্মব্যতিরেকে কোন পদার্থের পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয় না, সেই এই অদ্বৈতমতবাদকে বিরুদ্ধবাদিগণ "মায়াবাদী" বলেন। ইহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত।

রেখা অবলম্বনে ককারাদি বর্ণের বোধ উৎপাদনের ন্যায়, অনির্ব্বচনীয়া মায়া অবলম্বনে জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণদ্বারা জীবের ব্রহ্মবিষয়ক বোধ উৎপাদন করা হয় (২১৯০ পৃঃ); মাত্র হেতুবশতঃ এই ব্রহ্মবাদকে যদি 'মায়াবাদ' বলা হয়; তাহা হইলে বর্ণবাদীকেও 'রেখাবাদী' বলিতে হইবে, তাহা সঙ্গত নহে। 'মায়াবাদী' যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তবে যাঁহারা মায়াকে পরমার্থতঃ সৎপদার্থরূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদিগকেই তাহা বলা উচিত। আমরা কিন্তু বলি—মায়া কাহারও 'বাদ' নহে, ব্রহ্মবোধনেই সকলের তাৎপর্য্য, সুতরাং সকলেই 'ব্রহ্মবাদী'। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে অন্যান্য মতবাদের আলোচনা করিতেছি—

২। আচার্য্য আনন্দতীর্থের (মধ্বাচার্য্যের)—দ্বৈতবাদ

দ্বৈতবাদ—ইহা বেদান্তদর্শনের **পূর্ণপ্রজ্ঞ** নামক ভাষ্যের রচয়িতা পূজ্যপাদ **মধ্বাচার্য্যের** মত। ইঁহার অপর নাম 'আনন্দতীর্থ'। ইঁহার মতে বিষ্ণুপদাভিলাষী শমদমাদিসম্পন্ন জাতবৈরাগ্য ব্যক্তিই এই শাস্ত্রে অধিকারী। উত্তম মধ্যম ও অধমভেদে সেই অধিকারী ত্রিবিধ (১।১।১)। এই মতে পদার্থ দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র (—নিয়ামক, স্বাধীন) এবং অস্বতন্ত্র (—নিয়ম্য, ঈশ্বরাধীন)। এইহেতু এই মতবাদকে **স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ** বলা হয়। এই মতে নিয়ামক পরমেশ্বর, নিয়ম্য ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ সত্য পদার্থ এবং পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন (মধ্বসিদ্ধান্তসার ২৪ পৃঃ)। সেইহেতু এই মতবাদকে **দ্বৈতবাদও** বলা হয়।

ব্রহ্ম—যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি সংহার নিয়মন জ্ঞান অজ্ঞান বন্ধ ও মোক্ষ নিয়মিত হইতেছে, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিই (বিষ্ণুই) **পরব্রহ্ম** (১।১।২)। ইনিই স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন সমস্তই অস্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম নানা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বহুরূপধারী (১।১।১৫), জগতের পালক (৩।২।২২), কর্ম্মফলদাতা (৩।২।৩৯), সকলের অন্তর্যামী (১।২।১৩), সর্ব্বব্যাপক (৩।৩।১৭) এবং সর্ব্বত্র একরূপে অবস্থিত (৩।২।১১, ১৬)। তিনি প্রাকৃত মাংস অস্থি ও মেদযুক্ত (মঃ ২৭ পৃঃ) ভৌতিক রূপবিহীন (৩।২।১৪), কিন্তু বিজ্ঞান ও আনন্দাদিস্বরূপে বহুধা দৃশ্যমান (৩।২।১৬)। রুক্মবর্ণ (মুঃ ৩।১।৩) এবং সকল ইন্দ্রিয়পটুতাযুক্ত (মঃ ২৪ পৃঃ) শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ অপ্রাকৃত নিত্য ও শাশ্বত (মঃ ২৭ পৃঃ) পৌরুষ (মঃ ৫৪ পৃঃ) রূপ (—শরীর) তাঁহার আছে (৩।২।১৪-১৭)। তিনি সদা অব্যক্ত (৩।২।২৩)। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যের প্রকাশগুণযুক্ততার ন্যায় আনন্দস্বরূপ হইলেও তিনি আনন্দাদিগুণযুক্ত (৩।২।২৮, ২৯)। জ্ঞান আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য ইঁহাতে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত (৪।২।৯)। ইনি নিত্যশুদ্ধ (—কর্ম্মলেপ-হীন), কেবল (—জড়ামিশ্র), অনন্তগুণপরিপূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নানা অবতাররূপধারী (মঃ ২৩-২৪ পৃঃ) এবং নির্গুণ (অশেষহেয়গুণরহিত? ১।১।৬-৭)। তিনি হিরণ্যগর্ভ অগ্নি যম বরুণ ইন্দ্র রুদ্র (১।২।২৩) বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার-রূপধারী (মঃ ২৪ পৃঃ)। স্বতন্ত্রবপু (মঃ ২৪ পৃঃ) ইনি জগতের **নিমিত্তকারণ** এবং মহাদাদিরূপে পরিণামিনী জড়া প্রকৃতিই জগতের **উপাদানকারণ**। প্রকৃতির স্বতঃ পরিণামসামর্থ্য নাই (১।১।২২), পরমেশ্বর তাহাতে অনুপ্রবেশকরতঃ তাহাতে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া (মঃ ১০৭ পৃঃ) তাহার বহুপ্রকার পরিণাম সম্পাদন করেন এবং সেই পরিণামের নিয়ামকরূপে তাহাতে অবস্থান করতঃ ["আত্মানং বহুধা চকার"—] নিজে বহু রূপ ধারণ করেন। সেইহেতু পরমেশ্বরকেও [গৌণভাবে] 'প্রকৃতি বলা' হয় (১।৪।২৫-২৮)।

প্রকৃতি—পরমেশ্বরের প্রকৃতি দুইপ্রকার—জড়া এবং অজড়া। জড়া প্রকৃতির অন্য নাম—অব্যক্ত (মঃ ২৬ পৃঃ) অক্ষর (১।২।২২) প্রধান (মঃ ৩৫ পৃঃ) মায়া মহামায়া অবিদ্যা নিয়তি ও মোহিনী (১।৪।২৫-২৬)। এই যে মায়াখ্যা জড়া প্রকৃতি, চিদ্রূপা অজড়া অনাদি-নিধনা অনন্তা নারায়ণমহিষী, চতুর্মুখ ব্রহ্মারও মাতা, পরাপ্রকৃতি (মঃ ২৬ পৃঃ) 'শ্রী' ইহার অধিষ্ঠাত্রী (মঃ ২৬ পৃঃ)। ইনি শ্রীবিষ্ণুতে নিত্য আশ্রিতা (১।২।২২)। ইনি দক্ষিণা রমা লক্ষ্মী মহালক্ষ্মী চপলা অম্বিকা শ্রী ভূঃ দুর্গা সীতা সত্যা রুক্মিণী ও জয়ন্তী ইত্যাদি নানারূপ-ধারিণী। পরমাত্মার ন্যায় জড় দেহরহিত, কিন্তু অক্ষর (—নিত্য) দেহযুক্ত (মঃ ২৪ পৃঃ), নিত্য নিত্যমুক্ত ও সর্ব্বগত (ঐ ২৬-২৭ পৃঃ)। ইনি নিত্যমুক্ত ও আপ্তকাম হইলেও সদাই শ্রীহরিকে উপাসনা করেন (৩।৩।৪১), দেশতঃ এবং কালতঃ পরমেশ্বরের সমান, কিন্তু পরমেশ্বরের অধীন এবং তৎকর্ত্তৃক নিয়মিত (৪।২।৭-১০)। ইহার অনন্ত অবতার আছে, সীতা রুক্মিণী প্রভৃতি ইহার অবতার (মঃ ২২ পৃঃ)। শ্রী ভূঃ এবং দুর্গারূপে ইনি যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে অভিমানিনী তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (মঃ ৩৭ পৃঃ)।

এই মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদিক্রমে সাংখ্যমতের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও তাহা হইতে নানাভাবেই ভিন্ন। "অক্ষং তু দ্বিবিধং মতম্। শুদ্ধমীশরমামুক্তেষু অন্যত্র প্রাকৃতৈর্য্যুতম্"। এবং "ব্রহ্মাদীনাং প্রাকৃতশরীরত্বাৎ অনিত্যং মনআদীন্দ্রিয়ং সিদ্ধম্ (মঃ ৩৯ পৃঃ), ইত্যাদি বচন হইতে প্রতিভাত হয়—পরমেশ্বর লক্ষ্মীদেবী এবং মুক্তপুরুষে ইন্দ্রিয়সকল অপ্রাকৃত (—প্রকৃতি হইতে অনুৎপন্ন) এবং নিত্য ; অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সর্ব্ব জীবে তাহারা প্রাকৃত এবং অনিত্য। পরমেশ্বর প্রভৃতিতে প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রাণরূপ বায়ু (মঃ ৪৮ পৃঃ) এবং বৈকুণ্ঠাদি লোকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও (মঃ ৫০ পৃঃ) অপ্রাকৃত এবং নিত্য। এই মতে পরমেশ্বর লক্ষ্মীদেবী ও মুক্ত পুরুষে মন ও ইন্দ্রিয়সকল চেতনরূপেও অঙ্গীকৃত হয়, "চেতনং চ জড়ং চেতি চক্ষুরাদ্যং তথৈব চ" (মঃ ৩৯ পৃঃ) ইত্যাদি বচন দ্রঃ। পরমেশ্বর ও লক্ষ্মীদেবীতে মন ও ইন্দ্রিয়ের নিত্যতা "চন্দ্রমা মনসো জাতঃ", "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। এই মতে উৎপত্তিনাশহীন দিক্-রূপ অব্যাকৃত আকাশও নিত্যরূপে অঙ্গীকৃত হয় (ঐ ৩২ পৃঃ)। যাহাহউক, এই মতে **প্রাকৃত সৃষ্টিক্রম** এইপ্রকার—মূলা প্রকৃতি নিত্যা, তাহা হইতে হয় সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি (মঃ ৩৫ পৃঃ)। তন্মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ মুক্তগণের লীলাবিগ্রহের জন্য গৃহীত হয় (ঐ ৩৬ পৃঃ)। উক্ত সত্ত্বাদি গুণত্রয়াংশ হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি (ঐ ৩৭ পৃঃ)। মহত্তত্ত্বের তমোগুণাংশ হইতে হয় অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি (মঃ ৩৮ পৃঃ)। তৈজস (—রজোগুণপ্রধান) অহঙ্কার সহকৃত মহত্তত্ত্ব হইতে হয় বিজ্ঞানতত্ত্বের (—বুদ্ধির) উৎপত্তি (ঐ ৩৮ পৃঃ)। বৈকারিক (—সত্ত্বগুণপ্রধান) অহঙ্কার হইতে হয় মনের উৎপত্তি, জীবাশ্রিত এই অনিত্য মনের পাঁচপ্রকার বৃত্তি—মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত ও চেতনা (মঃ ৩৮-৩৯ পৃঃ)। তমোগুণপ্রধান অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্রার উৎপত্তি (মঃ ৪৭ পৃঃ)। এই স্থলে অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্রার, অহঙ্কার সহকৃত শব্দতন্মাত্রা হইতে স্পর্শতন্মাত্রার, অহঙ্কার সহকৃত স্পর্শতন্মাত্রা হইতে রস-তন্মাত্রার, ইত্যাদি এই ক্রমে তমোগুণপ্রধান অহঙ্কারতত্ত্ব ও তত্তৎ তন্মাত্রা হইতে তত্তৎ উত্তরবর্ত্তী তন্মাত্রার উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। "নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ....স্পর্শোঽভবৎ ততোঃ বায়ুঃ"

(মঃ ৪৯ পৃঃ), "বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাৎ রূপং সমুত্থিতং ততঃ তেজঃ (ঐ) "রসমাত্রাৎ বিকুর্ব্বাণাৎ....অম্ভসো গন্ধমাত্রম্ অভূৎ, তস্মাৎ পৃথ্বী" (ঐ ৫০ পৃঃ) ইত্যাদি বচন দ্রঃ। অতঃপর তমোগুণপ্রধান অহঙ্কার এবং শব্দ ও স্পর্শাদি তত্তৎ তন্মাত্রা হইতে হয় আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি (মঃ ৪৭ পৃঃ)। এই মতে ভূতসকল স্বভাবতঃ মিশ্রিত হইলেও স্থূল নামরূপ সৃষ্টির জন্য ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ (২।৪।২১), এবং পার্থিবাদি তত্তৎ শরীরে তত্তৎ ভূতের মাত্রাধিক্য (২।৪।২৩) স্বীকৃত হইয়াছে। তৈজস (—তেজোপ্রধান) অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে জ্ঞানজনকশক্তি এবং কর্ম্মজনকশক্তিযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (মঃ ৪১ পৃঃ)। "তেষাং ভূতৈঃ উপচয়ঃ সৃষ্টিকালে বিধীয়তে" (ঐ ৪২ পৃঃ) ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়—ইন্দ্রিয়সকল তৈজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও আকাশাদি ভূতসকলদ্বারা উপচিত (—পুষ্ট) হয়। এই মহদাদি তত্ত্বসকলের, ভূতসকলের ও ইন্দ্রিয়সকলের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এই সকলের উৎপত্তিতে সর্ব্বত্র পরমাত্মাই কর্ত্তা (মঃ ৫১ পৃঃ)। এই মতে মুখ্যপ্রাণ পরমেশ্বরে সূক্ষ্ম ও অনাদি, কিন্তু জীবে তাহা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন স্থূল ও সাদি (২।৪।৯-১০)।

এই মতে **পদার্থের বিভাগ** এইপ্রকার—**চেতন** দুইপ্রকার—জীব ও পরমাত্মা (১।১।৭)। তন্মধ্যে পরমাত্মা নিত্য মুক্ত (মঃ ২৬ পৃঃ) ও স্বতন্ত্র, জীব প্রভৃতি অস্বতন্ত্র। অস্বতন্ত্র পদার্থের বিভাগ এইপ্রকার—জীব ও মহালক্ষ্মী প্রভৃতি যাবতীয় প্রপঞ্চ অস্বতন্ত্র, ভগবান্ বিষ্ণুর অধীন। সেই অস্বতন্ত্র **প্রপঞ্চ (ক)** ভাব এবং **(খ)** অভাব ভেদে দ্বিবিধ। **(ক)** ভাবপদার্থও **১। চেতন** এবং **২। অচেতন** ভেদে দুইপ্রকার **১। চেতনও** দুইপ্রকার—(ক) নিত্যমুক্ত এবং (খ) সংসারী। (ক) তন্মধ্যে মহালক্ষ্মীই নিত্যমুক্ত (মঃ ২৬ এবং ১৩৫ পৃঃ)। (খ) সংসারী দ্বিবিধ—(১) মুক্ত এবং (২) অমুক্ত। তন্মধ্যে (১) আবির্ভূত স্বরূপ যোগীই মুক্ত (মঃ ৩২ পৃঃ)। (২) অমুক্ত—মুক্তিযোগ্য, নিত্যসংসারী এবং তমোযোগ্য ভেদে অমুক্ত জীব ত্রিবিধ (মঃ ৩০ পৃঃ)। ইঁহাদিগকে উত্তম মধ্যম ও অধমভেদেও ত্রিবিধ বলা হয় (মঃ ৩১ পৃঃ)। যথা—লক্ষ্মীপুত্র (মঃ ২৬ পৃঃ) জীবাভিমানী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা (অঃ ৩২ পৃঃ) ও বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, রঘু ও অম্বরীষ প্রভৃতি চক্রবর্ত্তিগণ এবং ভগবদ্ভক্ত মনুষ্যোত্তমগণই মুক্তিযোগ্য ও উত্তম (মঃ ৩০-৩১ পৃঃ)। কেবল সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী নিত্যসুখদুঃখভাগী জীবত্বাভিমানী পুরঞ্জন প্রভৃতিই নিত্যসংসারী ও মধ্যম (ঐ ৩২ পৃঃ)। অধম মনুষ্য, দৈত্য রাক্ষস পিশাচ জীবাভিমানী কলি, এবং ভগবদ্দ্বেষকারী নিত্যনারকিগণই তমোযোগ্য ও অধম (ঐ ৩১-৩২ পৃঃ)। **২। অচেতন** পদার্থও নিত্য নিত্যানিত্য এবং অনিত্য ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে বেদ ও অব্যাকৃত আকাশ **নিত্য।** প্রকৃতি পুরুষ দেশ ও কাল পদার্থ **নিত্যানিত্য** *। এবং প্রাকৃত ক্ষিত্যাদি কার্য্যপ্রপঞ্চ **অনিত্য।** (প্রধানতঃ মধ্বসিদ্ধান্তসারের 'জীবপ্রকরণ' হইতে সংগৃহীত)।

জীব—এই মতে জীব পরমাত্মার **অংশ** (২।৩।৪৩)। কিন্তু "এতে স্বাংশকলাঃ [চাংশকলাঃ

* "প্রকৃতিঃ পুরুষঃ কাল ইত্যেতে চ সমস্তশঃ। ঈশাধীনবিশেষেণ জন্যা ইত্যেব কীর্ত্তিতাঃ"। (মঃ ১০৭ পৃঃ), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়—ঈশ্বরেচ্ছাবশে ইহাদের অভিব্যক্তি হওয়ায় ইহাদিগকে জন্য, সুতরাং 'অনিত্য' বলা হয়। বস্তুতঃ কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ ও কাল নিত্য পদার্থ (২।৩।৪)। আবার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতভেদে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়সকলও নিত্যানিত্য, ইহা উপরে বলা হইয়াছে।

ইত্যপি পাঠঃ] পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রমায়াকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে"॥(২।৩।৪৭) ইত্যাদি বচনানুসারে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারসকলও অংশ হওয়ায় ইঁহাদের সহিত সাধারণ জীবের ভেদসিদ্ধির জন্য অবতারগণকে 'স্বরূপাংশ' বা 'প্রাদুর্ভাব' এবং জীবগণকে 'প্রতিবিম্বাংশ' (—অল্পসমতাযুক্ত অংশ, ২।৩।৫০) বলা হয়। উভয়েই তেজের অংশ হইলেও কালাগ্নি ও খদ্যোতের ন্যায় ইহাদের প্রভেদ (২।৩।৪৬)। কিন্তু প্রতিবিম্ব অল্পসমতাযুক্ত হইলেও জীব যখন ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব (তত্ত্বপ্রকাশিকা ৩।২।১৮) এবং উপাধিব্যতিরেকে যখন প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, তখন বলিতে হইবে—এই স্থলে উপাধি কি? তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—প্রতিবিম্ব দুইপ্রকার—সোপাধিক এবং অনুপাধিক। জীব পরমেশ্বরের অনুপাধিক প্রতিবিম্ব। দৃষ্টান্ত—"ইন্দ্রচাপঃ যথা রবেঃ, ইতি পৈঙ্গীশ্রুতেঃ" (২।৩।৫০)। কিন্তু মেঘস্থ জলকণা তো সেই স্থলে উপাধি। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—"যথৈষা পুরুষেচ্ছায়া এতস্মিন্ এতদাততম্" ইতি চ শ্রুতিঃ" (২।৩।৫০)—'এই পুরুষে এই ছায়া যেমন [বিনা উপাধিযোগে] ব্যাপ্ত হইয়া আছে', এইপ্রকারেই ইহাকে বুঝিতে হইবে †। মধ্বসিদ্ধান্তসারে (৬৭ পৃঃ) প্রতিধ্বনি, পুরুষের ছায়ারূপ তমো দ্রব্য এবং ইন্দ্রচাপ উপাধিরহিত প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। অনাদি বিদ্যা (অবিদ্যা ?) ও কর্ম্ম প্রভৃতিই জীবগণের পরস্পরের বিভিন্নতার কারণ (২।৩।৫১)। ইঁহারা বলেন—জগতের প্রত্যেক পরমাণু অনন্ত জীবের আশ্রয় (তত্ত্ব-নির্ণয়, মঃ ৩০ পৃঃ)। এই মতে জীব নিত্য, শরীরাদির উৎপত্তিকে অপেক্ষা করিয়া তাহার উৎপত্তি বর্ণিত হয় (২।৩।১৭), ইহা অণুপরিমাণ (২।৩।১৮-২০) এবং জ্ঞানস্বরূপ (২।৩।১৮)। জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় "তত্ত্বমসি", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্মাভিন্ন বলা হয় (২।৩।২৯)। জীব নিরবয়ব, পুণ্যপাপভাগী (২।৩।১৬), কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩৩-৩৪) এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন (২।৩।৩৯)। আত্মা (ব্রহ্ম) সত্য, জীব সত্য, জীব ও ব্রহ্মের ভেদও সত্য, "সত্যং ভিদা, সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা" (১।২।১২)। এই মতে পাঁচ প্রকার ভেদ অঙ্গীকৃত হয়, যথা—১। জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ, ২। জীবগণের পরস্পর ভেদ, ৩। জড় ও পরমেশ্বরের ভেদ, ৪। জড়সকলের পরস্পর ভেদ এবং ৫। জড় ও জীবের ভেদ। এই পঞ্চভেদ অনাদি ও নিত্য, মুক্তাবস্থাতেও অনুসৃত থাকে (মঃ ১৪২ পৃঃ)। [শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত "বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়" গ্রন্থে এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে "ন চ অভেদে কশ্চিদাগমঃ। সন্তি চ ভেদে সর্ব্বাগমাঃ। তথাহি অতত্ত্বমসি ইতি নবকৃত্বোপদেশঃ সদৃষ্টান্তকঃ,ন চ অয়ং অভেদো-পদেশঃ" (১৬৮-১৭০) অর্থ স্পষ্ট। দেখা যাইতেছে—ইনি শ্রুতির পাঠও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। "অতত্ত্বমসি" পাঠ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" বিষয়ে ইনি বলিয়া-ছেন—"একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং চ প্রাধান্যাৎ কিঞ্চিৎসাদৃশ্যাৎ কারণত্বাৎ চ" (ঐ ২০১)। বলা বাহুল্য এতাদৃশ "সর্ব্ববিজ্ঞান" গৌণ হইয়া পড়িল]।

সাধন—যজ্ঞাদি নিষ্কাম কর্ম্ম, তপস্যা, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি (৩।৪।২৬-২৭), সৎ-শাস্ত্রের শ্রবণ মনন (৩।৩।১, মঃ ১৩৮ পৃঃ), [এই মতে কোন কোন অধিকারীর বিষ্ণু-

† এই স্থলে ব্যাখ্যা এইপ্রকার—আলোকের সংস্পর্শে আসিলেই তমোরূপ দশম দ্রব্য শরীরের ছায়া বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়। অন্য সময়ে তাহা বিনা উপাধিযোগেই শরীরকে অদৃশ্যভাবে ব্যাপ্ত করিয়াই বর্ত্তমান থাকে। উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মও বিনা উপাধিযোগে জীবরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছেন, ইহাই ভাব। ব্যাখ্যা আমাদের। টীকাকার নির্ব্বাক্। ব্যাখ্যান্তর সম্প্রদায়বিদ্‌গণের নিকট অনুসন্ধের।

-বিষয়ক শাস্ত্রের সতত আলোচনার দ্বারাও মোক্ষ লব্ধ হয়, ইহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে. মঃ ১৩৮পৃঃ]। পরমাত্মবিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান, ৪।১।২), ভক্তি (৩।৩।৫১, ৫৪), বৈরাগ্য (৩।২।১), "বিষ্ণুই আমার আত্মা" এইপ্রকার পৃথগ্‌গ্রহ উপাসনা (৪।১।৩, ইহাকে 'একগুণ-যুক্ত উপাসনা' বলে, মঃ ৩১ এবং ১৩৯ পৃঃ), "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সৎস্বরূপ এবং আত্মস্বরূপ", এইপ্রকার চতুর্গুণযুক্ত উপাসনা (৩।৩।১২, মঃ ১৩৯ পৃঃ), প্রতীকাবলম্বনা উপাসনাতে "ভগবান্ বিষ্ণু প্রতিমাতে আছেন", এই ভাবে উপাসনা (৪।১।৪), এবং জ্ঞান (—উপাসনা) ও কর্ম্মের সমুচ্চয় (৩।৪।৬-৭), ইত্যাদি এই সকলই এই মতে ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন। আশ্রমভেদে আশ্রমিগণের তত্তৎ আশ্রমযোগ্য নিষ্কাম কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কারণ পাপ-নিরাকরণদ্বারা তাহা অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তির সাধন। সন্ন্যাসিগণের পক্ষে যজ্ঞদানাদি সম্ভব না হইলেও বিদ্যাদান ও স্বভোক্তব্য ভিক্ষান্নের দান, ইত্যাদি অবশ্যই অনুষ্ঠেয় (মঃ ১২৪ পৃঃ)।

মোক্ষ—পরমাত্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানবলে (৩।৩।৪৯) প্রমাদাত্মক বন্ধনের নিবৃত্তি-রূপ স্বস্বরূপে অবস্থিতিই মোক্ষ (১।১।১৭)। মোক্ষে অক্ষয় আনন্দ লব্ধ হয়, ইহা ভগবৎপ্রসাদলভ্য (৩।২।২৩)। পরমেশ্বর নিত্য অব্যক্ত হইলেও কৃপাপূর্ব্বক ভক্তকে দর্শনদান করেন (৩।২।২৭)। যাঁহারা শ্রীভগবানের একগুণযুক্ত উপাসনা করেন, তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না। দেহের মরণ ও পচন ইত্যাদি দেহদোষসকল ভোগ করিয়া দেহ বিনষ্ট হইলে শ্রীবিষ্ণুর দর্শনলাভ করিয়া এখানেই মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাবলে [ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যসকলের মধ্যে] একমাত্র নিত্যানন্দভাগী হইয়া এখানেই অবস্থান করেন, [ব্রহ্মলোকে গতি হয় না ?] ; (মঃ ৩১ পৃঃ, ১৩৯ পৃঃ)। চতুর্গুণযুক্ত উপাসক প্রভৃতি যাঁহাদের এখানে মুক্তি লব্ধ হয় না, সেই সিদ্ধ সাধকগণ প্রারব্ধক্ষয়ে ইন্দ্রিয়াদি (লিঙ্গশরীর) সহ ভূতপরিবেষ্টিত (সূক্ষ্ম-শরীরযুক্ত) হইয়া (৩।১।১) ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে স্থূলদেহ হইতে উৎক্রমণ করিয়া (৪।২।১৭) দেবযান-মার্গে ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (৪।৩।১-১৫)। সেই স্থলে চিন্মাত্রদেহেন্দ্রিয় লব্ধ হয় এবং তিনি বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হন (৪।৪।৭)। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গানুগৃহীত স্বাঙ্গের দ্বারা (ঐ) জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ব্যাপার ব্যতিরিক্ত (৪।৪।১৭) নানাপ্রকার ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে (৪।২।১৬) স্বীয় সঙ্কল্পপ্রভাবেই ভোগ করেন (৪।৪।৮-১২)। মাত্র সুখই ভোগ করেন, দুঃখ কদাপি নহে (৪।৪।১৫)। তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২৩)। কিন্তু মুক্তগণ সর্ব্বদোষহীন হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তারতম্য থাকে (মঃ ৩১ পৃঃ) এবং ভক্তি প্রভৃতি সাধনের তারতম্যবশতঃ মুক্তিদশাতেও লব্ধব্য ফলের তারতম্য হইয়া থাকে (৩।২।২০)। মুক্তগণ সেই স্থলেও স্বেচ্ছায় শ্রীহরির উপাসনা করেন (৩।৩।২৭)। এই মতে জনলোক ও তদূর্ধ্ববর্ত্তী লোকসকল হইতে পুনরাবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় না (মঃ ১৫৪ পৃঃ)। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ। [মাধ্বভাষ্য, তাহার টীকা তত্ত্বপ্রকাশিকা এবং মধ্বসিদ্ধান্তসার (মঃ) হইতে সংগৃহীত]।

ভেদাভেদবাদ—পূর্ব্ববর্ণিত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ এবং ভগবান্ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ব্যতিরিক্ত যাবতীয় মতবাদই, সেই মতবাদিগণ যেপ্রকার নামা-বলম্বনেই স্ব স্ব মতবাদের বর্ণনা করুন না কেন, এই ভেদাভেদবাদেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে, যেহেতু তাঁহাদের সকলের মতেই জগৎ সত্য পদার্থ, চৈতন্যরূপে সমান হইলেও কিঞ্চিৎ-জ্ঞ

জীব সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার অংশ এবং ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ। সুতরাং ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অভেদদৃষ্টিতে ঘট মৃত্তিকাভিন্ন কিছুই নহে, আবার মৃত্তিকার দ্বারা জল আহরণ করা যায় না, সুতরাং ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্নও বটে। ইহাকেই বলে 'ভেদাভেদ', এক দৃষ্টিতে ভেদ, অন্য দৃষ্টিতে অভেদ। যাবতীয় মতবাদ 'ভেদ' 'অভেদ' এবং 'ভেদাভেদ', এই ত্রিবিধ মতবাদেরই অন্তর্গত, ইহা সূত-সংহিতার নিম্নোক্ত বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—"ভেদাভেদস্তথাভেদো ভেদ এতে মতাস্ত্রয়ঃ", ইত্যাদি (শ্রীকরভাষ্য ৬ পৃঃ)। পূর্ব্বে অভেদবাদ (অদ্বৈতবাদ) এবং ভেদবাদ (দ্বৈতবাদ) বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে নানাপ্রকার ভেদাভেদবাদ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে—

প্রাগ্‌বাদরায়ণযুগের আচার্য্য **আশ্মরথ্য** এবং আচার্য্য **ঔডুলোমি** ছিলেন ভেদাভেদবাদী। ইঁহাদের মতবাদবিষয়ে বিস্তৃত কিছুই জানা যায় না। শারীরকভাষ্যকার এবং তাঁহার ব্যাখ্যাতৃগণ এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের ১।৪।২০ এবং ২১ সূত্রের ভাষ্য ও ভাবদীপিকা হইতে অবগত হওয়া যাইবে। (ক) আচার্য্য **আশ্মরথ্য** 'সমকালিক ভেদাভেদবাদী', বা 'স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী'। ইনি বলেন—জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও, [ইহা পাঞ্চরাত্রমতেও অঙ্গীকৃত হয়, ২।২।৮ অধিঃ], জীবত্বধর্ম্মযুক্তরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু তৎকালেই চেতনত্বরূপ ধর্ম্মযুক্তরূপে তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। (খ) আচার্য্য **ঔডুলোমি** 'বিভিন্নকালিক ভেদাভেদবাদী'। ইনি বলেন—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান ও ধ্যানাদি সাধনপ্রভাবে বিগতকল্মষ জীব মুক্ত অবস্থাতে শরীরেন্দ্রিয়সংঘাত হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে।

৩। আচার্য্য ভাস্করের—ভেদাভেদবাদ

আচার্য্য **ভাস্কর**—ইনি ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের কোন আচার্য্য। বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের ন্যায়কুসুমাঞ্জলীপ্রকাশে "ভাস্করস্ত্রিদণ্ডিমতভাষ্যকারঃ", এইপ্রকারে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহার রচিত ভাষ্য 'ভাস্করভাষ্য' নামেই পরিচিত। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদখণ্ডনের জন্য সম্ভবতঃ প্রথমে ইনিই লেখনী ধারণ করেন। স্বীয় বিবক্ষিত ভাষ্যের প্রারম্ভেই ইনি বলিয়াছেন—"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ। ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে"॥ বিদ্বান্‌গণ বলেন—আচার্য্য শঙ্করই এই শ্লোকের লক্ষ্য। ইনি উপনিষদেরও ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, ইহা "ছান্দোগ্যে বিস্তরেণ পরিহৃতম্" (৪।৩।১৩,২৪০ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যবাক্য হইতে প্রতিভাত হয়। ইঁহার **মতবাদ** এইপ্রকার—আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় 'সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অধিকার' ইনি অঙ্গীকার করেন না। "জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়াৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ সূত্রকারস্য অভিপ্রেতা" (১।১।১, ২ পৃঃ) ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়—ইনি জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী। ইঁহার মতে উপাসনা ও নিষ্কাম নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের যুগপৎ অনুষ্ঠানই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়। কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে তাহার অনুষ্ঠান সম্ভব নহে, সেইহেতু ধর্ম্মজিজ্ঞাসার (—পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে বর্ণিত কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভের) অনন্তর মুমুক্ষুর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে (—এই বেদান্তশাস্ত্রবিচারে) অধিকার অঙ্গীকৃত হইয়াছে (ঐ, ৪ পৃঃ)। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন আশ্রমীই ইহাতে অধিকারী (ঐ, ৩ পৃঃ)। জ্ঞানকর্ম্মের

সমুচ্চয় শব্দের অর্থ—'পরমেশ্বরের উপাসনা ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সমুচ্চয়ে (—একত্রে, একযোগে) অনুষ্ঠান'; ইহা "বিদিতে আত্মতত্ত্বে প্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণং তদুপাসনম্ উপদিশ্যতে নিদিধ্যাসিতব্যঃ", "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত", "কর্ম্মোপাসনয়োশ্চ সমুচ্চয়ঃ বক্ষ্যতে", "নিত্যেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ' (১।১।১, ২-৩ পৃঃ), ইত্যাদি ভাষ্যবচন হইতে অবগত হওয়া যায়।

ব্রহ্ম—এই মতে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমকারণ পরমেশ্বরই জগৎকারণ ব্রহ্ম (১।১।২)। ইনি নিরাকার (২।১।২৬, ৩।২।১১), কিন্তু উপাসককে অনুগ্রহের জন্য 'সাকার'। সর্ব্বশক্তিযুক্ত তাঁহার এই সাকাররূপ মায়াময় নহে, পরন্তু পারমার্থিক (১।১।২০)। [যজুর্ব্বেদারণ্যকের ভাষ্যে ভট্ট ভাস্কর "মন আনন্দম্" (তৈঃ ১।৬।২) ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে **পরমেশ্বরে ও মুক্তজীবে** মনের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার মতে—পরমেশ্বরের মন আছে এবং মনের দ্বারাই তিনি আনন্দানুভব করেন, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় (শিবার্কমণিদীপিকা ১।১।২, ১২৪ পৃঃ দ্রঃ)। ভট্ট ভাস্কর ও ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা অনেকেই বলেন। তাহা সত্য হইলে, পরমেশ্বরের সাকাররূপ সম্বন্ধেই এই উক্তির সামঞ্জস্য হইবে]। ইনি সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ (—সৎস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, ৩।২।১৫,১৬), বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ (৪।৩।১৩), নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বরূপ (২।৩।৪৮), রূপহীন (৩।২।১৪), সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তি (২।১।২৪), নিরঞ্জন ও স্বতন্ত্র (১।৪।২১, ৮৩ পৃঃ;)। এই মতে **নির্গুণ** [নির্বিশেষ] ব্রহ্ম অঙ্গীকৃত হয় না (৪।৩।১৩, ২৩৮ পৃঃ)।

জগৎ—এই অনন্ত ও অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বর সূর্য্যের রশ্মি বিকীরণ ও তদুপসংহারের ন্যায় সৃষ্টিকালে জগৎকে বিক্ষেপ করেন (—জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন), প্রলয়কালে নিজেতে উপসংহার করেন (১।৪।২৫)। এইপ্রকারে তিনিই জগতের প্রকৃতি (—উপাদান-কারণ) ও নিমিত্তকারণ (১।১।২২)। সেই অনন্তশক্তি পরমেশ্বরের দুইটী শক্তি প্রধান—**১। ভোগ্যশক্তি ও ২। ভোক্তৃশক্তি**। ভোগ্যশক্তিযোগে তিনি আকাশাদি স্থূলভূতান্ত অচেতন সত্য পদার্থরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন এবং ভোক্তৃশক্তিযোগে অনন্ত অসংখ্য চেতন জীবরূপে অবস্থান করেন; নিরবয়ব স্বয়ং কিন্তু অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থান করেন, এমনই বিচিত্র তাঁহার শক্তি (২।১।২৭-২৮)। এইপ্রকারে পরমেশ্বর কারণ কার্য্য ও জীব, এই তিনপ্রকারে অবস্থিত আছেন (১।১।১, ৭ পৃঃ)। সৃষ্টিকালে পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশাত্মকরূপে অবস্থিত পরমাত্মা হইতে বায়ু, ইত্যাদি এই ক্রমে তত্তৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতাভিমানী পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয় (২।৩।২-১৩)। অনন্তর পরমেশ্বরকর্ত্তৃকই ত্রিবৃৎকরণ ও স্থূল নামরূপের অভিব্যক্তিরূপ জগতের সৃষ্টি সম্পাদিত হয় (২।৪।২০)। ইঁহার মতে—ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি ভৌতিক, ভূতোৎপত্তিক্রমের অবিরোধিভাবেই তত্তৎভূতাভিমানী (২।৩।১৩) ব্রহ্ম হইতে তাহাদের উৎপত্তি হয় (২।৩।১৫, ২।৪।১)। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্থিতিহেতু (২।৪।১১) মুখ্যপ্রাণ বায়ুর অবস্থান্তর মাত্র, পৃথক্ তত্ত্ব নহে এবং ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তিও নহে (২।৪।৯)। প্রতিশরীরে সেই বায়ু পঞ্চবৃত্তিযুক্ত (১।৪।২১, ৮১ পৃঃ)। "প্রয়োজনম্ অনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে", ইহাই লোকসিদ্ধ নিয়ম হইলেও, আপ্তকাম তিনি ক্রীড়ার জন্য প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষভাবে জগদ্রচনা করেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব; "ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে" (২।১।৩২-৩৩)। সমুদ্র ও তরঙ্গের ন্যায় এই জীবজগৎ পরমেশ্বর হইতে ভিন্নও বটে,

অভিন্নও বটে। কার্য্যরূপে দৃষ্ট হইলে সমুদ্র হইতে তরঙ্গের ন্যায় এই জীবজগৎ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ; আবার কারণরূপে দৃষ্ট হইলে, সমুদ্র হইতে তরঙ্গের ভিন্ন সত্তা না থাকায় ইহা পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন (২।১।১৮)। "কার্য্যরূপেণ নানাত্বম্ অভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা"। অতএব এই ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্নস্বরূপ (১।১।৪,১৮পৃঃ)। বহ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে **ভেদাভেদই** পরিদৃষ্ট হয়। সেই-হেতু জগতের যাবতীয় বস্তুই ভেদাভেদাত্মক, কারণরূপে অভিন্ন এবং কার্য্যরূপে ভিন্ন (২।১।১৮)।

জীব—এই মতে জীব উৎপত্তিহীন, সুতরাং নিত্য (২।৩।১৭), শরীরের উৎপত্তি ও নাশই তাহার জন্মমরণ (২।৩।১৬)। রূপবিহীন (৩।২।২৯), জ্ঞানস্বরূপ (২।৩।১৮), ইহার ব্রহ্মরূপতা (—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা) স্বাভাবিক, জীবরূপতা ঔপাধিক (২।৩।৪৩, ৪।৪।৪)। ইহা নিরবয়ব পরমাত্মার অনাদিকালপ্রবৃত্ত অবিদ্যা ও কর্ম্মরূপ উপাধি-অবচ্ছিন্ন অংশ, যেমন অগ্নির ক্ষুদ্র অঙ্গারাবচ্ছিন্ন অংশ বিস্ফুলিঙ্গ (১।৪।২১)। ইহা চৈতন্যমূর্ত্তি (২।৩।৪০), কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩৩,৩৪)। তাহার কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন (২।৩।৪১)। জীবের এই কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, পরন্তু ঔপাধিক। উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত তাহা অকর্ত্তা (২।৩।৪০) ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন (২।৩।৪৮)। স্বরূপতঃ মুক্ত এবং সর্ব্বগত (৪।৪।১৫) হইলেও উপাধিবশতঃ জীব অণুপরিমাণ (২।৩।১৯)। এই অণুপরিমাণতা তাহার নিজস্ব স্বরূপ নহে, যেহেতু তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা "তত্ত্বমসি" বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে (২।৩।২৯)। বুদ্ধ্যাদি লিঙ্গশরীররূপ তাহার এই উপাধি সঙ্কোচবিকাশশীল (ঐ)। যতকাল দ্বৈতদর্শনদ্বারা জীব সংসারগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততকালই তাহার বুদ্ধ্যাদি উপাধিযোগ থাকে (২।৩।৩০)।

সাধন—এই মতে যজ্ঞ দান তপস্যা (৩।৪।২৬), শমদমাদি (৩।৪।২৭), শ্রবণ মনন ধ্যান ব্রহ্মচর্য্য (১।৪।২১, ৮২ পৃঃ), সংরাধন, অর্থাৎ ভক্তি ও ধ্যানাদির দ্বারা পরিচর্য্যা (৩।২.২৪) এবং কাম্য ও নিষিদ্ধবর্জ্জিত নিত্যকর্ম্ম সমুচ্চিত জ্ঞান (—উপাসনা, ১।১।১, ২ পৃঃ) মুক্তির সাধন। কর্ম্মফল অনিত্য হইলেও জ্ঞানসহ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে (১।১।১, ৪ পৃঃ)। ত্রিদণ্ড ও যজ্ঞোপবীতধারী উত্তমাশ্রমী সন্ন্যাসীরও স্বাশ্রমবিহিত কায়িক বাচিক ও মানসিক স্বাশ্রমবিহিত (৩।৪।২০, ২০৬ পৃঃ) কর্ম্মত্যাগে অধিকার নাই (৩।৪।২৬, ২০৮ পৃঃ)। যাঁহারা কর্ম্মত্যাগের কথা বলেন, তাঁহারা অপসিদ্ধান্তী (ঐ ২০৯ পৃঃ)। যতকাল 'আমার শরীর' এইপ্রকার বুদ্ধি থাকে, ততকাল আশ্রমকর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় (ঐ ২১০ পৃঃ), কারণ কর্ম্মসহিতা বিদ্যাই অবিদ্যানিবৃত্তিদ্বারে মোক্ষের হেতু (৪।১।১৬)। এই মতে **জীবন্মুক্তি** অঙ্গীকৃত হয় না, সুতরাং যতকাল শরীর থাকে, ততকাল শমদমাদির ন্যায় (৩।৪।২৬, ২০৭ পৃঃ) মুক্তির উপায়ভূত জ্ঞান ও স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় (ঐ ২১০)। নিরাকার শুদ্ধ ও কারণস্বরূপ নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই উপাস্য (৩।২।১১)। ধ্যানকালে আমি "উপসংহৃত-সমস্ত-বিকার, সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ", এইপ্রকার **অহংগ্রহধ্যান** কর্ত্তব্য (৩।২।১৫, ১৯)। জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতা নিত্যসিদ্ধ ; উপাধিকৃত ভেদ উক্তপ্রকার অভেদভাবনার দ্বারা অগ্নিসংস্পর্শে স্বর্ণগত মলের ন্যায় নিরাকৃত হয় (৪।১।৩)। সমাধি ব্যতি-রেকে যাঁহারা নিজদিগকে ব্রহ্ম মনে করেন, তাঁহাদের তাহা মিথ্যাভিমানমাত্র (৩।২।২৫)।

মুক্তি—পরিপক্বসাধনসিদ্ধ সাধক প্রারব্ধক্ষয়ে (৪।১।১৮) সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরসহ

(৪।২।৮-৯) মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারে উৎক্রমণকরতঃ দেবযানমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন (৪।২।৭, ১৬)। অনন্তর সংসারমণ্ডলকে, হিরণ্যগর্ভকে (৪।২।১২) এবং সত্যলোককে অতিক্রমকরতঃ কারণস্বরূপ পরব্রহ্মে তাঁহার উপাধিভূত সূক্ষ্মশরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের (—লিঙ্গ-শরীরের) বিলয় হয় (৪।৩,১৩, ২৩৯ পৃঃ)। এক্ষণে উপাধি বিলীন হওয়ায় (২।৩।৪৯) পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত (৪।৪।৪) ইনি সর্ব্ববন্ধনবিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ পরমাত্মরূপে অভিব্যক্ত হন (৪।৪।১,২) এবং কারণস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ও অতিশয় সুখভোগী হন (৪।৪।৭, ১।১।৪, ২১ পৃঃ)। কিন্তু মন ও শরীরাদি উপাধি না থাকায় ইনি সুখভোগ কিপ্রকারে করিবেন? তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—জীব পরমেশ্বরের ভোক্তৃশক্তিরূপ শক্তিবিশেষ (২।১।২৭), এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন স্বরূপ (১।৪।২১, ২।১।১৮, ৪।৪।১৪)। সেইহেতু মুক্তাবস্থাতে অনাদিকালপ্রবৃত্ত অবিদ্যা ও কর্ম্মরূপ অনাদি উপাধির (১।৪।২১) এবং স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ আগন্তুক উপাধির বিলয় হইলেও পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নসত্তার ন্যায়, পরমেশ্বর হইতে তাঁহার ভিন্ন সত্তাও সিদ্ধ হয়। এতাদৃশ ভিন্ন সত্তাবান্ মুক্ত জীব স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে স্বেচ্ছায় ভোগানুকূল শরীরান্তর গ্রহণ করিতে, অথবা তাহা না করিতে সমর্থ (৪।৪।১২)। মুক্তাবস্থাতেও জীবের মন * থাকে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। সর্ব্বশক্তি সেই সাযুজ্যপ্রাপ্ত (৪।৪।১৭) মুক্ত জীব স্বেচ্ছায় চেতনা ও মনোযুক্ত এক শরীর, বা যুগপৎ তাদৃশ বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া (৪।৪।১৫) স্বীয় সঙ্কল্পপ্রভাবে উপনীত (৪।৪।৮) জগতের সৃষ্ট্যাদিব্যাপারবর্জ্জিত (৪।৪।১৭) নানাপ্রকার ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তবে তাঁহাদের এই ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরাধীন (৪।৪।২১)। ইঁহাদের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২)। মুক্তগণের এই মুক্তিরূপ ফলে কোন প্রকার তারতম্য থাকে না (৩।৪।৫)। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—ইঁহাদের মতে মুক্তি দ্বিবিধ, **সদ্যোমুক্তি** ও **ক্রমমুক্তি**। যাঁহারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা 'সদ্যোমুক্তি' লাভ করেন। ইঁহাদের সম্মত সদ্যোমুক্তের অবস্থা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদি অন্য উপাসনা-প্রভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা সেই স্থলে জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রাপ্তির অনন্তর হিরণ্য-গর্ভের সহিত কল্পান্তে মুক্তিলাভ করেন, ইহাই 'ক্রমমুক্তি'। তাঁহাদের তথায় জ্ঞানোৎকর্ষ হয় ইহা "ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে" (কঠ ২।৩।৫) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় (৪।৩।১৪)। ইহাই সংক্ষেপে আচার্য্য ভাস্করসম্মত ভেদাভেদবাদ। [চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "ভাস্করীয় ব্রহ্মসূত্র" অবলম্বনে লিখিত। সূত্র ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উক্ত গ্রন্থের]।

৪। আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণের—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—ইহা বেদান্তদর্শনের **গোবিন্দভাষ্য** নামক ভাষ্যের রচয়িতা পূজ্যপাদ **বলদেব বিদ্যাভূষণ** মহোদয়ের মত। অথবা এই মতবাদকে

---

* পূজ্যপাদ ভাস্করকার বলিয়াছেন—"কারণে ব্রহ্মণি সূক্ষ্মশরীরস্য করণানাং চ বিলয়ঃ" (৪।৩।১৩, ২৩৯ পৃঃ)। সুতরাং করণ বিলীন হওয়ায় মুক্তের পূর্ব্ববর্ত্তী মন বিলীন হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে। ফলে মুক্তাবস্থাতে জীবের যে মন থাকে, যাহার বলে তিনি সঙ্কল্পপ্রভাবে নানা শরীর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হন, তাহা কি মাধ্বমতের ন্যায় অপ্রাকৃত? এই বিষয়ে ভাস্করকার কিছুই বলেন নাই। আমরা শিবার্কমণিদীপিকা হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছি, তাহা ইঁহার সম্মত কি না, তাহাও চিন্তনীয়। সম্মত না হইলে, এই স্থলে সিদ্ধান্তও চিন্তনীয়।

পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের মতবাদ বলিলে ভুল হইবে। এই মতবাদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর; সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—জীবদ্দশাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে এবং পূজ্যপাদ মধ্বাচার্য্যের 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' ভাষ্যকে স্বীয় মতবাদরূপে গ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করিতেন। তবে উক্ত ভাষ্য যে যে স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী, শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সেই স্থলের যথার্থ অর্থ পরিষ্কার করিয়া সামঞ্জস্য করিয়া দিতেন। তৎকৃত সেই ব্যাখ্যাই পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহোদয় সম্প্রদায়পরম্পরাক্রমে পরমপূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আচার্য্যগণের নিকট প্রাপ্ত হন এবং শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজীকর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই স্বপ্নাদেশের কথা গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই **মতবাদ এইপ্রকার**—অধীতবেদ, আপাততঃ অধিগতবেদার্থ, আশ্রমবিহিত কর্ম্ম ও অগ্নিহোত্রাদির দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত নিত্যানিত্যবিবেকবান্, সুতরাং অনিত্য বস্তুতে বিতৃষ্ণ (১।১।১, ২৩ পৃঃ) এবং লব্ধতত্ত্ববিৎসঙ্গ পুরুষই এই শাস্ত্রে অধিকারী (ঐ, ১৯ পৃঃ)। এই মতে পদার্থ পাঁচপ্রকার—ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম (১।১।১, ১২ পৃঃ)। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী নিত্য পদার্থ। জীবাদি পদার্থচতুষ্টয় ব্রহ্মের শক্তি, সেইহেতু সশক্তিক অদ্বৈতব্রহ্ম সিদ্ধ হন। শেষোক্ত কর্ম্ম জড় পদার্থ, ইহা অদৃষ্টাদি নানা নামে অভিহিত হয়, ইহা অনাদি কিন্তু বিনাশী। কালও জড় দ্রব্য বিশেষ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাদি ব্যবহারহেতু এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্তকারণ (ঐ ১৪-১৫ পৃঃ)।

ব্রহ্ম—বিশুদ্ধ অনন্তগুণযুক্ত অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই জগৎকারণ (১।১।১, ১৭ পৃঃ, বিবৃতি ১৩৯ পৃঃ)। ইনি নিত্যজ্ঞানানন্দাদিগুণযুক্ত, উৎপত্তিনাশহীন বিভু স্বাধীন এবং প্রকৃতির ধর্ম্ম সকলের দ্বারা অস্পৃষ্ট (৩।২।২০ সূঃ)। প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশকরতঃ স্বতন্ত্র ইনি জগতের সৃষ্টি এবং জীবের ভোগ ও অপবর্গ বিধান করেন (১।১।১, ১৩ পৃঃ)। ইনি রূপবিহীন, অর্থাৎ বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন (৩।২।১৪); আবার মায়ারূপ অচিন্ত্যশক্তিযোগে ভক্তগণের ধ্যানের জন্য বিগ্রহবান্ (সাকার), ইহা "সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্", ইত্যাদি শ্রুতি (৩।২।১৬) এবং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ", ইত্যাদি স্মৃতি (৩।২।১৭) হইতে অবগত হওয়া যায়। ইঁহার এই শ্রীবিগ্রহে স্বগতভেদ (৩।২।২৮), অর্থাৎ দেহদেহী ভেদ নাই, এই আকার ভক্তানুগ্রহের জন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপতার ঘনীভূত প্রকাশ, ইহা "দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (২।৩।১৬), "বিগ্রহ এব আত্মা, আত্মৈব বিগ্রহঃ", (৩।২।২৭), "যথা বা অভিনেতা নটঃ ভাবান্ প্রকটয়ন্.... ঐক্যং স্বস্মিন্ ন বিমুঞ্চতি" (৩।২।১৩) ইত্যাদি ভাষ্যালোচনাদ্বারা নির্ণীত হয়। লোকসকলের পালনাদির জন্য পরমেশ্বর অবতাররূপ ধারণ করেন। অবতার ত্রিবিধ—১। অংশাবতার, ২। গুণাবতার এবং ৩। শক্ত্যাবেশাবতার। তন্মধ্যে ১। অংশাবতার দ্বিবিধ—(ক) পুরুষাবতার, যথা—ক্ষীরোদশায়ী ও কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ। (খ) লীলাবতার, যথা—মৎস্যকূর্ম্মাদি। ২। গুণাবতার, যথা—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি। ৩। শক্ত্যাবেশাবতার, যথা—সনক সনাতন পৃথু ও ব্যাস প্রভৃতি (বিবৃতি ১৪১ পৃঃ)। এই পরমেশ্বর ১। পরা, ২। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অপরা এবং ৩। অবিদ্যাকর্ম্ম নামক শক্তিত্রয়যোগে জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকারণ (১।৪।২৬ সূঃ)। এই শক্তিত্রয়ের পরিচয় এই—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা

ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে" ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)। ইহার ব্যাখ্যা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে—১। পরাশক্তি—ইনিই জগন্মাতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী, প্রত্যেক অবতারে সহায়িকারূপে লীলাকারিণী (বিবৃতি ১৫১ পৃঃ)। ইঁহার অপর নাম—স্বরূপশক্তি, ইনি তিনপ্রকারে প্রকাশিত হন—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও কান্তাগণ (বিবৃতি ১৪০ পৃঃ)। ২। অপরাশক্তি—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই এই অপরাশক্তি। ইহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীবের-মধ্যে প্রকাশিত (বিবৃতি ১৪২)।

জীব—এই মতে জীব ব্রহ্মের অপরা শক্তি, তাঁহার একদেশ, সেইহেতু ব্রহ্মের অংশ (২।৩।৪১), তাঁহা হইতে ভিন্ন (২।১।২২), অণুপরিমাণ (২।৩।১৮), জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ (২।৩।১৭, ২৭), উৎপত্তিনাশহীন, সুতরাং নিত্য (২।৩।১৬), কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩১-৩২), প্রকৃতিধর্ম্মযোগী (৩।২।২০) অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্ত, পরমাত্মার অধীন (৩।২।২০, ২।৩।৩৯) এবং শ্রীহরির নিত্য দাস (২।৩।৪৩, বিবৃতি ১৩৯ পৃঃ)। অংশ ও অংশী এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হওয়ায় পরমেশ্বরের শক্তি চৈতন্যস্বরূপ জীব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, অণুপরিমাণ ও ঈশ্বরনিয়ম্য হওয়ায় "পরমেশ্বর হইতে ভিন্নও বটে" (২।১।২২)। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে এইপ্রকার ভেদ ও অভেদ সম্ভব হওয়ায় এই মতবাদকে **অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ** বলা হয় (বিবৃতি ১৫৭ পৃঃ)। পরমাত্মার অংশ আবার দুইপ্রকার—স্বাংশ বা স্বরূপাংশ (৩।২।২০) এবং বিভিন্নাংশ। 'স্বাংশ' বলিতে মৎস্যাদি অবতারসকল গ্রহণীয়, তাঁহারা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত ও সর্ব্বগুণপূর্ণ; কিন্তু শক্তিপ্রকাশের তারতম্যবশতঃ 'অংশ' বলা হয়। 'বিভিন্নাংশ' বলিতে জীব গ্রহণীয়। ইহারা অল্পশক্তি (২।৩।৪৫)। এই মতেও মাধ্বমতের ন্যায় জীব পরমেশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে অঙ্গীকৃত হয় (৩।২।২০)। এই মতে "তত্ত্বমসি" শ্রুতির অর্থ—জীবের পরমাত্মাধীনতা (২।৩।৪১, ২১৯ পৃঃ)।

জগৎ—৩। অবিদ্যাকর্ম্ম বলিতে তৃতীয়া শক্তি **মায়াকে** গ্রহণ করিতে হইবে (১।৪।২৬ টীকা)। ইহা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, তমঃ মায়া ও প্রকৃতিশব্দবাচ্যা এবং পরমেশ্বরের ঈক্ষণপ্রভাবে জগদ্রূপ বিচিত্রকার্য্যকারিণী নিত্য পদার্থ (১।১।১, ১৩ পৃঃ)। এই পারমেশ্বরী মায়াশক্তি সৎ পদার্থ, মিথ্যা নহে। এই ৩। মায়াশক্তি এবং ২। কর্ম্ম ও অদৃষ্টের আশ্রয় জীবশক্তির যোগে পরমেশ্বর জগতের উপাদানকারণ এবং ১। পরাশক্তিযোগে তিনিই নিমিত্তকারণ। এইপ্রকারে শক্তিত্রয়যোগে পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান হইলেও তাঁহার কূটস্থতার বিরোধ হয় না (১।৪।২৬)। যেহেতু উপাদানকারণেরই পরিণাম হয়, নিমিত্ত-কারণরূপে তিনি কূটস্থই থাকেন। সূক্ষ্মপ্রকৃতিক তিনি কর্ত্তা, স্থূলপ্রকৃতিক তিনি কর্ম্ম (১।৪।২৬, ২৬৭ পৃঃ)। জগন্নির্ম্মাণের জন্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই পুরুষোত্তমের ঈক্ষণ সত্য, তাঁহার নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মা সত্য, ক্ষিত্যাদি ভূতসকল সত্য এবং ভূতময় জগৎও সত্য (বিবৃতি ১৫৫ পৃঃ)। এই মতে **সৃষ্টিপ্রক্রিয়া** এইপ্রকার—প্রথমে তমঃশক্তিক ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহা হইতে তমঃ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঈক্ষণপ্রভাবে তমঃশব্দবাচ্য প্রকৃতি কার্য্যোন্মুখ হয় (২।৩।১১, ১৭৩ পৃঃ টীকা)। তাহা হইতে অক্ষরসংজ্ঞক অব্যক্তের (প্রধানের ২।৩।১২) আবির্ভাব হয়। অক্ষর হইতে মহতের, মহৎ হইতে অহঙ্কারের, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দেবতা প্রভৃতির, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সকলের এবং তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-

-তন্মাত্রাদিদ্বারে আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হয় (ঐ ২।৩।১১, ১৭৪-৭৫ পৃঃ)। এই স্থলে তামস অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে শব্দতন্মাত্রা, অহঙ্কারসহকৃত তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্রা ইত্যাদি এই ক্রমে তন্মাত্রা পঞ্চকের উৎপত্তি হয় (২।৩।২-১১)। তামস অহঙ্কার সহকৃত তত্তৎ শব্দাদি তন্মাত্রা হইতে আকাশাদি তত্তৎ পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি মাধ্বমতের ন্যায় বুঝিতে হইবে। সর্ব্ব স্থলেই ব্রহ্ম তমঃ প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণভূত বস্তুতে প্রবেশ করিয়া পরবর্ত্তী পদার্থসকলের সৃষ্টি করেন (২।৩।১২ টীকা)। এই মতে মুখ্যপ্রাণ আকাশাদির ন্যায় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, [সুতরাং অভৌতিক ?], তাহা বায়ু হইতে ভিন্ন হইলেও বহ্নির ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ নহে, পরন্তু কিঞ্চিৎ বিশেষ দশাপন্ন বায়ুই। তত্ত্বতঃ একরূপ হওয়ায় ইহা বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে। (২।৪।৮,৯)। আকাশাদি মহাভূতসকলের উৎপত্তির পর সাক্ষাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ত্রিবৃৎকরণ (পঞ্চীকরণ) পূর্ব্বক নামরূপের অভিব্যক্তিরূপ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় (২।৪।২০)।

সাধন—যজ্ঞ দান তপস্যা, শমদমাদি (৩।৪।২৬-২৭), সম্যগ্ ভক্তি (৩।২।২৪), বৈরাগ্য, ধ্যান (৩।১।১) এবং "পুরুষাকারধারী বিভু বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা আমার সত্তাপ্রদ" (৪।১।৩), এইপ্রকার পৃথগ্‌গ্রহোপাসনারূপ সাধনের বলে সম্যগ্ ভক্তিভাবিত চক্ষুর দ্বারা তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় (৩।২।২৪)। ভক্তির দ্বারা প্রসন্ন হইয়া নিজের অচিন্ত্যকৃপাশক্তিযোগে ভগবান্ ভক্তের নিকট নিজের স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন (৩।২।২৭)। তিনি একরূপ হইলেও সখ্যদাস্যাদি ভাবভেদে ভক্তের নিকট তাঁহার প্রকাশবৈচিত্র্য হইয়া থাকে (৩।২।৩৫)। বৈরাগ্যের উদয় হইলে সাধনরূপে এই মতে সন্ন্যাসাশ্রমও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শম দম উপরতি প্রভৃতি যাঁহাদের ভূষণ, সেই নিরাশ্রমী এবং আশ্রমিগণেরই বিদ্যা উদিত হয় (৩।৪।৪৯)। এই ভাষ্যকার বলেন—বিদ্যা স্বোৎপত্তিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অপেক্ষা করিলেও, নিজের মোক্ষরূপ ফলপ্রদানের জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করে না; সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় নিরাকৃত হইয়া পড়ে (৩।১।২৫)।

মুক্তি—ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তিই মুক্তি (বিবৃতি ১৫৯ পৃঃ)। এই মুক্তিরূপ ফল কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় না হইলে লব্ধ হয় না (৩।৪।৫২)। উক্ত সাধনসকলের বলে সিদ্ধ সাধকগণ স্থূল দেহত্যাগের পর সেন্দ্রিয় (২।৪।৫-৬) সূক্ষ্মশরীর (৪।২।৯) সহ অর্চ্চিরাদিদেবগণকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া (৪।২।২১) দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ পরমেশ্বর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (৪।৩।১৫)। অথবা পরমেশ্বর তাঁহার একান্ত ভক্তকে অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতিরেকেই গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া স্বধামে লইয়া যান। এই স্থলে তাঁহাদের তনুভঙ্গ ও তনুযোগ হয়, অর্থাৎ লিঙ্গদেহসহ সূক্ষ্মদেহের নাশ ও অপ্রাকৃত ব্রাহ্মলৌকিক ভোগযোগ্য শরীর উৎপন্ন হয় (৪।৩।১৬)। অতঃপর তাঁহাদের অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপের আবির্ভাব হয় (৪।৪।১) এবং পরমেশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্তি হয় (৪।৪।৫)। এই মতে—সাযুজ্যশব্দের অর্থ—'সহযোগ'। "কিঙ্করা এব তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ", অর্থাৎ যেখানে সেব্য পরমেশ্বর, সেখানেই সেবক 'কিঙ্কর', এইপ্রকার সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হন। সালোক্যাদি মুক্তি এই সাযুজ্যেরই অন্তর্গত (৪।১।৪ টীকা)। সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প এই মুক্তপুরুষগণ ইচ্ছামত শরীর ধারণকরতঃ, অথবা শরীরধারণ না করিয়াই (৪।৪।১২) পরমেশ্বরের অনুগ্রহলব্ধ ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্যসকল ভোগ করেন (৪।৪।১৮ সূঃ), সর্ব্বজ্ঞ হন (৪।৪।১৬), জগতের

সৃষ্ট্যাদি সামর্থ্য কিন্তু তাঁহাদের থাকে না (৪।৪।১৭)। ব্রহ্মলোক হইতে ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না; কারণ ভগবদংশ জীব নিজের অংশী ও প্রভু শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা করেন না, শ্রীভগবানও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না (৪।৪।২২)। ইঁহাদের মতে পুরাণাদিশ্রবণপূর্ব্বক শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যোদয় ও মুক্তি হয়, তবে মুক্তিতে আনন্দের উৎকর্ষাপকর্ষরূপ তারতম্য হইয়া থাকে (১।৩।৩৮)। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ আচার্য্য বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। [শ্রীকৃষ্ণগোপালভক্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দভাষ্য, তট্টীকা এবং তদ্‌বিবৃতি অবলম্বনে লিখিত। সূত্র ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উক্ত পুস্তকের]

৫। আচার্য্য নিম্বার্কের—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—ইহা বেদান্তদর্শনের **পারিজাতসৌরভ** নামক ভাষ্যের রচয়িতা পূজ্যপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের মত। ইঁহার অপর নাম—'নিম্বাদিত্য' ও 'নিয়মানন্দাচার্য্য'। ১।৩।৮ সূত্রভাষ্যে ব্রহ্মার মানসপুত্র 'সনৎকুমারের' শিষ্য শ্রীমৎ নারদমুনির শিষ্যরূপে ইনি স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদও একপ্রকার ভেদাভেদবাদ। ইঁহারা বলেন—"অংশাংশিসম্বন্ধ", 'ভেদাভেদসম্বন্ধ" এবং "দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধ" সমানার্থক (৭ পৃঃ) এই মতে ষড়ঙ্গবেদ ও ধর্ম্মমীমাংসা (পূর্ব্বমীমাংসা) অধ্যয়নের অনন্তর বৈরাগ্যবান্ ভগবৎপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী গুরুভক্ত মুমুক্ষু পুরুষই এই শাস্ত্রে অধিকারী (১।১।১, ৬০ পৃঃ)।

ব্রহ্ম—অনন্ত অচিন্ত্য স্বাভাবিক গুণ ও শক্ত্যাদিযুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ (১।৪।২৬), ব্রহ্মা ঈশ ও কালাদির নিয়ামক (১।১।২) বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম (১।১।১)। তিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ (১।১।২), চিদানন্দরূপ অদ্বৈত সৎ পদার্থ। তাঁহার চিদংশের দ্বারা তিনি তাঁহার স্বরূপগত আনন্দকে অনুভব করেন। এই চিৎকে দর্শনশক্তি, ঈক্ষণ-শক্তি, জ্ঞানশক্তি ও অনুভবশক্তি নামে অভিহিত করা হয় (৭ পৃঃ)। তিনি আদিত্যাদির মধ্যেও অবস্থিত, সুতরাং সর্ব্বব্যাপী (১।১।২১)। তিনি জগতের প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন (২৫ পৃঃ), সেইহেতু ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অচেতন নহে (১৩ পৃঃ)। তিনি রূপবিশিষ্ট নহেন (৩।২।১৪, সুতরাং নিরাকার), আবার "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (শ্বেঃ ৩।৮), ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে রূপবিশিষ্ট, (সুতরাং সাবয়বও বটেন)। অতএব ব্রহ্ম দ্বিরূপ (৩।২।১৫)। ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়, আবার প্রলয়কালে তাঁহাতে লীন হইয়া অবস্থান করে, সেইহেতু অহি ও তাহার কুণ্ডলের ন্যায় ব্রহ্ম দ্বিরূপ এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদাভেদও সিদ্ধ হয় (৩।২।২৭)। ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ (৩।২।১১), অর্থাৎ যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ; তিনিই "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"-রূপে বর্ণিত নির্গুণ এবং "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদিরূপে বর্ণিত সগুণ (৩।২।১৭)। তাঁহায় সগুণ ও নির্গুণ, এই উভয় ভাবই সত্য, অবিদ্যাকল্পিত নহে (১৭ পৃঃ)। শরীর হইতে শরীরীর ভিন্নতার ন্যায়, অনন্তগুণবান্ পরমেশ্বর গুণ হইতে ভিন্ন, সুতরাং স্বরূপতঃ নির্গুণ (১।১।৫, ৮৩-৮৪ পৃঃ)। তিনি অদ্বৈতস্বরূপ হইলেও দ্বৈতস্বরূপও বটেন; কারণ একদিকে তিনি পূর্ণস্বভাব, সর্ব্ববিধ বিকার-বর্জ্জিত এক অদ্বৈত ও নির্গুণ; আবার সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি নিজস্বরূপকে অনন্তভাবে প্রকটিত করেন, সুতরাং তিনি দ্বৈতস্বরূপ ও সগুণ (৮৪ পৃঃ)। এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও

লয়কারিণী যে শক্তি ব্রহ্মের আছে, তাহা তাঁহার নিত্য অঙ্গীভূত (২০ পৃঃ)। সেই শক্তিকে বিক্ষেপ করিয়াই তিনি নিজেকে জগদাকারে পরিণত করেন, আবার স্বয়ং অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা (১।৪।২৬)। এই শক্তি তাঁহার স্বরূপগত হওয়ায় ব্রহ্মের ঈশ্বরসংজ্ঞা হইয়াছে (২০ পৃঃ)। এই শক্তির নাম **মায়া**। স্বরূপগত আনন্দাংশে স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও অনন্ত বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইবার যে যোগ্যতা, তাহাই ব্রহ্মের 'মায়াশক্তি' (১৩ পৃঃ)। এই মায়াশক্তির অপর নাম 'প্রকৃতি' (২।৩।১৫)। যে শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম অনন্তরূপে প্রকটিত হন, ব্রহ্মের সেই শক্তি (মায়া) এবং অনন্তরূপে যাহা প্রকটিত হয়, সেই জগৎ, এই উভয়ই সত্য পদার্থ, মিথ্যা নহে (১৬, ১৭, ২৮ পৃঃ)। এই অচেতন জগদ্রূপে যে ব্রহ্মের স্থিতি, ইহাই তাঁহার প্রকটরূপ। অতএব অক্ষরব্রহ্ম, ঈশ্বরব্রহ্ম, জীবব্রহ্ম এবং জগদ্‌ব্রহ্ম, এই চতুর্ব্বিধরূপে ব্রহ্ম যুগপৎ অবস্থিত আছেন (১২ পৃঃ)। ইনি অব্যক্তস্বরূপ (৩।২।২৩) হইলেও ভক্তি যোগ ও ধ্যানের দ্বারা অভিব্যক্ত হন (৩।২।২৪)। ইঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই (৩।২।৩২)। ইনিই প্রাণিগণের কর্ম্মফলদাতা (৩।২।৩৮)।

জগৎ—ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ (১।৪।২৩)। "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম স্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানম্ পরিণময্য" (১।৪।২৬)—"সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিজের শক্তিকে বিক্ষেপপূর্ব্বক নিজেকেই জগদাকারে পরিণত করিয়া" এবং "জগদ্বিলক্ষণত্ব-পরিণতশক্তিমত্ব" (২।১।২৬)—"তিনি জগৎ হইতে অতীত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার শক্তিবিশিষ্ট", ইত্যাদি এই সকল ভাষ্যকারীয় বচন হইতে প্রতিভাত হয়—ব্রহ্মশক্তি 'মায়া' বিক্ষিপ্ত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঈক্ষণপ্রভাবে জগদাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয়, তাহাই জগতের পরিণামী উপাদানকারণ এবং জগদতীত অবিকৃত (১।৪।২৬) ব্রহ্ম স্বয়ং তাহার নিমিত্তকারণ। এইহেতু জগন্নিষ্ঠ কোন দোষ ব্রহ্মে প্রসক্ত হয় না।* এই জগদ্রচনা তাঁহার লীলা, জীবকর্ম্মসাপেক্ষভাবে তিনি জগৎসৃষ্টি করেন (২।১।৩২,৩৩)। জগৎ মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই পরিণাম হওয়ায় (১।৪।২৬) ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদ নাই, আবার মায়াতীত হওয়ায় তিনি স্বয়ং অবিকৃতরূপে অবস্থান করেন (ঐ), সুতরাং ব্রহ্ম জগতের অতীতও বটেন। সেইহেতু জগৎ হইতে তাঁহার ভেদও অঙ্গীকার্য্য। এইপ্রকারে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধ (দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধ) সিদ্ধ হয় (১৮ পৃঃ)। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের মধ্যে এইপ্রকার ভেদাভেদই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মে ভিন্নাভিন্নসম্বন্ধেই অবস্থান করে (৩।২।২৭)। "প্রকৃতের্ভূতোৎপত্তিক্রমপ্রতিপাদকবাক্যে····আত্মনঃ আকাশস্য চ অন্তরালে····অব্যক্তমহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি জ্ঞেয়ানি' (২।৩।১৫), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে প্রতিভাত হয়—পরমেশ্বরের ঈক্ষণপ্রভাবে (১।১।৫) পরমেশ্বরশক্তিভূতা প্রকৃতির (মায়ার) মহৎ, অহঙ্কার

---

* এই স্থলে এই ব্যাখ্যা আমাদের। এই ভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার কোন টীকাও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। ব্যাখ্যাকারও নির্ব্বাক্। সুতরাং সঠিক তাৎপর্য্যবর্ণন দুঃসাধ্য। অথবা এই ভাষ্যাংশকে এই ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়, যথা—এই মায়াশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপগত হওয়ায় (২০ পৃঃ) জগৎ সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্মেরই পরিণাম, মায়ার নহে; যেমন শুদ্ধাদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন। প্রথম ব্যাখ্যাতে 'মায়া' জগতের পরিণামী উপাদান, শেষোক্ত ব্যাখ্যাতে ব্রহ্ম স্বয়ং তাহার পরিণামী উপাদান, এই প্রভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাতে "স্বশক্তিবিক্ষেপেণ" এই ভাষ্যাংশের বিরোধ হইবে। বিশেষ সম্প্রদায়বিদ্‌গণের নিকট অনুসন্ধেয়।

আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ (২।৩।২-১১), ইত্যাদি এই ক্রমে পরিণাম হয়। সর্ব্বস্থলেই তত্তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অন্তরাত্মরূপে পরমাত্মাই পরবর্ত্তী কার্য্যোৎপত্তির হেতু (২।৩।১৩)। "প্রাণাঃ খাদিবৎ উৎপদ্যন্তে....তেজোঽবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ (২।৪।৪) এবং "অপাং মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চ" (২।৪।২০), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে ইন্দ্রিয়গণের ও অবস্থান্তরপ্রাপ্ত বায়ু নামক মহাভূতাত্মক (২।৪।৯) মুখ্যপ্রাণের ভৌতিকত্ব, সুতরাং ভূতোৎপত্তির পরে উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। ভূতোৎপত্তির অনন্তর পরমেশ্বরকর্তৃক ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপের অভিব্যক্তিরূপ স্থূল জগৎ সৃষ্ট হয় (২।৪।১৯)।

জীব—জীব উৎপন্ন হয় না, সুতরাং নিত্য (১।৩।১৭), চৈতন্যস্বরূপ (ঐ ১৮), অণুপরিমাণ (২।৩।১৯) এবং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞানগুণবান্ (২।৩।২৭)। জীব অণুপরিমাণ হইলেও, গুণবশতঃ বিভু * (২।৩।২৮), কর্ত্তা ও ভোক্তা (ঐ ৩২-৩৩), ব্রহ্মের অধীন (২।৩।৪০) এবং ব্রহ্মের অংশ (২।৩।৪২)। জীবের যে চিদ্রূপতার বিস্মৃতি, তাহাই অবিদ্যা (১৩ পৃঃ)। অংশ জীব হইতে অংশী ব্রহ্ম ভিন্ন (২।১।২১), কারণ অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন (১৯ পৃঃ)। আবার ব্রহ্মের অংশ হওয়ায় জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এতাদৃশ অভিন্নতাই 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির প্রতিপাদ্য (২।৩।৪২)। এইপ্রকারে অংশ জীব ও অংশী ব্রহ্মের মধ্যে সমুদ্র ও তরঙ্গ এবং সূর্য্য ও তাহার প্রভার ন্যায় ভেদাভেদসম্বন্ধ (২।১।১৩) সিদ্ধ হয়।

সাধন—কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিদ্বারা বিদ্যাকে দৃঢ়ীভূত করে, সেইহেতু মুমুক্ষুর পক্ষে বিদ্যার সহকারিরূপে কর্ম্ম (জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়) আবশ্যক (৩।৪।৩৩)। বিদ্যা উৎপন্ন হইলে তাহা কর্ম্মকে নাশ করে (৩।৪।১৬)। সেইহেতু বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে শমদমাদি সাধন সহ যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম (৩।৪।২৬-২৭), ভক্তি, ধ্যান (৩।২।২৪), উপাসনা (৪।১।১২), নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে ধ্যান (৪।১।৩), শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অসকৃৎ আবৃত্তি (৪।১।১), বৈরাগ্যবানের জন্য কর্ম্মসন্ন্যাস (৩।৪।১৭,১৯, ২৫), ইত্যাদি এই সকলই সাধনরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

মুক্তি—জীবের যে স্বীয় স্বাভাবিক চিদ্রূপে অবস্থিতি, তাহাই মুক্তি (৪৯ পৃঃ)। ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলেও [প্রারব্ধ] কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা মুক্তি লব্ধ হয় না (৩।৪।৫১)। সিদ্ধ সাধক ইন্দ্রিয় (২।৪।৭) ও সূক্ষ্মশরীর (৪।২।৯) সহ ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে উৎক্রমণ করিয়া (৪।২।১৩) আতিবাহিকদেবগণকর্তৃক বাহিত হইয়া (৪।৩।৪) দেবযানমার্গাবলম্বনে (৪।৪।১) ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (৪।৩।১১), স্বীয় চিদ্রূপে অভিব্যক্ত হন (৪।৪।৬) এবং অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত হন (৪।৪।৭)। এই অবস্থাতেও কিন্তু মুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তাঁহার অংশরূপেই অবস্থান করেন (২১ পৃঃ, ৫৬৪ পৃঃ)। তিনি নিজেকে (৪।৪।৪) এবং জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন (২৪ পৃঃ)। জন্মাদি বিকারশূন্য স্বাভাবিক অচিন্ত্য ও অনন্তগুণসাগর ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মকেই মুক্তপুরুষ অনুভব করেন (৪।৪।১৯)।

* অত্রত্য ভাষ্য এই—"জীবোঽণুপরিমাণকো গুণেন বিভুঃ ইতি বিশেষঃ" (২।৩।২৮), "জীবস্য গুণনিবন্ধনো বিভুত্বব্যপদেশঃ ন বিরুদ্ধঃ, গুণস্য যাবদাত্মভাবিত্বাৎ",...."নহি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপঃ বিদ্যতে" (২।৩।২৯), ইত্যাদি। কিন্তু গুণ যাবদাত্মভাবী হওয়ায়, অর্থাৎ যতকাল আত্মা থাকে, তন্নিষ্ঠ গুণও ততকাল থাকে বলিয়া অণুপরিমাণ নিত্য জীবের গুণ নিত্যই হইতে পারে, তাহার বলে অণু জীব বিভু কিপ্রকারে হইবে, তাহা চিন্তনীয়। ব্যাখ্যাকার নির্ব্বাক্। পরমতখণ্ডনে ব্যর্থ আগ্রহ না করিয়া ব্যাখ্যাকার যদি স্বমতের পরিস্ফুতিবিষয়ে যত্ন করিতেন, অতীব শোভন হইত।

তিনি ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দময় ও স্বরাট্ হন। তাঁহার সূক্ষ্মদেহের উপকরণসকল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করে ; ইহা কিপ্রকার অবস্থা, ইহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে, ···· যাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, তাঁহারাই ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন (৫২৩-২৪ পৃঃ)। যাহাহউক, এইপ্রকার ব্রহ্মসারূপ্য ও সর্বজ্ঞতা (৪।৪।১৬) লাভ হইলেও তাঁহার বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারবিষয়ে সামর্থ্য থাকে না (৫২৩ পৃঃ, ৪।৪।১৭)। তিনি অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত হইয়া (৪।৪।৫) ভগবল্লীলারস (৪।৪।১৪) এবং সঙ্কল্পমাত্রেই (৪।৪।৮) সশরীর অশরীর বা বহুশরীরযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন (৪।৪।১০-১৫), ইত্যাদি এই সকল সর্ব্বমতেই প্রায় সমান। ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২)। এই মতে হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া তথাকার আনন্দ উপভোগ করেন। যাঁহাদের তথায় পরব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হয়, কল্পান্তে তাঁহারা পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন। অপরে পুনরায় সৃষ্টিকালে ব্রহ্মলোকেই জন্মগ্রহণ করেন, মর্ত্ত্যলোকে আর আসেন না (৫৬ পৃঃ, ৪।৩।৬-১০)। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ আচার্য্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। [পূজ্যপাদ "সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী" মহারাজকর্ত্তৃক বঙ্গভাষাতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত "বেদান্তদর্শন" গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। সূত্র-সংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উক্ত পুস্তকের প্রথম সংস্করণের]।

৬। আচার্য্য বল্লভের—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—ইহা বেদান্তদর্শনের **অণুভাষ্য** নামক ভাষ্যের রচয়িতা পূজ্যপাদ বল্লভাচার্য্যের মতবাদ। ইঁহার মতে—বেদাধ্যয়নের অনন্তর (১।১।১, ২২ পৃঃ) ব্রহ্মজিজ্ঞাসাত্মক এই শাস্ত্রে মতিমান্ ত্রৈবর্ণিকেরই অধিকার (ঐ ৩৫ পৃঃ)। অধিকার সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মবিচারের, অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়নের (২৬ পৃঃ) এবং বৈরাগ্য ও শমদমাদির আনন্তর্য্য (ঐ ২৮ পৃঃ) ইনি অঙ্গীকার করেন নাই ; কারণ বেদান্তবিচার ব্যতিরেকে 'ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ', 'চিত্তশুদ্ধিব্যতিরেকে তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব', 'যজ্ঞাদি চিত্তশুদ্ধিকর' এবং 'চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বৈরাগ্যাদির উদয় সম্ভব নহে', ব্রহ্মবিচারের পূর্বে এই সকল বিষয় অজ্ঞাত থাকায় তাহাদের প্রাপ্তিই সম্ভব নহে (ঐ ২৯ পৃঃ)। বৈরাগ্য ও শমদমাদি অতি দুর্লভ হওয়ায় তাহাদের পূর্ব্বসত্তা কল্পনা করা যায় না (ঐ ২৮ পৃঃ, ভাষ্যপ্রকাশ)।

ব্রহ্ম—ইঁহার মতে ব্রহ্ম **উভয়রূপ** (৩।২।২৭)—**১। রূপবিহীন** (৩।২।১৪), অর্থাৎ **নিরাকার** (৯২৭-২৮ পৃঃ), সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ (প্রঃ ২২৮ পৃঃ), স্বয়ংপ্রকাশ (১৩১ পৃঃ), নির্গুণ (—প্রাকৃতগুণবিহীন, প্রঃ ৭২৬ পৃঃ), এক, সর্ব্বব্যাপি এবং প্রজ্ঞানঘনমাত্র (৩।২।১৬)। আবার তিনি **২। সাকার**, অনন্তমূর্ত্তি (২২৫ পৃঃ), অনন্তগুণপরিপূর্ণ (৩।২।২৪), নির্দ্দোষপূর্ণ-গুণবিগ্রহ (১২৪ পৃঃ), নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ (প্রঃ ১০১ পৃঃ), সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বকর্ত্তা (২।১।৩০) ও অচিন্ত্য অনন্তশক্তিমান্ (১৭ পৃঃ)। তিনি "অস্থূলম্ অনণু" এবং "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদিপ্রকারে শ্রুতিতে বর্ণিত সকলপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় (৩।২।২৭)। তাঁহার **সাকাররূপ** এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—"সর্বাননশিরোগ্রীবঃ" (শ্বেঃ ৩।১১, প্রঃ ৯৩২ পৃঃ), "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ" (শ্বেঃ ৩।৩, প্রঃ ৭৫২ পৃঃ), "বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেহি জড়জীবা বিনির্গতাঃ। সর্বতঃপাণিপাদান্তাৎ সর্বতোঽক্ষিশিরো-

-মুখাৎ" (২।৩।৪৩)। ব্রহ্ম এক এবং সর্বব্যাপি হইলেও তাঁহার সাকাররূপ যে এই একইপ্রকার, তাহা নহে; ভক্তেচ্ছাবশতঃ (৯৩২ পৃঃ) তিনি নটবৎ অনন্তমূর্ত্তি (২২৭ পৃঃ)। তাঁহার মূল-স্বরূপে কিন্তু শরীর নামক কিছুই নাই, সাধককে অনুগ্রহের এবং অপরের মোহ উৎপাদনের জন্য লীলাবশতঃ নটের ন্যায় তাঁহার স্বরূপই তত্তদাকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে (প্রঃ ২২৭ পৃঃ)। ইঁহার মতে তমঃশব্দবাচ্যা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, যাঁহার অন্য নাম প্রধান ও **মায়া**, তিনি পরব্রহ্মের অংশ, অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে হয়, জ্ঞানোৎপত্তি হইলে তাহা (—সেই ভিন্নতাবুদ্ধি) বাধিত হইয়া পড়ে (৮৫-৮৬ পৃঃ)। এইরূপে 'মায়া' নামক ব্রহ্মভিন্ন কোন পদার্থ অঙ্গীকৃত না হওয়ায় এই মতবাদকে **শুদ্ধাদ্বৈতবাদ** বলা হয়।

জগৎ—ব্রহ্মই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ (১।১।৪, ৮৯ পৃঃ)। তিনি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হন, যেমন সুবর্ণ কটককুণ্ডলাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ (১।৪।২৬)। জগৎসৃষ্টি তাঁহার লীলা (২।১।৩৩)। এই জগৎ মিথ্যা নহে; ব্রহ্মরূপে তাহা সত্য, অন্যপ্রকারে নহে (৫৩৫ পৃঃ)। বেদান্তে দুই প্রকারে সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভূতভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, কোথাও আকাশাদিক্রমে তাহাদের সৃষ্টি। প্রলয়ে যাহারা নামরূপবিহীনরূপে অবস্থিত ছিল, তাহাদেরই নামরূপযুক্তরূপে অভিব্যক্তি হয় (২।৩।১)। ক্রমসৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি (২।৩।২) এবং পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে তত্তৎ আকাশাদিভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ ভূতের উৎপত্তি হয় (৬৮৩ পৃঃ)। এই মতে ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণ ও মন ভৌতিক নহে (২।৪।২২, ৮১০ পৃঃ); আকাশোৎপত্তির পূর্বেই তত্তৎকারণভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে তাহাদের উৎপত্তি হয় (প্রঃ ৭০০ পৃঃ)। এইরূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হওয়ায় 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' সুষ্ঠুরূপে সিদ্ধ হয় (৬৮১ পৃঃ)। ভূতসৃষ্টির অনন্তর ত্রিবৃৎকরণ-পূর্বক সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকর্তৃক নামরূপের অভিব্যক্তি-আত্মক স্থূল সৃষ্টি হইয়া থাকে (২।৪।২০)।

জীব—এই মতে জীব উৎপত্তিনাশহীন, সুতরাং নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ **অণুপরিমাণ** চৈতন্য-গুণের দ্বারা সর্ব্বশরীরব্যাপী (২।৩।১৭-২৭), [ঈশ্বরাধীনভাবে, ৭২৪ পৃঃ] কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩৩-৩৫) এবং ব্রহ্মের **অংশ** (২।৩।৪৩); [সেইহেতু ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই ভাবে জীব ও জগৎ হইতে অধিক (—উৎকৃষ্ট, ব্যাপক, ভিন্ন, ২।১।২২) অংশী ব্রহ্ম এবং অংশ জীবের মধ্যে ভেদাভেদই সিদ্ধ হয়]। ইঁহার মতে জড় পদার্থ হইতে ভিন্নতাসাধক প্রজ্ঞা ও দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মগুণসকল জীবে প্রধানভাবে প্রতীত হওয়ায়, অমাত্যে রাজপদপ্রয়োগের ন্যায় "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে জীবে ভগবচ্ছব্দের প্রবৃত্তি গৌণভাবে হইয়াছে (২।৩।২৯)। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃ জড়বস্তুতে তাঁহার সৎ-অংশের, জীবে জ্ঞানাংশের এবং অন্তর্যামীতে আনন্দাংশের প্রাকট্য হইয়া থাকে, তিনি অভিন্ননিমিত্তোপাদান হইলেও সর্ব্ব বস্তুতে সচ্চিদানন্দস্বরূপতার স্ফুরণ হয় না; ভগবদিচ্ছাই এই স্থলে নিয়ামক (৮৬ পৃঃ)।

সাধন—"ঔপনিষদ্‌জ্ঞানস্যাপি কর্ম্মোপযোগিত্বম্" (১।১।১, ৪২ পৃঃ), "উপাসনায়াঃ.... জ্ঞানরূপত্বাৎ" (ঐ ৪৫ পৃঃ), ইত্যাদি ভাষ্যালোচনার দ্বারা প্রতিভাত হয়—ইনি জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এবং কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী। "জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াদেব মোক্ষপ্রাপ্তিঃ অভিপ্রেয়তে" (প্রঃ ২৫ পৃঃ) ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে ইহা স্পষ্টতঃই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। শমদমাদিসাধনসম্পত্তি (৩।৪।২৬),

শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান ও যোগ (৩।২।২৪), যাগযজ্ঞাদি নিত্য কর্ম্ম, জ্ঞান (৩।১।২৫), শ্রীভগবানের নাম ও গুণাদি শ্রবণ, তাহার সতত কীর্ত্তন, উপাসনা, নমস্কার প্রভৃতি ভগবদ্ধর্ম্ম (১২২৭ পৃঃ), ইত্যাদি এই সকলই এই মতে সাধনরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। আশ্রমকর্ম্মসকল শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধনসকলের সহকারী। আশ্রমকর্ম্মব্যতিরেকে শমদমাদিও ভগদ্বিষয়ক জ্ঞানকে স্থির করিতে সমর্থ হয় না, সেইহেতু আশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক (৩।৪।৩২)। যাঁহারা আত্যন্তিক ভক্তিমান্, তাঁহাদের ভক্তি ব্যতিরেকে আশ্রমকর্ম্মাদি অন্য সাধনের অপেক্ষা নাই (১২২০ পৃঃ) এবং শমদমাদিরও পৃথগ্‌ভাবে অভ্যাসের আবশ্যকতা নাই, তাহারা স্বতঃই সিদ্ধ হয়। জ্ঞানমার্গী সাধকের পক্ষে কিন্তু শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন এবং যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন অবশ্যানুষ্ঠেয় (৩।৪।২৬)। ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলনই সর্ব্বোত্তম সাধন (৩।৪।৩৪)। যাঁহারা জ্ঞানমার্গী সাধক তাঁহারা শ্রীভগবানকে "আমিই তুমি, তুমিই আমি", এই প্রকারে আত্মরূপে (৩।৩।৩৭) অহংগ্রহধ্যান করিবেন ; যাঁহারা ভক্তিমার্গী, তাঁহারা শ্রীভগবানের সমীপে গমন করিবেন, অর্থাৎ হৃদয়কমলে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সমীপে 'তিনি আমার আত্মার আত্মস্বরূপ", এই ভাবাবলম্বনকরতঃ পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিবেন (৪।১।৩)। এইরূপে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন এবং নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ বহিরঙ্গ সাধনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে পরমাত্মা সেই চিত্তে স্বয়ংই আবির্ভূত হন (১২৮ পৃঃ)। গৃহস্থাশ্রম বাধাহীনভাবে ভগবৎরসাস্বাদের প্রতিবন্ধক হইলে এই মতে সন্ন্যাসাশ্রমও অঙ্গীকৃত হইয়াছে (৩।৪।৪২)। [জনশ্রুতি এইপ্রকার আছে যে, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য ৺কাশীতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন]। জ্ঞানিগণেরও স্বাশ্রমবিহিত নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যথা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে (৩।৪।৩১)। ভক্তগণ ভগবদ্ধর্ম্মের অনুরোধে আশ্রমকর্ম্ম ন করিলেও কিন্তু প্রত্যবায়ভাগী হন না (৩।৪।৩৪)। অণুভাষ্যে পুষ্টিমার্গ ও ভক্তিমার্গ, এই শব্দদ্বয় বহুস্থলে পর্য্যায়শব্দরূপে ব্যবহৃত হইলেও ভক্তিমার্গে দ্বিবিধ ভেদ অঙ্গীকৃত হয় ; যথা—১। যাঁহারা বিহিত সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা, অর্থাৎ বৈধী ভক্তি অবলম্বনে মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়—'**মর্য্যাদা**মার্গীয় ভক্ত'। আর যাঁহারা বিহিত সাধন ব্যতিরেকেই মাত্র প্রেমভক্তি ও ভগবৎকৃপার দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়—**পুষ্টি**মার্গীয় ভক্ত (৪।২।৭, ৪।৩।১৭)।

মুক্তি—জ্ঞানী ও ভক্ত, উভয়েরই মুক্তি দ্বিবিধ. ১। সদ্যোমুক্তি এবং ২। ক্রমমুক্তি। **(ক)** জ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা "তুমিই আমি, অমিই তুমি", এইপ্রকার অহংগ্রহাত্মক ব্যতিহারধ্যানে (৩।৩।৩৭) সিদ্ধিলাভ করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাকৃত সত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত হইয়া নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে আরূঢ় হন (১৩৬৭-৬৮ পৃঃ), তাঁহারা প্রারব্ধক্ষয়ে নির্গুণব্রহ্মে প্রবেশ করেন, ইঁহাদের লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণ হয় না। ইহাই জ্ঞানীর **সদ্যোমুক্তি**। ইহাতে নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মে প্রবেশরূপ সাযুজ্য লব্ধ হইলেও (১৩৮২ পৃঃ) জীবের মধুপিষ্ট স্বর্ণরেণুবৎ পৃথক্ অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয়, "জীবস্য সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্মাভেদঃ····নাস্তি" (প্রকাশ ১৩৬৬ পৃঃ), "মুক্তি দশায়ামপি সাম্যমাত্রবোধনাচ্চ", "জীবব্রহ্মৈক্যস্যাপি তাদাত্ম্যরূপত্বম্ এব, ন তু সর্ব্বাত্মনা অভেদরূপত্বম্", "অভেদস্য তাদাত্ম্যাত্মকত্বাৎ" (ঐ ১৩৬১-৬৩ পৃঃ), ইত্যাদি বচন হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতি অবগত হওয়া যায়। ["ভেদগর্ভিত অভেদসম্বন্ধকে

'তাদাত্ম্যসম্বন্ধ" বলে]। (খ) আবার নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ হইলেও যাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হয়, তাঁহাদের হয় **ক্রমমুক্তি**। তাঁহারা আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক বাহিত হইয়া দেবযানমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং প্রারব্ধক্ষয়ে সেই স্থলেই অক্ষর নির্গুণব্রহ্মে প্রবেশ করেন, ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৩।৭, ৪।৩।১৪, প্রঃ ১৩৬৭-৬৮ পৃঃ)। (ক) ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা পুষ্টিমার্গী সিদ্ধ সাধক, তাঁহাদের উৎক্রমণ হয় না, শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন তাঁহাদের লিঙ্গশরীর স্বীয় হৃদয় গুহাতেই প্রকটিত পুরুষোত্তমে বিলীন হয় এবং তৎকালেই তাঁহারা পুরুষোত্তমের সহিত ভোগযোগ্য পুরুষোত্ত-মাত্মক দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষোত্তমের সহিত লীলাত্মক ভোগ প্রাপ্ত হন (৪।২।১, ৪।২।৪, ভাষ্য ও প্রকাশ)। ব্যাপী বৈকুণ্ঠলোক তাঁহাদের হৃদয়গুহাতে হৃদয়াকাশেই প্রকটিত হয় (৪।২।১, ৪।৩।১৭, ১৩৮১ পৃঃ), **সদ্যোমুক্ত** তাঁহাদের আর তথায় গমনের প্রশ্নই উঠে না। (খ) যাঁহারা মর্য্যাদামার্গীয় সিদ্ধ ভক্ত, তাঁহাদের হয় **ক্রমমুক্তি**। প্রারব্ধক্ষয়ে স্থূলশরীর হইতে উৎক্রমণকরতঃ তাঁহারা দেবযানমার্গে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন (৪।৩।৭)। তথায় সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটিত পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার হয় ও তাঁহাতে তিনি বিলীন হন। তদনন্তর শ্রীভগবান্‌কর্তৃক স্বীয় স্বরূপ হইতে নিষ্কাসিত তাঁহার পুরুষোত্তমাত্মক দেহপ্রাপ্তির অনন্তর পুরুষোত্তমের সহিত লীলাত্মক ভোগপ্রাপ্তি হয় (প্রঃ ১৩০৬ পৃঃ, ৪।৪।১)। উভয়বিধ মুক্তেরই এই ভোগ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জ, এই ভোগে কায় বাক্য ও মনের লৌকিক ব্যাপার কিছুই নাই। বৈকুণ্ঠস্থ ভক্ত ও ভগবানের এই লীলা শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে কদাচিৎ লোকমধ্যে লীলা-প্রকটনের জন্য মথুরাদি শুদ্ধ দেশেও, চক্ষুর্গোলকে চক্ষুর ন্যায় স্থাপিত হয়। ইহাতেও লৌকিক ব্যাপার কিছুই নাই (৪।৪।১৭)। ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২)। মুক্তাবস্থাতেও সকলে মুক্তির ফলভূত ভক্তিরসের অনুভব করিতে পারেন না, কারণ তাহা ভগবদিচ্ছার অধীন ; সাধনের দ্বারা প্রাপ্তব্য নহে। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্", এইপ্রকার শুকবাক্যও আছে (৩।৪।৫১)। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। [চোখাম্বা হইতে প্রকাশিত অণুভাষ্য এবং তাহার টীকা ভাষ্যপ্রকাশ (প্রঃ) অবলম্বনে লিখিত]।

৭। আচার্য্য রামানুজের—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—ইহা বেদান্তদর্শনের **শ্রীভাষ্য**কার পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের মত। ইনি পাঞ্চরাত্র আগমকে অনুসরণকরতঃ এই ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার মতে—পূর্ব্বোত্তরমীমাংসা ষোলটী অধ্যায়যুক্ত একই শাস্ত্র (১।১।১, ৬ পৃঃ)। কর্ম্মসমুচ্চিত জ্ঞান হইতে মোক্ষ লব্ধ হয় বলিয়া পূর্ব্বে কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের জন্য পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়নের অনন্তর এই উত্তর-মীমাংসা শাস্ত্রে অধিকার হয় (ঐ ১৪-১৫ পৃঃ)। **ব্রহ্ম**—এই মতে স্বভাবতঃ নিরস্তনিখিলদোষ এবং অবধি ও তারতম্যরহিত অসংখ্য কল্যাণগুণসমন্বিত পুরুষোত্তমই (শ্রীবিষ্ণুই) ব্রহ্ম (৫ পৃঃ)। ইনি নিত্যমুক্ত স্বপ্রকাশ ও চৈতন্যৈকস্বরূপ (১।১।১, ১৮৩ পৃঃ)। ইনি জীব হইতে ভিন্ন (২।১।২২), সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বশক্তি ও বিচিত্র বহু শক্তিযুক্ত (১।১।২, ২৭০ পৃঃ)। ইনি উভয়লিঙ্গ, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ। নিরস্তনিখিলদোষ ও হেয়গুণরহিত, সুতরাং নির্গুণ (১।১।১, ২৪২ পৃঃ) এবং অশেষকল্যাণগুণের আকর, সুতরাং সগুণ (৩।২।১১, ৩৭০ পৃঃ)।

উপাসকগণকে অনুগ্রহের জন্য ইনি স্বেচ্ছায় নানাশরীরধারী (১।১।২১)। ইনি অব্যক্ত, প্রমাণের অগোচর (৩।২।২২), কিন্তু ভক্তিরূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা সম্যক্ প্রীত হইলে প্রত্যক্ষ হন (৩।২।২৩)। ইনি সর্ব্বব্যাপক (৩।২।৩৬) এবং জীবের কর্ম্মানুসারে (২।৩।৪১) ঐহিক ও আমুষ্মিক কর্ম্মফলদাতা (৩।২।৩৭)। এই বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ ষড়্গুণযুক্ত* হইলেও 'সূক্ষ্ম' 'ব্যূহ' ও 'বিভব', এই ত্রিবিধ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপে অবস্থান করেন (২।২।৪১)। **যতীন্দ্রমত**দীপিকাতে আছে—পর ব্যূহ বিভব অন্তর্যামী এবং অর্চ্চাবতার, পরমেশ্বর এই পাঁচপ্রকার স্বেচ্ছাবিগ্রহধারী। **১। 'পর'**শব্দে—বৈকুণ্ঠপুরীতে শ্রী ভূ ও নীলা (লীলা), এই মহিষীত্রয়সেবিত শঙ্খচক্রাদি দিব্যায়ুধধারী পরব্রহ্ম বাসুদেবাদি শব্দবাচ্য নারায়ণ গ্রহণীয় (য: ৮৪ পৃ:)। ইনিই ভাষ্যোক্ত 'সূক্ষ্ম' শব্দে সমর্পিত হইয়াছেন (২।২।৪১)। **২। ব্যূহ**শব্দে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ গ্রহণীয়। সঙ্কর্ষণাদি শেষোক্ত তিনজন যথাক্রমে জীব মন ও অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা (২।২।৪১)। ইঁহারা উপাসনা ও জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির জন্য পরশব্দবাচ্য নারায়ণেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি (য: ৮৪ পৃ:)। মৎস্য কূর্ম্ম রাম ও কৃষ্ণাদি অবতারকে বলে **৩। বিভব** (য: ৮৬ পৃ:)। অবতারের রূপ অপ্রাকৃত (১।১।২১, ৪১৬ পৃ:)। বিভবের অর্চ্চনাদ্বারা ব্যূহকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনাদ্বারা পরব্রহ্ম বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (২।২।৪১)। জীবের হৃদয়দেশে তাহার সুহৃদ্রূপে অবস্থিত, কিন্তু জীবগত দোষের দ্বারা অস্পৃষ্ট পরমেশ্বরই **৪। অন্তর্যামী**। দেবালয়াদিতে কচিৎ স্বয়ং অভিব্যক্ত, কচিৎ দেবগণ বা সিদ্ধপুরুষগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত, কোথাও বা মনুষ্যকর্ত্তৃক স্থাপিত প্রতিমাদি মূর্ত্তিকে নিজের শরীররূপে স্বীকারকারী অপ্রাকৃত শরীরবিশিষ্ট পরমেশ্বরই **৫। অর্চ্চাবতার** (য: ৮৮ পৃ:)। এই মতে 'চিৎ' 'অচিৎ' ও তাহাদের 'নিয়ামক'ভেদে, অর্থাৎ ভোক্তা ভোগ্য ও নিয়ন্তৃভেদে (২।৩।১৮, ২৩৪ পৃ:) পদার্থ তিন প্রকার। তন্মধ্যে 'চিৎ'-শব্দে—চেতন ভোক্তা জীব, 'অচিৎ'-শব্দে—জড়া প্রকৃতি, তাহার কার্য্য জড় জগৎ ও ভোগ্যপ্রপঞ্চ এবং 'নিয়ামক' শব্দে—জীবের ও জগতের নিয়ামক পরমেশ্বর গ্রহণীয় (১।১।১, ২৩৪ পৃ:)। এই চিৎ ও অচিদ্বস্তু পরমাত্মার শরীর (১।৪।২৩, ৬৯৫ পৃ:)। এই চিদচিদ্বিশিষ্ট শ্রীমন্নারায়ণই অদ্বৈততত্ত্ব (য: ২ পৃ:)। এতাদৃশ স্বগতভেদবিশিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব অঙ্গীকৃত হওয়ায় এই মতবাদকে **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** বলা হয়। সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম কারণ এবং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম কার্য্য (য: ৮২ পৃ:)। স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থ চিদচিদ্বস্তুশরীর পরব্রহ্ম কার্য্য ও কারণ উভয়াবস্থাতে অবস্থিত থাকিলেও নিরস্তনিখিলদোষ এবং সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অপরিমিত গুণের সাগর (২।৩।১৮, ২৩৭ পৃ:)। বাল্য ও যৌবনাবস্থা যেমন শরীরের ধর্ম্ম, শরীরী তাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না; তদ্রূপ পরমেশ্বর চিদচিদ্বস্তুশরীরী, অর্থাৎ জগচ্ছরীরী হইলেও তদ্গত দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, সুতরাং তাঁহার নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতির বিরোধ হয় না (য: ৮৩ পৃ:)। জগদ্রূপ চিদচিচ্ছরীরী পরব্রহ্ম সবিশেষ (নির্ব্বিশেষ নহেন) এবং তাঁহার বিভূতিভূত জগৎও পারমার্থিক সত্য (মিথ্যা নহে, ১।১।১, ১৪৫ পৃ:)। এই মতে—মহেশ্বর, শিব, শম্ভু ও রুদ্র প্রভৃতি শব্দ অবয়বশক্তির (—যৌগিকবৃত্তির বলে চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভকে সমর্পণ করে (য: ৮১-৮২ পৃ:)। [শিবনামক অন্য তত্ত্ব নাই]

* সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞা ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥ (বায়ুপুরাণ ১২।৩১)

জগৎ—পরমেশ্বরই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ (১।১।২; ২৭০ পৃঃ)। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্টরূপে তিনি উপাদানকারণ এবং সৃষ্টিবিষয়কসঙ্কল্পবিশিষ্টরূপে তিনি নিমিত্তকারণ (যঃ ৮০ পৃঃ)। পরমেশ্বরের শরীরভূতা অচিৎ জড়া প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয়। তাহা নিত্যা এবং 'অক্ষর' 'অবিদ্যা' ও মায়াশব্দবাচ্যা। শ্রীভগবানের সঙ্কল্পবশতঃ তাহাতে গুণবৈষম্য হয়, তাহার ফলে তাহা হয় কার্য্যোন্মুখ, এই অবস্থাকে বলা হয় 'অব্যক্ত'। তাহা হইতে হয় 'মহত্তের' উৎপত্তি। মহৎ সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধ। মহৎ হইতে হয় 'অহঙ্কারের' উৎপত্তি। ইহাই দেহাভিমানাদির জনক। এই অহঙ্কারও সত্ত্বাদিগুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ। রাজস অহঙ্কারসহকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে 'মন' সহ ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। এই মনোরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বলা হয়, তাহাই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু (যঃ ৩৬-৩৭ পৃঃ)। রাজস অহঙ্কারসহকৃত তামস অহঙ্কার হইতে 'শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রার' এবং তত্তৎ তন্মাত্রা হইতে তত্তৎ আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয় (যঃ ৪০ পৃঃ)। অব্যক্ত মহৎ ও আকাশাদি সর্ব্ব স্থলেই তত্তৎ পূর্ব্বশরীরী পুরুষোত্তম তত্তৎ উত্তরবর্ত্তী পদার্থের উৎপত্তির হেতু (২।৩।১৪)। অতঃপর সেই পুরুষোত্তম কর্ত্তৃকই ত্রিবৃৎকরণ [পঞ্চীকরণ, যঃ ৪৩ পৃঃ] পূর্ব্বক নামরূপের অভিব্যক্তি, অর্থাৎ স্থূল জগতের সৃষ্টি হয় (২।৪।১৭)। এই মতে জীবের দেহকে ধারণ করিবার সামর্থ্যযুক্ত বিশেষ অবস্থাপন্ন বায়ুই মুখ্যপ্রাণ, তেজঃপ্রভৃতির ন্যায় তাহা তত্ত্বান্তর নহে (২।৪।৮, বেদান্তদীপ)। এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। চিদচিদ্বস্তুশরীরী পরমেশ্বর যখন বিভক্তনামরূপাবলম্বনে অবস্থান করেন, তখন 'কার্য্যরূপে' এবং যখন অবিভক্তনামরূপাবলম্বনে অবস্থান করেন, তখন 'কারণরূপে' অভিহিত হন (১।৪।২৩, ৬৯৫ পৃঃ)। অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর স্বলীলোপকরণ স্বশরীরভূত জগৎপ্রপঞ্চকে তন্মাত্রা ও অহঙ্কারাদিক্রমে 'তমঃশব্দবাচ্য' অতিসূক্ষ্ম অচিদ্বস্তুরূপে বিলীন করিয়া তমঃশরীরিরূপে অবস্থান করেন, ইহাই 'প্রলয়াবস্থা'। আবার তমঃশরীরি সেই ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ "বিভক্তনামরূপ চিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরী হইব", এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া লয়ের বিপরীতক্রমে জগৎ-শরীরী তিনি নিজেকে উক্ত অব্যক্ত ও মহদাদিক্রমে ব্যক্ত জগদাকারে পরিণত করেন (১।৪।২৭, ৭০১ পৃঃ)। প্রলয়াবস্থাতে যখন তিনি অবিভক্ত নামরূপাবলম্বনে অবস্থান করেন, তখন কারণাবস্থ তিনি "অজামেকাম্", "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতির প্রতিপাদ্য (১।৪।২৩, ৬৯৫ পৃঃ)। প্রলয়াবস্থাতে চিৎস্বরূপ জীবের শরীরও সঙ্কুচিত হওয়ায় তাহার জ্ঞানেরও সঙ্কোচ হয়; আবার সৃষ্টি-অবস্থাতে তাহার শরীর বিকসিত হইলে তাহার জ্ঞানেরও বিকাশ হয়। এইপ্রকার সঙ্কোচবিকাশযুক্ত জীবাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া নিত্য জীবকে পরমেশ্বরের 'কার্য্য' বলা হয়; এই দৃষ্টি অবলম্বনেই জীব কার্য্যপদার্থ হওয়ায় এবং কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হওয়ায় "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান শ্রুতির" (মুঃ ১।১।৩) সার্থকতা সিদ্ধ হয় (২।৩।১৮)। এই মতে "নেতি নেতি" শ্রুতির অর্থ—তন্মাত্রপরিচ্ছিন্নতার নিষেধ, অর্থাৎ ব্রহ্ম মাত্র মূর্ত্তামূর্ত্তবিশেষণবিশিষ্ট নহেন, তদতিরিক্ত গুণজাতও তাঁহার আছে (৩।২।২১)।

জীব—এই মতে জীব উৎপত্তিনাশহীন, সুতরাং নিত্য (২।৩।১৮), অণুপরিমাণ (২।৩।২০), কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩৩-৩৪), স্বরূপতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞানমাত্র নহে (২।৩।১৯)। ইহা পরমাত্মার অংশ (২।৩।৪২) এবং তাঁহার অধীন (২।৩।৪০)। প্রভা হইতে প্রভাবান

যেমন পৃথক্; তদ্রূপ স্বাংশভূত জীব হইতে পরমাত্মা পৃথক্ (২।৩।৪৫)। জীব তিনপ্রকার—১। বদ্ধ ২। মুক্ত ও ৩। নিত্য (যঃ ৭৫ পৃঃ)। ১। বদ্ধ প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের নানা ভেদ আকরে দ্রঃ। ২। মুক্ত—সাধনরূপ উপায় পরিগ্রহকরতঃ সিদ্ধিলাভান্তে ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে স্থূল দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠ নামক দিব্যলোকে শ্রীভগবানের নিকট গমনকরতঃ সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারাই মুক্ত (যঃ ৭৭ পৃঃ)। ভগবদনভিপ্রেত বিরুদ্ধ আচরণের অভাবে যাঁহাদের জ্ঞানের সংকোচ কখনও হয় না, সেই অনন্ত, গরুড় ও বিষ্বক্সেন প্রভৃতিই ৩। নিত্য জীব (যঃ ৭৮ পৃঃ)। "শ্রীভূনীলানাম্ অনন্তগরুড়াদীনাং চ দেহঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ঃ" (যঃ ৮৪ পৃঃ, প্রকাশ), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়—অনন্ত ও গরুড়াদি নিত্য জীবগণের দেহ শুদ্ধসত্ত্বগুণময়। পরমেশ্বরমহিষী শ্রীদেবী, ভূদেবী ও নীলা (লীলা) দেবীর শরীরও শুদ্ধসত্ত্বগুণময়। [তাহা হইলে শ্রীদেবী প্রভৃতিও কি নিত্য জীব? অথবা "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৬১) ইত্যাদি বচনানুসারে (১।১।১, ১৪৩ পৃঃ) শ্রীদেবী কি অগ্নির প্রভার ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর পরাশক্তি, তাঁহার লীলাবিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বগুণময়? তাহা হইলে ভূদেবী ও লীলাদেবী বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি? ইহা সম্প্রদায়বিদ্গণের নিকট অনুসন্ধেয়]। এই মতে "তত্ত্বমসি" শব্দের অর্থ এই—শরীরবাচক শব্দ যেমন শরীরীতে পর্যবসিত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যশব্দ প্রয়োগ করিলে মাত্র মনুষ্যশরীরের বোধ হয় না, কিন্তু চেতন শরীরীরও বোধ হয়, তদ্রূপ 'তত্ত্বমসি' শব্দে 'ত্বম্' পদের অর্থ যে জীবরূপ পরমাত্মার শরীর, সেই শরীরের শরীরী পরমাত্মারই বোধ হয় (যঃ ৩৩ পৃঃ)। তাহাতে ফলতঃ 'তত্ত্বমসি' শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ হয়—'তুমি তাঁহার শরীর'। "তৎপদং হি সর্ব্বজ্ঞং...ব্রহ্ম পরামৃশতি। ত্বংপদঞ্চ ...জীবশরীরকং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি" (১।১।১, ২২১ পৃঃ), "জীবশরীরক ব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ" (২।৩।৪৫, ২৭৩ পৃঃ), "জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্", "প্রত্যক্ষরাণি চ ব্রহ্মণস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্মভাবমেব তাদাত্ম্যং বদন্তি" (১।১।১, ২২৫-২৬ পৃঃ), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচনসকল হইতেও এইপ্রকার অর্থই প্রতিভাত হয়। অথবা 'তৎ'পদের অর্থ—সর্ব্বকল্যাণগুণাকর পরমেশ্বর; 'ত্বম্'পদের অর্থ—জীবশরীরী অন্তর্যামী। এইরূপে "তত্ত্বমসি" শব্দের অর্থ হয়—"জীবের অন্তর্যামী ও পরমেশ্বর অভিন্ন"। "ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বম্ অপি ঐশ্বর্য্যপরং প্রতিপাদিতং ভবতি" (ঐ ২২৫ পৃঃ), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিও প্রতিভাত হয়। বেদার্থসংগ্রহে (৮২ কণ্ডিকা) এই শেষোক্ত পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে।

৫। সাধন—এই মতে কর্ম্মসমুচ্চিত জ্ঞান হইতে মুক্তি লব্ধ হয় (১।১।২, ১৪ পৃঃ)। জ্ঞান শব্দের অর্থ—ধ্যান ও উপাসনা (ঐ ২১ পৃঃ)। যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি শুভ কর্ম্ম, শমদমাদি (৩।৪।২৬-২৭), পরব্রহ্মের উপাসনা, প্রকৃতিবিযুক্ত (—প্রকৃতির কার্য্য শরীরাদি হইতে ভিন্ন) নিজেকে ব্রহ্মাত্মকরূপে ধ্যান (—অহংগ্রহোপাসনা, ৪।৩।১৪)। "পরব্রহ্ম আমার আত্মার আত্মস্বরূপ" এইপ্রকার [পৃথগ্গ্রহ] উপাসনা (৪।১।৩), "অহং ব্রহ্ম" এইপ্রকার অহংগ্রহোপাসনা (বেদান্তদীপ, ৪।১।৩), পরমেশ্বরের প্রীতিসাধন ভক্তিরূপ নিদিধ্যাসন, এবং অনন্যা ভক্তি (৩।২।২৩), ইত্যাদি এই সকলই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ভগবৎকৃপাই তাঁহাকে প্রাপ্তির হেতু, "যমেবৈষ বৃণুতে" (মুঃ ৩।২।৩) ইত্যাদি শ্রুতি ইহার

বলেন (ঐ, ৩৮৮ পৃঃ)। এই মতে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে সন্ন্যাসাশ্রমও অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তবে তাহাতেও স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক (৩।৪।২৫)।

মুক্তি—এই মতে সাযুজ্যমুক্তিই মুক্তিপদবাচ্য। সালোক্য ও সামীপ্যাদি মুক্তি স্বর্গাদির ন্যায় কলান্তর মাত্র, তাহাতে মুক্তিশব্দের প্রয়োগ গৌণ। সাযুজ্যশব্দের অর্থ—'ভোগসাম্য' (যঃ ৭৮-৭৯, প্রকাশ)। এই মতে বন্ধন পারমার্থিক হওয়ায় জ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে, ভক্তি ও উপাসনার দ্বারা প্রীত শ্রীভগবানের প্রসাদেই বন্ধনের নিবৃত্তি হয় (১।১।১, ২৪৭ পৃঃ)। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে সিদ্ধ সাধক ইন্দ্রিয় (—লিঙ্গশরীর) ও সূক্ষ্মশরীর (৪।২।৯) সহ মূর্দ্ধন্যনাড়ীদ্বারে উৎক্রমণকরতঃ (৪।২।১৬) অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (৪।৩।১৪)। মার্গমধ্যে বিরজানদী উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার সূক্ষ্মশরীর পরিত্যক্ত ও অপ্রাকৃত দিব্যবিগ্রহ লব্ধ হয় এবং তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্য দিব্যনগরে প্রবেশ করেন (যঃ ৭৭ পৃঃ)। তখন তাঁহার স্থূলসূক্ষ্মশরীরবিনির্ম্মুক্ত অসঙ্কুচিত জ্ঞানাদিযুক্ত স্বস্বরূপের আবির্ভাব হয় (বেদান্তদীপ ৪।৪।১)। অবিদ্যা তিরোহিত হওয়ায় তাঁহাতে অপহতপাপ্মত্ব ও সত্যসঙ্কল্পত্বাদি স্বাভাবিক ব্রাহ্মীগুণনিচয়ের আবির্ভাব হয় (৪।৪।৩)। পরমাত্মাকে "আমি ব্রহ্ম" এইপ্রকারে স্বাভিন্নরূপে দর্শন করেন (৪।৪।৪) এবং স্বপ্রকাশ বিজ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত হন (৪।৪।৭)। জগতের সৃষ্ট্যাদিব্যাপার ব্যতিরিক্ত (৪।৪।১৭) ঈশ্বরাধীনভাবে (৪।৪।২০) তিনি স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে (৪।৪।৮) এক বা বহু শরীরযুক্তরূপে (৪।৪।১৫), অথবা শরীরবিহীনরূপে (৪।৪।১২) অবস্থিত হইয়া নানাপ্রকার ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। ব্রহ্মের যাথাত্ম্যানুভবরূপ ভোগমাত্রেই মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সমানতা লাভ করেন (৪।৪।২১), তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২)। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ আচার্য্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ["বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ" হইতে প্রকাশিত 'শ্রীভাষ্য', 'আনন্দাশ্রম' হইতে প্রকাশিত 'প্রকাশ' নামক টীকা সহিত 'যতীন্দ্রমতদীপিকা' (যঃ) এবং 'বেদান্তদীপ' অবলম্বনে লিখিত। সূত্রসংখ্যা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উক্ত পুস্তকত্রয়ের]।

৮। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের—শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—শৈবাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীকণ্ঠ বেদান্তদর্শনের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন, এই ভাষ্য শ্রীকণ্ঠভাষ্য নামেই পরিচিত। এই ভাষ্যপ্রতিপাদিত মতবাদকে "শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" বলা হয়। অদ্বৈতবেদান্তমতে 'ন্যায়রক্ষামণি', 'কল্পতরুপরিমল' এবং 'সিদ্ধান্তলেশ' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিত প্রথম জীবনে এই ভাষ্যের উপর 'শিবার্কমণিদীপিকা' (শিঃ) নামক একটী বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোকে পূজ্যপাদ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে। পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে"। শিবার্কমণিদীপিকা (৯-১২ পৃঃ) এবং গ্রন্থের অন্যান্য স্থলের আলোচনা হইতে প্রতিভাত হয়—'পূর্ব্বাচার্য্যশব্দে' ইনি আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ এবং আনন্দতীর্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন। গ্রন্থের আদি ও অন্তে ইনি স্বীয় গুরুরূপে (পদদ্বন্দ্বভ্রমরাস্তোতিভাধনা) 'শ্বেতাচার্য্য' নামক শৈবাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার বলেন—শ্বেতাচার্য্য শিবাবতার এবং ২৮জন যোগাচার্য্যের আদি আচার্য্য (শিঃ ৬পৃঃ)। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের মতে—পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা ষোড়শাধ্যায়বিশিষ্ট একই শাস্ত্র (১।১।১,

৩৪ পৃঃ)। ব্রহ্মবোধের প্রতি ধর্ম্মই সাধন হওয়ায় ধর্ম্মবিচারের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য (ঐ ৩৯ পৃঃ)। **ব্রহ্ম**—জগতের জন্ম স্থিতি প্রলয় আবরণ (—জীবের নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির আবরণরূপ বন্ধন) এবং অনুগ্রহ (—বন্ধন হইতে মুক্তিদান) এই পঞ্চকৃত্য যাঁহা হইতে হইয়া থাকে (১।১।২, ১০৯-১৫ পৃঃ), যিনি চিদচিৎপ্রপঞ্চাকারে পরিণামিনী পরমশক্তি-বিশিষ্ট, যিনি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত, যিনি ভব ও শিবাদি নামাষ্টকদ্বারা প্রকাশিত (১।১।১, ৭১ পৃঃ), সর্বোপদ্রব ও কলঙ্করহিত, নিরতিশয় জ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং মহিমাযুক্ত (ঐ ৮৯ পৃঃ); তিনিই, অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় শিবতত্ত্বই পরব্রহ্ম (ঐ ৭১ পৃঃ)। ভব শর্ব্ব ঈশান পশুপতি রুদ্র উগ্র ভীম ও মহাদেব, এই আটটী ইঁহার প্রধান নাম (১।১।২, ১২৫ পৃঃ)। শিব পরমেশ্বর শম্ভু (১।১।১, ৭১ পৃঃ) ত্রিলোচন বিরূপাক্ষ নীলগ্রীব বিলোহিত শিতিকণ্ঠ (৩।৩।৩৯) ইত্যাদি নামেও ইনি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমোক্ত নামাষ্টকের এইপ্রকার অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন—"সর্বত্র সদা ভবতি",—'সদা সর্বত্র বর্ত্তমান', এইহেতু তিনি **ভব**। ['শৄ' ধাতুর অর্থ 'হিংসা'; 'শৃণাতি হিনস্তি জগৎ' ইতি শর্ব্বঃ (শিঃ ৬৯ পৃঃ), এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে] সর্বসংহারক, এইহেতু **শর্ব্ব**। নিরুপাধিক পরম ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হওয়ায় ইনি **ঈশান**। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত চেতনাচেতনের পতি হওয়ায় ইনি **পশুপতি**। সংসার-রুজের (—তাপের) দ্রাবক (—নাশক) হওয়ায় ইনি **রুদ্র**। অপরের তেজের দ্বারা অনভিভূত হওয়ায় ইনি **উগ্র**। নিয়ামকরূপে নিখিল চেতনের ভয়হেতু হওয়ায় ইনি **ভীম**। আত্মজ্ঞান ও মহান্ যোগৈশ্বর্য্যদ্বারা স্বমহিমাতে প্রকাশিত হওয়ায় ইনি **মহাদেব** (১।১।২, ১২৫-২৮ পৃঃ)। শিবকারক (—মঙ্গলকারক) কল্যাণগুণযুক্ত হওয়ায় ইনি **শিব**। সকল জগতের শাসক হওয়ায় ইনি **পরমেশ্বর**। সুখস্বরূপ হওয়ায় ইনি **শম্ভু** (শিঃ ১।১।১, ৬৯ পৃঃ), ইত্যাদি। ইঁহাতে স্বপ্রকাশত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব (৪।৩।১৪), সর্ব্বপাপরাহিত্য (১।১।২১), সর্ব্বজ্ঞত্ব নিত্যতৃপ্তত্ব অনাদিবোধত্ব স্বতন্ত্রত্ব অলুপ্তশক্তিত্ব এবং অনন্তশক্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম নিত্যসিদ্ধ (৩।২।২৯)। ইনি কর্ম্মফলদাতা (৩।২।৩৭), সর্ব্বান্তর্যামী, নিরস্তনিখিলদোষ এবং নিরতিশয় মঙ্গলাকর (৩।২।১১)। শরীরিরূপে দেবাদি শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও ইনি রূপরহিতবস্তুর ন্যায় অবস্থান করেন, অর্থাৎ নামরূপগতদোষের দ্বারা তিনি অস্পৃষ্ট (৩।২।১৪)। ইনি নিরবয়ব (২।২।৩৬, ২।১।২৭, শিঃ) হইলেও বিচিত্র অনন্তশক্তিযুক্ত **মায়ারূপ** পরমশক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় সেই শক্তিবলে প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, স্বতঃ প্রপঞ্চাতীতরূপে অবস্থান করেন (২।১।৩১)। ইনি স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ (৩।২।১৬); প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অভিব্যক্ত হন না, পরন্তু ধ্যানরূপ জ্ঞানের দ্বারা সম্যগ্ আরাধিত হইলে উপাসকের নিকট অভিব্যক্ত হন (৩।২।২২-২৩); তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা তৎসদৃশ কিছুই নাই (৩।২।৩১, ৩৫)। সর্বাধার ও সর্বগত হইলেও সাধককে অনুগ্রহের জন্য "কপ্যাসং পুণ্ডরীকনয়নং * হিরণ্ময়বপুঃ" ইত্যাদি নানারূপধারী (১।১।২১) এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উমা বিনায়ক প্রভৃতি সর্বপ্রপঞ্চবাচ্য ও অন্তর্যামিরূপে যাবতীয় চিদচিদ্বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট (১।৪।২২, ৫৫১ পৃঃ)। ইনি স্বাভাবিক শক্তিবিশিষ্ট

* বৃদ্ধশাতাতপ স্মৃতি (শ্রীকরভাষ্য ১।১।২২, ৭৪ পৃঃ), রামানুজভাষ্য এবং শ্রীকণ্ঠভাষ্যে "যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্ এবম্ অক্ষিণী" (ছাঃ ১।৬।৭) এই শ্রুতিবাক্যের এইপ্রকার অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"কম্ জলং রশ্মিভিঃ পিবতি ইতি কপিঃ—আদিত্যঃ, তেন আসিতং বিকসিতং পুণ্ডরীকং যথা স্ফুরতি, তথা পদ্মনয়ন

নির্ব্বিশেষ কদাপি **নহেন** (১।১।২, ১২৪ পৃঃ)। ব্রহ্মের নির্গুণতাবোধক শ্রুতির অর্থ—'হেয়গুণরাহিত্য' (৩।৩।৪০, ৩৫৭ পৃঃ)। "প্রাণারামং মনো আনন্দম্" (তৈঃ ১।৬।২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়—ইঁহার **মনোরূপ** অনাদিসিদ্ধ স্বাভাবিক করণ আছে, বাহ্যকরণনিরপেক্ষ (৪।৪।২১) তাহার দ্বারা ইনি নিরতিশয় আত্মানন্দ অনুভব করেন (১।১।২, ১২৩-২৪ পৃঃ, ২।৩।১৯)। বিহারের জন্য শরীরেন্দ্রিয়াদির গ্রহণ ইঁহার ইচ্ছাধীন (৪।৪।২১)। পরাশক্তিই সাক্ষাদ্ভাবে ইঁহার অর্থক্রিয়াকারিণী (—ব্যবহারসম্পাদিকা, ৪।৪।১৪)। জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য তপস্যা সত্য ক্ষমা ধৃতি স্রষ্টৃত্ব আত্মজ্ঞান এবং অধিষ্ঠাতৃত্ব (—প্রপঞ্চরূপ শরীরে অনুপ্রবেশকরতঃ নিত্য বর্ত্তমানতা), এই দশটী গুণ ইঁহাতে নিত্যই বর্ত্তমান (১।২।৯, ৩৪৫ পৃঃ)। ইনি চিচ্ছক্তিদ্বারা জগদ্রূপে পরিণত হইলেও স্বতঃ প্রপঞ্চাতীত (২।১।৩১) হওয়ায় স্বীয় শুদ্ধস্বরূপে নির্বিকার থাকেন বলিয়া "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" (শ্বেঃ ৬।১৯), ইত্যাদি শ্রুতির সার্থকতা সিদ্ধ হয় (২।২।৩৮, ১।৪।২৭, শিঃ ৫৬৫ পৃঃ)।

জগৎ—চিদচিৎপ্রপঞ্চাকারা যে পরমশক্তি, তদ্বিশিষ্ট পরমেশ্বরই (১।১।১, ৭১ পৃঃ) জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ (১।৪।২৩)। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম নিজের সহিত অবিভাগাপন্ন চিৎ-শক্তিবিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, ইনিই ক্ষয়রহিত নাশরহিত বস্তু (১।৪।২৭, ৫৬৬ পৃঃ)। সেই কারণাবস্থ পরমেশ্বর "আমি বিভক্তনামরূপ চিদচিদ্বস্তুশরীরী হইব", এইপ্রকার সঙ্কল্পকরতঃ 'অন্য সমবায়িকারণ নিরপেক্ষ হইয়া' (১।২।৯, ৩৪০ পৃঃ) স্বশরীরভূত সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুকে নিজ হইতে বিভক্ত করিয়া বহুবিধ প্রপঞ্চাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন। পুরুষের বাল্য ও যৌবনাদির ন্যায় জগচ্ছরীরি ব্রহ্ম এইরূপে কার্য্য ও কারণ উভয়স্বরূপ (১।৪।২৭, ৫৬৬-৬৭)। এই যে পরমা শক্তি, বা **চিচ্ছক্তি,** যিনি জগৎপ্রপঞ্চরূপে সাক্ষাদ্ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হন, ইঁহার অপর নাম—চিদম্বর বা চিদাকাশ, ইনিই ব্রহ্মের শরীর, "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" (তৈঃ ১।৬।২), "আকাশঃ হবৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহা নির্ণীত হয় (১।১।২, ১২২-২৩ পৃঃ)। এই পরমাকাশস্বরূপা পরমা প্রকৃতি ব্রহ্মাভিন্নরূপে অবস্থান করেন বলিয়া "আনন্দো ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।৬) ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম আনন্দরূপে ও জগৎকারণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন (৪।৪।১৪, ৪৯২ পৃঃ)। এই শৈবী চিচ্ছক্তি—পরমা প্রজ্ঞা, জ্ঞানশক্তি (১।৪।২৭, ৫৬৬ পৃঃ) পরমপ্রকৃতি, পরমশক্তি (১।১।২, ১২৩ পৃঃ) [শুদ্ধা] **মায়া,** (১।৪।২৭, ৫৬৭ পৃঃ), [ইনি জড়শক্তি (অপরা) মায়ার নিয়ামিকা ১।১।১, শিঃ ৬৮ পৃঃ], ইচ্ছারূপা মায়াশক্তি (১।২।৯, ৩৪৫ পৃঃ), পরমসত্ত্বা, পরমাকাশ (৪।৪।১৪), পরাশক্তি, মহামায়া, উমা, অম্বিকা (৪।৪।২২, ৫০৩, ৫০৫ পৃঃ), ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হন। এই যে চিচ্ছক্তি, বা মায়া, ইনি ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মিকা। তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তিযোগে পরমেশ্বর "বহু স্যাম্" (তৈঃ ২।৬), এইপ্রকারে বহু হইবার সঙ্কল্প করেন। জ্ঞানশক্তিযোগে সকল জীবের কর্ম্মানুসারে তাহাদের তত্তৎ শরীর নির্ম্মাণবিষয়ে চিন্তা করেন এবং ক্রিয়াশক্তিযোগে "ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত" (ঐ)—'এই সমস্তকে সৃষ্টি করিয়াছেন'। এইরূপে মায়াত্মিকা ইচ্ছারূপা শক্তিরূপ ভিত্তির উপর তিনি

লোচনদ্বয়"। 'পরমেশ্বরের চক্ষুর্দ্বয় সূর্য্যরশ্মির দ্বারা বিকসিত যে শ্বেতকমল, তৎসদৃশ', ইহাই ভাব। উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতির ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন—"কপেঃ—মর্কটস্য আসঃ কপ্যাসঃ…কপিপৃষ্ঠান্তঃ, যেন উপবিশতি। কপ্যাসঃ ইব পুণ্ডরীকম্…এবম্ এব অস্য দেবস্য অক্ষিণী"। 'পরমেশ্বরের চক্ষুর্দ্বয় মর্কটের পৃষ্ঠান্তভাগের ন্যায় লোহিতবর্ণবিশিষ্ট যে কমল, তৎসদৃশ', ইহাই ভাব।

নিখিলজগদ্রূপ চিত্রকে বিকসিত করেন (১।২।৯, ৩৪৫ পৃঃ)। এই চিচ্ছক্তি আকাশাদি জগৎপ্রপঞ্চের **প্রকৃতি** (—উপাদানকারণ, ১।৪।২৭, শিঃ ৪৬৭ পৃঃ), যাবতীয় প্রপঞ্চে ইনি সত্তারূপে স্ফুরিত হইতেছেন (১।১।২, শিঃ ১২৩ পৃঃ)। আর জীবগণের বহুবিধ কর্ম্মফল-ভোগের অনুকূল তত্তৎ শরীরনির্ম্মাণের উপযোগী সামগ্রীবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের **নিমিত্ত-কারণ** (১।১।২, ১২১ পৃঃ)। ব্রহ্মাশ্রিতা মায়া আকাশাদি অচেতন পদার্থরূপে, এবং ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মাশ্রিত যে জীব, তদাশ্রিতা মায়া জ্ঞানাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন, শুদ্ধ ব্রহ্মের কোন আকারেই পরিণাম হয় না (১।১।২, শিঃ ১৩৪-৩৫ পৃঃ)। কিন্তু তাহা হইলেও মায়া ব্রহ্মের সহিত অযুতসিদ্ধরূপে (—অপৃথক্‌সিদ্ধরূপে) থাকেন বলিয়া ব্রহ্মকে **উপাদানকারণও** বলা হয় (১।২।৯, ৩৪১ পৃঃ)। এইরূপে ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণতা * সিদ্ধ হয়। এই মতে **সৃষ্টির ক্রম** † এইপ্রকার—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি বিশ্বাতীত শিবরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমে পরম

* আচার্য্য শঙ্কর ১।২।৭ পত্যধিকরণে পাশুপতমতনিরাকরণপ্রসঙ্গে "পাশুপতগণ পরমেশ্বরকে জগতের নিমিত্ত-কারণমাত্র বলেন", এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ উক্ত মতবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইনি বলেন উহা যোগস্মৃতিকে বিষয় করে, বৈদিক পাশুপতাগমকে নহে। শিবার্কমণিদীপিকাকার বলিয়াছেন—"বেদবাহ্য বামাচারযুক্ত শৌচবর্জ্জিত বামপাশুপত, সোম, লাগুড় ভৈরব কাপালিক, কালামুখ ইত্যাদি রৌদ্রাগম প্রতিপাদিত মতবাদসকলে (শিঃ ২।২।৩৮, ১১৩ পৃঃ) এবং অবৈদিক 'কামিককারণাদি সিদ্ধান্ততন্ত্র' নামক শৈবাগমসকলে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা নিরাকৃত হইয়াছে" (২।২।৩৮, শিঃ ১১১-১৩ পৃঃ)। অতএব নির্ণীত হইয়েছে—আচার্য্যপাদ শঙ্কর নানাপ্রকার শৈবমতের মধ্যে সেই সকল মতই নিরাকরণ করিয়াছেন।

† শিব কেবল মাত্র নিমিত্তকারণ এই মতবাদ শৈবাগমসম্মত নহে ; পরন্তু তিনি উপাদান-কারণও বটেন, ইহা প্রদর্শনের জন্য আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ 'সর্ব্বজ্ঞানোত্তরাগমমূলক বায়ুসংহিতাতে' বর্ণিত সৃষ্টিক্রম এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—জগৎসিসৃক্ষু সূক্ষ্মচিদচিদ্রূপাপন্ন পরমেশ্বর হইতে প্রথমে পরবিন্দু **শুদ্ধমায়া** মহামায়া কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, ব্রহ্ম ও মুক্তগণের উপযোগী বিশুদ্ধ তনু ও ভোগোপকরণসকলের উপাদানভূত (৪।৪।২২, ৫০৫ পৃঃ) ১। **পরাশক্তি** উৎপন্ন (—কার্য্যোন্মুখভাবে আবির্ভূত) হন। অনন্তর পরশক্তিযুক্ত সেই পরমেশ্বর হইতে ২। **শক্তি**, ৩। **সদাশিব**, ৪। **মহেশ্বর**, এবং ৫। **শুদ্ধবিদ্যা**, এই চারিটী তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তদনন্তর তাঁহা হইতেই দেবগণের উপযোগী নাতিবিশুদ্ধ সকলপ্রকার তনু ও ভুবনাদির উপাদানভূতা ৬। **অপরা মায়া** উৎপন্ন হয়। তদনন্তর সেই মায়াশক্তিক শিবতত্ত্ব হইতেই ৭। **কাল**, ৮। **নিয়তি**, ৯। **কলা**, ১০। **বিদ্যা**, ১১। **রাগ** এবং ১২। **পুরুষ**, এই ছয়টী তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তদনন্তর পরশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর হইতে মনুষ্য ও তির্য্যগাদির উপযোগী অশুদ্ধ তনু ও ভুবনাদির উপাদানভূত ১৩। **অব্যক্তের** আবির্ভাব হয়। অব্যক্ত-রূপাপন্ন সেই পরমেশ্বর হইতে ১৪। **বুদ্ধি**, ১৫। **অহঙ্কার**, ১৬। **মন**, ১৭-২১। **পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়**, ২২-২৬। **পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়**, ২৭-৩১। **শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা**, এবং ৩২-৩৬। আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতি **পঞ্চমহাভূত**, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এইপ্রকারে শৈবশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ এই ছত্রিশটী তত্ত্বের শিবতত্ত্ব হইতে আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্তিকার দ্বারা ঘটের ন্যায় উপাদানভূত শিবের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। পরশক্তিব্যতিরিক্ত এই তত্ত্বসকলের এবং তাহাদের অধিষ্ঠানভূত ভুবনসকলের আধারভূত ১। নিবৃত্তি, ২। প্রতিষ্ঠা, ৩। বিদ্যা, ৪। শান্তি এবং ৫। শান্ত্যতীত নামে প্রসিদ্ধ, উপর্য্যুপরি অবস্থিত এবং পরশক্তি হইতে উৎপন্ন পাঁচটী কলা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে পৃথিবীতত্ত্ব **নিবৃত্তিকলাতে**, জল হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত ২৩টী তত্ত্ব **প্রতিষ্ঠাকলাতে**, পুরুষ হইতে মায়া পর্য্যন্ত ৭টী তত্ত্ব **বিদ্যাকলাতে**, শুদ্ধবিদ্যা এবং মহেশ্বর **শান্তি-কলাতে** এবং সদাশিব ও শক্তি **শান্ত্যতীতকলাতে** অবস্থিত। ব্যাপকরূপে এই কলাসকলকে ব্যাপনকরতঃ অবস্থান করেন বলিয়া পরাশক্তিকে 'শান্ত্যতীতপদোত্তরা' বলা হয়।

প্রকৃতি পরাশক্তি সৃষ্ট্যুন্মুখরূপে প্রাদুর্ভূত হন। সেই পরমা প্রকৃতি প্রথম ভোক্তৃদশাতে, যাঁহাকে শ্রুতিতে "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" বলা হয় সেই পুরুষরূপে, অর্থাৎ নারায়ণরূপে কথিত হন (৩৷৩৷৩৫, ২৬৮ পৃঃ)। অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সকল চেতন ও অচেতন পদার্থের প্রকৃতি, (—উপাদানকারণ) পুরুষ (—নারায়ণ) অভিব্যক্ত হন (ঐ)। এই উপাদানকারণ নারায়ণ (বিষ্ণু) এবং নিমিত্তকারণ শিব, ইঁহারা একই তত্ত্ব, অবস্থাভেদ ব্যতিরেকে, ইঁহাদের স্বরূপতঃ ভেদ নাই (১৷৩৷১২, ৪৩০ পৃঃ)। সেই নারায়ণরূপী পরমেশ্বর শিব হইতে অব্যক্ত ও চতুর্মুখ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় (১৷৪৷২৭, ৫৭০-৭১ পৃঃ)। প্রলয়কালে অব্যক্ত যদিও সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, তাহা হইলেও সৃষ্টিকালে কার্য্যোন্মুখভাবে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই ভাব (ঐ, শিঃ)। পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে আকাশ (২৷৩৷২, শিঃ ১২৩ পৃঃ), আকাশবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে বায়ু, এইভাবে তেজ ও জলোৎপত্তির অনন্তর জলবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এইপ্রকারে সাক্ষাৎ পরমাত্মা শিবই সর্ব্বভূতের উপাদান, ইহা নির্ণীত হয় (২৷৩৷৮-১৪)। এই বিষয়ে একটু বিশেষ আছে, যথা—বিভিন্ন দেবতা এই বিভিন্ন ভূতে অভিমানী, যথা—শব্দতন্মাত্রার, অর্থাৎ আকাশের অভিমানী 'সদাশিব', স্পর্শ-তন্মাত্রার (—বায়ুর) 'ঈশ্বর', তেজোতন্মাত্রার 'রুদ্র', রসতন্মাত্রার (—জলের) 'জনার্দ্দন' * এবং গন্ধতন্মাত্রার (—ক্ষিতির) 'চতুর্মুখ ব্রহ্মা'। [ইনি ২৷৪৷১৭ সূত্রে (১৮৪ পৃঃ) হিরণ্যগর্ভরূপে বর্ণিত হইয়াছেন]। এই সদাশিব প্রভৃতিকে আধিকারিক পুরুষ (৪৷৪৷১৯) এবং পঞ্চব্রহ্ম বলা হয় (২৷৩৷১৪, ১৩৩ পৃঃ)। "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬৷৩৷২), এই শ্রুতির অর্থ—"তত্তৎ আকাশাদি ভূতসকলে যথাক্রমে সদাশিব ঈশ্বর রুদ্র বিষ্ণু ও ব্রহ্মা নামক জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশকরতঃ নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব" (২৷৪৷১৭, ১৮৮ পৃঃ)। পরমাত্মা পরব্রহ্ম শিব হইতেই পঞ্চভূতাভিমানী এই পঞ্চব্রহ্ম ভূতোৎপত্তিসমকালে উৎপন্ন হন, ইঁহারা তাঁহার শরীরস্বরূপ। এই পঞ্চব্রহ্মরূপ শরীরাবলম্বনে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মই আকাশাদি পৃথিবী (—শব্দতন্মাত্রা হইতে গন্ধতন্মাত্রা) পর্য্যন্ত কার্য্যপ্রপঞ্চকে উক্ত ক্রমে (—সদাশিব-শরীরাবলম্বনে আকাশবিশিষ্ট পরমেশ্বর বায়ুকে সৃষ্টি করেন, ইত্যাদি এই ক্রমে) সৃষ্টি করেন (২৷৩৷১৪, ১৩৩ পৃঃ)। অনন্তর সেই পরমেশ্বরই ত্রিবৃৎকরণ [অর্থতঃ পঞ্চীকরণ] দ্বারা গিরি নদী সমুদ্রাদি নামরূপের এবং চতুর্মুখাদিদ্বারে দেবতির্য্যগাদি অন্যান্য সকল পদার্থের সৃষ্টি সম্পাদন করেন (২৷৪৷১৭-১৯)। মুখ্যপ্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিক হওয়ায় ক্ষিত্যাদি মহাভূতসকলের অন্তর্গত, সেইহেতু ভূতোৎপত্তির সহিতই তাহাদের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় (২৷৩৷১৪,১৫; ১৩৩ এবং ১৩৬ পৃঃ)।

(২৷২৷৩৮, শিঃ ১১০ পৃঃ)। উক্ত সদাশিব প্রভৃতি আধিকারিক পুরুষ এবং কলাসকল তাঁহাদের নিবাসস্থানভূত মণ্ডল (৪৷৪৷১৯)। [শৈবাগমে বর্ণিত সৃষ্টিক্রমের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয়ের জন্য এবং ভাষ্যকারমতানুযায়ী বেদান্তোক্ত সৃষ্টিক্রমের সহিত তুলনার জন্য ইহা উদ্ধৃত হইল।]

* জলাভিমানী এই জনার্দ্দন, বিষ্ণু এবং নারায়ণ নামেও বর্ণিত হইয়াছেন (২৷৪৷১৭, ১৮৪ পৃঃ)। সকল চেতনাচেতনের প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত পুরুষসংজ্ঞক যে নারায়ণ (৩৷২৷৩৫, ২৬৮ পৃঃ), তাঁহাকে জলাভিমানী নারায়ণ হইতে অবশ্যই ভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে; কারণ যিনি ব্যাপক, তিনি ব্যাপ্যের মধ্যেও অবস্থিত হওয়ায় তদ্রূপে বর্ণিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াতে সদাশিবাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নারায়ণভিন্ন অন্য দেবতা অঙ্গীকারেরও কোনপ্রকার সার্থকতা থাকে না। এই স্থলে তত্ত্ব কি, তাহা সম্প্রদায়বিদ্গণের নিকট অনুসন্ধেয়।

জীব—অনাদিকালপ্রবৃত্ত দেহাত্মভ্রমরূপ অজ্ঞানোত্থ সংস্কারের দ্বারা বিধৃত বিচিত্রকর্ম্ম-ফলভোগানুকূল দেবতির্য্যগাদি নানাপ্রকার শরীরে প্রবেশ ও নির্গমরূপ জন্মমৃত্যুর অধীন এবং অনন্ত তাপসহিষ্ণু যে চেতন, যিনি পরমকারুণিক সর্ব্বানুগ্রাহক শিবরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদে প্রধ্বস্তবন্ধ হইয়া শিবসম নিরতিশয় জ্ঞানানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হন, তিনিই জীব (১।১।১, ৮৯ পৃঃ)। ইনি উৎপত্তিহীন, সুতরাং নিত্য (২।৩।১৭)। জ্ঞান ও আত্মার মধ্যে ভেদ থাকায় জীব জ্ঞানস্বরূপ নহেন (২।৩।২৭), কিন্তু নিত্যজ্ঞানগুণযুক্ত (২।৩।২৮) এবং জ্ঞাতৃস্বভাব (—স্বতঃই জ্ঞাতা)। "মনোঽস্য দৈবচক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বলেন—'জ্ঞানই ইঁহার মন।' মুক্তিদশাতে ব্রহ্মভাবাপন্ন মুক্ত জীব বাহ্যকরণনিরপেক্ষ এই নিত্য (শিঃ) ও স্বাভাবিক মনোরূপ অন্তঃ-করণের দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দ অনুভব করেন। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ" (শ্বেঃ ১।৯) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে যে 'অজ্ঞ' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—জীব কিঞ্চিৎ-জ্ঞ, সংসারদশাতে পরমেশ্বরের ন্যায় তাহার সর্ব্বজ্ঞতা অভিব্যক্ত হয় না; মুক্তিদশাতে তাহা হয়। এতদ্ব্যতীত জীবের প্রাকৃত (—ভূতোত্থ) অনিত্য মনও আছে, যাহার দ্বারা ইনি সুখদুঃখভোগকরতঃ সংসারগতি প্রাপ্ত হন (২।৩।১৯, ১৪২-৪৩ পৃঃ, শিঃ; ১।১।১, ১২৩-২৪ পৃঃ)। ইনি কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩৩, ৩৪), কিন্তু ইঁহার কর্তৃত্ব জীবকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরাধীন (২।৩।৪০-৪১)। এই মতেও জীব অণুপরিমাণ (২।৩।২০) এবং ব্রহ্মের অংশ; অবয়ব যেমন অবয়বীর অংশ, জীব তদ্রূপ অবয়বী পরমেশ্বরের অবয়বলেশ। যেমন বহ্নিব্যাপ্ত কাষ্ঠকে বহ্নি বলা হয়, তদ্রূপ অংশ জীব অংশী ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মের অংশ হইলেও "তত্ত্বমসি" এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে (২।৩।৪২,৪৩)।

সাধন—এই মতে বিদ্যাসহকারি কর্ম্ম, অর্থাৎ মিলিত কর্ম্ম ও জ্ঞান (—জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়) মোক্ষরূপ ফলপ্রদান করে, ইহা অঙ্গীকৃত হয় (১।১।১, ৪০ পৃঃ, ৩।৪।২৭, শিঃ ৪০০ পৃঃ)। এই জ্ঞানশব্দের অর্থ—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান নহে, কিন্তু উপাসনা ও নিদিধ্যাসন; ইহা "উপাসনারূপং জ্ঞানমেব", "জ্ঞানাবিনাভূতং তদুপাসনম্", "জ্ঞানাবিনাভূতং নিদিধ্যাসনম্" (১।১।৪, ১৮৭-৮৮ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যবচন হইতে অবগত হওয়া যায়। যতদিন না জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ততদিন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় (১।১।১, ৪১-৪২ পৃঃ); [এখানে অগত্যা 'জ্ঞানোৎ-পত্তি'শব্দে 'উপাস্যসাক্ষাৎকার' গ্রহণীয়]। ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্ম, পাপনিরাকরণ ও চিত্ত-শুদ্ধিদ্বারে জ্ঞানোৎপত্তির হেতু (ঐ ৩৯ পৃঃ)। বিবিদিষার উদয়রূপ প্রত্যক্প্রবণতাদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি অবগত হওয়া যাইলেও কর্ম্ম ত্যক্তব্য নহে (ঐ, শিঃ ৪১ পৃঃ)। নিষিদ্ধ ও কাম্য বর্জ্জিত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নিহোত্রাদি স্বাশ্রমকর্ম্ম গৃহস্থের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় (৩।৪।২৬)। জ্যোতিষ্টো-মাদিযজ্ঞরূপ কর্ম্ম ব্রহ্মের স্থূল উপাসনা এবং দহরাদি বিদ্যা তাঁহার সূক্ষ্ম উপাসনা (১।১।১, ৫০ পৃঃ)। শম (—রাগদ্বেষাদির অভিভব), দম (—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবর্ত্তন), উপরতি (—নিষিদ্ধ ও কাম্য ও কর্ম্মত্যাগ), তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, অষ্টাঙ্গযোগ, পরমশিবের পরিচর্য্যাময়ী বৈদিকী ক্রিয়াত্মক ভক্তি, ইহামুত্রফলভোগবিরাগাত্মক বৈরাগ্য, নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, শ্রবণ, মনন এবং প্রকৃষ্ট মননাত্মক মৌন (৩।৪।৪৬), ইত্যাদি সাধনসকল অবিশেষভাবে সকল আশ্রমীরই অনুষ্ঠেয় (৩।৪।২৭)। এই মতে "অহং ব্রহ্মাস্মি", "শিবোঽহম্", এইভাবে অহংগ্রহোপাসনা, উপাসনাশব্দে গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন—এইপ্রকার উপাসনাই

মুক্তিপ্রদ, অন্যথা সংসার নিবৃত্ত হয় না (৪।১।৩)। সন্ন্যাসীর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগে অধিকার থাকিলেও ত্রিসবন (ত্রিষবণ) স্নান, সমধিক শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য অষ্টগ্রাসভোজন, ইত্যাদি স্বাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় (৩।৪।২৫, শ্রীঃ)। সন্ন্যাসীর পক্ষে যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল [গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ ফলসিদ্ধির জন্য দ্বাদশবৎসর, ৩।৪।৪৯] 'পাশুপতব্রত' যথা—ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্রধারণ ক্ষমা দান দয়া সত্য অহিংসা সন্তোষ শিবলিঙ্গার্চ্চনা পঞ্চব্রহ্ম-মন্ত্র, প্রণব বা পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রজপ, রুদ্রাক্ষধারণ [সন্ন্যাসীর পক্ষে উপরন্ত—ব্রহ্মচর্য্য পয়োব্রত একাশন ও ভিক্ষাচর্য্যা ইত্যাদি] রুদ্রের ধ্যান, শিবার্পিতচিত্ততা, প্রভৃতি অবশ্যানুষ্ঠেয় (২।২।৩৮, ১১১ পৃঃ, ৩।৪।৪৮)।

মুক্তি—যদিও জীব হইতে শিবাখ্য পরব্রহ্ম ভিন্ন, তাহা হইলেও "অহং ব্রহ্মাস্মি", "শিবোঽহম", এইপ্রকার শিবাভেদভাবনাদ্বারা (—অহংগ্রহোপাসনাদ্বারা) পশুভাব নিবৃত্ত হইলে "আমিই নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ সাক্ষিস্বরূপ নিষ্কলঙ্ক শিব", এইপ্রকার সগুণ-ব্রহ্মরূপ (৩।৩।৪০) শিবত্বপ্রাপ্তিই 'মুক্তি' (৪।১।৩)। যাঁহারা বিশ্বাধিক ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে উপাসনা করেন, সেই অপ্রতীকাবলম্বী সিদ্ধ উপাসকগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে (৪।১।১৫ ১৯ পৃঃ) স্থূলদেহত্যাগের অনন্তর ভূতপরিবেষ্টিত (—সূক্ষ্মশরীরযুক্ত, ৪।২।৫, ৯) প্রাণসকলসহ (—লিঙ্গ-শরীরসহ, ৪।২।১২) মূর্দ্ধন্যনাড়ী দ্বারে (৪।২।১৩, ১৬) নির্গত হইয়া অর্চ্চিরাদিমার্গে (৪।২।১৬, ৪।১।৩) প্রবেশকরতঃ প্রাকৃত প্রপঞ্চের সীমাভূত বিষ্ণুপদসম্বদ্ধা বিরজা নদীতে অনুপ্রবেশ-দ্বারা প্রধ্বস্তসর্ব্বকর্ম্মা সেই পুরুষ সেই নদীকে অতিক্রম করিয়া (৩।৩।৩০) বিষ্ণুপদেরও উপরে পরমানন্দময় অপ্রাকৃত শিবপদে (ঐ ৩৩৪ পৃঃ) প্রবেশ করেন, অর্থাৎ পরম শিবলোকে গমনকরতঃ (ঐ ৩৩৩ পৃঃ) উমা যাঁহার সহায়, সেই ত্রিলোচন বিরূপাক্ষ নীলকণ্ঠ শিবাখ্য পরমেশ্বর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (৪।৩।১৪)। তখন পরব্রহ্ম শিবের প্রসাদে মল ও আবরণ বিগলিত হয়, তাহার ফলে মুক্তজীবের বাগাদি করণ বিশুদ্ধ হয় (৪।৪।১৪, ৪৯১ পৃঃ) এবং জীবেই পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান শিবসদৃশ অপহতপাপ্মত্বাদি এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চিদানন্দঘন স্বরূপের আবির্ভাব হয় (৪।৪।১, ৩)। সমগ্র বিশ্বকে তিনি ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন (৪।৪।১৪) এবং তাঁহাতে সকল প্রপঞ্চাবগাহী 'পূর্ণাহন্তার', অর্থাৎ পরিপূর্ণ অহংভাবের উদয় হয় (৪।৪।১৯)। তখন ইনি নিজেকে ব্রহ্মসদৃশরূপে [ব্রহ্মাভিন্নরূপে নহে] দর্শন করেন (৪।৪।৪)। মুক্তাবস্থাতেও এতাদৃশ স্বরূপানন্দের অনুভবসাধন বাহ্যকরণনিরপেক্ষ স্বাভাবিক **মনোরূপ** অন্তঃকরণ ইঁহার থাকে (২।৩।১৯, ১৪২ পৃঃ, ৪।৪।২১)। তখন পরমা প্রকৃতিরূপা পরাশক্তিই যাবতীয় ভোগ্য বস্তু প্রভৃতি সম্পাদনদ্বারা ইঁহার অর্থক্রিয়াকারিণী (—যাবতীয় ব্যবহারসম্পাদিকা) হইয়া থাকেন (৪।৪।১৪)। শিবের ন্যায় স্বতন্ত্র, অনন্ত ও অলুপ্তশক্তিযুক্ত ইনি (৪।৪।৯) স্বেচ্ছামত অশরীর সশরীর বা বহুশরীরযুক্ত হইয়া (৪।৪।১৩, ১৪) সঙ্কল্পমাত্রদ্বারাই অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হন (৪।৪।৮)। ইনি ঈশ্বরসম বিশ্বব্যাপ্তিরূপ বিভুত্ব (৪।৪।১৫, ৪৯৪ পৃঃ) এবং সদাশিবাদি আধিকারিকপুরুষাধিষ্ঠিত লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসকলে কামরূপী হইয়া বিচরণযোগ্যতা প্রাপ্ত হইলেও ব্রহ্মানন্দানুভবরূপ ব্যাপার ব্যতিরেকে (৪।৪।১৯) জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ইঁহার সামর্থ্য থাকে না (৪।৪।১৭)। মুক্তগণের মুক্তিরূপ ফলে কোনপ্রকার বৈষম্য নাই (৩।৪।৫১)। বিধি ও নিষেধশাস্ত্রের অতীত হওয়ায় এবং কর্ম্ম বিনষ্ট হওয়ায়

পরমেশ্বরও আর ইঁহাদের নিয়ামক নহেন (৪।৪।১৯)। ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২)।

যাঁহারা **বিষ্ণুকে** উপাসনা করেন, তাঁহারাও শিবলোক হইতে ভিন্ন (শিঃ) ব্রহ্মলোকে গমনকরতঃ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন এবং সেই স্থলে প্রাদুর্ভূত ঐশ্বর্য্যসকল ভোগ করিয়া চরম দেহের অবসানে শিবপদ প্রাপ্ত হন। এইরূপে বিলম্বে শিবপদ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি অঙ্গীকৃত হওয়ায় (৪।৩।১৫) এই মতে **ক্রমমুক্তিও** অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই মতে আর একটী বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে, যথা—অপরের মতোপন্যাসপ্রসঙ্গে ইনি নিরস্ত (—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্মোপাসকের অর্চ্চিরাদি গতি অঙ্গীকার না করিয়া শরীর নষ্ট হইলে এখানেই তাঁহার মুক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন (৩।৩।৩২, ৪।২।১৩, ৪।৩।১)। এই মতের নিরাকরণ ইনি করেন নাই। উপরন্তু বলিয়াছেন—"তত্রাপি ন দোষঃ" (৩।৩।৩২)। সুতরাং "পরমতম্ অপ্রতিষিদ্ধম্ অনুমতং ভবতি", এই সর্ব্বস্বীকৃত ন্যায়ানুসারে ইনিও নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অঙ্গীকৃত হওয়ায় "ব্রহ্মণঃ কদাচিদপি ন নির্বিশেষত্বম্" (১।১।২, ১২৪ পৃঃ), এই ভাষ্যকারীয় উক্তির গতি কি হইবে, তাহা চিন্তনীয়। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। [কুম্ভকোনাম, ভারতীবিদ্যামন্দির হইতে শিবার্কমণিদীপিকা (শিঃ) সহিত প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকণ্ঠভাষ্য হইতে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ও সূত্র সংখ্যা সেই পুস্তকের]।

৯। আচার্য্য শ্রীপতির—বিশেষাদ্বৈতবাদ (বীরশৈবমতবাদ)

বিশেষাদ্বৈতবাদ—পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীপতি অগস্ত্যমুনিকৃত ব্যাসসূত্রের বৃত্তি অবলম্বনে (২ পৃঃ) বেদান্তদর্শনের **শ্রীকরভাষ্য** নামক এক ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যসম্মত মতবাদ বীরশৈবসম্প্রদায়ের মতবাদরূপে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থপুষ্পিকাতে 'যতিব্রজ' 'পরিবৃঢ়' 'স্বামী' ইত্যাদি পদপ্রয়োগদৃষ্টে প্রতিভাত হয়—ইনি ছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। ইনি আচার্য্যরূপে শ্রীরেবণসিদ্ধ, শ্রীমরুলসিদ্ধাচার্য্য এবং শ্রীএকোরামযতীন্দ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের শিবার্কমণিদীপিকাতে (২য় খণ্ড, ৪৬৪ পৃঃ) 'বীর'শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"সদা পরমেশ্বরসন্নিধৌ অন্তরঙ্গসেবাং কুর্ব্বন্তঃ গণনাথাঃ, তেষু হি বীরশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ"। সুতরাং 'বীরশৈব' শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ—'সদা অন্তরঙ্গভাবে পরমেশ্বর শিবের সেবক'। বীরশৈবগণ অন্তরঙ্গভাবে সেবার জন্য স্বদেহে সদাই শিবলিঙ্গ ধারণ করেন। আচার্য্য শ্রীপতি আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের পরবর্ত্তী, কারণ ২।১।২২ সূত্রভাষ্যে (২০০ পৃঃ) ইনি নামোল্লেখকরতঃ ইঁহার স্বীকৃত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন *।

---

* ইঁহার যুক্তি মোটামুটী এই—"প্রপঞ্চ যদি পরমেশ্বরের অবয়ব হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জগৎপ্রপঞ্চের প্রতি পরমেশ্বরের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা সম্ভব হইবে না ; কারণ অঙ্গী স্বীয় অঙ্গের নিমিত্ত ও উপাদান হইতে পারেন না। আর জীবজগৎ অঙ্গী পরমেশ্বরের অঙ্গ হইলে জীবরূপ অঙ্গের রাগদ্বেষ ও সুখদুঃখাদি অঙ্গী পরমেশ্বরেরই হইয়া পড়িবে, ইহাকে নিবারণ করা যায় না", (২।২।৩৯), "সেই জগদ্রূপ শরীর অনিত্য হওয়ায় তিনি জীবতুল্য হইয়া পড়িবেন" (২।৩।১১), ইত্যাদি। কিন্তু এই বিশেষাদ্বৈতবাদেও অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় মায়া পরমেশ্বরের শক্তি হওয়ায়, সেই মায়া জগতের উপাদানকারণ হওয়ায়, নিরধিষ্ঠান শক্তির সত্তা অসম্ভব হওয়ায়, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হওয়ায় (৪৫ পৃঃ) এবং শক্তিনিষ্ঠ কারণতা শক্তিমানেরই হওয়ায় (২।২।৩৭, ২৩২ পৃঃ), উক্ত দোষসকল এই মতবাদেও সমানভাবে প্রসক্ত হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে চোদ্যপরিহার (—আশঙ্কা ও সমাধান) উভয়পক্ষেই সমান। ইহার সমাধান সম্প্রদায়বিদ্গণের নিকট অনুসন্ধেয়।

নিবেদন—৯। আচার্য্য শ্রীপতির—বিশেষাদ্বৈতবাদ (বীরশৈবমতবাদ) সাতষট্টি

এই ভাষ্যপ্রতিপাদিত মতবাদ **বিশেষাদ্বৈতবাদ** 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' (মঙ্গলাচরণ ১৪ শ্লোক), 'ভেদাভেদবাদ' (২০ পৃঃ) এবং 'ভেদাভেদাত্মকবিশেষাদ্বৈতবাদ' (পুষ্পিকা) নামে অভিহিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"বি"শব্দের অর্থ—'শম্ভু', "শেষ"শব্দের অর্থ—"শারীর" (—জীব), এবং "অদ্বৈত"শব্দের অর্থ—'একীভাব'। সমুদ্রের সহিত নদীর একীভাব-প্রাপ্তির ন্যায় মুক্তিতে শম্ভুর সহিত জীবের একীভাব প্রতিপাদিত হওয়ায় এই মতবাদকে 'বিশেষাদ্বৈতবাদ' বলা হয় (২ পৃঃ ১৪-১৫ শ্লোক)। কামিকাদি বাতুলান্ত শৈবাগমসকল অবলম্বনে (ঐ ৯ শ্লোক, ৮ পৃঃ) এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে। শিবার্কমণিদীপিকাকার কামিকাদি আগমকে অবৈদিক বলিয়াছেন (শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ২।২।৩৮, ১১৩ পৃঃ); ইনি কিন্তু "শ্রৌতানাং বীরশৈবানাং বেদমার্গৈকবর্ত্তিনাং" (১১ পৃঃ), "দ্বৈতাদ্বৈতমতং বীরশৈবং····সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারম্" (২৩৬ পৃঃ) ইত্যাদি প্রকারে কামিকাদি আগমানুসারী বীরশৈবমতবাদকে বৈদিক মত বলিয়াছেন। ইঁহাদের মতে নিত্য বেদের অভিব্যক্তিকর্ত্তা এইপ্রকার—"সদ্যোজাতেন ঋগ্বেদং বামদেবেন যাজুষং। অঘোরেণ তথা সাম পুরুষেণত্বথর্বণম্॥ ঈশানেন মুখেনৈব কামিকাদ্যাগমস্তথা। জনয়ামাস বিশ্বেশস্সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ"॥ (১।১।৩, ৩৭ পৃঃ)। [শ্রুতিতে কিন্তু আছে—"অগ্নেঃ ঋগ্বেদঃ", "বায়োঃ যজুর্ব্বেদঃ", প্রকটার্থবিবরণ ৩৫৭ পৃঃ দ্রঃ]। এই ভাষ্যকারের মতে কর্ত্তা কর্ম্ম ও ফলের বিভিন্নতাবশতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা বিভিন্ন শাস্ত্র। অদীক্ষিত ব্যক্তির মলত্রয় বিনষ্ট না হওয়ায় সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিও এই শাস্ত্রে অধিকারী নহে (১।১।১, ৬ পৃঃ)। ইঁহার মতে গুরুদত্ত (৯ পৃঃ) শিবলিঙ্গধারণাত্মক পাশুপতদীক্ষার অনন্তর এই শাস্ত্রে **অধিকার** হয় (১৭ পৃঃ)। "অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্" (তৈঃ ১।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যসকলে (১৭ পৃঃ) ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থী ও যতি, সকলের পক্ষেই (৯ পৃঃ) অগ্নিহোত্রের ন্যায় যাবজ্জীবন শিবলিঙ্গধারণ কর্ত্তব্য (১০ পৃঃ)। "মস্তকে কন্ধরে কক্ষে কুক্ষৌ বক্ষস্থলেঽপি বা। তথাপাণিতলেবাপি প্রাণলিঙ্গং ধরেৎ সুধীঃ"॥ (৩।২।২১ ৩২৫ পৃঃ), ইত্যাদি বচনবলে অবগত হওয়া যায়—মস্তকাদি উক্ত স্থলসকলের অন্যতমস্থলে লিঙ্গ-ধারণ কর্ত্তব্য। জাতাশৌচাদিকালেও বীরশৈবগণ লিঙ্গার্চ্চনাতে অধিকারী (১।১।১, ১১ পৃঃ)।

ব্রহ্ম—ব্রহ্ম আত্মা (পরমাত্মা) ও শিব পর্য্যায়শব্দ (২৭ পৃঃ)। বেদ এবং আগম, এই উভয় শাস্ত্রপ্রতিপাদিত স্বাভাবিক অনন্তশক্তিবিশিষ্ট, জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ; পশুপাশনিয়ামক, সকল নিষ্কল, স্থূল সূক্ষ্ম, চিৎ ও অচিৎ বস্তুর প্রকাশক, সত্যজ্ঞানাদি অনন্ত কল্যাণগুণাকর (১।১।১, ৪ পৃঃ) যাঁহা হইতে এই চিদচিৎ প্রপঞ্চের জন্ম স্থিতি নাশ তিরোধান ও অনুগ্রহ, এই পঞ্চকৃত্য সম্পাদিত হয়, তিনিই 'ব্রহ্ম' (১।১।২, ২৯ পৃঃ)। ইনি নিত্য নিরবদ্য, সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসঙ্কল্প ; বিশ্বাধিপতি ও চিদচিদ্বস্তুর নিয়ামক ও প্রকাশক হওয়ায় কদাপি সেই বস্তুধর্ম্মের দ্বারা কলুষিত হন না ; সুতরাং সদাই শুদ্ধ ও অসঙ্গ (২।৩।১৬, ২৬১ পৃঃ)। রজোগুণপ্রধান স্বশক্তিবিশিষ্ট ইনি জগৎস্রষ্টা **ভব** নামে প্রসিদ্ধ। সত্ত্বগুণপ্রধান শক্তিবিশিষ্ট জগতের পালক ইনি **মৃড়** নামে প্রসিদ্ধ। তমোগুণপ্রধানশক্তিবিশিষ্টরূপে সর্ব্বসংহারক ইনি **হর** নামে প্রসিদ্ধ (১।১।২, ৩৬ পৃঃ)। ইনি **উভয়লিঙ্গ**, কাশী শ্রীশৈল গোকর্ণ, কেদার ও চিদম্বরাদি স্থানে ও সম্ভক্তের গাত্রে ভক্ততারণের জন্য অর্চ্চালিঙ্গরূপে, দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বশরীরে অন্তর্যামিরূপে এবং মূলাধার হৃদয় ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রাদি স্থলে অশরীর জ্যোতির্লিঙ্গরূপে (৩।৪।৫২)

অবস্থিত (৩।২।১১,৩২৫ পৃঃ)। ইনি **মূর্ত্তামূর্ত্ত**স্বরূপ, অর্থাৎ সাবয়ব ও নিরবয়ব। যেমন দিগেকদেশে বর্ত্তমান দিক্‌পাল পবন সাবয়ব এবং নিখিলজগদ্ব্যাপিরূপে নিরবয়ব ; যেমন প্রধান কারণাবস্থাতে নিরবয়ব এবং কার্য্যাবস্থাতে সাবয়ব (২।১।২৭); পরমেশ্বর শিবও তদ্রূপ ঘৃতকাঠিন্যবৎ (১।১।২, ৩০ পৃঃ) পরাম্বিকাসহ দিব্যমঙ্গলবিগ্রহরূপে সাবয়ব এবং নিখিল জগদ্ব্যাপকরূপে, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বসাক্ষিরূপে নিরবয়ব। দিব্যমঙ্গলবিগ্রহযুক্ত হইলেও মায়াশক্তি ইঁহার বশীভূত হওয়ায় জীবের ন্যায় দোষস্পর্শ ইঁহার হয় না (৩।২।১১)। পরমেশ্বরের এই বিগ্রহ নিত্য (১।১।১, ২০ পৃঃ)। মায়াশক্তিযোগে "কপ্যাস্যাসনবন্নেত্রং নীলগ্রীবং ত্রিলোচনম্" চন্দ্রকলাধর (১।২।২১, ৭৪ পৃঃ) ইনি নীলকণ্ঠাদি বহু রূপধারী (৪৯৮ পৃঃ)। ইনি সগুণ এবং নির্গুণ ; উমা সহায় হওয়ায় ইনি **সগুণ** এবং সমস্তসাক্ষী হওয়ায় ইনি **নির্গুণ** (৩২৬ পৃঃ)। মূলাধারে কনকপ্রভ, হৃদয়ে বিদ্রুমপ্রভ (—পদ্মরাগমণিসদৃশ) এবং ভ্রূমধ্যে স্ফটিকপ্রভ জ্যোতির্লিঙ্গরূপে ইনি সগুণ এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে চিদাকাশরূপে ইনি নির্গুণ (৩২৪-২৫ পৃঃ)। সৃষ্টির পূর্ব্বে শক্তির সঙ্কোচ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অভাববশতঃ ইনি অদ্বৈত নিরংশ ও নির্গুণ। সৃষ্টির অনন্তর শক্তির বিকাশবশতঃ ইনি সগুণ ও অনন্তগুণবান্ (১।১।১, ১৯,২০ ও ৩১ পৃঃ)। ইনি সর্ব্বজ্ঞতাদি ষড়ঙ্গযুক্ত, (১।১।২, ৩৭ পৃঃ, ছাপ্পান্ন পৃঃ দ্রঃ)। পরমেশ্বর **দ্বৈতাদ্বৈত**স্বরূপ, অর্থাৎ ভেদাভেদস্বরূপ ; কার্য্যাবস্থাতে ভেদ এবং কারণাবস্থাতে অভেদ (২।৩।১৬, ২৬১ পৃঃ)। তাহা এইপ্রকার—চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি এবং বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় **মায়া** (২।১।২৮) পরমেশ্বরের স্বাভাবিক শক্তি (১।১।১, ২০ পৃঃ ১।৪।২৩, ১৭৯ পৃঃ)। ইঁহার অপর নাম—"হিমাদ্রিতনয়া গৌরী মায়ানাম্নী মহেশ্বরী" (৩।২।৩), চিৎশক্তি (৩।২।২০), পরাম্বিকা (৩।২।১১) পরাশক্তি (২।১।৩০), পরমশক্তি, পরমাকাশ, পরাপ্রকৃতি (৪।৪।১৫, ৪৯০ পৃঃ), প্রকৃতি (২০ পৃঃ) প্রধান (৪।৪।১৩, ৪৮৮ পৃঃ), [ইহা সাংখ্যসম্মত জড় স্বাধীন প্রধান নহে, ২।২।১।] উমা (৪।১।৮) ও অম্বিকা (৪৫ পৃঃ) ইত্যাদি। পরমেশ্বরের এই একই শক্তি বিনিয়োগকালে চতুর্বিধ হইয়া থাকেন, যথা—"ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ [ইনি "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ" এবং প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, ৩৪১ পৃঃ।] ক্রোধে চ কালী সমরে চ দুর্গা" (৩।২।৩৫, ৩৪০ পৃঃ)। এই মায়া বা প্রধান **মূর্ত্তামূর্ত্ত**স্বরূপ, মহৎ অহঙ্কার কাল আকাশ ও বায়ুরূপে ইনি অমূর্ত্ত এবং তেজ জল ও পৃথিবীরূপে মূর্ত্ত (২০ পৃঃ)। স্বাভাবিক এই স্বশক্তির বিকাশদ্বারা পরমেশ্বর ঊর্ণনাভিবৎ জগৎকে সৃষ্টি করেন ; তখন ইনি দ্বৈতস্বরূপ। আবার প্রলয়ে নিজেতে বিলীন করেন, তখন ইনি অদ্বৈতস্বরূপ (২৬১ পৃঃ)। আবার কার্য্যাবস্থাতেও পরমেশ্বর ভেদাভেদস্বরূপ ; শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হওয়ায় (৩৮ পৃঃ) স্বশক্তির পরিণামভূত জগৎপ্রপঞ্চের সহিত তিনি **অভিন্ন** এবং সেই প্রপঞ্চের নিয়ামকরূপে তিনি তাহা হইতে **ভিন্ন**। কারণাবস্থাতেও স্বান্তর্লীন জগতের সহিত তিনি অভিন্ন এবং স্বশক্তিভূত মায়াশক্তিতে গ্রীষ্মকালীন তৃণাদির ন্যায় সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত জগৎ হইতে তিনি ভিন্ন (২৬১ পৃঃ)। "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" (তৈঃ ১।৬।২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়—পরমাকাশরূপা এই চিচ্ছক্তি পরব্রহ্মের "দৈবপ্রকৃত্যাত্মক সত্য-জ্ঞানানন্দস্বরূপ লীলামঙ্গলবিগ্রহাত্মক" (২।৪।৩, ২৮২ পৃঃ) সাক্ষাৎ অর্থক্রিয়াকারী (—সর্ব্বব্যবহারসম্পাদক, ৪।৪।১৫) অমূর্ত্ত শরীর। "প্রাণারামং মনআনন্দম্" (ঐ) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে

তাঁহার মনঃপ্রাণাত্মক নিত্য (২৮২ পৃঃ) সত্য (৪৮৯ পৃঃ) ও স্বাভাবিক (২৮০ পৃঃ) লিঙ্গ-শরীরের অস্তিত্বও সিদ্ধ হয়। আবার স্থূল শরীর ব্যতিরেকে সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরের প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার 'ঘৃতকাঠিন্যবৎ' (৩০ পৃঃ, ৪।৪।১২) লীলামঙ্গলবিগ্রহাত্মক মূর্ত্তশরীরও সিদ্ধ হয়। এইরূপে জগতের একমাত্র কারণ নিত্যনিষ্কলঙ্ক সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের **মূর্ত্তামূর্ত্ত**শরীরতা অবগত হওয়া যায় (৩।২।২৬, ৩৩০ পৃঃ)। নির্গুণ নিরবয়ব শিবতত্ত্বই প্রধান, কারণ উমাসহায় সাবয়ব সগুণ তাঁহার ধ্যানদ্বারা সর্ব্বসাক্ষিভূত নির্গুণ নিরবয়ব শিবতত্ত্বকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩।২।১৪)। নিরবয়ব ব্যাপক শিবই সদাশিব মহেশ্বর কালরুদ্র (?) ও ঈশান প্রভৃতি সাবয়ব-রূপে অবস্থিত (৩।২।১৮)। ইঁহারা চিৎশক্তির অংশ হওয়ায় শিবতত্ত্বের অন্তর্গত (৩।২।২০)। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র (—কালরুদ্র, ৩৬ পৃঃ) এই মূর্ত্তিত্রয় হইতে ভিন্ন; ইঁহারা তাঁহা হইতে উৎপন্ন। ইন্দ্র (৩৬ পৃঃ) প্রাণ অগ্নি চন্দ্রমা ও কাল প্রভৃতিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন (২।৩।১৮, ২৬৪ পৃঃ)। এই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু * প্রভৃতি দেবগণ জীব ও পশু, একমাত্র পরব্রহ্ম শিবই পশুপতি (৮ পৃঃ, ৪।৩।১৬)। শিবের সদৃশ কিছু নাই (৩।২।৩৫), তাঁহা হইতে উৎকৃষ্টও কিছু নাই (৩।২।৩৬), তিনি অদ্বিতীয় (৩৪১ পৃঃ)। তিনিই কর্ম্মফলদাতা, জড় কর্ম্ম নহে (৩।২।৩৭-৩৮)। ব্রহ্মের **নির্ব্বিশেষতা সম্ভব নহে,** সবিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই সকল বেদান্তের তাৎপর্য্য (১।১।৪, ৫০ পৃঃ; ২।১।৩২, ২০৬-৭ পৃঃ)। চিন্মাত্র নির্বিশেষ তাঁহাতে জগৎকারণতাও সম্ভব নহে (১।৪।২৩, ১৭৯ পৃঃ, ২।১।৩০)। স্বাভাবিক সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্মই জগৎকারণ (২।১।৩০, ৩২), ইনিই অদ্বৈততত্ত্ব (১।১।৪, ৪৬ পৃঃ) এবং দুঃখাকরভূত জীব হইতে ভিন্ন (১।১।২২, ২।১।২২)।

জগৎ—"আত্মশক্তিবিকাশেন শিবো বিশ্বাত্মনাস্থিতঃ" (২।২।৩৭, ২৩৪ পৃঃ), কূর্ম্ম যেমন নিজের শক্তিবলে স্বেচ্ছায় নিজের পাদাদি অঙ্গসকলকে বাহিরে নির্গত করে এবং পুনরায় নিজেতে সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ পরমশিবও স্বশক্তিবলে সৃষ্টিকালে চিদচিদাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে নিজ হইতে বাহিরে প্রকটিত করিয়া প্রলয়কালে সেই সকলকে স্বাভিন্নরূপে নিজেতে একীভূত করেন (২।১।১৮)। ইঁহার **মায়াশক্তি** জগতের উপাদান কারণ এবং স্বয়ং পরমেশ্বর ইহার নিমিত্তকারণ; শক্তিনিষ্ঠ কারণতা শক্তিমানেরই (২।২।৩৭, ২৩২ পৃঃ); এই ভাবে পরমেশ্বর জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ (১।৪।২৩, ১৭৯ পৃঃ)। ইহাই শুদ্ধসাত্ত্বিক শৈবমত।

---

* এই ভাষ্যকার শিব হইতে নারায়ণের ভিন্নতা এবং তাঁহার জীবত্ব বহু স্থলেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ২।২।৪১ সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন—"বিষ্ণু মূর্ত্ত, শিব তাহার অধিপতি।" "নারায়ণ শরীরবান্ হওয়ায় ঘটপটাদির ন্যায় বিনশ্বর" (২৩৭ পৃঃ), "নারায়ণ তমসাবৃত ও জন্মমরণবিশিষ্ট", "শিবেতরনারায়ণাদীনাম্ অস্তবত্ত্বম্", (২৩৯ পৃঃ), "নারায়ণ জীব" (৩৪০ পৃঃ)। "বিষ্ণু জীব (২১৫ পৃঃ) ও শিবভক্ত" (২৩৬ পৃঃ)। "শিবভক্ত কৃষ্ণ শিবাভেদ-ভাবনাদ্বারা "মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" (গীতা ৭।২৩), ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন (৩৪৪ পৃঃ) ইত্যাদি। [কিন্তু "পুরুষেষু বিষ্ণুঃ" (৩৪০ পৃঃ), এই ভাবে যে বিষ্ণুকে পরমেশ্বরের শক্তি বলা হইয়াছে, (আটষট্টি পৃঃ) তাহার মীমাংসা কি ?]। কিন্তু শৈবমাত্রেই এই মতাবলম্বী নহেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকা শিবার্কমণিদীপিকার রচয়িতা পূজ্যপাদ অপ্পয় দীক্ষিত প্রসিদ্ধ শৈব হইলেও কাশীতে এক বিচারসভাতে বলিয়াছিলেন—"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে, জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি। ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তু মে, তথাপি ভক্তিঃ তরুণেন্দুশেখরে"। (রাধাকৃষ্ণন্, ভারতীয়দর্শন, ২ খণ্ড, ৬৭০ পৃঃ)। ইহা ১।৩।১২ ভাষ্যে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের উক্তির প্রতিধ্বনি। এই ভাষ্যকার কিন্তু এতাদৃশ মতাবলম্বীকে 'মিশ্রশৈব' নামে অভিহিত করিয়া এইভাবে নিন্দা করিয়াছেন—"কেচিদদ্বৈতমাশ্রিত্য বিদ্বানপ্রতিমানরাঃ। রুদ্রেণ সাম্যমন্তেষাং প্রবদন্তি বিমোহিতাঃ"। (২।২।৪১, ২৩৭ পৃঃ)।

শৈবমতাভাসাত্মক (২।২।৩৭, ২৩২ পৃঃ) বেদবাহ্য (২।২।৪১, ২৩৮ পৃঃ) শাক্ত কাপালিক পাশুপত মিশ্ররৌদ্র সৌর ও গাণপত্যাদি মতে (২৩২ পৃঃ) পরমেশ্বরের নিমিত্তকারণতামাত্র * অঙ্গীকৃত হয় (২৩৫ পৃঃ)। এই মতে **সৃষ্টিক্রম** এইপ্রকার—ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে বায়ু, ইত্যাদি এই ক্রমে পঞ্চতন্মাত্রার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে (২।৩।২-১১)। তাহাতে বিশেষ এই—মহাশক্তিযুক্ত মহেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, ঈশান তদভিমানিনী দেবতা। আকাশাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে বায়ু [পবন] উৎপন্ন হয়, 'পুরুষ' (নারায়ণ ?) তাহাতে অভিমানিনী দেবতা [এই স্থলে পাঠ এইপ্রকার—"সম্ভূতঃ পুরুষস্তস্মাৎ পবনাখ্যো মহাবলঃ", ২৫৮ পৃঃ] এইভাবে বায়ু হইতে বহ্নি, 'অঘোর' তাহাতে অভিমানিনী দেবতা ; বহ্নি হইতে জল, 'বামদেব' তাহাতে অভিমানিনী দেবতা ; জল হইতে ক্ষিতি, 'সদ্যোজাত' তাহাতে অভিমানিনী দেবতা, এই সকলের উৎপত্তি হয় (২।৩।১১)। এই ভূতাভিমানী দেবগণ সাক্ষাদ্ভাবে পরবর্ত্তী ভূতোৎপত্তির কারণ হইলেও তাঁহাদের এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই ; ঈক্ষণকর্ত্তা পরমেশ্বরই তাঁহাদের প্রেরক ও অন্তর্যামিরূপে চেতনাচেতনাত্মক সর্ব্ব বস্তুর স্রষ্টা (২।৩।১২)। [২।৪।১৬ সূত্রভাষ্যে আচার্য্য শ্রীকণ্ঠের ন্যায় তত্তৎ ভূতাভিমানিনী দেবতারূপে 'রুদ্র' প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছেন (২৯২ পৃঃ), তবে তাহা স্বমতরূপে গৃহীত হয় নাই]। এই মতে—মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভৌতিক হওয়ায় ভূতোৎপত্তির অনন্তর তাহাদের উৎপত্তি হয় (২।৩।১৪)। অনন্তর সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকর্তৃক ত্রিবৃৎকরণ (পঞ্চীকরণ) ও ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি পর্য্যন্ত নামরূপের অভিব্যক্তি সম্পাদিত হয়। তৎপশ্চাৎ জীবসমষ্টিভূত সর্ব্বলোকপিতামহ অণ্ডোৎপন্ন চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভদ্বারে দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি সর্ব্বান্তর্যামী সেই পরমেশ্বরকর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয় (২।৪।১৬)। এই জগৎ **সত্য ও নিত্য** পদার্থ, সূক্ষ্মাবস্থাতে পরমেশ্বরে লীন থাকে। সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত হয় (২।৩।১৬, ২৬১ পৃঃ)। কারণ শিব সত্য হওয়ায় কার্য্য জগৎও সত্য, প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক সত্যমাত্র নহে (১।১।১, ২১ পৃঃ)। "শিবস্সত্যং জগৎ সত্যং জীবস্সত্যং স্বভাবতঃ" (২।৩।৪০, ২৭৪ পৃঃ)। জগৎ পারমার্থিক সত্য হইলেও জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, যেমন পরবর্ত্তী স্মৃতির দ্বারা সত্য সংস্কারের, শিবস্মরণের দ্বারা সত্য পাপের, প্রিয়স্মরণের দ্বারা সত্য দুঃখের এবং পরবর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের নিবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ। সুতরাং জগতের মিথ্যাত্বকল্পনার প্রতি কোন হেতু নাই † (১।১।১, ২৮ পৃঃ)।

---

* শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ও শিবকর্ম্মণিদীপিকাতে "যদ্যপি…বৈদিকশৈবাগমে…শিবস্য উপাদানত্বম্ অপি প্রতিপাদিতম্। তথাপি কামিকারণাদিষু সিদ্ধান্ততন্ত্রাখ্যেষু শিবাগমেষু কণ্ঠোক্ত্যা তৎপ্রত্যাখ্যাতম্" (২।২।৩৮, ১১১ পৃঃ), ইত্যাদি প্রকারে কামিকাদি শৈবাগমানুসারী এই বীরশৈবমতবাদে পরমেশ্বরের উভয়কারণতা অঙ্গীকৃত হয় নাই, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু তাহার বৈপরীত্যই পরিদৃষ্ট হইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় আচার্য্য শ্রীপতিও পাশুপতমতে পরমেশ্বরের নিমিত্তকারণতামাত্র অঙ্গীকৃত হয়, ইহা বলিয়াছেন (২।২।৩৭-৩৮)।

† আচার্য্যপাদ রামানুজের মতেও বন্ধন পারমার্থিক হইলেও নিবৃত্ত হয় (১।১।১, ২৪৭ পৃঃ, ঊনষাট পৃঃ দ্রঃ)। কিন্তু পারমার্থিক সত্য তাহাকেই বলা হয়, যাহার কোন কালে কোনপ্রকারেই নিবৃত্তি হয় না ; যেমন ব্রহ্মবস্তু। তদ্ভিন্ন জগৎ ও জাগতিক বন্ধন ও দুঃখাদি, যাহাদের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং যাহারা নিবৃত্ত হয় তাহারা "লৌকিক পারমার্থিক", অর্থাৎ ব্যাবহারিক। এইপ্রকার অঙ্গীকার না করিলে জগৎ এবং বন্ধন ও সুখদুঃখাদি জাগতিক পদার্থসকল পরমার্থসত্য ব্রহ্মবস্তুর সহিত সমসত্তাযুক্ত হইয়া পড়িবে, ফলে তাহাদের

ইঁহার মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রপঞ্চের উৎপত্তি না হওয়ায় ব্রহ্ম অদ্বিতীয়রূপে থাকেন, ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", ইত্যাদি অদ্বৈত শ্রুতির অর্থ (১।১।১, ১৯ পৃঃ)।

জীব—অনাদি স্বাভাবিক মায়াপাশবদ্ধ, ঘোর সংসারের তাপত্রয়দগ্ধ, নানাশরীরে প্রবেশ ও নির্গমনশীল, কামক্রোধাদিযুক্ত, সুখদুঃখভাগী অনাদি চেতনই জীব (১।১।১, ৪ পৃঃ)। মোহের কারণভূত (৪৬ পৃঃ) স্বাভাবিক অবিদ্যাপাশবদ্ধ হওয়ায় জীব জড়াজড়স্বরূপ (ঐ ২০ পৃঃ); [অবিদ্যা চিৎশক্তির কার্য্য (৪৬ পৃঃ), সুতরাং জড় হওয়ায় তদ্বদ্ধ অজড় (—চেতন) জীব জড়াজড়স্বরূপ]। জীব জ্ঞানাজ্ঞানাত্মক (—চেতনাচেতনাত্মক), তাহার জীবিত শরীর চেতন, দন্ত ও কেশনখাদি অচেতন (২।১।২৭)। জীব স্বরূপতঃ নিত্য, উৎপন্ন হয় না (২।৩।১৬), নীরূপ (৩।৩।১, ২৯৬ পৃঃ), নিরবয়ব ও পরিচ্ছিন্নশক্তি (২।১।২৮)। সৃষ্টির পূর্ব্বে নিত্য জীব কুসূলে (—ধান্যাগারে) ধান্যের ন্যায় পরমেশ্বরে বিলীন থাকে, সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতে নির্গত হয় (১।১।২, ৩১ পৃঃ)। এইভাবে নিত্য জীব পরমেশ্বরের কার্য্য হওয়ায় 'এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' সিদ্ধ হয়। কিন্তু নিত্য বস্তুর কার্য্যতা কিপ্রকারে সম্ভব? উত্তর—কার্য্যতাশব্দের অর্থ—অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। প্রলয়াবস্থাতে যখন জীব পরমাত্মাতে বিলীন থাকে, তখন তাহার জ্ঞানের সঙ্কোচ হয়; সৃষ্টিকালে পরমাত্মা হইতে নির্গত তাহার দেহসম্বন্ধবশতঃ জ্ঞানের বিকাশ হয়, ইহাই জীবের অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যতা। নিত্য জীব এই ভাবে পরমেশ্বরের কার্য্য হওয়ায় 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' (মুঃ ১।১।৩) সিদ্ধ হয় (২।৩।১৬, ২৬০-৬১ পৃঃ)। জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা (২।৩।৩১-৩২), তাহার কর্তৃত্ব জীবকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরাধীন (২।৩।৩৮-৩৯)। ইহা অণুপরিমাণ (২।৩।১৮), জ্ঞাতৃস্বরূপ, জ্ঞানমাত্র নহে, জড়স্বরূপও নহে (২।৩।১৭) এবং ব্রহ্মের অংশ (২।৩।৪০)। প্রলয়ে ব্রহ্মানুপ্রবিষ্ট জীব সৃষ্টিকালে তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়, এইহেতুবশতঃই জীবকে ব্রহ্মাংশ বলা হয় (২।৩।৫০)। সংসারদশাতে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও (২।১।২২), মোক্ষদশাতে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে, ইহাই "তত্ত্বমসি" শ্রুতির তাৎপর্য্য (১।১।১, ২১ পৃঃ)। [এই ভাবে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে 'বিভিন্ন কালিক ভেদাভেদ' সিদ্ধ হয়]। তবে তাদৃশ ঐক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত নহে, পরন্তু সবিশেষ ব্রহ্মের সহিত বুঝিতে হইবে (১।১।৪, ৫২ পৃঃ, ২০৭ পৃঃ)।

সাধন—জ্ঞান ও কর্ম্ম অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় পরস্পরসাপেক্ষ (১।১।১, ১২ পৃঃ)। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান সকল আশ্রমীর পক্ষেই বিধেয় (৩।২।৩৪, ৩।৪।৩৩)। জ্ঞানশব্দের

বাধ, বা নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। কারণ সমসত্তাযুক্ত পারমার্থিক সত্য ব্রহ্মবস্তুর নিত্যতা এবং তৎসমসত্তাযুক্ত পারমার্থিক সত্য জগৎ ও সত্য বন্ধনের অনিত্যতা অঙ্গীকারে "অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়" (১।২৯৫ পৃঃ) প্রসক্ত হইয়া পড়িবে। তাহা কোন মতবাদীরই অভীষ্ট নহে। অতএব এই মতবাদিগণকে হয় "অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়" অঙ্গীকার করিতে হইবে, অথবা জগৎ ও বন্ধনাদি জাগতিক পদার্থের "লৌকিক পারমার্থিকত্ব" (—ব্যাবহারিকত্ব) অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্য উপায় নাই। ফলে জগৎ ও জাগতিক পদার্থসকলের অপারমার্থিকত্ব, সুতরাং মিথ্যাত্বই তাঁহাদের অনভিপ্রেত হইলেও অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়ে। আর জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানই নিবৃত্ত হয়; ইহাই বস্তুর স্বভাব। সুতরাং পারমার্থিক সত্য বস্তু, যাহা অজ্ঞানের কার্য্য নহে, তাহা জ্ঞানের দ্বারা কিপ্রকারে নিবৃত্ত হইবে? শ্রীভগবানের প্রসাদে নিবৃত্ত হইলেও তাহার সত্যতা ব্যাবহারিকই হইবে, উক্ত যুক্তিবলে পারমার্থিক নহে।

অর্থ—'উপাসনা' (১।১।৪, ৪৭ পৃঃ, ৩।৪।২৬, ৪১৯ পৃঃ)। শিবার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত ফলাভিলাষরহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির দ্বারা শিবত্বপ্রাপ্তির হেতু (৩।১।১, ২৯৭ পৃঃ)। শমদমাদি অন্তরঙ্গসাধনসহ (৩।৪।২৭) মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত অহরহঃ অনুষ্ঠিত যজ্ঞদানাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু (৩।৪।২৬)। শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগ (১।৪।২২, ১৭৭ পৃঃ), বৈরাগ্য, জীবে করুণা, বহুকালব্যাপী (৩।৪।৪৭) নিরন্তর অনন্যভাবে (৪।১।২) শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (৪১৯ পৃঃ), মুদ্রাষট্‌কের অনুষ্ঠান, অর্থাৎ শিবলিঙ্গ শিখা রুদ্রাক্ষ ও বিভূতিধারণপূর্ব্বক শিবমন্ত্র জপ ও শিবের ধ্যান (২।২।৪১, ২৩৮-৩৯ পৃঃ), ত্রিপুণ্ড্র ধারণ (৩২৬ পৃঃ), বাহ্য ও আভ্যন্তর পূজা, জপ নমস্কার (৪।১।২), উপবাস তীর্থযাত্রা দান তপস্যা (৩।৪।৩৭), সমর্থ আচার্য্যকর্ত্তৃক কুণ্ডলিনীর জাগরণ ইত্যাদি ছয়প্রকার শক্তিপাত (৩১৬ পৃঃ), পাশুপতব্রত (৩।৪।৪৯), "শিবোঽহম্" এইপ্রকার অহংগ্রহোপাসনা (৪।১।৩), এবং স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্ম (৩।৪।৪৯) শিবত্বপ্রাপ্তির সাধনরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই মতে সাধনরূপে সন্ন্যাসাশ্রমও অঙ্গীকৃত হইয়াছে (৩।৪।১৭)। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে সন্ন্যাসীর অধিকার না থাকিলেও (৩।৪।২৫) স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। যোগানুষ্ঠানের সহায়ক যথোচিত ভোজনপূর্ব্বক (৪১৩ পৃঃ) যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসানুকূল শ্রবণমননিদিধ্যাসনাত্মক বেদান্তচিন্তনই ইঁহার মুখ্য ধর্ম্ম (৩।৪।৪৯, ৪৩২ পৃঃ)। বালকের ন্যায় দম্ভদর্পাদিরহিত হইয়া সন্ন্যাসী নিজের জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি ও শমদমাদি অন্যের নিকট খ্যাপন না করিয়া সদাই ভ্রূযুগলের মধ্যে জ্যোতির্লিঙ্গের ধ্যানকরতঃ সমাধি অবলম্বনে শিবৈকজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিবেন (৩।৪।৫০)। ইঁহার পক্ষেও অন্যান্য আশ্রমীর ন্যায় স্বগাত্রে শিবলিঙ্গধারণ বিধেয় (৩।৪।১৭, ৪১৩ পৃঃ)। এই মতে উপাসনা দুই প্রকার—১। মূর্ত্তব্রহ্মোপাসনা (সগুণব্রহ্মোপাসনা ১।৪।২২, ১৭৭পৃঃ) এবং ২। অমূর্ত্তব্রহ্মোপাসনা (নির্গুণ সাক্ষিব্রহ্মোপাসনা, ঐ)। "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্", ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত সাকার ব্রহ্মোপাসনাই মূর্ত্তব্রহ্মোপাসনা এবং "তদাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপম্ অদ্ভুতম্", ইত্যাদি শ্রুতিবিহিত নিরাকারব্রহ্মোপাসনাই অমূর্ত্তব্রহ্মোপাসনা। অমূর্ত্তোপাসকগণেরই অনাবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় (৪।৪।২২,৪৯৭ পৃঃ)। আবার সাধক সগুণ ও সাকার পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনার ফলে সর্ব্বকাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন এবং পরে নির্গুণ নিরবয়ব সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকেই প্রাপ্ত হন (৪।৪।১৩, ২।১।২৬, ১৭৭ পৃঃ)। নিরস্তসমস্তকামাদিদোষ (২০৩ পৃঃ) দৃঢ়বৈরাগ্যযুক্ত সাধকগণেরই নিরবয়ব ও ব্যাপক শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা হয় (৪।৪।১৪)। স্থূলারুন্ধতীন্যায়ে সর্ব্বব্যাপক শিবের পরিচ্ছিন্ন লিঙ্গাদি প্রতীকে উপাসনাও অঙ্গীকৃত হইয়াছে (৪।১।৪-৫)।

মুক্তি—পরমেশ্বরই সাযুজ্য ও সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিদাতা (৫২ পৃঃ)। মুক্তি প্রধানতঃ দুইপ্রকার—১। অশরীর মুক্তি (৩।৪।৫২), ইহার অপর নাম—'সদ্যোমুক্তি' ও শিবসাযুজ্যাত্মক কৈবল্য (৪৫৯ পৃঃ)। ২। সশরীর মুক্তি, ইহার অপর নাম—'ক্রমমুক্তি' (৪৩৫ পৃঃ) এবং 'অবান্তর মুক্তি' (৪।৪।২১)। ১। অশরীর মুক্তি—পরলোকে ভোগবিতৃষ্ণ, শমদমাদিসাধনসম্পন্ন পরবৈরাগ্যযুক্ত যাঁহারা অমূর্ত্তশিবতত্ত্বের উপাসনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন, জীবন্মুক্তাবস্থাতে তাঁহারা দহরাকাশে অশরীর জ্যোতির্লিঙ্গের সহিত একীভূত হইয়া প্রারব্ধক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সুষুপ্তিসুখের ন্যায় নিত্য নিরতিশয় সুখ অনুভবকরতঃ সমাধিকালে

প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণমধ্যে নিক্ষিপ্ত নিষ্কম্প কর্পূর দীপের ন্যায় অবস্থান করেন। বিদেহ মুক্তিকালে তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না, সমুদ্রে নদীর ন্যায় এখানেই পরমাকাশস্বরূপ পরমকারণ সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিযুক্ত (২০২ পৃঃ) পরমশিবতত্ত্বে একত্বপ্রাপ্ত হয় (৩।৪।৫২)। ইহাই শিবসাযুজ্যাত্মক (৪৬২ পৃঃ) 'অশরীর মুক্তি'। পরমেশ্বরের অনুগ্রহবলে (২০০ পৃঃ) শিবতত্ত্বনিষ্ঠ মুক্ত জীবগণের অবিদ্যাত্মক পাশ স্বকারণ চিৎশক্তিতে বিলীন হইয়া (৪৬ পৃঃ) নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহার ফলে তাহার কার্য্যভূত লিঙ্গশরীরেরও আত্যন্তিক নাশ হইয়া যায়, যেহেতু কারণের নাশে কার্য্যনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লিঙ্গশরীরও থাকে না। তখন বহ্নিতে বহ্নি এবং জলে জলের ন্যায় মুক্ত জীব পরব্রহ্ম শিবের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, মধুপিষ্ট স্বর্ণরেণুবৎ তাঁহার পৃথক্ সত্তা থাকে না (৪।২।১৫)। তখন জীবের স্বাভাবিক জীবত্বের নিবৃত্তি হইয়া যায় (২৬১ পৃঃ)। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক, তাহার নিবৃত্তি কিপ্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—পারদসহযোগে তাম্র ও লৌহ (৪৬১ পৃঃ) যেমন সুবর্ণে পরিণত হয়, মেরুমন্দরপ্রাপ্ত কাক যেমন কনকময় শরীর প্রাপ্ত হয় (২০০ পৃঃ), চিন্তনপ্রভাবে কীট যেমন ভ্রমর হইয়া যায় (২৬১ পৃঃ), তদ্রূপ অঘটনঘটন-সমর্থ সর্ব্বশক্তিমান্ সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের কৃপাবলে স্বাভাবিক জীবত্বের নিবৃত্তি * এবং পুনরাবৃত্তিরহিত শিবস্বরূপতাপ্রাপ্তিরূপ কৈবল্য বিভূতি (২০১-২ পৃঃ) লব্ধ হয় (২।১।২৪), সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই (২।১।২৫)। ব্রহ্মবিদ্যার এমনই মহিমা যে, তৎপ্রভাবে প্রারব্ধাবসানে বিগলিতমলত্রয় জীব (৪৯৭ পৃঃ) পরমজ্যোতির্ম্ময় শিবস্বরূপ হইয়া পড়েন (৪।৪।৩)। অমূর্ত্তোপাসকগণের এইভাবে অনাবৃত্তি সিদ্ধ হয় (৪।৪।২২, ৪৯৭ পৃঃ)। জীবন্মুক্তাবস্থাতে এতাদৃশ ব্রহ্মবিদের ঘটপটাদিতে তদ্বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়, ঘটাদির কিন্তু নিবৃত্তি হয় না; তখন তিনি সর্ব বস্তুকে শিবস্বরূপে দর্শন করেন † (১।১।৪, ৪৭ পৃঃ)।

২। সশরীর মুক্তি—সিদ্ধিপ্রাপ্ত, কিন্তু ব্রাহ্মলৌকিক ভোগবাসনাযুক্ত মূর্ত্তপরমেশ্বরের উপাসকগণের প্রারব্ধক্ষয়ে প্রাণবিয়োগ হইলে শিবলোকে বাসযোগ্য দিব্য মঙ্গলবিগ্রহ লব্ধ হয় এবং তাঁহারা সালোক্য সামীপ্য, ও সারূপ্যাত্মক মুক্তিলাভ করেন। ইহাই 'সশরীর মুক্তি', বা 'ক্রমমুক্তি' (৩।৪।৫২)। তত্তল্লোকে কাম্যবস্তুভোগের সাধনভূত ইঁহাদের লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হয় না (৪।৪।১৪)। ইঁহারাও ব্রহ্মকার্য্য প্রপঞ্চকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন (৪।৪।১৫)। প্রারব্ধাবসানে (৪৬ পৃঃ) মূর্দ্ধণ্য সুষুম্নানাড়ীদ্বারে স্থূলদেহ হইতে নির্গত (৪।২।১৭) ভূতসূক্ষ্ম (৩।১।১) পরিবৃত সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীর সহ (৪।২।৯) তাঁহারা দেবযান-

* ভাষ্যকার কর্ত্তৃক প্রদর্শিত "কাকের কনকময় দেহ" ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না বলাই ভাল। আর "অঘটন-ঘটনসমর্থ পরমেশ্বরের কৃপাবিষয়েও বলিবার কিছু নাই; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে সমস্তই সম্ভব। এই মতেও জীব স্বরূপতঃ নিত্যরূপে অঙ্গীকৃত হয় (২।৩।১৬)। কিন্তু শিবস্বরূপে নিঃশেষে বিলীনতাবশতঃ জীবত্বের নিবৃত্তি হইলে, সেই নিত্য জীব অনিত্য হইয়া পড়িবে। ফলে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ১।২।১৮), "ন জীবঃ ম্রিয়তে" (ছাঃ ৬।১১।৩), ইত্যাদি জীবনিত্যতাবোধিকা শ্রুতির এবং "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৬) এই সূত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে। জীব নিত্য, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে (২।১।২২), অথচ মুক্তিতে ব্রহ্মে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়?

† পূজ্যপাদ ভাষ্যকার এই স্থলে বলিয়াছেন—"তস্মাৎ ন ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং প্রপঞ্চস্য" (১।১।৪, ৪৭ পৃঃ)। কিন্তু ঘটপটাদিতে যদি তদ্বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হইল, তবে ঘটাদির নিবৃত্তি হয় না এবং ঘটপটাদি প্রপঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্য নহে, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? উত্তর সম্প্রদায়বিদ্গণের নিকট অনুসন্ধেয়।

-মার্গাবলম্বনে শিবকিঙ্করগণের সহায়তায় (৪৭৭ পৃঃ) পরশিবলোকে গমন করেন (৪।৩।৭)। তথায় ইঁহাদের পরমেশ্বরের শরীরের ন্যায় অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় শরীর লব্ধ হয়, সেই শরীর দুঃখের হেতু নহে (৪।৪।৮)। শিবসারূপ্যধারী অনন্যাধিপতি (—স্বাধীন) ইঁহাদের শিবের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লব্ধ হয় (৪।৪।৯)। সঙ্কল্পমাত্রেই ইঁহারা স্রক্‌চন্দন-বনিতাদি নানা ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হন। (৪।৪।৮)। ইঁহারা স্বেচ্ছাবশে বহুলোকে স্বভোগানুকূল (৪৯২ পৃঃ) বহু শরীরাদি নির্ম্মাণকরতঃ সেই শরীরসকলে যুগপৎ প্রবেশ ও ভোগ করিতে সমর্থ। তখন ইঁহাদের বদ্ধাবস্থাগত অণুত্ব বিগলিত হইয়া বিভুত্ব লব্ধ হয় (৪।৪।১৫-১৬)। সত্যসঙ্কল্প ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও জগৎ ও দেবমনুষ্যাদির সৃষ্টিব্যাপারে এবং তাহাদের নিয়মনে ইঁহাদের সামর্থ্য থাকে না (৪।৪।১৭, ২০)। বিগলিত মনুষ্যাদিশরীরাভিমান কামরূপী ইঁহারা পরিপূর্ণ ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন হইয়া শিবসামরস্য অনুভব করেন (৪।৪।১৯)। শিবলোকে সর্ব্বকামপ্রাপ্তির অনন্তর সেই লোক হইতেই শিবজ্ঞান-পূর্ণভাবে শিবসাযুজ্যাত্মক 'কৈবল্য মুক্তি' লাভ করেন (৪।৪।২২, ৪৯৬ পৃঃ); তখন ইঁহাদের লিঙ্গশরীর বিলীন হইয়া যায় (৪।৪।২১)। বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না (৪৯৬ পৃঃ)। এই মতে—নারায়ণ প্রভৃতির উপাসকগণ নিষ্কামভাবে উপাসনাপ্রভাবে বহুকাল পরে চিত্তের শুদ্ধতা লাভকরতঃ শিবোপাসনাদ্বারা পুনরাবৃত্তিরহিত মোক্ষ লাভ করেন (৪৭৭-৭৮ পৃঃ)। ইহাই সংক্ষেপে বীরশৈবসম্প্রদায়স্বীকৃত পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ'। [ব্যাঙ্গালোরস্থ ব্যাঙ্গালোর প্রেস হইতে শ্রীহয়বদন রাও কর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদান্তসূত্রের শ্রীকরভাষ্যাবলম্বনে লিখিত। সূত্র ও পৃষ্ঠা সংখ্যা সেই গ্রন্থের]।

১০। আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর—সামঞ্জস্যবাদ

সামঞ্জস্যবাদ—আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জল মতবাদের সহিত কতক্‌টা সামঞ্জস্য রক্ষাকরতঃ বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য প্রণয়ণ করেন, ইহার নাম—**বিজ্ঞানামৃতভাষ্য**। উক্ত মতবাদসকলের সহিত সামঞ্জস্য করিতে গিয়া ইঁহার মতবাদ "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ" সদৃশ হইলেও ইঁহার অদ্ভুত মনীষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহার উক্তপ্রকার সামঞ্জস্যপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ এই ভাষ্যপ্রতিপাদিত মতবাদকে "সামঞ্জস্যবাদ" নামে অভিহিত করেন। অপরে ইহাকে 'সমন্বয়বাদ' বলেন। আমরা প্রথমোক্ত নামটাই গ্রহণ করিতেছি; কারণ উক্ত মতবাদসকলের সহিত এই ভাষ্যোক্ত মতবাদের কোন কোন অংশেই সামঞ্জস্য (—মিল, সাদৃশ্য) প্রতিভাত হয়, সর্ব্বাংশে সমন্বয় (—মিলন, অবিরোধ, সম্যক্ তাৎপর্য্যবত্তা) প্রতিভাত হয় না। ইহাও একপ্রকার ভেদাভেদবাদ। অধ্যাপক-পরম্পরাতে অবগত হওয়া যায়—আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু ছিলেন 'গৌড়দেশীয় সন্ন্যাসী'। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। **ইঁহার মতবাদ** মোটামুটী এইপ্রকার—এই শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই; তাহা হইলে প্রথম সূত্রের আকার "অথাতো জীবব্রহ্মৈক্যজিজ্ঞাসা", এইপ্রকার হইত (১।১।১, ৩১ পৃঃ)। অন্যান্য ব্যাখ্যাতার ন্যায় প্রথম সূত্রে ইনি এই শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ কি না, এই বিষয়ের বিচার করেন নাই। ইঁহার মতে—শাস্ত্রার্থগ্রহণোপযোগী শমাদিগুণযুক্ত, গুরুভক্তিপরায়ণ, নিত্যা-

-কর্ম্ম ও তপস্যাদিসম্পন্ন, কর্ম্মফলে বিরক্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিই এই শাস্ত্রে অধিকারী (২৭ পৃঃ)।

ইঁহার মতে **পরমেশ্বরের স্বরূপ** এই—প্রকৃতিপুরুষাদি অখিল শক্তি (২।১।৩০) যাঁহাতে অন্তর্নিহিত আছে, যিনি স্বতঃ চিন্মাত্রস্বরূপ, বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য **মায়া** যাঁহার উপাধি, অবিদ্যাদি ক্লেশ, কর্ম্ম, তাহার ফলভোগ ও তজ্জনিত সংস্কারের সহিত যিনি অসম্বদ্ধ (পাতঃ দঃ ১।২৪), সেই চেতনবিশেষই পরমেশ্বর (৩২ পৃঃ)। জীবের কর্ম্ম (৩।২।৪১), কাল ও অদৃষ্ট প্রভৃতিও ব্রহ্মের জগৎসৃষ্ট্যনুকূল শক্তি (১।৪।২৮)। ইনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত (২।১।৩০) এবং জীবের কর্ম্মফলদাতা (৩।২।৩৮)। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" (বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৬১), ইত্যাদি-প্রকারে বর্ণিত পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্ট্যনুকূল শক্তিরূপে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞরূপা অপরাশক্তি এবং অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞক তৃতীয়প্রকার শক্তি, ইনিও অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই শক্তিসকল পরদেবতার অংশ, কিন্তু তাঁহার আরম্ভক অবয়বরূপ অংশ নহে (২।১।৩০, ৩।২।৪১)। সদা একরূপ নিত্যশুদ্ধ কেবল সত্ত্বগুণাংশে নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিযুক্তরূপে প্রকৃতি ঈশ্বরোপাধি হওয়ায় (১।৪।২৭) পরমেশ্বর নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য আনন্দস্বরূপ, সদা একরূপ এবং অবিলুপ্ত উপাধি হওয়ায় সদা সর্ব্বসাক্ষী, সদা ঐশ্বর্য্যবান্ (১৩০ পৃঃ, ৩।২।১১) এবং স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপক (৩।২।৩৭)। ইনি "অস্থূল অনণু", সুতরাং সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত (৩।২।১৩)। ইনি রূপবিহীন (৩।২।১৪) নিরবয়ব (২।১।৩০) এবং চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ; পরন্তু চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত নহেন (৩।২।১৫)। ইনি নির্গুণ (৩।২।১৬), প্রকাশতুল্য (প্রকাশস্বরূপ ? ৩।২।১৭) এবং লৌকিক বুদ্ধির অগোচর (৩।২।২৩)। [অতএব ইঁহার মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ এবং মায়ারূপ উপাধিবশতঃ সগুণ ও সবিশেষ, ইহাই সিদ্ধ হয়।] ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব, ইঁহারা ব্রহ্মের শক্তি, তন্মধ্যে বিষ্ণুই প্রধান। বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার এবং ব্রহ্মা হইতে রুদ্রের স্থূল দেহাবলম্বনে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তি হয় (১।১।৫, ১৩৬-৩৭ পৃঃ)। ইঁহারা সৃষ্টিস্থিতি-সংহারে 'অধিকারী', সেইহেতু ইঁহাদের উপাসকগণকে "আধিকারিক পুরুষ" বলা হয় (৩।৩।৩২)। ব্রহ্মা প্রভৃতিকে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে **প্রতীক** বলা হয়, সেইহেতু বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসকগণ 'প্রতীকোপাসক' (৪।৩।১৫)। ইঁহার মতে—পরমেশ্বরের লীলাবিগ্রহকল্পনা আধুনিকগণের অপসিদ্ধান্ত (৩।২।১৪)। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৩।২৮) * ইত্যাদি বাক্যোক্ত 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ, ইহার মতে—'বিষ্ণু', স্বয়ং 'পরমেশ্বর' ; কৃষ্ণাদি অন্যান্য অবতার তাঁহার অংশ। ইঁহার মতে অংশশব্দের অর্থ—'পুত্রবৎ সাক্ষাৎ অংশ' (১৩৩ পৃঃ), অথবা জীব ও ঈশ্বরের উপাধিদ্বয়ের অংশাংশিভাববশতঃ অবতারসকল পরমেশ্বরের ঔপাধিক অংশ (৩৬৫ পৃঃ)।

ইঁহার মতে **জগতের সৃষ্টিক্রম** এইপ্রকার—প্রকৃতি মায়া (৩৪ পৃঃ) এবং প্রধান (৪০১ পৃঃ) সমানার্থক। কারণ চারিপ্রকার, যথা—১। সমবায়ি (উপাদান), ২। অসমবায়ি, ৩। নিমিত্ত এবং ৪। আধার (অধিষ্ঠান) কারণ (৩৩ পৃঃ)। প্রধান,

* ইঁহার উদ্ধৃত সমগ্র শ্লোকটী এই—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রমায়াকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।" প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮ শ্লোকে কিন্তু "ইন্দ্রমায়াকুলং" স্থলে "ইন্দ্রারিব্যাকুলং", এইপ্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। সমগ্র শ্লোকটীর অর্থ এই—"ইঁহারা (—পূর্ব্ববর্ণিত অবতারসকল) পুরুষের (—পরব্রহ্মের) অংশ ও কলা (—বিভূতি)। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। [ইঁহারা সকলেই] ইন্দ্রারিব্যাকুল (—দৈত্য-পীড়িত) লোককে (—জগৎকে) সুখী করেন"। "ইন্দ্রমায়াকুলং", এই পাঠে অর্থ হইবে—"ইন্দ্রের, অর্থাৎ পরমেশ্বরের মায়ার দ্বারা আকুলীকৃত'।

[জীবের] অদৃষ্ট ও কাল প্রভৃতি শক্তিযুক্ত (১।৪।২৮) মহামায়ী পরমেশ্বর স্বসঙ্কল্পপ্রভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগবিশেষদ্বারা মহদাদি যাবতীয় কার্য্যরূপে নটবৎ প্রতিভাত হন (৩।২।২৭, ৪৬০ পৃঃ)। সৃষ্টির পূর্ব্বে দুগ্ধ ও জলের ন্যায় (৩৩ পৃঃ), অথবা গর্ত্তমধ্যস্থ মৃত সর্পের ন্যায় (৩৬ পৃঃ) জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন থাকে। সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে নিত্য নিরঞ্জন নির্গুণ পরমেশ্বর স্বোপাধিভূত প্রকৃতি ও পুরুষের (জীবের) মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রবেশকরতঃ ক্ষোভ (চাঞ্চল্য) উৎপাদন করেন, ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগনামক অসমবায়িকারণ। ক্ষোভয়িতা পরমেশ্বর কুলালের ন্যায় নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই বিভু হইলেও গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন গুণাংশে ক্ষোভ হয় এবং প্রকৃতির সহিত সংযোগোন্মুখ পুরুষে ক্ষোভশব্দের গৌণ প্রয়োগ হয়। ঊর্ণনাভির অচেতন শরীরের তন্তুরূপে পরিণামের ন্যায়, তৎকালে রজস্তমোগুণমিশ্রিত মলিন সত্ত্বগুণযুক্তা ঈশ্বরোপাধি প্রকৃতির পুরুষসংযোগ-দ্বারা মহদাদি জগদাকারে (১।৪।২৭, ২৬২ পৃঃ) পরিণাম হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শনাদিক্রিয়া যেমন স্বামী জীবেরই, তদ্রূপ উপাধির পরিণাম সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্রহ্মেরই পরিণামরূপে অঙ্গীকরণীয়। এইরূপে জগতের প্রতি ব্রহ্মের **অভিন্ন**নিমিত্তোপাদানতা সিদ্ধ হয়। পরমেশ্বর স্বয়ংই অধিষ্ঠানকারণ, যেহেতু প্রকৃতি তাঁহাতেই আশ্রিত (১।১।২, ৩২-৩৭ পৃঃ)। এই অধিষ্ঠানকারণ "অধিষ্ঠানরূপ উপাদান কারণ", এইরূপেও বর্ণিত হইয়াছে (১।১।৪, ৯৪ পৃঃ)। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত জীবসংযুক্ত প্রধান হইতে সৎ (—পরমেশ্বর) এবং আকাশের মধ্যে আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বেই প্রথমে **মহৎ** [ইহাকেই অন্তঃকরণও বলা হইয়াছে, ৩৩৫ পৃঃ] উৎপন্ন হয়। ইহা জীবের উপাধি। "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ", এই শ্রুতি ইহাই বলেন (১।৪।২৭, ২৬২ পৃঃ)। সেই মহৎই ক্রিয়াশক্তিযোগে পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক মুখ্যপ্রাণ (২।৪।৮ এবং ১২) এবং নিশ্চয়শক্তিযোগে বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। এই উভয়ের মধ্যে প্রথমে মুখ্যপ্রাণ-বৃত্তির উৎপত্তি হয়। অনন্তর অঙ্কুরের বৃক্ষভাবপ্রাপ্তির ন্যায় 'অহঙ্কাররূপ' বৃত্তিবিশেষের, তাহার পর 'মনের' উৎপত্তি হয়। তাহার পর সৎ (—পরমেশ্বর) ও আকাশের মধ্যবর্ত্তিস্থলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পুরুষসংযুক্ত প্রধান হইতেই হইয়া থাকে (২।৪।১ এবং ৪০১ পৃঃ)। আকাশাদি মহাভূত সৃষ্টির পূর্ব্বেই উৎপন্ন হওয়ায় ইহারা ভৌতিক নহে (৩৮৫ পৃঃ)। মহদাখ্য নিশ্চয়াত্মিকা 'বুদ্ধি', সঙ্কল্পবিকল্পাদি বৃত্তিযুক্ত 'মন', 'চিত্ত' এবং 'অহঙ্কার', ইহারা এক অন্তঃকরণেরই বৃত্তি (২।৩।১৫, ২।৪।১২)। [এইরূপে ইঁহার মতে 'মহৎ'শব্দে মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কারাত্মক বৃত্তিচতুষ্টয়যুক্ত অন্তঃকরণকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং মন প্রভৃতির উৎপত্তি বলিতে মহদাখ্য বুদ্ধির তত্তদাকারা বৃত্তিরূপে পরিণাম মাত্রকে বুঝিতে হইবে]। এই মহৎ, অন্তঃ-করণ বা মন (৩৯৫ পৃঃ) প্রলয়ে প্রকৃতিতে নিত্য ও বিভুরূপে (৩৩৭ পৃঃ) অবস্থান করে, তখন অনভিব্যক্ত তাহা কার্য্যক্ষম থাকে না। সৃষ্টিকালে অন্য গুণসকলের সহযোগে ইহার অংশতঃ পরিণাম হয়, তখন অভিব্যক্ত হইয়া ইহা কার্য্যক্ষম হয় (২।৩।৩১, ৩৪৭ পৃঃ)। জীবোপাধি-রূপে ইহার অন্যান্য বিশেষ পরে বর্ণিত হইতেছে। অতঃপর প্রধানরূপে অবস্থিত পরমেশ্বর হইতে, অর্থাৎ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত (২।৩।১৩) জীবসংযুক্ত প্রকৃতি হইতে (৪০১ পৃঃ) প্রথমতঃ সূক্ষ্মভূতাত্মক আকাশাদি তন্মাত্রাসকলের উৎপত্তি হয়, পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতরূপেই তাহারা অবস্থান করে (২।৪।৭)। ইহাদের উৎপত্তি প্রধান (—প্রকৃতি) হইতে আকাশতন্মাত্রা (শব্দতন্মাত্রা),

তাহা হইতে বায়ুতন্মাত্রা (স্পর্শতন্মাত্রা) ইত্যাদি এই ক্রমে বুঝিতে হইবে (২।৩।২, ৭-১২ সূঃ) "আকাশঃ পূর্ব্বোৎপত্ত্যনন্তরং সঃ স্পর্শতন্মাত্রং স্বাবষ্টম্ভেন অণুরূপতয়া সসর্জ্জ" (৪০০ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্য দ্রঃ। অতঃপর পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত শব্দতন্মাত্রা হইতে আকাশপরমাণুর উৎপত্তি, স্পর্শতন্মাত্রা হইতে বায়ুপরমাণুর উৎপত্তি, ইত্যাদি এইভাবে তত্তৎ তন্মাত্রা হইতে তত্তৎ ভূত-পরমাণুসকলের উৎপত্তি হয় (২।৪।১৩, ৩৯৯ পৃঃ)। [ইনি এখানে পাতঞ্জলভাষ্যের কতক্‌টা অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু ১।৪৪ তত্ত্ববৈশারদী এবং ৪।১৪ ব্যাসভাষ্য এবং বার্ত্তিকে এই মহা-ভূতাণুসকলের উৎপত্তিপ্রক্রিয়া অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—গন্ধতন্মাত্রপ্রধান পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পার্থিব পরমাণুর উৎপত্তি, গন্ধতন্মাত্রবর্জ্জিত রসতন্মাত্রপ্রধান রূপ রস শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রা হইতে জলপরমাণুর উৎপত্তি, ইত্যাদি। তাহা আকরে দ্রঃ]। অতঃপর পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত তত্তৎ ভূতপরমাণুসকল হইতে শব্দাদিক্ষম আকাশাদি স্থূল পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয় (৩২৬ পৃঃ, ৪০১-২ পৃঃ)। ইঁহার মতে পঞ্চভূতের তন্মাত্রাসকল নিত্য পদার্থ, কার্য্য পরমাণু ও স্থূল মহাভূতসকল অনিত্য (২।৩।৭, ৩২৭ পৃঃ)। কিন্তু তন্মাত্রা নিত্য হইলে তাহার উৎপত্তি কিপ্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে ইনি বলেন—"বিয়দাদীনাং বিভাগঃ সৃষ্টিঃ শ্রুতিষু উচ্যতে (৩২৫ পৃঃ)। তাৎপর্য্য এই—নিত্য তন্মাত্রাসকল প্রকৃতিতে লীন থাকে, সৃষ্টিকালে তাহা হইতে বিভক্ত (—অভিব্যক্ত) হয়। সেইহেতু উৎপত্তিশব্দ প্রযুক্ত হইলেও তাহাদের নিত্যতা সিদ্ধ হয়। যাহাউক, উক্তপ্রকারে স্থূল মহাভূতসকলের উৎপত্তির অনন্তর পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত সেই সকল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইঁহার মতে 'ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিই' ছান্দোগোক্ত ত্রিবৃৎকরণ (২।৪।১৩, ৪০১-২ পৃঃ)। ইহাই ইঁহার মতে **সৃষ্টিপ্রক্রিয়া**।

ইঁহার মতে **জীবের স্বরূপ** এই—প্রলয়কালে জীব ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তরূপে, সমানলক্ষণযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, সৃষ্টিকালে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশে চৈতন্যলাভকরতঃ পিতা হইতে পুত্রের ন্যায় তাঁহা হইতে বিভক্ত হইয়া আবির্ভূত হয়; সেইহেতু জীবকে ব্রহ্মের **অংশ** বলা হয় (১।১।২, ৫২ পৃঃ)। সূর্য্য হইতে রশ্মির বিভাগ ও নিশাগমে তাহাতেই অবিভাগের ন্যায় সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর হইতে জীবের অভিব্যক্তিরূপ বিভাগ এবং মোক্ষাবস্থাতে তাঁহাতেই অবিভাগ প্রাপ্তি হয় (৩।২।২৮)। [এইরূপে জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে [কালভেদে] ভেদাভেদ (৩৬৩ ও ৬২৪ পৃঃ) সিদ্ধ হয়]। মিথ্যা জ্ঞানবশতঃ পাপপুণ্যের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্ম হইতে জীবের বিভাগ হইয়া পড়ে (৩।২।২৮, ৪৬১ পৃঃ)। জীব নিত্য (২।৩।১৭), বহু (১।১।২, ৪৭ পৃঃ) এবং **বিভু**, কিন্তু অণু নহে (২।৩।১৮, ৩৩৯ পৃঃ)। ইহা স্বতঃ নির্গুণ (২।৩।২৯) এবং নিরবয়ব (৩৬৩ পৃঃ)। জীবের উপাধি বুদ্ধি, (মন, অন্তঃকরণ) বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় **নিত্য ও অনিত্য** (কার্য্য) উভয়রূপ (৩৩৭ ও ৩৪৮ পৃঃ)। কার্য্যাবস্থাতে তাহা পরিচ্ছিন্ন ও অণুপরিমাণ, সেইহেতু তদুপাধিক জীবের উৎক্রমণ ও গত্যাগতি সম্ভব হয় (৩।২।২৯)। প্রলয়কালে (৩৪৭ পৃঃ) মন নিত্য ও বিভু (৩৩৭, ৩৪৩ পৃঃ), কিন্তু জীবাদৃষ্টবশতঃ কার্য্যাবস্থাতে তাহা অনিয়ত পরিমাণ, সেইহেতু শাস্ত্রে বর্ণিত মনের **বিভু, মধ্যম** ও **অণু-পরিমাণতা** উপপন্ন হয় (২।৩।১৬, ৩৩৭ পৃঃ)। এই জীবোপাধি শুদ্ধ হইলে তাহার পরিচ্ছিন্নতা অপগত হইয়া উপাধির সহিতই জীবের বিভুত্ব অভিব্যক্ত হয় (৩৪৪ পৃঃ)। উপাধি অন্তঃকরণ নিত্য পদার্থ হইলেও জীবের মুক্তি ব্যাহত হয় না, কারণ কর্ম্মরূপ নিমিত্তকারণের নাশ হইলে

দগ্ধবীজের ন্যায় তাহা কার্য্যক্ষম থাকে না (২।৩।৩০, ৩৪৬ পৃঃ)। জীব স্বতঃ অকর্ত্তা (২।৩।৪০), কিন্তু এই উপাধিবশতঃই তাহার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপ সংসার সম্ভব হয় (৩৪৫ পৃঃ, ২।৩।৩৩-৩৪)। জীবের কর্তৃত্ব জীবকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরাধীন (২।৩।৪১)। অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় জীব নিত্য চৈতন্যস্বরূপ (২।৩।৩৭)। জীব বিভু হইলেও প্রলয়কালে বিষয়প্রকাশকত্বরূপ নিজের লক্ষণকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত সমানলক্ষণযুক্তাবস্থাতে (অর্থাৎ অবিভাগাবস্থাতে) অবস্থান করে। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরেচ্ছাবশে লব্ধচৈতন্য হইয়া তাঁহা হইতে [বিভক্তরূপে] আবির্ভূত হয় (১।১।২, ৫২ পৃঃ)। সেইহেতু জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে পিতা ও পুত্রের ন্যায়, অথবা অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কার্য্যকারণভাব ও অংশাংশিভাব সিদ্ধ হয়। এইরূপে জীব হয় ব্রহ্মের অংশ (২।৩।৪২, ৩৬১ পৃঃ)। [লক্ষ্য করিতে হইবে—এই ভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়াবচ্ছেদেও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে 'বিভিন্নকালিক ভেদাভেদ' সিদ্ধ হয়]। কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই নিরবয়ব হওয়ায় তাহাদের মধ্যে অংশাংশিভাব কিপ্রকারে সম্ভব ? উত্তরে ইনি বলেন—অংশ-শব্দের অর্থ—"সজাতীয়ত্বে সতি কদাচিদবিভক্তত্বম্"। জন্মের পূর্ব্বে পিতাতে পুত্রের ন্যায়, প্রলয়-কালে জীব পরমাত্মাতে অবিভক্তরূপে থাকে এবং তাঁহারা চেতনরূপে সজাতীয়। সুতরাং লক্ষণ সমন্বিত হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই নিরবয়ব হইলেও এতাদৃশ অংশাংশিভাব সম্ভব হওয়ায় পিতার অংশ পুত্রের ন্যায় জীব পরমাত্মার অংশ, ইহা সিদ্ধ হয় (২।৩।৪২, ৩৬৩, ৩৬৫ পৃঃ)।

সাধন—ইনি জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী (২৬ পৃঃ)। ইঁহার মতে জ্ঞানশব্দের অর্থ—অনুভব ও সমাধি (১৮ পৃঃ); 'অনুভব' অর্থ—'ব্রহ্মজ্ঞান' (৩১ পৃঃ)। যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যাদি **বাহ্য**সাধন (৩।৪।২৬) এবং অভ্যাস বৈরাগ্য (৪।১।২) ও শমদমাদি (৩।৪।২৭) সহ সাধনচতুষ্টয় (৬ পৃঃ), শ্রবণ মনন ধ্যান ধারণা সমাধি জপ বন্দনা অন্তর্যাগ (১১ পৃঃ) এবং অহংগ্রহোপাসনা (৪।১।৩) ইত্যাদি **আভ্যন্তর** সাধন, এই সকলই ব্রহ্মবিদ্যার সাধন। গৃহস্থ হইতে ত্রিদণ্ডী পর্য্যন্ত সকলেই মন্দ অধিকারী, পরমহংস সন্ন্যাসী উত্তমাধিকারী (২৮ পৃঃ)। কাহারও কিন্তু কর্ম্মত্যাগে অধিকার নাই। জ্ঞানোৎপত্তি ও পাপক্ষয়ের জন্য গৃহস্থাদি বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্যই করিবেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্তর্যজনরূপ কর্ম্ম। স্বকীয় স্নান পান ও আহারাদিকে মন্ত্রনিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ, মানসোপচার দ্বারা ঈশ্বরের পূজা, (৮ ও ৫৪৭-৪৮ পৃঃ) এবং আন্তর অগ্নিহোত্র ইত্যাদি (৯ পৃঃ), এই সকলকে অন্তর্যজন বা 'আত্মযাগ' (৫৪৫ পৃঃ) বলা হয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীর পক্ষে গায়ত্র্যর্থ ব্রহ্মাত্মতা ধ্যানরূপ সন্ধ্যাকর্ম্মও বিহিত (৯ পৃঃ)। সমাধি হইতে ব্যুত্থিতাবস্থাতে ভিক্ষাটনাদি কালে সন্ন্যাসী 'আত্মযাগের' অনুষ্ঠান করিবেন। আর জ্ঞানশব্দের অর্থ 'ব্রহ্মজ্ঞান' হইলেও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের বিরোধ হয় না ; কারণ কর্ম্মাভিমানের সহিতই জ্ঞানের বিরোধ, কর্ম্মের সহিত নহে। লোকসংগ্রহের জন্যও তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম বিহিত (১৮ পৃঃ)। তবে সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞানাভ্যাসই প্রধান, আন্তর কর্ম্ম তাহার সহকারি মাত্র (১৭ পৃঃ)। কৃতসাক্ষাৎকার (—জীবন্মুক্ত), বা অকৃতসাক্ষাৎকার যাহাই হউন না কেন, বিদ্যার, অর্থাৎ ব্রহ্মাকার প্রত্যয়ের (—জ্ঞানের) এবং উক্তপ্রকার আন্তর কর্ম্মের আবৃত্তির আমৃত্যু অনুষ্ঠান আবশ্যক (৪।১।১২, ১৯ পৃঃ)। অতএব 'সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রবণ করিবে' ইহা কল্পিত অপসিদ্ধান্ত (২৩ পৃঃ); "সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাৎ" এই বাক্যের অর্থ—অশক্তিবশতঃ বাহ্যকর্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস হইলেও 'শ্রবণ' করিবে (১৬ পৃঃ)।

মুক্তি—এই মতে মুক্তি দ্বিবিধ—**সদ্যোমুক্তি** (ঐহিকমুক্তি ৫৬৪ পৃঃ, পরমমুক্তি ৫৭৬ পৃঃ) এবং **ক্রমমুক্তি** (৯২ ও ৫৬৪ পৃঃ)। তন্মধ্যে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাই অবিদ্যানিবর্ত্তক ও **সদ্যোমুক্তির** হেতু। শরীরাভিমান ও জীবত্বাভিমান রহিত হইয়া সমুদ্রে তরঙ্গবুদ্বুদবৎ ক্ষণভঙ্গুর মায়া ও ইন্দ্রজালসদৃশ জগৎ যাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়, সেই নিখিল বেদান্তের ও মহাবাক্যের অর্থভূত (৪।৪।২২, ৬২৩ পৃঃ) নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইপ্রকার অহংগ্রহধ্যানের ফলে ইহা লব্ধ হয় (৪।১।২, ৩)। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে (৪।২।১৯) সমস্ত কামনারহিত ইঁহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না (৪।৩।১৭, ৬২৪ পৃঃ)। এখানেই পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। এই বিলীনতাতে কিন্তু 'পৃথগবৃত্তিতারূপ অবিভাগ' প্রাপ্তি হয় (৫৮৯ পৃঃ, ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইতেছে], 'অখণ্ডৈকরসতা' নহে (৪।১।৩, ৫৬৮ পৃঃ)। ইঁহার মতে—মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অখণ্ডৈকাত্মতা অঙ্গীকার করিলে, এক অন্তঃকরণের বিয়োগ হইলেও, অন্য অন্তঃকরণসম্বন্ধ-বশতঃ মুক্ত জীবের পুনরায় বন্ধন হইয়া পড়িবে ; [এখানে ভাষ্যের পাঠ এইপ্রকার—"কিঞ্চ অখণ্ডৈকাত্ম্যে সতি মুক্তস্য পুনর্বন্ধাপত্তিঃ। একান্তঃকরণবিয়োগেঽপি মুক্তাংশে এব অন্তঃকরণান্তরসম্ভবাৎ"।] যেমন একটী ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটান্তরের সহিত আকাশের পুনরায় সম্বন্ধ হয়, তদ্রূপ (৪৫ পৃঃ)। মহাপ্রলয়ে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় জীব যেমন কাষ্ঠ ও লোষ্টাদির ন্যায় জড়রূপে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে ; এই **সদ্যোমুক্তি** অবস্থাতেও তদ্রূপ মধ্যাহ্ন-কালীন আদিত্যের ন্যায় সর্ব্বভাসক পরমাত্মাতে, সমুদ্রে নদীবৎ বিলীন হইয়া মুক্ত জীব কাষ্ঠ ও লোষ্টাদির ন্যায় জড়রূপে অবস্থান করে। সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর উপাধিসম্বন্ধের দ্বারা তাঁহাকে নিজ হইতে বিভক্ত করিয়া আর সংসারে প্রেরণ করেন না (৪।১।৩, ৫৬৭ পৃঃ)। এই অবস্থাতে ব্রহ্মবিদ্যার বলে অবিদ্যা নিবৃত্ত হওয়ায় (৫৬৫ পৃঃ) সংসারের হেতুভূত দেহাদিতে অভিমানের নিবৃত্তি হয়, (৫৬৭-৬৮ পৃঃ), ফলে জীবের দুঃখনিবৃত্তিমাত্র হয়, আনন্দ লব্ধ হয় না। (৪।১।১৪), কারণ তাহার বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধির আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইয়া যায় বলিয়া সুখভোগ সম্ভব হয় না ; জীব সুখস্বরূপ হইলেও, কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধবশতঃ সেই সুখ উপভোগ্য হয় না (৬৫-৬৬ পৃঃ)।

[এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে—নদী সমুদ্রে বিলীন হইলে সমুদ্রের সহিত অবিভাগ-প্রাপ্ত তাহার নামরূপ অপগত হইয়া যায়। ফলে সমুদ্রের সহিত তাহা সমানলক্ষণযুক্ত হইয়া পড়ে। তথাপি কিন্তু নদীজলপরমাণু ও সমুদ্রজলপরমাণু বিভিন্নই থাকিয়া যায়। পরমমুক্তিতে জীবের এইপ্রকার অবস্থাই বর্ণিত হইতেছে। এতাদৃশ অবিভাগপ্রাপ্তিকে এই ভাষ্যে "পৃথগবৃত্তিতালক্ষণম্ অবিভাগম্" (৪।২।১৬, ৫৮৯ পৃঃ), এইপ্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইঁহার মতে "তত্ত্বমসি" বাক্য অখণ্ডার্থতা সমর্পণ করে না, কিন্তু "অবিভাগরূপ ঐকাত্ম্যই" তাহার অর্থ। এইপ্রকারে 'ভেদগর্ভিত অভেদই' অবিভাগশব্দের প্রতিপাদ্যরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে (৫৯০ পৃঃ)। "মোক্ষাবস্থায়াং ভিন্নয়োঃ জীবব্রহ্মণোঃ অবিভাগরূপম্ আত্ম্যৈক্যম্ উক্তম্", "প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ যাদৃশম্ ঐক্যং মোক্ষকালে জীবস্য নিবর্ত্ততে, ব্রহ্মণা সহাপি তাদৃশম্ আত্ম্যৈকং তদা ভবতি ইতি গম্যতে, তচ্চ অবিভাগঃ" (৪।২।১৬, ৫৯০ পৃঃ), ইত্যাদি ভাষ্য-বাক্য হইতে এতাদৃশ পরিস্থিতিই, অর্থাৎ 'পৃথক্‌বৃত্তিতালক্ষণ অবিভাগই' অবগত হওয়া যায়। কিন্তু "পরমমুক্তৌ অপি অবিভাগস্তু ইষ্যতে এব, স আত্যন্তিকঃ ইত্যেব বিশেষঃ" (৫৯১ পৃঃ), এইপ্রকার ভাষ্যবচনও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সেই স্থলে 'আত্যন্তিক' শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য

কি? আমাদের নিকট সেই তাৎপর্য্য এইপ্রকার প্রতিভাত হইতেছে—"সমুদ্রেণ নদনদীনাম্ ইব অবিভাগেন লক্ষণানন্যত্বরূপেণ 'আত্যন্তিকলয়রূপা' এব মুক্তিঃ" ইত্যাদি ৪।৪।৪ সূত্রভাষ্যালোচনা হইতে প্রতিভাত হয়—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে 'লক্ষণানন্যত্বরূপ' লয় হয়, অর্থাৎ 'জীব ও ব্রহ্মরূপে তাহাদের বিভিন্ন লক্ষণ থাকে না, পরন্তু একই লক্ষণযুক্ত হইয়া পড়েন', ইহাই 'আত্যন্তিক' শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য। সমুদ্রে একীভাবপ্রাপ্ত নদীর সমুদ্র হইতে ভিন্ন লক্ষণ থাকে না, অথচ তাহাদের পরমাণুসকলের মধ্যে ভেদ থাকে। এইপ্রকার বস্তুস্থিতি প্রতিপাদনই এই স্থলে 'আত্যন্তিক' শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তাহাতে ৪।১।৩ সূত্রভাষ্যের ৫৬৭ পৃষ্ঠাতে প্রতিপাদিত মুক্ত জীবের কাষ্ঠলোষ্টাদিবৎ অবস্থিতিরও বিরোধ হয় না; কারণ অখণ্ডৈকরসতারূপ অবিভাগ হইলে তাদৃশ কাষ্ঠাদিবৎ অবস্থিতি সম্ভব হয় না]।

অপ্রতীকালম্বনা (৪।৩।১৫) সগুণ পরব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধিলাভের ফলে **ক্রমমুক্তি** লব্ধ হয়। মায়াদির সহিত অবিবিক্ত ব্রহ্মের উপাসক (৬২৪ পৃঃ) ব্রহ্মবিদ্ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলে লিঙ্গশরীরের আধারভূত (৫৮৬ পৃঃ) ভূতপঞ্চক (—সূক্ষ্মশরীর) পরিবৃত লিঙ্গশরীরসহ (৪।২।১৩) ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারে (৫৯৩ পৃঃ) শরীর হইতে নির্গত হইয়া দেবযানমার্গাবলম্বনে সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে পরব্রহ্মলোকে (৪।৪।৯) গমনকরতঃ মায়াশিবলিত কারণভূত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন (৬২৬ পৃঃ)। মনের সহিত ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত (৪।৪।১৭) তাঁহার তথায় সত্যসঙ্কল্পতাপ্রভাবে সশরীর, অশরীর বা বহুশরীরযুক্ত হইয়া জগতের মহদাদি সৃষ্টিব্যাপারবর্জ্জিত নানাপ্রকার ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য ভোগ হয় (৪।৪।৮-২১)। ভোগসমাপ্তির অনন্তর (৪।৪।২২) মোক্ষহেতুভূত জ্ঞানের পরিপাক হইয়া তাঁহার চিন্মাত্রস্বরূপতার আবির্ভাব ও ঔপাধিক ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয় (৪।৪।১) এবং তিনি নদনদীর সমুদ্রের সহিত অবিভাগপ্রাপ্তির ন্যায় পরব্রহ্মের সহিত লক্ষণানন্যত্বাত্মক আত্যন্তিক লয়রূপা মুক্তি প্রাপ্ত হন (৪।৪।৪)। তাঁহার মুক্তি নিয়ত, পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২)। এই ক্রমমুক্তপুরুষ ঈশ্বরাজ্ঞাবশে ঈশ্বরাংশাধিষ্ঠিত হইয়া ভোগসমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত **লীলাবতার**রূপে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে গমনাগমন করেন (৪।৪।৮)। যাঁহারা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতিকে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহারা **প্রতীকোপাসক** (৪।৩।১৫)। ইঁহাদের মুক্তি ঔৎসর্গিক, অর্থাৎ নিয়ত নহে (৬২৩ পৃঃ)। ইঁহারা কার্য্যব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সেই স্থলে তত্তৎ দেবতার অধিকারকাল পর্য্যন্ত স্বোপাস্য দেবতার সহিত বাস ও ঐশ্বর্য্যভোগ সমাপনান্তে (৩।৩।৩২) জ্ঞান যদি পরিপক্ব হয়, তাহা হইলে দ্বিপরার্দ্ধান্তে ব্রহ্মা প্রভৃতির সহ মোক্ষলাভ করেন। জ্ঞান পরিপক্ব না হইলে অন্য সৃষ্টিতে অধিকারী ব্রহ্মাদিরূপে আবির্ভূত হন (৪।৪।২২, ৬২৬ পৃঃ)। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর 'সামঞ্জস্যবাদ'। [চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রের "বিজ্ঞানামৃতভাষ্য" অবলম্বনে লিখিত। পৃষ্ঠা ও সূত্র সংখ্যা সেই গ্রন্থের]।

১১। ভট্টাচার্য্য পঞ্চাননের—শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—নানাদর্শনপরমাচার্য্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র 'ত্যক্তমহামহোপাধ্যায়পদ' পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮০ শকাব্দাতে বেদান্তদর্শনের 'শক্তিভাষ্য' নামক এক ভাষ্য প্রকাশিত করেন। ভাষ্যগোষ্ঠির মধ্যে

ইহা সর্ব্বকনিষ্ঠ। পরিচয়ের জন্য এই ভাষ্যোক্ত মতবাদকে আমরা **শাক্তবিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ** নামে অভিহিত করিতেছি ; কারণ শক্তিই এই মতে ব্রহ্মরূপে স্বীকৃত এবং সেই শক্তি চিদচিদুভয়াত্মিকা, সুতরাং স্বগতভেদবিশিষ্ট। এই ভাষ্যালোচনার পূর্ব্বে 'শক্তিভাষ্য' এই নাম দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম—বৈষ্ণব ও শৈবমতাবলম্বী ভাষ্যে যেমন বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যসহ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র, বিভিন্ন বৈষ্ণব পুরাণ এবং বিভিন্ন শৈবাগম হইতে বহু বচন উদ্ধৃত হইয়া স্বমত স্থাপিত হইয়াছে, ইহাতেও তদ্রূপ বহুপ্রচলিত নানা সুপ্রসিদ্ধ শক্তাগম হইতে বহু বচন উদ্ধৃত হইবে। কার্য্যতঃ দেখিতেছি—প্রপঞ্চসার, সৌন্দর্য্যলহরী, সুভগোদয়স্তুতি, গৌতম সংহিতা, দেবীভাগবত ও সপ্তশতী প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত হইলেও এই ভাষ্যকার প্রধানতঃ শ্রুতি অবলম্বনেই স্বমত স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন *। গ্রন্থশেষে ইনি বলিয়াছেন—"আবির্ভূয় স্বয়ং স্বপ্নে যা মাং শাস্ত্রার্থমব্রবীৎ। সা কালী প্রীয়তামেতন্মৃকালাপনলীলয়া" ॥ সুতরাং শ্রীশ্রী৺কালিকাদেবীকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইনি এই ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। ইঁহার **মতে** যদিও পূর্ব্বোত্তরমীমাংসা ষোড়শাধ্যায়বিশিষ্ট একই শাস্ত্র এবং পূর্ব্বমীমাংসার অন্তিম অধিকরণের সহিত সঙ্গতিবশতঃ (১।১।১, ১৩-১৫ পৃঃ) এই উত্তর-মীমাংসা শাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুই এই শাস্ত্রে সামান্যতঃ অধিকারী। শম-দমাদিগুণসম্পত্তির উৎকৃষ্টতা, বা অপকৃষ্টতাবশতঃ জিজ্ঞাসার ভেদ এবং তৎপ্রযুক্ত অধিকারীর ভেদ হইয়া থাকে (ঐ ১৭ পৃঃ)। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের অর্থ—আদ্যের, অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন হিরণ্য-গর্ভের জন্ম 'যাঁহা হইতে'—যে'শক্তি হইতে' হয়, তিনিই ব্রহ্ম। অথবা "আদ্যস্য—অদনীয়স্য ভোগ্যস্য পিণ্ডাখ্যস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য চ যতো জন্ম তদ্ ব্রহ্ম" (১।১।২, ১৯-২৩ পৃঃ)। অর্থ স্পষ্ট।

ব্রহ্ম—"নিত্যসম্বদ্ধ চিদচিদুভয়াত্মিকা শক্তিই" এই মতে 'ব্রহ্ম' (১।১।৪, ২৭ পৃঃ)। ইঁহাতেই অদ্বৈতশ্রুতির সমন্বয় সিদ্ধ হয় (ঐ ৩২ পৃঃ)। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে এই শক্তিকেই ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং অক্ষর বলা হয় (ঐ ৩৯ পৃঃ)। চিৎ-শব্দের অর্থ—চেতন পুরুষ, অচিৎ-শব্দের অর্থ জড়া প্রকৃতি। তাঁহারা উভয়েই **বিভু** (২৯ পৃঃ, ৩।২।৩৭)। সেই প্রকৃতিপুরুষ সাধারণ যে একই সত্তা, তাহার দ্বারা ক্ষীর ও নীরের ন্যায় চিৎ ও অচিৎ নিত্যসম্বদ্ধ (৩৫ পৃঃ)। এই যে পরস্পরসম্বদ্ধ চিদচিদাত্মক ব্রহ্মসত্তা, তাহা সকল বস্তুর ব্যাপক হওয়ায় ইঁহার অদ্বিতীয়তাও সিদ্ধ হয় (৩২ পৃঃ)। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ" (বৃঃ ২।৩।১), "সংযুক্তমেতৎ ক্ষরম্

* কিন্তু বহু স্থলে ইনি শ্রুতিবাক্যের যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, বেদবিদ্গণ বলিতে পারেন। তৎকৃত ব্যাখ্যার দু একটী নিদর্শন এই—যাহা লোকবুদ্ধির অনুসরণকারী দৃষ্টান্তাত্মক অনুবাদরূপ অর্থবাদ মাত্র, সেই "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে" (ছাঃ ৫।২৪।৫), এই বৈশ্বানরবিদ্যার অর্থবাদবাক্যকে মাতৃ-ভাবপর উপাসনার উপস্থাপকরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (৩।৪।৪৭, ৩৬৫ পৃঃ)। ছান্দোগ্যের দহরবিদ্যাতে পঠিত ব্রহ্মের "সত্য" এই নামের অক্ষরবিশ্লেষণপ্রসঙ্গে পঠিত "ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়ম্ ইতি" (ছাঃ ৮।৩।৫), এই স্থলে "সতী"শব্দকে ইনি 'উমারূপ সাকার ব্রহ্মের সমর্পকরূপে' বর্ণনা করিয়াছেন (১।১।৯, ৭১ পৃঃ)। আবার "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ…অথ মুনিঃ" (বৃঃ ৩।৫।১), এই শ্রুতিবলে ইনি বালকভাবে ও ভ্রূণভাবে উপাসনাদ্বয়ের বিধান অঙ্গীকার করিয়াছেন (৩।৪।৪৭, ৩৬৪-৬৫ পৃঃ)। প্রসঙ্গতঃ শ্রীকরভাষ্যের কথা মনে হইতেছে। সেই ভাষ্যকারও "অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্" (তৈঃ ১।৪।১), এই শ্রুতিবাক্যের "অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্", এইপ্রকার অন্বয়-করতঃ বাক্যটীকে শরীরে শিবলিঙ্গধারণের প্রতিপাদকরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন। কোন কোন ভাষ্যকার এইভাবে বহু শ্রুতিবাক্যের যথেচ্ছ অর্থকরতঃ স্বমতানুকূলভাবে বিনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রুতিবাক্যের এইপ্রকার অর্থ সঙ্গত কি না, তাহা নিরুক্ত শিক্ষা ও ছন্দঃ প্রভৃতি বেদাঙ্গসহায়ে প্রকরণানুযায়িভাবে বিচারকরতঃ বেদবিদ্গণ বলিতে পারেন।

অক্ষরং চ" (শ্বেঃ ১।৮, ৩৬ পৃঃ), "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রকৃতির, অর্থাৎ মায়ার সহিত নিত্যসম্বন্ধ (১।২।২৩, ১৯৮ পৃঃ) ব্রহ্মের এইপ্রকার চিদচিৎস্বরূপতাই সিদ্ধ হয়। সেই ব্রহ্ম অবশ্যই শক্তিস্বরূপ (১।১।৪, ৩৬-৩৭ পৃঃ)। এই শক্তি দুইপ্রকার—১। চিদচিদুভয়াত্মিকা ব্রহ্মরূপা শক্তি এবং ২। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮), "সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে" (সপ্তশতী), ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিতে বর্ণিত তদাশ্রিতা বিবিধা শক্তি (২।৩।৩৮)। চিন্মাত্রাবচ্ছেদে এই ব্রহ্ম নির্গুণ (১।১।৪, ৩২ পৃঃ), কূটস্থচৈতন্য, কেবল, শিবস্বরূপ (১।৪।২৮, ৩২০ পৃঃ) এবং নির্বিকার (১।২।২২)। অচিদবচ্ছেদে ইনি সগুণ (৩২ পৃঃ)। গুণত্রয়ান্বিতা প্রকৃতিই প্রধান (১।২।২২), মূলা প্রকৃতি, ঈশ্বরী, শুদ্ধবিদ্যা ও **মায়া** নামে অভিহিত হন (৩২০ পৃঃ)। এই শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষ **উভয়াত্মক** (১।৪।২৩), নিরাকার এবং উপাসকের জন্য উমা ও দুর্গাদিরূপে সাকার (১।১।১, ৭০-৭১ পৃঃ ; ১।৪।৮, ৩২০ পৃঃ)। তিনি নির্বিশেষ, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন এবং সবিশেষ, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন (১।১।১, ১৭ পৃঃ)। কিন্তু ব্রহ্ম চিদচিদাত্মক হইলে তাঁহাকে নির্বিশেষ বলা হয় কেন ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—যৎকালে প্রপঞ্চ বিলীনরূপে থাকে, তৎকালে অসৎকল্প অচিদংশের পৃথগ্‌ভাবে প্রতীতি হয় না বলিয়া চিদংশেরই অবিশেষভাবে সত্তা সিদ্ধ হওয়ায় চিদচিদাত্মক ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হয়। অথবা পরিচ্ছিন্নতারূপ বিশেষ তাঁহাতে নাই, সেইহেতু তিনি নির্বিশেষ (১।১।১, ১৮ পৃঃ)। ইনি চিত্ত্বাবচ্ছেদে আনন্দস্বরূপ, অচিত্ত্বাবচ্ছেদে সত্ত্বগুণাংশেও আনন্দস্বরূপ হওয়ায় নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ (১।১।১৩, ৮৮ পৃঃ)। ইনি রূপবিহীন হইলেও ভক্তানুগ্রহের জন্য স্বেচ্ছাগৃহীত রূপযুক্ত (৩।২।১৪, ৪।১।৪)। ইনি অব্যক্ত, অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য হইলেও (৩।২।২৩) সম্যগ্‌ উপাসনাপ্রভাবে উপাসকের প্রত্যক্ষ হন (৩।২।২৪)। সাধকের রুচি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে উপাসনার জন্য তাঁহার বিভিন্ন রূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—মাতৃভাবে ও দুহিতৃভাবে উপাসনার জন্য 'উমা' প্রভৃতি রূপ। গুরু এবং পিতৃভাবে উপাসনার জন্য 'শিব' প্রভৃতি রূপ। সখ্য ও কান্ত প্রভৃতি ভাবে উপাসনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ এবং পরমৈশ্বর্য্যযুক্তরূপে উপাসনাকারীর জন্য কুলমন্ত্রাদিভেদে ইঁহার অন্যান্য মূর্ত্তি। এতদ্দ্বারা সূর্য্যাদির উপাসনাও গৃহীত হইল (১।২।২৩, ১৯৯ পৃঃ)। ইঁহার সাকাররূপের বর্ণও সাধকের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন, যথা—শিব, সরস্বতী ও বিশালাক্ষী প্রভৃতি মূর্ত্তিসকলে ইনি শুক্লবর্ণ,। কালী তারা কৃষ্ণ ও রামাদি মূর্ত্তিতে ইনি নীলবর্ণ। রুদ্রের মূর্ত্তিতে ইনি পিঙ্গল বর্ণ। দুর্গামূর্ত্তিবিশেষে ইনি হরিদ্বর্ণ। জগদ্ধাত্রী ও ত্রিপুরসুন্দরী মূর্ত্তিতে ইনি লোহিত বর্ণ। এই সমস্ত রূপকেই জ্যোতির্ম্ময় বুঝিতে হইবে (ঐ ১৯৭ পৃঃ)। এই যে শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম, ইনি অক্ষর, পরমাত্মা (১।১।২, ৩৯ পৃঃ), পরদেবতা, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরী (৪।৪।২০), পরমেশ্বর পরমেশ্বরী (১।৪।২৩), হৈমবতী উমা (২।১।৩২), দুর্গা পার্ব্বতী (২।১।৩০, ৪৩ পৃঃ), অম্বিকা হৈমবতী দেবাত্মশক্তি বাক্‌ পরা সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা জগদ্ধাত্রী ত্রিপুরা তারা (৩।৩।৩৮), ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হন। ইনি কর্ম্মফলদাতা (৩।২।৩৮)। ইঁহার কৃপাতেই জীব শিবত্ব ব্রহ্মত্ব ও বিষ্ণুত্ব লাভ করেন (৪।৪।২১)। এই মতে 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির অর্থ— 'ত্বং তদসি', অর্থাৎ তুমি চিদচিদাত্মক ব্রহ্ম (১।১।৭, ৬৩ পৃঃ)। "নেতি নেতি" শ্রুতির অর্থ— তিনি চিন্মাত্র নহেন, অচিন্মাত্র নহেন, পরন্তু চিদচিদুভয়াত্মক (৩।২।১৭, ২২ সূঃ, ২৪৯ পৃঃ)।

নিবেদন—১১। ভট্টাচার্য্য পঞ্চাননের—শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তিথ্যাণী

জগৎ—চিদচিদাত্মক, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষাত্মক (১।৪।২৩) এই ব্রহ্মরূপা শক্তি জগতের উপাদানকারণ, নিমিত্তকারণ এবং কারণান্তর। কারণান্তর বলিতে—কাল স্বভাব নিয়তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি সাধারণ কারণ গ্রহণীয় (১।৪।২৪)। অচিদবচ্ছেদে তিনি পরিণামিকারণ (১।৪।২৭), চিদবচ্ছেদে, অর্থাৎ পুরুষরূপে তিনি কর্ত্তা (নিমিত্তকারণ, ১।৪।২৪)। চিদবচ্ছেদে তিনি অপরিণামী হইলেও চিদচিদুভয়াত্মকরূপে তাঁহার পরিণামিত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও কারণান্তরত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব (১।৪।২৭)। লীলার জন্য উমাকার ব্রহ্মের তপশ্চরণাদির ন্যায় নিরাকার ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি তাঁহার প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ লীলামাত্র (২।১।৩৩-৩৪)। চিদচিদাত্মক পরমেশ্বরের সিসৃক্ষার দ্বারা বিক্ষুভিত অচিদংশ (২।৩।৪২, ১৬৫ পৃঃ) আকাশতন্মাত্ররূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় (২।৩।১-৭)। অনন্তর সেই আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে বায়ু (২।৩।৮), তদ্ভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে তেজ (২।৩।১০), ইত্যাদি এই ক্রমে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তির পর তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ [পঞ্চীকরণ ২।৩।৪৮, ১৭০ পৃঃ] ও স্থূল নামরূপের অভিব্যক্তি পরমেশ্বরকর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয় (২।৪।২০)। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তত্তৎ [তন্মাত্রাত্মক] ভূত হইতে (২।৩।১৫, ১৪২ পৃঃ) প্রথমে মুখ্যপ্রাণ ও পরে ইন্দ্রিয়সকলের সৃষ্টি হয় (২।৪।৪)। চিদচিদাত্মক ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহাও চিদচিদাত্মক। ব্রহ্মের অচিদংশ স্থূলরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। চিদংশ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তবে চিদংশের এই প্রতিবিম্বভাব অন্তঃকরণেই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়; পাষাণাদির অন্তঃকরণ না থাকায় তাহা উপলব্ধ হয় না (২।১।২৩)। আবার অন্যভাবেও জগতের চিদচিদুভয়াত্মকতা সিদ্ধ হয়, যথা—জড়াংশে ঘট অচিৎ এবং তদধিষ্ঠিত পৃথিব্যভিমানিনী দেবতারূপে তাহা চিৎ। "ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গবলে ঘটেরও দেবতাময়তা প্রতীত হয় (২।১।২৫)। এইপ্রকারে বিকারভূত উভয়াত্মক জগতের উভয়াত্মক ব্রহ্ম হইতে অনন্যতা (২।১।২৩) এবং 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও' (১।৪।২৩) সিদ্ধ হয়।

জীব—জীব পরমেশ্বরের ন্যায় **বিভু**, যিনি প্রাজ্ঞপদবাচ্য পরমেশ্বর, তিনিই অণুপরিমাণ বুদ্ধিতে, [অন্তঃকরণে, অথবা তদ্ঘটিত লিঙ্গশরীরে] প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবনামে কথিত হন। বস্তুতঃ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই (২।৩।২৯, ৩৩,৪৩ সূঃ); ['কারণ চক্ষুর্বৃত্তির পরাবৃত্তিবশতঃ প্রতিবিম্বে বিম্বই পরিদৃষ্ট হন']। সেইহেতু দেবাত্মশক্তিরূপ পরব্রহ্মের যে বিভুত্ব ও নিত্যত্ব, প্রতিবিম্বভূত জীবেরও তাহাই বাস্তবিক স্বরূপ। তবে এইটুকু প্রভেদ যে, প্রতিবিম্বে উপাধির গুণ প্রাধান্য লাভ করে। জীবের উপাধিভূত বুদ্ধি অণুপরিমাণ, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও গত্যাগতিযুক্ত হওয়ায় তৎপ্রতিবিম্বিত জীবেরও **অণুত্ব** (২।৩।২১) ও গত্যাগতি লোকমধ্যে পরিগৃহীত হয়। বিম্বভূত সূর্য্য এক হইলেও উপাধিভূত দর্পণ নানা হওয়ায় যেমন প্রতিবিম্বের নানাত্ব গৃহীত হয়, তদ্রূপ বিম্বভূত পরমেশ্বর এক হইলেও উপাধিভেদে প্রতিবিম্বভূত জীবের নানাত্ব সিদ্ধ হয় (২।৩।২৯)। উপাধিবশতঃই পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ প্রতীত হয়, সেই ভেদ ব্যাবহারিক, পরমার্থতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন (৩।২।২৬)। ঔপাধিক দৃষ্টিতে অণুপরিমাণ জীব হৃদয়ে অবস্থিত (২।৩।২৪) হইলেও চৈতন্যগুণযুক্ত হওয়ায় (২।৩।২৫) তাহার সর্ব্বশরীরব্যাপিত্ব উপপন্ন হয় (২।৩।২৭)। ঔপাধিক দৃষ্টিতে জীব পরমেশ্বরের **অংশ**, অর্থাৎ **প্রতিবিম্ব** (২।৩।৪৩); বিম্ব পরমেশ্বরের সাদৃশ্যবশতঃ প্রতিবিম্ব জীবকে অংশ বলা হয় (২।৩।৫০)। যথার্থ অংশাংশিভাব অঙ্গীকারে

অংশগত দোষ অংশী পরমেশ্বরে প্রসক্ত হইয়া পড়িবে (২।৩।৫১)। পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানমাত্র নহেন, কিন্তু 'জ্ঞঃ', অর্থাৎ "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ"; জীবও তদ্রূপ জ্ঞঃ, অর্থাৎ জ্ঞাতা (২।৩।১৮), 'ইহাই বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য'। ব্রহ্মের ন্যায় জীবও সাকার এবং নিরাকার. [প্রলয়কালে] যখন বুদ্ধিরূপ উপাধি [ব্রহ্মের অচিদংশে অবিভাগাপন্ন] সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, তখন জীব নিরাকার, [সৃষ্টিকালে] যখন কর্ম্মবশে মনুষ্যাদি আকার গ্রহণ করে তখন সাকার (২।৩।৩৩)। কেবল চিৎপ্রতিবিম্ব তদ্রূপে সত্য না হইলেও বুদ্ধিরূপ জীবোপাধি সত্য * হওয়ায় এবং তদ্গত কর্ত্তৃত্বাদি সত্য ধর্ম্মসকল অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিবিম্বে সমারোপিত হওয়ায় জীবের সত্য কর্ত্তৃত্ব [সুতরাং সত্য ভোক্তৃত্ব] উপপন্ন হয় (ঐ, ১৫৭ পৃঃ)। ব্রহ্মের ন্যায় জীবও চিদচিদাত্মক, চিদবচ্ছেদে তাহা ইষ্টসাধনতাজ্ঞানবান্, [শরীররূপ] অচিদবচ্ছেদে কৃতিমান্ কর্ত্তা (২।৩।৪০)। জীবের এই কর্ত্তৃত্ব প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরাধীন (২।৩।৪১-৪২)। জীব ব্রহ্মরূপে নিত্য, জীবরূপে নহে (২।৩।৩০, ১৫৪ পৃঃ)। তত্ত্বজ্ঞানের বলে বুদ্ধিবিয়োগ হইলে † জীবত্ব ভঙ্গ হয়, তাহাতে কিন্তু তাহার স্বরূপের নাশ হয় না, কারণ ব্রহ্মই তাহার স্বরূপ (২।৩।৩০)।

সাধন—কাষ্ঠে অগ্নি সদা বর্ত্তমান থাকিলেও মন্থন ব্যতিরেকে যেমন তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সাধন ব্যতিরেকে পরিদৃষ্ট হন না (১।২।২১)। শমাদিযুক্ত হইয়া (৩।৪।২৭) কাম্যবর্জ্জিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম (৩।৪।২৬) অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মকৃপাপ্রাপ্তির হেতুভূত ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি, তাহার পরিপালন এবং পরিপাক হইয়া থাকে (৪।১।১৬)। উপাসনার সহকারিরূপে আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল অবশ্যানুষ্ঠেয়। "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্"॥ (হারীত), এইরূপে এই মতে উপাসকের পক্ষে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে (৩।৪।৩২-৩৫)। মন্ত্রজপ (৪।১।৮), পূজা স্তব সমাধি (৪।৩।১৫, ৪২৫ পৃঃ), শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন (৪।১।১), অহংগ্রহোপাসনা (৩।৩।৩৭, ৪।১।৩), বালভাবে ও মৌনাবলম্বন-

---

* জীবোপাধির সত্যতাবোধক ভাষ্যবচন এই—"জীবোপাধেঃ বাস্তবত্বেঽপি" (৩।২।২৯, ২৫৪ পৃঃ), "উপাধেঃ সত্যত্বেন" (২।৩।৩৩, ১৫৭ পৃঃ), ইত্যাদি। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই ভাবে ঔপাধিক দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বরূপে জীব ব্রহ্মের অংশ হওয়ায়, সেই জীবোপাধি সত্য হওয়ায়, প্রলয়ে ব্রহ্মের অচিদংশে সেই উপাধির অবিভাগাপন্ন সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি স্বীকৃত হওয়ায়, এবং সৃষ্টিকালে সেই উপাধি ব্রহ্ম হইতে ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হওয়ায়, এই মতেও ব্রহ্মের ঔপাধিক অংশ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে 'বিভিন্নকালিক ভেদাভেদ' সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বে যে সমকালিক, বা স্বরূপতঃ 'ভেদাভেদের' কথা বলা হইয়াছে (বিয়াল্লিশ পৃঃ), তাহাকে এইভাবেও বুঝা যায়, যথা—জীব ব্রহ্মের অংশ হওয়ায়, অংশী শরীর এবং তাহার অংশ হস্তের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সমকালিক, বা স্বরূপতঃ ভেদাভেদ সিদ্ধ হয়। যেমন 'হস্তই শরীর নহে', সুতরাং তাহা শরীর হইতে ভিন্ন। আবার 'হস্ত শরীর ভিন্ন কিছু নহে', এইভাবে তাহা শরীর হইতে অভিন্ন। এইপ্রকারে দৃষ্টিভেদে হস্ত ও শরীরের মধ্যে যেমন সমকালিক, বা স্বরূপতঃ ভেদাভেদ সিদ্ধ হয়। তদ্রূপ 'অংশ জীবই অংশি ব্রহ্ম নহে', এবং 'অংশ জীব অংশি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও কিছু নহে', এইভাবে দৃষ্টিভেদে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সমকালিক বা স্বরূপতঃ ভেদাভেদ সিদ্ধ হয়। নিম্বার্ক বলদেব রামানুজ শ্রীকণ্ঠ ও বল্লভ প্রভৃতি আচার্য্যপাদগণের অঙ্গীকৃত ভেদাভেদবাদকে এইপ্রকারেও অবগত হইতে হইবে।

† এই বুদ্ধিবিয়োগ শব্দের অর্থ কি? বুদ্ধির মিথ্যাত্বনিশ্চয়, অথবা বুদ্ধিতে আত্মাভিমান ত্যাগ, অথবা বুদ্ধির স্বকারণে বিলয়? "মৃত্যুঃ সংসারঃ, তস্মাদুত্তরণং বুদ্ধিবিলয়াদেব", "বুদ্ধিবিয়োগশ্চ তত্ত্বজ্ঞানাদেব", এইপ্রকারে ইনি বিলয়রূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন (২।৩।৩০, ১৫৪ পৃঃ)। কিন্তু ২।৩।৩৩ সূত্রভাষ্যে "উপাধেঃ সত্যত্বেন" (১৫৭ পৃঃ) এইপ্রকারে বুদ্ধিরূপ উপাধিকে সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের বলে তাহার বিলয়ের কথা (২।৩।৩০, ১৫৪ পৃঃ) বলিয়াছেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সত্য বস্তুর বিলয় কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা বস্তুরই বিলয়, বা বাধ সম্ভব। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় কি, চিন্তনীয়।

-পূর্ব্বক "আমি মাতা-কর্তৃক সমাচ্ছাদিত", এই ভাবাবলম্বনে ভ্রূণভাবে উপাসনা (৩।৪।৪৭, ৩৬৫ পৃঃ), ইত্যাদি এই সকলই সাধন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের আবৃত্তি আবশ্যক (৪।১।১)। ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণের অনন্তর জগতের কর্তৃত্বাদিরূপে তদ্বিষয়ক মনন এবং মন্ত্র প্রাণ ও হৃদয়াদি অবলম্বনে একাগ্রীকৃত মনের যে নির্ব্যাপাররূপে অবস্থিতি, তাহাই নিদিধ্যাসন (১।১।২২)। অতি উত্তম অধিকারী ব্যতিরেকে কাহারও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপযোগী যোগানুষ্ঠান সম্ভব নহে, কিন্তু সবিশেষরূপা পরমা বিদ্যার উপাসনাদ্বারাও নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানলাভ সম্ভব (৩।২।৩৩)। মাতৃভাবে বাহ্য পূজা ও জপাদি সহ শ্রীদুর্গাদি সবিশেষ সাকার ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তির নিরোধই তাঁহার কৃপালাভ ও সাক্ষাৎকারের হেতু। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানার্থী সন্ন্যাসিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে স্বাভিন্নরূপে শ্রবণ ও মননের অনন্তর মহাশক্তিরূপ ব্রহ্মের কৃপাপ্রযুক্ত সমাধি-নিষ্ঠ হইয়া সেই জ্ঞান লাভ করেন (৩।৪।৫১, ৩৬৯ পৃঃ)। প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে সাকার ব্রহ্মোপাসনাও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারে মোক্ষপ্রদ (৪।৩।১৫, ৪২৫ পৃঃ)। প্রতীকোপাসনা দ্বিবিধ, **১। প্রতীকস্পর্শা** ব্রহ্মপ্রধানা, (ইহাকে "ঈষৎ প্রতীকাবলম্বনা" উপাসনাও বলা হয়); এবং **২। ব্রহ্মস্পর্শা** প্রতীকপ্রধানা (৪।৩।১৫)। তন্মধ্যে "নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" (ছাঃ ৭।১।৫), ইত্যাদি প্রকারে শ্রুত প্রতীকোপাসনাই **২। ব্রহ্মস্পর্শা** প্রতীকপ্রধানা উপাসনা। এই উপাসকগণের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না (ঐ, ৪২৬ পৃঃ)। মৃন্ময় প্রতিমাশ্রিত সাকার ব্রহ্মের উপাসনাই **১। প্রতীকস্পর্শা** ব্রহ্মপ্রধানা প্রতীকোপাসনা। "মৃদেব মৃন্ময়ী প্রোক্তা প্রতিমা শুভদায়িনী। ভোগদা মোক্ষদা সা তু প্রতিমা কথিতা তব"॥ (গৌতমীয় তন্ত্র), "পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কাঠক সং ২।৫।১), "এহ্যশ্মানমাতিষ্ঠ অশ্মা ভবতু তে তনুঃ" (অথর্ব্ববেদ সং ৪।৪), ইত্যাদি মূর্ত্তি-উপাসনার প্রতিপাদক বহু শাস্ত্রবাক্য ৪।৩।১৫, ৪২৫ পৃঃ এবং ৪।১।১৪ ভাষ্যে দ্রঃ। [উক্ত কাঠকশ্রুত্যুক্ত একাদশ দ্বার এই—ত্রিনয়ন, শ্রোত্রদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, নাভি এবং অধশ্ছিদ্রদ্বয়]। প্রতিমাধিষ্ঠিত সাকার ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা, অর্থাৎ "প্রতীকস্পর্শা ব্রহ্মপ্রধানা" উপাসনার দ্বারা, সাকার ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মলোকে গতি এবং ক্রমমুক্তি লব্ধ হয় * (৪।৩।১৫, ৩২৫-২৬ পৃঃ)। আবার এই উপাসনার দ্বারাই নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও অধিকারিবিশেষের পক্ষে সম্ভব (৪।১।১৪, ৫৮০ পৃঃ)। মাতৃভাবাবলম্বনে উপাসনাকারিগণের সিদ্ধিলাভ ঝটিতি হইয়া থাকে (১।১।২৩, ১৯৯ পৃঃ)। ষট্চক্রে শ্রীচক্রের এবং ষট্চক্রের মাতৃকাসকলে মাতৃকাত্মক শ্রীচক্রের সম্পাদনদ্বারা মণিপুরে দশভুজা ভগবতীর উপাসনার দ্বারা সিদ্ধ হইলে সার্ষ্টি মুক্তি লব্ধ হয়; অনাহতচক্রে তাদৃশ সিদ্ধ উপাসকের সালোক্যমুক্তি, বিশুদ্ধচক্রে 'সামীপ্যমুক্তি', আজ্ঞাচক্রে 'সারূপ্যমুক্তি' এবং সহস্রারে পুনরাবৃত্তিরহিত 'সাযুজ্যমুক্তি' লব্ধ হয় (১।১।৪, ৪৫-৪৬ পৃঃ)। তন্ত্রমতে

---

* প্রতীকোপাসনা ৩।৫৪৭-৪৮ পৃঃ দ্রঃ। এই যে "প্রতীকস্পর্শা ব্রহ্মপ্রধানা" প্রতীকোপাসনা, বেদান্তবিদ্-গণের মতে ইহা "সম্পদুপাসনারূপ প্রতীকোপাসনা" মাত্র; কারণ প্রতিমাদি প্রতীকরূপ আলম্বনকে তিরস্কার করিয়া, অর্থাৎ প্রধানভাবে চিন্তা না করিয়া তাহাতে আরোপিত ব্রহ্মকেই প্রধানভাবে চিন্তা করা হয় (১।১৬২-৬৩ পৃঃ)। সেই জন্যই এই উপাসনাকে এই মতে "ঈষৎ প্রতীকাবলম্বনাও" বলা হইয়াছে। এই উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকে গতি অঙ্গীকৃত হইলে প্রতীকস্পর্শ থাকায় "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (৪।৩।১৫), এই সূত্রেরই বিরোধ হইয়া পড়ে। প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা কিপ্রকারে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহা ৪।২৯২ পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।

শ্রীচক্রোপাসক উত্তম অধিকারিগণের বাহ্যপূজা নাই (ঐ ৪৫ পৃঃ), তাঁহারা আন্তরপূজা (১।১।১৮, ১০২ পৃঃ) এবং নিদিধ্যাসনদ্বারা উপাসনা (১।১।৪, ৪৪ পৃঃ) করিবেন। মধ্যম ও মন্দাধিকারিগণ যথাশক্তি আন্তর পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিবেন (১।১।২২, ১২১ পৃঃ)। বাহ্য পূজাতে ঋষি ও ছন্দঃ প্রভৃতির জ্ঞান ও প্রয়োগ আবশ্যক, ইষ্টদেবতার সহিত স্বীয় অভিন্নতা-চিন্তনাত্মক আন্তর পূজাতে তাহা অনাবশ্যক (১।১।১৮, ১০২ পৃঃ)। স্মার্ত্তমতে নিত্য বাহ্য পূজা আবশ্যক, "বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্। নত্বনভ্যর্চ্চ্য ভুঞ্জীত কেশবং কৌশিকীং শিবম্" ॥ (ঐ ১০০ পৃঃ)। যিনি যেপ্রকার ভগবদ্রূপাবলম্বনেই উপাসনা করুন, সকলেই চিদ্-চিদুভয়াত্মিকা শক্তিরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সুতরাং সকলেই 'শাক্ত' (১।২।২৩,১৯৯ পৃঃ)।

মুক্তি—নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ, তাহাই অজ্ঞানের পারে গমনরূপ পরম সাধ্য (১।১।১২, ৮৭ পৃঃ)। এই অবস্থাতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পূর্ণানন্দস্বরূপতা লব্ধ হয় (১।১।৭, ৬৫ পৃঃ)। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ প্রভৃতি আশ্রমিগণের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মসংস্থ, তিনিই মুক্তিলাভে অধিকারী, মুক্তিতে কোন ভেদ নাই (৩।৪।৫২)। মুক্তি **ত্রিবিধ—১। জীবমুক্তি, ২। কৈবল্য এবং ৩। ক্রমমুক্তি** (৪।১।১৯)। পারিব্রাজ্যোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান সহযোগে অনুষ্ঠিত নিদিধ্যাসন পরিপক্ব হইলে, তজ্জনিত লব্ধ মহাশক্তির কৃপাবলে সন্ন্যাসিগণের যে নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই **১। জীবন্মুক্তি**। গৃহস্থগণেরও মাতৃভাবাবলম্বনে দুর্গাদিরূপ সবিশেষ মূর্ত্তির উপাসনা ও মন্ত্রাদির মহিমাবশতঃ সবিশেষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের অনন্তর নির্বিশেষ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ও 'জীবন্মুক্তি' হইয়া থাকে। বানপ্রস্থী ও ব্রহ্মচারিগণেরও উভয় উপায়ের মধ্যে একতর উপায়াবলম্বনে নির্বিশেষ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ও 'জীবন্মুক্তি' হইয়া থাকে। সন্ন্যাসিগণের নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং গৃহস্থাদি অপরের সবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা নির্বিশেষ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, ইহাই সাধারণ নিয়ম; কচিৎ বৈপরীত্যও সম্ভব। প্রারব্ধক্ষয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্তের স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলে তাঁহার উৎক্রমণ হয় না, (১।১।২৩, ১৯৯ পৃঃ), পরন্তু দেহপাতসমকালেই বিগলিতমোহ উৎক্রান্তি ও গতিশূন্য তিনি ব্রহ্মের সহিত অনন্য (—অভিন্ন) হইয়া পড়েন। তখন জগদ্ব্যাপারাদিযুক্ততা (৪।৪।২১) এবং অপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পান্ত যে ব্রহ্মধর্ম্মসকল, তৎযুক্ততা (৪।৪।৭) তাঁহারও হইয়া থাকে (৪৪৩ পৃঃ)। মহাশক্তি স্বীয় করুণাবলে ইঁহার 'আমি পরিচ্ছিন্ন জীব', এইপ্রকার মোহ নিবৃত্ত করতঃ ইঁহাকে মোক্ষ প্রদান করেন। ইঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না (৪।৪।২২, ৪৪৪ পৃঃ)। ইহাই **২। কৈবল্য মুক্তি। ৩। ক্রমমুক্তি** দুইপ্রকার—'মুখ্য' ও 'গৌণ'। সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনাতে সিদ্ধ সাধকগণ দেবযানমার্গাবলম্বনে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তি (১।১।৪, ৪৫ পৃঃ) ও জগদ্ব্যাপারবর্জ্জিত অণিমাদি নানা ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে (৪।৪।৮-১৭) নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা তাঁহাদের যে সৎস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীনতা ও অপুনরাবৃত্তি (৪।৪।২২), তাহাই **'মুখ্য ক্রমমুক্তি'**। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্তগণেরই ইহা লব্ধ হয় (১।১।৪, ৪৫ পৃঃ)। কল্পান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাসকে বলে **'গৌণ ক্রমমুক্তি'** (৪।১।১৯)। সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তগণই 'গৌণক্রমমুক্ত', ইঁহারাও জগদ্ব্যাপারবর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যলাভ করেন (৪।৪।২১), বিষয়দুঃখের নিবৃত্তি ও আনন্দ লব্ধ হইলেও ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় (১।১।৪, ৪৫ পৃঃ)। দেবীর পত্তনে (—পুরীতে) নিবাসকে বলে—'সালোক্য'

মুক্তি। তাঁহার অঙ্গসেবকত্বকে বলে—'সামীপ্য' মুক্তি। ব্রহ্মাণ্ডশিরস্থ দেবীর পুরীসমীপে, অথবা পুরীমধ্যে তাঁহার সেবাজনিত আনন্দলাভকরতঃ অবস্থানকে বলে—'সার্ষ্টি' মুক্তি (১।১।৪, ৪৫ পৃঃ)। **আশঙ্কা** হয়—চিদচিদুভয়াত্মক ব্রহ্মবাদে জীবের উপাধি বুদ্ধি সত্য পদার্থ (২।৩।৩৩, ১৫৭ পৃঃ; ৩।২।২৯, ২৫৪ পৃঃ)। সেই উপাধি সদাই বিদ্যমান থাকায় জীবের মোক্ষ কিপ্রকারে সম্ভব হয়? উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"জীবোপাধেঃ বাস্তবত্বেঽপি উপহিতস্য প্রতিবিম্বতয়া অলীকত্বেন বিম্বসাক্ষাৎকারে তস্য অপরিচ্ছিন্নত্বনিশ্চয়েন প্রতিবিম্বপরিচ্ছিন্নত্ববোধ-প্রযুক্তসংসারস্য অপগমাৎ উপপদ্যতে এব মোক্ষঃ (৩।২।২৯,২৫৪ পৃঃ)। ইহার অনুবাদ এই—"জীবের [বুদ্ধিরূপ] উপাধি বাস্তব হইলেও উপহিত জীব প্রতিবিম্ব হওয়ায় অলীক (—অল্প, পরিচ্ছিন্ন) * হয় বলিয়া, বিম্বের সাক্ষাৎকার হইলে তাহার (—বুদ্ধিরূপ জীবোপাধির) অপরি-চ্ছিন্নতা নিশ্চয়দ্বারা প্রতিবিম্বের পরিচ্ছিন্নতাবোধ প্রযুক্ত সংসার অপগত হওয়ায় মোক্ষ উপপন্ন † হয়"। ইহাই সংক্ষেপে পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের 'শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। [তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রের 'শক্তিভাষ্য' অবলম্বনে লিখিত। সূত্র ও পৃষ্ঠাসংখ্যা সেই গ্রন্থের]।

১২। মহর্ষি হারিতায়নের—শাক্তাদ্বৈতবাদ

শাক্তাদ্বৈতবাদ—শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জগতের যেপ্রকার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শাক্তাগমসম্মত কি না, আমরা বলিতে পারিতেছি না; কারণ ব্রহ্মের লক্ষণ-নিরূপণ ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনাকালে পূজ্যপাদ 'শক্তিভাষ্যকার' প্রসিদ্ধ শাক্তাগমসকল হইতে বিশেষ কোন বচন উদ্ধৃত করেন নাই। আর তাহাতে বর্ণিত ব্রহ্মের ও জগতের স্বরূপ যদি শাক্তা-গমসম্মতও হয়, তাহা হইলেও যাবতীয় শাক্তাগমসম্মত, ইহা নিশ্চয় করিলে ভুল হইবে; কারণ মহর্ষি হারিতায়ন কৃত '**ত্রিপুরারহস্য**' নামক সুপ্রসিদ্ধ শাক্তাগমে ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ যেপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে ইহাই নির্ণীত হয় যে, শাক্তাগমসম্মত অন্যপ্রকার মতবাদও

* পূজ্যপাদ ভাষ্যকার পূর্ব্বে "জীবোপাধেঃ বাস্তবত্বেঽপি" (২৫৪ পৃঃ), "উপাধেঃ সত্যত্বেন" (১৫৭ পৃঃ), "নাস্তি বিম্বপ্রতিবিম্বয়োঃ বাস্তবঃ ভেদঃ কশ্চিৎ" (২।৩।২৯, ১৫৩ পৃঃ)। "বস্তুগত্যা তানি বিম্বাৎ নাতিরিচ্যন্তে" (২।৩।৪৩, ১৬৬ পৃঃ), ইত্যাদি প্রকারে বিম্ব ও প্রতিবিম্বকে বস্তুতঃ সত্যপদার্থরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানে অকস্মাৎ প্রতিবিম্বকে 'অলীক'—'মিথ্যা' বলিলে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। সেইহেতু আমরা "অলীক-মপ্রিয়মল্পম্" (শব্দকল্পদ্রুমধৃত শব্দরত্নাবলী), এই বচনানুসারে 'অলীকশব্দের' অল্পতারূপ, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নতারূপ অর্থগ্রহণকরতঃ গ্রন্থসামঞ্জস্যের চেষ্টা করিলাম। তাহাতে "তস্য অপরিচ্ছিন্নত্ব-নিশ্চয়েন", এই পরবর্তী উক্তিরও সামঞ্জস্য হয়। মূল গ্রন্থে এই স্থলে কিছু বর্ণাশুদ্ধি আছে, কি না তাহাও চিন্তনীয়।

† এই ভাষ্যে বহু স্থলে অস্পষ্টতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। সম্প্রদায়বিদ্গণকর্তৃক ইহার পরিষ্কৃতি আবশ্যক। এখানে বলা হইল—"বুদ্ধিরূপ জীবোপাধির অপরিচ্ছিন্নতা নিশ্চয়দ্বারা প্রতিবিম্বের পরিচ্ছিন্নতাবোধযুক্ত সংসার অপগত হওয়ায় মোক্ষ উপপন্ন হয়"। এতাদৃশ অবস্থাকে মোক্ষ কিপ্রকারে বলা যায়? যেহেতু বুদ্ধিরূপ জীবোপাধি অপরিচ্ছিন্ন হইলে জীবও অপরিচ্ছিন্নই হইয়া পড়ে। সেই বুদ্ধিরূপ জীবোপাধি কিন্তু এই মতে সত্যপদার্থ (২।৩।৩৩, ১৫৭ পৃঃ)। সুতরাং মতান্তরস্বীকৃত ব্রহ্মভিন্ন বহু বিভু জীবের ন্যায়, এই মতেও ব্রহ্মভিন্ন জীবের বিভুত্বই স্বীকৃত হইয়া পড়ে; ৪।৪।২১ সূত্রভাষ্যে প্রতিপাদিত 'ব্রহ্মানন্যত্ব' নহে; কারণ ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদকারক বুদ্ধিরূপ জীবোপাধি অপরিচ্ছিন্ন হইলেও সত্য হওয়ায় থাকিয়াই যাইতেছে।

আছে। এই বিষয়ে আমরা 'ত্রিপুরারহস্য' হইতে কিছু বচন উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—"স্বাত্মভিত্তৌ জগচ্চিত্রং বিলাসায়াবভাসয়ৎ। যথা স্বপ্নমনোরাজ্যে কল্পিতং স্বেন কেবলম্" ॥ (ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞানখণ্ড ১১।২৫)। অর্থ—'যেমন স্বপ্নে ও মনোরাজ্যে কেবল (—উপাদাননিরপেক্ষ) 'দেহ ও ভোগ্য বস্তু' নিজকর্তৃক কল্পিত হয়, তদ্রূপ বিলাসের (—ক্রীড়ার) জন্য চিচ্ছক্তিকর্তৃক স্বীয় স্বরূপাত্মক ভিত্তিতে জগদ্রূপ চিত্র অবভাসিত হয়'। "নিরুপাদান এবাদৌ সৃষ্টবানখিলং জগৎ। যস্মান্মহেশ্বরঃ পূর্ণস্বচ্ছস্বাতন্ত্র্যসংযুতঃ" ॥ "চিদাত্মভিত্তৌ অখিলং চিত্রমুন্মীয়জ্জগৎ। ন তজ্জগৎ সম্ভবতি বহিঃ কশ্চিদবস্থিতম্" ॥ (ঐ ১১।৩৭-৩৮)। অর্থ—['পরমেশ্বর] আদিতে (—সৃষ্টি-কালে)·অখিল জগৎকে নিরুপাদানভাবেই (—কোন উপাদান গ্রহণ না করিয়াই) সৃষ্টি করিয়া-ছেন। যেহেতু মহেশ্বর পূর্ণ (—অপরিচ্ছিন্ন) স্বচ্ছ (—অকৃত্রিম, সহসিদ্ধ) স্বাতন্ত্র্যশক্তিযুক্ত'। 'চিদাত্মরূপ ভিত্তিতে অখিল জগদ্রূপ চিত্র উন্মীলিত হইয়াছে। সেই জগৎ বাহিরে (—চিদাত্ম-ভিন্ন স্থলে) কোথাও অবস্থিত, ইহা সম্ভব নহে'। "তথাচ দর্পণাভোগে প্রতিবিম্ববদেব হি। জগদুন্মীলিতং দেবে চৈবং সর্ব্বং সমঞ্জসম্" ॥ (ঐ ৪০)—'বিস্তৃত দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় জগৎ দেবতাতে বিকসিত হইয়াছে, এইপ্রকারে সমস্তই হয় সমঞ্জস'। "দর্পণপ্রতিবিম্বানাং দর্পণানন্যথা যথা। চিদাত্মপ্রতিবিম্বানাং চিদাত্মানন্যথা তথা" ॥ "দর্পণে প্রতিবিম্বো হি বিম্বহেতুর্নিরূপিতঃ। চিতিঃ স্বাতন্ত্র্যহেতুঃ স্যাৎ প্রতিবিম্বো হি জাগতঃ" ॥ (ঐ ৬৩-৬৪)। অর্থ—'দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব-সকল যেমন দর্পণ হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ চিদাত্মার প্রতিবিম্বসকল চিদাত্মা হইতে অভিন্ন', [সুতরাং চিদাত্মরূপে সত্য পদার্থ]। 'দর্পণে যে প্রতিবিম্ব, তাহা বিম্বরূপ হেতুবশতঃই হইয়া থাকে, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। [তাহা হইলে প্রতিবিম্বভূত জগৎ কি, বিম্বভূত চিদাত্মাতে পরমার্থতঃ বিদ্যমান আছে? নতুবা প্রতিবিম্ব কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] জগৎসম্বন্ধী প্রতিবিম্বের প্রতি চিতি (—চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম) স্বাতন্ত্র্যদ্বারে (—স্বাতন্ত্র্যনামক শক্তি-সহায়ে) হেতু হইয়া থাকেন। [অর্থাৎ জগৎ পরমার্থতঃ ব্রহ্মে বর্ত্তমান নাই, পরন্তু পরমেশ্বর স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তিবলে তাহাকে নিজের উপর বিকসিত করেন মাত্র]। [সেই স্বাতন্ত্র্যশক্তি কি, তাহা বলিতেছেন—] "সঙ্কল্প এব স্বাতন্ত্র্যং চিতেরুচ্ছূনমীর্য্যতে। অসঙ্কল্পদশায়াং সা চিতিঃ স্বচ্ছৈকরূপিণী" ॥ (ঐ ৬৬)—'চিতের (—পরমেশ্বরের) সঙ্কল্পই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য [নামক শক্তি, তাহার প্রভাবেই চৈতন্যস্বরূপের] উচ্ছূনতা (—পুষ্টি, সৃষ্ট্যুন্মুখতা) সম্পাদিত হয়। সঙ্কল্প-বিরহিত দশাতে সেই চিতি (—চৈতন্য) স্বচ্ছ একরূপে (—নির্বিকার ব্রহ্মরূপে) অবস্থান করেন *। "অমিতত্বাৎ সৃষ্টিরিয়ং চিন্নাথস্যাত্মরেব হি। অতএব চিদাত্মব্যতিরেকাদ-সত্যতা" ॥ (ঐ ৭৪)—'চৈতন্যরূপী পরমেশ্বর অপরিমিত শক্তিযুক্ত হওয়ায় এই সৃষ্টি [তাঁহার স্বাতন্ত্র্যশক্তিরূপে, অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্পরূপে] তাঁহাতেই অবস্থিত। সেইহেতু চিদাত্মা (—চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর) ব্যতিরেকে তাহার (—সৃষ্টির) অসত্যতা সিদ্ধ হয়' ইত্যাদি। এইরূপে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ব্যতিরেকে জগতের অসত্যতা বর্ণিত হওয়ায় এই মতে জগতের বাস্তব সত্তা অঙ্গীকৃত হইতেছে না। চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ইহা লীলাবিলাসাত্মক ক্রীড়া-

---

* এই স্থলে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের একটী উক্তির স্মৃতি হইতেছে—যথা—"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—এই সব করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি, যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি"। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১০।৩।৮৭)

মাত্র। এই মতে অনন্তশক্তিরূপিণী ত্রিপুরসুন্দরীই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা, যথা—"ত্রিপুরানন্তশক্ত্যৈক্যরূপিণী সর্ব্বসাক্ষিণী। সা চিতিঃ সর্ব্বতঃ পূর্ণা পরিচ্ছেদবিবর্জ্জনাৎ"॥ (ঐ ৪৫)। "যদস্তীতি ভাতি তত্তু চিতিরেব মহেশ্বরী" (ঐ ৮৫)। অর্থ স্পষ্ট। এইপ্রকারে এক চৈতন্যস্বরূপিণী শক্তিরূপিণী মহেশ্বরী ব্যতিরেকে কোন পদার্থের বাস্তব সত্তা অঙ্গীকৃত না হওয়ায় এই মতবাদকে **শাক্তাদ্বৈতবাদ** বলা হয়। **কেহ কেহ** বলেন—কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও জগদ্বৈচিত্র্য উপপাদনের জন্য অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যা (২।১৭০ পৃঃ) অঙ্গীকারকারী আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ হইতে ইহা ভিন্ন মতবাদ। **অপরে** কিন্তু বলেন—ত্রিপুরারহস্যে বর্ণিত যে সঙ্কল্পাত্মিকা পারমেশ্বরী স্বাতন্ত্র্যশক্তি, তাহাই তো অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের "সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অভিলপ্যতে" (২।১০৩ পৃঃ), "অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ....পরমেশ্বরাশ্রয়া" (১।৮৪৩ পৃঃ), "নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ" (১।৮৪২ পৃঃ), ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত মায়াশক্তি, বা অবিদ্যা। এই শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরই "বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), এইপ্রকারে 'ঈক্ষণ' অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প করেন। সুতরাং ত্রিপুরারহস্যে এই স্থলসকলে স্পষ্টতঃ 'মায়া' বা 'অবিদ্যা'শব্দ গৃহীত না হইলেও শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের ন্যায়ই জগদ্বিষয়ক সঙ্কল্পের হেতুরূপে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি অঙ্গীকৃত হওয়ায় এবং পরমেশ্বর ব্যতিরেকে সৃষ্টির অসত্যতা অঙ্গীকৃত হওয়ায় বিভিন্নভাবে একই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। যাহাহউক এই সমস্ত বিষয় বিদ্বান্‌গণের আলোচনার যোগ্য। যদি শেষোক্ত পক্ষ গৃহীত হয়, তাহা হইলে অবান্তর কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আচার্য্যপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যেই এই মতবাদ গতার্থ হইয়া পড়ে। যদি প্রথমোক্ত পক্ষ গৃহীত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রের এই মতবাদসম্মত কোন ভাষ্য না থাকায় ভাষ্যালোচনাতে প্রবৃত্ত আমরা এখানেই বিরত হইতেছি।

মতানি সংগৃহীতানি চিন্তনীয়ানি কোবিদৈঃ। নচাত্রাতীব কর্ত্তব্যং দোষদৃষ্টিপরং মনঃ॥
সন্তি দোষা গুণাশ্চাত্র দোষৈঃ কিং গুণদর্শিনঃ। কণ্টকৈঃ কিমলের্থং পুষ্পসারাভিলাষিণঃ॥
শুদ্ধং যদত্র তদ্গ্রাহ্যং দুষ্টং চ পরিবর্জ্জয়েৎ। সর্ব্বসম্প্রতিপন্নং সদ্ ব্রহ্ম তৎ পাতু নো ভয়াৎ॥

[প্রসঙ্গের উপসংহার। যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় শাঙ্করমতের শ্রেষ্ঠতা]

এক বেদান্তদর্শনাবলম্বনে রচিত এগারটী ভাষ্যের অভিপ্রায় সংক্ষেপে আলোচিত হইল। ইহাতে বহু আশঙ্কার সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না ; তজ্জন্য ভাষ্যমধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে, বা তত্তৎ সম্প্রদায়বিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমরা একটা মোটামুটী ধারণার উপযোগিভাবেই ভাষ্যপ্রোক্ত মতবাদসকলকে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। পাঠক মহোদয় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন—একমাত্র আচার্য্য **শঙ্কর** ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাষ্যকারগণ জীবকে ব্রহ্মের সত্য অংশরূপে ও নিত্যরূপে এবং পারমেশ্বরী শক্তি মায়াকে পরমার্থতঃ সৎ-পদার্থরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের মতে মায়ার পরিণামভূত জগৎ পরমার্থতঃ সত্য পদার্থ এবং মোক্ষও নিত্য জীবের ব্রাহ্মলৌকিক নিত্য ভোগমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। **শুদ্ধাদ্বৈতবাদে** জগৎ ব্রহ্মের পরিণামরূপে স্বীকৃত হইলেও এবং তাহা ব্রহ্মরূপে সত্য হইলেও, মোক্ষাবস্থাতে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মক একত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই ; ব্রহ্মভিন্ন জীব নিত্য হওয়ায় তাহা সম্ভবও নহে। ফলে অবস্থা অন্যান্য মতবাদিগণের স্বীকৃত অবস্থার

সমানই হইয়া পড়িয়াছে। **সামঞ্জস্যবাদে** মুক্ত জীবের ব্রহ্মবিলীনতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে বটে, তবে সেই বিলীনতা অখণ্ডৈকরসতা না হওয়ায় মুক্ত জীবের যেপ্রকার কাষ্ঠলোষ্ঠাদিবৎ অবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে, তাদৃশ অনুকম্পার যোগ্য মুক্তি কাহারও আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে না। **বিশেষাদ্বৈতবাদে** স্বাভাবিক জীবত্বের নিবৃত্তি ও শিবস্বরূপতাপ্রাপ্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রুতি ও সূত্রবিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে (তিয়াত্তর পৃঃ দ্রঃ)। **শাক্তবিশিষ্টাদ্বৈতবাদে** জীব ব্রহ্মের ঔপাধিক অংশ হওয়ায় মুক্ত জীবের ব্রহ্মাভিন্নতা অঙ্গীকৃত হইলেও, ব্রহ্মের অচিদংশের পরিণামভূত জীবোপাধি বুদ্ধি সত্য পদার্থ হওয়ায় ভাষ্যকারের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই (সাতাশী পৃঃ দ্রঃ)। পরন্তু ইঁহাদের সকলের মতেই বহু নিন্দিত আচার্য্যপাদ **শঙ্করের** মতবাদে মুক্ত জীবের অখণ্ডৈকরসতারূপ ব্রহ্মাভিন্নতা স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবলে অনির্ব্বচনীয়া (মিথ্যা) মায়া বাধিত হওয়ায় তৎকার্য্য জীবোপাধিও নিঃশেষে বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদক কিছুই থাকে না। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—"বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে। আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি"॥ (বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৯৬)। এই অদ্বৈতমতেও ক্রমমুক্ত জীব ব্রাহ্মলৌকিক ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে অখণ্ডৈকরসতারূপ ব্রহ্মাভিন্নতাই লাভ করিয়া থাকেন।

[যত মত, তত পথ। সকল মতবাদই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।]

কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিতে পরস্পরের মতবাদ নিরাকৃত হইয়া চালনীন্যায়ে সকল মতবাদই মৃতসৈনিকসদৃশ হইলেও, যৎপ্রতিপাদনের জন্য তাঁহারা বিবাদ করিয়া নিহত হইয়াছেন, সেই বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বর স্বমহিমাতেই বিরাজিত আছেন। তৎকৃপাপ্রাপ্তির উপায়রূপে এই সমস্ত মতবাদই অধিকারীর রুচিভেদে সত্য। যেমন ভগবান্ **শ্রীরামকৃষ্ণ** বলিয়াছেন—"তাঁর ইচ্ছাতেই নানা ধর্ম্ম, নানা মত হ'য়েছে" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২০।৩।১৯৬), "সব মতকে এক একটী পথ বলিয়া জানিবে" (ঐ ৪।১৮।২।১৫৫), "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়" (ঐ ৫।২।৪।২৪), "সর্ব্বধর্ম্মের লোকেরা একজনকেই ডাকৃছে" (ঐ পঃ ৫।৩।১০), "আন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়" (ঐ ২।২।৫।২২), ইত্যাদি। মহাত্মা পুষ্পদন্তও বলিয়াছেন—"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি, প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং, নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"॥—'বেদ সাংখ্য যোগ পাশুপতমত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্থানসকলে (—শাস্ত্রসকলে) 'ইহা শ্রেষ্ঠ', 'ইহা হিতকর', এইপ্রকার 'বুদ্ধিবশতঃ' রুচির বৈচিত্র্য হওয়ায় [মনুষ্যগণ] সরল ও বক্র নানা পথে গমন করিলেও, [হে পরমেশ্বর] নদীসকলের পক্ষে সমুদ্রের ন্যায় তুমিই [মনুষ্যগণের] একমাত্র গন্তব্য স্থল'।

[শাঙ্করভাষ্যাবলম্বী বিভিন্ন গ্রন্থ]

যাহাহউক, আলোচিত ভাষ্যসকলের মধ্যে ভগবৎপাদ * **শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য**বিরচিত 'শারীরকভাষ্যই' উপলব্ধ ভাষ্যসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাই প্রস্তাবিত গ্রন্থে

* বিদ্বান্‌গণ বলেন—পরমগুরু গৌড়পাদ, এবং গুরু গোবিন্দপাদ, এই নামদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদের শিষ্য আচার্য্য শঙ্করের নাম—'ভগবৎপাদ'। এইহেতু কোন কোন গ্রন্থে শাঙ্করমতের উল্লেখকালে 'ভগবৎপাদমতম্' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মাত্র সম্মানের জন্য এই শব্দ প্রযুক্ত হইলে অনুগামিগণকর্ত্তৃক অন্যান্য ভাষ্যকারেও তাহা প্রযুক্ত হইত।

অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। আচার্য্যপাদ শঙ্কর কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া এই ভাষ্যকে **শাঙ্কর-ভাষ্যও** বলা হয়। সমধিক প্রসিদ্ধ হওয়ায় "শাঙ্করভাষ্য" নামটীই আমরা গ্রন্থমধ্যে ব্যবহার করিয়াছি। এই ভাষ্যে চরম তত্ত্বরূপে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইলেও শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত সগুণ-ব্রহ্মবিদ্যা, নিষ্কাম কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, পূজা ও উপাসনাদি সাধনসকল ইহার দ্বারা নিরাকৃত হয় নাই, পরন্ত অধিকারীর রুচি ও যোগ্যতানুযায়ী ক্রমমুক্তির পথে, বা সাক্ষাদ্ভাবে অদ্বৈত-ভূমিকাতে আরূঢ় হইবার উপায়রূপে সেইগুলিও স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এইহেতু শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—'অদ্বৈতবাদ সর্ব্বংসহ ও সকলপ্রকার মতবাদের চরম পরিণতি'। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"ওটা সব শেষের কথা"। এই-সকল কারণবশতঃ উত্তরমীমাংসাদর্শনের এই ভাষ্যখানিই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু সুধীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত। আর আমাদের মনে হয়—এই শাঙ্কর শারীরকভাষ্যের প্রভাবেই বেদান্তদর্শনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। অন্যান্য ভাষ্যগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও এক এই শাঙ্কর শারীরকভাষ্যেরই টীকা, তস্য টীকা ও বৃত্তি ইত্যাদির সংখ্যাও অনেক। ভাষ্য-ব্যাখ্যাকালে মূলসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হইলেও কোন কোন অবান্তর বিষয়ে টীকাকারগণের মধ্যে সামান্য মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মধ্যে এক দল 'ভামতী' নামক টীকার রচয়িতা মহামতি 'বাচস্পতি মিশ্রের' মতাবলম্বী। অপর দল ভাষ্যকার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, 'পঞ্চ-পাদিকা' নামক টীকার রচয়িতা আচার্য্য 'পদ্মপাদ' এবং পঞ্চপাদিকার 'বিবরণ' নামক টীকার রচয়িতা শ্রীমৎ প্রকাশাত্মযতির মতাবলম্বী। [ইঁহাদের মতভেদের স্থূল বিষয়গুলি আমরা তত্তৎ স্থলে সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব।] পরবর্ত্তিকালে অপরাপর মতাবলম্বিগণের সহিত বাদানুবাদ প্রসঙ্গে শারীরকভাষ্যে প্রতিপাদিত এই অদ্বৈতবাদাবলম্বনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিচারপূর্ণ 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'স্বারাজ্যসিদ্ধি', 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি', 'তত্ত্বপ্রদীপিকা', 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী', 'অদ্বৈতদীপিকা', 'সংক্ষেপ শারীরক' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়া অদ্বৈতবাদের পুষ্টি সম্পাদন করিয়াছে।

[বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়।]

নবীন জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সকলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। তাহা বিবৃত হইতেছে। এই গ্রন্থ চারিটী অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী পাদ থাকায়, ষোলটী পাদে বিভক্ত। ইহার **প্রথমাধ্যায়ে** [সমন্বয়াধ্যায়ে]—উপনিষদ্বাক্যসকলের সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ['সমন্বয়' শব্দের অর্থ—'তাৎপর্য্যনিরূপণ'।] তন্মধ্যে **প্রথম পাদে**—সুস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত (—স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক) শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয়, **দ্বিতীয় পাদে**—অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত (—অস্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক) উপাস্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় এবং **তৃতীয় পাদে**—অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। **চতুর্থ পাদে**—সাংখ্যাদিসম্মত 'প্রধানাদি'রূপে প্রতীয়মান 'অজ' ও 'অব্যক্ত' প্রভৃতি পদসকলের অর্থ বিচারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে [অবিরোধাধ্যায়ে]—প্রথমাধ্যায়ে বিচার দ্বারা বেদান্তবাক্যসকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সমন্বয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও কাণাদাদি স্মৃতিসকলের দ্বারা, তৎপ্রযুক্ত তর্কসকলের দ্বারা এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা যে বিরোধ প্রতিভাত

হয়, তাহার পরিহার করিয়া শ্রুতিবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়ে অবিরোধ (—বিরোধের অভাব) প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **প্রথম পাদে** [স্মৃতিপাদে]—সাংখ্য, পাতঞ্জল ও কাণাদাদি স্মৃতিসকলের দ্বারা ও তৎপ্রযুক্ত যুক্তিসকলের দ্বারা উক্ত সমন্বয়ে যে বিরোধ প্রতিভাত হয়, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। **দ্বিতীয় পাদে** [তর্কপাদে]—সাংখ্য ও বৌদ্ধাদি মতবাদসকলের দুষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। **তৃতীয় পাদে**—প্রথমাংশে পঞ্চমহাভূতসৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের, শেষাংশে জীববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের এবং **চতুর্থ পাদে**—ইন্দ্রিয় ও লিঙ্গশরীর প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ে [সাধনাধ্যায়ে]—বৈরাগ্য, 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন, ব্রহ্মের উপাসনা, আশ্রম ও যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন এবং শমদমাদি ও শ্রবণ মনন প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধনসকল নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **প্রথম পাদে**—জীবের পরলোকে গমনাগমন বিচারপূর্ব্বক সাধকের বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। **দ্বিতীয় পাদে**—প্রথমাংশে 'ত্বং' পদার্থের ও শেষাংশে 'তৎ' পদার্থের শোধন (—যথাক্রমে জীব ও ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ) প্রদর্শিত হইয়াছে। **তৃতীয় পাদে**—বেদের নানা শাখাতে পঠিত নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক অপুনরুক্ত পদসকলের সংগ্রহ এবং প্রসঙ্গতঃ প্রাণবিদ্যা ও সগুণ ব্রহ্মবিদ্যাসকলে শাখান্তর হইতে গুণোপসংহার (—তত্তৎ উপাসনাতে উপযোগী অঙ্গকলাপের একত্রীকরণ) এবং **চতুর্থ পাদে**—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গসাধনভূত তত্তদাশ্রমে বিহিত যজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও অন্তরঙ্গসাধনভূত শমদমাদি ও শ্রবণ মননাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায়ে [ফলাধ্যায়ে]—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন ব্যক্তির পুণ্যপাপনিবৃত্তি, ম্রিয়মাণ ব্যক্তির উৎক্রমণ, সগুণব্রহ্মবিদের দেবযানমার্গদ্বারা গমন, নির্গুণব্রহ্মবিদের সদ্যোমুক্তি ও বিদেহকৈবল্য এবং সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **প্রথম পাদে**—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তিদ্বারা যাঁহাদের নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে এবং উপাসনার দ্বারা যাঁহাদের সগুণব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই পাপপুণ্যরাহিত্যরূপ জীবন্মুক্তি, **দ্বিতীয় পাদে**—ম্রিয়মাণ ব্যক্তির উৎক্রান্তির ক্রম, **তৃতীয় পাদে**—মৃত সগুণব্রহ্মবিদের দেবযানমার্গরূপ উত্তর পথে গমন এবং **চতুর্থ পাদে**—প্রথমাংশে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্য, শেষাংশে সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে স্থিতি ও ঐশ্বর্য্য নিরূপিত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রশিরোমণি এই উত্তরমীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

[স্বামী বিবেকানন্দের আর্ষেয় দৃষ্টি। অনুবাদগ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয়।]

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যুগযুগান্তব্যাপী নানা বিপর্য্যয়ের ফলে বৈদিক কৃষ্টি হইতে প্রায় বিচ্যুতলক্ষ্য। বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিলুপ্তপ্রায়। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের পঠনপাঠন পণ্ডিতসমাজেই সীমাবদ্ধ। তাহার অনুশীলন ও তদনুযায়ী সাধনাভ্যাস মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যেই কথঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্যক্তিগণ ইহার কোন সংবাদই প্রায় রাখেন না। বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত জাতি লুপ্তপ্রায় সম্বিৎ পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার ফলে যুগযুগান্তব্যাপিয়া সঞ্চিত স্বীয় পূর্ব্বজগণের অসাধারণ মনীষার ফলভূত, বেদমহোদধিমথনোদ্ভূত, ত্রিতাপদগ্ধ মানবগণের অমৃতত্বলাভের উপায় অমৃতস্বরূপ এই দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা জনসমাজে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর এই যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা

হওয়াই স্বাভাবিক। যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে"। "এই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যা নিশ্চিত অনতিদীর্ঘকালে ভারতে দুর্দ্দমনীয় বেগে উপস্থিত হইবে....এবং হিন্দুজাতিকে অতীত হইতেও উজ্জ্বলতর গৌরব-মুকুটে ভূষিত করিয়া...উচ্চ পদবীতে উন্নীত করিবে"। সুতরাং ভগবদিচ্ছায় জনসমাজে স্বীয় ধর্ম্ম, স্বীয় কৃষ্টি, স্বীয় দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিহীন আত্মবিস্মৃত জাতি কখনও আধ্যাত্মিক বন্যাতরঙ্গের ধারক, পোষক ও বাহক হইয়া উজ্জ্বলতর গৌরব মুকুটের অধিকারী হইতে পারে না। আর স্বয়ং রত্নের অধিকারী হইলেই অপরকে তাহা দান করা সম্ভব। কিন্তু বেদান্তদর্শনের সকলপ্রকার ব্যাখ্যাই সংস্কৃত ভাষাতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ জিজ্ঞাসু-গণের উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তির উপায় অতি সঙ্কীর্ণ। পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয় বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বেদান্তদর্শনের 'শারীরকমীমাংসাভাষ্যের' একখানি বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। কিন্তু তাহা ভাবানুবাদ মাত্র হওয়ায় এবং কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা যোজিত না হওয়ায় সাধারণ জিজ্ঞাসুগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তদ্দৃষ্টে আমাদের পূজ্যপাদ অধ্যাপক স্বামী শ্রীচিদ্ঘনানন্দ পুরী মহোদয় [পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ] মূল ব্যাসসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, ভামতী টীকা, তাহাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি উক্ত গ্রন্থপ্রকাশন-কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। চতুঃসূত্রী, স্মৃতিপাদ ও তর্কপাদ মাত্র তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা যখন তাঁহার নিকট প্রথম এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই, তখন তিনি প্রায়ই এইজন্য আক্ষেপ করিতেন। তাঁহার এই আক্ষেপই আমাদের এই গ্রন্থানুবাদে প্রবৃত্তির দৃশ্য হেতু। আমরা শাঙ্করভাষ্যের যে অনুবাদ করিয়াছি এবং বিভিন্ন টীকাবলম্বনে "ভাবদীপিকাতে" যাহা লিখিয়াছি, তাহা তিনি এবং আমাদের অন্যতম অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দ ঝা মহোদয় আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য অধ্যাপকগণও আমাদিগকে এই বিষয়ে অকুণ্ঠিত সহায়তাদানে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহাদি-গের এতাদৃশ অনুগ্রহ না পাইলে মাদৃশব্যক্তির পক্ষে এই দুরূহ কার্য্যে সফলকাম হওয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে যাহা কিছু শুদ্ধ ও সিদ্ধান্তসম্মত তাহা আমাদের পূজনীয় অধ্যা-পকগণের অনুকম্পাপ্রসূত এবং যাহা কিছু অশুদ্ধ ও অপসিদ্ধান্ত তাহা আমাদের মন্দধীপ্রসূত।

[অনুবাদশৈলী ও ব্যবহৃত পুস্তকাবলী।]

অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধসৌকর্য্যের জন্য শাঙ্করভাষ্যস্থ সমাসবিহীন পদসকলের **সন্ধিগুলি বিচ্ছিন্ন** করিয়া দিয়াছি। তবে যেখানে ভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ আছে, সেখানে সন্ধিগুলি যথাবৎ আছে।

শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ যে কি দুরূহ ব্যাপার, ইহা সকলের নিকটই সুবিদিত। বরং মূল সংস্কৃতভাষা বোধগম্য হয়, কিন্তু ভাষান্তর করিলে তাহা যেপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা কাহারও বোধগম্য হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আমরা

বিভিন্ন প্রকার বন্ধনী ইত্যাদি চিহ্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বে এইপ্রকার চেষ্টা কেহ করিয়াছেন কি না, জানি না। গ্রন্থারম্ভে "গ্রন্থানুবাদ ও সম্পাদন শৈলী" শিরো-নামাতে আমরা অনুবাদে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বিবৃত করিয়াছি। অনুবাদমধ্যে মূলে ব্যবহৃত পারিভাষিক, বা অপ্রচলিত শব্দসকলের অব্যবহিত পরেই সহজবোধ্য ভাষায় তাহাদের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। তাদৃশ শব্দ মূলে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, প্রথমতঃ এক বা একাধিকবার সহজবোধ্য ভাষায় তাহার অর্থ বিবৃত করিয়া পরে স্বেচ্ছানুযায়ী উক্ত শব্দটাই ব্যবহার করিয়াছি, বা তাহার অর্থটীই সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যানু-বাদমধ্যে স্থানসঙ্কুলান করিতে না পারিলে কোন কোন স্থলে 'ভাবদীপিকাতে' তাহা করা হইয়াছে। ভাষ্যানুবাদমধ্যে "পূর্ব্বাভাস", "অনুপূরক", বা "ব্যাখ্যা"রূপে যে পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা কোন না কোন টীকা হইতে সংগৃহীত। অতি বিরল কোন কোন স্থলে বোধসৌকর্য্যের জন্য বাক্যের তাৎপর্য্যানুযায়ী দু একটী শব্দ, বা বাক্যাংশ আমরাই ' ' এইপ্রকার চিহ্নমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাদৃশ স্থলগুলি পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। টীকা হইতে সংগৃহীত হইলেও, এই সকল স্থলে, অথবা "ভাবদীপিকাতে" কেহ টীকার অবিকল অনুবাদ আশা করিলে নিরাশ হইবেন, কারণ আমরা টীকার অনুবাদ করি নাই, পরন্তু তাহার ভাবটীই যথাসম্ভব সরল ভাষায় বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষদ্বাক্যগুলির অনুবাদের জন্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যই অবলম্বন করিয়াছি। স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত "উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী" হইতেও এই বিষয়ে প্রচুর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য শ্রুতিবাক্যসকলের অনুবাদে, যেখানে সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি ও গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেখানে সায়ণভাষ্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি, অন্যথা টীকাকারগণের ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়াছি।

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যাটী প্রধানতঃ"ভাষ্যরত্নপ্রভা" ও আনন্দগিরিকৃত"ন্যায়নির্ণয়"অবলম্বনে লিখিত হইলেও ভামতী, কল্পতরু, প্রকটার্থবিবরণ, বার্ত্তিকটীকা, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ও ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা প্রভৃতি হইতেও প্রচুর বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। সমন্বয়াধ্যায়ে শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণপ্রসঙ্গে যে বিচারপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ"শারীরকন্যায়সংগ্রহ" হইতে সংগৃহীত। এতদ্ব্যতীত বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, সিদ্ধান্তলেশ, চিৎসুখী, বিচারসাগর, অর্থসংগ্রহ, মীমাংসান্যায়প্রকাশ, তত্ত্বজ্ঞানামৃত, বৃত্তিপ্রভাকর ও পঞ্চদশী প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থ-সকল হইতেও বিভিন্ন বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। 'জাতিভেদ', প্রভৃতি বিষয়ে টীকানিরপেক্ষ আমাদের নিজেদের কথাতে সেই স্থলেই 'বিচার আমাদের' এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে বলেন—"ভাবদীপিকার" বিষয়বস্তু যেথান হইতে সংগৃহীত, সেই মূলগ্রন্থের নাম তত্তৎ স্থলে উল্লেখ করা উচিত ছিল"। তদুত্তরে আমাদের সসম্মানে বক্তব্য—'তাহা হইলে প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতেই কোন না কোন গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে হইত, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে'।

মূল ব্যাসসূত্রগুলির ব্যাখ্যা ও অনুবাদ স্বামী সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত "ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা" নামক ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, স্বামী রামানন্দ সরস্বতীকৃত "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" এবং কচিৎ শঙ্করানন্দ বিরচিত 'দীপিকা' অবলম্বনে করিয়াছি। পদগুলির অন্বয়বোধের জন্য প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই উহাদের ব্যাখ্যা ও পরে বঙ্গানুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। **সঙ্গতিগুলিও** এই গ্রন্থ-সকল অবলম্বনেই লিখিত। কচিৎ 'ন্যায়নির্ণয়' ও 'রত্নপ্রভা' হইতেও তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।

বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে উক্ত গ্রন্থকারকৃত টীকাটীরই প্রয়োজনীয় অংশ সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম ১০টী শ্লোকের কোন-প্রকার ব্যাখ্যা আমরা করি নাই, তবে তাহাতে বর্ণিত বিষয়সকল প্রথমেই "ভাবদীপিকাতে" ও অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। 'বিষয়বাক্য' ও 'ফলভেদ' প্রায়ই অন্য টীকা হইতে সংগৃহীত।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির অর্থ এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে অন্য যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পণ্ডিত রামেশ্বর সূরী বিরচিত 'সুবোধিনী' নামক 'জৈমিনিসূত্রবৃত্তি', 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' ও 'ন্যায়মালাবিস্তর' এবং স্থলবিশেষে 'শাবরভাষ্য' ও 'শাস্ত্রদীপিকা' অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, সপ্ততীর্থ, মহোদয়কৃত "মীমাংসাদর্শন" গ্রন্থখানি হইতেও এই বিষয়ে আমরা প্রচুর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

'ভাষ্য' ও 'ভাবদীপিকা' প্রভৃতিতে **শাস্ত্রবচনসকলের উদ্ধৃতিতে** যে মূল-গ্রন্থের নাম, কণ্ডিকা বা শ্লোকসংখ্যা প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক কি না, সকল স্থলেই মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গ্রন্থে যেমন প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রায় তেমনই সন্নিবেশ করিয়াছি। ক্বচিৎ তাহার সংশোধনও করা হইয়াছে। বহু উদ্ধৃতির ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত মূলগ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ।]

উপরে যেসকল গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইল, অবিশেষভাবে তাঁহাদের সকলের নিকটই আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে বহু ব্যক্তির নিকট বহুপ্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। অধুনা ব্রহ্মলীন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ জী মহারাজকে আজ আমি সাশ্রুনয়নে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার নিকট উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে এই গ্রন্থরচনা কখনও সম্পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব্ব সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এবং বর্ত্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, ইঁহাদের উভয়ের নিকট উৎসাহ ও অনুকূলতা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশন কিছুই সম্ভব হইত না। তাঁহাদিগকেও আমরা সকৃতজ্ঞ প্রণিপাত জানাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালীন প্রারম্ভিক ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন পূজ্যপাদ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী স্বয়ং এবং ভাটপাড়ার উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি-এল্, মহোদয়। স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী মহারাজকে আর ধন্যবাদ কি দিব! তিনিই এই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। তৎপরিত্যক্ত পাঁচশত টাকাও এই গ্রন্থ মুদ্রণে ব্যয়িত হইয়াছে। মাননীয় মণিবাবুকে আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঢাকা, "রূপলাল হাউসের" শ্রদ্ধাস্পদ **শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস** মহোদয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণের মুদ্রণব্যয়ভারের অধিকাংশ বহন না করিলে তাহা কখনও সূর্য্যালোক দর্শন করিত না, ইহা নিঃসন্দেহ। আমাদের মনে হয়, সমগ্র পাঠকসমাজেরই তিনি ধন্যবাদার্হ। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী কালিকানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী অপর্ণানন্দজী, বন্ধুবর স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী অনুপমানন্দজী, স্বামী স্বয়ং-প্রভানন্দজী, নড়াইল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদাস গুপ্ত মহাশয় এবং ভারত-

-সরকারের দেশরক্ষাবিভাগের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়, ইঁহারা সকলেই আমাদিগকে নানাবিষয়ে নানাভাবে সাহায্যদানে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই যথাযোগ্য প্রণতি ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর প্রকৃতির এমনই বিচিত্র বিধান যে, প্রত্যেক কার্য্যেই সহায়তার ন্যায় প্রতিবন্ধকতাও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের এই উদ্যমেও তাহার অন্যথা হয় নাই। কিন্তু পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর বেগ বৃদ্ধির ন্যায় তাহাতে আমাদের উৎসাহই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবন্ধের অপাদানেও ধন্যবাদ।

পরিশেষে বক্তব্য—চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণেও বহু বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গেল, কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত হইলেও লজ্জিত নহি। শ্রীরামদাস হনুমানের ন্যায় 'গন্ধমাদন' বহন করিবার সামার্থ্য আমাদের নাই। পুস্তকটীর প্রথম সংস্করণের একটী ফর্ম্মা মুদ্রণ করিয়াই পূজনীয় চিদ্‌ঘনানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মলীন হন। তখনও প্রুফ্ সংশোধনকার্য্য কিছুই শিখিতে পারি নাই। অতঃপর অভিধানদৃষ্টে প্রুফ্ সংশোধনের নানাপ্রকার চিহ্ন শিখিয়া কোনপ্রকারে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। এখনও এই বিষয়ে নৈপুণ্য আমাদের কিছুই নাই। আবার ছাপিবার সময় মুদ্রণদোষে অক্ষরের অস্পষ্টতা, অথবা বিলুপ্তি এবং মুদ্রাযন্ত্রের ঘর্ষণে অক্ষর ভঙ্গের ফলে যে কত অতিরিক্ত ভুল হইয়া পড়ে, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। সুতরাং ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আপনাদের সম্মুখেই রহিল। একটী 'শুদ্ধিপত্র' যোজনা করিয়া দিলাম। তদ্দৃষ্টে সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা। "যদি ভগবদিচ্ছায় পরবর্ত্তী বিরাট গ্রন্থ কখনও প্রকাশিত হয়, তাহা কোন সুযোগ্য প্রকাশকই করিবেন। তখন অপেক্ষাকৃত নির্ভুল পুস্তক আপনারা পাইবেন", এই আশা প্রথম সংস্করণের মুদ্রণকালে আমরা পোষণ করিয়াছিলাম; আমাদের সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। এখন ভগ্নস্বাস্থ্য অনুবাদক একাই কোনপ্রকারে চতুঃসূত্রীর এই দ্বিতীয় সংস্করণ সহ সমগ্র গ্রন্থ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে।

মলিন বারিসংস্পর্শে নির্ম্মল গঙ্গাবারিও মলিন হইয়া পড়ে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বিদ্বদ্বরবরেণ্য বিবুধাগ্রণী পূজ্যপাদ টীকাকারগণের এবং মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপকগণের সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী ব্যাখ্যানকৌশল ও উপদেশরাজিরূপ কৃপাবারিপ্রবাহ যে আমাদের জড়বুদ্ধিরূপ আধারমধ্যে প্রবাহিত হইয়া তৎসংস্পর্শে বিকৃত ও কদর্থিত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ মাদৃশ মন্দধী, অল্পজ্ঞ ও অপটু ব্যক্তির এই প্রচেষ্টাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। চতুঃসূত্রীর প্রথম সংস্করণে দু' একটী সিদ্ধান্তগত বিচ্যুতি হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দিলাম। স্থল বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনও করা হইয়াছে। সুধীগণ অনুকম্পাদৃষ্টিতে বহু শ্রমসাধ্য এই প্রচেষ্টাটীকে গ্রহণ করিবেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে যদি দয়া করিয়া জানান, কেহ না কেহ তাহা সংশোধনে চেষ্টা করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য—যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত, ইহার দ্বারা যদি তাঁহাদের কিছু মাত্রও অনুকূলতা হয়, এই কঠোর পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ রোড, লাক্সা, ৺কাশীধাম।
"রাসপূর্ণিমা", ২৭শে কার্ত্তিক,
সন ১৩৭৭, (ইং 1970)।

বিনয়াবনত
বিশ্বরূপানন্দ পুরী
অনুবাদক।

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী (চতুর্থসূত্রান্ত)

ভাবদীপিকাতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সূচী

বিষয়　(চতুর্থসূত্রান্ত)　পৃষ্ঠা

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

আপঃ ধর্ম্মঃ—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।
আপঃ শ্রৌঃ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র।
ঈশঃ—ঈশোপনিষৎ।
উপঃ—উপনিষৎ।
ঋক্ সং—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ঐঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক।
ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐঃ ব্রাঃ—ঐতরেয় (বহ্বৃচ্) ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কাণ্ব—কাণ্ব শাখা।
কাঃ সং—কাঠক সংহিতা।
কাঃ শ্রৌঃ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কূর্ম্ম পুঃ—কূর্ম্মপুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ।
গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
গৌঃ ধর্ম্মঃ—গৌতম ধর্ম্মসূত্র।
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জাবাঃ—জাবালোপনিষৎ।
জৈঃ সূঃ—জৈমিনিসূত্র।
তাঃ ব্রাঃ—তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ।
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
তৈঃ সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা।
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।
ন্যাঃ সূঃ (দঃ)—ন্যায়সূত্র (দর্শন)।
পাঃ সূঃ—পাণিনি সূত্র।
পাতঃ দঃ—পাতঞ্জল দর্শন।
পূঃ—পূর্ব্বপক্ষ।
পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা।
পৃঃ—পৃষ্ঠা।
প্রঃ, প্রশ্নঃ—প্রশ্নোপনিষৎ।
মনু সং—মনুসংহিতা।
মহাঃ নাঃ—মহানারায়ণোপনিষৎ।
মহাভাঃ—মহাভারত।
মাঃ কাঃ—মাণ্ডূক্য কারিকা।
মাণ্ডূঃ—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।
মাধ্যঃ—মাধ্যন্দিন শাখা।
মুঃ, মুণ্ডঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ।
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র।
বিষ্ণু পুঃ—বিষ্ণুপুরাণ।
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃঃ আঃ সং বাঃ—বৃহদারণ্যক সম্বন্ধবার্ত্তিক
বৃঃ বাঃ—বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক।
বৈঃ সূঃ (দঃ)—বৈশেষিক সূত্র (দর্শন)।
ব্রঃ উঃ—ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।
শতঃ ব্রাঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শাঃ উঃ—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ।
শাবঃ ভাঃ—শাবরভাষ্য।
শ্বেঃ, শ্বেতাঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্রীমদ্ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত।
শুক্ল যজুঃ—শুক্ল যজুর্ব্বেদ।
শ্লোক বাঃ—শ্লোকবার্ত্তিক।
সাং কাঃ—সাংখ্য কারিকা।
সিঃ—সিদ্ধান্ত।
সূঃ—সূত্র।

(ক) অন্যান্য অধ্যায়ের এই সূচীও দ্রষ্টব্য। কোন গ্রন্থের নাম ইহাতে উল্লিখিত না থাকিলে, তাহার বোধযোগ্য নামই যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

(খ) গ্রন্থের নামবিহীন কেবল ২।৩।১০ এবং ২।৫৫ এইপ্রকার সংখ্যা মাত্র থাকিলে, তাহা এই গ্রন্থের যথাক্রমে অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যাকে এবং অধ্যায় ও পৃষ্ঠা সংখ্যাকে বুঝাইবে।

(গ) যেখানে "?" চিহ্ন থাকিবে, সেখানে আমরা অনুসন্ধান করিয়াও তন্নামক গ্রন্থ, বা সেই উল্লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হই নাই, বুঝিতে হইবে।

(ঘ) মহাভারতের পার্শ্বে শাঃ, ভীঃ ইত্যাদি শব্দ থাকিলে, তাহা শান্তিপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, ইত্যাদিকে বুঝাইবে। (ঙ) গ্রন্থের নামবিহীন পৃষ্ঠাসংখ্যা সেই অধ্যায়ের পৃষ্ঠাকে বুঝাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী - জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীভারতীতীর্থকৃতা

বৈয়াসিকন্যায়মালা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-ভগবৎপাদ-শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতম

শারীরকভাষ্যম্।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত

বঙ্গানুবাদ

এবং

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীরামানন্দসরস্বতীকৃতা

ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা

[চতুঃসূত্রীপর্য্যন্তা]।

সংশোধক ও সম্পাদক—

স্বামী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

এবং

বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।

১। ইহাতে প্রথমে অধিকরণের নাম ও সূত্রসংখ্যা স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে), অতঃপর স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ন্যায়মালার শ্লোকদ্বয়, ক্ষুদ্রতমাক্ষরে (বর্জ্জাইস্ অক্ষরে) অন্বয়, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও 'ভাবদীপিকা' নামে বিষমস্থলের ব্যাখ্যা থাকিবে।

২। তৎপরে স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে) সূত্র, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) সূত্রার্থ ও তাহার অনুবাদ, স্থূলতরাক্ষরে (স্মলপাইকা এ্যান্টিক্ অক্ষরে) ভাষ্য, স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ভাষ্যানুবাদ এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) বিষমস্থলের ব্যখ্যার জন্য 'ভাবদীপিকা' নামে ভাষ্যানুবাদের ব্যাখ্যা থাকিবে।

৩। মূল ভাষ্য ও তাহার অনুবাদ নির্ণয় করিবার জন্য মূলভাষ্যবাক্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে সমসংখ্যা প্রদত্ত হইবে।

৪। অনুবাদে ও ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে অতিরিক্ত বিষয় [ ] এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। উদ্ধৃতির আকর নির্দ্দেশ ( ) এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। ( ) এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যস্থ "—" এই চিহ্নটীর দ্বারা "অর্থাৎ" এই পদটী সূচিত হইবে। (—] এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ, বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশ, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহা সন্নিবিষ্ট হইবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ, বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের, অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশটী, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহাদের সংযোগস্থলটী, পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যটী শেষ হইলে তাহার সংখ্যাদ্বারা এবং শেষ না হইলে বিরামবোধক কোনপ্রকার চিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে মূল ভাষ্য এবং ন্যায়মালার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আর উক্ত বন্ধনী সকলের মধ্যবর্ত্তী শব্দ, বা বাক্যের সহিত পাঠ করিলে ভাবার্থ সমেত একটী প্রাঞ্জল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বাক্যশেষে ' ' এইপ্রকার চিহ্নমধ্যে যাহা পঠিত, তাহা বাক্যের পরিপূরক।

৫। অনুবাদের বিষয়বিশেষ পরিষ্কার করিবার জন্য সেই বিষয়বিশেষ ও 'ভাবদীপিকার' মধ্যে সমসংখ্যার নির্দ্দেশ থাকিবে। ৬। ব্যবহিত স্থলে পরবর্ত্তী ভাষ্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইবে এবং সম্ভব হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যশেষে পরবর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্কও প্রদত্ত হইবে। ৭। বিষয়ের বিশ্লেষণের জন্য শিরোনামা (Analytical heading) ব্যবহৃত হইবে।

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।
মহদ্ভয়পরিত্রাণা * বিপ্রাণামুপজায়তে॥ (অবধূত গীতা ১।১)

[নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনাদির দ্বারা লব্ধ] ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে [পুনঃ পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিরূপ] মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণকারিণী অদ্বৈতবাসনা (—অদ্বৈতব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছা, বিবিদিষা) বিপ্রগণের [মনে] উদিত হয়। [* "দ্বিত্রাণাম্", এই পাঠে অর্থ—'কাহারও কাহারও'।]

পরব্রহ্মণে নমঃ।

বেদান্তদর্শনম্

অনুবাদককৃতমঙ্গলাচরণম্—

[১]

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামায়ে **সারদে** জ্ঞানরূপিণি।
ভাষ্যব্যাখ্যাং করিষ্যামি সিদ্ধির্ভবতু মে পরা॥

[২]

ব্রহ্মাদ্বয়ং পরানন্দং ধর্ম্মাদীনামগোচরম্।
কার্য্যকারণনির্ম্মুক্তং **রামকৃষ্ণমুপাস্মহে**॥

[৩]

জগতঃ পিতরৌ শ্রী**মদন্নপূর্ণামহেশ্বরৌ**।
বন্দেঽমৃতকরৌ পূর্ণৌ করুণাবরুণালয়ৌ॥

[৪]

পিত্রোঃ স্নেহমহং যতঃ সমলভে লোকান্ ধরিত্রীব যঃ
তপ্তান্ পাপযুতানপি স্বহৃদয়ে ধত্তেঽস্য সর্ব্বংসহঃ।
অন্তেবাসিবরো গুরোর্ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভোঃ
যশ্চ শ্রীঋষিকৃষ্ণপার্শ্বগতয়াঽপশ্যৎ সমাধৌ গুরুঃ॥
মামনিচ্ছন্তমপি যঃ কৃপয়ৈবাশ্রয়ং দদৌ।
শ্রীগুরুং **সারদানন্দং** বন্দে তং সাশ্রুদর্শনঃ॥

[৫]

যো মাং নৈষ্ঠিকদীক্ষিতং প্রবিদধে শ্রীরামকৃষ্ণস্য যঃ
সাক্ষান্মানসসূনুরগ্রগণিতঃ শিষ্যশ্চ তত্ত্বস্থিতঃ।
সর্ব্বজ্ঞোভগবাংস্তু যং ব্রজগতং রাখালমাখ্যাতবান্
ব্রহ্মানন্দযতিং নতোঽস্মি তমহং ভূমৌ লুঠন্ সাদরম্॥

[৬]

তং বন্দে জগদানন্দং জ্ঞানিনং যোগিসত্তমম্।
বেদান্ত - শাস্ত্র - মাধুর্য্যমাদাববগতং যতঃ ॥

[৭]

বুধাগ্রণীঃ স্নেহবশাদুপেক্ষ্য বাচালতাং মে সমদাৎ সুশিক্ষাম্।
যো যৎকৃপাং প্রাপ্য মমৈষ যত্নঃ তং চিদ্‌ঘনানন্দযতিং নমামি ॥

[৮]

ন্যায়েঽক্ষপাদং বেদান্তে শুকং জ্ঞানে ত্রিলোচনম্।
আচার্য্যবর্য্যমানন্দং সাদরং নৌমি মৈথিলম্ ॥

[৯]

মীমাংসাদ্বয়নিষ্ণাতং শিষ্যভ্রমরবেষ্টিতম্
দাক্ষিণাত্যং বুধবরং সুব্রহ্মণ্যং নতোঽস্ম্যহম্ ॥

[১০]

ভাষ্যং ক্বাত্যন্তগম্ভীরং ক্ব মেঽল্পবিষয়া মতিঃ।
তথাপি গুরুবর্য্যাণাং চরণস্মৃতিতো যতে ॥

[১১]

স্ববুদ্ধিশুদ্ধ্যৈ সরলা রচ্যতে **ভাবদীপিকা।**
যৎকিঞ্চিদত্র লেখ্যং তন্নামূলং বাঽনপেক্ষিতম্॥

[১২]

প্রোচুষ্টীকাকৃতস্তেতে যং যমর্থং বিদাম্বরাঃ।
স্বেচ্ছানুসারং তেভ্যস্তু সারং সংগৃহ্যতে ময়া ॥

[১৩]

যে নাজ্ঞা ন বিশেষজ্ঞা বেদান্তজ্ঞানসস্পৃহাঃ।
লভন্তাং পরিতোষং তে বীক্ষ্য ভাষাময়ীমিমাম্॥

সমন্বয়াখ্যঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

"নমস্ত্রয্যন্তকান্তারবিহারৈকপটীয়সে। বাদিমত্তেভসংহর্ত্রে ব্যাসকেসরিণে সতে"॥

'যদ্বাণীগুমণিধ্বস্তা মন্মোহধ্বান্তসন্ততিঃ'। শঙ্করং শঙ্করং বন্দে ত্রয্যন্তাম্বুজভাস্করম্॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ কূটস্থং সুখবিগ্রহম্। নিত্যমুক্তং পরং ব্রহ্ম ভবামি তদহং সদা"॥

অধ্যায়প্রতিপাদ্য—উপনিষদ্‌বাক্যসকলের সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে প্রত্যগ-ভিন্ন অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন।

প্রথমঃ পাদঃ

পাদপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মবোধক স্পষ্টলিঙ্গযুক্ত উপনিষদ্‌বাক্যসকলের অর্থ নির্ণয়।

১। জিজ্ঞাসাধিকরণম্। [১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য (১)—মোক্ষ লাভের জন্য ব্রহ্ম বিচার্য্য।

ন্যায়মালা

অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা ব্রহ্মাধ্যাসানিরূপণাৎ।
অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তদর্হতি॥
অধ্যাসোঽহংবুদ্ধিসিদ্ধোঽসঙ্গং ব্রহ্মশ্রুতীরিতম্।
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্য্যং ব্রহ্ম বেদতঃ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা? অধ্যাসানিরূপণাৎ অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং তৎ ন বিচারম্ অর্হতি। অধ্যাসঃ অহংবুদ্ধিসিদ্ধঃ, অসঙ্গং ব্রহ্ম শ্রুতীরিতম্। সন্দেহাৎ মুক্তিভাবাৎ চ ব্রহ্ম বেদতঃ বিচার্য্যম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি বেদান্তবাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র আত্মদর্শনং ফলম্ উদ্দিশ্য তৎসাধনত্বেন শ্রবণং বিধীয়তে। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাম্ অদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং নির্ণেতুম্ অনুকূলঃ ন্যায়বিচারঃ। তত্র সংশয়-ফলয়োঃ অসম্ভবসম্ভবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—তেষাং বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনির্ণয়ায়] ব্রহ্ম অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ জড়াজড়য়োঃ দেহাত্মনোঃ] অধ্যাসানি-রূপণাৎ, ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ, "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদ্যনুভবে চ ব্রহ্মাকারেণ আত্মাকারেণ চ সর্ব্বসন্দেহাতীতত্বেন ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ প্রতিপাদনাৎ, ব্রহ্মবিচারে কৃতেঽপি চ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা মুক্ত্যদর্শনাৎ], অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং তৎ [ব্রহ্ম] ন বিচারম্ অর্হতি।

সিদ্ধান্ত—["অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদ্যহংবুদ্ধিঃ দেহাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসেন আত্মানং গৃহ্নাতি, অতঃ] অধ্যাসঃ অহংবুদ্ধিসিদ্ধঃ ; ["অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডুঃ ২) ইতি আত্মত্বেন] অসঙ্গং ব্রহ্ম শ্রুতীরিতম্ ; [তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ স্বরূপবিষয়ে] সন্দেহাৎ ; ["তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) ইতি শ্রুত্যা, তথা বিদ্বদনুভবেন] মুক্তিভাবাৎ চ বেদতঃ ব্রহ্ম বিচার্য্যম্।

অনুবাদ

সংশয়—["আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", ইত্যাদি বেদান্তবাক্য এখানে বিষয়। সেই স্থলে আত্মদর্শনরূপ ফলের উদ্দেশ্যে তাহার সাধনরূপে শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। শ্রবণের অর্থ—অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনির্ণয়ের জন্য অনুকূল যুক্তির দ্বারা বেদান্তবাক্যসকলের বিচার। সেই স্থলে সংশয় ও ফলের সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনাবশতঃ সংশয় হয়—সেই বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য] ব্রহ্ম অবিচারণীয়, অথবা বিচারণীয় ? (—ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত, অথবা উচিত নহে) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন যে জড় দেহ এবং অজড় আত্মা, তাহাদের] অধ্যাস নিরূপিত হয় না বলিয়া, ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "আমি মনুষ্য" এই অনুভবে যথাক্রমে ব্রহ্মরূপে ও আত্মরূপে সর্ব্বসন্দেহাতীতভাবে ব্রহ্ম ও আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন বলিয়া, আবার ব্রহ্মবিচার করিলেও ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি দেখা যায় না বলিয়া] সংশয়ের ও ফলের অভাববশতঃ সেই ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য নহেন (—ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত নহে)।

সিদ্ধান্ত—["আমি মনুষ্য", ইত্যাদি যে অহংবুদ্ধি, তাহা দেহাদিতে তাদাত্ম্যাধ্যাসের দ্বারা (—দেহাদিতে 'আমি' এই বুদ্ধির আরোপের দ্বারা) আত্মাকে গ্রহণ করে (—আত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে) ; সেইহেতু] অধ্যাস "আমি" ইত্যাকারা বুদ্ধির দ্বারাই সিদ্ধ হয় ; [আর "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", এইপ্রকারে আত্মরূপে] অসঙ্গ ব্রহ্ম শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন ; [সেইহেতু ব্রহ্মের এবং আত্মার স্বরূপবিষয়ে] সন্দেহ হয় বলিয়া এবং ["তরতি শোকম্ আত্মবিৎ", ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ও অপরোক্ষ জ্ঞানী পুরুষগণের অনুভবের দ্বারা] মুক্তির সম্ভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া বেদ হইতে (—বেদকে অবলম্বন করিয়া) ব্রহ্মকে বিচার করিতে হইবে (—সংশয় এবং ফলের সম্ভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মবিচার আরম্ভণীয় নহে বলিয়া মুক্তি সেই বিচারজন্য জ্ঞানসাধ্য নহে, উপায়ান্তর সাধ্য। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মবিচার আরম্ভণীয় বলিয়া মুক্তি উপায়ান্তরসাধ্য নহে, ব্রহ্মবিচারজন্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য (১)।

ভাবদীপিকা

[অধিকরণ ও তাহার সঙ্গতি প্রভৃতি ষড়ঙ্গের পরিচয়।]

(১) একার্থপ্রতিপাদক এক বা একাধিক সূত্রের তাৎপর্য্য যাহাতে সঙ্কলিত হয় তাহাকে বলে **অধিকরণ**। ইহার আপাত অর্থ 'বেদার্থবিচার' বলা যাইতে পারে; কারণ

এক একটী অধিকরণে বেদোক্ত কোন বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বিচার করা হয়। প্রত্যেক অধিকরণের পাঁচটী * অবয়ব যথা—১। বিষয়, ২। সংশয়, ৩। পূর্ব্বপক্ষ ৪। সিদ্ধান্তপক্ষ। এবং ৫। প্রয়োজন (—ফল)। কোন কোন পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থে, রত্নপ্রভা প্রভৃতি টীকাতে এবং কোন কোন বৃত্তিগ্রন্থে সঙ্গতি নামক অধিকরণের অন্য একটী অবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে †। এইরূপে অধিকরণ হয় ষড়ঙ্গ। যাহাহউক্ পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত-ভেদে উক্ত ফল দুইপ্রকার। 'ফলভেদ' এই নামে উক্ত 'ফল' সমেত সঙ্গতি প্রভৃতি অধিকরণের ছয়টী অবয়ব এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

১। **সঙ্গতি**—ইহার অর্থ সম্বন্ধ, ইহার দ্বারা গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের সম্বন্ধবোধের দ্বারা গ্রন্থটী যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যবিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত কতকগুলি বিষয়ের সমষ্টি মাত্র নহে, এইপ্রকার বোধ হয়। এই সঙ্গতি (ক) **মুখ্য সঙ্গতি** এবং (খ) **অবান্তর সঙ্গতি** ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে—

(ক) **মুখ্যসঙ্গতি**—ব্যাপক বিষয়ের সহিত ব্যাপ্য বিষয়ের সামঞ্জস্যরূপ যে সঙ্গতি, তাহাই মুখ্যসঙ্গতি। তাহাও আবার চারিপ্রকার, যথা—১ শ্রুতিসঙ্গতি, ২। শাস্ত্রসঙ্গতি, ৩। অধ্যায়সঙ্গতি এবং ৪। পাদসঙ্গতি। ইহাদের পরিচয় এই—

১। **শ্রুতিসঙ্গতি**—এই গ্রন্থস্থ প্রত্যেক অধিকরণের সহিত শ্রুতির যে সম্বন্ধ, তাহাই শ্রুতিসঙ্গতি। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে শ্রুতিবাক্যের, বা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার করা হইতেছে বলিয়া এই গ্রন্থস্থ প্রত্যেকটী অধিকরণেরই শ্রুতিসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। আর সেইহেতু প্রত্যেক অধ্যায়ের এবং প্রত্যেক পাদেরও শ্রুতিসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

২। **শাস্ত্রসঙ্গতি**—এই বেদান্তদর্শনরূপ শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটী অধিকরণের যে সম্বন্ধ তাহাই শাস্ত্রসঙ্গতি। এই শাস্ত্র ব্রহ্মবিচারাত্মক। ইহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম, বা তৎসম্বন্ধ ও তদ্বোধানুকূল কোন বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। তজ্জন্য এই শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রস্থ প্রত্যেকটী অধিকরণের শাস্ত্রসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। আর সেইহেতু ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক পাদে ব্রহ্মবিচাররূপ শাস্ত্রসঙ্গতিও সিদ্ধ হয়।

৩। **অধ্যায়সঙ্গতি**—প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সেই অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটী পাদের ও অধিকরণের যে সম্বন্ধ, তাহাই অধ্যায়সঙ্গতি। প্রস্তাবিত এই বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন। সেইহেতু এই শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়কে **সমন্বয়াধ্যায়** বলা হয়। এই সমন্বয়াধ্যায়ের প্রত্যেক পাদে ও প্রত্যেক অধিকরণে উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত

* "বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। প্রয়োজনঞ্চ পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং বিদুঃ"।

† "বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। প্রয়োজনং সঙ্গতিশ্চ প্রাঞ্চোঽধিকরণং বিদুঃ"॥ (ভাট্টদীপিকা ৫ পৃঃ)।

হইয়াছে বলিয়া এই সমন্বয়াধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায়স্থ প্রত্যেকটী পাদের ও অধিকরণের সমন্বয় নামক অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [সমন্বয়ের অর্থ—তাৎপর্য্যাবধারণ।]

৪। **পাদসঙ্গতি**—প্রত্যেক পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সেই পাদের অন্তর্গত প্রত্যেকটী অধিকরণের যে সম্বন্ধ, তাহাই পাদসঙ্গতি। প্রস্তাবিত স্থলে এই প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—'স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয়'। এই সমন্বয় এই পাদস্থ প্রত্যেক অধিকরণেই প্রদর্শিত হইয়াছে; এইহেতু এই পাদের সহিত এই পাদস্থ প্রত্যেকটী অধিকরণের পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। এই মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি ও মুখ্য পাদসঙ্গতি তত্তৎ স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে। দুর্ব্বোধ্য স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(খ) অবান্তরসঙ্গতি—অধ্যায়, পাদ এবং অধিকরণের পারম্পর্য্য-নিয়ামক যে সম্বন্ধ, তাহাই অবান্তরসঙ্গতি। ইহা তিন প্রকার, যথা—(১) অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি, (২) অবান্তর পাদসঙ্গতি এবং (৩) অধিকরণসঙ্গতি। ইহাদের পরিচয় এই—

১। **অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি**—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের সহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি। ইহা প্রত্যেক অধ্যায়ের আদিতে প্রদর্শিত হইবে। প্রস্তাবিত স্থলে ইহা আদি অধ্যায় হওয়ায় এই অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি নাই।

২। **অবান্তর পাদসঙ্গতি**—পূর্ব্ববর্ত্তী পাদের সহিত পরবর্ত্তী পাদের যে সম্বন্ধ, তাহাই অবান্তর পাদসঙ্গতি। ইহা প্রত্যেক পাদের আদিতে প্রদর্শিত হইবে। প্রস্তাবিত স্থলে ইহা আদি পাদ হওয়ায় কোনপ্রকার অবান্তর পাদসঙ্গতি নাই।

৩। **অধিকরণসঙ্গতি**—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম অধিকরণসঙ্গতি। ইহাও প্রত্যেক অধিকরণের আদিতে প্রদর্শিত হইবে। প্রস্তাবিত স্থলে ইহা আদি অধিকরণ হওয়ায় অধিকরণসঙ্গতি নাই। এই অধিকরণসঙ্গতি অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্ত ও পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। কদাচিৎ পরবর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিতও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা যে স্থলে যেপ্রকার হইবে, তাহা আমরা তত্তৎ স্থলে প্রদর্শন করিব। এই অবান্তরসঙ্গতি-সকলের প্রত্যেকটীই নানাপ্রকার, যথা—প্রসঙ্গসঙ্গতি, আক্ষেপসঙ্গতি, দৃষ্টান্তসঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি, বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গতি, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যে সঙ্গতির যেখানে প্রাপ্তি ঘটিবে, তাহা সেই স্থলেই প্রদর্শিত হইবে। ইহাদের পরিচয় এইপ্রকার—

পূর্ব্বে কোন বিষয়ের বিচার করিয়া পরে সেই প্রসঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের বিচার আরব্ধ হইলে হয় **প্রসঙ্গসঙ্গতি।** পূর্ব্বস্থাপিত সিদ্ধান্তের উপর আক্ষেপ করিয়া পরবর্ত্তী বিচার আরব্ধ হইলে হয় **আক্ষেপসঙ্গতি।** পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী বিচার আরব্ধ হইলে হয় **দৃষ্টান্তসঙ্গতি।** পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তের

রীতি পরবর্ত্তী বিচারে গৃহীত হইতে না পারিলে হয় **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি,** ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য সঙ্গতির অর্থ উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে।

২। বিষয়—তত্তৎ অধিকরণে যে শ্রুতিবাক্যের, অথবা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য যে বস্তুর বিচার করা হয়, তাহাই সেই অধিকরণের বিষয়। প্রস্তাবিত জিজ্ঞাসাধিকরণে "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটীই বিষয়। ইহা ন্যায়মালাকারের ও প্রকটার্থ-বিবরণকারের মত। এই "বিষয়" ন্যায়মালার অন্বয় ও অনুবাদে "সংশয়"—এই কোটির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণেই উক্ত স্থলে উহা প্রদর্শিত হইবে।

ন্যায়নির্ণয়কার ও রত্নপ্রভাকার এই "বেদান্ত-মীমাংসা-শাস্ত্রটীকেই" এই অধিকরণের "বিষয়" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার সদাশিবেন্দ্র "বেদান্তবাক্যের বিচারকেই" এই অধিকরণের "বিষয়" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের মধ্যে মতভেদ নাই; কারণ এই বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রে বেদান্তবাক্যসকলেরই বিচার করা হইয়াছে বলিয়া এই শাস্ত্র বেদান্তবিচারাত্মক। আর ন্যায়মালাকার ও প্রকটার্থকারের সহিতও ইঁহাদের মতভেদ নাই; কারণ, বেদান্তবাক্যের বিচারই সকলের অভিপ্রেত। তবে কেহ বিচারাংশে প্রাধান্য দান করিয়া তাহাকেই বিষয় বলিয়াছেন; অপরে তাদৃশ বিচারের অবলম্বনভূত শ্রুতিবাক্যটীকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন। বস্তুগতিতে তাহাতে কোন বিরোধ নাই। [বেদান্ত ও উপনিষৎ পর্য্যায়শব্দ।]

৩। সংশয়—'এক ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের যে জ্ঞান', তাহাকে বলে 'সংশয়'। প্রস্তাবিত অধিকরণে 'ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য, অথবা অযোগ্য', এইপ্রকারে একই ধর্ম্মীতে যে যোগ্যতা ও অযোগ্যতারূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান, তাহাই সংশয়।

৪। পূর্ব্বপক্ষ—ইহাতে বিচার্য্য বিষয়ের অসম্ভাবনা প্রতিপাদন করা হয়। যথা—প্রস্তাবিত স্থলে "ব্রহ্ম বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ব্রহ্মজ্ঞানে কোন ফল নাই", এইপ্রকার নানাযুক্তি প্রয়োগদ্বারা দোষ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মকে বিচারের অযোগ্য বলা হইয়াছে।

৫। সিদ্ধান্ত—ইহাতে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক আরোপিত দোষের নিরাকরণ করিয়া যথাভূত অর্থ স্থাপন করা হয়। যথা প্রস্তাবিত স্থলে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত দোষসকলের নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মের বিচার্য্যতা স্থাপিত হইয়াছে।

৬। ফলভেদ—ইহার দ্বারা তত্তৎ অধিকরণে যাহা বিচারিত হয়, তাহার দ্বারা যে দূরবর্ত্তী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রস্তাবিত জিজ্ঞাসাধিকরণের ফলভেদ ন্যায়মালার বঙ্গানুবাদের নিম্নেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণেই উক্ত স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ইহাই হইল অধিকরণ ও তাহার অঙ্গসকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যস্মিন্ কারুণিকং শরণং গতোঽপ্যরিসহোদর আপ মহৎপদম্।
তমহমাশু হরিং পরমাশ্রয়ে জনকজাঙ্কমনন্তসুখাকৃতিম্ ॥ ১॥
শ্রীগৌর্য্যা সকলার্থদং নিজপদাম্ভোজেন মুক্তিপ্রদং
প্রৌঢ়ং বিঘ্নবনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুণ্ঢিতুণ্ডাসিনা।
বন্দে চর্ম্মকপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্যসৌখ্যাৎ পরং
নাস্তীতি প্রদিশন্তমন্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্ ॥ ২॥
যৎকৃপালবমাত্রেণ মূকো ভবতি পণ্ডিতঃ।
বেদশাস্ত্রশরীরাং তাং বাণীং বীণাকরাং ভজে ॥ ৩॥
কামাক্ষীদত্তদুগ্ধপ্রচুরসুরনুতপ্রাজ্যভোজ্যাধিপূজ্য-
শ্রীগৌরীনায়কাভিৎপ্রকটনশিবরামার্য্যলব্ধাত্মবোধৈঃ।
শ্রীমদ্গোপালগীর্ভিঃ প্রকটিতপরমাদ্বৈতভাসাম্বিতাস্য-
শ্রীমদ্গোবিন্দবাণীচরণকমলগো নির্বৃতোঽহং যথাঽলিঃ ॥৪॥
শ্রীশঙ্করং ভাষ্যকৃতং প্রণম্য ব্যাসং হরিং সূত্রকৃতং চ বচ্মি।
শ্রীভাষ্যতীর্থে পরহংসতুষ্ট্যৈ বাগ্‌জালবন্ধচ্ছিদমভ্যুপায়ম্ ॥৫॥
বিস্তৃতগ্রন্থবীক্ষায়ামলসং যস্য মানসম্।
ব্যাখ্যা তদর্থমারব্ধা ভাষ্যরত্নপ্রভাঽভিধা ॥৬॥
শ্রীমচ্ছারীরকং ভাষ্যং প্রাপ্য বাক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ
ইতি শ্রমো মে সফলো গঙ্গাং রথ্যোদকং যথা ॥৭॥
যদজ্ঞানসমুদ্ভূতমিন্দ্রজালমিদং জগৎ।
সত্যজ্ঞানসুখানন্তং তদহং ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ॥৮॥

ইহ খলু "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৫।৭) ইতি নিত্যাধ্যয়নবিধিনা অধীতসাঙ্গস্বাধ্যায়ে "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" (তৈঃ আঃ ১১।৩।১), "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রবণবিধিরুপলভ্যতে। তস্যার্থঃ—অমৃতত্বকামেন অদ্বৈতাত্মবিচার এব বেদান্তবাক্যৈঃ কর্ত্তব্য ইতি। তেন কাম্যেন নিয়মবিধিনাঽর্থাদেব ভিন্নাত্মশাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ, বৈদিকানাং পুরাণাদিপ্রাধান্যং বা নিরস্যতে ইতি বস্তুগতিঃ। তত্র কশ্চিদিহ জন্মনি জন্মান্তরে বাঽনুষ্ঠিতযজ্ঞাদিভির্নিতান্তবিমলস্বান্তোঽস্য শ্রবণবিধেঃ কো বিষয়ঃ, কিং ফলং, কঃ অধিকারী, কঃ সম্বন্ধঃ' ইতি জিজ্ঞাসতে। তং জিজ্ঞাসুমুপলভমানো ভগবান্ বাদরায়ণস্তদনুবন্ধচতুষ্টয়ং শ্রবণাত্মকশাস্ত্রারম্ভপ্রয়োজকং ন্যায়েন নির্ণেতুমিদং সূত্রং রচয়াঞ্চকার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) ইতি। নম্বনুবন্ধজাতং বিধিসন্নিহিতার্থবাদবাক্যৈরেব জ্ঞাতুং শক্যম্। তথা হি—"তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ ৮।১।৬) ইতি শ্রুত্যা 'যৎ কৃতকং

ভাষ্যরত্নপ্রভা

হ্যনিত্যম্' ইতি ন্যায়বত্যা, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ", "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" (ছাঃ ৭।২৪।১), "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যাদিশ্রুত্যা চ ভূমাত্মা নিত্যঃ, ততোঽন্যদনিত্যমজ্ঞান-স্বরূপমিতি বিবেকো লভ্যতে। কর্ম্মণা কৃষ্যাদিনা, চিতঃ সম্পাদিতঃ, সস্যাদির্লোকঃ ভোগ্যঃ ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপঃ। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মুণ্ডঃ ১।২।১২), "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদিশ্রুত্যা অনাত্মমাত্রে দেহেন্দ্রিয়াদিসকলপদার্থজাতে বৈরাগ্যং লভ্যতে। পরীক্ষ্য—অনিত্যত্বেন নিশ্চিত্য। অকৃতঃ—মোক্ষঃ, কৃতেন—কর্ম্মণা, নাস্তীতি কর্ম্মতৎ-ফলেভ্যো বৈরাগ্যং প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থ। "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।৪।২৩) ইতি শ্রুত্যা শমাদিষট্কং লভ্যতে। "সমাহিতো ভূত্বা" ইতি কাণ্বপাঠঃ। উপরতিঃ—সন্ন্যাসঃ। "ন স পুনরাবর্ত্ততে" (কালাগ্নিরুদ্রঃ উঃ ২)ইতি স্বয়ংজ্যোতিরানন্দাত্মকমোক্ষস্য নিত্যত্বশ্রুত্যা মুমুক্ষা লভ্যতে। তথা চ বিবেকাদিবিশেষণবান্ **অধিকারী** ইতি জ্ঞাতুং শক্যম্। যথা—"য এতা রাত্রীরুপযন্তি", ইতি রাত্রিসত্রবিধৌ 'প্রতিতিষ্ঠন্তি' ইত্যর্থবাদস্থপ্রতিষ্ঠাকামঃ, তদ্বৎ। তথা "শ্রোতব্যঃ" ইত্যত্র প্রত্যয়ার্থস্য নিয়োগস্য প্রকৃত্যর্থো বিচারো **বিষয়ঃ।** বিচারস্য বেদান্তা বিষয় ইতি শক্যং জ্ঞাতুম্; 'আত্মা দ্রষ্টব্যঃ', ইত্যদ্বৈতাত্মদর্শনমুদ্দিশ্য 'শ্রোতব্যঃ' ইতি বিচারবিধানাৎ। ন হি বিচারঃ সাক্ষাদ্দর্শনহেতুঃ, অপ্রমাণত্বাৎ, অপি তু প্রমাণবিষয়ত্বেন। প্রমাণং চ অদ্বৈতাত্মনি বেদান্তা এব; "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং", "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুণ্ডঃ ৩।২।৬) ইতি শ্রুতেঃ। বেদান্তানাং চ প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যং **বিষয়ঃ**; "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), ইতি শ্রুতেঃ। এবং বিচারবিধেঃ **ফলম্** অপি জ্ঞানদ্বারা মুক্তিঃ; "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথা **সম্বন্ধঃ** অপি অধিকারিণা বিচারস্য কর্ত্তব্যতারূপঃ, ফলস্য প্রাপ্যতারূপঃ ইতি যথাযোগ্যং সুবোধঃ। তস্মাদিদং সূত্রং ব্যর্থমিতি চেৎ? ন, তাসামধিকার্য্যাদিশ্রুতীনাং স্বার্থে তাৎপর্য্যনি-র্ণায়কন্যায়সূত্রাভাবে কিং বিবেকাদিবিশেষণবানধিকারী, উত অন্যঃ? কিং বেদান্তাঃ পূর্ব্বতন্ত্রেণ গতার্থা অগতার্থা বা? কিং ব্রহ্ম প্রত্যগভিন্নং, ন বা? কিং মুক্তিঃ স্বর্গাদিবল্লোকান্তরম্, আত্ম-স্বরূপা বা? ইতি সংশয়ানিবৃত্তেঃ। তস্মাদাগমবাক্যৈরাপাততঃ প্রতিপন্নাধিকার্য্যাদিনির্ণয়ার্থমিদং সূত্রমাবশ্যকম্। তদুক্তং **প্রকাশাত্ম**শ্রীচরণৈঃ—"অধিকার্য্যাদীনামাগমিকত্বেঽপি ন্যায়েন নির্ণয়ার্থ-মিদং সূত্রম্" ইতি। যেষাং মতে শ্রবণে বিধির্নাস্তি, তেষামবিহিতশ্রবণেঽধিকার্য্যাদিনির্ণয়ানপেক্ষ-ণাৎ সূত্রং ব্যর্থম্ ইতি আপততি ইতি অলং প্রসঙ্গেন। তথাচ অস্য সূত্রস্য শ্রবণবিধ্যপেক্ষিতা-ধিকার্য্যাদিশ্রুতিভিঃ স্বার্থনির্ণয়ায়োত্থাপিতত্বাৎ **হেতুহেতুমদ্ভাবঃ শ্রুতি**সঙ্গতি। শাস্ত্রা-রম্ভহেতুসম্বন্ধনির্ণায়কত্বেনোপোদ্ঘাতত্বাচ্ছাস্ত্রাদৌ সঙ্গতিঃ। অধিকার্য্যাদিশ্রুতীনাং স্বার্থে সমন্ব-য়োক্তেঃ **সমন্বয়াধ্যায়**সঙ্গতিঃ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ

ভাবদীপিকা

অধ্যাসভাষ্যের পরিচয় ও উপযোগিতা—কলির প্রারম্ভে (অনুমান ৩১০১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ভগবান্ বাদরায়ণ শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডরূপ বেদান্তের, অর্থাৎ উপনিষৎসকলের অন্তর্নিহিত বিষয়টীকে পরিস্ফুট করিবার জন্য ৫৫৫ সূত্রাত্মক এই বেদান্তদর্শন, বা উত্তরমীমাংসা-দর্শন রচনা করেন। ইহার বহুপ্রকার ভাষ্য ও বৃত্তি প্রভৃতি ছিল, ইহা বিদ্বান্‌গণ বলেন। খৃষ্টীয় ৬৮৬ অব্দে ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তৎকর্তৃক বেদান্তদর্শনের এই **শারীরকভাষ্য** রচিত হইবার পর, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সকলপ্রকার ব্যাখ্যাই, হয় ইহার মধ্যে গতার্থ হওয়ায়, অথবা ইহার দ্বারা পরাভূত হওয়ায় সম্প্রদায়ের বিলোপবশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্যপাদ ভগবান্ শঙ্করের প্রধান শিষ্য আচার্য্য পদ্মপাদ **বিজয়ডিণ্ডিম** নামে এই ভাষ্যের একটী টীকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহাও প্রায় বিলুপ্ত, মাত্র চতুর্থ সূত্র পর্য্যন্ত অংশের **পঞ্চপাদিকা** নামক টীকা অবশিষ্ট আছে। এই গ্রন্থের নাম 'পঞ্চপাদিকা' কেন হইল, সেই বিষয়ে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। **কেহ** বলেন—দৈবদুর্বিপাকের পর শ্রুতিধর আচার্য্যপাদ শঙ্কর পদ্মপাদাচার্য্যের নিকট পূর্ব্বশ্রুত দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদ পর্য্যন্ত ৫টী পাদের টীকা তাঁহাকে পুনরায় লিখাইয়া দেন। সেইহেতু এই টীকার নাম 'পঞ্চপাদিকা'। ২।১ পাদ পর্য্যন্ত টীকা কিন্তু অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। **অপরে** বলেন—চিকিৎসাশাস্ত্রের যেমন রোগী ঔষধ বৈদ্য পরিচারক ও পরিচর্য্যা, এই পাঁচটী পাদ (—অংশ) মুখ্য; তদ্রূপ বেদান্তশাস্ত্রেরও ১। অধ্যাস, ২। ব্রহ্মবিচার, ৩। ব্রহ্মের লক্ষণ, ৪। ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণ এবং ৫। বেদান্তবাক্য-সকলের ব্রহ্মে সমন্বয়, এই পাঁচটী পাদ মুখ্য। চতুঃসূত্রীতে এই পাঁচটী পাদ বিশেষভাবে প্রতি-পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার এই টীকার নাম 'পঞ্চপাদিকা'। পূজ্যপাদ প্রকাশাত্মযতি এই পঞ্চপাদিকার উপর **বিবরণ** নামক টীকা প্রণয়ন করেন। এই পঞ্চপাদিকা ও তাহার বিবরণে বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রীভাষ্যকে মোট নয়টী বর্ণকে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের ভাষ্যে চারিটী বর্ণক, দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে একটী (পঞ্চম) বর্ণক, তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে দুইটী (ষষ্ঠ ও সপ্তম) বর্ণক, এবং চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে দুইটী (অষ্টম ও নবম) বর্ণক

ভাষ্যরত্নপ্রভা

৬।৮।৭) ইত্যাদিশ্রুতীনাং সর্ব্বাত্মত্বাদিস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং বিষয়াদৌ সমন্বয়োক্তেঃ **পাদসঙ্গতিঃ**। এবং সর্ব্বসূত্রাণাং শ্রুত্যর্থনির্ণায়কত্বাৎ **শ্রুতিসঙ্গতিঃ**। তত্তদধ্যায়ে তত্তৎপাদে চ সমান-প্রমেয়ত্বেন সঙ্গতিরূহনীয়া। প্রমেয়ং চ কৃৎস্নশাস্ত্রস্য **ব্রহ্ম**। অধ্যায়ানাং তু—**সমন্বয়া-বিরোধসাধনফলানি**। তত্র প্রথমপাদস্য **স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং** শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ প্রমেয়ঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ **অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাম্**। চতুর্থপাদস্য **পদমাত্রসমন্বয়ঃ** ইতি ভেদঃ। অস্য অধিকরণস্য প্রাথম্যান্নাধিকরণসঙ্গতিরপেক্ষিতা।

অথাধিকরণমারচ্যতে—"শ্রোতব্যঃ" ইতি বিহিতশ্রবণাত্মকং বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রং **বিষয়ঃ**। তৎ কিমারব্ধব্যং ন বেতি বিষয়প্রয়োজনসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং সংশয়ঃ। তত্র নাহং ব্রহ্মেতি ভে-

ভাবদীপিকা

প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ণক কি এবং কোন্ স্থলে কোন্ বর্ণক হইবে, তাহা আমরা তত্তৎ স্থলে প্রদর্শন করিব। রত্নপ্রভাকার ও ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতি বিবরণমতাবলম্বী টীকাকারগণ বর্ণকভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভামতীকার প্রভৃতি ইহা স্বীকার করেন নাই। যাহাহউক্, এই অধ্যাসভাষ্যটী বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রভাষ্যের প্রথম বর্ণক। ইহা অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্তের বীজস্বরূপ। সকলপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই **মোক্ষ**-রূপ পরম পুরুষার্থ। সেই মোক্ষ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানলভ্য, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত এবং এই শারীরক-ভাষ্যেরও প্রতিপাদ্য। কিন্তু জগৎ যদি পরমার্থতঃ সত্য হয়, তাহা হইলে তদন্তঃপাতী দুঃখও পরমার্থতঃ সত্য হইবে। কিন্তু যাহা পরমার্থতঃ সত্য, তাহা জ্ঞাননাশ্য নহে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যুক্তি। সুতরাং পরমার্থসত্য জগতের পরমার্থসত্য দুঃখ ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য হইতে পারে না বলিয়া সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। সেইহেতু জগৎপ্রপঞ্চ ও তদ্গত দুঃখ প্রভৃতি পরমার্থতঃ সত্য নহে, অনাদি অবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মে অধ্যস্ত (—কল্পিত) মিথ্যা মায়া মাত্র, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ ভাষ্যকার বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই এই অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছেন—**যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ**, ইত্যাদি (১৪ পৃঃ)।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

গ্রাহিপ্রত্যক্ষেণ, কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বলিঙ্গকানুমানেন চ বিরোধেন ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যস্য বিষয়স্যাসম্ভবাৎ, সত্যবন্ধস্য জ্ঞানান্নিবৃত্তিরূপফলাসম্ভবান্নারম্ভণীয়ম্ ইতি প্রাপ্তে, সিদ্ধান্তঃ—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) ইতি।

অত্র শ্রবণবিধিসমানার্থত্বায় 'কর্ত্তব্যা' ইতি পদমধ্যাহর্ত্তব্যম্। অধ্যাহৃতঃ চ ভাষ্যকৃতা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা" ইতি। তত্র প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োর্জ্ঞানেচ্ছয়োঃ কর্ত্তব্যত্বানন্বয়াৎ প্রকৃত্যা ফলীভূতং জ্ঞানমজহল্লক্ষণয়োচ্যতে। প্রত্যয়েনেচ্ছাসাধ্যো বিচারো জহল্লক্ষণয়া। তথা চ 'ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ' ইতি সূত্রস্য শ্রৌতোঽর্থঃ সম্পদ্যতে। তত্র জ্ঞানস্য স্বতঃ ফলত্বাযোগাৎ প্রমাতৃত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাত্মকানর্থনিবর্ত্তকত্বেনৈব ফলত্বং বক্তব্যম্। তত্র অনর্থস্য সত্যত্বে জ্ঞানমাত্রান্নিবৃত্ত্যযোগাদধ্যস্তত্বং বক্তব্যমিতি বন্ধস্যাধ্যস্তত্বমর্থাৎ সূচিতম্। তচ্চ শাস্ত্রস্য বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বসিদ্ধিহেতুঃ। তথাহি—শাস্ত্রমারব্ধব্যং, বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ, ভোজনাদিবৎ। শাস্ত্রং প্রয়োজনবৎ, বন্ধনিবর্ত্তকজ্ঞানহেতুত্বাৎ, রজ্জুরিয়ম্ ইত্যাদিবাক্যবৎ। 'বন্ধো জ্ঞাননিবর্ত্ত্যঃ, অধ্যস্তত্বাৎ, রজ্জুসর্পবৎ' ইতি প্রয়োজনসিদ্ধিঃ। এবমর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাজ্জীবগতানর্থভ্রমনিবৃত্তিং ফলং সূত্রয়ন্ জীবব্রহ্মণোরৈক্যং **বিষয়ম্** অপি অর্থাৎ সূচয়তি, অন্যজ্ঞানাদন্যত্র ভ্রমানিবৃত্তেঃ। "জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ, তজ্জ্ঞাননিবর্ত্ত্যাধ্যাসাশ্রয়ত্বাৎ, যদিত্থং তত্তথা, যথা শুক্ত্যভিন্ন ইদমংশঃ" ইতি বিষয়সিদ্ধিহেতুরধ্যাসঃ। ইত্যেবং বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাচ্ছাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি। অত্র **পূর্ব্বপক্ষে**

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণোঃ তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণাম্ অপি সুতরাম্ ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ।১ ইত্যতঃ অস্মৎপ্রত্যয়-

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাসের অসম্ভাবনা প্রদর্শন।]

'তোমরা' এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য এবং 'আমরা' এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য যে বিষয় (—অনাত্ম জড় বস্তু) এবং বিষয়ী (—প্রত্যগাত্মরূপ চিদ্‌বস্তু), যাহারা অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন, তাহাদের ইতরেতরভাবের অনুপপত্তি সিদ্ধ হইলে (—তাহাদের অত্যন্ত অভেদ, অর্থাৎ তাদাত্ম্যের যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ না হইলে), তাহাদের [জড়তা ও চৈতন্য প্রভৃতি] ধর্ম্মসকলেরও ইতরেতরভাব (—এক ধর্ম্মীতে অপর ধর্ম্মীর ধর্ম্মসকলের সংসর্গ) সুতরাং (—আরও অধিকতররূপে) যুক্তিসঙ্গত হয় না (২)।১ সেইহেতু(—ধর্ম্মিদ্বয়ের

ভাবদীপিকা

(২) ভাষ্যের সরলার্থ—'তুমি' এই যে জ্ঞান, তাহার যাহা অর্থ, তাহা "বিষয়" এবং 'আমি' এই যে জ্ঞান, তাহার যাহা অর্থ, তাহা "বিষয়ী"। এই বিষয় ও বিষয়ী যথাক্রমে অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব। ইহাদের যে স্বরূপ, তাহাদের পরস্পরের বিনিময় হয় না বলিয়া তাহাদের যে ধর্ম্ম, তাহাদেরও পরস্পরের বিনিময় একেবারেই হইতে পারে না। অর্থাৎ "ক" যেমন "খ" হয় না, এবং "খ" যেমন "ক" হয় না; তদ্রূপ "ক" এর ধর্ম্ম কদাপি "খ" এর ধর্ম্ম হয় না; এবং "খ" এর ধর্ম্ম কদাপি "ক" এর ধর্ম্ম হয় না।১

এইরূপে চিদাত্মা যে বিষয়ী, তাহার স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কদাপি বিষয় যে চিদ্ভিন্ন অনাত্ম জড় বস্তু, তাহার স্বরূপ এবং ধর্ম্ম হইতে পারে না। আর ইহার বিপরীতক্রমে, চিদ্ভিন্ন যে অনাত্ম জড় বস্তু,

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বন্ধস্য সত্যত্বেন জ্ঞানাদনিবৃত্তেরুপায়ান্তরসাধ্যা মুক্তিরিতি ফলম্। **সিদ্ধান্তে** জ্ঞানাদেব মুক্তিরিতি বিবেকঃ। ইতি সর্ব্বং মনসি নিধায় ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাখ্যাতুকামো ভগবান্ ভাষ্যকারঃ সূত্রেণ বিচারকর্ত্তব্যতারূপশ্রৌতার্থান্যথানুপপত্ত্যাঽর্থাৎ সূত্রিতং বিষয়প্রয়োজনবদুপোদ্ঘাতয়ন্ * তৎসিদ্ধিহেত্বধ্যাসাক্ষেপসমাধানভাষ্যাভ্যাং প্রথমং বর্ণয়তি—**যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।** এতেন সূত্রার্থাস্পর্শিত্বাদধ্যাসগ্রন্থো ন ভাষ্যমিতি নিরস্তম্, আর্থিকার্থস্পর্শিত্বাৎ।

* "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থাম্ উপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে"।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চ অধ্যাসঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণঃ তদ্ধর্ম্মাণাং চ বিষয়ে অধ্যাসঃ মিথ্যা ইতি ভবিতুং যুক্তম্ ৷২ [২৩ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

অভিন্নতাজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত সেই অস্মিতাজ্ঞানজন্য সংস্কারের অভাববশতঃ) অস্মৎ-শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় যে চিদাত্মরূপ বিষয়ী (—'আমি' এইরূপে ভাসমান যে বুদ্ধি প্রভৃতির চেতন সাক্ষী), তাহাতে যুস্মৎ-শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় যে বিষয়পদার্থ (—'ইহা' এইরূপে ভাসমান যে চিদ্ভিন্ন জড় বস্তু), তাহার এবং তাহার ধর্ম্মসকলের যে অধ্যাস (২৩ পৃঃ ৩ ভাবদীঃ দ্রঃ); [আর] তাহার বিপরীতক্রমে বিষয়ীর (—চিদাত্মার) ও তাহার ধর্ম্মসকলের (৪) বিষয়ে (—চিদ্ভিন্ন বুদ্ধি ও দেহাদি অনাত্ম জড় বস্তুতে) যে অধ্যাস, তাহা [যদিও] মিথ্যা (২৩ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ) হওয়াই উচিত; [যেহেতু অধ্যাসের সামগ্রী নাই]। ২

ভাবদীপিকা

তাহার স্বরূপ এবং ধর্ম্মও কদাপি চিদাত্মার স্বরূপ এবং ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইহাই সরলার্থ।

যাহাহউক্ এক্ষণে আমরা এতৎ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই সমাসযুক্ত পদটীর উক্তপ্রকার অর্থ কিপ্রকারে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে ইহার বিগ্রহবাক্যটী কি, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। রত্নপ্রভাকারের মতানুযায়ী সেই বিগ্রহবাক্যটী এই—"যূয়ম্ ইতি প্রত্যয়ঃ যুষ্মৎপ্রত্যয়ঃ, বয়ম্ ইতি প্রত্যয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়ঃ, তদ্গোচরয়োঃ" ইত্যাদি। এইপ্রকার বিগ্রহবাক্য হইলে উক্ত পদটীর অর্থ হইবে—"তোমরা এই যে জ্ঞান এবং আমরা এই যে জ্ঞান, তাহাদের গোচর (—বিষয়) যে বিষয় এবং বিষয়ী," ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যত্তু মঙ্গলাচরণাভাবাদব্যাখ্যেয়মিদং ভাষ্যমিতি, তন্ন। **"সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ"** ইত্যন্তভাষ্যরচনার্থং তদর্থস্য সর্ব্বোপপ্লবরহিতস্য বিজ্ঞানঘনপ্রত্যগর্থস্য তত্ত্বস্য স্মৃতত্বাৎ। অতো নির্দ্দোষত্বাদিদং ভাষ্যং ব্যাখ্যেয়ম্। (ইতি সম্বন্ধগ্রন্থঃ)।

লোকে শুক্তাবিদং রজতমিতি ভ্রমঃ, সত্যরজতে ইদং রজতমিত্যধিষ্ঠানসামান্যারোপ্যবিশেষয়োঃ ঐক্যপ্রমাহিতসংস্কারজন্যো দৃষ্ট ইতি। অত্রাপি আত্মনি অনাত্মাহঙ্কারাধ্যাসে পূর্ব্বপ্রমা বাচ্যা, সা চাত্মানাত্মনোর্বাস্তবৈক্যমপেক্ষতে, ন হি তদস্তি। তথাহি—"আত্মানাত্মানৌ

ভাবদীপিকা

রত্নপ্রভার টীকাকার পূর্ণানন্দ বলেন—"রত্নপ্রভাতে প্রদর্শিত এইপ্রকার বিগ্রহবাক্য লৌকিক নহে, পরন্তু অলৌকিক .. বৃদ্ধব্যবহারানুযায়ী উক্ত প্রকার বিগ্রহবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে", ইত্যাদি।

এখানে লৌকিক বিগ্রহবাক্যটী এইপ্রকার হইবে—"যূয়ঞ্চ বয়ঞ্চ যুষ্মদস্মদী (ইতরেতরদ্বন্দ্ব), তয়োঃ প্রত্যয়ৌ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়ৌ (ষষ্ঠীতৎপুঃ), তয়োঃ গোচরৌ যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়গোচরৌ (ষষ্ঠীতৎপুঃ), তয়োঃ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ", ইত্যাদি। একবচনান্ত পদের দ্বারাই বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা যায় না; কারণ বহুবচনান্ত পদের দ্বারাও বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন প্রাচীনগণের সম্মত। এই বিষয়ে ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের "নির্দ্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ", ইত্যাদি বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য। যাহাহউক, এই প্রকার বিগ্রহবাক্য হইলে, "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই পদটীর অর্থ হইবে—"তোমরা এবং আমরা এই যে দুইটী বস্তু, তাহাদের যে জ্ঞানদ্বয়, তাহাদের গোচর (—বিষয়) যে বিষয় এবং বিষয়ী", ইত্যাদি। এইরূপে রত্নপ্রভাকারপ্রদর্শিত অলৌকিক বিগ্রহবাক্যানুযায়ী অর্থ হইতে এই লৌকিক বিগ্রহবাক্যানুযায়ী অর্থের বস্তুতঃ কোন প্রভেদ হইল না। কিন্তু এই লৌকিক সমাসপক্ষে অস্বরসতা ইহাই হয় যে, প্রথমতঃ "যুষ্মৎ" ও "অস্মৎ" শব্দের দ্বারা আত্ম ও অনাত্মবস্তুকে গ্রহণ করিয়া, পরে তাহার প্রত্যয়কে (—জ্ঞানকে) গ্রহণ করিয়া, পরে পুনরায়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ঐক্যশূন্যৌ পরস্পরৈক্যাযোগ্যত্বাৎ, তমঃপ্রকাশবৎ", ইতি মত্বা হেতুভূতং বিরোধং বস্তুতঃ প্রতীতিতো ব্যবহারতশ্চ সাধয়তি—**যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।**

ন চ "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পাঃ সূ. ৭।২।৯৮) ইতি সূত্রেণ "প্রত্যয়ে চোত্তরপদে চ পরতো যুষ্মদস্মদোর্মপর্যান্তস্য ত্বমাদেশৌ স্তঃ" ইতি বিধানাৎ, "ত্বদীয়ং মদীয়ং, ত্বৎপুত্রো মৎপুত্রঃ" ইতিবৎ, "ত্বন্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" ইতি স্যাদিতি বাচ্যম। "ত্বমাবেকবচনে" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৭) ইত্যেকবচনাধিকারাৎ। অত্র চ যুষ্মদস্মৎপদয়োরেকার্থবাচিত্বাভাবাৎ অনাত্মনাং যুষ্মদর্থানাং বহুত্বাৎ অস্মদর্থচৈতন্যস্যাপি উপাধিতো বহুত্বাৎ।

নন্বেবং সতি কথমত্র ভাষ্যে বিগ্রহঃ? ন চ "যূয়মিতি প্রত্যয়ো যুষ্মৎপ্রত্যয়ঃ, বয়মিতি প্রত্যয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়ঃ, তদ্গোচরয়োঃ" ইতি বিগ্রহ ইতি বাচ্যম্। শব্দসাধুত্বেঽপি অর্থাসাধুত্বাৎ। নহি অহঙ্কারাস্তনাত্মনো যূয়মিতি প্রত্যয়বিষয়ত্বমস্তীতি চেৎ, ন, গোচরপদস্য যোগ্যতা-পরত্বাৎ। চিদাত্মা তাবদস্মৎপ্রত্যয়যোগ্যঃ, তৎপ্রযুক্তসংশয়াদিনিবৃত্তিফলভাক্ত্বাৎ; "ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ" ইতি ভাষ্যোক্তেশ্চ। যদ্যপ্যহঙ্কারাদিরপি তদ্যোগ্যস্তথাপি চিদাত্মনঃ সকাশাদত্যন্তভেদসিদ্ধ্যর্থং যুষ্মৎপ্রত্যয়যোগ্য ইত্যুচ্যতে।

ভাবদীপিকা

সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে সেই আত্ম ও অনাত্মবস্তুকেই গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে বিগ্রহ-বাক্যমধ্যে আত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তুরূপ বিষয়ের প্রবেশ দুইবার হইয়া পড়ে।

এখানে "তোমরা" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মভিন্ন অনাত্মবস্তুসকলকে বুঝিতে হইবে এবং "আমরা" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মবস্তুকে বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তে আত্মা এক ও অভিন্ন বস্তু হইলেও, উপাধিভেদে অনেকরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, "বয়ম্—আমরা", এইরূপে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। অহঙ্কাররূপ অনাত্মবস্তু "আমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়ই হয়, কিন্তু "তুমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হয় না বটে; তথাপি অনাত্মবস্তু হওয়ায় "তুমি", এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্যতা তাহার আছে। সেইহেতু অহঙ্কারে 'যুষ্মৎ' শব্দের প্রয়োগ হইলেও বিরোধ হয় না।

এখানে এইপ্রকার **সংশয়** হইতে পারে—"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ", এই পদটীই ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী সিদ্ধ হয় না, কারণ "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৮), ইত্যাদি সূত্রানুসারে সমাসস্থলে যেমন "যুষ্মৎ" ও 'অস্মৎ' শব্দের 'ম'কার পর্য্যন্ত অংশে (—'যুষ্ম' এবং 'অস্ম' এই অংশে) যথাক্রমে 'ত্ব' এবং 'ম' এর আদেশ হইয়া, "তব পুত্রঃ—ত্বৎপুত্রঃ"

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আশ্রমশ্রীচরণাস্তু * টীকাযোজনায়ামেবমাহুঃ—"সম্বোধ্যচেতনো যুষ্মৎপদবাচ্যঃ, অহঙ্কারাদিবিশিষ্টচেতনোঽস্মৎপদবাচ্যঃ। তথা চ যুষ্মদস্মদোঃ স্বার্থেঃ প্রযুজ্যমানয়োরেব ত্বমাদেশনিয়মো, ন লাক্ষণিকয়োঃ, "যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্বাংনাবৌ" (পাঃ সূঃ ৮।১।২০) ইতি সূত্রাসাঙ্গত্যপ্রসঙ্গাৎ। অত্র শব্দলক্ষকয়োরিব চিন্মাত্রজড়মাত্রলক্ষকয়োরপি ন ত্বমাদেশঃ, লক্ষকত্বাবিশেষাৎ" ইতি।

যদি তয়োঃ শব্দবোধকত্বে সত্যেব ত্বমাদেশাভাব ইত্যনেন সূত্রেণ জ্ঞাপিতং, তদাঽস্মিন্ ভাষ্যে যুষ্মৎপদেন যুষ্মচ্ছব্দজন্যপ্রত্যয়যোগ্যঃ পরাগর্থো লক্ষ্যতে, অস্মৎপদেন অস্মচ্ছব্দজন্যপ্রত্যয়যোগ্যঃ প্রত্যগাত্মা। তথা চ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতয়া শব্দোঽপি বোধ্যতে ইতি ন ত্বমাদেশঃ। ন চ পরাক্‌ত্বপ্রত্যক্‌ত্বয়োরেব লক্ষতাবচ্ছেদকত্বং, ন শব্দযোগ্যত্বাংশস্য, গৌরবাদিতি বাচ্যম্। পরাক্‌প্রতীচোর্বিরোধস্ফুরণার্থং বিরুদ্ধশব্দযোগ্যত্বস্য অপি বক্তব্যত্বাৎ। অতএব ইদমস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি বক্তব্যেঽপীদংশব্দোঽস্মদর্থে লোকে বেদে চ বহুশঃ "ইমে বয়মাস্মহে", "ইমে বিদেহা", "অয়মহমস্মি" ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ নাস্মচ্ছব্দবিরোধীতি মত্বা যুষ্মচ্ছব্দঃ প্রযুক্তঃ, ইদংশব্দপ্রয়োগে বিরোধাস্ফূর্ত্তেঃ। এতেন চেতনবাচিত্বাদস্মচ্ছব্দঃ পূর্ব্বং প্রযোক্তব্যঃ, "অভ্যর্হিতং পূর্ব্বম্" ইতি ন্যায়াৎ; "ত্যদাদীনি সর্ব্বৈর্নিত্যম্" (পাঃ সূঃ ১।২।৭২)

---

* ইঁহার নাম—**নৃসিংহাশ্রম**। ইনি অদ্বৈতবাদের এক জন অসাধারণ আচার্য্য। 'অদ্বৈতদীপিকা', 'ভেদধিক্কার', পঞ্চপাদিকাটীকা, পঞ্চপাদিকাবিবরণের টীকা 'ভাবপ্রকাশিকা' প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি অদ্বৈতবিদ্যার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

ভাবদীপিকা

"মম পুত্রঃ—মৎপুত্রঃ" ইত্যাদি পদ হয় ; কিন্তু 'যুষ্মৎপুত্রঃ' 'অস্মৎপুত্রঃ', এইপ্রকার পদ হয় না। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ 'ত্বন্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' এইপ্রকার পদ হওয়া উচিত, কিন্তু 'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' এইপ্রকার পদ হইবে না, ইত্যাদি।

সমাধান—তদুত্তরে বলা যায়—"ত্বমাবেকবচনে" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৭) ইত্যাদি সূত্রানুযায়ী একবচনস্থলেই উক্ত প্রকারে 'ত্ব' ও 'ম' এর আদেশ হয়, বহুবচনস্থলে নহে। প্রস্তাবিত স্থলে 'যুষ্মৎ'-শব্দে অনাত্মবস্তুসকলকে এবং 'অস্মৎ'-শব্দে উপাধিযোগে বহুরূপে প্রতীয়মান আত্মবস্তুকে বুঝাইতেছে বলিয়া 'ত্ব' এবং 'ম'এর আদেশ হইয়া "ত্বন্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার পদ হইবে না। **অথবা** এইপ্রকারও বলা যায় যে—'যুষ্মৎ-শব্দ' এবং 'অস্মৎ-শব্দ' যদি স্বার্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের নিজের অর্থ যথাক্রমে 'তুমি' এবং 'আমি' বুঝায়, তবেই 'ত্ব' এবং 'ম'এর আদেশ হয়, অন্যথা নহে। এখানে উক্ত শব্দ দুইটি স্বার্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; কারণ ভাষ্যস্থ 'যুষ্মৎ' পদে লক্ষণা করিয়া "যুষ্মৎ-শব্দজন্য প্রত্যয়যোগ্য অনাত্মবস্তুকে" এবং অস্মৎ পদে লক্ষণা করিয়া "অস্মৎ-শব্দজন্য প্রত্যয়যোগ্য প্রত্যগাত্মাকে" বুঝাইতেছে। সুতরাং এখানে 'ত্ব' এবং 'ম'এর আদেশ হইয়া "ত্বৎ-মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার পদ হইবে না, পরন্তু "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার পদই হইবে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি সূত্রেণ বিহিত একশেষশ্চ স্যাদিতি নিরস্তম্। "যুষ্মদস্মদোঃ" (পাঃ সূঃ ৮।১।২০) ইতি সূত্রে ইব অত্রাপি পূর্বনিপাতৈকশেষয়োরপ্রাপ্তেঃ, একশেষে বিবক্ষিতবিরোধাস্ফূর্তেশ্চ।

বৃদ্ধাস্তু "যুষ্মদর্থাৎ অনাত্মনো নিষ্কৃষ্য শুদ্ধস্য চিদ্ধাতোরধ্যারোপাপবাদন্যায়েন গ্রহণং স্যোতয়িতুমাদৌ যুষ্মদ্গ্রহণম্" ইত্যাহুঃ।

অত্র যুষ্মদস্মৎপদাভ্যাং পরাক্প্রত্যক্ত্বেন আত্মানাত্মনোর্বস্তুতো বিরোধ উক্তঃ। প্রত্যয়পদেন প্রতীতিতো বিরোধ উক্তঃ। "প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ" অহঙ্কারাদিরনাত্মা দৃশ্যতয়া ভাতি। আত্মা তু "প্রতীতিত্বাৎ প্রত্যয়ঃ" স্বপ্রকাশতয়া ভাতি। গোচরপদেন ব্যবহারতো বিরোধ উক্তঃ। যুষ্মদর্থঃ প্রত্যগাত্মতিরস্কারেণ কর্তাহমিত্যাদিব্যবহারগোচরঃ। অস্মদর্থস্তু অনাত্মপ্রবিলাপেন "অহং ব্রহ্ম" ইতি ব্যবহারগোচর ইতি ত্রিধা বিরোধঃ স্ফুটীকৃতঃ। যুষ্মচ্চ অস্মচ্চ যুষ্মদস্মদী, তে এব প্রত্যয়ৌ চ তৌ গোচরৌ চেতি যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরৌ, তয়োস্থির বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবঃ অত্যন্তাভেদস্তাদাত্ম্যং বা তদনুপপত্তৌ সিদ্ধায়ামিত্যন্বয়ঃ। ঐক্যাসম্ভবেঽপি "শুক্লো ঘট" ইতিবৎ তাদাত্ম্যং কিং ন স্যাদিত্যত আহ—**বিষয়বিষয়িণোরিতি**। চিজ্জড়য়োঃ বিষয়বিষয়িত্বাৎ দীপঘটয়োরিব ন তাদাত্ম্যমিতি ভাবঃ। "যুষ্মদস্মদী পরাক্প্রত্যগ্বস্তুনী, তে এব প্রত্যয়শ্চ গোচরশ্চেতি" বা বিগ্রহঃ। অত্র প্রত্যয়গোচরপদাভ্যাং

ভাবদীপিকা

এইপ্রকারে "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণোঃ", ইহার অনুবাদ হইবে— "তোমরা এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য এবং আমরা এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য যে বিষয় (—অনাত্ম জড় বস্তু) এবং বিষয়ী (—প্রত্যগাত্মরূপ চিদ্বস্তু) ইত্যাদি", ইহা ভাষ্যানুবাদমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে (১৪ পৃঃ দ্রঃ)।

প্রকটার্থকার "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই স্থলে এইপ্রকার বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন—"যুষ্মচ্চ অস্মচ্চ যুষ্মদস্মদৌ শব্দৌ, প্রত্যয়ৌ চ ইদমহম্ ইতি, তয়োঃ গোচরৌ, তয়োঃ ইতি বিগ্রহঃ", ইত্যাদি। এই বিগ্রহবাক্যটীর পরিষ্কৃত আকার এইপ্রকার—"যুষ্মচ্চ অস্মচ্চ যুষ্মদস্মদৌ (শব্দৌ, ইতরেতরদ্বন্দ্ব); তৌ চ প্রত্যয়ৌ (ইদম্ অহম্ ইতি প্রত্যয়ৌ) ইতি—যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়ৌ (ইতরেতরদ্বন্দ্ব), তয়োঃ গোচরৌ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরৌ (ষষ্টীতৎপুঃ), তয়োঃ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ", ইত্যাদি। বিগ্রহবাক্যমধ্যস্থ 'শব্দৌ' এবং 'ইদমহম্' এই পদদ্বয় পরিচায়ক মাত্র। এইপ্রকার বিগ্রহবাক্যে অর্থ এইরূপ হইবে—"যুষ্মৎ এবং অস্মৎ এই শব্দ দুইটীর গোচর (—বাচ্য বিষয়) এবং প্রত্যয়দ্বয়ের (—'ইদম্' ও 'অহম্', ইত্যাকার জ্ঞানদ্বয়ের) গোচর যে বিষয় এবং বিষয়ী (—জ্ঞেয় বস্তু এবং জ্ঞাতা)", ইত্যাদি। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—এইপ্রকার বিগ্রহবাক্যে "বিষয় এবং বিষয়ীর' সহিত যুষ্মৎ ও অস্মৎ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আত্মানাত্মনোঃ প্রত্যক্পরাগ্ভাবে চিদচিত্ত্বং হেতুরুক্তঃ। তত্র হেতুমাহ—**বিষয়বিষয়িণোরিতি।** অনাত্মনো গ্রাহ্যত্বাদচিত্ত্বম্, আত্মনস্তু গ্রাহকত্বাচ্চিত্ত্বং বাচ্যম্। অচিত্ত্বে স্বস্য স্বেন গ্রহস্য কর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিরোধেন অসম্ভবাৎ অপ্রত্যক্ষত্বাপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। যথেষ্টং বা হেতুহেতুমদ্ভাবঃ।

নন্বু এবমাত্মানাত্মনোঃ পরাক্প্রত্যক্ত্বেন, চিদচিত্ত্বেন, গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন চ বিরোধাৎ তমঃপ্রকাশবদৈক্যস্য তাদাত্ম্যস্য বা অনুপপত্তৌ সত্যাং,তৎপ্রমিত্যভাবেন অধ্যাসাভাবেঽপি তদ্ধর্ম্মাণাং চৈতন্যসুখজাড্যদুঃখাদীনাং বিনিময়েন অধ্যাসোঽস্তু ইত্যত আহ—**তদ্ধর্ম্মাণামপীতি।** তয়োঃ আত্মানাত্মনোর্ধর্ম্মাস্তদ্ধর্ম্মাঃ তেষামপি ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ। ইতরত্র ধর্ম্ম্যন্তরে, ইতরেষাং ধর্ম্মাণাং ভাবঃ সংসর্গস্তস্য অনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। ন হি ধর্ম্মিণোঃ সংসর্গং বিনা ধর্ম্মাণাং বিনিময়ঃ অস্তি। স্ফটিকে লোহিতবস্ত্রসান্নিধ্যাৎ লৌহিত্যধর্ম্মসংসর্গঃ। অসঙ্গাত্মধর্ম্মিণঃ কেনাঽপ্যসংসর্গাদ্ধর্ম্মিসংসর্গপূর্ব্বকো ধর্ম্মসংসর্গঃ কুতস্ত্য ইত্যভিপ্রেত্যোক্তম্—**সুতরামিতি।**

নন্বু আত্মানাত্মনোস্তাদাত্ম্যস্য তদ্ধর্ম্মসংসর্গস্য চাভাবেঽপ্যধ্যাসঃ কিং ন স্যাদিত্যত আহ—**ইত্যত** ইতি। ইতি—উক্তরীত্যা তাদাত্ম্যাদ্যভাবেন তৎপ্রমায়া অভাবাৎ, অতঃ—প্রমাজন্যসংস্কারস্য অধ্যাসহেতোরভাবাৎ, 'অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্' ইত্যন্বয়ঃ।

ভাবদীপিকা

শব্দের এবং প্রত্যয়দ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ অন্বয় হইতেছে। এইপ্রকার বিগ্রহবাক্যে লাভ এই যে, 'যুষ্মৎ এবং 'অস্মৎ' এই দুইটী হয় শব্দবাচী, কিন্তু আত্ম ও অনাত্মরূপ বস্তুবাচী নয়; সেইহেতু 'ত্ব' ও 'ম' আদেশের সম্ভাবনা থাকে না এবং প্রথমে প্রদর্শিত লৌকিক বিগ্রহবাক্যের ন্যায় অন্বরসতাও (১৬ পৃঃ) থাকে না।

এক্ষণে আবার **আশঙ্কা** হয়—যদি আত্মা এবং অনাত্মা প্রতিপাদনই 'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' শব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে "ইদমস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার শব্দ প্রয়োগ করিলেই তো সঙ্গত হইত, কারণ ইদম্-শব্দের দ্বারা অনাত্মবস্তুরই বোধ হয়, ইত্যাদি

তদুত্তরে বলা যায়, আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ স্ফুরণের জন্যই এই প্রকারে 'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইদম্ শব্দটী, অস্মৎ-শব্দের যাহা অর্থ তাহার বিরোধিরূপে সকল স্থলে ব্যবহৃত হয় না; পরন্তু কোন কোন স্থলে অস্মৎ-শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্যও প্রযুক্ত হয়, যথা—"ইমে বয়মাস্মহে"—'এই আমরা বসিয়া আছি'; "অয়ম্ অহম্ অস্মি"—'এই আমি আছি', ইত্যাদি। সেইহেতু আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ স্ফুটীকরণের জন্য এই দুইটী বিরুদ্ধার্থক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু ইদম্ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মিথ্যাশব্দো দ্ব্যর্থঃ—অপহ্নববচনঃ অনির্ব্বচনীয়তাবচনশ্চেতি। অত্র চ অপহ্নবার্থঃ। নন্বয়ং কস্যাধ্যাসঃ অপহ্নূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য আত্মনি অনাত্মতদ্ধর্ম্মাণাম্, অনাত্মনি আত্মতদ্ধর্ম্মাণাম্ অধ্যাসো নিরস্যতে ইত্যহ—**অস্মৎপ্রত্যয়গোচর** ইত্যাদিনা। অহমিতিপ্রত্যয়যোগ্য বুদ্ধ্যাদেরপ্যস্তীতি মত্বা তত আত্মানং বিবেচয়তি—**বিষয়িণীতি**। বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিণীত্যর্থঃ সাক্ষিত্বে হেতুঃ—**চিদাত্মকে** ইতি। অহমিতি ভাসমানে চিদংশাত্মনীত্যর্থঃ **যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্যেতি**। ত্বংকারযোগ্যস্য ইদমর্থস্যেতি যাবৎ। নন্বহমিতি ভাসমানবুদ্ধ্যাদেঃ কথমিদমর্থত্বমিত্যত আহ—**বিষয়স্যেতি**। সাক্ষিভাস্যস্যেত্যর্থঃ। সাক্ষি ভাস্যত্বরূপলক্ষণযোগাৎ বুদ্ধ্যাদের্ঘটাদিবদিদমর্থত্বং ন প্রতিভাসতে ইতি ভাবঃ। অথ যদাত্মনো মুখ্যং সর্ব্বান্তরত্বরূপং প্রত্যক্ত্বং প্রতীতিত্বং ব্রহ্মাস্মীতি ব্যবহারগোচরত্বং চেত্ তদসিদ্ধম্; অহমিতি প্রতীয়মানত্বাৎ, অহঙ্কারবৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**অস্মৎপ্রত্যয়গোচর** ইতি। অস্মচ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চাসৌ গোচরশ্চ তস্মিন্নিত্যর্থঃ। অহংবৃত্তিবিষয়ত্বং স্ফুরণবিষয়ত্বং বা হেতুঃ। আদ্যে দৃষ্টান্তে হেত্বসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ে তু পক্ষে তদসিদ্ধিঃ ইতি অতো মুখ্যং প্রত্যক্ত্বাদি যুক্তমিতি ভাবঃ। নন্বং যৎ আত্মনঃ বিষয়িত্বং তদসিদ্ধম্, "অনুভবামি" ইতি শব্দবত্ত্বাৎ অহঙ্কারবদিত্যত আহ—**বিষয়িণীতি**। বাচ্যত্বং লক্ষ্যত্বং বা হেতুঃ? ন তাবৎ

ভাবদীপিকা

বস্তুতঃ 'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' এই পদটীর দ্বারা (ক) বস্তুতঃ বিরোধ, (খ) প্রতীতিতঃ বিরোধ এবং (গ) ব্যবহারতঃ বিরোধ দ্যোতিত হইতেছে। তাহা এইপ্রকার—

(ক) **বস্তুতঃ বিরোধ**—অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপগত বিরোধ। উক্ত পদমধ্যস্থ 'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা যথাক্রমে অনাত্ম এবং আত্মরূপ বস্তুদ্বয়ের প্রতিপাদন হইতেছে বলিয়া বস্তুতঃ বিরোধ সিদ্ধ হয়।

(খ) **প্রতীতিতঃ বিরোধ**—অর্থাৎ জ্ঞানগত বিরোধ। উক্ত পদমধ্যস্থ 'প্রত্যয়' এই শব্দটী হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ "প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ", অর্থাৎ 'যাহা প্রতীত হয়, তাহা প্রত্যয়'—এই অর্থে কর্ম্মবাচ্যে প্রতি+ই+অচ্ প্রত্যয় দ্বারা শব্দটী নিষ্পন্ন হইলে, তাহার অর্থ হয়—অনাত্মবস্তু; দৃশ্যরূপেই তাহার প্রতীতি হয়।

আর "প্রতীতিঃ এব প্রত্যয়ঃ", অর্থাৎ 'যাহা প্রতীতি (—জ্ঞান) তাহাই প্রত্যয়'—এই অর্থে ভাববাচ্যে প্রতি+ই+অচ্ প্রত্যয় দ্বারা শব্দটী নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থ হয়—জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তু, স্বয়ংপ্রকাশরূপে তাহার প্রতীতি হয়। এইরূপে প্রত্যয় শব্দটীর দ্বারা জ্ঞানগত বিরোধ সূচিত হয়।

(গ) **ব্যবহারতঃ বিরোধ**—অর্থাৎ ব্যবহারগত বিরোধ। উক্ত পদমধ্যস্থ 'গোচর' এই শব্দটীর দ্বারা তাহা সূচিত হয়, কারণ "আমি কর্ত্তা" এইরূপ ব্যবহারকালে "যুষ্মৎ"-শব্দের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পক্ষে তদসিদ্ধেঃ। ন অন্ত্যঃ, দৃষ্টান্তে তদৈকল্যাদিতি ভাবঃ। "দেহং জানামি" ইতি দেহাহঙ্কারয়োর্ব্বিষয়বিষয়িত্বেঽপি মনুষ্যোঽহমিত্যভেদাধ্যাসবৎ আত্মাহঙ্কারয়োরপ্যভেদাধ্যাসঃ স্যাদিত্যত আহ—**চিদাত্মকে** ইতি। তয়োর্জাড্যাত্মত্বাভ্যাং সাদৃশ্যাদধ্যাসেঽপি চিদাত্মনি অনবচ্ছিন্নে জড়াত্মাহঙ্কারাদেঃ ন অধ্যাস ইতি ভাবঃ। "অহম্" ইতি ভাস্যত্বাৎ আত্মবদ্ অহঙ্কারস্যাপি প্রত্যক্ত্বাদিকং মুখ্যমেব, ততঃ পূর্ব্বোক্তপরাক্ত্বাদ্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—**যুষ্মদিতি।** অহংবৃত্তিভাস্যত্বমহঙ্কারে নাস্তি, কর্তৃকর্ম্মত্ববিরোধাৎ, চিদ্‌ভাস্যত্বং চিদাত্মনি নাস্তি ইতি হেত্বসিদ্ধিঃ। অতো বুদ্ধ্যাদেঃ প্রতিভাসতঃ প্রত্যক্ত্বেঽপি পরাক্ত্বাদিকং মুখ্যম্ এব ইতি ভাবঃ।

যুষ্মৎ পরাক্, তচ্চাসৌ প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়শ্চাসৌ কর্তৃত্বাদিব্যবহারগোচরশ্চ তস্যেতি বিগ্রহঃ। তস্য হেয়ত্বার্থমাহ—**বিষয়স্যেতি।** ষিঞ্ বন্ধনে, বিসিনোতি বধ্নাতি ইতি বিষয়ঃ, তস্য ইত্যর্থঃ।

আত্মনি অনাত্মতদ্ধর্ম্মাধ্যাসো মিথ্যা ভবতু, অনাত্মনি আত্মতদ্ধর্ম্মাধ্যাসঃ কিং ন স্যাৎ? "অহং স্ফুরামি, সুখী" ইত্যাদ্যনুভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—**তদ্বিপর্য্যয়েণেতি।** তস্মাৎ

ভাবদীপিকা

অর্থ যে অনাত্মা, জ্ঞানের বিষয়রূপে তাহারই প্রাধান্য থাকে; যেহেতু 'কর্তৃত্ব' অনাত্মবস্তু অহঙ্কারের ধর্ম্ম। আর "আমি ব্রহ্ম" এইপ্রকার ব্যবহারকালে অস্মৎ-শব্দের অর্থ যে প্রত্যগাত্মা (—দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মা), জ্ঞানের বিষয়রূপে তাহারই প্রাধান্য থাকে; কারণ ব্রহ্মশব্দের দ্বারা অকর্তা চিদ্বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাৎপর্য্য এই—"আমি কর্তা" এবং "আমি ব্রহ্ম" উভয় স্থলেই চিদচিৎ গ্রন্থিবোধক 'আমি' এই শব্দের ব্যবহার হইলেও, একত্র চিদংশের প্রাধান্য থাকে, অন্যত্র অচিৎ অংশের অর্থাৎ জড়াংশের প্রাধান্য থাকে। ইহাই হইল ব্যবহারতঃ বিরোধ। এইপ্রকার বিরোধ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য—আত্মা এবং অনাত্মা, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অধ্যাসের অসম্ভাবনা প্রদর্শন।

আর কেহ কেহ যে বলেন—(ক) ভাষ্যারম্ভে **মঙ্গলাচরণ** না করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" হইতে "ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ" পর্য্যন্ত ভাষ্যগ্রন্থে সর্ব্ব অনর্থরহিত শুদ্ধ বিজ্ঞানঘন প্রত্যগাত্মা স্মৃত হইয়াছেন বলিয়া বস্তুতঃ স্মরণাত্মক মঙ্গলাচরণ সিদ্ধই হইয়াছে। (খ) আবার অপরে যে বলেন—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত অধ্যাসভাষ্যের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই বলিয়া 'এই **অধ্যাস**ভাষ্য **ব্রহ্মসূত্র**ভাষ্যের **অন্তর্গত** নহে', ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ না হইলে, ব্রহ্মবিচারোত্থ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষই সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্ব্বে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। সুতরাং সূত্রের আক্ষরিক অর্থ হইতে অধ্যাসকে প্রাপ্ত হওয়া

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অনাত্মনো বিপর্য্যয়ো বিরুদ্ধস্বভাবশ্চৈতন্যম্, ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। চৈতন্যাত্মনা বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাং চ যোঽহঙ্কারাদৌ বিষয়েঽধ্যাসঃ, স মিথ্যেতি—নাস্তীতি ভবিতুং যুক্তম্, অধ্যাসসামগ্র্যভাবাৎ নহি অত্র পূর্ব্বপ্রমাহিতসংস্কারঃ সাদৃশ্যম্ অজ্ঞানং বা অস্তি। নিরবয়বনির্গুণস্বপ্রকাশাত্মনি গুণাবয়বসাদৃশ্যস্য চ অজ্ঞানস্য চ অযোগাৎ।

নন্বাত্মনঃ নির্গুণত্বে 'তদ্ধর্ম্মাণাম্' ইতি ভাষ্যং কথমিতি চেৎ? উচ্যতে—বুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তং চৈতন্যং জ্ঞানং, বিষয়াভেদেন অভিব্যক্তং স্ফুরণম্, শুভকর্ম্মজন্যবৃত্তিব্যক্তম্ আনন্দ ইত্যেবং বস্তু্যপাধিকৃতভেদাৎ জ্ঞানাদীনামাত্মধর্ম্মত্বব্যপদেশঃ। তদুক্তং টীকায়াম্—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিব অবভাসন্তে", ইতি। অতো নির্গুণব্রহ্মাত্মত্বমতে "অহং করোমি" ইতি প্রতীতেরর্থস্য চ অধ্যাসত্বাযোগাৎ প্রমাত্বং সত্যত্বং চ। "অহং নরঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য গৌণত্বমিতি মতমাস্থেয়ম্। তথা চ বন্ধস্য সত্যতয়া জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিরূপফলাসম্ভবাৎ, বন্ধমুক্তয়োঃ জীবব্রহ্মণোঃ ঐক্যাযোগেন বিষয়াসম্ভবাৎ শাস্ত্রং ন আরম্ভণীয়মিতি পূর্ব্বপক্ষভাষ্যতাৎপর্য্যম্। যুক্তগ্রহণাৎ পূর্ব্বপক্ষস্য দুর্ব্বলত্বং সূচয়তি। (ইতি অধ্যাসপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[১৫ পৃঃ] তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চ অধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেন অত্যন্তবিবিক্তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, "অহম্ ইদম্" "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ ।৩ [২৯ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অনাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে অধ্যাসসিদ্ধি ।]

[এক্ষণে অধ্যাসের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু] তাহা হইলেও, পরস্পরের উপর পরস্পরের স্বরূপকে এবং পরস্পরের ধর্ম্মকে অধ্যাস করিয়া পরস্পরের অবিবেকবশতঃ (—আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ) অত্যন্ত বিবিক্ত যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী (—পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন যে জড়ত্ব ও চেতনত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় এবং যথাক্রমে তাহাদের আশ্রয় যে অনাত্ম এবং আত্মরূপ ধর্ম্মিদ্বয়), মিথ্যা

ভাবদীপিকা

না যাইলেও, তাহার আর্থিক অর্থ (—তাৎপর্য্যগত অর্থ) হইতে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া এই অধ্যাসভাষ্য উক্ত সূত্রভাষ্যেরই, সুতরাং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেরই অন্তর্গত।

(৩) **অধ্যাস**—"অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ" অর্থাৎ 'যে বস্তু যাহা নহে, তাহা যে সেইরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই অধ্যাস, বা ভ্রম' (৩৯ বাক্য দ্রঃ)। যেমন রজ্জু সর্প নহে, কিন্তু তথাপি যে তাহা সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই অধ্যাস। ইহা ভাষ্যমধ্যেই পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

(৪) আত্মা স্বরূপতঃ নির্দ্ধর্ম্মক হইলেও অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ উপাধিবশতঃ সেই বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ যে জ্ঞান এবং শুভকর্ম্মবশতঃ অন্তঃকরণবৃত্তিতে অভিব্যক্ত যে আনন্দ প্রভৃতি, তাহাদিগকে আত্মার ধর্ম্ম বলা হইতেছে। এই বিষয়ে **পঞ্চ**পাদিকাতে উক্ত হইয়াছে—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিব অবভাসন্তে"—'আনন্দ, বিষয়ের অনুভব (—জ্ঞান) এবং নিত্যতা, এই ধর্ম্মসকল চৈতন্য হইতে অভিন্ন হইলেও যেন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়'। সুতরাং আত্মা নির্দ্ধর্ম্মক হইলেও এই সকল ধর্ম্মযুক্তরূপে প্রতীয়মান হন, ইহাই ভাব।

(৫) এখানে এই **মিথ্যা** শব্দটীর দ্বারা অপহ্নব, অর্থাৎ নিষেধ বুঝাইতেছে, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়তা বুঝাইতেছে না (৩ বাক্য এবং ৩১ পৃঃ দ্রঃ)। তাহাতে "মিথ্যা ইতি ভবিতুং যুক্তম্", এই স্থলে ভাষ্যের অর্থ হইবে—"যদিও অধ্যাস হইতে পারে না", ইত্যাদি (১৫ পৃঃ)।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তথাহি—কিমধ্যাসস্য নাস্তিত্বম্ অযুক্তত্বাৎ, অভানাৎ বা, কারণাভাবাৎ বা ? আদ্য ইষ্ট ইত্যাহ—**তথাপীতি**। এতদনুরোধাদাদৌ 'যদ্যপীতি' পঠিতব্যম্। অধ্যাসস্য অসঙ্গ-স্বপ্রকাশাত্মনি অযুক্তত্বমলঙ্কার ইতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**অয়মিতি**। "অজ্ঞঃ কর্ত্তা

ভাষ্যানুবাদ

অজ্ঞানবশতঃ (—অজ্ঞানরূপ মিথ্যা (—অনির্ব্বচনীয়) বস্তুটীর প্রভাববশতঃ) সত্য ও মিথ্যাকে একীভূত (৬) করিয়া তাহাদের (—সেই অনাত্ম ও আত্মরূপ ধর্ম্মিদ্বয়ের, অর্থাৎ সেই ধর্ম্মিদ্বয়কে অবলম্বনকরতঃ) "এই আমি", "ইহা আমার", এইপ্রকার নৈসর্গিক (—স্বাভাবিক, অনাদি) এই লোকব্যবহার হইয়া থাকে (৭)।৩ [২৯ পৃঃ]

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

(৬) "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য"—'সত্য ও মিথ্যাকে একীভূত করিয়া', এই স্থলে "মিথুনীকৃত্য" এই পদটীর অর্থও হয়—"অধ্যাস করিয়া"; কারণ সত্যস্বরূপ যে চিদ্‌বস্তু, অনাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাহার সংসর্গাধ্যাস হয় এবং মিথ্যা যে বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্ম জড়বস্তু, চিদ্‌বস্তুর সহিত তাহার স্বরূপাধ্যাস, বা তাদাত্ম্যাধ্যাস হয়। এইপ্রকারে অধ্যাস ব্যতিরেকে সত্য ও মিথ্যা বস্তুর একীভাব সম্ভব হয় না। তাহাতে আশঙ্কা হয়—"মিথুনীকৃত্য" এই পদটীর অর্থও যদি 'অধ্যস্য' অর্থাৎ 'অধ্যাস করিয়া'—এইপ্রকার হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যোক্ত 'অধ্যস্য' পদটীতে যে পূর্ব্বকালবাচী 'ল্যপ্' প্রত্যয় হইয়াছে, তাহা তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যায়—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাস সংস্কারের দ্বারা উত্তরোত্তর অধ্যাসের প্রতি কারণ", ইহাই উক্ত 'ল্যপ্' প্রত্যয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ আশঙ্কার কোন হেতু নাই, ইত্যাদি।

(৭) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—'আমি' এবং 'তুমি' অর্থাৎ 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা' অর্থাৎ 'চেতন' ও 'জড়', এই দুইটী পদার্থ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, তাহারা কদাপি অভিন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ চেতন কখনও জড় হইতে পারে না এবং জড়ও কদাপি চেতন হইতে পারে না। আর এই হেতুবশতঃই চেতন ও জড়ের ধর্ম্মসকলেরও পরস্পর বিনিময় সম্ভব হয় না, অর্থাৎ চেতনের ধর্ম্ম যে প্রকাশরূপতা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মনুষ্যঃ অহম্" ইতি প্রত্যক্ষানুভবাৎ অধ্যাসস্য অভানম্ অসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন চেদং প্রত্যক্ষং কর্তৃত্বাদৌ প্রমেতি বাচ্যম্। অপৌরুষেয়তয়া নির্দ্দোষেণ, উপক্রমাদিলিঙ্গাবধৃততাৎপর্য্যেণ চ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিবাক্যেন অকর্তৃত্বব্রহ্মত্ববোধনেন অস্য ভ্রমত্বনিশ্চয়াৎ। ন চ জ্যেষ্ঠপ্রত্যক্ষবিরোধাৎ আগমজ্ঞানস্যৈব বাধ ইতি বাচ্যম্, দেহাত্মবাদপ্রসঙ্গাৎ; "মনুষ্যঃ অহম্" ইতি প্রত্যক্ষবিরোধেন "অথায়মশরীরঃ" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইত্যাদিশ্রুত্যা দেহাদন্যাত্মা অসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ "ইদং রজতম্" ইতিবৎ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বশঙ্কাকলঙ্কিতস্য ন আগমাৎ প্রাবল্যমিত্যাস্থেয়ম্। কিঞ্চ, জ্যেষ্ঠত্বং পূর্ব্বভাবিত্বং বা, আগমজ্ঞানং প্রত্যুপজীব্যত্বং বা? আদ্যে ন প্রাবল্যম্, জ্যেষ্ঠস্যাপি রজতভ্রমস্য পশ্চাদ্ভাবিনা শুক্তিজ্ঞানেন বাধদর্শনাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, আগমজ্ঞানোৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাদিমূলবৃদ্ধব্যবহারে সঙ্গতিগ্রহদ্বারা, শব্দোপলব্ধিদ্বারা

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

ও অপরিণামিতা প্রভৃতি, তাহারা কখনও জড় বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না এবং অন্তঃকরণরূপ জড় বস্তুর ধর্ম্ম যে জড়তা দুঃখ শোক ও অজ্ঞান প্রভৃতি, তাহারাও চেতনের ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্ম কদাপি ধর্ম্মীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে পারে না। এইহেতু অধ্যাসও কোনপ্রকারেই সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ যুক্তির দ্বারা এইপ্রকার প্রতিভাত হইলেও, লোকব্যবহারে ইহার বিপরীতভাবই উপলব্ধ হয়। লোকব্যবহারে দেখা যায়—আত্মা ও অনাত্মা এই ধর্ম্মী দুইটীর স্বরূপকে পরস্পরের উপর আরোপ (—ইতরেতরাধ্যাস) করিয়া ব্যবহার করা হয়, যথা—"আমি শরীর", এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি ও বলিয়া থাকি। তত্ত্বতঃ কিন্তু 'আমি' শব্দে শরীরভিন্ন চেতন আত্মাকে বুঝায় এবং "শরীর" শব্দে অনাত্মা জড় বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলেও এই আত্ম এবং অনাত্মরূপ ধর্ম্মী দুইটীকে পরস্পরের উপর আরোপ করিয়া "আমি শরীর", "চেতন শরীর", ইত্যাদি এইপ্রকার জ্ঞান ও ব্যবহার হয়। এইপ্রকার যে অধ্যাস, তাহাকে ধর্ম্মীর অধ্যাস বলা হয়। ভগবান্ ভাষ্যকার ভাষ্যমধ্যে "অহমিদম্" এইরূপে এই ধর্ম্মীর অধ্যাসের কথাই বলিয়াছেন। আবার "আমি শরীর" ইহার ন্যায়, "আমার শরীর" এইপ্রকার জ্ঞান ও ব্যবহারও হয়। এইপ্রকার অধ্যাসকে ধর্ম্মের অধ্যাস বলা হয়। ভাষ্যমধ্যে "মমেদম্" এইরূপে এই ধর্ম্মের অধ্যাসের কথা বলা হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

চ প্রত্যক্ষাদেঃ ব্যাবহারিকপ্রামাণ্যস্য উপজীব্যত্বেঽপি তাত্ত্বিকপ্রামাণ্যস্য অনপেক্ষিতত্বাৎ, অনপেক্ষিতাংশস্য আগমেন বাধসম্ভবাৎ ইতি।

যত্তু ক্ষণিকযাগস্য শ্রুতিবলাৎ কালান্তরভাবিফলহেতুত্ববৎ "তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ" (মুঃ ৩।২।৪) ইতি শ্রুতিবলাৎ সত্যস্যাপি জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিসম্ভবাৎ অধ্যাসবর্ণনং ব্যর্থমিতি; তন্ন, জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যস্য ক্বাপি সত্যত্বাদর্শনাৎ, সত্যস্য চাত্মনো নিবৃত্ত্যদর্শনাচ্চ; অযোগ্যতানিশ্চয়ে সতি সত্যবন্ধস্য জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিশ্রুতের্বোধকত্বাযোগাৎ। ন চ সেতুদর্শনাৎ সত্যস্য পাপস্য নাশদর্শ-নাৎ ন অযোগ্যতানিশ্চয় ইতি বাচ্যম্, তস্য শ্রদ্ধানিয়মাদিসাপেক্ষজ্ঞাননাশ্যত্বাৎ। বন্ধস্যচ "নান্যঃ পন্থাঃ" (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানমাত্রাৎ নিবৃত্তিপ্রতীতেঃ। অতঃ শ্রুতজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বনির্বাহার্থম্ অধ্যস্তত্বং বর্ণনীয়ম্। কিঞ্চ, জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যস্য কিং নাম সত্যত্বম্? ন তাবৎ অজ্ঞানাজন্যত্বম্। "মায়াং তু প্রকৃতিম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ, মায়াবিদ্যয়োরৈক্যাৎ। নাপি স্বধিষ্ঠানে স্বাভাবশূন্যত্বম্, "অস্থূলম্" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিনিষেধশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি ব্রহ্মবৎ বাধাযোগ্য-ত্বং, জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিশ্রুতিবিরোধাৎ। অথ ব্যবহারকালে বাধশূন্যত্বম্, তর্হি ব্যাবহারিকমেব সত্যত্বম্ ইতি আগতমধ্যস্তত্বম্। তচ্চ শ্রুত্যর্থে যোগ্যতাজ্ঞানার্থং বর্ণনীয়মেব, যাগস্য অপূর্ব্বদ্বার-ত্ববৎ। ন চ 'তদনন্যত্বাধিকরণে' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) তস্য বর্ণনাৎ পৌনরুক্ত্যম্। তত্র উক্তাধ্যাস-স্যৈব প্রবৃত্ত্যঙ্গবিষয়াদিসিদ্ধ্যর্থমাদৌ স্মার্য্যমাণত্বাদিতি দিক্।

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

যাহাহউক্, এই অধ্যাসকে প্রথমতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১। **অর্থাধ্যাস** (অর্থ—বিষয়) ও ২। **জ্ঞানাধ্যাস**। শুক্তিকাতে যে অনির্ব্বচনীয় রজতের উৎপত্তি হয়, ঐ রজতকে অর্থাধ্যাস (—অধ্যস্ত অর্থ) বলে এবং ঐ অধ্যস্ত রজতের জ্ঞানকে জ্ঞানাধ্যাস (—অধ্যস্ত জ্ঞান) বলে। তদ্রূপ "আমি শরীর" এইপ্রকার অভিমানের যেটী বিষয়, তাহাকে 'অর্থাধ্যাস' এবং "আমি শরীর" এইপ্রকার জ্ঞানটীকে 'জ্ঞানাধ্যাস' বলে।

এখানে ভাষ্যমধ্যে **ধর্ম্মীর অধ্যাস** এবং **ধর্ম্মের অধ্যাস** আলোচিত হইয়াছে। ইহারা অর্থাধ্যাসের অন্তর্গত। ধর্ম্মীর অধ্যাসের বিষয় উপরে মোটামুটী বলা হইয়াছে। ইহাতে ইতরেতরাধ্যাসবলে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের একত্বজ্ঞান হয়, যথা—"আমি শরীর", ইত্যাদি। এক ধর্ম্মীর স্বরূপ অপর ধর্ম্মীতে অধ্যস্ত হওয়ায়, অথবা এক ধর্ম্মীর তাদাত্ম্য (—তৎস্বরূপতা) অপর ধর্ম্মীতে প্রতিভাত হওয়ায় ইহাকে **স্বরূপাধ্যাস,** বা **তাদাত্ম্যাধ্যাস**ও বলা হয়। ইহাতে বিশেষ এই—ধর্ম্মিদ্বয় যদি আত্মা ও অনাত্মা হয়, তবে অনাত্মরূপ ধর্ম্মীর যখন আত্মাতে অধ্যাস হয়, যথা—"আমি শরীর", তখন তাহাকে স্বরূপাধ্যাস, বা তাদাত্ম্যাধ্যাস বলা হয়; কিন্তু আত্মবস্তুর অধ্যাস অনাত্মবস্তুতে হইলে, যথা—"শরীরই আমি", তাহাকে **সংসর্গাধ্যাস,** বা **সম্বন্ধাধ্যাস** বলা হয়। এই স্থলে স্বরূপাধ্যাস স্বীকার করিলে আত্মবস্তু মিথ্যা হইয়া পড়িবেন ; কারণ অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই মিথ্যা। আত্মা কিন্তু মিথ্যাবস্তু নহেন। সংসর্গাধ্যাসে আত্মা অধ্যস্ত হন না, কিন্তু আত্মা এবং অনাত্মা এই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী মিথ্যা সম্বন্ধের ভানমাত্র হয়, সেইহেতু আত্মবস্তু মিথ্যা হইয়া

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অধ্যাসং দ্বেধা দর্শয়তি—**লোকব্যবহার** ইতি। লোক্যতে মনুষ্যোঽহমিত্যভিমন্যতে ইতি লোকঃ অর্থাধ্যাসঃ। তদ্বিষয়ো ব্যবহারোঽভিমান ইতি জ্ঞানাধ্যাসো দর্শিতঃ।দ্বিবিধাধ্যাসস্বরূপলক্ষণমাহ—**অন্যোন্যস্মিন্** ইত্যাদিনা **ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ** ইত্যন্তেন। জাড্যচৈতন্যাদিধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণৌ অহঙ্কারাত্মানৌ, তয়োরত্যন্তং ভিন্নয়োঃ ইতরেতরভেদাগ্রহেণ অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যতাদাত্ম্যম্ অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চ ব্যত্যাসেন অধ্যস্য লোকব্যবহার ইতি যোজনা। অতঃ "সঃ অয়ম্" ইতি প্রমায়া ন অধ্যাসত্বম্, তদিদমর্থয়োঃ কালভেদেন কল্পিতভেদে অপি অত্যন্তভেদাভাবাৎ ইতি বক্তুম্ অত্যন্তেত্যুক্তম্। ন চ ধর্ম্মিতাদাত্ম্যাধ্যাসে ধর্ম্মাধ্যাসসিদ্ধেঃ 'ধর্ম্মাংশ্চ' ইতি ব্যর্থমিতি বাচ্যম্। অন্ধত্বাদীনামিন্দ্রিয়ধর্ম্মাণাং ধর্ম্ম্যধ্যাসাস্ফুটত্বে অপি অন্ধোঽহমিতি স্ফুটো অধ্যাস ইতি জ্ঞাপনার্থত্বাৎ। নমু আত্মানাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যস্তত্বে শূন্যবাদঃ স্যাদিতি আশঙ্ক্য আহ—**সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যেতি।** সত্যমনিদং চৈতন্যম্, তস্য অনাত্মনি সংসর্গমাত্রাধ্যাসো, ন স্বরূপস্য। অনৃতং যুস্মদর্থঃ, তস্য স্বরূপতোঽপি অধ্যাসাৎ তয়োর্মিথুনীকরণমধ্যাস ইতি ন শূন্যতেত্যর্থঃ।

নমু অধ্যাসমিথুনীকরণলোকব্যবহারশব্দানাম্ একার্থত্বে অধ্যস্য মিথুনীকৃত্যেতি পূর্ব্বকালত্ববাচিক্ত্বাপ্রত্যয়াদেশস্য ল্যপঃ কথং প্রয়োগ ইতি চেৎ ? ন, অধ্যাসব্যক্তিভেদাৎ। তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বা-

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

পড়েন না। আর ধর্ম্মিদ্বয় অনাত্মবস্তু হইলে, সেখানে মাত্র স্বরূপাধ্যাস, বা তাদাত্ম্যাধ্যাসরূপ ধর্ম্মীর অধ্যাসই হয়। শুক্তিরজতাদি স্থলে এইপ্রকার স্বরূপাধ্যাস, বা তাদাত্ম্যাধ্যাসই হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের অধ্যাস—ইহাতে ধর্ম্মিদ্বয়ের ভেদজ্ঞান হয়, যথা—"আমার শরীর"। "আমি শরীর" এইপ্রকার ধর্ম্মীর অধ্যাস থাকিলেই পরে ধর্ম্মের অধ্যাস হয়। ধর্ম্মাধ্যাসে যখন "আমার শরীর" এইপ্রকার জ্ঞান হয়, তখন প্রথমেই শুদ্ধ চেতনে অন্তঃকরণের স্বরূপাধ্যাস এবং অন্তঃকরণে শুদ্ধ চেতনের সংসর্গাধ্যাস হয়। ইহাও একপ্রকার 'ধর্ম্মীর অধ্যাস'। এইপ্রকারে ধর্ম্মিদ্বয়ের পরস্পরের অধ্যাসের ফলে 'আমি' এইপ্রকার একটী জ্ঞান হয়। এই যে 'আমি', ইহা অন্তঃকরণকেও বুঝায় না এবং শুদ্ধচৈতন্যকেও বুঝায় না; কিন্তু "তপ্ত লৌহপিণ্ড" বলিলে যেমন তাহা "লৌহপিণ্ড", বা "বহ্নি" কাহাকেও না বুঝাইয়া তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী লৌহ এবং বহ্ন্যাত্মক একটী বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায়। এখানেও তদ্রূপ অন্তঃকরণ ও শুদ্ধচৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী "আমি" এইরূপ একটী চিৎ ও জড়াত্মক প্রাতিভাসিক বস্তুমাত্রকে বুঝায়। অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিবশতঃ এই 'আমি'রূপ ধর্ম্মীতে স্বামিত্বরূপ একটী ধর্ম্ম এবং ঐ 'আমি'রূপ ধর্ম্মীর সমীপবর্ত্তী যে শরীররূপ ধর্ম্মী, তাহাতে 'স্বত্ব'রূপ একটী ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। পরে অজ্ঞানের ঐ বিক্ষেপশক্তিবশতঃই দেহের ধর্ম্ম যে 'স্বত্ব' বা 'নিজত্ব', তাহা ঐ 'আমি'রূপ ধর্ম্মীতে এবং ঐ 'আমি'রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে 'স্বামিত্ব', তাহা শরীররূপ ধর্ম্মীতে আরোপিত হয়। এইপ্রকারে ধর্ম্মিদ্বয়ের পরস্পরের উপর পরস্পরের ধর্ম্মের আরোপ হওয়াতেই 'আমার শরীর' এইপ্রকার জ্ঞান হয়। এইরূপে "আমি শরীর" এইপ্রকার ধর্ম্মীর অধ্যাসবানের 'আমার শরীর' এইপ্রকার ধর্ম্মের অধ্যাস হইয়া

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-ধ্যাসস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসং প্রতি সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বকালত্বেন হেতুত্বদ্যোতনার্থং ল্যপঃ প্রয়োগঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—**নৈসর্গিক** ইতি (২৩ পৃঃ)। প্রত্যগাত্মনি হেতুহেতুমদ্ভাবেন অধ্যাসপ্রবাহঃ অনাদিঃ ইত্যর্থঃ। নন্বু প্রবাহস্য অবস্তুত্বাৎ অধ্যাসব্যক্তীনাং সাদিত্বাৎ কথমনাদিত্বমিতি চেৎ? উচ্যতে—অধ্যাসত্বাবচ্ছিন্নব্যক্তীনাং মধ্যে অন্যতময়া ব্যক্ত্যা বিনা অনাদিকালস্য অবর্ত্তনং, কার্য্যানাদিত্বমিত্যঙ্গীকারাৎ। এতেন কারণাভাবাদিতি কল্পো নিরস্তঃ। সংস্কারস্য নিমিত্তস্য নৈসর্গিকপদেন উক্তত্বাৎ। ন চ পূর্ব্বপ্রমাজন্য এব সংস্কারো হেতুরিতি বাচ্যম্। লাঘবেন পূর্ব্বানুভবজন্যসংস্কারস্য হেতুত্বাৎ। অতঃ পূর্ব্বাধ্যাসজন্যঃ সংস্কারঃ অস্তি ইতি সিদ্ধম্।

অধ্যাসস্য উপাদানমাহ—**মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত** ইতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চ মিথ্যাজ্ঞানং তন্নিমিত্তম্ উপাদানং যস্য সঃ তন্নিমিত্তঃ, তদুপাদানক ইত্যর্থঃ। অজ্ঞানস্য উপাদানত্বে অপি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বাবরকতয়া দোষত্বেন অহঙ্কারাধ্যাসকর্ত্তুঃ ঈশ্বরস্য উপাধিত্বেন সংস্কারকালকর্ম্মাদিনিমিত্তপরিণামিত্বেন চ নিমিত্তত্বমিতি দ্যোতয়িতুং নিমিত্তপদম্। স্বপ্রকাশাত্মনি অসঙ্গে কথমবিদ্যাসঙ্গঃ, সংস্কারাদিসামগ্র্যভাবাৎ ইতি শঙ্কানিরাসার্থং মিথ্যাপদম্। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডমণ্ডলে পেচকানুভবসিদ্ধান্ধকারবৎ "অহমজ্ঞঃ" ইত্যনুভবসিদ্ধমজ্ঞানং দুরপহ্নবম্; কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাস্পর্শিত্বাৎ, নিত্যস্বরূপজ্ঞানস্য অবিরোধিত্বাচ্চেতি। যদ্বা, "অজ্ঞানং জ্ঞানাভাবঃ" ইতি শঙ্কানিরাসার্থং মিথ্যাপদম্। "মিথ্যাত্বে সতি সাক্ষাৎ-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্" অজ্ঞানস্য লক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানপদেন উক্তম্। জ্ঞানেন ইচ্ছাপ্রাগভাবঃ সাক্ষান্নিবর্ত্ত্যতে ইতি বদন্তং প্রতি মিথ্যাত্বে সতীত্যুক্তম্।

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

থাকে। 'আমার অন্ধত্ব', 'আমার খঞ্জত্ব', ইত্যাদি ধর্ম্মাধ্যাসের জ্ঞানও এইরূপেই হয়। এতাদৃশ স্থলে ইন্দ্রিয়রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে স্বস্বস্থানীয় অন্ধত্ব, তাহা 'আমি'রূপ ধর্ম্মীতে এবং 'আমি'রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে স্বামিত্ব, তাহা ইন্দ্রিয়রূপ ধর্ম্মীতে অধ্যস্ত হয়। যেখানে 'আমি অন্ধ' এইপ্রকার জ্ঞান হয়, সেখানেও এই ধর্ম্মের অধ্যাসই হয়, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মীর অধ্যাসাংশ পরিস্ফুট হয় না মাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে—ধর্ম্মীর অধ্যাসস্থলে ধর্ম্মিদ্বয়, অর্থাৎ অধিষ্ঠান ও আরোপ্য [যথা—শুক্তিকা ও রজত] এই দুইটাই অভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের অধ্যাসস্থলে ধর্ম্মিদ্বয়ের [যথা—'আমি' ও শরীরের] মধ্যে মাত্র একটী অনির্ব্বচনীয় সংসর্গের (—সম্বন্ধের) অধ্যাস হয়। যাহার ফলে উক্ত ধর্ম্মিদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মের আরোপ (—স্বরূপাধ্যাস) সম্ভব হয়। বিশেষ এই যে —ধর্ম্মের অধ্যাসস্থলে ধর্ম্মিদ্বয়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে সংসর্গাধ্যাসই হয়, আর ধর্ম্মীর অধ্যাসস্থলে অনাত্মাতে আত্মবস্তুর অধ্যাস হইলেই সংসর্গাধ্যাস হয়, অন্যথা হয় স্বরূপাধ্যাস, ইহাই প্রভেদ। অধ্যাসের নানাপ্রকার বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

এইরূপে অনাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, অজ্ঞান জ্ঞান-নাশ্য হওয়ায় ব্রহ্মবিচারোত্থ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান ও তজ্জন্য অনাদি অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়। তাহা নিবৃত্ত হইলে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভণীয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যবন্ধে অতিব্যাপ্তিনিরাসায় সাক্ষাদিতি। "অনাদ্যুপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বং" বা লক্ষণম্। ব্রহ্মনিরাসার্থং মিথ্যাত্বমিতি। মৃদাদিনিরাসার্থমনাদীতি। অবিদ্যাত্মনোঃ সম্বন্ধনিরাসার্থম্ উপাদানত্বে সতীতি।

সম্প্রতি অধ্যাসং দ্রঢ়য়িতুমভিলপতি—অহমিদং মমেদমিতি (২৭ পৃঃ)। অধ্যাত্মিক-কার্য্যাধ্যাসেষু অহমিতি প্রথমঃ অধ্যাসঃ। ন চ অধিষ্ঠানারোপ্যাংশদ্বয়ানুপলম্ভাৎ ন অয়মধ্যাসঃ ইতি বাচ্যম্। "অয়ো দহতি" ইতিবৎ "অহমুপলভে" ইতি দৃকৃদৃশ্যাংশয়োরুপলম্ভাৎ। ইদংপদেন ভোগ্যঃ সংঘাত উচ্যতে। অত্র "অহমিদম্" ইত্যনেন "মনুষ্যোঽহম্" ইতি তাদাত্ম্যাধ্যাসো দর্শিতঃ। "মমেদং শরীরম্" ইতি সংসর্গাধ্যাসঃ। ননু দেহাত্মনোস্তাদাত্ম্যমেব সংসর্গ ইতি তয়োঃ কো ভেদঃ ইতি চেৎ? সত্যম্। "সত্ত্বৈক্যে সতি মিথো ভেদস্তাদাত্ম্যম্"। তত্র "মনুষ্যঃ অহম্" ইতি ঐক্যাংশভানম্, "মমেদম্" ইতি ভেদাংশরূপসংসর্গভানমিতি ভেদঃ। এবং সামগ্রীসত্ত্বাৎ অনুভবসত্ত্বাৎ অধ্যাসঃ অস্তি ইতি অতঃ ব্রহ্মাত্মৈক্যে বিরোধাভাবেন বিষয়প্রয়োজনয়োঃ সত্ত্বাৎ শাস্ত্রম্ আরম্ভণীয়মিতি সিদ্ধান্তভাষ্যতাৎপর্য্যম্। (ইতি অধ্যাসসিদ্ধান্তগ্রন্থঃ)। এবং চ সূত্রেণ অর্থাৎ সূচিতে বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদ্য, তদ্ধেতুমধ্যাসং লক্ষণসম্ভাবনাপ্রমাণৈঃ সাধয়িতুং লক্ষণং পৃচ্ছতি—আহেতি (২৯ পৃঃ)। কিংলক্ষণকঃ অধ্যাস ইত্যাহ—পূর্ব্ববাদী ইত্যর্থঃ। অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বনির্ণয়প্রধানত্বেন বাদকথাত্বদ্যোতনার্থম্ 'আহ' ইতি পরোক্তিঃ। "আহ" ইত্যাদি "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি" ইত্যতঃ প্রাগ্ অধ্যাসলক্ষণপরং ভাষ্যম্। তদারভ্য সম্ভাবনাপরম্, "তমেতমবিদ্যাখ্যম্" ইত্যারভ্য "সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ" ইত্যন্তং প্রমাণপরম্ ইতি বিভাগঃ। লক্ষণমাহ—উচ্যতে—স্মৃতিরূপ ইতি। অধ্যাস ইত্যনুষঙ্গঃ। অত্র "পরত্র অবভাসঃ" ইত্যেব লক্ষণম্, শিষ্টং পদদ্বয়ং তদুপপাদনার্থম্। তথাহি—অবভাস্যতে ইতি অবভাসঃ রজ্জ্বাদ্যর্থঃ, তস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

[২৩পৃঃ] আহ কঃ অয়ম্ অধ্যাসঃ নাম ইতি ।১ উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ ।৪ [৩৫ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাসের লক্ষণ, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ]

[পূর্ব্ববাদী] বলিতেছেন—এই অধ্যাস নামক বস্তুটী কি ? ১ [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা স্মৃতিরূপ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টের অবভাস (৮) ।৪

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

(৮) ভগবান্ ভাষ্যকার এই অধ্যাসলক্ষণে অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাস, এই উভয়প্রকার অধ্যাসের লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন। উভয়প্রকার অধ্যাসে এই বাক্যটীর সামঞ্জস্য এইপ্রকার—

অর্থাধ্যাসপক্ষে—"স্মৃতিরূপঃ" পদের অর্থ—"স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতিঃ", অর্থাৎ 'যাহাকে স্মরণ করা হয় তাহাই স্মৃতি', এই অর্থে স্মৃ+কর্ম্মবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া এই স্মৃতি-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'স্মৃতিঃ' এই পদটীর অর্থ হয়—'স্মর্য্যমাণ বস্তু'। "সেই স্মর্য্যমাণ বস্তুর রূপের ন্যায় রূপ যাহার" এইপ্রকারে বহুব্রীহি সমাস করিয়া "স্মৃতিরূপঃ" এই পদটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে "স্মৃতিরূপঃ" এই পদটীর অর্থ হয়—"স্মর্য্যমাণ [ব্যাবহারিক সর্পাদি] পদার্থের ন্যায় যাহার রূপ, সেই [প্রাতিভাসিক] পদার্থ" ; অর্থাৎ 'স্মর্য্যমাণ [ব্যাবহারিক সর্পাদি] পদার্থের সদৃশ কোন [প্রাতিভাসিক] বস্তু। "পরত্র" ইহার অর্থ—অন্য অধিকরণে, অর্থাৎ নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে, ফলতঃ যে অধিকরণে যে থাকে না, সেই অধিকরণে। "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"—দৃশ্ ধাতু ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'দৃষ্টঃ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ "দর্শন", অর্থাৎ জ্ঞান। আর "অবভাস্যতে ইতি অবভাসঃ", অর্থাৎ "যাহা অবভাসিত হয় তাহাই অবভাস" এই অর্থে, অব+ভাস্+কর্ম্মবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অযোগ্যমধিকরণং পরত্রপদার্থঃ। অধিকরণস্য অযোগ্যত্বম্ আরোপ্যাত্যন্তাভাববত্বং, তত্ত্বং বা। তথাচ "একাবচ্ছেদেন স্বসংসৃজ্যমানে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বমধ্যস্তত্বমিত্যর্থঃ"। ইদং চ সাম্যনাম্যধ্যাসসাধারণং লক্ষণম্। সংযোগে অতিব্যাপ্তিনিরাসায় একাবচ্ছেদেনেতি। সংযোগস্য স্বসংসৃজ্যমানে বৃক্ষে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বে অপি স্বস্বাত্যন্তাভাবয়োঃ মূলাগ্রাবচ্ছেদকভেদাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ। পূর্ব্বং স্বাভাববতি ভূতলে পশ্চাদানীতো ঘটো ভাতীতি ঘটেঽতিব্যাপ্তিনিরাসায় স্বসংসৃজ্যমানে ইতি পদম্। তেন স্বাভাবকালে প্রতিযোগিসংসর্গস্য বিদ্যমানতা উচ্যতে ইতি নাতিব্যাপ্তিঃ। ভূত্বাবচ্ছেদেন অবভাস্যগন্ধে অতিব্যাপ্তিবারণায় স্বাত্যন্তাভাববতীতি পদম্। শুক্তৌ ইদন্ত্বাবচ্ছেদেন রজতসংসর্গকালে অত্যন্তাভাবোঽস্তি ইতি ন অব্যাপ্তিঃ। ননু অস্য লক্ষণস্য অসম্ভবঃ, শুক্তৌ রজতস্য সামগ্র্যভাবেন সংসর্গাসত্বাৎ। ন চ স্মর্য্যমাণসত্যরজতস্যৈব পরত্র শুক্তৌ অবভাস্যত্বেন অধ্যস্তত্বোক্তিরিতি বাচ্যম্, অন্যথাখ্যাতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যত আহ—স্মৃতিরূপ ইতি। স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতিঃ—সত্যরজতাদিঃ, তস্য রূপমিব রূপমস্য ইতি স্মৃতিরূপঃ—স্মর্য্যমাণসদৃশ ইত্যর্থঃ। সাদৃশ্যোক্ত্যা স্মর্য্যমাণাৎ আরোপ্যস্য ভেদাৎ, ন অন্যথাখ্যাতিরিত্যুক্তং ভবতি। সাদৃশ্যমুপপাদয়তি—পূর্ব্বদৃষ্টেতি। দৃষ্টং দর্শনম্। সংস্কারদ্বারা পূর্ব্ব-

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

করিয়া 'অবভাসঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে 'অবভাসঃ' পদটীর অর্থ হয়—"যাহা অবভাসিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয় তাহা"। অতঃপর "পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এইরূপে পঞ্চমীতৎপুরুষ সমাস করিয়া এই পদটীর অর্থ হয়—'পূর্ব্বদর্শনজন্য সংস্কার হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা'। এইরূপে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হয়—"অন্য অধিকরণে, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিতে, স্মর্য্যমাণ ব্যাবহারিক সর্পাদি পদার্থের ন্যায় পূর্ব্বদর্শনজন্য সংস্কার হইতে যাহা অর্থাৎ যে প্রাতিভাসিক সর্পাদি বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাই অর্থাধ্যাস, অর্থাৎ অধ্যস্ত অর্থ (—অধ্যস্ত বিষয়)।

জ্ঞানাধ্যাস পক্ষে—"স্মৃতিরূপঃ" পদের অর্থ—"স্মরণম্ এব স্মৃতিঃ", অর্থাৎ 'স্মরণই স্মৃতি', এই অর্থে স্মৃ+ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া স্মৃতিপদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে "স্মৃতিঃ" পদটীর অর্থ হয়—'স্মরণ'। "স্মরণের রূপের ন্যায় রূপ যাহার অর্থাৎ যে জ্ঞানের", এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাসদ্বারা "স্মৃতিরূপঃ" পদটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে 'স্মৃতিরূপঃ' এই পদটীর অর্থ হয়—"স্মৃতিজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান"। **"পরত্র"** শব্দের অর্থ উপরেই কথিত হইয়াছে। **"পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"** এই পদের "দৃষ্ট" শব্দটীর অর্থও পূর্ব্বের ন্যায় দর্শনই হইবে। আর অত্রস্থ "অবভাসঃ" পদটী "অবভাসনম্ অবভাসঃ"—এইরূপে অব+ভাস্+ভাববাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহার অর্থ—"জ্ঞান"। অতঃপর "পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এইরূপে পঞ্চমীতৎপুরুষ সমাস করিয়া এই পদটীর অর্থ হয়—['সংস্কারদ্বারা] পূর্ব্বদর্শন হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা'। এইরূপে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হয়—'অন্য অধিকরণে, অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিতে [ব্যাবহারিক সর্প প্রভৃতির] স্মৃতিজ্ঞানের সদৃশ যে জ্ঞান পূর্ব্বদর্শনপ্রযুক্ত উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ [সর্পাদির] পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কার প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞানাধ্যাস, অর্থাৎ অধ্যস্ত জ্ঞান। "সংস্কারজন্য" হওয়ায় এই জ্ঞানকে স্মৃতিজ্ঞান বলা যায় না; কারণ স্মৃতির লক্ষণ—"সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞান"। এখানে দোষ, অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞান

ভাষ্যরত্নপ্রভা

দর্শনাৎ অবভাস্যতে ইতি পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তেন সংস্কারজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং স্মর্য্যমাণারোপ্যয়োঃ সাদৃশ্যমুক্তং ভবতি, স্মৃত্যারোপয়োঃ সংস্কারজন্যত্বাৎ। ন চ সংস্কারজন্যত্বাৎ আরোপস্য স্মৃতিত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্। দোষসম্প্রয়োগজন্যত্বস্যাপি বিবক্ষিতত্বেন সংস্কারমাত্রজন্যত্বাভাবাৎ। অত্র সম্প্রয়োগশব্দেন অধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানমুচ্যতে, অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগালাভাৎ। এবং চ দোষসম্প্রয়োগসংস্কারবলাৎ শুক্ত্যাদৌ রজতমুৎপন্নমস্তীতি পরত্র অবভাস্যত্বলক্ষণমুপপন্নমিতি স্মৃতিরূপপূর্ব্বদৃষ্টপদাভ্যামুপপাদিতম্। অন্যে তু "তাভ্যাং দোষাদিত্রয়জন্যত্বং কার্য্যাধ্যাসলক্ষণমুক্তম্" ইতি আহুঃ। অপরে তু—"স্মৃতিরূপঃ স্মর্য্যমাণসদৃশঃ, সাদৃশ্যং চ প্রমাণাজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বম্, স্মৃত্যারোপয়োঃ প্রমাণাজন্যত্বাৎ। পূর্ব্বদৃষ্টপদং তজ্জাতীয়পরম্, অভিনবরজতাদেঃ পূর্ব্বদৃষ্টত্বাভাবাৎ। তথা চ 'প্রমাণাজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বে সতি পূর্ব্বদৃষ্টজাতীয়ত্বং' প্রাতীতিকাধ্যাসলক্ষণং তাভ্যামুক্তম্। পরত্রাবভাসশব্দাভ্যামধ্যাসমাত্রলক্ষণং ব্যাখ্যাতমেব। তত্র স্মর্য্যমাণগঙ্গাদৌ অভিনবঘটে চ অতিব্যাপ্তিনিরাসায় প্রমাণেত্যাদি পদদ্বয়ম্" ইতি আহুঃ। তত্র অর্থাধ্যাসে স্মর্য্যমাণসদৃশঃ পরত্র পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাস্যতে ইতি যোজনা। জ্ঞানাধ্যাসে তু স্মৃতিসদৃশঃ পরত্র পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাস ইতি বাক্যং যোজনীয়মিতি সংক্ষেপঃ।

ভাবদীপিকা [অধ্যাসবিষয়ে নানা কথা]

ইত্যাদিও সংস্কারের সহিত কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া এই জ্ঞান "সংস্কারমাত্রজন্য" নহে।

রত্নপ্রভাকার বলেন—"পরত্রাবভাসঃ" এইটীই অধ্যাসের লক্ষণ; 'স্মৃতিরূপঃ' এবং 'পূর্ব্বদৃষ্টঃ' এই পদদ্বয় তাহার উপপাদনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। **ভামতী**কার বলেন—"অবভাসঃ" এই পদটীই অধ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, "স্মৃতিরূপঃ" এবং "পূর্ব্বদৃষ্টঃ", ইত্যাদি পদগুলি তাহার উপব্যাখ্যান মাত্র। এইরূপে অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাসের লক্ষণ কথিত হইল।

[খ্যাতিবাদের বর্ণনারম্ভ। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই সিদ্ধান্তসম্মত।]

এইরূপে ভগবান্ ভাষ্যকার স্বমতে অধ্যাসলক্ষণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের স্বরূপবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, এই অধ্যাস, বা ভ্রম বিভিন্ন মতবাদিগণকর্ত্তৃকও কোন না কোনপ্রকারে স্বীকৃত হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, **তং কেচিৎ** (৩৫ পৃঃ) ইত্যাদি পরবর্ত্তিভাষ্যে ভ্রমসম্বন্ধী বিভিন্ন মতবাদ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই মতবাদ প্রাচীনমতে **পাঁচ**প্রকার, যথা—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাঽনির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্"।

তন্মধ্যে **আত্মখ্যাতি** সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত। **অসৎখ্যাতি** শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। **অখ্যাতি** আচার্য্য প্রভাকরের মত। **অন্যথাখ্যাতি** ন্যায় ও বৈশেষিকের মত। আর **অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই** সিদ্ধান্তসম্মত। এই 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি' স্বীকারদ্বারা জীব ও জগৎ প্রপঞ্চের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার এই অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বোধসৌকর্য্যের জন্য খ্যাতিসকলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথমতঃ সংক্ষেপে এই অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি বর্ণিত হইতেছে—

অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ—ভাষ্যমধ্যে "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ", এই অধ্যাসলক্ষণে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতির কথাই বলা হইয়াছে। এই মতে সমস্ত পদার্থই চৈতন্যে অধ্যস্ত। রজ্জু চৈতন্যেই অধ্যস্ত, আর এই রজ্জু-অবিচ্ছিন্ন-চৈতন্যের উপরই অনির্ব্বচনীয় সর্পের অধ্যাস হয়। 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের অর্থ **মিথ্যা** (২৩ পৃঃ দ্রঃ)। "যাহা সৎ নহে, অসৎ নহে এবং সদসদ্‌ও নহে", অর্থাৎ যাহাকে 'আছে' বলা যায় না, 'নাই' বলা যায় না এবং 'আছে ও নাই' উভয়ও বলা যায় না, তাহাকে মিথ্যা বা অনির্ব্বচনীয় বলে। এই অর্থে এই শব্দটী পারিভাষিক। রজ্জু-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যে অধ্যস্ত সর্প যদি সৎ হইত, তবে রজ্জুর জ্ঞানে তাহার বাধ হইত না। যদি অসৎ হইত, তবে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় উক্ত সর্প কদাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। আবার উক্ত সর্পকে সদসদ্‌ও বলা যায় না, কারণ একই বস্তু একই কালে সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না; আর তাদৃশ বস্তু কাহারও বুদ্ধিগ্রাহ্যও হইতে পারে না। আবার উক্ত সর্প অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মতানুযায়ী দেশান্তরে আছে, বা বিজ্ঞানবাদীর মতানুযায়ী বুদ্ধিতে আছে, তাহাও বলা যায় না; কারণ সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুতে তাহার প্রতীতি হয়। এই মতে এই অনির্ব্বচনীয় সর্প তৎকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়।

[নানাজীববাদে অবচ্ছেদবাদসম্মত বিষয়প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া]

এই অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তি কিপ্রকারে হয়, এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কিপ্রকারে হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। এখানে স্মরণ রাখিতে

ভাবদীপিকা [বিষয়প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া]

হইবে—ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। অবিদ্যা ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধির দ্বারা তিনি বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হন। এই অন্তঃকরণ ও ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুই তাঁহাতে অধ্যস্ত, তিনিই সকলের অধিষ্ঠান। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে, অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় যেন চৈতন্যের সহিত একীভূত যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য, তাহাকে **প্রমাতৃচৈতন্য**, বা জ্ঞাতা জীবচৈতন্য বলা হয়। ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞানকালে অন্তঃকরণের পরিণামভূত যে বৃত্তি চক্ষুর দ্বারে শরীর হইতে নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়দেশে গমনকতঃ তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া তদাকার ধারণ করে, সেই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে **প্রমাণচৈতন্য** বলা হয়। বলা বাহুল্য অন্তঃকরণবৃত্তি অবলম্বনে প্রমাতাই বিষয়দেশে গমন করে বলিয়া ইহা প্রমাতৃচৈতন্যেরই অবস্থা বিশেষ। আর ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে **বিষয়চৈতন্য** * বলা হয়। [লক্ষ্য করিতে হইবে—ঘট বা অন্তঃকরণাদি এই সব উপাধির সহিত তত্তদবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট হন না বলিয়া ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে ঘটাদি-উপহিত চৈতন্যও বলা হয়। যাহা বস্তুর সহিত অন্বিত না হইয়াও সেই বস্তুটীকে অপর বস্তু হইতে ভিন্নরূপে বোধ করায়, তাহাকে বলে **উপাধি**। অন্তঃকরণকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিলে, অন্তঃকরণোপহিত, তাহার প্রকাশক ও তদধিষ্ঠানভূত সেই চৈতন্যকে **সাক্ষিচৈতন্য** বলা হয়। আর অন্তঃকরণকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিলে, সেই অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রমাতৃচৈতন্য বলা হয়]। জলাধার হইতে জলধারা নির্গত হইয়া কোন পাত্রে পতিত হইলে তাহা যেমন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের পথে অন্তঃকরণের বৃত্তি ঘটাদি বিষয়দেশে গমন করিয়া তত্তৎ বিষয়াকার ধারণ করে। তাহার ফলে, গৃহমধ্যে নীত যে ঘট, সেই ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন গৃহমধ্যস্থ আকাশের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ে। সেইরূপে অন্তঃকরণবৃত্তি-অবলম্বনে বিষয়দেশে উপনীত প্রমাতৃচৈতন্য এবং বিষয়-চৈতন্য তাহাদের [যথাক্রমে অন্তঃকরণ ও ঘটাদিরূপ] উপাধিদ্বয়ের একই কালে ব্রহ্মরূপ একই অধিষ্ঠানে একত্র সমাবেশবশতঃ জগদুপাদান সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত তাহারা

* ইহা সমধিক প্রচলিত বেদান্তপরিভাষার অনুসরণে পরিস্কৃত। প্রমাতৃচৈতন্যবিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও সিদ্ধান্তবিন্দুতে (চৌখাম্বা ২৬১ পৃঃ হইতে দ্রঃ) আচার্য্যপাদ মধুসূদন ও ন্যায়-রত্নাবলীকার প্রমাণচৈতন্যবিষয়ে আরও সূক্ষ্ম বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—বিষয়প্রত্যক্ষ-কালে চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারে যে অন্তঃকরণবৃত্তি শরীর হইতে নির্গত হয়, শরীর ও বিষয়ের মধ্যবর্তী, কোনপ্রকার বিশেষ আকাররহিত সেই বৃত্ত্যংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বলা হয়—**প্রমাণ-চৈতন্য**। সেই বৃত্তির যে অংশ ঘটাদি বিষয়কে ব্যাপনকরতঃ তাহার অভিব্যক্তিযোগ্যত্ব সম্পাদন করে, সেই ঘটাদ্যাকারা বৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বলা হয়—**প্রমিতিচৈতন্য**। ন্যায়রত্নাবলীকার ইহাকে **প্রমাচৈতন্য** (ঐ ২৬৮ পৃঃ) বলিয়াছেন। [এইভাবে উপরে বর্ণিত প্রমাণচৈতন্যের উপাধিভূত অন্তঃকরণবৃত্তি দুইভাগে বিভক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে]। বিষয়ের অধিষ্ঠানভূত যে অজ্ঞাত ব্রহ্মচৈতন্য, তাঁহাকে বলা হয়—**প্রমেয়চৈতন্য**। [ইহা বস্তুতঃ উপরে বর্ণিত বিষয়চৈতন্যের নামান্তর]। উক্ত প্রমেয়চৈতন্য যখন বিষয়াকারাবৃত্তিতে অভিব্যক্ত (—নিবৃত্তাবরণ) হইয়া ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে বলা হয়—**ফলচৈতন্য**। এই শেষোক্ত বিষয়ে পরে ১৬৮–৭০ পৃঃতে আরও আলোচনা করা হইবে।

ভাবদীপিকা [বিষয়প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া]

অভিন্ন হইয়া পড়ে। [ইহাকে **অভেদাভিব্যক্তি** বলা হয়]। তাহার ফলে ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত বিষয়প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন যে প্রমাতৃচৈতন্য, তাহা নিজের উপর অধ্যস্ত ঘটাদিবিষয়কে জানিতে পারে। এই প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া 'নানা জীব অঙ্গীকারকারী' **অবচ্ছেদ**বাদিগণের (২।৬৩৯ পৃঃ) সম্মত। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই মতে অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যই বিষয়প্রকাশক। উক্তপ্রকারে তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়ায় প্রমাতা জীব স্বাধ্যস্ত ঘটাদি বিষয়কে জানিতে পারে। নানাজীববাদে **আভাস**বাদসম্মত প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া ১৬৯-৭০ পৃঃতে দ্রঃ।

[একজীববাদে বিষয়প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া]

যাঁহারা অবিদ্যোপহিত, বা অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত একটী মাত্র ব্যাপক জীব স্বীকার করেন, সেই **প্রতিবিম্ববাদিগণের** (২।৬৩৯ পৃঃ) মতে উক্ত জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সংক্ষেপে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। (ক) **একজীব**বাদিগণের মধ্যে এক দল (—বিবরণমতাবলম্বিগণ, সিদ্ধান্তলেশ, চৌখাম্বা ১৪৬পৃ:) বলেন—ব্রহ্মই জগতের উপাদান। অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত, বা অবিদ্যোপহিত জীব ব্যাপক হইলেও ব্রহ্মচৈতন্যের ন্যায় জগতের উপাদান নহে বলিয়া নিজের সহিত অসম্বদ্ধ ঘটাদিকে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও সূর্য্যের রশ্মি সর্ব্বব্যাপ্ত হইলেও যেমন দর্পণে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, অথবা গোত্বজাতি সর্ব্বগত হইলেও যেমন স্বীয় স্বভাববশতঃ অশ্বপ্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া গোব্যক্তিকেই আশ্রয় করে, ব্যাপক জীবচৈতন্যও তদ্রূপ স্বীয় স্বভাববশতঃ ব্যবহারসম্পাদনের জন্য অন্তঃকরণে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণকে আশ্রয় করে। [তখন ইহা **প্রমাতৃ**চৈতন্য নামে অভিহিত হয়]। জীবচৈতন্যের বিষয়জ্ঞানসম্পাদনের জন্য সেই অন্তঃকরণ যখন উক্তপ্রকারে বৃত্তির দ্বারা ঘটাদি বিষয়দেশে গমন করে, তখন সেই বিষয় অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া তুলাবিদ্যার * দ্বারা **অনাবৃত** জীবচৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। ফলে জীবচৈতন্য সেই স্থলে অভিব্যক্ত হয়। যেমন অভাস্বর স্তম্ভ প্রভৃতিতে জলপ্রক্ষেপ করিলে তাহাতে মুখের প্রতিবিম্বগ্রহণের যোগ্যতা হয়; তদ্রূপ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে অভাস্বর ঘটাদি পদার্থের জীবচৈতন্যের প্রতিবিম্বগ্রহণের যোগ্যতা হয়। [এই যে ঘটাদি পদার্থের চিৎপ্রতিবিম্বগ্রহণ, ইহাকে **চিদুপরাগ** বা 'চিৎসম্বন্ধ', বলা হয়।]. এইপ্রকারে অন্তঃকরণবৃত্তিকে অবলম্বনকরতঃ বিষয়ে প্রতিবিম্বিত ব্যাপক জীবচৈতন্য সেই স্থলে অভিব্যক্ত হইয়া বিষয়কে প্রকাশ করে। ফলে জীবের তত্তৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়। **(খ) একজীব**বাদিগণের মধ্যে অপর দল বলেন—অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত, বা অবিদ্যোপহিত জীবই জগতের উপাদান (সিদ্ধান্তবিন্দু, চৌখাম্বা ২৭২ পৃঃ)। ব্যাপক অবিদ্যোপহিত সেই জীব ব্যাপক হওয়ায় ঘটাদিবিষয়েরও অধিষ্ঠান। কিন্তু মূলাবিদ্যার অবস্থাবিশেষ যে তুলাবিদ্যা, তাহার দ্বারা জীবচৈতন্য **আবৃত** থাকে বলিয়া জীব স্বাশ্রিত ঘটাদি বিষয়কে সর্ব্বদা জানিতে পারে না। ব্যাপক জীবের বিশেষাভিব্যক্তিস্থানভূত যে অন্তঃকরণ, তাহা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বৃত্তিরূপে বিষয়দেশে গমন করিলে, ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠানভূত জীবচৈতন্যনিষ্ঠ তুলাবিদ্যারূপ আবরণের নাশ

* ব্রহ্মস্বরূপের আচ্ছাদক অবিদ্যার (—অজ্ঞানের) নাম—মূলাবিদ্যা। উপাধিযুক্ত চেতনের আচ্ছাদক অবিদ্যার নাম—অবস্থাজ্ঞান, বা তুলাবিদ্যা।

ভাবদীপিকা [অনির্ব্বচনীয় পদার্থের উৎপত্তি]

হয়। [ইহাকে 'আবরণের অভিভব', বা **আবরণভঙ্গ** বলা হয়।] তাহার ফলে জীব স্বাশ্রিত ঘটাদি পদার্থকে জানিতে পারে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই মতদ্বয়ে জীবচৈতন্যই বিষয়প্রকাশক (ন্যায়রত্নাবলী, চৌখাম্বা ২৭৬ পৃঃ)। অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিকর্ম্মব্যবস্থা (৪৭৮ পৃঃ) এবং সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে। তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। একজীববাদ কিন্তু ব্রহ্মসূত্রকারের সম্মত নহে, ৪।৩২৪ পৃঃ দ্রঃ।

[নানাজীববাদে অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তিপ্রক্রিয়া]

এক্ষণে দেখা যাউক্ অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তি কিপ্রকারে হয়—কাচাদিচক্ষুরোগদুষ্ট চক্ষুর সহিত যখন রজ্জুর সন্নিকর্ষ হয়, তখন নেত্রদ্বারে যে অন্তঃকরণের বৃত্তি নির্গত হয়, সেই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য, ইদংরূপে (—'ইহা' এইরূপে) প্রতিভাত যে রজ্জুরূপ বিষয়, সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্য এই চৈতন্যত্রয় পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অভিন্ন হইলেও, ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ অন্তঃকরণবৃত্তি রজ্জুর আকার ধারণ না করায় "ইহা রজ্জু", এইপ্রকারে রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান হয় না। কিন্তু "ইদম্" এইপ্রকার একটী সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়। তাহার ফলে "ইহা কি" তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হওয়ায়, ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ উক্ত প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অভিন্ন যে ইদংরূপে প্রতিভাত বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্য, তদাশ্রিতা অবিদ্যাতে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। কার্য্যের অভিমুখতারূপ অবস্থার নাম ক্ষোভ। অতঃপর রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকায় ঐ সাদৃশ্যরূপ প্রমেয়গত দোষ এবং ভয় প্রভৃতি প্রমাতৃগত দোষের দ্বারা, বল্মীকাদিতে পূর্ব্বানুভূত যে সর্প, সেই সর্পবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ হয়। তাহার পর উক্ত প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অভিন্ন যে রজ্জু-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্য, তদাশ্রিতা বিক্ষুব্ধা অবিদ্যা উদ্বুদ্ধ সর্পসংস্কাররূপ সহকারিকারণ সহকৃত হইয়া সর্পরূপ বিষয়াকারে [ইহাই **অর্থাধ্যাস**] এবং তাহার জ্ঞানাকারে [ইহাই **জ্ঞানাধ্যাস**] পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর "ইহা সর্প" এইপ্রকার জ্ঞান হয়। এই প্রক্রিয়া **অনেকজীববাদসম্মত**।

[একজীববাদে অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তিপ্রক্রিয়া]

একজীববাদে এই অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রায় একইরূপ। ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান না হওয়ায় রজ্জুর অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্যনিষ্ঠ, অথবা জীবচৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যাতে ক্ষোভ হয় এবং তাহার ফলে প্রাতিভাসিক সর্পাদির উৎপত্তি হয়।

[অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস বিষয়ে বিভিন্ন মত]

যাহাহউক্, পূর্ব্বোক্ত অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস (২৬ পৃঃ) বিষয়ে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। ১। **কেহ** বলেন—রজ্জু-অবচ্ছিন্নচৈতন্যাশ্রিতা যে অবিদ্যা, তাহার তমোগুণাংশ সর্পরূপ বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং সাক্ষিচৈতন্যাশ্রিতা অবিদ্যার সত্ত্বগুণাংশ সর্পের জ্ঞানরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে বিভিন্ন অধিষ্ঠানে বিষয় ও তাহার জ্ঞান স্বীকার করিবার হেতু এই—যদি রজ্জু-অবচ্ছিন্ন চেতনকে সর্পাধ্যাস ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা হয়, তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ ব্যাবহারিক যাবতীয় জ্ঞান প্রমাতার [প্রাতিভাসিক স্থলে—সাক্ষিচৈতন্যের] হয়, বাহ্য রজ্জু-অবচ্ছিন্নচৈতন্যের নহে। আবার সাক্ষিচৈতন্যকেও উক্তপ্রকারে সর্প ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে সাক্ষিচৈতন্যের উপাধি যে অন্তঃকরণ সেই অন্তঃকরণদেশেই প্রাতিভাসিক সর্পাদির প্রতীতি স্বীকার

ভাবদীপিকা [অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ]

বলিতে হইবে; বাহ্যদেশে নহে, ইহা অনুভববিরুদ্ধ। ২। **অপরে** বলেন—রজ্জ্বাকার-অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাশ্রিতা (—প্রমাণচৈতন্যাশ্রিতা) অবিদ্যার তমোগুণাংশ সর্পরূপ বিষয়াকারে এবং উক্ত অবিদ্যারই সত্ত্বগুণাংশ সর্পজ্ঞানাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই মতবাদিগণ বলেন—এইপ্রকার স্বীকার করিলে একই রজ্জুতে বিভিন্ন ব্যক্তির সর্প, দণ্ড, জলধারা ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার প্রতীতি সম্ভব হয়; কারণ যাহার বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাশ্রিতা অবিদ্যা যাদৃশ উদ্বুদ্ধ সংস্কার সহযোগে যদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষের তাদৃশ প্রতীতি হয়, অপরের তাহা হয় না। যদি রজ্জু-অবচ্ছিন্নচৈতন্যকে সর্প ও দণ্ডাদি প্রাতিভাসিক * পদার্থের অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূত যে সর্প ও দণ্ডাদি বিভিন্ন পদার্থ, সেই সকলের জ্ঞান একই ব্যক্তির হওয়া উচিত হইয়া পড়িবে; ইহা অনুভববিরুদ্ধ। [উদ্বুদ্ধসংস্কার সহকারিরূপে থাকায়, এই মতে নানাপ্রকার আপত্তি করা যাইতে পারে। সেই সকল অবতারণার স্থল ইহা নহে]।

[সত্য, বা মিথ্যা স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কারই অধ্যাসের সহকারিকারণ।]

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে—এই যে পূর্ব্বানুভূত সর্পসংস্কারের উদ্বোধ হইয়া রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, উক্ত পূর্ব্বানুভূত সর্প যে সত্য সর্পই হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। সত্য অথবা মিথ্যা যেপ্রকারই হউক্ না কেন, **স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কারই** অধ্যাসের সহকারিকারণ।

[সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ ও দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জগদধ্যাস, তাহার হেতু।]

এইরূপে কাচাদি দোষবশতঃ রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, মূলাবিদ্যারূপ দোষবশতঃ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জগৎপ্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞানজন্য অনাদি সংস্কারই উক্ত জগদধ্যাসের প্রতি সহকারিকারণ। ইহাই **সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ**। এই মতে জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয়। **দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে**—জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাবহারিক সত্তাও অঙ্গীকৃত হয় না। এই মতে অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, জীবরূপে প্রতিভাত ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে তৎকালেই যুগপৎ প্রতিভাত হয়। স্বপ্নই ইহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নকালে যেমন মনে হয়, "এই যে গিরিসমুদ্রাদিসমন্বিত জগৎ, ইহা বহুকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে"; বস্তুতঃ কিন্তু তাহা স্বপ্নকালেই উৎপন্ন এবং স্বপ্নভঙ্গেই বাধিত হইয়া যায়; দৃষ্টিসৃষ্টিবাদেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় যাবতীয় প্রপঞ্চ তৎকালেই বাধিত হইয়া যায়। "আমি মুক্ত, অপরে অমুক্ত", এইপ্রকার জ্ঞান এই মতে সম্ভব হয় না। শাস্ত্রে বর্ণিত শুকদেবাদির মুক্তি এই মতে অর্থবাদমাত্র, স্বপ্নে কল্পিত নানা পুরুষের ন্যায় শুকদেবাদিও স্বপ্নপুরুষ মাত্র। ঈশ্বরও তদ্রূপ জীবকল্পিত। উত্তমভূমিকারূঢ় নির্গুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে এইপ্রকার প্রতিভাত হয়, ইহা শাস্ত্রকারগণ বলেন। ইহাই সংক্ষেপে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ।

* বেদান্তমতে চারিপ্রকার সত্তা অঙ্গীকৃত হয়, যথা—১। পারমার্থিক সত্তা—যে সত্তার কোন কালে বাধ হয় না, যথা—ব্রহ্মসত্তা। ২। ব্যাবহারিক সত্তা—ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থের সত্তা, যথা পৃথিব্যাদির সত্তা। ব্রহ্মজ্ঞান-ভিন্ন ইহার বাধ হয় না। ৩। প্রাতিভাসিক সত্তা—জীবকল্পিত বস্তুর সত্তা, লৌকিক জ্ঞানদ্বারা ইহার বাধ হয়, যথা—রজ্জুতে সর্পের সত্তা। তুচ্ছসত্তা—যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি নিঃস্বত্বসত্তা। এতদ্দ্বারা অলীকত্বের বোধ মাত্র হয় (২।৩৯১ পৃঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[২৯ পৃঃ] তং কেচিৎ অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ ইতি বদন্তি ।৫ [৬২ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অন্যথাখ্যাতিবাদে এবং আত্মখ্যাতিবাদে অধ্যাসলক্ষণ।]

[কিন্তু অন্যান্য মতাবলম্বিগণ তো এইপ্রকার অধ্যাস অঙ্গীকার করেন না; সুতরাং তোমার এই অধ্যাসলক্ষণ কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—অধিষ্ঠান ও আরোপ্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও "একের অন্যধর্ম্মযোগে প্রতিভাসরূপ" এই অধ্যাস কোন না কোনপ্রকারে অন্যান্য মতবাদেও স্বীকৃত হয়। ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] তাহাকে (—সেই "পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টের অবভাসকে") কেহ কেহ অন্যত্র অন্য ধর্ম্মের অধ্যাস, এইপ্রকার বলেন (৯)।৫

ভাবদীপিকা [অন্যথাখ্যাতিবাদ]

(৯) এইপ্রকার অধ্যাস **১। অন্যথাখ্যাতিবাদী** ন্যায়বৈশেষিকমতাবলম্বিগণকর্ত্তৃক এবং **২। আত্মখ্যাতিবাদী** [বিজ্ঞানবাদী, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক] বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, ইহা "তং কেচিৎ" ইত্যাদি এই ভাষ্যাংশে প্রদর্শিত হইতেছে। [ভামতীমতে এখানে আত্মখ্যাতিবাদমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে]। তন্মধ্যে **ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত ১। অন্যথাখ্যাতিবাদ** এইপ্রকার—(ক) 'এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতিকে' অন্যথাখ্যাতি বলে। খ্যাতি শব্দের অর্থ—প্রতীতি, জ্ঞান বা কথন। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন রজ্জুর সহিত দোষযুক্ত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে, নেত্রগত সেই দোষের প্রভাববশতঃ বল্মীকাদিতে স্থিত যে সত্য সর্প, তাহারই পুরোদেশে প্রতীতি হয়। এই দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত সর্পের যে সম্মুখে খ্যাতি, অর্থাৎ দূরবর্ত্তী বস্তুর যে নিকটবর্ত্তিত্বরূপ অন্য ধর্ম্মযোগে প্রতীতি, তাহাই অন্যথাখ্যাতি। এই মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অংশে সর্পের জ্ঞান যথার্থ, কিন্তু দেশ অংশে তাহার জ্ঞান ভ্রম। ইহা **প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের** মত। **নব্যনৈয়ায়িকগণ** ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—দোষবশতঃ যদি দূরবর্ত্তী সত্য সর্পের সম্মুখে প্রতীতি হয়, তবে যে স্থলে সেই সত্য সর্প আছে, সেই বল্মীকাদি স্থানেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। অন্ধদোষযুক্তেরও ঘটাদির প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং এই মত অসঙ্গত।

(খ) **নব্যনৈয়ায়িকগণের** মতে রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয়, তখন প্রথমতঃ "ইদম্" (—ইহা) এইরূপে রজ্জুর সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান হয় না। 'ইদম্' এইরূপে রজ্জুর সামান্য জ্ঞান হইবার পর বিশেষ জ্ঞানের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নন্ অধ্যাসে বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ কথমুক্তলক্ষণসিদ্ধিঃ ইত্যাশঙ্ক্য অধিষ্ঠানারোপ্যস্বরূপবিবাদেঽপি "পরত্র পরাবভাসঃ" ইতি লক্ষণে সংবাদাদ্যুক্তিভিঃ সত্যাধিষ্ঠানে মিথ্যার্থাবভাসসিদ্ধেঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ইদং লক্ষণমিতি মত্বা অন্যথাত্মখ্যাতিবাদিনোর্ম্মতমাহ—**তং কেচিদিতি।** কেচিৎ—অন্যথাখ্যাতিবাদিনঃ, অন্যত্র—শুক্ত্যাদৌ, অন্যধর্ম্মস্য—স্বাবয়বধর্ম্মস্য দেশান্তরস্থরূপ্যাদেঃ অধ্যাস ইতি বদন্তি। আত্মখ্যাতিবাদিনস্তু বাহ্যশুক্ত্যাদৌ বুদ্ধিরূপাত্মনো ধর্ম্মস্য রজতস্য অধ্যাসঃ, আন্তরস্য রজতস্য বহির্বৎ অবভাস ইতি বদন্তি ইত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা [অন্যথাখ্যাতিবাদ]

আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অতঃপর রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকায় সেই সাদৃশ্যজ্ঞান উদ্বোধক হইয়া বল্মীকাদি স্থলে পূর্ব্বানুভূত যে সর্প, সেই সর্পসংস্কারের উদ্বোধ করে ; অনন্তর পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সত্য সর্পের স্মৃতি হয়। এই স্মৃতিজ্ঞানটী সন্নিকর্ষ হইয়া বল্মীকাদিস্থিত সত্যসর্পের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে। এইপ্রকার যে সন্নিকর্ষ, তাহাকে ন্যায়-বৈশেষিকমতে **জ্ঞানলক্ষণা** নামক অলৌকিক **সন্নিকর্ষ** বলা হয়। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে দৃষ্ট ঐ সত্য সর্পের ধর্ম্ম যে সর্পত্ব, পূর্ব্বোক্ত বিশেষজ্ঞানবিষয়ক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিবার জন্য 'ইদং' পদবাচ্য রজ্জুতে সমবায়-সম্বন্ধে 'প্রকার' বা বিশেষণরূপে তাহার ভান হয় এবং "এইটী সর্প", এইপ্রকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।

(গ) কোন কোন **নৈয়ায়িক** বলেন—রজ্জুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে, সর্পভ্রমে বিলম্ব হয় না বলিয়া, চক্ষুর সহিত রজ্জুর সম্বন্ধ এবং সর্পভ্রমের অন্তরালে উক্তপ্রকার স্মৃতি এবং জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষের ব্যবধান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু যে বস্তুর সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সেই বস্তুর ধর্ম্মই পুরোবর্ত্তী বস্তুতে প্রতীত হয়। রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকায় ঐ সাদৃশ্যজ্ঞানটীর দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট যে সর্প, তদ্বিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ হইলেই, ইদংরূপে প্রতিভাত রজ্জুতে সর্পত্বের প্রতীতি হয় এবং "ইহা সর্প" এইপ্রকার জ্ঞান হয়।

(ঘ) আবার অন্যথাখ্যাতির এমন কতকগুলি স্থল আছে, যেখানে জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ ইত্যাদি উপরোক্ত হেতুগুলি অন্বিত হয় না। যেখানে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য উভয়ের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ থাকা সত্বেও, একটীকে অপর বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাই এতাদৃশ অন্যথাখ্যাতির স্থল। যথা—সম্মুখবর্ত্তী রঙ্গ ও রজত, এই উভয় বস্তুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ থাকিলেও, রঙ্গকে রজতরূপে এবং রজতকে রঙ্গরূপে ভ্রম হয়। "বিশেষাজ্ঞানসহকৃত সাদৃশ্যজ্ঞানই" এতাদৃশ অন্যথাখ্যাতির কারণ ; যেহেতু রঙ্গ ও রজতের মধ্যে যে বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য, তদ্বিষয়ক জ্ঞান না থাকায় এবং রঙ্গ ও রজতের মধ্যে চাকচিক্যরূপ সাদৃশ্যজ্ঞান থাকায়, এতাদৃশ ভ্রম হয়।

যাহাহউক, এইপ্রকার অবান্তর মতভেদ থাকিলেও, "অন্য বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতিরূপ" যে অন্যথাখ্যাতি, এই বিষয়ে সকল নৈয়ায়িকই একমত। প্রস্তাবিত স্থলে "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"রূপ ভ্রমের লক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয়—"অন্যত্র"—রজ্জুতে, "অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"—দেশান্তরস্থ সর্পের ধর্ম্ম যে সর্পত্ব, তাহার অধ্যাস হয়, ইত্যাদি। এই অন্যথাখ্যাতিবাদ কুমারিল-ভট্ট, জৈনসম্প্রদায়, নিম্বার্কাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্যের মতেও কোন না কোন প্রকারে স্বীকৃত হয়। কেহ কেহ বলেন বাহ্যাস্তিত্ববাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণ অন্যথাখ্যাতিবাদী।

স্মরণ রাখিতে হইবে—অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই **সিদ্ধান্ত**সম্মত। অন্যপ্রকার খ্যাতিবাদগুলি সিদ্ধান্তীর খণ্ডনীয় পক্ষ। তত্তৎ খ্যাতিবাদখণ্ডনের জন্য সিদ্ধান্তপক্ষ যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা অতীব জটিল ও বহু বিস্তৃত। সুতরাং প্রস্তাবিত স্থলে আলোচ্য নহে। তথাপি জিজ্ঞাসুর তৃপ্তির জন্য অতি সংক্ষেপে তাহার দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইতেছে। প্রত্যেকটী খ্যাতিবাদ বর্ণনার শেষে তাহা প্রদর্শিত হইবে। প্রস্তাবিত স্থলে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অন্যথাখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে, যেহেতু দূরবর্ত্তী সর্প বা তাহার ধর্ম্ম সর্পত্বের, কদাপি সন্নিকৃষ্ট রজ্জুতে প্রতীতি হইতে পারে না ; কারণ দূরবর্ত্তী তাহাদের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ থাকে না। আর জ্ঞানলক্ষণারূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষদ্বারাও উক্ত দূরবর্ত্তী সর্প বা সর্পত্বের প্রত্যক্ষ

ভাবদীপিকা [বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতিবাদ]

জ্ঞান স্বীকার করা যায় না; কারণ তাহা হইলে উক্তপ্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারাই দূরবর্ত্তী পর্ব্বতস্থ বহ্নির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার কোন বাধা থাকিবে না। আর তাহা স্বীকার করিলে অনুমান প্রমাণেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। সুতরাং **জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ স্বীকার্য্য নহে**। আর ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে কেবল সংস্কারের দ্বারা সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুতে তাদৃশ সর্প, বা সর্পত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিলে স্মৃতিজ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিতে হইবে; কারণ "সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ"—'কেবল সংস্কার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই **স্মৃতি** বলে'। সুতরাং কথিত রীতিতে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্প প্রভৃতির প্রতীতি সম্ভব হয় না বলিয়া এই অন্যথাখ্যাতিবাদ যুক্তিসহ নহে। যেখানে আরোপ্য ও অধিষ্ঠান উভয়ই উপরোক্ত রঙ্গ ও রজতের ন্যায়, অথবা স্ফটীক ও জপা কুসুমের ন্যায় প্রত্যক্ষ, তাদৃশ স্থলে অন্যথাখ্যাতিবাদ **সিদ্ধান্তি**কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হয়। অন্যত্র অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই স্বীকার্য্য।

২। **আত্মখ্যাতিবাদ**—ইহা (ক) **বিজ্ঞানবাদী** এবং (খ) **সর্ব্বাস্তিত্ববাদী** (—সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক) বৌদ্ধগণের মতবাদ। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ যেমন অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করেন, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণও তদ্রূপ আত্মখ্যাতির দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করেন। অন্যথাখ্যাতিবাদের ন্যায় ইহা লোকমধ্যে দৃষ্ট ভ্রমজ্ঞানের হেতুনির্ণায়ক মতবাদমাত্র নহে।

(ক) **বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধগণের আত্মখ্যাতিবাদ** এইপ্রকার—ইঁহারা বলেন, একমাত্র আন্তরবিজ্ঞান বা বুদ্ধি নামক বস্তুই আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত বাহ্য কোন বস্তু নাই। এই বিজ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ এবং বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক। এই যে রূপরসাদিবিশিষ্ট বাহ্য জগৎ, তাহা পরমার্থতঃ বাহ্য নহে, কিন্তু সমস্তই আন্তর বিজ্ঞানমাত্র; অন্তরেই তাহাদের প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ আন্তর বা বাহ্য বস্তু বলিয়া যাহা কিছু আমরা ব্যবহার করি, তাহা আমাদের বুদ্ধির, অর্থাৎ বিজ্ঞানেরই আকার মাত্র। নিরাকার বিজ্ঞান (—বুদ্ধি) কেবলমাত্র মুক্তিদশাতেই থাকে। এই সাকার এবং নিরাকার উভয়প্রকার বিজ্ঞানই ক্ষণিক, তাহারা এক ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই আর একটী সদৃশ বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এক ক্ষণও উহার স্থিতি হয় না। এইরূপে বিজ্ঞানসকলের একটী ধারা চলিতেছে। যেমন ঘটকে একটী বস্তু বলিয়াই আমরা বুঝি, ইহা কিন্তু ঘটাকার বিজ্ঞানধারা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। একটী ঘট যে আমাদের নিকট অনেকক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ, এক ক্ষণে উৎপন্ন একটী ঘটাকার বিজ্ঞান, ঠিক্ তাহার পরবর্ত্তী যে তাহার নাশক্ষণ, সেই নাশক্ষণে তাহা হইতে উৎপদ্যমান আর একটী ঘটাকার বিজ্ঞানে তাহার আকারের সাদৃশ্যরূপ ধর্ম্মটীকে সংক্রামিত করিয়াই স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। এইপ্রকারে পূর্ব্ব বিজ্ঞানের সাদৃশ্যযুক্ত, সুতরাং একাকার একটী ক্ষণিক ঘটবিজ্ঞানের ধারা চলিতেছে বলিয়া আমাদের নিকট একটী অনেকক্ষণস্থায়ী ঘটবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। বর্ত্তমান যুগের বৈদ্যুতিক আলোকই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তড়িৎশক্তি প্রতিক্ষণেই নব নব হইলেও, আলোক একটী বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই মতে সমস্ত বস্তুই, অর্থাৎ তত্তৎ আকারবিশিষ্ট সমস্ত বিজ্ঞানই আন্তর বিজ্ঞানরূপে সত্য, কিন্তু তাহাদের যে বাহ্যদেশে ঘটাদিরূপে প্রতীতি, তাহাই ভ্রম। "ইহা পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও ভ্রম।

ভাবদীপিকা [বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতিবাদ]

[এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে—**বেদান্তমতে** এই ঘটাকার জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান মাত্র; সাধারণতঃ অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য জ্ঞান ও ধারাবাহিক জ্ঞান ব্যতিরিক্ত স্থলে তাহা এক ক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিত এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বৃত্তিজ্ঞানের আকার, অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি বিষয়ের অনুরূপ। ইহাই এই স্থলে বিজ্ঞানবাদের সহিত বেদান্তমতের প্রভেদ। বিজ্ঞানবাদীর এই যে বিজ্ঞান, ইহা বেদান্তবাদীর জ্ঞানের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বস্তু; ন্যায়মতাবলম্বীর জ্ঞানের ন্যায় পরতঃ প্রকাশ নহে। **নৈয়ায়িক**গণ এই বুদ্ধি, বা বিজ্ঞানকে আত্মার গুণ বলেন।]

যাহাহউক, **বিজ্ঞান**বাদীর এই ক্ষণিক বিজ্ঞান দুই প্রকার—**প্রবৃত্তি**বিজ্ঞান ও **আলয়**-বিজ্ঞান। ঘট, পট প্রভৃতির আকারবিশিষ্ট যাবতীয় বিজ্ঞানকে এই মতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়। আর উক্ত ঘটপটাদির আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানসকলের যাহা দ্রষ্টা, তাহাই 'আমি'পদবাচ্য বস্তু, তাহাকেই "আলয়বিজ্ঞান", বা "আত্মা" বলা হয়। সুতরাং এই মতবাদে এই ক্ষণিকবিজ্ঞান ভিন্ন পৃথক্ কোন আত্মা নাই। এইহেতু এই মতবাদিগণকে নৈরাত্ম্যবাদী বলা হয়। এই আলয়-বিজ্ঞানও প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও একটী স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হয় বলিয়া "সেই আমি" এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। ইহাকে যে স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, অথবা 'সেই আমি' এইপ্রকারে স্থায়িত্বের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা ভ্রম মাত্র। [প্রত্যক্ষ ও স্মরণাত্মক জ্ঞানকে **প্রত্যভিজ্ঞা** বলে]। এইরূপে এই মতে একমাত্র বুদ্ধি, বা বিজ্ঞানরূপ আত্মাকেই জ্ঞেয় বস্তু ও জ্ঞাতা আত্মা বলা হয় বলিয়া এই মতবাদকে আত্মখ্যাতিবাদ বলা হয়।

এই বিজ্ঞানধারা যে ঘটপটাকার বা অহমাকার ধারণ করে, তাহার কারণ, প্রত্যেক বিজ্ঞানের তত্তদাকারে আকারিত হইবার সংস্কার (—বাসনা ২।৪১৪ পৃঃ দ্রঃ]। অনাদি সংসারে বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই সংস্কারসকল এবং বিজ্ঞানসকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অনাদি-কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায় যে, সংস্কার-বশতঃই হয় জ্ঞানের বৈচিত্র্য এবং জ্ঞান হইতেই হয় নব নব সংস্কারের উৎপত্তি। এইরূপে অনাদি সংস্কারবশতঃই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে প্রতিক্ষণেই তত্তদাকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেরই উৎপত্তি হয় এবং আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রতিক্ষণেই আলয়বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এইভাবে এই ক্ষণিকবিজ্ঞানের ধারা চলিতেছে এবং তাহাই জীব ও জগদ্রূপে প্রতীত ও ব্যবহৃত হইতেছে। **কোন** কোন **বিজ্ঞান**বাদী বলেন—আলয়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপত্তি, অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞানধারাই 'ঘট' 'পট' ইত্যাকার জ্ঞানধারাতে পরিণত হয়। আর এইহেতুবশতঃই ঘটপটাদির আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানধারার মধ্যে 'আমি জ্ঞাতা' এই ভাবটীও সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে। **অপর** বিজ্ঞানবাদীর মতে—আলয়বিজ্ঞানধারাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারা হইতে স্বতন্ত্র বলা হয়। এই মতে আলয়বিজ্ঞানধারাতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারার লয়চিন্তনপূর্ব্বক যে নির্ব্বিশেষ ক্ষণিকবিজ্ঞানধারারূপে অবস্থিতি, তাহাই পরমপুরুষার্থরূপ **মোক্ষ** (২।৩৭৯ পৃঃ দ্রঃ)। ইহাই সংক্ষেপে **ক্ষণিক**বিজ্ঞানবাদ, বা **যোগাচার** মত।

এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে ভ্রম স্থলে "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ" লক্ষণটীর সমন্বয় এইপ্রকার— **(ক)** "অন্যত্র" অর্থাৎ—অলীক যে বাহ্য "ইদং"রূপে প্রতিভাত শুক্তিকাকার বিজ্ঞান, তাহাতে, 'অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ'—আন্তরবিজ্ঞানের ধর্ম্ম (—আকার) যে রজত, তাহার অধ্যাস। **(খ)** কিন্তু

ভাবদীপিকা [বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতিবাদ]
এখানে গূঢ়ার্থ এইপ্রকার—এই মতে রজত বাহ্য কোন বস্তুতে আরোপিত হয় না, কিন্তু আন্তর-বিজ্ঞানাকার যে সত্য রজত [ইহাই এখানে 'অন্যত্র' শব্দে গ্রহণীয়], তাহাতে কল্পিত বাহ্য-শুক্তিকাদিবিজ্ঞানগত ইদন্তারূপ ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, অর্থাৎ তাহাকে "ইহা" এইরূপ বোধ হয়। [ইহাই অন্যধর্ম্মাধ্যাস]। তাৎপর্য্য এই—আন্তরবিজ্ঞানাকার যে রজত, তাহাতে যখন বাহ্যতারূপ "ইদন্তার" (—তদাকার বিজ্ঞানের) আরোপ হয়, তখন 'ইহা বাহিরে অবস্থিত রজত', এইপ্রকার বোধ হয়। বিজ্ঞানের অনাদিসংস্কারই এতাদৃশ আরোপের হেতু। "আন্তরস্য রজতস্য বহির্বদবভাসঃ", ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে **রত্নপ্রভা**কার এই কথাই বলিয়াছেন। "নেদং রজতম্ ইতি বাধস্য ইদন্তামাত্রবাধেনোপপত্তেঃ", ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে শুক্তিরজতের বাধের বিচারকালে **ভামতী**কার বলিয়াছেন—"আন্তরবিজ্ঞানাকার রজতে 'ইদন্তারই' বাধ হয়, রজতের নহে। বাহিরে বাধিত হইলেও আন্তরবিজ্ঞানে বিজ্ঞানাকার তাদৃশ রজত বর্ত্তমান থাকে", ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, প্রথমোক্ত প্রকারে যদি অলীক শুক্তিকাতে রজতের অধ্যাস স্বীকার করা হয়, তবে রজতেরই বাধ হওয়া উচিত হইবে, কারণ আরোপিতেরই বাধ হয়। তাহাতে আর 'ইদন্তার' বাধ হইবে না, অথচ 'ইদন্তার' বাধের কথাই ভামতীমধ্যে বলা হইয়াছে। সেইহেতু, "অনত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ" স্থলে আন্তরবিজ্ঞানাকার রজতে 'ইদন্তা'রূপ বহিষ্টের অধ্যাসই বুঝিতে হইবে। সরলভাবে বলিতে গেলে বিজ্ঞানবাদীর মতে অধ্যাসস্থলে বস্তুস্থিতি এইপ্রকার দাঁড়ায়—যখন 'ইয়ং শুক্তিকা' এই আন্তরবিজ্ঞানের 'ইয়ম্'কার বিজ্ঞানধারা চলিতে থাকে, সেই সময়ে যদি বিজ্ঞানস্থিত সংস্কারবশতঃ রজতাকার বিজ্ঞানধারা চলিতে আরম্ভ করে, এবং উক্ত 'ইয়ং শুক্তিকার' 'ইয়ম্'-ইত্যাকার বিজ্ঞানধারারূপ বহিষ্ট ধর্ম্ম যদি সেই রজতাকার বিজ্ঞানধারাতে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলেই 'ইদম্'রূপে প্রতিভাত শুক্তিকাবিজ্ঞানে রজতভ্রম সম্ভব হয়। আর সেইহেতু উক্ত ইদন্তারূপ বহিষ্ট ধর্ম্মের বাধ হইলেই বাহ্যরূপে প্রতিভাত রজতেরও বাধ হইয়া যায়। ইহাই বিজ্ঞানবাদে লোকসিদ্ধ "ভ্রমের প্রক্রিয়া"।

[এই বিজ্ঞানবাদিসম্মত আত্মখ্যাতিবাদের খণ্ডন প্রসঙ্গে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতে রজত আন্তর, বাহ্যদেশে তাহার অস্তিত্ব নাই', ইহা অনুভববিরুদ্ধ; কারণ সকলেই পুরোবর্ত্তিরূপেই রজতকে প্রত্যক্ষ করে, কেহই সুখাদির ন্যায় তাহাকে অন্তরে অনুভব করে না। আর এই রজতের আন্তরতাসাধক কোন যুক্তিও নাই। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, রজতাকার আন্তরবিজ্ঞানের বাহ্যত্ব প্রতীতি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—এই যে বাহ্যরূপে প্রতীয়মান আন্তর রজত, তাহা (ক) স্বয়ংপ্রকাশ, অথবা (খ) অন্যসংবেদ্য? যদি (ক) স্বয়ংপ্রকাশ হয়, তবে উহাকে নিত্য ও ব্যাপক বলিতে হইবে; সুতরাং তাহাতে বাহ্যের বাধ সঙ্গত হইবে না এবং স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুকে ভ্রমাত্মকও বলা যাইবে না। আর (খ) তাহা যদি অন্যসংবেদ্য হয়, তবে বৌদ্ধগণ যে বিজ্ঞানকে স্বয়ংপ্রকাশ বলেন, তাহা ত্যক্ত হইবে। ক্ষণিক-বিজ্ঞানসকলের মধ্যে কার্য্যকারণভাব, একটী হইতে অপরটীতে সংস্কার সংক্রমণ, ইত্যাদি বহু বিপ্রতিপত্তি এই মতে আছে। তর্কপাদে (২ অধ্যায় ২ পাদে) ইহাদের বহুল আলোচনা হইবে।

(খ) **সর্ব্বাস্তিত্ববাদী** (—বাহ্যাস্তিত্ববাদী) বৌদ্ধগণের **আত্মখ্যাতিবাদ** এইপ্রকার —ইঁহারা বিজ্ঞান এবং বাহ্য বস্তু উভয়ই স্বীকার করেন। এই মতে বাহ্য বস্তু বিজ্ঞানের আকার

ভাবদীপিকা [বাহ্যাস্তিত্ববাদীর আত্মখ্যাতিবাদ]
মাত্র নহে, কিন্তু বিজ্ঞানাতিরিক্ত তাহাদের স্বতন্ত্র সত্য সত্তা আছে। এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদিগণ দুই দলে বিভক্ত, যথা—সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক। তন্মধ্যে **সৌত্রান্তিকগণ** বলেন—পরমাণুপুঞ্জরূপ যে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থ, তাহা বিদ্যমান আছে, তবে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু তদাকার জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। আর তাদৃশ জ্ঞানের আকারদৃষ্টে সেই বাহ্যপদার্থের অনুমান করা হয়। সুতরাং এই মতে সমস্ত বাহ্যবস্তুই অনুমেয়। **বৈভাষিক** বলেন—বাহ্য পদার্থ সত্যই বিদ্যমান আছে এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এই উভয় মতেই ঘটপটাদি বস্তুসকল পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে; অর্থাৎ তত্তৎ বস্ত্বাকার পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী নামক কিছুই নাই। বৈভাষিকমতে একটী পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও, পরমাণুসমষ্টির তাহা হয়।

[স্মরণ রাখিতে হইবে—বেদান্তী প্রভৃতি অন্যমতাবলম্বিগণ, পরমাণুপুঞ্জরূপ যে অবয়বসমষ্টি, তাহা হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করেন; কারণ পরমাণুসকল অতীন্দ্রিয় হওয়ায় তৎসমষ্টিরও প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না; অথচ ঘটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার্য্য। পরমাণুসকল দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই অবয়বীর অবয়বস্বরূপ]।

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক উভয় মতেই ঘটাদি বাহ্যপদার্থ এবং আন্তরবিজ্ঞান উভয়ই ক্ষণিক। ইঁহাদের উভয়ের মতেই ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানই (—বিজ্ঞানস্কন্ধই, ২।৩৪১ পৃঃ) আত্মা। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়কার শ্রীকৃষ্ণ ধূর্জটী দীক্ষিত বলেন—"এই উভয় মতেই ক্ষণিক বাহ্যপদার্থসকলই আত্মা। তবে সৌত্রান্তিক বলেন—তাহা অনুমেয় এবং বৈভাষিক বলেন—তাহা প্রত্যক্ষ, ইহাই প্রভেদ"। এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদকে বাহ্যাস্তিত্ববাদও বলা হয়। দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বাহ্যাস্তিত্ববাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে ইহার অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবে। এখানে "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"রূপ অধ্যাসলক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয়—(ক) যাঁহারা আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে—'অন্যত্র'—বাহ্য সত্য শুক্তিকাতে, "অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"—আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানের ধর্ম্ম (—আকার) যে রজত, তাহার অধ্যাস, ইহাই "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাস"। (খ) আর যাঁহারা ক্ষণিক বাহ্য বস্তুকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে, 'অন্যত্র'—বাহ্য সত্য শুক্তিকাতে, 'অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ'—বাহ্য সত্য রজতের ধর্ম্ম যে রজতত্ব, তাহার অধ্যাস, ইহাই 'অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাস' ইহা বস্তুতঃ অন্যথাখ্যাতিই হইল।

বাহ্যাস্তিত্ববাদিগণের এই আত্মখ্যাতিবাদ কিন্তু সিদ্ধান্তীর অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি, বা বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতির ন্যায় জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপনির্ণায়ক নহে; পরন্তু অন্যথাখ্যাতিবাদের ন্যায় লোকসিদ্ধ ভ্রমসম্বন্ধী মতবাদ বিশেষ। যাঁহারা আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে দোষবশতঃ বাহ্য সত্য শুক্তিকাতে আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ আত্মার আকারভূত রজতের প্রতীতি হয় বলিয়া এই মতবাদকে আত্মখ্যাতিবাদ বলা হয়। আর যাঁহারা বাহ্য বস্তুকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে যাহা কিছু জ্ঞান, সকলই আত্মবিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় এই মতবাদকে আত্মখ্যাতিবাদ বলা হয়। এই বাহ্যাস্তিত্ববাদে আর একটী বিশেষ এই—এই মতে যথার্থ জ্ঞানের বিষয় যে সত্য রজত, তাহা বাহ্য; কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয় যে রজত, তাহা আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানের আকার হওয়ায় 'আন্তর'। ইঁহারা বলেন—এইরূপ স্বীকার না করিলে, ভ্রমজ্ঞানকালে একই শুক্তিকাতে সকল ব্যক্তিরই রজতের প্রতীতি

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৩৬ পৃঃ] **কেচিৎ তু যত্র যদধ্যাসঃ তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ ভ্রমঃ ইতি।**৬ [৪৪ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অখ্যাতিবাদে অধ্যাসলক্ষণ]

[সেই "পরত্র পরাবভাসবিষয়ে"] কিন্তু কেহ কেহ বলেন, যেখানে যাহার অধ্যাস হয়, [সেখানে] তাহাদের (—অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের) বিবেকাগ্রহনিবন্ধন (—ধর্ম্মিদ্বয়ের এবং তাহাদের যথার্থ জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্যজ্ঞানের অভাববশতঃ) যে ভ্রম (—শুক্তিকাতে 'ইহা রৌপ্য' এইপ্রকার যে ভ্রমমূলক ব্যবহার) ইহাই 'অধ্যাস' (১০)।৬

ভাবদীপিকা [প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ]

হইবে, তাহা কিন্তু হয় না। সেইহেতু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়কে অন্তরে স্বীকার করিতে হইবে। এই আত্মখ্যাতিবাদ কাশ্মীরী শৈবসম্প্রদায় এবং ভর্তৃহরি প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণগণকর্তৃকও স্বীকৃত হয়। তবে তাহার মধ্যে অবান্তর প্রভেদ আছে।

সিদ্ধান্তী বলেন—বাহ্যাস্তিত্ববাদীর এই আত্মখ্যাতিও সঙ্গত নহে, কারণ স্বপ্নকাল-ব্যতীত জাগ্রদবস্থাতে রজতাদি পদার্থের আন্তরতা অপ্রসিদ্ধ। শুক্তিকাতে রজতের প্রত্যক্ষকালে সকলে তাহা বাহ্যদেশেই অনুভব করিয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীন অনুভবের অপলাপ সঙ্গত নহে। উক্ত অধ্যস্ত রজতের যদি অন্তরে প্রতীতি হইত, তবে "ইদং রজতম্" এইরূপে তাহার বাহ্যতার অনুভব হইত না। যদি বলা হয়—ইদন্তারূপ বাহ্যতা বাহ্যদেশে সত্য শুক্তিকাতেই থাকে, কিন্তু যে দোষবশতঃ অন্তরে মিথ্যারজতের প্রতীতি হয়, সেই দোষবশতঃই বাহ্যশুক্তিকানিষ্ঠ ইদন্তার আন্তর মিথ্যারজতে প্রতীতি হয়, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—বাহ্য সত্যশুক্তিকানিষ্ঠ ইদন্তার আন্তর মিথ্যারজতে প্রতীতি স্বীকার করিলে বস্তুতঃ অন্যথাখ্যাতিবাদই স্বীকার করা হইবে, তাহাতে বাহ্যাস্তিত্ববাদীর স্বসিদ্ধান্তহানি হইবে, ইত্যাদি।

(১০) **অখ্যাতিবাদ**—এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার ভট্টপাদ কুমারিলের শিষ্য আচার্য্য **প্রভাকরের** অখ্যাতিবাদের কথা বলিতেছেন। তাহা এইপ্রকার—এই মতে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, কারণ জ্ঞান যদি অযথার্থ হয়, তবে পুরুষের জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্রই, সেই উৎপন্ন জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম থাকায় পুরুষের সন্দেহ হইবে—"আমার এই যে জ্ঞান, ইহা যথার্থ, অথবা অযথার্থ"? এইপ্রকার সন্দেহযুক্ত জ্ঞান হইলে পুরুষের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তিই সম্ভব হইবে না; যেহেতু কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেই তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং যাবতীয় জ্ঞানকেই যথার্থজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে স্থলে শুক্তিকাতে রজতদর্শনকরতঃ রজতার্থীর রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেই স্থলে ঐ রজতজ্ঞান একটী সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। সেই স্থলে দুইটী জ্ঞান থাকে, একটী প্রত্যক্ষাত্মক এবং

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অখ্যাতিমতমাহ—**কেচিদিতি**। যত্র যস্য অধ্যাসো লোকসিদ্ধস্তয়োরর্থয়োঃ, তদ্ধিয়োশ্চ ভেদাগ্রহে সতি তন্মূলো ভ্রমঃ, ইদং রূপ্যম্ ইতি বিশিষ্টব্যবহার ইতি বদন্তি ইত্যর্থঃ। তৈরপি বিশিষ্টব্যবহারান্যথানুপপত্ত্যা বিশিষ্টভ্রান্তেঃ স্বীকার্য্যত্বাৎ পরত্র পরাবভাসসম্মতিরিতি ভাবঃ।

ভাবদীপিকা [প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ]

অপরটী স্মরণাত্মক। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তিমিরাদি দোষবশতঃ শুক্তিত্বধর্ম্মযুক্তরূপে শুক্তির বিশেষ জ্ঞান হয় না; কিন্তু 'ইদম্' (—ইহা একটা কিছু) এইরূপ একটী প্রত্যক্ষাত্মক সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়। অনন্তর শুক্তির সহিত দোষসহকৃত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে, লোভাদি প্রমাতৃগত দোষ এবং শুক্তিকানিষ্ঠ চাক্‌চিক্যরূপ প্রমেয়গত সাদৃশ্যদোষবশতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট হট্টস্থ রজতের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়; তদনন্তর রজতের স্মৃতি হয়। যদিও প্রত্যেক স্মৃতিতে "সেই রজত", এইপ্রকারে তত্তাংশযুক্ত (—'সেই' এই অংশযুক্ত) জ্ঞানই হয়; তথাপি ইন্দ্রিয়রূপ প্রমাণগত তিমির দোষ; প্রমাতৃগত লোভ ভয় প্রভৃতি দোষ এবং প্রমেয়গত সাদৃশ্যদোষবশতঃ ঐ তত্তাংশের, অর্থাৎ 'সেই রজত', এই জ্ঞানের "সেই"—এই অংশের প্রমোষ (—লোপ) হয়। প্রথমে উৎপন্ন "ইদম্" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী, স্মৃতির "সেই" এই অংশটাকে উদিত হইতে দেয় না, ইহাও তত্তাংশ প্রমোষের অন্য একটী কারণ। যাহাহউক্, এইপ্রকারে স্মৃতিজ্ঞানের "সেই" এই অংশের লোপ হইয়া যায় বলিয়া, প্রত্যক্ষাত্মক 'ইদম্' এই জ্ঞান এবং স্মরণাত্মক রজতজ্ঞান, এই দুইটী জ্ঞান একই কালে যুগপৎ থাকিলেও, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দুইটী জ্ঞান, ইহা প্রমাতা বুঝিতে পারে না। এইপ্রকারে দুইটী বস্তুর এবং তাহাদের দুইটী সত্য জ্ঞানের "ভেদের অগ্রহ" বশতঃ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ক ভেদের জ্ঞান হয় না বলিয়া, পুরুষের শুক্তিকাতে রজতগ্রহণে প্রবৃত্তিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ব্যবহারসিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষাত্মক ও স্মরণাত্মক এই জ্ঞানদ্বয়ের মিলনে একটী বিশিষ্ট জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এই মতে দুইটী যথার্থ জ্ঞানই পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে হইয়া থাকে, ভ্রমজ্ঞান নামধেয় কোন পদার্থই নাই। তবে রজতবস্তু সেখানে সত্য সত্যই থাকে না বলিয়া তাদৃশ স্থলে রজতগ্রহণে যে প্রবৃত্তি, তাহা ফলাধায়ক হয় না, এই মাত্র।

(ক) এই বিষয়ে **একদল** অখ্যাতিবাদী বলেন—'যদিও এই মতে ভ্রম জ্ঞান নাই, সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, তথাপি কোন কোন স্থলে রজতগ্রহণের প্রবৃত্তি সফল হয় (—রজত প্রাপ্ত হওয়া যায়) এবং কোন কোন স্থলে নিষ্ফল হয় (—রজত প্রাপ্ত হওয়া যায় না); তাহার হেতু—যেখানে রজতত্ববিশিষ্ট রজতজ্ঞান হইয়া রজতার্থীর রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে সেই প্রবৃত্তি সফল হয়, আর যেখানে উক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষাত্মক এবং স্মরণাত্মক জ্ঞানদ্বয়ের ভেদাগ্রহ বশতঃ প্রবৃত্তি হয়, সেখানে প্রবৃত্তি হয় নিষ্ফল। **(খ) অন্য একদল** বলেন—সফল প্রবৃত্তিস্থলেও ভেদাগ্রহই কারণ, অর্থাৎ রজতে রজতের নিজের ভেদের জ্ঞান না থাকাই সফল প্রবৃত্তির হেতু। এই শেষোক্ত মতে কোন স্থলে বিশিষ্টজ্ঞানকে এবং কোন স্থলে ভেদাগ্রহকে যথাক্রমে সফল এবং নিষ্ফল প্রবৃত্তির প্রতি কারণরূপে স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া এবং বিশিষ্টজ্ঞানও স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া লাঘব হয়। ইহাই হইল আচার্য্য প্রভাকরের 'অখ্যাতিবাদ'। 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। 'অখ্যাতি' শব্দের অর্থ—(অ+খ্যাতি) জ্ঞানাভাব, অর্থাৎ 'বিবেকাগ্রহ'। "ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞান" এবং "ইহা স্মৃতিজ্ঞান", এইপ্রকারে জ্ঞানদ্বয়ের এবং সেই জ্ঞানদ্বয়ের যে বিষয়দ্বয়, তাহাদের পার্থক্যজ্ঞানের অভাব থাকে বলিয়া এই মতবাদকে অখ্যাতিবাদ বলা হয়। এই মতে "যত্র যদধ্যাসঃ তদ্‌বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ ভ্রমঃ", এই লক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয়—'যত্র'—যে শুক্তিকাতে, 'যদধ্যাসঃ'—যে রজতের অধ্যাস হয়, "তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ"—সেই শুক্তি ও রজতের এবং তাহাদের যথার্থ জ্ঞানদ্বয়ের যে

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৪২ পৃঃ] অন্যে তু যত্র যদধ্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাম্ আচক্ষতে ইতি ।৭ [৪৭ পৃঃ]

ভাবদীপিকা [প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ]

বিবেকজ্ঞানের (—ভেদজ্ঞানের) অভাব, তন্নিবন্ধন অর্থাৎ সেই ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ [সেই প্রমাত্মক জ্ঞানদ্বয়কে শুক্তি রজতস্থলে] "ভ্রমঃ"—ভ্রম বলা হয়, ইত্যাদি।

এই অখ্যাতিবাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তী বলেন—এই মতবাদ সমীচীন নহে, কারণ শুক্তিকাতে রজতদর্শনানন্তর তদ্গ্রহণে প্রবৃত্ত পুরুষ যখন রজতকে প্রাপ্ত না হয়, তখন বলে— "ইহা রজত নহে, রজতত্বশূন্য শুক্তিকাতে "ইহা রজত", এইপ্রকার ভ্রমাত্মক একটী বিশিষ্ট জ্ঞানই আমার হইয়াছিল"। কিন্তু এইরূপ কেহ বলে না যে, "রজতের স্মৃতি এবং শুক্তিকাজ্ঞানের ভেদাগ্রহবশতঃ আমার রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল", ইত্যাদি। সুতরাং অনুভবের অপলাপ হয় বলিয়া অখ্যাতিবাদীকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, "ইহা রজত" (—ইদন্তা-বিশিষ্ট রজত) এইপ্রকার বিশিষ্টজ্ঞানপূর্ব্বকই তাহার রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত-প্রকারে ভেদাগ্রহবশতঃ হয় নাই। আর এক কথা, শুক্তিকাতে রজতগ্রহণের প্রবৃত্তির হেতুভূত "ইদং রজতম্" এই জ্ঞানটীকে যদি প্রত্যক্ষাত্মক এবং স্মরণাত্মকরূপে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, তদনন্তর যে "নেদং রজতম্" এইপ্রকার বাধজ্ঞান হয়, তাহা কি বুঝাইবে? অর্থাৎ উক্ত বাক্যস্থ 'ন'কারটী কাহার নিষেধ করিবে? (ক) যদি বলা হয়—উক্ত 'ন'কারটী প্রত্যক্ষ যে 'ইদন্তা', তাহার নিষেধ করিবে? তদুত্তরে বলা যায়—এইরূপ বলা চলে না, কারণ "নেদং রজতম্" এই স্থলে ইদন্তার জ্ঞানটী থাকেই; যেহেতু "ইদং ন রজতম্" ইহার অর্থ—"এই যে বস্তু, ইহা রজত নহে"। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—ইদন্তার জ্ঞানটী বাধিত না হইয়া বর্ত্তমানই থাকে। (খ) আর যদি বলা হয়—উক্ত ন-কারটী স্মৃত রজতকে নিষেধ করে। তদুত্তরে বলা যায়—তাহাও বলা যায় না, কারণ বিপণি প্রভৃতিতে সত্য রজতের জ্ঞানকালে রজতের নিষেধাত্মক স্মৃতি হইলেও (—"অমুক বিপণিতে যে রজত দেখিয়াছিলাম, তাহা রজত নহে", এইপ্রকার স্মৃতি হইলেও) উক্ত সত্য রজতগ্রহণে যে প্রবৃত্তি, তাহার অভাব হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইহেতু স্মৃত রজতের নিষেধকে প্রবৃত্তির অভাবের হেতু বলা যায় না। কিন্তু শুক্তিকাতে রজত-বুদ্ধিস্থলে "নেদং রজতম্" এইরূপ বাধজ্ঞান হইলে, শুক্তিকাতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির অভাব দেখা যায়। সুতরাং "নেদং রজতম্" এই স্থলে স্মৃত রজতকে নিষেধের বিষয় বলা যায় না। আর উক্ত স্থলে 'ইদম্' ও 'স্মৃত রজত' ব্যতিরেকে অন্য কোন নিষেধ্য বস্তুও নাই, যাহাকে 'ন'কারটী নিষেধ করিবে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, "ইদং রজতম্" এইপ্রকার বিশিষ্টজ্ঞানবশতঃই শুক্তিকাতে রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, আর পরে "নেদং রজতম্" এইপ্রকারে সেই বিশিষ্টজ্ঞান ও তাহার বিষয় রজত, এই উভয়ের নিষেধবশতঃই রজতগ্রহণ হইতে নিবৃত্তি হয়। সুতরাং ইচ্ছা না করিলেও অখ্যাতিবাদীকে রজতগ্রহণে প্রবৃত্তির হেতুরূপে অবশ্যই "ইদং রজতম্"

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শূন্যমতমাহ—অন্যে তু ইতি। তস্যৈব অধিষ্ঠানস্য—শুক্ত্যাদেঃ, বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাং— বিপরীতো বিরুদ্ধো ধর্ম্মো যস্য তদ্ভাবঃ তস্য রজতাদেঃ অত্যন্তাসত্ত্বঃ কল্পনামাচক্ষতে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[শূন্যবাদে অধ্যাসলক্ষণ]

কিন্তু অপরে যেখানে (—যে অধিষ্ঠানে) যাহার অধ্যাস হয়, তাহারই (—সেই অধিষ্ঠানেরই) বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাকে ["পরত্র পরাবভাস"] বলেন (১১)।৭ (৪৭ পৃঃ)

ভাবদীপিকা [শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতিবাদ]

এইপ্রকার ভ্রমাত্মক বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষাত্মক ও স্মরণাত্মক যথার্থ জ্ঞানদ্বয়ের ভেদাগ্রহকে নহে। অতএব অখ্যাতিবাদ স্বীকার্য্য নহে, ইত্যাদি।

(১১) সরলার্থ—"যত্র" অর্থাৎ যে শুক্তিকারূপ অসৎ অধিষ্ঠানে, "যদধ্যাসঃ"—যে অসৎ রজতের অধ্যাস (—ভ্রম) হয়, "তস্যৈব"—সেই অসৎ শুক্তিকারূপ অধিষ্ঠানের বিপরীত ধর্ম্ম যে অসৎ রজতত্ব, তাহারই [অসৎ শুক্তিকারূপ অধিষ্ঠানে] যে কল্পনা অর্থাৎ আরোপ, তাহাকেই অপরে "পরত্র পরাবভাস"—'একের অন্য স্থলে প্রতীতি' বলেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে মাধ্যমিকের, অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধের অসৎখ্যাতিবাদকে লক্ষ্য করিলেন। [ভামতীর টীকা ঋজুপ্রকাশিকার মতে—এখানে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতির কথা বলা হইয়াছে। আনন্দগিরি এবং ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার বলেন—এখানে অসৎখ্যাতিবাদ এবং অন্যথাখ্যাতিবাদই লক্ষিত হইয়াছে।] অদ্বৈতবেদান্তিগণের অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদের ন্যায় মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের এই অসৎখ্যাতিবাদের দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপিত হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদ ও অখ্যাতিবাদের ন্যায়, শুক্তিরজতাদি স্থলে যে ভ্রম হয়, ইহা কেবল তাদৃশ ভ্রমের হেতুপ্রদর্শক মতবাদমাত্র নহে। সেই অসৎখ্যাতিবাদ এইপ্রকার—এই মতবাদিগণ অন্যান্য বৌদ্ধগণের ন্যায় বিজ্ঞানও স্বীকার করেন না। এই মতে শূন্যই পরম তত্ত্ব, তাহাই আত্মা। ইঁহাদের মতে—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির, "সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম না" এইপ্রকার অনুভব হয়। তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, 'শূন্যই আত্মা'। আর কেবল আত্মাই যে শূন্যরূপ তাহা নহে, কিন্তু পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই শূন্যস্বরূপ। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ থাকে ["অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" তৈঃ ২।৭]। নাশের পরও অসৎই হইয়া যায়। সুতরাং আদি ও অন্তে যে বস্তু অসৎ, তাহাকে মধ্যেও অসৎই বলিতে হইবে। "রজ্জুসর্প" "শুক্তিরজত" ইত্যাদি পদার্থ আদি ও অন্তে অসৎ হওয়ায় মধ্যকালেও যেমন অসৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ রজ্জুসর্পাদির ন্যায় অসৎই। [শূন্য, তুচ্ছ এবং অসৎ —এই তিনটী শব্দ একই অর্থের বাচক]। সুতরাং আত্ম এবং অনাত্মরূপ এই জগৎ শূন্যস্বরূপ। ইহাই পরম তত্ত্ব। কিন্তু তথাপি যে ঘটপটাদি বস্তুসকলের প্রতীতি হয়, তাহা অসৎকে সদ্রূপে ভ্রম করা হয় মাত্র। অন্যান্য মতবাদিগণ যাহাকে ব্যাবহারিক সত্তা, বা প্রাতিভাসিক সত্তা ইত্যাদি বলেন, ইঁহাদের মতে বস্তুসত্তার তাদৃশ কোন ভেদ নাই; কারণ যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সেই সমস্তই অসৎ; শুক্তিকাও অসৎ, রজতও অসৎ। তথাপি যে শুক্তিকাতে রজতের ভান হয়, তাহা অসৎ শুক্তিকারূপ অধিষ্ঠানে অসৎ রজতবিষয়ক ভ্রম মাত্র। তাহাতে আশঙ্কা হয়—অসৎ অধিষ্ঠানে, অর্থাৎ শূন্যে রজতাদিবিষয়ক ভ্রম কিপ্রকারে হয়? তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—এই ভ্রম কেশোণ্ডুকের ন্যায় নিরধিষ্ঠান ভ্রম মাত্র। [বদ্ধ চক্ষুর উপর অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা চাপ দিলে যে একপ্রকার ঈষৎ জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার পদার্থের ভান হয়, তাহাকে

ভাবদীপিকা [শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতিবাদ]

'কেশোণ্ডুক' বলে। ইহার কোন আশ্রয়, অর্থাৎ অধিষ্ঠান নাই]। শূন্যকে শুক্তিকারূপে ভ্রম করা হয়, তাদৃশ শুক্তিকা সুতরাং অসৎই। আবার সেই অসৎ শুক্তিকাকে রজত-রূপে ভ্রম করা হয়। এইরূপে এই মতে নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ এই মতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই সমস্তই অধিষ্ঠানরহিত ভ্রম মাত্র ; পরমার্থতঃ ইহারা শূন্য। কিন্তু তথাপি যে শুক্তি, রজত ও ঘটপটাদি বস্তুকে সৎ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে সাংবৃতিক সৎ বলে। লৌকিক-বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা, বা কল্পনাকেই 'সংবৃতি' বলা হয়। 'সংবৃতিশব্দের অন্য অর্থ—আবরণ। এইহেতু এই মতে ব্যাবহারিক (আবৃত) সত্যকেই 'সাংবৃত সত্য'বা 'সাংবৃতিক সৎ' বলা হয়। নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ শূন্যবাদের যেপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই মাধ্যমিক সম্প্রদায়কে অসৎখ্যাতিবাদী বলা যায় না ; কারণ তাঁহারা বলেন—'পদার্থসকল অসৎ নহে', কিন্তু চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত। সেই চতুষ্কোটি এইপ্রকার—পদার্থসকল (১) সৎ নহে, (২) অসৎ নহে, (৩) সদসৎ নহে, এবং (৪) সদসদ্ভিন্নও নহে। এইপ্রকার চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যই পরম তত্ত্ব। এইরূপে অসত্তেরও নিষেধ হওয়ায়, নাগার্জুনমতাবলম্বীকে অসৎখ্যাতিবাদী বলা উচিত নহে (২।৪৫০ পৃঃ দ্রঃ)। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধমতে এই চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ততাকেই 'অসৎ' বলা হইয়াছে। এইরূপে অসত্তেরই খ্যাতি, অর্থাৎ ভান হয় বলিয়া এই মতবাদকে অসৎখ্যাতিবাদ বলা হয়। এই মতে শূন্যভাবপ্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ। মাধ্বসম্প্রদায় ও চার্ব্বাকগণকেও অসৎখ্যাতিবাদী বলা হয়। তবে ইঁহাদের মতবাদে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে।

এই অসৎখ্যাতিবাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তী বলেন—এই মতবাদ সর্ব্বথা অসঙ্গত ; কারণ সুষুপ্ত পুরুষের অনুভবের দ্বারা শূন্যতা সিদ্ধ হয় না, যেহেতু সুষুপ্তিতে "আমি ছিলাম না", এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না, পরন্তু "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতাম না", এইপ্রকার স্মৃতিই সকলের হয়। ইহার দ্বারা জ্ঞাতা আত্মা, অজ্ঞান ও সুখের সত্তাই সিদ্ধ হয়, শূন্যতার সিদ্ধি হয় না। জ্ঞাতা আত্মাকে শূন্য বলা সাহসমাত্র ; কারণ যিনি সকলকে শূন্য বলিয়া জানিতেছেন, তিনিও শূন্য হইলে শূন্যবাদ প্রচার কে করিবেন ? আর শূন্যবাদে শূন্যই সর্ব্ব স্থলে থাকায় কোনপ্রকার ব্যবহার সম্ভব হয় না। শূন্যের দ্বারা ব্যবহার স্বীকার করিলে, জলের প্রয়োজন বহ্নির দ্বারা সিদ্ধ হওয়া উচিত হইবে ; কারণ শূন্যরূপে উভয়ে একই বস্তু। আর শূন্যবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'অসৎ শব্দের অর্থ কি ?' (ক) 'শশশৃঙ্গের ন্যায় তুচ্ছতাই কি অসৎ-শব্দের অর্থ ? তাহা হইলে শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ জগতেরও প্রতীতি হইবে না, জগতের কিন্তু প্রতীতি হয়। (খ) আর যদি বলা হয়— "ত্রিকালাবাধ্য সৎ বস্তু হইতে বিলক্ষণ, অথচ বাধযোগ্য বস্তুই অসৎ"। তদুত্তরে বলা যায়—এইপ্রকার স্বীকার করিলে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই সিদ্ধ হইবে। আর যে কেশোণ্ডুকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ আলোকরশ্মিই তাহার অধিষ্ঠান। আবার শূন্যকে জগৎকারণ বলিলে, কটককুণ্ডলাদিতে অনুগত সুবর্ণের ন্যায়, 'অসৎ ঘট' 'অসৎ পট' এইপ্রকারে সর্ব্বত্রই অনুগত-রূপে অসতের প্রতীতি হওয়া উচিত হইবে ; তাহা কিন্তু হয় না। পরন্তু সমস্ত বস্তু সদ্রূপেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অসৎখ্যাতিবাদ অত্যন্ত অনাদরণীয়। [২।৪৪৬-৪৫০ পৃঃ দ্রঃ]।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে—উপরোক্ত পাঁচপ্রকার খ্যাতিবাদ ভিন্ন, সদসৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৪৪ পৃঃ] **সর্ব্বথাপি তু অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি ।৮ তথা চ লোকে অনুভবঃ শুক্তিকা হি রজতবৎ অবভাসতে, একঃ চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বৎ ইতি ।৯**

ভাষ্যানুবাদ

[সর্ব্বমতসাধারণ অধ্যাসলক্ষণ]

সকলপ্রকারেই কিন্তু [এই মতবাদসকলে অধ্যাসলক্ষণ] একের অন্য ধর্ম্মাবভাসতাকে ব্যভিচার করে না (—অপর বস্তুগত ধর্ম্মসহায়ে এক বস্তুবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান হইয়াই থাকে; কোন মতবাদেই তাহার ব্যতিক্রম হয় না, ১২) ।৮ আর [ভ্রম বাধিত হইবার পর] লোকমধ্যে সেইপ্রকার অনুভবও হইয়া থাকে, যেহেতু শুক্তিকা রজতের ন্যায় অবভাসিত (—প্রতীত) হয়, একটী চন্দ্র দুইটীর ন্যায় প্রতিভাত হয়, ইত্যাদি 'লোকব্যবহার দেখা যায়' ।৯

ভাবদীপিকা [অন্যান্য খ্যাতিবাদ]

খ্যাতি এবং **সৎখ্যাতি** নামক আরও দুইপ্রকার খ্যাতিবাদ পরবর্ত্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে খ্যাতিবাদ হয় সাতপ্রকার। ইহাদের মধ্যে **সদসৎখ্যাতি**বাদিগণ শুক্তিকাদি অধিষ্ঠানকে সদ্‌বস্তু মনে করেন এবং ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ অধ্যস্ত রজতাদিকে, অথবা ইন্দ্রিয়গত দোষবশতঃ শুক্তিকাদিতে অসৎ রজতাদির, বা রজতত্বাদি ধর্ম্মের যে সমবায় সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, সেই সম্বন্ধটীকে অসৎ মনে করেন। ন্যায়বাচস্পত্যকার এই মতবাদকে **অসৎখ্যাতি**বাদই বলিয়াছেন। এই সদসৎখ্যাতিবাদ সাংখ্য, যোগ এবং বৈয়াকরণগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রক্রিয়াতেই অবান্তর বৈলক্ষণ্য আছে। **সৎখ্যাতি**বাদিগণ বলেন—রজতাদির অবয়ব শুক্তিকার অবয়বে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, শুক্তির অবয়বের ন্যায় রজতের অবয়বও সত্য, মিথ্যা নহে। দোষযুক্ত চক্ষুর সন্নিকর্ষবশতঃ রজতের অবয়ব হইতেই সত্য রজতের ঝটিতি উৎপত্তি হয়। এই সৎখ্যাতিবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভাষ্যকার পূজ্যপাদ **রামানুজা**চার্য্য কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। এই মতবাদদ্বয়ও অসঙ্গত। ভাষ্যমধ্যে গৃহীত হয় নাই বলিয়া আমরা এই মতবাদদ্বয়ের বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

[সকল মতে অধ্যাসলক্ষণের সামঞ্জস্য]

(১২) এখানে তাৎপর্য্য এই—খ্যাতিবাদসকলের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও, অধ্যাসকালে এক পদার্থে যে অপর পদার্থগত ধর্ম্মের অবভাস (—মিথ্যা প্রতীতি) হয়, তাহার কোথাও

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এতেষু মতেষু পরত্র পরাবভাসত্বলক্ষণসংবাদমাহ—**সর্ব্বথাপি তু** ইতি। অন্যথাখ্যাতিত্বাদিপ্রকারবিবাদেঽপি অধ্যাসঃ পরত্র পরাভাসত্বলক্ষণং ন জহাতি ইত্যর্থঃ। শুক্তৌ অপরোক্ষস্য রজতস্য দেশান্তরে বুদ্ধৌ বা সত্ত্বাযোগাৎ, শূন্যত্বে প্রত্যক্ষত্বাযোগাৎ, শুক্তৌ সত্ত্বে বাধাযোগাৎ, মিথ্যাত্বমেবেতি ভাবঃ। আরোপ্যমিথ্যাত্বে ন যুক্ত্যপেক্ষা, তস্য অনুভবসিদ্ধত্বাৎ ইত্যাহ—**তথা চেতি।** বাধানন্তরকালীনোঽয়মনুভবঃ, তৎপূর্ব্বং শুক্তিকাত্বজ্ঞানাযোগাৎ, রজতস্য বাধপ্রত্যক্ষসিদ্ধং মিথ্যাত্বং বচ্ছব্দেন উচ্যতে। আত্মনি নিরুপাধিকে অহঙ্কারাধ্যাসে দৃষ্টান্তমুক্ত্বা ব্রহ্মজীবান্তরভেদস্য অবিদ্যাদ্যুপাধিকস্য অধ্যাসে দৃষ্টান্তমাহ—**এক** ইতি। দ্বিতীয়চন্দ্রসহিতবৎ, এক

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্? ১০ সর্ব্বঃ হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যস্যতি ।১১ যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনঃ অবিষয়ত্বং ব্রবীষি ।১২ উচ্যতে—ন

ভাষ্যানুবাদ

[অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে অধ্যাসসিদ্ধিবিষয়ে সংশয়]

[সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে অবিষয় (—ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর) প্রত্যগাত্মাতে [দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুরূপ] বিষয় ও তাহার ধর্ম্মসকলের অধ্যাস কিপ্রকারে হয়? ১০ যেহেতু সকলে সম্মুখে অবস্থিত বিষয়েই অন্য বিষয়কে অধ্যাস করিয়া থাকে।১১ আর [তুমি] যুষ্মৎপ্রত্যয়শূন্য (—'তুমি' এই শব্দজন্য জ্ঞানের অযোগ্য) প্রত্যগাত্মা অবিষয় (—জ্ঞানের অগম্য), এই কথাই বলিতেছ।১২ [সুতরাং প্রত্যক্ জ্ঞানের অযোগ্য প্রত্যগাত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস কিপ্রকারে সম্ভব হইবে?]

ভাবদীপিকা

অন্যথা হয় না। পূর্ব্ববর্ণিত সকলপ্রকার খ্যাতিবাদেই "অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতা"রূপ অধ্যাসের এই সামান্য লক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয়—**অন্যথাখ্যাতিবাদে**—"অন্যস্য"—শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অন্য বস্তু যে হট্টস্থিত রজত, তাহার ধর্ম্ম যে রজতত্ব, সেই রজতত্বযুক্তরূপে অবভাস হওয়া; **বিজ্ঞানবাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানাকার রজতের, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অন্য বস্তু যে অলীক বাহ্য শুক্তিকা, তাহার ধর্ম্ম যে ইদন্তারূপ বহিষ্ট্ব (—বাহ্যত্ব) তাহার অবভাস হওয়া; **সর্ব্বাস্তিত্ববাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ সত্য শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অন্য বস্তু যে আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞান, তাহার ধর্ম্ম (—আকার) যে রজত, সেই রজতরূপে প্রতীতি হওয়া; **অসৎখ্যাতিবাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ অসৎ শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অসৎ রজতের ধর্ম্ম যে অসৎ রজতত্ব, সেই রজতত্বযুক্তরূপে প্রতীতি হওয়া; এবং **অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—তৎকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন যে প্রাতিভাসিক রজত, সেই রজতের ধর্ম্ম যে রজতত্ব, তদ্যুক্তরূপে প্রতীতি হওয়া; ইত্যাদি ইহা সর্বত্রই সমান। **অখ্যাতিবাদে**—অখ্যাতিবাদখণ্ডনের যুক্তিমধ্যে প্রদর্শিত প্রবৃত্তির অনুরোধে (৪৪-৪৫ পৃঃ) অনিচ্ছুক অখ্যাতিবাদীকেও ভ্রমাত্মক বিশিষ্ট জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় বলিয়া উপরে অন্যথাখ্যাতিবাদে প্রদর্শিত প্রকারে "অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতার" সমন্বয় হয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এব অন্যূন্যা বিধা ভাতি ইত্যর্থঃ। লক্ষণপ্রকরণোপসংহারার্থঃ ইতিশব্দঃ। (ইতি অধ্যাসলক্ষণ গ্রন্থঃ)। ভবতু অধ্যাসঃ শুক্ত্যাদৌ, আত্মনি তু ন সম্ভবতি ইতি, আক্ষিপতি—**কথং পুনরিতি**। যত্র অপরোক্ষাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং, তত্র ইন্দ্রিয়সংযুক্তত্বং বিষয়ত্বং চ ইতি ব্যাপ্তিঃ শুক্ত্যাদৌ দৃষ্টা। অত্র ব্যাপকাভাবাৎ আত্মনোঽধিষ্ঠানত্বং ন সম্ভবতি ইতি অভিপ্রেত্য আহ—**প্রত্যগাত্মনীতি**। প্রতীচি পূর্ণে ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যে বিষয়স্য অহঙ্কারাদেঃ তদ্ধর্ম্মাণাং চ অধ্যাসঃ কথমিত্যর্থঃ। উক্তব্যাপ্তিমাহ—**সর্ব্বো হীতি**। পুরোঽবস্থিতত্বম্—ইন্দ্রিয়সংযুক্তত্বম্। নন্বাত্মনোঽপি অধিষ্ঠানত্বার্থং বিষয়ত্বাদিকমস্তু ইত্যত আহ—**যুষ্মদিতি**। ইদংপ্রত্যয়ানর্হত্ব

শাঙ্করভাষ্যম্

অবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্বাৎ চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ।১৩। ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ

ভাষ্যানুবাদ

[প্রত্যগাত্মা একান্তভাবে অবিষয় নহেন, সেইহেতু অধ্যাস সিদ্ধ হয়।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলা হইতেছে, ইনি (—এই প্রত্যগাত্মা) একান্তভাবে অবিষয় নহেন, যেহেতু [ইনি] "আমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়, আর যেহেতু অপরোক্ষ (—স্বয়ংপ্রকাশ) হওয়ায় [লোকমধ্যে] প্রত্যগাত্মার (১৩) প্রসিদ্ধি আছে (—বালক হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলের নিকটই "আমি" (৫১ পৃঃ)

ভাবদীপিকা

[অধ্যাসবিষয়ক আশঙ্কার পরিহার]

(১৩) "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ" (১০ বাক্য), ইত্যাদি আশঙ্কার উত্তরদানপ্রসঙ্গে "উচ্যতে—ন তাবৎ অয়ম্" (১৩ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা বলিলেন, রত্নপ্রভাকারের মতে তাহার তাৎপর্য্য এই—অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে অধ্যাসের অসম্ভাবনা বিষয়ে যে আশঙ্কা করা হইতেছে, তাহার হেতু কি? **১।** প্রত্যগাত্মা সামান্যতঃ বিষয় নহেন বলিয়া অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না? অথবা **২।** তিনি বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না? **১।** প্রথম পক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—**ন তাবৎ অয়ম্** ইত্যাদি (১৩ বাক্য), অর্থাৎ সামান্যতঃ বিষয় হন বলিয়া প্রত্যগাত্মা অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। [দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর—**ন চ অয়মস্তি** ইত্যাদি (১৪ বাক্য) পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশে প্রদত্ত হইবে।] (ক্রমশঃ)

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রত্যগাত্মনো "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে" (মুঃ ৩।১।৮) ইত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য ত্বম্ অবিষয়ত্বং ব্রবীষি। সম্প্রতি অধ্যাসলোভেন বিষয়ত্বাঙ্গীকারে শ্রুতিসিদ্ধান্তয়োঃ বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আত্মনি অধ্যাসসম্ভাবনাং প্রতিজানীতে—**উচ্যতে** ইতি। অধিষ্ঠানারোপ্যয়োঃ একস্মিন্ জ্ঞানে ভাসমানত্বমাত্রম্ অধ্যাসব্যাপকম্, তচ্চ ভানপ্রযুক্তসংশয়নিবৃত্ত্যাদিফলভাক্ত্বং; তদেব ভানভিন্নত্ব-ঘটিতং বিষয়ত্বং, তন্ন ব্যাপকম্, গৌরবাৎ ইতি মত্বা আহ—**ন তাবৎ** ইতি। অয়মাত্মা নিয়মেন অবিষয়ো ন ভবতি। তত্র হেতুমাহ—**অস্মদিতি।** অস্মৎপ্রত্যয়োঽহমিতি অধ্যাসঃ, তত্র ভাসমানত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অস্মদর্থঃ চিদাত্মা প্রতিবিম্বিতত্বেন যত্র প্রতীয়তে সোঽস্মৎপ্রত্যয়ঃ অহঙ্কারঃ, তত্র ভাসমানত্বাৎ ইতি বা অর্থঃ। ন চ অধ্যাসে সতি ভাসমানত্বম্, তস্মিন্ সতি স ইতি পরস্পরাশ্রয়ঃ ইতি বাচ্যম্, অনাদিত্বাৎ; পূর্ব্বাধ্যাসে ভাসমানাত্মনঃ উত্তরাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বসম্ভবাৎ। ননু অহমিতি অহঙ্কারবিষয়কভানরূপস্য আত্মনো ভাসমানত্বং কথম্? তদ্বিষয়ত্বং বিনা তৎফলভাক্ত্বাযোগাৎ ইত্যত আহ—**অপরোক্ষত্বাৎ চ ইতি।** চশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। স্বপ্রকাশত্বাৎ ইত্যর্থঃ। স্বপ্রকাশত্বং সাধয়তি—**প্রত্যগিতি।** আবালপণ্ডিতম্ আত্মনঃ সংশয়াদিশূন্যত্বেন প্রসিদ্ধেঃ স্বপ্রকাশত্বম্ ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বপ্রকাশত্বেন ভাসমানত্বাৎ আত্মনঃ অধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। যদুক্তম্ অপরোক্ষাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বস্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ততয়া গ্রাহ্যত্বং ব্যাপকমিতি তত্র আহ—**ন চ অয়ম** ইতি। তত্র হেতুম (৫১ পৃঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরোঽবস্থিতে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যসিতব্যম্ ইতি;

ভাবদীপিকা

[প্রত্যগাত্মার লক্ষণ। তাহা মানসজ্ঞানের বিষয়।]

এক্ষণে দেখা যাউক্, এই প্রত্যগাত্মা বলিতে কি বুঝায় এবং কিপ্রকারে তিনি একান্তভাবে অবিষয় হন না, অর্থাৎ সামান্যতঃ বিষয় হন। **প্রত্যগাত্মার লক্ষণ** এই—"যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অনির্ব্বচনীয় পদার্থসকল হইতে প্রতিকূলভাবে নিজেকে নির্ব্বচনীয় করেন, তিনিই প্রত্যক্, আর সেই প্রত্যক্‌ই আত্মা" (ভামতী)। অথবা "প্রতিকূলভাবে—অসৎ জড় ও দুঃখাত্মক যে অহঙ্কার প্রভৃতি, তদ্‌বিলক্ষণভাবে অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও সুখাত্মকরূপে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই প্রত্যক্, আর সেই প্রত্যক্‌ই আত্মা" (রত্নপ্রভা)। তাহাতে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরবর্ত্তী, দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত, তাহাদের অধ্যাসের অধিষ্ঠানভূত যে শুদ্ধ কূটস্থ আত্মা, তিনিই **প্রত্যগাত্মা**, বা **সাক্ষিচৈতন্য**। মিথ্যা অজ্ঞানের কার্য্যভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা তিনি সোপাধিক হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শুদ্ধতার কোন হানি হয় না। বহ্নিতপ্তলৌহপিণ্ডের ন্যায় অন্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত আধ্যাসিক তাদাত্ম্যভাবপ্রাপ্ত এই সোপাধিক আত্মাই জাগ্রদবস্থাতে 'আমি' এইরূপে অনুভবগোচর হন। আর সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞানরূপ উপাধিযোগে তিনি অনুভবগোচর হন। সেই অনুভব এইপ্রকার—সুষুপ্তির পর "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতাম না" এইপ্রকার স্মৃতি সকলেরই হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালে নিশ্চয় সুখের অনুভব হইয়াছিল, নতুবা জাগ্রতে তাহার স্মৃতি হইত না। আর জাগ্রৎকালে "কিছুই জানিতাম না"—এইপ্রকার যে স্মৃতি হয়, তাহার দ্বারা বুঝা যায়—সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ না থাকিলেও, তাহার কারণভূত অজ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, আর সেই অজ্ঞানরূপ উপাধিবশতঃ আত্মা যে সুখানুভব করিয়াছিলেন, জাগ্রদবস্থাতে সেই অজ্ঞানের পরিণামভূত অন্তঃকরণদ্বারা আত্মা সেই সুখকে স্মরণ করেন। এইরূপে ইহা সিদ্ধ হয় যে, সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানই ছিল আত্মার উপাধি। এইপ্রকারে জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তিকালে যথাক্রমে অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানরূপ উপাধির দ্বারা শুদ্ধ চেতন নিজেকে নির্ব্বচনীয় অর্থাৎ অনুভবগোচর করেন। তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, শুদ্ধ নিরুপাধিক সাক্ষিস্বরূপ এই আত্মা সাক্ষাদ্ভাবে অনুভবগোচর না হইলেও উপাধিসম্পর্কবশতঃ তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ হয়। সেইহেতু ভাষ্যে বলা হইল—**ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ**, অর্থাৎ "ইনি একান্তভাবে অবিষয় নহেন"। এইরূপে প্রত্যগাত্মা কথঞ্চিৎ বিষয় হন বলিয়া, অর্থাৎ সামান্যতঃ মানস জ্ঞানের বিষয় হন বলিয়া তাঁহাকে আর অবিষয় বলা যায় না। সুতরাং তাঁহাতে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস হইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহাতে আশঙ্কা হয়—শুদ্ধ আত্মাতে অন্তঃকরণাদির অধ্যাস হইলে তবে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বিষয় বলা যাইতে পারে, আর তিনি প্রথমতঃ বিষয় হইলে তবে তাঁহাতে অন্তঃকরণাদির অধ্যাস হইতে পারে; সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যায়—এই যে অধ্যাস, ইহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাসে বিষয়রূপে কথঞ্চিৎ ভাসমান যে প্রত্যগাত্মা, তিনি পরবর্ত্তী অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

অপ্রত্যক্ষে অপি হি আকাশে বালাঃ তলমলিনতাদি অধ্যস্যন্তি ।১৪ এবম্ অবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মনি অপি অনাত্মাধ্যাসঃ ।১৫ তম্

ভাষ্যানুবাদ [৫৩ পৃঃ]

[৪৯পৃঃ] এইরূপে এই প্রত্যগাত্মা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং এই স্বয়ং-প্রকাশ প্রত্যগাত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অধ্যাসাধিষ্ঠান হইতে পারেন]।১৩ আর এইপ্রকার নিয়ম নাই (১৪) যে, সম্মুখে অবস্থিত বিষয়েই অন্য বিষয়কে অধ্যাস করিতে হইবে ; যেহেতু অপ্রত্যক্ষ (—ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) আকাশেও বালকগণ (—অবিবেকী ব্যক্তিগণ) তল ও মলিনতাদির অধ্যাস করে (—আকাশ 'কড়াই'এর তলদেশের ন্যায় ও নীলবর্ণ এইপ্রকার ভ্রম করিয়া থাকে)।১৪ এইপ্রকারে প্রত্য-গাত্মাতেও অনাত্মার অধ্যাস অবিরুদ্ধ (—তাহাতে কোনপ্রকার বিরোধ নাই)।১৫

ভাবদীপিকা [অধ্যাসে আশঙ্কা পরিহার]

(১৪) অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তাহার দ্বারা প্রত্যগাত্মা সামান্যভাবে বিজ্ঞাত হন বলিয়া প্রথম কোটিতে উল্লিখিত আশঙ্কার সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে (৪৯ পৃঃ)। এক্ষণে দ্বিতীয় কোটিতে উল্লিখিত আশঙ্কার সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে, অর্থাৎ যদি বলা হয়—**২ ।** "প্রত্যগাত্মা বহি-রিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না", ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—**"ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ**—"এইপ্রকার নিয়ম নাই", ইত্যাদি (১৪ বাক্য)। এখানে তাৎপর্য্য এই—অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে হইলে যে বহিরি-ন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেই হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই, কারণ আকাশ চক্ষুরাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয়, ইহাদের কোনটির দ্বারাই গৃহীত হয় না ; সুতরাং তাহাকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ও বলা যায় না। কিন্তু তথাপি সেই আকাশে তলমলিনতাদির অধ্যাস হয়। অতএব যাহা অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইবে, তাহা বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম হইতে পারে না। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ, বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও প্রত্যগাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, তাহাতে কোন বিরোধ হয় না।

[আকাশ সাক্ষিভাস্য, তাহার প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া।]

পূর্ব্বপক্ষী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ভগবান্ ভাষ্যকার এইপ্রকারে তাহার সমাধান করিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহার গূঢ়াভিসন্ধি এই—আকাশকে যে ভাষ্যমধ্যে অপ্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা আকাশ প্রমাতৃভাস্য (—প্রমাতা জীবের দ্বারা প্রকাশ্য) নহে বলিয়াই বলা [৬২ পৃঃ]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আহ—**অপ্রত্যক্ষেঽপি** ইতি। ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যে অপি ইত্যর্থঃ। বালাঃ—অবিবেকিনঃ, তলম্—ইন্দ্রনীলকটাহকল্পং নভো মলিনং পীতমিত্যেবম্ অপরোক্ষমধ্যস্যন্তি। তত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং নাস্তি ইতি ব্যভিচারাৎ ন ব্যাপ্তিঃ। এতেন আত্মানাত্মনোঃ সাদৃশ্যাভাবাৎ ন অধ্যাসঃ ইতি অপাস্তম্। নীলনভসোঃ তদভাবে অপি অধ্যাসদর্শনাৎ। সিদ্ধান্তে আলোকাকারচাক্ষুষবৃত্ত্যভিব্যক্ত-সাক্ষিবেদ্যত্বং নভসি ইতি জ্ঞেয়ম্। সম্ভাবনাং নিগময়তি—**এবমিতি।** নমু ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্যত্বেন স্বীক্রিতাম্ অবিদ্যাং হিত্বা অধ্যাসঃ কিমিতি বর্ণ্যতে ইত্যত আহ—**তমেতমিতি।** আক্ষিপ্তং

ভাবদীপিকা [আকাশের প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া]

হইয়াছে। সিদ্ধান্তে কিন্তু আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয়, কারণ আকাশ সাক্ষিভাস্য। সেই সাক্ষিভাস্য প্রত্যক্ষ আকাশেই তলমলিনতাদির অধ্যাস হয়; অপ্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ভ্রম হইতেই পারে না। **আকাশের প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া** বিষয়ে অদ্বৈতদীপিকাকার পূজ্যপাদ **নৃসিংহাশ্রম** বলেন—"আকাশের কোন রূপ না থাকায়, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পথে অন্তঃকরণের যে বৃত্তি নির্গত হয়, তাহা আকাশকে বিষয় করিতে পারে না। কিন্তু আকাশব্যাপী যে চন্দ্রসূর্য্যাদির আলোক, তাহার সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির সম্বন্ধ হয়। তাহার ফলে সেই আলোকাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা সেই আলোকাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ যেমন সেই সৌরাদি আলোকের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ উক্ত সৌরাদি-আলোকবিষয়ক আলোকাকারা বৃত্তির দ্বারাই আলোকদেশে অবস্থিত যে আকাশ, সেই আকাশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ সাক্ষিচৈতন্যদ্বারে সেই আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয়। আকাশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যরূপ বিষয়চৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্যের এই অভেদাভিব্যক্তির কারণ, তাহাদের [আকাশ ও অন্তঃকরণরূপ-] উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থতা (৩২ পৃঃ ভাবদীঃ)। এইপ্রকারে অন্যাকারা বৃত্তির দ্বারা অন্যের অভিব্যক্তি অন্যত্র স্বীকৃত না হইলেও, প্রস্তাবিত স্থলে ফলবলাৎ স্বীকার করা হয়। এইরূপে সাক্ষিভাস্যরূপে আকাশের প্রত্যক্ষ হয়"। এই স্থলে **আশঙ্কা** হয়—আকাশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভিন্নতাপ্রযুক্ত যখন আকাশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকৃত হইতেছে, তখন আলোকের ন্যায় আকাশকেও প্রমাতৃভাস্য বলাই উচিত, তাহাকে সাক্ষিভাস্য বলা হইতেছে কেন? আর "সাক্ষিচৈতন্যদ্বারে" এই পদপ্রয়োগেরই বা তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে বলা যায়—"ইন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকেও যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহাকে **সাক্ষিভাস্য** বলা হয়"। প্রস্তাবিত স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়, বা অনুমানাদি প্রমাণ ব্যতিরেকেই আকাশের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া তাহাকে সাক্ষিভাস্য বলা হইতেছে। তাৎপর্য্য এই—অন্তঃকরণের বিষয়াকারা বৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা না হইলে সেই বিষয়টী প্রমাতৃভাস্য হয় না। প্রস্তাবিত স্থলে ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃকরণের আলোকাকারা বৃত্তি হইতেছে, কিন্তু আকাশাকারা বৃত্তি হইতেছে না, সেইহেতু আকাশকে প্রমাতৃভাস্য না বলিয়া সাক্ষিভাস্যই বলিতে হয়। আর "ফলবলাৎ" স্বীকার করা হয়, ইহার অর্থ—যুক্তির বিরোধ হইলেও ফলদৃষ্টে স্বীকার করা হয়। সিদ্ধান্তে একবিষয়ক বৃত্তির দ্বারা অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় না; কারণ তাহা হইলে ঘটের রূপাকারা বৃত্তির দ্বারা ঘটের হ্রস্বদীর্ঘাদি পরিমাণেরও জ্ঞান হইয়া যাইবে, ইহা অনুভববিরুদ্ধ। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু "এই আকাশে বক উড়িতেছে", "আকাশ নীলবর্ণ", "বিভিন্ন স্থলে স্থাপিত আলোকস্তম্ভ এবং উদ্ধ দেশস্থ নক্ষত্র প্রভৃতিতে ইহা দূরবর্ত্তী, ইহা নিকটবর্ত্তী, এইপ্রকার অনুভব", ইত্যাদির দ্বারা আকাশের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অথচ রূপবিহীন আকাশের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আর বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে অসহায় মনের দ্বারাও তাহা গৃহীত হইতে পারে না; [মনকে কেহ ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ করেন না, এই বিষয়ে বিচার ১।১১১ পৃঃ ৫৯ ভাবদীঃ এবং ২।১২১ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ ও উক্ত স্থলসকলের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য]। সেইহেতু

[৫১ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

এতম্ এবংলক্ষণম্ অধ্যাসং পণ্ডিতাঃ অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে।১৬। তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যাম্ আহুঃ।১৭। তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাস আবিদ্যক, তাহার দ্বারা অধিষ্ঠান কলুষিত হয় না।]

এইপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত সেই এই অধ্যাসকে (—ভ্রমকে) পণ্ডিতগণ [মূলাবিদ্যার কার্য্য হওয়ায়] অবিদ্যা (যোঃ সূঃ ২।৫) বলিয়া মনে করেন (৩।৩চর্ম পৃঃ দ্রঃ)।১৬ আর তাহার বিবেকের দ্বারা (—অধ্যস্ত পদার্থের নিষেধের দ্বারা) বস্তুর (—ভ্রমের অধিষ্ঠানের) যে স্বরূপনির্দ্ধারণ, তাহাকেই বিদ্যা বলেন।১৭ সেই স্থলে

ভাবদীপিকা [আকাশের প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া]

আকাশের এই প্রত্যক্ষ হওয়ারূপ ফলদর্শন করিয়া উক্তপ্রকারে আলোকাকারা বৃত্তির দ্বারা তদনুগত আকাশের সাক্ষিভাস্যতা স্বীকার করা হয়।

উপরে যে দূরত্ব ইত্যাদির অনুভবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইপ্রকার—যখন দূরবর্ত্তী আলোকস্তম্ভ ও জ্যোতিষ্ক প্রভৃতির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয়, তখন তত্তৎ আলোকস্তম্ভ ও জ্যোতিষ্কের প্রত্যক্ষ তো হয়ই, উপরন্তু তাহাদের দূরত্বেরও প্রতীতি হয়। এই যে দূরত্ব, ইহা দিক্ অর্থাৎ আকাশের ধর্ম্ম। সিদ্ধান্তে দিক্ ও আকাশ অভিন্ন দ্রব্য (২।৩৮৫ পৃঃ); নৈয়ায়িকগণের মতানুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্য নহে। যদি আকাশের প্রত্যক্ষ না হইত, তবে তাহার ধর্ম্ম দূরত্বেরও প্রতীতি হইত না; কারণ ধর্ম্ম কদাপি ধর্ম্মীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি ও চক্ষুর সন্নিকর্ষকালে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণ ব্যতিরেকেই দূরত্বাদিরূপ ধর্ম্মযুক্তরূপে ধর্ম্মী আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া আকাশকে প্রমাতৃভাস্য না বলিয়া সাক্ষিভাস্য বলা হয়। "সাক্ষিচৈতন্যদ্বারে" এই পদপ্রয়োগেরও ইহাই তাৎপর্য্য।

[প্রৌঢ়িবাদ—প্রত্যগাত্মা ও আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রত্যগাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসাধিষ্ঠান।]

"কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ" (৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি আশঙ্কার উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে **ভামতীকার** যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—"কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার যাহা বাস্তবিক সমাধান, তাহা "ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ (৪৯ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। তদনন্তর "ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ" (৪৯ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার প্রৌঢ়িবাদ আশ্রয় করিয়া উক্ত আশঙ্কারই অন্যপ্রকার উত্তর দিতেছেন। [বিরুদ্ধপক্ষের কথন স্বীকার করিয়া লইয়াও অন্য যুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষকে খণ্ডন করা হইলে, তাহাকে **প্রৌঢ়িবাদ** বলে। ইহার দ্বারা স্বমতের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়।] তাহাতে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে, প্রত্যগাত্মা "অহম্" এইরূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হন বলিয়া অবিষয় নহেন, সুতরাং তিনি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহাকে মানস প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকার নাও করা হয়, তাহা হইলেও সেই

[৫১ পৃঃ] **ভাষ্যরত্নপ্রভা**

সমাহিতম্ উক্তলক্ষণলক্ষিতম্ অধ্যাসম্ অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। বিদ্যানিবর্ত্ত্যত্বাৎ চ অস্য অবিদ্যাত্বমিত্যাহ—**তদ্বিবেকেনেতি।** অধ্যস্তনিষেধেন অধিষ্ঠানস্বরূপ-

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং সতি, যত্র যদধ্যাসঃ তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণু-মাত্রেণাপি সঃ ন সম্বধ্যতে ।১৮ তম্ এতম্ অবিদ্যাখ্যম্ আত্মানাত্মনোঃ ইতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারাঃ লৌকিকাঃ বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ ।১৯ সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি ।২০ কথং পুনঃ অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ ইতি? ২১ উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষু

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার হয় বলিয়া (—অধ্যাস অবিদ্যাত্মক হয় বলিয়া) যেখানে যাহার অধ্যাস হয়, তৎকৃত (—অধ্যস্ত পদার্থকৃত) দোষ কিম্বা গুণের দ্বারা তাহা (—অধিষ্ঠান) অণুমাত্রও সম্বদ্ধ হয় না।১৮ সেই এই আত্মা ও অনাত্মার অবিদ্যা নামক পরস্পরের অধ্যাসকে (—পরস্পরবিষয়ক ভ্রমকে) হেতুরূপে অবলম্বন করিয়া লৌকিক এবং বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারসকল প্রবৃত্ত হইয়াছে।১৯ আর বিধি, নিষেধ ও মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলও প্রবৃত্ত হইয়াছে।২০

ভাবদীপিকা

প্রত্যগাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা হয় না; কারণ বাহ্য-ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদির বা অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, আকাশ যেমন তলমলিনতাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হয়; তদ্রূপ প্রত্যগাত্মা মনের বিষয় না হইলেও, দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, ইহা সম্ভব।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-নির্দ্ধারণং বিদ্যাম্ অধ্যাসনিবর্ত্তিকাম্ আহুরিত্যর্থঃ। তথাপি কারণাবিদ্যাং ত্যক্ত্বা কার্য্যাবিদ্যা কিমিতি বর্ণ্যতে তত্র আহ—**তত্র** ইতি। তস্মিন্ অধ্যাসে উক্তন্যায়েন অবিদ্যাত্মকে সতি ইত্যর্থঃ। মূলাবিদ্যায়াঃ সুষুপ্তৌ অনর্থত্বাদর্শনাৎ কার্য্যাত্মনা তস্যা অনর্থত্বজ্ঞাপনার্থং তদ্বর্ণনমিতি ভাবঃ। অধ্যস্তকৃতগুণদোষাভ্যাম্ অধিষ্ঠানং ন লিপ্যতে ইতি অক্ষরার্থঃ। (ইতি অধ্যাসসম্ভাবনা গ্রন্থঃ।)

এবম্ অধ্যাসস্য লক্ষণসম্ভাবনে উক্ত্বা প্রমাণমাহ—**তমেতমিতি**। তং বর্ণিতমেতং সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং পুরস্কৃত্য—হেতুং কৃত্বা লৌকিকঃ কর্ম্মশাস্ত্রীয়ঃ মোক্ষশাস্ত্রীয়শ্চ ইতি ত্রিবিধঃ ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তত্র বিধিনিষেধপরাণি কর্ম্মশাস্ত্রাণি ঋগ্বেদাদীনি, বিধিনিষেধশূন্যপ্রত্যগ্ব্রহ্মপরাণি মোক্ষশাস্ত্রাণি বেদান্তবাক্যানি ইতি বিভাগঃ। এবং ব্যবহারহেতুত্বেন অধ্যাসে প্রত্যক্ষসিদ্ধেঽপি প্রমাণান্তরং পৃচ্ছতি—**কথং পুনরিতি**। অবিদ্যাবান্ অহম্ ইতি অধ্যাসবান্ আত্মা প্রমাতা, স বিষয়ঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তানি অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি ইতি বিগ্রহঃ। তত্তৎপ্রমেয়ব্যবহারহেতুভূতায়াঃ প্রমায়াঃ অধ্যাসাত্মকপ্রমাত্রাশ্রিতত্বাৎ প্রমাণানামবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং যদ্যপি প্রত্যক্ষম্, তথাপি পুনরপি কথং কেন প্রমাণেন অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বমিতি যোজনা। যদ্বা অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি কথং প্রমাণানি স্যুঃ? আশ্রয়দোষাৎ অপ্রামাণ্যাপত্তেঃ ইত্যাক্ষেপঃ। তত্র প্রমাণপ্রশ্নে ব্যবহারার্থাপত্তিং তল্লিঙ্গকানুমানং চ আহ—**উচ্যতে** ইত্যাদিনা **তস্মাৎ** ইত্যন্তেন। দেবদত্তকর্ত্তৃকঃ ব্যাবহারঃ তদীয়দেহাদিষু অহংমমাধ্যাসমূলঃ, তদন্বয়ব্যতিরেকানুসারিত্বাৎ, যদিত্থং তত্তথা, যথা মৃন্ময়লো ঘটঃ ইতি প্রয়োগঃ। তত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি—**দেহেতি।**

শাঙ্করভাষ্যম

অহংমমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।২২ নহি ইন্দ্রিয়াণি অনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি।২৩ ন চ অধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ ইন্দ্রিয়াণাং ব্যবহারঃ সম্ভবতি।২৪ ন চ অনধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে।২৫

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাস স্বীকারে প্রমাণসকলের অপ্রামাণ্যাশঙ্কা ও তাহার নিরাকরণ। লোকব্যবহার সিদ্ধির জন্য অধ্যাস স্বীকার্য্য।]

[সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] আচ্ছা, কিপ্রকারে আবার প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণসকল এবং শাস্ত্রসকল অবিদ্যাবদ্বিষয়ক হইবে (—অবিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ ভ্রমযুক্ত প্রমাতা কিপ্রকারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের ও শাস্ত্রসকলের আশ্রয় হইবেন? ২১ তাহা হইলে আশ্রয়-দোষে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণসকলও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা] বলা হইতেছে, যেহেতু দেহ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে "আমি এবং আমার" এইপ্রকার অভিমানরহিত ব্যক্তির জ্ঞাতৃত্ব অসঙ্গত হওয়ায় প্রমাণসকলের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।২২ আর যেহেতু ইন্দ্রিয়সকলকে গ্রহণ না করিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব নহে।২৩ আর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে (—ইন্দ্রিয়সকলের আশ্রয় যে শরীর, তাহাকে ছাড়িয়া) ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার সম্ভব হয় না।২৪ আবার যে দেহে আত্মভাব অধ্যস্ত হয় নাই (—যে দেহকে আত্মরূপে ভ্রম করা হয় নাই), সেই দেহের দ্বারা কেহ [কোন ব্যাপারে] প্রবৃত্ত হয় না।২৫ আর এই সমস্ত না থাকিলে (—দেহের সহিত প্রত্যগাত্মার ইতরেতরা-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

দেবদত্তস্য সুষুপ্তৌ অধ্যাসাভাবে ব্যবহারাভাবো দৃষ্টঃ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরধ্যাসে সতি ব্যবহারঃ ইত্যন্বয়ঃ স্ফুটত্বাৎ ন উক্তঃ। অনেন লিঙ্গেন কারণতয়া অধ্যাসঃ সিদ্ধ্যতি, ব্যবহাররূপকার্য্যানুপপত্ত্যা বেতি ভাবঃ। নমু মনুষ্যত্বাদিজাতিমতি দেহেঽহমিতি অভিমানমাত্রাৎ ব্যবহারঃ সিধ্যতু, কিমিন্দ্রিয়াদিষু মমাভিমানেন ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**নহীতি।** ইন্দ্রিয়পদং লিঙ্গাদেরপি উপলক্ষণম, 'প্রত্যক্ষাদি' ইতি আদিপদপ্রয়োগাৎ। তথা চ প্রত্যক্ষলিঙ্গাদিপ্রযুক্তঃ যঃ ব্যবহারঃ দ্রষ্টা অনুমাতা শ্রোতাঽহমিত্যাদিরূপঃ, স ইন্দ্রিয়াদীনি মমতাস্পদানি অগৃহীত্বা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, তানি মমত্বেন অনুপাদায় যঃ ব্যবহারঃ, স ন ইতি যোজনা। পূর্ব্বত্র অনুপাদানাসম্ভবাক্রিয়য়োঃ একো ব্যবহারকর্ত্তা ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ সাধুঃ। উত্তরত্র অনুপাদানব্যবহারয়োঃ একাত্মকর্তৃকত্বাৎ তৎসাধুত্বম্ ইতি ভেদঃ। ইন্দ্রিয়াদিষু মম ইত্যধ্যাসাভাবে অন্ধাদেরিব দ্রষ্টৃত্বাদিব্যবহারঃ ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয়াধ্যাসেনৈব ব্যবহারাৎ অলং দেহাধ্যাসেন ইত্যত আহ—**ন চেতি।** ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠানম্ আশ্রয়ঃ শরীরমিত্যর্থঃ। নমু অস্তু আত্মনা সংযুক্তং শরীরং তেষামাশ্রয়ঃ, কিমধ্যাসেন ইত্যত্র আহ—**ন চ অনধ্যস্তাত্মভাবেন** ইতি। অনধ্যস্ত আত্মভাবঃ আত্মতাদাত্ম্যং যস্মিন্ তেন ইত্যর্থঃ। "অসঙ্গো হি" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতেঃ আধ্যাসিকঃ এব দেহাত্মনোঃ সম্বন্ধঃ, ন সংযোগাদিঃ ইতি ভাবঃ। নমু আত্মনো দেহাদিভিঃ আধ্যাসিকসম্বন্ধোঽপি মা অস্তু, স্বতশ্চেতনতয়া প্রমাতৃত্বোপপত্তেঃ। ন চ সুষুপ্তৌ প্রমাতৃত্বাপত্তিঃ, করণোপরমাৎ ইতি তত্রাহ—

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

ন চ এতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ অসতি অসঙ্গস্য আত্মনঃ প্রমাতৃত্বম্ উপপদ্যতে।২৬ **ন চ প্রমাতৃত্বম্ অন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ অস্তি।**২৭ **তস্মাৎ অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি এব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ।**২৮ **পশ্বাদিভিশ্চ অবিশেষাৎ।**২৯ **যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ**

ভাষ্যানুবাদ

-ধ্যাস এবং ধর্ম্মিদ্বয়ের ধর্ম্মাধ্যাস না হইলে) অসঙ্গ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হয় না।২৬ আবার প্রমাতৃত্ব (—জ্ঞাতৃত্ব) ব্যতিরেকে [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণসকলের প্রবৃত্তি হয় না।২৭ সেইহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল এবং শাস্ত্রসকল অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকেই বিষয় করে (—দেহাদিতে আত্মভ্রমযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রমাণসকল ও শাস্ত্রসকল প্রবৃত্ত হয় (১৫)।২৮ অতএব ব্যবহার সিদ্ধির জন্য অধ্যাস স্বীকার্য্য।]

[পরোক্ষজ্ঞানী বিবেকিপুরুষগণের লোকব্যবহারও পশুগণের ব্যবহারতুল্য, অধ্যাস প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিসিদ্ধ।]

(১৬) আর [ব্যবহারকালে] পশু প্রভৃতির সহিত [বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের

ভাবদীপিকা

(১৫) এখানে তাৎপর্য্য এই—অবিদ্যা যদি প্রমাতা (—জ্ঞাতা জীব) হইতে ভিন্ন, অথচ প্রমাতৃনিষ্ঠ কোন আগন্তুক দোষ হইত, তাহা হইলেই আশ্রয়দোষে প্রমাণসকলের প্রামাণ্য-বিষয়ে আশঙ্কা হইত। অবিদ্যা কিন্তু প্রমাতৃকোটিরই অন্তর্গত; কারণ অবিদ্যাযুক্ত যে আত্মা, যিনি ভ্রমবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে আমি ও আমার মনে করেন, তাঁহাকেই প্রমাতা বলা হয়। প্রমাণপ্রমেয়বিষয়ক ব্যবহার এতাদৃশ প্রমাতারই হইয়া থাকে। অবিদ্যাবশতঃ দেহাদিতে 'আমি' অধ্যাস না হইলে কোনপ্রকার প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহারই সম্ভব হয় না। সুতরাং ২১ সংখ্যক বাক্যোক্ত প্রমাতৃ-পুরুষরূপ আশ্রয়দোষে প্রমাণসকল অপ্রমাণ হইয়া পড়ে না।

(১৬) যদি বলা হয়—আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী ও ভ্রমজ্ঞানবিহীন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণেরও উক্তপ্রকার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রমাণপ্রমেয়-বিষয়ক ব্যবহার অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই হয়, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে বলা হইতেছে—**পশ্বাদিভিশ্চ**—"আর ব্যবহারকালে" ইত্যাদি (২৯ বাক্য)।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন চৈতস্মিন্নিতি। প্রমাশ্রয়ত্বং হি প্রমাতৃত্বম্। প্রমা যদি নিত্যচিন্মাত্রং, তর্হি আশ্রয়ত্বাযোগঃ, করণবৈয়র্থ্যং চ। যদি বৃত্তিমাত্রং, জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গঃ, বৃত্তের্জ্জড়ত্বাৎ। অতো বৃত্ত্যভিব্যক্তঃ বোধঃ প্রমা, তদাশ্রয়ত্বম্ অসঙ্গস্য আত্মনঃ বৃত্তিমন্মনস্তাদাত্ম্যাধ্যাসং বিনা ন সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। দেহাধ্যাসে, তদ্ধর্ম্মাধ্যাসে চ অসতি ইত্যক্ষরার্থঃ। তর্হি আত্মনঃ প্রমাতৃত্বং মা অস্তু ইতি বদন্তং প্রত্যাহ—**ন চেতি।** তস্মাৎ আত্মনঃ প্রমাতৃত্বাদিব্যবহারার্থম্ অধ্যাসোঽঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি অনুমানার্থাপত্ত্যোঃ ফলমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি।** প্রমাণসত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রমাণপ্রশ্নং সমাধায় আক্ষেপং পরিহরতি—**তস্মাদিতি।** অহমিত্যধ্যাসস্য প্রমাত্রন্তর্গতত্বেন অদোষত্বাৎ। অবিদ্যাবদাশ্রয়াণ্যপি প্রমাণানি এব ইতি যোজনা। সতি প্রমাতরি পশ্চাৎ ভবন্ দোষঃ ইতি উচ্যতে, যথা কাচাদিঃ। অবিদ্যা তু প্রমাত্রন্তর্গতত্বাৎ ন দোষঃ, যেন প্রত্যক্ষাদীনাম্ অপ্রামাণ্যং ভবেৎ ইতি ভাবঃ। নন্বু যদুক্তম অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্যবহারঃ অধ্যাসকার্য্যঃ ইতি, তদযুক্তম্;

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততঃ নিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে।৩০ যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষম্ অভিমুখম্ উপলভ্য "মাং হন্তুম্ অয়ম্ ইচ্ছতি" ইতি পলায়িতুম্ আরভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিম্ উপলভ্য তং প্রতি অভিমুখী ভবন্তি।৩১ এবং পুরুষাঃ অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীন্ আক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবতঃ উপলভ্য ততঃ নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি প্রবর্ত্তন্তে।৩২ অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ।৩৩ পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধঃ

ভাষ্যানুবাদ

কোন] প্রভেদ নাই।২৯ যেহেতু যেমন পশু প্রভৃতি, শব্দ প্রভৃতির সহিত [তাহাদের] শ্রবণেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ হইলে, যদি সেই শব্দ প্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞান প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অনুকূল হইলে [তাহাতে] প্রবৃত্ত হয়।৩০ যেমন [পশুগণ] উদ্যতদণ্ডহস্ত পুরুষকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া "এই ব্যক্তি আমাকে মারিতে ইচ্ছা করিতেছে", এইরূপ মনে করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, [কিন্তু] হরিতবর্ণ তৃণপূর্ণহস্ত পুরুষকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অভিমুখী হয় (—তদভিমুখে আগমন করে)।৩১ এইরূপে ব্যুৎপন্নচিত্ত (—বিবেকী) পুরুষগণও ক্রূরদৃষ্টি, গর্জ্জনকারী ও উদ্যতখড়্গহস্ত বলবান্ পুরুষগণকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, [কিন্তু] তাহার বিপরীত পুরুষগণের প্রতি প্রবৃত্ত হয়।৩২ অতএব [বিবেকী এবং অবিবেকী] পুরুষগণের প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার পশু প্রভৃতির সহিত সমান, 'ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ'।৩৩ আর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিদুষাম্ অধ্যাসাভাবে অপি ব্যবহারদৃষ্টেঃ ইত্যত আহ—**পশ্বাদিভিশ্চেতি।** 'চ'শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। কিং বিদ্বত্ত্বং "ব্রহ্মাস্মি" ইতি সাক্ষাৎকারঃ, উত যৌক্তিকম্ আত্মানাত্মভেদ-জ্ঞানম্? আদ্যে বাধিতাধ্যাসানুবৃত্ত্যা ব্যবহারঃ ইতি সমন্বয়সূত্রে বক্ষ্যতে। দ্বিতীয়ে—পরোক্ষজ্ঞানস্য অপরোক্ষভ্রান্ত্যনিবর্ত্তকত্বাৎ, বিবেকিনামপি ব্যবহারকালে পশ্বাদিভিঃ অবিশেষাৎ—অধ্যাসবত্ত্বেন তুল্যত্বাৎ ব্যবহারঃ অধ্যাসকার্য্যঃ ইতি যুক্তমিত্যর্থঃ। অত্রায়ং প্রয়োগঃ—বিবেকিনোঽধ্যাসবন্তঃ, ব্যবহারবত্ত্বাৎ, পশ্বাদিবৎ ইতি। তত্র সংগ্রহবাক্যং ব্যাকুর্ব্বন্ দৃষ্টান্তে হেতুং স্ফুটয়তি—**যথা হীতি।** বিজ্ঞানস্য অনুকূলত্বং প্রতিকূলত্বং চ ইষ্টানিষ্টসাধনগোচরত্বং, তদেব উদাহরতি—**যথেতি।** অয়ং দণ্ডঃ মদনিষ্টসাধনং, দণ্ডত্বাৎ, অনুভূতদণ্ডবৎ। ইদং তৃণম্ ইষ্টসাধনম্, অনুভূতজাতীয়ত্বাৎ, অনুভূততৃণবৎ ইত্যনুমায় ব্যবহরন্তি ইত্যর্থঃ। অধুনা হেতোঃ পক্ষধর্ম্মতামাহ **—এবমিতি।** ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ অপি ইত্যন্বয়ঃ। বিবেকিনঃ অপি ইত্যর্থঃ। ফলিতমাহ— **অত** ইতি। অনুভববলাৎ ইত্যর্থঃ। **সমান** ইতি। অধ্যাসকার্য্যত্বেন তুল্য ইত্যর্থঃ। নম্বস্মাকং প্রবৃত্তিরধ্যাসাদিতি ন পশ্বাদয়ো ব্রুবন্তি, নাপি পরেষামেতৎ প্রত্যক্ষম্, অতঃ সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্ত ইতি। নেত্যাহ—**পশ্বাদীনাং চেতি।** তেষাম্ আত্মানাত্মনোর্জ্ঞান-

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। ৩৪ তৎসামান্যদর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিমতাম্ অপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ তৎকালঃ সমানঃ ইতি নিশ্চীয়তে। ৩৫ শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী ন অবিদিত্বা আত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধম্ অধিক্রিয়তে,

ভাষ্যানুবাদ

পশু প্রভৃতির প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার [দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ-] অবিবেকপূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ। ৩৪ তাহার সাদৃশ্য (—পশু প্রভৃতির ব্যবহারের ন্যায় ব্যবহার) দেখা যায় বলিয়া ব্যুৎপন্ন পুরুষগণেরও প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার তৎকালে (—ব্যবহারকালে, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অধ্যাসের (-ভ্রমের) কার্য্যরূপে] সমানই হইয়া থাকে, ইহা [অনুমান ও অর্থাপত্তির দ্বারা] নিশ্চিত হইতেছে। ৩৫ [সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরের মধ্যে অধ্যাস হইলেই, (—চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিজেকে জড় দেহাদিরূপে এবং জড় দেহাদিকে চেতন আমিরূপে গ্রহণকরারূপ ভ্রম করিলেই) ব্যবহার সম্ভব হয়। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ আত্মার দ্বারা কোনপ্রকার ব্যবহারই সম্ভব হয় না]।

[শাস্ত্রীয় ব্যবহারে ব্যভিচারশঙ্কানিরাস। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার। অধ্যাস শ্রুতিসিদ্ধ।]

[আচ্ছা, লৌকিক ব্যবহার অবিবেকপূর্ব্বক হয় হউক, কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদিরূপ যে শাস্ত্রীয় ব্যবহার, তাহা আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানব্যতিরেকে কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—] কিন্তু যদিও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি আত্মার পরলোকসম্বন্ধ না জানিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অধিকারী হয় না (১৭); তাহা

ভাবদীপিকা

(১৭) আত্মার পরলোকসম্বন্ধ না জানিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকারী হয় না, ইহার কারণ— যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে পরলোকে স্বর্গাদিতে সুখভোগ করিবার ইচ্ছাতেই তাহা করে। যদি শরীরই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফলভোক্তা হয়, তাহা হইলে ইহ জন্মেই অবশ্যম্ভাবী শরীরনাশের অনন্তর সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ পরলোকে গমন

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-মাত্রমস্তি, ন বিবেকঃ, উপদেশাভাবাৎ। অতঃ সামগ্রীসত্ত্বাৎ অধ্যাসঃ তেষাং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। নিগময়তি—**তৎসামান্যেতি**। তৈঃ পশ্বাদিভিঃ সামান্যং ব্যবহারবত্ত্বং, তস্য দর্শনাৎ বিবেকিনামপি অয়ং ব্যবহারঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে ইতি সম্বন্ধঃ। সমানত্বং ব্যবহারস্য অধ্যাসকার্য্যত্বেন ইতি উক্তং পুরস্তাৎ। তত্র উক্তান্বয়ব্যতিরেকৌ স্মারয়তি—**তৎকাল ইতি**। তস্য অধ্যাসস্য কালঃ এব কালঃ যস্য, সঃ তৎকালঃ। যদা অধ্যাসঃ তদা ব্যবহারঃ, তদভাবে সুষুপ্তৌ তদভাবঃ ইতি উক্তান্বয়াদিমান্ ইতি যাবৎ। অতো ব্যবহারলিঙ্গাৎ বিবেকিনামপি দেহাদিষু অহংমমাভিমানঃ অস্তি ইত্যনবদ্যম্। নন্বু লৌকিকব্যবহারস্য আধ্যাসিকত্বে অপি জ্যোতিষ্টোমাদিব্যবহারস্য ন অধ্যাসজন্যত্বং, তস্য দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য হেতুম্ অঙ্গীকরোতি—**শাস্ত্রীয়ে তু ইতি**। তর্হি কথং বৈদিককর্ম্মণঃ অধ্যাসজন্যত্বসিদ্ধিঃ

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

তথাপি ন বেদান্তবেদ্যম্ অশনায়াদ্যতীতম্ অপেতব্রহ্মক্ষত্রাদি-ভেদম্ অসংসারি আত্মতত্ত্বম্ অধিকারে অপেক্ষ্যতে, অনুপ-যোগাৎ অধিকারবিরোধাৎ চ।৩৬ প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রম্ অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং ন অতিবর্ত্ততে।৩৭ তথাহি 'ব্রাহ্মণঃ যজেত' ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽ-বস্থাদিবিশেষাধ্যাসম্ আশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে।৩৮ অধ্যাসঃ নাম

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও বেদান্তবেদ্য, ক্ষুধা প্রভৃতি রহিত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিজাতিভেদশূন্য এবং অসংসারী (—জন্মমরণবর্জ্জিত) যে আত্মতত্ত্ব, তাহা কর্ম্মাধিকারে অপেক্ষিত নহে (—অসঙ্গ আত্মবিষয়ক জ্ঞান থাকিলে তবে সেই ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হইবে, তাহা নহে), যেহেতু [কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার] উপযোগ নাই এবং যেহেতু তাহা অধিকারের বিরোধী, (—তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে সকলপ্রকার অভিমানের নিবৃত্তি হয় বলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না)।৩৬ আর সেইপ্রকার আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে যে শাস্ত্র প্রবৃত্ত হয়, তাহা অবিদ্যাযুক্ত পুরুষবিষয়তাকে অতিক্রম করে না (—অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকেই তাহা আশ্রয় করে)।৩৭ যেমন "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রসকল আত্মাতে বর্ণ, আশ্রম, বয়স এবং অবস্থাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার অধ্যাসকে (—ভ্রমকে) আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় (১৮)।৩৮

ভাবদীপিকা

করিয়া তাহার ফলভোগ করিবার জন্য কেহ আর থাকিবে না। এইহেতু স্বীকার করিতে হইবে—শরীরাতিরিক্ত পরলোকগমনে সমর্থ আত্মা আছে। সেই আত্মাই যথার্থ "আমি", শরীর "আমি" নহে। এইপ্রকার আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিই কর্ম্মে অধিকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকারী, তাহার শরীর হইতে ভিন্ন, পরলোকগমনে সমর্থ আত্মবিষয়ক জ্ঞান থাকেই।

(১৮) "ব্রাহ্মণঃ যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্য হইতে অধ্যাস শ্রুতিরূপ প্রমাণসিদ্ধ, ইহা অবগত হওয়া যায়; কারণ যে ব্যক্তি আত্মাতে ব্রাহ্মণত্ব জাতির অধ্যাস করে, অর্থাৎ নিজেকে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইত্যাশঙ্ক্য, কিং তত্র দেহান্যাত্মধীমাত্রম্ অপেক্ষিতম্, উত আত্মতত্ত্বজ্ঞানম্? আদ্যে তস্য অধ্যাসা-বাধকত্বাৎ তৎসিদ্ধিরিত্যাহ—**তথাপীতি।** ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**ন বেদান্তেতি।** ক্ষুৎপিপাসাদিগ্রস্তঃ জাতিবিশেষবান্ অহং সংসারী ইতি জ্ঞানং কর্ম্মণ্যপেক্ষিতং, ন তদ্বিপরীতাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানম্, অনুপযোগাৎ, প্রবৃত্তিবাধাৎ চ ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়কর্ম্মণঃ অধ্যাসজন্যত্বং নিগময়তি—**প্রাক্চেতি।** অধ্যাসে আগমং প্রমাণয়তি—**তথা হীতি।** যথা প্রত্যক্ষানুমানার্থা-পত্তয়ঃ অধ্যাসে প্রমাণং, তথা আগমঃ অপি ইত্যর্থঃ। "ব্রাহ্মণো যজেত", "ন হ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষেত", "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত", "কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীন্ আদধীত", ইতি আগমো ব্রাহ্মণাদিপদৈঃ অধিকারিণং বর্ণাদ্যভিমানিনম্ অনুবদন্ অধ্যাসং গময়তি ইতি ভাবঃ। এবমধ্যাসে প্রমাণসিদ্ধেঽপি কস্য কুত্র অধ্যাসঃ ইতি জিজ্ঞাসায়াং তম্ উদাহর্তুং লক্ষণং স্মারয়তি

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

"অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ" ইতি অবোচাম।৩৯ তৎ যথা—পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহম্ এব বিকলঃ সকলঃ বা ইতি বাহ্যধর্ম্মান্ আত্মনি অধ্যস্যতি।৪০ তথা দেহধর্ম্মান্—স্থূলঃ অহং, কৃশঃ অহং, গৌরঃ অহং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লঙ্ঘয়ামি চ ইতি।৪১ তথা ইন্দ্রিয়-

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাসলক্ষণের স্পষ্টতার জন্য অধ্যাসের বিশেষ বিশেষ স্থল প্রদর্শন।]

[এইপ্রকারে অধ্যাস প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ, ইহা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাহাকেই স্পষ্ট করিবার জন্য কোন্ বস্তুর কোথায় অধ্যাস হয়, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—] অধ্যাসের অর্থ—"যে যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি" (—যে বস্তুটী যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তুরূপে বুঝা), ইহা আমরা বলিয়াছি (২৯ পৃঃ)।৩৯ তাহা এইরূপ—পুত্র, বা ভার্য্যা প্রভৃতি বিকল (—হীনাঙ্গ) অথবা সকল (—পূর্ণাঙ্গ) হইলে, আমিই বিকল অথবা সকল, এইরূপে বাহ্য ধর্ম্মসকলকে আত্মাতে অধ্যাস করে।৪০ সেইরূপে দেহের ধর্ম্মসকলকে 'আত্মাতে অধ্যাস করে', যথা—'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ', 'আমি গৌরবর্ণ', 'আমি অবস্থান করিতেছি', 'আমি গমন করিতেছি', এবং 'আমি লঙ্ঘন করিতেছি', ইত্যাদি।৪১ এইরূপে ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মসকলকে

ভাবদীপিকা

ব্রাহ্মণজাতি মনে করে, উক্ত শাস্ত্রবাক্য সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হয়। এতদ্দ্বারা আত্মাতে জাতির অধ্যাস বুঝা যায়। তদ্রূপ "ন হ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষেত"—"সমাবর্ত্তন করিবার পর আর ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষা করিবে না", "গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত"—"গৃহস্থাশ্রমী মনোমত ভার্য্যালাভ করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল যে ব্যক্তি নিজেকে স্নাতক, বা গৃহস্থ মনে করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সফল হয়। ইহার দ্বারা আত্মাতে আশ্রমের অধ্যাস বুঝা যায়। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত"—"আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল ব্রাহ্মণকুলে জাত যে ব্যক্তি নিজেকে তদ্বয়োবিশিষ্ট মনে করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দ্বারা আত্মাতে বয়সের অধ্যাস বুঝা যায়। "অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণত্যাগঃ"—"দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি [শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী] জল বা বহ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল আত্মাতে তদবস্থার অধ্যাস করিয়া, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে ঐরূপ দুরারোগ্য ব্যাধিযুক্ত মনে করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দ্বারা আত্মাতে অবস্থার অধ্যাস বুঝা যায়। ভাষ্যস্থ আদি পদে—নানাপ্রকার পাতক উপপাতক ও তাহাদের প্রায়শ্চিত্তবোধক শাস্ত্রসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

—**অধ্যাসঃ নামেতি।** উদাহরতি—**তৎ যথেতি।** তল্লক্ষণং যথা স্পষ্টং ভবতি, তথা উদাহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। স্বদেহাৎ ভেদেন প্রত্যক্ষাঃ পুত্রাদয়ো বাহ্যাঃ, তদ্ধর্ম্মান্ সাকল্যাদীন্ দেহবিশিষ্টাত্মনি অধ্যস্যতি, তদ্ধর্ম্মজ্ঞানাৎ স্বস্মিন্ তত্তুল্যধর্ম্মান্ অধ্যস্যতীত্যর্থঃ। ভেদাপরোক্ষজ্ঞানে তদ্ধর্ম্মাধ্যাসাযোগাৎ, অন্যথাখ্যাত্যনঙ্গীকারাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। দেহেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ মনোবিশিষ্টে

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম]

-ধর্ম্মান্—মূকঃ কাণঃ ক্লীবঃ বধিরঃ অন্ধঃ অহম্ ইতি।৪২ তথা অন্তঃকরণধর্ম্মান্ কামসঙ্কল্পবিচিকিৎসাঽধ্যবসায়াদীন্।৪৩ এবম্ অহংপ্রত্যয়িনম্ অশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি অধ্যস্য তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণ অন্তঃকরণাদিষু অধ্য-স্যতি।৪৪ এবম্ অয়ম্ অনাদিঃ অনন্তঃ নৈসর্গিকঃ অধ্যাসঃ মিথ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

'আত্মাতে অধ্যাস করে', যথা—'আমি বোবা', 'আমি একচক্ষুহীন', 'আমি ক্লীব', 'আমি বধির', 'আমি অন্ধ', ইত্যাদি।৪২ সেইরূপে কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (—সন্দেহ) এবং অধ্যবসায় প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্মসকলকে 'আত্মাতে অধ্যাস করে'।৪৩ এইপ্রকারে অহংপ্রত্যয়ীকে (—'আমি' এইপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন অন্তঃ-করণকে) অশেষ স্বপ্রচারের (—কামাদি মনোবৃত্তিসকলের) সাক্ষী প্রত্যগাত্মাতে অধ্যাস করিয়া তাহার বিপরীতভাবে (—অধ্যস্ত অচেতন অন্তঃকরণের বিপরীত যে অধিষ্ঠান চৈতন্য, সেই চৈতন্যরূপে অবস্থিত) সর্ববসাক্ষী (—মনোবৃত্তিসকলের সাক্ষিস্বরূপ) সেই প্রত্যগাত্মাকে আবার অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে অধ্যাস করে।৪৪

[অধ্যাসবর্ণনার উপসংহার। মিথ্যাজ্ঞানরূপ অধ্যাস ব্রহ্মাত্মৈকাজ্ঞাননাশ্য হওয়ায় মোক্ষরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি।]

এইপ্রকারে এই অনাদি, অনন্ত এবং নৈসর্গিক (—(১৯) স্বাভাবিক) অধ্যাস মিথ্যাজ্ঞানরূপ (—অনির্ব্বচনীয়), কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রবর্ত্তক, ইহা সকল লোকের

ভাবদীপিকা

(১৯) নৈসর্গিক শব্দটীর তাৎপর্য্য এই—নিসর্গ (=নি+সৃজ্+অল্) অর্থ—সৃষ্টি,+ভাবার্থে ষ্ণিক্—নৈসর্গিক। তাহাতে অর্থ হয়—সৃষ্টির প্রকার এইরূপই, অর্থাৎ চেতন ও জড়, এই বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের আবিদ্যক সংসর্গ এইপ্রকারই হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-ত্মনি অধ্যস্যতীত্যাহ—**তথেতি।** কৃশত্বাদিধর্ম্মবতঃ দেহাদেঃ আত্মনি তাদাত্ম্যেন কল্পিতত্বাৎ তদ্ধর্ম্মাঃ সাক্ষাদাত্মনি অধ্যস্তা ইতি মন্তব্যম্। অজ্ঞাতপ্রত্যগ্রূপে সাক্ষিণি মনোধর্ম্মাধ্যাসমাহ—**তথা অন্তঃকরণেতি।** ধর্ম্মাধ্যাসমুক্ত্বা তদ্বদেব ধর্ম্ম্যধ্যাসমাহ—**এবমিতি।** অন্তঃকরণং সাক্ষিণি অভেদেন অধ্যস্য, তদ্ধর্ম্মান্ কামাদীন্ অধ্যস্যতি ইতি মন্তব্যম্। স্বপ্রচারাঃ—মনোবৃত্তয়ঃ। প্রতি—প্রাতিলোম্যেন অসজ্জড়দুঃখাত্মকাহঙ্কারাদিবিলক্ষণতয়া সচ্চিৎসুখাত্মকত্বেন অঞ্চতি—প্রকাশতে ইতি 'প্রত্যক্'। এবমাত্মনি অনাত্মতদ্ধর্ম্মাধ্যাসমুদাহৃত্য, অনাত্মনি আত্মনঃ অপি সংসৃষ্টত্বেন অধ্যাসমাহ—**তং চেতি।** অহমিতি অধ্যাসে চিদাত্মনো ভানং বাচ্যম্, অন্যথা জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। ন চ অনধ্যস্তস্য অধ্যাসে ভানমস্তি। তস্মাৎ রজতাদৌ ইদমঃ ইব আত্মনঃ সংসর্গাধ্যাসঃ এষ্টব্যঃ। **তদ্বিপর্য্যয়েণেতি।** তস্য অধ্যস্তস্য জড়স্য বিপর্য্যয়ঃ অধিষ্ঠানত্বং, চৈতন্যং চ তদাত্মনা স্থিতমিতি যাবৎ। তত্র অজ্ঞানে কেবলাত্মনঃ সংসর্গঃ, মনসি অজ্ঞানোপহিতস্য, দেহাদৌ মনউপহিতস্য ইতি বিশেষঃ। এবম্ আত্মনি বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসাৎ কর্ত্তৃত্বাদিলাভঃ। বুদ্ধ্যাদৌ চ আত্মাধ্যাসাৎ চৈতন্যলাভঃ ইতি ভাবঃ। বর্ণিতাধ্যাসম্ উপসংহরতি—**এবম্ অয়মিতি।**

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

-প্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ ।৪৫ অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।৪৬ যথা চ অয়ম্ অর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়ম্ অস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ ।৪৭ ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ [৬৪ পৃঃ]

প্রত্যক্ষ ।৪৫ [জন্মমরণরূপ-] অনর্থের হেতুস্বরূপ ইহার আত্যন্তিক নাশের জন্য এবং [তাহার উপায়ভূত] আত্মৈকত্ববিদ্যালাভের জন্য (—যে বিদ্যার দ্বারা জীবাত্মার ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান হয়, সেই বিদ্যালাভের জন্য) সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে (—সকল উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া এক্ষণে সেই বিষয়ে বিচার করা হইতেছে)।৪৬ আর যেপ্রকারে বেদান্তসকলের (—উপনিষৎসকলের, জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানরূপ] এই অর্থ [সিদ্ধ] হয়, তাহা আমরা এই শারীরকমীমাংসাতে (২০) প্রদর্শন করিব ।৪৭ প্রথম বর্ণক (২১) সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২০) "শারীরকমীমাংসা" শব্দটীর অর্থ এই—শরীর কুৎসিত হওয়ায় 'শরীর' শব্দের উত্তর কুৎসিতার্থে 'কন্' প্রত্যয় করিয়া 'শরীরক' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ—কুৎসিত শরীর। সেই কুৎসিত শরীরে জীব অবস্থান করে বলিয়া "সঃ অস্য নিবাসঃ" এই অর্থে 'শরীরক'শব্দের উত্তর "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া যে "শারীরক" শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ—জীব। সেই জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এই গ্রন্থে মীমাংসা (—বিচার) করা হইতেছে বলিয়া এই শাস্ত্রটীকে 'শারীরকমীমাংসাশাস্ত্র' বলা হয়। যদিও উপনিষদে এবং তদনুসরণকারি এই মীমাংসাশাস্ত্রে প্রাণাদি উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাহাতে ইহাদের মুখ্য তাৎপর্য্য নাই, কারণ উপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হইলেই, 'তত্ত্বমসি' শ্রবণানন্তর জীব ও ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানের স্ফুরণ হয় বলিয়া উপনিষদে তাহারা বর্ণিত ও এই শাস্ত্রে বিচারিত হইয়াছে।

(২১) **বর্ণক**—সূত্রের একপ্রকার তাৎপর্য্যার্থের বর্ণনা যে ভাষ্যাংশে থাকে, সেই ভাষ্যাংশকে একটী বর্ণক বলা হয়। পঞ্চপাদিকাকার এবং তদনুসরণকারী বিবরণকার "অথাতো

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অনাদ্যবিদ্যাত্মকতয়া কার্য্যাধ্যাসস্য অনাদিত্বম্। অধ্যাসাৎ সংস্কারঃ, ততঃ অধ্যাসঃ ইতি প্রবাহতো নৈসর্গিকত্বম্। এবমুপাদানং নিমিত্তং চ উক্তং ভবতি। জ্ঞানং বিনা ধ্বংসাভাবাৎ আনন্ত্যম্। তদুক্তং ভগবদ্গীতাসু—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা"। (১৫.৩) ইতি। হেতুমুক্ত্বা স্বরূপমাহ—**মিথ্যেতি।** মিথ্যা মায়া তয়া প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ—কার্য্যপ্রপঞ্চঃ, তৎপ্রতীতিশ্চ ইত্যেবংস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ। তস্য কার্য্যমাহ—**কর্ত্তৃত্বেতি।** প্রমাণং নিগময়তি—**সর্ব্বেতি।** সাক্ষিপ্রত্যক্ষমেব অধ্যাসধর্ম্মিগ্রাহকং মানম্, অনুমানাদিকং তু সম্ভাবনার্থম্ ইতি অভিপ্রেত্য প্রত্যক্ষোপসংহারঃ কৃতঃ। (ইতি অধ্যাসপ্রমাণগ্রন্থঃ।)

এবমধ্যাসং বর্ণয়িত্বা তৎসাধ্যে বিষয়প্রয়োজনে দর্শয়তি—**অস্যেতি।** কর্ত্তৃত্বাদ্যনর্থহেতোরধ্যাসস্য সমূলস্য আত্যন্তিকনাশো মোক্ষঃ, স কেন ইত্যত আহ—**আত্মেতি।**

ভাবদীপিকা [প্রথম বর্ণকের তাৎপর্য্য]

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রটী চারিপ্রকার বিভিন্ন অর্থ * প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার ভাষ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী বর্ণকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। **ভামতী**মতাবলম্বিগণ এইপ্রকার বর্ণকভেদ স্বীকার করেন নাই। যাহাহউক, এই বর্ণকচতুষ্টয়ের মধ্যে **প্রথম বর্ণকটীর তাৎপর্য্য** এই—"অধ্যাস সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের মোক্ষরূপ প্রয়োজন (—ফল) এবং এই শাস্ত্রের বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, তাহা সিদ্ধ হয়; কারণ অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে যাবতীয় পদার্থের সত্যতা সিদ্ধ হইবে। আর তাহা হইলে বিভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাও সত্য হইয়া পড়িবে, ফলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ বিষয় সিদ্ধ হইবে না। আবার অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে, অধ্যাসদ্বারা যাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই মূলাবিদ্যা যে জগতের পরিণামী কারণ, ইহাও সিদ্ধ হইবে না। ফলে সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে মোক্ষরূপ ফল সিদ্ধ হয়, তাহাও সিদ্ধ হইবে না। অতএব অধ্যাস সিদ্ধ হইলেই এই শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আর বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত হইতে পারে। সেইহেতু প্রথমেই অধ্যাস সিদ্ধ হয়, অথবা হয় না, এই বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। এইরূপে এই প্রথম বর্ণকের অবয়ব হইল এইপ্রকার—**বিষয়**—এই শাস্ত্রের বিষয়—জীব ও ব্রহ্মের একত্ব। **সংশয়**—এই শাস্ত্রের প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহার অনুকূল অধ্যাস সিদ্ধ হয়, অথবা হয় না? **পূর্ব্বপক্ষ**—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন যে আত্মা ও অনাত্মা, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং অধ্যাসের অভাবে বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না। **সিদ্ধান্ত**—এই অধ্যাস স্বাভাবিক, চেতন আত্মার সহিত জড় দেহাদির তাদাত্ম্যাধ্যাসের দ্বারা 'আমি' এইপ্রকারে এই অধ্যাস সর্ব্বলোকের অনুভবগোচর হওয়ায় অধ্যাস সিদ্ধ হয়। আর সেইহেতু বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গতই হইয়াছে।

এইরূপে প্রথম বর্ণকে **'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'** এই সূত্রটীর অর্থ হয় এইপ্রকার—**অতঃ**—অধ্যাস সিদ্ধ হয় বলিয়া, **অথ**—মলবিক্ষেপরহিত † ও সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (৬৫ পৃঃ) হই-বার পর, **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচার "করা কর্ত্তব্য"। [সুতরাং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত।] ইহাই প্রথম বর্ণকের অর্থ। লক্ষ্য রাখিতে হইবে—এই অধিকরণের যাহা বিচার্য্য বিষয়, অর্থাৎ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, তাহাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে এই বর্ণকচতুষ্টয়েরও বিচার্য্য বিষয়, কারণ সেই মূল বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বিচারপ্রসঙ্গে উত্থিত আশঙ্কাসকলের নিরাকরণের জন্যই বর্ণকচতুষ্টয়ে এই অবান্তর বিষয়সকলের বিচার করা হইয়াছে। [এই বর্ণকে অধ্যাসবিষয়ক বিচার শেষ হইল]।

* সেই চারিপ্রকার অর্থ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে, তাহা এই—

"অধ্যাসোঽস্ত্যাঽগতার্থত্বং লাভশ্চাস্ত্যাঽধিকারিণঃ।
ব্রহ্মণশ্চ বিচার্য্যত্বং চত্বারো বর্ণকা অমী"।

অর্থ—১। অধ্যাস, ২। পূর্ব্বমীমাংসাতে অগতার্থতা, ৩। অধিকারিনিরূপণ এবং ৪। প্রসিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মের বিচার্য্যতা। এই অর্থসকল তত্তৎ স্থলে আরও পরিস্ফুট হইবে।

† অন্তঃকরণের তিনপ্রকার দোষ আছে, যথা—মল, অর্থ—পাপ; বিক্ষেপ—চঞ্চলতা এবং আবরণ—অজ্ঞান। শুভকর্ম্মের দ্বারা মলদোষ, উপাসনার দ্বারা বিক্ষেপদোষ এবং জ্ঞানদ্বারা আবরণদোষ নিরাকৃত হয়।

[৬২ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্য ইদম্ আদিমং সূত্রম্ ॥৪৮ ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। [৬৬ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[এই শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসার অন্তর্গত নহে।]

যাহার ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে, সেই বেদান্ত-মীমাংসাশাস্ত্রের (—বেদান্তদর্শনের) ইহা প্রথম সূত্র ।৪৮ দ্বিতীয় বর্ণক সমাপ্ত (২২)।

ভাবদীপিকা

(২২) **দ্বিতীয় বর্ণকের তাৎপর্য্য** এই—অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিচারাত্মক এই উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও, এই শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে গতার্থ, অথবা অগতার্থ (—উপনিষদ্বাক্যের বিচারাত্মক এই শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে বিচারিত হইয়াছে, অথবা হয় নাই), এইপ্রকার আশঙ্কা হয়। তাহাতে শাস্ত্রা-রম্ভবিষয়েই পুনঃ সংশয় হয়, কারণ এই শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাই যদি পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনেও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় ঐ একই উদ্দেশ্যে উত্তরমীমাংসারূপ এই পৃথক্ শাস্ত্রের আরম্ভ নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার সমাধান এই দ্বিতীয় বর্ণকে করা হই-য়াছে। তাহাতে দ্বিতীয় বর্ণকটীর অবয়ব হয় এইপ্রকার—**সংশয়**—এই শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ, অথবা অগতার্থ? **পূর্ব্বপক্ষ**—সমগ্র বেদই বিধিপর, অর্থাৎ বেদ হইতে মাত্র ক্রিয়ার বোধ হয়। সুতরাং কর্ম্মপ্রতিপাদন ব্যতিরেকে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বেদের প্রতিপাদ্য নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্য প্রতিপত্তিঃ—শ্রবণাদিভিঃ অপ্রতিবন্ধেন লাভঃ, তস্যাঃ ইত্যর্থঃ। বিস্তারাং কারণমাহ—**সর্ব্বে** ইতি (৬২ পৃঃ)। আরভান্তে—অধীত্য বিচার্য্যন্তে ইত্যর্থঃ। বিচারিতবেদা-ন্তানাং ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিষয়ঃ, মোক্ষঃ ফলমিত্যুক্তং ভবতি। অর্থাৎ তদ্বিচারাত্মকশাস্ত্রস্যাপি তে এব বিষয়প্রয়োজনে ইতি জ্ঞেয়ম্। ননু বেদান্তেষু প্রাণাদ্যুপাস্তীনাং ভানাৎ আত্মৈক্যমেব তেষাম্ অর্থঃ ইতি কথম্ ইত্যত আহ—**যথা চেতি**। শরীরমেব শরীরকং, কুৎসিতত্বাৎ, তন্নিবাসী শারীরকঃ জীবঃ, তস্য ব্রহ্মত্ববিচারো—মীমাংসা তস্যামিত্যর্থঃ। উপাস্তীনাং চিত্তৈকাগ্রদ্বারা আত্মৈক্যজ্ঞানার্থত্বাৎ তদ্বাক্যানামপি মহাতাৎপর্য্যম্ ঐক্যে ইতি বক্ষ্যতে। এবমধ্যাসোক্ত্যা ব্রহ্মাত্মৈক্যে বিরোধাভাবেন বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ শাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি দর্শিতম্। ইতি প্রথমবর্ণকম্।

বিচারস্য সাক্ষাদ্বিষয়াঃ বেদান্তাঃ, তেষাং গতার্থত্বাগতার্থত্বাভ্যাম্ আরম্ভসন্দেহে কৃৎস্নস্য বেদস্য বিধিপরত্বাৎ, বিধেশ্চ "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) ইত্যাদিনা পূর্ব্বতন্ত্রে বিচারিতত্বাৎ, অবগতার্থা এব বেদান্তা ইত্যব্যবহিতবিষয়াভাবাৎ ন আরম্ভঃ ইতি প্রাপ্তে ব্রূতে—**বেদান্তেতি**। বেদান্তবিষয়কপূজিতবিচারাত্মকশাস্ত্রস্য ব্যাখ্যাতুমিষ্টস্য সূত্রসন্দর্ভস্য ইদং প্রথমসূত্রমিত্যর্থঃ। যদি বিধিরেব বেদার্থঃ স্যাৎ, তদা সর্ব্বজ্ঞো বাদরায়ণো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং ন ব্রূয়াৎ, ব্রহ্মণি মানাভাবাৎ। অতো ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাস্যত্বোক্ত্যা কেনাপি তন্ত্রেণ অনবগত-ব্রহ্মপরবেদান্তবিচারঃ আরম্ভণীয়ঃ ইতি সূত্রকৃৎ দর্শয়তি। তচ্চ "ব্যাচিখ্যাসিতস্য" ইতি পদেন ভাষ্যকারঃ বভাষে। ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। [৬৭ পৃঃ

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১॥

পদচ্ছেদ—অথ, অতঃ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

সূত্রার্থ—অথ—সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরম্, অতঃ—হেত্বর্থঃ, তথাচ কর্ম্মফলস্য অনিত্যত্বাৎ, জ্ঞানফলস্য মোক্ষস্য চ নিত্যত্বাৎ [মলবিক্ষেপরহিতেন মোক্ষকামেন অধিকারিণা মোক্ষসাধনাপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্যৈঃ] **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—অথ—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (২৩) হইবার অনন্তর, **অতঃ**—এই শব্দটী হেতুরূপ অর্থের প্রকাশক, অর্থাৎ কর্ম্মের ফল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল মোক্ষ নিত্য হওয়ায় [মোক্ষের সাধনভূত অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য মল ও বিক্ষেপরহিত মোক্ষকামী অধিকারীর বেদান্তবাক্যসকলের দ্বারা] **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করা কর্ত্তব্য। [ইহা তৃতীয় বর্ণকানুযায়ী (২৪) সূত্রার্থ।]

ভাবদীপিকা [দ্বিতীয় বর্ণকের তাৎপর্য্য]

অতএব ইহা বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যের মোক্ষরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সেই সমস্তই পূর্ব্বমীমাংসাতেই বিচারিত হওয়ায় এই শাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে। **সিদ্ধান্ত**—সমগ্র বেদ কর্ম্মমাত্র প্রতিপাদন করে না, কারণ উপক্রম ও উপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গের দ্বারা [ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে] ইহা সিদ্ধ হয় যে, উপনিষৎসকলে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, কিন্তু কর্ম্ম প্রতিপাদিত হয় নাই। আর উপনিষদেও যদি কর্ম্মই প্রতিপাদিত হইত, তবে উপনিষদ্বাক্যসকলের বিচারের জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বাদরায়ণ এই উত্তরমীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন না। সুতরাং উপনিষৎসকলের যাহা কিছু প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং অবিদ্যানিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ ইত্যাদি, তাহা পূর্ব্বমীমাংসাতে বিচারিত হয় নাই। অতএব উপনিষদ্বাক্যসকলের বিচার পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ নহে বলিয়া এই শাস্ত্র আরম্ভণীয়। সেইহেতু সূত্রের উল্লেখের পূর্ব্বে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—[উত্তরমীমাংসাদর্শনের] "ইহা প্রথম সূত্র" (৪৮ বাক্য)। এইপ্রকারে দ্বিতীয় বর্ণকে **"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"**, এই সূত্রটীর অর্থ হইল এইপ্রকার—**অতঃ**—বেদান্তবাক্যসকলের বিচার পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ নহে বলিয়া, **অথ**—মলবিক্ষেপরহিত ও সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবার অনন্তর, **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিষয়ক বিচার কর্ত্তব্য। অতএব পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ না হওয়ায় ব্রহ্মবিচারাত্মক এই উত্তরমীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয়। [শ্রীভাষ্যকার পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাকে (১২+৪) ষোলটী অধ্যায়যুক্ত একই শাস্ত্র মনে করেন]।

(২৩) **সাধনচতুষ্টয়**—১। **নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক**—একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য ও সত্য এবং জগৎপ্রপঞ্চ অনিত্য ও মিথ্যা, এইপ্রকার অবধারণ। ২। **ইহামুত্রফলভোগবিরাগ**—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগাকাঙ্ক্ষাত্যাগ, বৈরাগ্য। ৩। **শমদমাদিসাধনসম্পত্তি** এবং ৪। **মুমুক্ষুত্ব**, এই চারিটীকে বলে সাধনচতুষ্টয়। তন্মধ্যে শমদমাদিসাধনের পরিচয় এই—১। **শম**—অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, অর্থাৎ বারংবার দোষদর্শনপূর্ব্বক ভোগ্যবিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয় মনকে নিবৃত্ত করা। ২। **দম**—বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়সকল হইতে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার। ৩। **উপরতি**—সন্ন্যাস, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক

[৬৪ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র অথ-শব্দঃ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে, ন অধিকারার্থঃ ; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়াঃ অনধিকার্য্যত্বাৎ ।৪৯ মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়া-

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রস্থ অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্য । আরম্ভ, মঙ্গল বা পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষাদি নহে ।]

এখানে (—সূত্রমধ্যে) আনন্তর্য্য যাহার অর্থ, সেই অথ-শব্দটী গৃহীত হইতেছে (—এখানে 'অথ' শব্দটীর অর্থ "কোন কিছুর পর"), কিন্তু অধিকার (—আরম্ভ)

ভাবদীপিকা [সাধনচতুষ্টয়]

বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ । মতান্তরে—শ্রবণমননাদিব্যতিরিক্ত কোন বিষয়েই অন্তরিন্দ্রিয় মনকে ও বাহেন্দ্রিয়সকলকে যাইতে না দেওয়া । ৪ । **তিতিক্ষা**—অপ্রতিকারপূর্ব্বক চিন্তা ও খেদশূন্য হইয়া সমস্ত দুঃখের সহন । ৫ । **সমাধান**—নিদ্রা ও আলস্য পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধ ব্রহ্মে মনের সর্ব্বপ্রকারে একাগ্রতা সম্পাদন । ৬ । **শ্রদ্ধা**—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস । অত্রস্থ 'আদি' শব্দের দ্বারা বিবরণকার 'গুরূপসদনকে', অর্থাৎ গুরুর নিকট গমনকরাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে এই সাধন হয় **সাতটী** । "সাধনসম্পত্তি" বলিতে উক্ত সাধনগুলির উৎকর্ষপ্রাপ্তিকে বুঝিতে হইবে । এই সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন উত্তরবর্ত্তী সাধনের হেতু ; যেমন আত্মাই নিত্যসুখস্বরূপ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখসকল অনিত্য ও পরিণামে দুঃখপ্রদ, এইপ্রকার নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক যাহার না থাকে, সুখের হেতুরূপে প্রতীয়মান রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সকল হইতে বিমুখতারূপ বৈরাগ্য তাহার হইতে পারে না। আবার যাহার বৈরাগ্য না থাকে, তাহার পক্ষে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়সংযমরূপ শমদমাদির, বা অন্য সাধনসকলের অভ্যাস, বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে। আবার উক্ত সাধনসকলের প্রাপ্তি যাহার না হয়, রূপরসাদিভোগাকাঙ্ক্ষী তাহার মোক্ষের ইচ্ছাও ঠিক ঠিক হয় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনসকল থাকিলেই পরবর্ত্তী সাধনসকলের প্রাপ্তি, তাহার অভ্যাস ও তাহাতে স্থিতি সম্ভব।

(২৪) **তৃতীয় বর্ণকের তাৎপর্য্য** এই—প্রথম বর্ণকদ্বয়ে (৬৩ ও ৬৪ পৃঃ) যথাক্রমে অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা বিষয় ও প্রয়োজনের সদ্ভাব এবং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে অন্তর্ভূত না হওয়ারূপ সূত্রের পরম্পরাপ্রাপ্ত অর্থের বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই শাস্ত্রের অধিকারী আছে, অথবা নাই, তাহার বিচার করা হইতেছে ; যেহেতু অধিকারী না থাকিলে শাস্ত্র কাহার উপকারের জন্য রচিত হইবে ? অতএব অধিকারীর অভাবে শাস্ত্রারম্ভই ব্যর্থ হইয়া পড়ে বলিয়া এই তৃতীয় বর্ণকে অধিকারী সিদ্ধ হয়, অথবা হয় না, তাহা বিচারিত হইতেছে। এইরূপে এই বর্ণকটীর অবয়ব হয় এইপ্রকার—**সংশয়**—ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের কোন অধিকারী আছে, অথবা নাই ? **পূর্ব্বপক্ষ**—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়েই মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া, ভোগপ্রদ কর্ম্মেই তাহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু মোক্ষবিষয়ে নহে। সুতরাং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রের কোন অধিকারী দেখা যায় না। অতএব অধিকারীর অভাবে এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না। **সিদ্ধান্ত**—ভোগতৃষ্ণপুরুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগপ্রদ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলেও, কর্ম্মফলসকল অনিত্য হওয়ায় বিচারশীল সুতরাং ভোগবিতৃষ্ণ মোক্ষকামী ব্যক্তির তাহাতে

শাঙ্করভাষ্যম্

-ভাবাৎ অর্থান্তরপ্রযুক্তঃ এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনঃ ভবতি।৫০ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলতঃ আনন্তর্য্যাব্যতিরে-

ভাষ্যানুবাদ

যাহার অর্থ, তাহা গৃহীত হইতেছে না (—ইহার অর্থ "কোন কিছুর আরম্ভ করা" নহে), যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার (—"ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার") আরম্ভ করা যায় না (২৫)।৪৯ আর বাক্যার্থে মঙ্গলের সমন্বয় না হওয়ায় (—'অথ' শব্দের অর্থ "মঙ্গল" হইলে তাহার দ্বারা বাক্যার্থ নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া) অন্য অর্থে

ভাবদীপিকা [তৃতীয় বর্ণকের তাৎপর্য্য]

প্রবৃত্তি না হইয়া নিত্য যে মোক্ষ, তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। সেই মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন যে ব্রহ্মবিচার, তাহার অধিকারী আছে। অতএব অধিকারী সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত। পরবর্ত্তিভাষ্যমধ্যে এই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। বর্ণকানুযায়ী সূত্রার্থ পূর্ব্বে (৬৫ পৃঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২৫) **'অথ' শব্দটীর অর্থ** অনেকপ্রকার, যথা—'মঙ্গল, আনন্তর্য্য, আরম্ভ, প্রশ্ন ও সমগ্র'। এতদ্ব্যতীত 'পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা'রূপ অন্য একটী অপ্রসিদ্ধ অর্থও আছে। এই সকল

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবং বর্ণকদ্বয়েন বেদান্তবিচারস্য কর্ত্তব্যতায়াং বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বম্ অগতার্থত্বং চেতি হেতু-দ্বয়ং সূত্রস্য আর্থিকার্থং ব্যাখ্যায় অক্ষরব্যাখ্যাম্ আরভমাণঃ পুনরপি অধিকারিভাবাভাবাভ্যাং শাস্ত্রারম্ভসন্দেহে সতি অথশব্দস্য আনন্তর্য্যার্থকত্বোক্ত্যা অধিকারিণং সাধয়তি—**তত্র অথশব্দঃ** ইতি। সূত্রে ইত্যর্থঃ। "মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো 'অথ' (অমরকোশে হান্তবর্গ), ইতি অথশব্দস্য বহবঃ অর্থাঃ সন্তি। তত্র "অথ যোগানুশাসনম্" (যোঃ সূঃ ১।১) ইত্যত্র সূত্রে যথা অথশব্দঃ আরম্ভার্থকঃ যোগশাস্ত্রমারভ্যতে ইতি; তদ্বদত্র কিং ন স্যাৎ ইত্যত আহ—**ন অধি-কারার্থঃ** ইতি। অয়মাশয়ঃ—কিং জিজ্ঞাসাপদং জ্ঞানেচ্ছাপরম্, উত বিচারলক্ষকম্? আদ্যে অথশব্দস্য আরম্ভার্থত্বে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা আরভ্যতে ইতি সূত্রার্থঃ স্যাৎ; স চ অসঙ্গতঃ, তস্যা অনারভ্যত্বাৎ। নহি প্রত্যধিকরণম্ ইচ্ছা ক্রিয়তে, কিন্তু তয়া বিচারঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, কর্ত্তব্যপদা-ধ্যাহারং বিনা বিচারলক্ষকত্বাযোগাৎ, অধ্যাহৃতে চ তেনৈবারম্ভোক্তেঃ অথশব্দবৈয়র্থ্যাৎ। কিন্তু অধিকারিসিদ্ধ্যর্থমানন্তর্য্যার্থতা এব যুক্তা ইতি। অধুনা সম্ভাবিতম্ অর্থান্তরং দূষয়তি—**মঙ্গলস্যেতি।** বাক্যার্থো—বিচারকর্ত্তব্যতা। নহি তত্র মঙ্গলস্য কর্ত্তৃত্বাদিনা অন্বয়ঃ অস্তীত্যর্থঃ। ননু সূত্রকৃতা শাস্ত্রাদৌ মঙ্গলং কার্য্যমিতি অথশব্দঃ প্রযুক্তঃ ইতি চেৎ? সত্যম্, ন তস্য অর্থঃ মঙ্গলং, কিন্তু তচ্ছ্রবণম্ উচ্চারণং চ মঙ্গলকৃত্যং করোতি। তদর্থস্তু আনন্তর্য্যমেব ইত্যাহ—**অর্থান্তরেতি।** অর্থান্তরম্—আনন্তর্য্যম্। শ্রুত্যা—শ্রবণেন। শঙ্খবীণাদিনাদ-শ্রবণবৎ ওঁকারাথশব্দয়োঃ শ্রবণং মঙ্গলফলকম্। "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবিমৌ"॥ ইতি স্মরণাৎ ইতি ভাবঃ। ননু প্রপঞ্চঃ মিথ্যা ইতি প্রকৃতে সতি, 'অথৈতন্মতং প্রপঞ্চঃ সত্যঃ' ইত্যত্র পূর্ব্বপ্রকৃতার্থাৎ উত্তরার্থস্য অর্থান্তরত্বার্থঃ অথশব্দঃ দৃষ্টঃ, তথা অত্র কিং ন স্যাৎ ইত্যত আহ—**পূর্ব্বেতি।** ফলতঃ—ফলস্য ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

-কাৎ।৫০ সতি চ আনন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং [নিয়মেন]

ভাষ্যানুবাদ

(—আনন্তর্য্যরূপ অপর অর্থে) প্রযুক্ত অথশব্দই শ্রবণের দ্বারা মঙ্গলরূপ (২৬) প্রয়োজনসম্পাদক হইয়াই থাকে।৫০ আর [অথশব্দের অর্থ যে] পূর্ব্বপ্রকৃতের (—পূর্ব্বে বর্ণিত কোন কিছুর) অপেক্ষা (২৭), তাহা যেহেতু ফলতঃ (—বস্তুতঃ) আনন্তর্য্য হইতে অব্যতিরিক্ত (—আনন্তর্য্য হইতে তাহার কোন ভেদ নাই)।৫১

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

অর্থের মধ্যে 'অথ' শব্দের কোন্ অর্থটী সঙ্গত, এখানে তাহার বিচার করা হইতেছে। এখানে আরম্ভরূপ অর্থ হইতে পারে না, কারণ 'জিজ্ঞাসা' এই শব্দটী 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থক 'সন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ 'জানা' এবং 'সন্' প্রত্যয়ের অর্থ 'ইচ্ছা'। অতএব 'জিজ্ঞাসা' শব্দের অর্থ হয়—'জানিবার ইচ্ছা'। এই ইচ্ছাকে কিন্তু আরম্ভ করা যায় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান থাকিলে, অর্থাৎ "কোন বস্তু প্রাপ্ত হইলে কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এইপ্রকার যদি মনে হয়" এবং "সেই বস্তুটী প্রাপ্ত হওয়া পুরুষের প্রযত্নসাধ্য, এইপ্রকার যদি মনে হয়", তবে স্বতঃই সেই বিষয়ে পুরুষের ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাকে ঘটাদির ন্যায় আরম্ভ করা যায় না, তাহা স্বতঃই উদিত হয়। সুতরাং 'ব্রহ্মকে জানিবার যে ইচ্ছা', তাহাকে আরম্ভ করা যায় না। আর যদি 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদে লক্ষণা করিয়া 'ব্রহ্মবিচার' এইরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই "কর্ত্তব্য" এই পদটীকে অধ্যাহার করিয়া সূত্রের অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে সূত্রের এই অংশের অর্থ হইবে—"ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করা কর্ত্তব্য"। কিন্তু তাহা হইলেও 'অথ'শব্দের আরম্ভরূপ অর্থ অঙ্গীকার ব্যর্থই হইয়া পড়ে, কারণ "কোন কিছু

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ পূর্ব্বম্ অর্থবিশেষঃ প্রকৃতঃ নাস্তি, যস্মাত্তস্যা অর্থান্তরত্বম্ অথশব্দেন উচ্যেত। যতঃ কুতশ্চিদর্থান্তরত্বং সূত্রকৃতা ন বক্তব্যম্, ফলাভাবাৎ। যদি ফলস্য জিজ্ঞাসাপদোক্তকর্ত্তব্যবিচারস্য হেতুত্বেন যৎ পূর্ব্বং প্রকৃতং তদপেক্ষা অস্তি ইতি অপেক্ষাবলাৎ প্রকৃতহেতুম্ আক্ষিপ্য ততঃ অর্থান্তরত্বম্ উচ্যতে, তদা অর্থান্তরত্বম্ আনন্তর্য্যে অন্তর্ভবতি, হেতুফলভাবজ্ঞানায় আনন্তর্য্যস্য অবশ্যং বাচ্যত্বাৎ। তস্মাৎ ইদমর্থান্তরমিত্যুক্তে তস্য হেতুত্বাপ্রতীতেঃ। তস্মাৎ ইদম্ অনন্তরমিত্যুক্তে ভবত্যেব হেতুত্বপ্রতীতিঃ। ন চ 'অশ্বাৎ অনন্তরঃ গৌঃ' ইত্যত্র হেতুত্বভানাপত্তিরিতি বাচ্যম্। তয়োর্দ্দেশতঃ কালতো বা ব্যবধানেন আনন্তর্য্যস্য অমুখ্যত্বাৎ। অতঃ সামগ্রীফলয়োরেব মুখ্যম্ আনন্তর্য্যম্, অব্যবধানাৎ। তস্মিন্ উক্তে সতি অর্থান্তরত্বং ন বাচ্যম্। জ্ঞাতত্বাৎ বৈফল্যাৎ চ ইতি ভাবঃ। ফলস্য বিচারস্য পূর্ব্বপ্রকৃতহেত্বপেক্ষায়াঃ বলাৎ যদর্থান্তরত্বং তস্য আনন্তর্য্যাভেদাৎ ন পৃথগথশব্দার্থত্বমিতি অধ্যাহৃত্য ভাষ্যং যোজনীয়ম্। যদ্বা, পূর্ব্বপ্রকৃতে অর্থে অপেক্ষা যস্যাঃ অর্থান্তরতায়াঃ, তস্যাঃ ফলং জ্ঞানং, তদ্দ্বারা আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ তজ্জ্ঞানে তস্যাঃ জ্ঞানতঃ অন্তর্ভাবাৎ ন অথশব্দার্থতা ইত্যর্থঃ।

নমু আনন্তর্য্যার্থকত্বে অপি আনন্তর্য্যস্য অবধিঃ কঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—সতি চেতি। যৎ নিয়মেন পূর্ব্ববৃত্তং—পূর্ব্বভাবি অসাধারণকারণং পুষ্কলকারণমিতি যাবৎ, তদেব অবধিরিতি

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

করা কর্ত্তব্য", এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে, "সেই বিষয়টী পূর্ব্বে করা হয় নাই, এক্ষণে তাহাকে আরম্ভ করা হইবে", এইপ্রকার অর্থই অবগত হওয়া যায়। তাহাতে ফলতঃ এই 'কর্ত্তব্য' পদটীর দ্বারাই 'আরম্ভ'রূপ অর্থটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া 'অথ'শব্দের 'আরম্ভ'রূপ অর্থ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

(২৬) 'অথ' শব্দের অর্থ যদি **মঙ্গল** হয়, তাহা হইলে সূত্রার্থ হইবে—"মঙ্গলের হেতু হওয়ায় প্রত্যহ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে"। কিন্তু এইপ্রকার অর্থ করা যায় না, কারণ 'মঙ্গল' অথশব্দের বাচ্যার্থ, বা লক্ষ্যার্থ কিছুই নহে। যাহা শব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ নহে, তাহা বাক্যার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। তাহার হেতু—অর্থ দুইপ্রকার, **১।** জ্ঞাপ্যার্থ এবং **২।** কার্য্যার্থ। **'জ্ঞাপ্যার্থ'** শব্দের অর্থ—শব্দের বৃত্তিলভ্য অর্থ, অর্থাৎ শব্দের শক্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ। আর **'কার্য্যার্থ'** শব্দের অর্থ—শব্দটীর উচ্চারণজন্য, বা শ্রবণজন্য কোন ফল; যেমন শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিলে মঙ্গলরূপ ফল স্বীকৃত হয়। 'কার্য্যার্থ্য ও 'জ্ঞাপ্যার্থের' মধ্যে এই জ্ঞাপ্যার্থই বাক্যার্থে অন্বিত হয়, 'কার্য্যার্থ' নহে; কারণ শক্তিবৃত্তি বা লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পদজন্য উপস্থিতির বিষয় যে পদার্থ, তাহারই বাক্যার্থে অন্বয় হয়। ইহা স্বীকার না করিলে যাহা পদজন্য উপস্থিতির বিষয় নহে, তাদৃশ পদার্থের জ্ঞানও বাক্যার্থের বোধকালে হইয়া যাইবে, 'ঘট আনয়ন কর' বলিলে 'পট দর্শন কর' এইরূপ অর্থবোধ হইয়া পড়িবে। সেইহেতু 'মঙ্গল' অথশব্দের জ্ঞাপ্যার্থ নহে বলিয়া, অর্থাৎ তাহা কার্য্যার্থ হয় বলিয়া উক্তপ্রকারে "মঙ্গলের হেতু হওয়ায় প্রত্যহ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে", এইপ্রকার সূত্রার্থ হইতে পারে না। ইহা মনে রাখিয়াই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**মঙ্গলস্য চ**—"বাক্যার্থে মঙ্গলের সমন্বয় না হওয়ায়",ইত্যাদি (৫০ বাক্য)।

তাহাতে **আশঙ্কা** হয়—অমরকোষে "অথ" শব্দের অর্থ 'মঙ্গল' বলা হইয়াছে, যথা—"মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্নেষ্বথো অথ" (অমরকোষ, নানার্থবর্গে হান্তবর্গ), ইত্যাদি। অতএব মঙ্গলকে 'অথ' শব্দের শক্যার্থই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহা বাক্যার্থে অন্বিত হইবে না কেন? **তদুত্তরে** বলা যায়—অভিধান হইতে শব্দের শক্যার্থেরই বোধ হয়, ইহা সকল স্থলে স্বীকার করা হয় না। যেমন "গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণিলিঙ্গাস্তু তদ্বতি", অর্থাৎ "শুক্লাদিশব্দ গুণ বুঝাইলে হয় পুংলিঙ্গ এবং গুণবান্‌কে, অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যকে বুঝাইলে, সেই দ্রব্যের যে লিঙ্গ, উক্ত শুক্লাদিশব্দেরও হয় সেই লিঙ্গ", ইত্যাদি। উক্ত বাক্যটীর দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, শুক্লশব্দের শক্যার্থ দুইপ্রকার - শুক্ল গুণ এবং শুক্ল দ্রব্য। কিন্তু **বিবেচক**ব্যক্তিগণ **শুক্লাদি**শব্দের এই উভয়প্রকার শক্যার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—লাঘবানুরোধে শুক্লাদিশব্দের শক্যার্থ শুক্লাদি গুণ, গুণীর অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের বোধ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা হয়। সুতরাং অভিধানের সকল অর্থই শক্যার্থ নহে। সেইহেতু অভিধানে 'অথ'শব্দের শক্যার্থরূপে "মঙ্গলের" উল্লেখ থাকিলেও তাহা গৃহীত হইতে পারে না, তাদৃশ অর্থকে প্রস্তাবিত স্থলে কার্য্যার্থরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব 'ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ"—"পুরাকালে ওঁকার এবং অথশব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল, সেইহেতু সেই দুইটীই মাঙ্গলিক"; এই স্মৃতিবাক্যে যে অথশব্দকে মাঙ্গলিক বলা হইয়াছে, তাহা এই কার্য্যার্থাভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ওঁকার ও অথশব্দ

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয়, কিন্তু মঙ্গল তাহাদের জ্ঞাপ্যার্থ নহে, ইহাই উক্ত স্মৃতিবাক্যস্থ 'মাঙ্গলিক' শব্দের অভিপ্রায়। সুতরাং অন্য প্রয়োজনে আনীত জলপূর্ণ ঘট দর্শনে, বা শঙ্খধ্বনি শ্রবণে যেমন মঙ্গল হয়, প্রস্তাবিত স্থলে 'অথ' শব্দ শ্রবণের দ্বারাও তদ্রূপ মঙ্গলই হয় ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবান্ ভাষ্যকার **শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনঃ ভবতি** (৫০ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যাংশে এই কথাই বলিয়াছেন। এইরূপে এই 'অথ'শব্দের উচ্চারণের দ্বারা ভগবান্ সূত্রকারেরও সৎ-শব্দ-প্রয়োগরূপ **মঙ্গলাচরণ** সিদ্ধ হইয়াছে।

(২৭) এই স্থলে পুনরায় এইপ্রকার **আশঙ্কা** হয়—'অথশব্দ' মঙ্গল ব্যতিরেকে শক্তি, বা লক্ষণা বৃত্তিবলে অন্য অর্থও প্রকাশ করে বলিয়া এখানে অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বা হইবে কেন? "পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা"রূপ অর্থান্তরই (—অন্যপ্রকার অর্থই) বা তাহার অর্থ হইবে না কেন? **তদুত্তরে** বলা যায়—**পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা** বলিতে কি বুঝায়? তাহা কি—**১।** পূর্ব্বে প্রস্তাবিত যে একটী পক্ষ, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পক্ষের অবতারণাকে বুঝায়? অথবা **২।** উত্তরবর্ত্তী কার্য্য বস্তুতে যে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণভূত বস্তুর অপেক্ষা, তাহাকে বুঝায়? যদি **প্রথম**পক্ষ স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয়—পূর্ব্বে প্রস্তাবিত যে একটী পক্ষ, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া পরে যে অন্য পক্ষের অবতারণা, তাহাই পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, যেমন—"অয়মেব পক্ষঃ সমীচীনঃ, অথ মতম্ অসমীচীনঃ", ইত্যাদি স্থলে প্রথমে প্রস্তাবিত সমীচীনতা পক্ষকে অপেক্ষা করিয়া পরে অসমীচীনতা পক্ষের প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া এখানে 'অথ'শব্দের অর্থ—"পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা"। প্রস্তাবিত স্থলেও এইপ্রকারই হইবে। তদুত্তরে বলা যায়—এই স্থলে তাদৃশ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রের পূর্ব্বে অন্য কোন পক্ষের উল্লেখ নাই। আর যদি **দ্বিতীয়** পক্ষ স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয়—"পরবর্ত্তী কার্য্যে যে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অপেক্ষা, তাহাই পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, যেমন—'ঘটেন নেত্রসন্নিকর্ষঃ, অথ ঘটজ্ঞানম্', এই স্থলে পরবর্ত্তী ঘটজ্ঞানরূপ কার্য্যের প্রতি, পূর্ব্ববর্ত্তী যে "ঘটের সহিত নেত্রসন্নিকর্ষ", তাহাকে কারণরূপে অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু এই 'অথ'শব্দটীর অর্থ 'পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা'। এখানেও এইপ্রকারই হইবে। তদুত্তরে বলিব—এইরূপ ব্যাখ্যাতে 'অথ-শব্দের' অর্থ ফলতঃ 'আনন্তর্য্যই' হইল, যেহেতু কার্য্য নিয়মিতভাবে কারণের অব্যবহিত পরবর্ত্তীই হইয়া থাকে, ইহাই কার্য্যে কারণের অপেক্ষারূপ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা; এতাদৃশ যে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"**পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ**" ইত্যাদি (৫১ বাক্য); অর্থাৎ 'পূর্ব্ব প্রস্তাবিতের যে অপেক্ষা, তাহা ফলতঃ (—বস্তুতঃ) আনন্তর্য্য হইতে অভিন্ন', ইত্যাদি।

উপরোক্ত **দ্বিতীয়** কোটিতে উল্লিখিত যে কার্য্যকারণভাবমূলক আনন্তর্য্যরূপ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, তাহার দ্যোতনের জন্য **ঋজুপ্রভাকার** "ফলতঃ" এই পদটীতে 'সার্ব্ববিভক্তিক তসিল্' প্রত্যয়ের দ্বারা অর্থ করিয়াছেন—'ফলস্য' অর্থাৎ ফলের। তাহাতে এই **ভাষ্যাংশের অর্থ** হয়—"ব্রহ্মবিচাররূপ ফলের হেতুভূত যে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত [পদার্থ], তাহার যে [সেই ব্রহ্মবিচার-রূপ] ফলবিষয়ে অপেক্ষা, তাহার আনন্তর্য্য হইতে কোন ভেদ নাই"। অর্থাৎ ব্রহ্মবিচাররূপ ফলের হেতুভূত যে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত পদার্থ, অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয় ও মলনাশ ইত্যাদি, ব্রহ্মবিচাররূপ

[৬৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

বেদাধ্যয়নং নিয়মেন অপেক্ষতে, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎ পূর্ব্ব-বৃত্তং নিয়মেন অপেক্ষতে, তৎ বক্তব্যম্।৫২ স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং তু সমানম্।৫৩ ননু ইহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ?৫৪ ন, ধর্ম্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অনিয়ত। কর্ত্তা এক নহে বলিয়া অথশব্দের অর্থ ক্রমরূপ অমুখ্য আনন্তর্য্য নহে।]

আর [অথ-শব্দের] অর্থ আনন্তর্য্য হইলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা যেমন তাহার পূর্ব্বভাবী বেদাধ্যয়নকে নিয়মিতভাবে অপেক্ষা করে, এইরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও যে পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুটীকে নিয়মিতভাবে অপেক্ষা করে, তাহা বলিতে হইবে।৫২ স্বাধ্যায়ের (—বেদাধ্যয়নের) আনন্তর্য্য কিন্তু সমান (—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উভয়ের পূর্ব্বেই বেদাধ্যয়ন নিয়মিতভাবে অপেক্ষিত।৫৩ সুতরাং বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহা বলা যায় না]।

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বলা হয়, এখানে (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) কর্ম্মাববোধের আনন্তর্য্যই বিশেষ (—অসাধারণ কারণ) হউক? (—বেদোক্ত কর্ম্মজ্ঞানের হেতুভূত যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নজন্য কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হউক?) ৫৪

ভাবদীপিকা [‘অথ’শব্দের অর্থবিচার]

ফলের প্রতি তাহাদের অপেক্ষা আছে বলিয়া এখানে অথশব্দের অর্থ যে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, তাহাকে আনন্তর্য্যই বলিতে হইবে; যেহেতু এক পক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পক্ষের উল্লেখ করিলে, কার্য্যকারণভাব পরিস্ফুট হয় না, কিন্তু “ইহা তাহার অনন্তর” এইরূপ বলিলে কার্য্যকারণভাব পরিস্ফুট হয়। সুতরাং যে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষাতে কার্য্য-কারণভাব বুঝা যায়, তাহাই হইবে এখানে অথ-শব্দের অর্থ, আর তাহাকেই আনন্তর্য্য বলা হয়। তাহাতে **আশঙ্কা** হয়—‘আনন্তর্য্য’ অর্থ হইলেই যে কার্য্যকারণভাব সূচিত হইবে, তাহা বলা যায় না; কারণ “আদৌ অশ্বমানয় অথ গাম্”—‘অগ্রে অশ্ব আনয়ন কর, অনন্তর গরু আনয়ন কর’, ইত্যাদি স্থলে ‘অথ’শব্দের যে আনন্তর্য্যরূপ অর্থ হয়, তাহাতে কার্য্যকারণ-ভাব বুঝা যায় না। **তদুত্তরে** বলা যায়—হাঁ, তাহা সত্য, এতাদৃশ স্থলে কার্য্যকারণভাব সূচিত হয় না; সেইহেতু এতাদৃশ আনন্তর্য্যকে কার্য্যকারণভাববিহীন অমুখ্য আনন্তর্য্য, বা **ক্রম** বলা হয়। এই অমুখ্য আনন্তর্য্য বা ‘ক্রম’রূপ যে অথ-শব্দের অর্থ, তাহা প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভব কি না, তাহা **“যথা চ হৃদয়াস্য**গ্রেঽবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ”, ইত্যাদি পরবর্ত্তি-ভাষ্যে (৫৬ বাক্য) আলোচিত হইবে। কার্য্যকারণভাবযুক্ত যে মুখ্য আনন্তর্য্য, তাহাই এখানে ‘অথ’শব্দের অর্থরূপে গ্রহণীয়, ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ননু অস্তু ধর্ম্মবিচারে ইব ব্রহ্মবিচারে অপি বেদাধ্যয়নং পুষ্কলকারণম্ ইত্যত আহ—**স্বাধ্যায়েতি।** সমানম্—ব্রহ্মবিচারে সাধারণকারণম্, ন পুষ্কলকারণম্ ইত্যর্থঃ। ননু সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন “যজ্ঞেন দানেন” (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিশ্রুত্যা “যজ্ঞাদি কর্ম্মাণি

শাঙ্করভাষ্যম্

-জিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।৫৫ যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ,

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু ধর্ম্মজিজ্ঞাসার (—কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের) পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার পক্ষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সঙ্গত।৫৫ [একণে অথ-শব্দের অর্থ 'অমুখ্য আনন্তর্য্য', অর্থাৎ 'ক্রম' হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—] আর ['অথ'শব্দের অর্থরূপে] ক্রমের বিবক্ষা আছে বলিয়া হৃদয়াদির যে অবদানসকল (২৮), তাহাদের

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

(২৮) **অবদান**—অবদান শব্দের ধাতুগত অর্থ—ছেদন, অর্থাৎ হোমের জন্য হোমপরিমিত অংশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন। বস্তুতঃ তত্তৎ ভাগের পৃথক্ পৃথক্-ভাবে গ্রহণই 'অবদান-শব্দের' পর্য্যবসিত অর্থ। ৩।৩।৪৩ সূত্রের রত্নপ্রভা, ন্যায়নির্ণয় এবং কাঃ শ্রৌতসূত্র ৬।৭।৭ দ্রষ্টব্য, যথা—"অবদ্যতি—গৃহ্লাতি", "তত্তৎ ভাগং গৃহ্লাতি", "পৃথক্কৃত্বা গ্রহণম্", ইত্যাদি। প্রস্তাবিত স্থলে "হৃদয়াদ্যবদানানাম্" ইত্যাদি ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য এই—শ্রুতিতে আছে "হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি অথ জিহ্বায়াঃ অথ বক্ষসঃ" (তৈঃ সং ৬।৩।১০।৪) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—"প্রথমে হৃদয়ের অবদান করিবে (—যজ্ঞার্থে নিহত পশুর হৃদয় হইতে খানিকটা অংশ ছেদন করিয়া গ্রহণ করিবে), অনন্তর জিহ্বার অবদান করিবে, অনন্তর বক্ষের অবদান করিবে", ইত্যাদি। এই শ্রুতিবাক্যে একটা অঙ্গের অবদানের পর অন্য অঙ্গের অবদান বিহিত হইতেছে বলিয়া অত্রস্থ "অথ" শব্দটীর অর্থ ক্রম, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জ্ঞানায় বিধীয়ন্তে" ইতি সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৬) বক্ষ্যতে। তথা চ পূর্ব্বতন্ত্রেণ তদববোধঃ পুষ্কলকারণমিতি শঙ্কতে—**ননু** ইতি (৭১ পৃঃ)। ইহ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াম্। বিশেষঃ—অসাধারণকারণম্। ["একস্য তু উভয়ার্থত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্" (জৈঃ সূঃ ৪।৩।৫) ইতি জৈমিনিসূত্রম্। তদর্থস্তু—একস্য কর্ম্মণঃ উভয়ার্থত্বে—অনেকফলসম্বন্ধে, সংযোগঃ—উভয়সম্বন্ধবোধকং বাক্যং, তস্য পৃথক্ত্বং—ভেদঃ, স হেতুঃ। ততশ্চ অত্রাপি জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলকানামপি "যজ্ঞেন দানেন" ইত্যাদিবচনাৎ জ্ঞানার্থত্বং চেতি ।] পরিহরতি—**ন** ইত্যাদিনা (৭১ পৃঃ)। অয়মাশয়ঃ—ন তাবৎ পূর্ব্বতন্ত্রস্থং ন্যায়সহস্রং ব্রহ্মজ্ঞানে তদ্বিচারে বা পুষ্কলকারণম্, তস্য ধর্ম্মনির্ণয়মাত্রহেতুত্বাৎ। নাপি কর্ম্মনির্ণয়ঃ, তস্য অনুষ্ঠানহেতুত্বাৎ। নহি ধূমাগ্ন্যোঃ ইব ধর্ম্মব্রহ্মণোঃ ব্যাপ্তিঃ অস্তি, যয়া ধর্ম্মজ্ঞানাৎ ব্রহ্মজ্ঞানং ভবেৎ। যদ্যপি শুদ্ধিবিবেকাদিদ্বারা কর্ম্মাণি হেতবঃ, তথাপি তেষাং নাধিকারিবিশেষণত্বম্, অজ্ঞাতানাং তেষাং জন্মান্তরকৃতানামপি ফলহেতুত্বাৎ। অধিকারিবিশেষণং জ্ঞায়মানং প্রবৃত্তিপুষ্কলকারণম্ আনন্তর্য্যাবধিত্বেন বক্তব্যম্ । অতঃ কর্ম্মাণি, তদববোধঃ, তন্ন্যায়বিচারো বা ন অবধিঃ, ইতি ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসানন্তর্য্যমিতি। নন্ধ ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ কার্য্যকারণত্বাভাবে অপি আনন্তর্য্যোক্তিদ্বারা ক্রমজ্ঞানার্থঃ অথশব্দঃ। "হৃদয়স্যাগ্রে অবদ্যতি অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ" (তৈঃ সং ৬।৩।১০।৪) ইত্যবদানানাং ক্রম-

শাঙ্করভাষ্যম্

ন তথা ইহ ক্রমঃ বিবক্ষিতঃ, শেষশেষিত্বে অধিকৃতাধিকারে বা প্রমাণাভাবাৎ।৫৬ ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ।৫৭

ভাষ্যানুবাদ

[৭৫ পৃঃ]

মধ্যে যেমন আনন্তর্য্যের নিয়ম 'দৃষ্ট হয়' (—একের পর অন্যের অবদান হইবে, এই প্রকারে যেমন ক্রমের নিয়ম দৃষ্ট হয়), এখানে(—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) সেইপ্রকার ক্রম বিবক্ষিত নহে ; যেহেতু [এই স্থলে উভয় জিজ্ঞাসার মধ্যে] শেষ-শেষিত্বে (২৯), বা অধিকৃতাধিকারে (৩০) প্রমাণ নাই (৩১)।৫৬ [সুতরাং ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি নহে বলিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহা বলা যায় না। অতএব সূত্রস্থ অথশব্দে অর্থ 'ক্রম' নহে।]

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

(২৯) **শেষ-শেষিত্ব**—ইহার অর্থ 'অঙ্গাঙ্গিত্ব', 'শেষ' শব্দের অর্থ 'অঙ্গ' এবং 'শেষী' শব্দের অর্থ 'অঙ্গী', তাহার ভাব অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাব। যেমন দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ অঙ্গী এবং সমিধাদি প্রযাজসকল তাহার অঙ্গ। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই ছয়টী প্রমাণের দ্বারা কোন্‌টী অঙ্গ এবং কোন্‌টী অঙ্গী, তাহা অবগত হওয়া যায়। ১।৬ আনন্দময়াধিকরণে প্রবেশের পূর্ব্বে এই প্রমাণসকল আলোচিত হইবে।

(৩০) **অধিকৃতাধিকার**—কোন বিশেষ কর্ম্মে অধিকার থাকিলে, পরে যদি অন্য কর্ম্মে অধিকার হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'অধিকৃতাধিকার' বলে। যথা—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ ইষ্ট্বা সোমেন যজেত"—"দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞসম্পাদন করিয়া পরে সোমযজ্ঞ করিবে"। তাহাতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে অধিকারী হয় এবং তাহা সম্পাদন করে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তির সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অধিকার হয়, অন্য ব্যক্তির নহে। এইপ্রকারে দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে অধিকৃত ব্যক্তির যে সোমযজ্ঞে অধিকার, ইহাকেই বলে 'অধিকৃতাধিকার'। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও বুঝিতে হইবে।

(৩১) এইরূপে "যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ" ইত্যাদি ৫৬ সংখ্যক ভাষ্য-বাক্যের তাৎপর্য্য হইল এইপ্রকার—"হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি, অথ জিহ্বায়াঃ, অথ বক্ষসঃ",

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-জ্ঞানার্থাথশব্দবৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**যথা** ইতি (৭২পৃঃ)। অবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ—ক্রমো যথা অথশব্দার্থঃ তস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তথেহ ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ক্রমো বিবক্ষিতঃ, এককর্ত্তৃকত্বা-ভাবেন তয়োঃ ক্রমানপেক্ষণাৎ। অতো ন ক্রমার্থঃ অথশব্দ ইত্যর্থঃ। ননু তয়োরেককর্ত্তৃকত্বং কুতো নাস্তীত্যত আহ—**শেষেতি**। যেষামেকপ্রধানশেষতা, যথা অবদানানাং প্রযাজাদীনাং চ। যয়োশ্চ শেষশেষিত্বম্, যথা প্রযাজদর্শয়োঃ। যস্য চ অধিকৃতাধিকারত্বম্, যথা অপাং প্রণয়নং দর্শপূর্ণমাসাদমাশ্রিত্য "গোদোহনেন পশুকামস্য" ইতি বিহিতস্য গোদোহনস্য। যথা বা "দর্শপূর্ণ-মাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত", ইতি দর্শাদ্যুত্তরকালে বিহিতস্য সোমযাগস্য দর্শাদ্যধিকৃতাধি-কারত্বং, তেষামেককর্ত্তৃকত্বং ভবতি। ততশ্চৈকপ্রয়োগবচনগৃহীতানাং তেষাং যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাৎ ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুত্যাদিভির্হি ক্রমো বোধ্যতে ; নৈবং জিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিত্বে শ্রুতিলিঙ্গাদিকং

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

এই স্থলে 'অথ'শব্দের অর্থ যেমন গৌণ আনন্তর্য্য, বা ক্রম ; ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে তাদৃশ 'ক্রম'রূপ অর্থ হইবে না, অর্থাৎ অগ্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা হইবে এবং পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইবে, সূত্রস্থ অথশব্দটীর এইপ্রকার অর্থ হইবে না ; যেহেতু যেখানে হৃদয়াদির অবদানের ন্যায় অনেক ক্রিয়ার কর্ত্তা একই ব্যক্তি, সেখানেই প্রয়োগবিধিবোধিত ক্রমের বোধ হয়, কারণ একই ব্যক্তি কখনও সমস্ত কর্ম্ম যুগপৎ সম্পাদন করিতে পারে না। প্রস্তাবিত স্থলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি নহে বলিয়া সূত্রস্থ 'অথ'শব্দের দ্বারা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য', এইপ্রকার অমুখ্য আনন্তর্য্য বা 'ক্রম'রূপ অর্থ বুঝাইবে না। **আশঙ্কা**— এই উভয়প্রকার জিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি নহে, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়? **তদুত্তরে** বলা যায়—যেখানে 'শেষশেষিভাব' বা 'অধিকৃতাধিকারভাব' থাকে, সেখানে তত্তৎ অঙ্গগুলি একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জিজ্ঞাসাদ্বয়ের মধ্যে 'শেষশেষিভাব' নাই, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের ন্যায় অঙ্গী এবং 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রযাজাদির ন্যায় তাহার অঙ্গ, এইরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ও লিঙ্গাদি কোন প্রমাণ নাই। আর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে 'অধিকৃতাধিকারভাবও' নাই, অর্থাৎ প্রথমে পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে ; অথবা উক্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভান্তে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, তবেই পুরুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অধিকার হইবে, এইপ্রকার কোন বিধি নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতি বলেন— "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪), "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪)— "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে", "যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে", ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বৈরাগ্যের উদয় হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণকরতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা যায়। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মে অধিকৃত, তাহারই ব্রহ্মবিচারে অধিকার আছে। অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে শেষশেষিভাব অথবা 'অধিকৃতাধিকারভাব' নাই বলিয়া, তাহারা একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং অধিকারীর ভেদবশতঃ সূত্রস্থ 'অথ' শব্দটীর অর্থ 'ক্রম' নহে। (ক্রমশঃ)

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মানমস্তি। নমু "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪) ইতি শ্রুত্যা, "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ। ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ" ॥ ইতি স্মৃত্যা চ অধিকৃতাধিকারত্বং ভাতীতি। তন্ন, "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪), "আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে", ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ত্বয়া উদাহৃতশ্রুতিস্মৃত্যোঃ অশুদ্ধচিত্তবিষয়ত্বাবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি—যদি জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভিঃ শুদ্ধং চিত্তম্, তর্হি ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতব্যম্। যদি ন শুদ্ধমিতি রাগেণ জ্ঞায়তে, তদা গৃহী ভবেৎ তত্রাপ্যশুদ্ধৌ বনী ভবেৎ, তত্রাপ্যশুদ্ধৌ, তত্রৈব কালমাকলয়েৎ বনে শুদ্ধৌ প্রব্রজেদিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪) ইতি। তস্মাৎ ন অনয়োরধিকৃতাধিকারত্বে কিঞ্চিৎ মানমিতি ভাবঃ। নমু মীমাংসয়োঃ শেষশেষিত্বম্ অধিকৃতাধিকারত্বং চ মাস্ত,

[৭৩ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং, তচ্চ অনুষ্ঠানাপেক্ষম্ ।৫৮ নিঃশ্রেয়সফলং তু ব্রহ্মবিজ্ঞানং, ন চ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্ ।৫৯ ভব্যশ্চ ধর্ম্মঃ জি-

ভাষ্যানুবাদ

[ফল এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ের ভেদবশতঃও 'অথ'-শব্দের অর্থ 'ক্রম' নহে।]

(৩২) আর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলের এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ের ভেদ আছে বলিয়াও 'এখানে অথ-শব্দের অর্থরূপে 'ক্রম' বিবক্ষিত নহে' ।৫৭ ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয় (—স্বর্গাদি বিষয়সুখ), তাহা কিন্তু [যজ্ঞাদির] অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে ।৫৮ পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়স (—মোক্ষ, তাহা] আর অন্য অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে না ।৫৯ আর ভব্য (—সাধ্য) যে ধর্ম্ম, [ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতে] তাহাই

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

এখানে প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে যে সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠগণের জন্যই বিহিত। চিত্ত শুদ্ধ, অর্থাৎ মল বিক্ষেপ ও রাগাদিদোষ রহিত না হইলে তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহাদ্বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ৪)—"ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে, [অনন্তর চিত্ত শুদ্ধ হইলে] সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবে", ইত্যাদি শ্রুতিই অবলম্বনীয়। চিত্ত মল বিক্ষেপ ও রাগাদিকলুষ রহিত না হইলে বানপ্রস্থাশ্রমেই আমরণ অবস্থান করিবে, কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে না; ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্। অনিষ্ট্বাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ"॥ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ কামনা করে, অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করে, সে অধোগামী হয়", ইত্যাদি। মল বিক্ষেপ (৬৩ পৃঃ) ও কামাদি কালুষ্য রহিত, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন (৬৫ পৃঃ) নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাভিলাষী শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে।

(৩২) ভেদাভেদবাদিগণ বলেন—মোক্ষরূপ একই ফল সম্পাদন করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানদ্বারা মুক্তি হয়, এইহেতু, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি। সুতরাং 'অথ' শব্দের অর্থ 'ক্রম' হইবে না কেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**"ধর্ম্মব্রহ্ম-জিজ্ঞাসয়োঃ**—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার," ইত্যাদি (৫৭ বাক্য)।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

একমোক্ষফলকত্বেন এককর্ত্তৃকত্বং স্যাদেব। বদন্তি হি 'জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং মুক্তিঃ' ইতি সমুচ্চয়বাদিনঃ। এবমেকবেদার্থজিজ্ঞাস্যকত্বাৎ চ এককর্ত্তৃকত্বম্। তথা চ আগ্নেয়াদিষড়্যাগানাম্ একস্বর্গফলকানাং দ্বাদশাধ্যায়ানাং চ একধর্ম্মজিজ্ঞাস্যকানাং ক্রমবৎ তয়োঃ ক্রমঃ বিবক্ষিত ইতি ক্রমার্থঃ অথশব্দ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**ফলেতি** (৭৩পৃঃ)। ফলভেদাৎ জিজ্ঞাস্যভেদাৎ চ ন ক্রমঃ বিবক্ষিতঃ ইত্যনুষঙ্গঃ। যথা সৌর্য্যার্য্যম্ণপ্রাজাপত্যচরূণাং ব্রহ্মবর্চ্চসস্বর্গায়ুঃফলভেদাৎ, যথা বা কামচিকিৎসাতন্ত্রয়োঃ জিজ্ঞাস্যভেদাৎ ন ক্রমাপেক্ষা, তদ্বৎ মীমাংসয়োঃ ন ক্রমাপেক্ষা ইতি ভাবঃ। তত্র ফলভেদং বিবৃণোতি—**অভ্যুদয়েতি**। বিষয়াভিমুখ্যেন উদেতি ইতি অভ্যুদয়ঃ, বিষয়াধীনং সুখং

শাঙ্করভাষ্যম্

-জ্ঞাস্যঃ ন জ্ঞানকালে অস্তি, পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ।৬০ ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং, নিত্যত্বাৎ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্।৬১ চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাৎ চ।৬২ যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং, সা স্ববিষয়ে নিয়ুঞ্জানা

ভাষ্যানুবাদ

জিজ্ঞাস্য, জ্ঞানকালে (—যখন শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মকে, অর্থাৎ সাঙ্গযজ্ঞসকলকে জানা যায়, তখন তাহা] থাকে না, যেহেতু তাহা পুরুষব্যাপারতন্ত্র (—পুরুষের প্রযত্নই তাহার উৎপত্তির হেতু)।৬০ কিন্তু এখানে (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) ভূত বস্তু (—অসাধ্য বস্তু, ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদনের অযোগ্য সিদ্ধবস্তু) ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য, নিত্য হওয়ায় পুরুষব্যাপারতন্ত্র নহেন (—সদা বর্ত্তমান তিনি ধর্ম্মের ন্যায় পুরুষের প্রযত্নের অধীন নহেন।৬১ সুতরাং ফল ও জিজ্ঞাস্য বিষয়ের ভেদবশতঃ জিজ্ঞাসাদ্বয়ের কর্ত্তা একই ব্যক্তি হইতে পারে না, এইহেতু সূত্রস্থ অথ-শব্দের অর্থ 'ক্রম' হইতে পারে না।]

[শব্দপ্রমাণের অর্থবোধকতার ভেদবশতঃও 'অথ'-শব্দের অর্থ 'ক্রম' নহে।]

[এক্ষণে বেদবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণের যে অর্থবোধকতা, তাহার ভেদবশতঃ জিজ্ঞাস্য বিষয়ের ভেদপ্রদর্শনদ্বারা 'অথ'শব্দের 'ক্রম'রূপ অর্থ নিরাকরণ করিতেছেন—] আর চোদনার (৩৩) যে প্রবৃত্তি, তাহার ভেদবশতঃও 'জিজ্ঞাস্যের ভেদ হইতেছে' (—বেদবাক্যের যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ অর্থবোধকত্ব, তাহার বৈলক্ষণ্যবশতঃও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বৈলক্ষণ্য হইতেছে)।৬২ যেহেতু যে চোদনা ধর্ম্মের লক্ষণ (৩৪)

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

(৩৩) "**চোদনা** ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্" (শাবরভাষ্য ১।১।২)—'যে বচনের দ্বারা ক্রিয়াতে প্রেরিত হয়, তাহাই চোদনা'। অর্থাৎ যাহা কর্ম্মে, বা উপাসনাতে প্রবৃত্ত করে, এতাদৃশ বেদবাক্য, অর্থাৎ **বিধিই** চোদনা শব্দের অর্থ। কিন্তু এখানে সামান্যভাবে বেদবাক্-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্বর্গাদিকম্, তচ্চ ধর্ম্মজ্ঞানহেতোঃ মীমাংসায়াঃ ফলমিত্যর্থঃ। ন কেবলং ফলস্য স্বরূপতো ভেদঃ কিন্তু হেতুতঃ অপি ইত্যাহ—**তচ্চেতি** (৭৫ পৃঃ)। ব্রহ্মজ্ঞানহেতোঃ মীমাংসায়াঃ ফলং তু তদ্বিরুদ্ধম্ ইত্যাহ—**নিঃশ্রেয়সেতি**। নিত্যং নিরপেক্ষং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সং—মোক্ষঃ, তৎফলমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানং চ স্বোৎপত্তিব্যতিরিক্তম্ অনুষ্ঠানং নাপেক্ষতে ইত্যাহ—**ন চেতি**। স্বরূপতঃ হেতুতশ্চ ফলভেদাৎ ন সমুচ্চয় ইতি ভাবঃ। জিজ্ঞাস্যভেদং বিবৃণোতি—**ভব্যঞ্চেতি**। ভবতীতি ভব্যঃ, সাধ্যঃ ইত্যর্থঃ। সাধ্যত্বে হেতুমাহ—**নেতি**। তর্হি তুচ্ছত্বম্, ন ইত্যাহ—**পুরুষেতি**। পুরুষব্যাপারঃ—প্রযত্নঃ, তন্ত্রং—হেতুর্যস্য, তত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কৃতিসাধ্যস্য কৃতিজনকজ্ঞানকালে ধর্ম্মস্য অসত্ত্বম্, ন তুচ্ছত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ধর্ম্মাৎ বৈলক্ষণ্যমাহ—**ইহ তু** ইতি। উত্তরমীমাংসায়ামিত্যর্থঃ। ভূতম্—অসাধ্যম্। তত্র হেতুঃ—**নিত্যেতি**। সর্ব্বদা সত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সাধ্যাসাধ্যত্বেন ধর্ম্মব্রহ্মণোঃ স্বরূপভেদম্ উক্ত্বা হেতুতঃ অপি আহ—**নেতি**। ধর্ম্মবৎ কৃত্যধীনং ন ইত্যর্থঃ। মানতঃ অপি ভেদমাহ—**চোদনেতি**। অজ্ঞাতজ্ঞাপকং বচনম্ অত্র চোদনা। তস্যাঃ প্রবৃত্তিঃ বোধকত্বং তদ্বৈলক্ষণ্যাচ্চ জিজ্ঞাস্যভেদ ইত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং বি-

শাঙ্করভাষ্যম্

এব পুরুষম্ অববোধয়তি ।৬৩ ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষম্ অববোধয়তি এব কেবলম্ ।৬৪ অববোধস্য চোদনাঽজন্যত্বাৎ ন পুরুষঃ অববোধে

ভাষ্যানুবাদ

[৭৯ পৃঃ]

(—ধর্ম্মের প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞাপক), তাহা নিজ বিষয়ে নিযুক্তকরতঃই পুরুষের জ্ঞানোৎপাদন করে (৩৫) ।৬৩ কিন্তু ব্রহ্মচোদনা (—ব্রহ্মজ্ঞাপক বেদবাক্য) পুরুষের কেবলমাত্র জ্ঞানই উৎপাদন করে ।৬৪ অববোধ (—ব্রহ্মজ্ঞান) বিধি হইতে উৎপন্ন

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

-মাত্রই চোদনা শব্দে গৃহীত হইতেছে, কারণ "চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ" (৬২ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যে বিধির প্রবৃত্তিভেদ প্রদর্শিত হইতেছে না, পরন্তু বিধির অবিষয় যে ব্রহ্ম এবং বিধির বিষয় যে কর্ম্ম, তদুভয়ের প্রতিপাদক যে যথাশ্রুত তত্তৎ বেদবাক্য, তাহার কর্ম্মপ্রতিপাদকতা এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদকতারূপ প্রবৃত্তিভেদই প্রদর্শিত হইতেছে। "প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ", "চোদনা-লক্ষণয়োঃ অর্থানর্থয়োঃ", ইত্যাদি বহু স্থলেই [ইহা পরবর্ত্তিভাষ্যমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।] এইপ্রকারে চোদনাশব্দের দ্বারা সাধারণভাবে বেদবাক্যই গৃহীত হইয়াছে।

(৩৪) এই স্থলে ভগবান্ ভাষ্যকার পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের **"চোদনালক্ষণোঽর্থো-ধর্ম্মঃ"** (পূঃ মীঃ ১।১।২), এই সূত্রটীর উল্লেখ করিতেছেন। উক্ত সূত্রটীতে ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহা বলা হইয়াছে। সূত্রটীর অর্থ এই—**চোদনা**—প্রেরণাবোধক বেদবাক্য, তাদৃশ বেদ-বাক্য **লক্ষণঃ**—জ্ঞাপক যাহার, এমন যে **অর্থঃ**—পুরুষের অনিষ্টানন্নুবন্ধী ইষ্ট বস্তুর সাধন, তাহাই **ধর্ম্মঃ**—ধর্ম্ম। ভাব এই—"পুরুষের অনিষ্টের অনুৎপাদক", অথচ অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির সাধনরূপে যাহা বেদবাক্যকর্ত্তৃক জ্ঞাপিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। পুরুষ যে স্বর্গাদিরূপ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, যজ্ঞ দান হোম প্রভৃতিই তাহার সাধন, ইহা বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব উক্ত যজ্ঞ দান ও হোমাদি **কর্ম্মই ধর্ম্ম** শব্দের অর্থ। ভট্টপাদ আচার্য্য **কুমারিল** বলিয়াছেন—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্মত্বেন হীয্যতে" ॥ (শ্লোঃ বাঃ, সূঃ ১।১।২, ২৬৮-৬৯), অর্থাৎ যে কর্ম্ম [সাক্ষাদ্ভাবে তো নহেই, এমন কি] স্বীয় ফলের দ্বারাও অনিষ্টের জনক নহে, যাহা কেবলমাত্র প্রীতিরই হেতু, তাহাই ধর্ম্ম। মহর্ষি **কণাদ** বলিয়াছেন—"যতো অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ (বৈঃ দঃ ১।২) —'যাহা হইতে ইহলোকে ও পরলোকে ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম'।

[ভাবনাশব্দের অর্থ। শাব্দী ভাবনা ও আর্থী ভাবনার পরিচয়।]

(৩৫) এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—চোদনা পুরুষকে স্ববিষয়ে অর্থাৎ বিধির বিষয়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-ধোতি—**যা হীতি** (৭৬ পৃঃ) । লক্ষণং প্রমাণম্। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিবাক্যং হি স্ববিষয়ে ধর্ম্মে যাগাদিকরণকস্বর্গাদিফলকভাবনারূপে ফলহেতুযাগাদিগোচরনিয়োগে বা হিতসাধনে যাগাদৌ বা পুরুষং প্রবর্ত্তয়ৎ এব অববোধয়তি। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদি বাক্যন্তু স্বার্থং কেবলম্ অপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম বোধয়ত্যেব, ন প্রবর্ত্তয়তি বিষয়াভাবাৎ ইত্যর্থঃ। নন্নু অববোধ এব বিষয়স্তত্রাহ—**ন পুরুষ** ইতি। ব্রহ্মচোদনয়া পুরুষঃ অববোধে ন প্রবর্ত্ত্যতে ইত্যত্র হেতুঃ

ভাবদীপিকা [শাব্দী ভাবনা ও আর্থী ভাবনার পরিচয়।]

যজ্ঞাদিকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সমকালেই কর্ম্মসম্বন্ধে তাহার জ্ঞানোৎপাদন করে। যদি বলা হয় —কিপ্রকারে তাহা সম্ভব? অর্থাৎ কর্ম্মে নিয়োগ এবং কর্ম্মের জ্ঞান একই কালে কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলা যায়—**ভাবনা** উৎপাদন দ্বারাই তাহা সম্ভব। 'ভাবনার' লক্ষণ —"ভবিতুর্ভবনানুকুলোভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ"। ইহার অর্থ—"ভবিতুঃ" অর্থাৎ উৎপদ্যমান বস্তুর, 'ভবনানুকূল'—উৎপত্তির অনুকূল, যে ভাবয়িতার (—উৎপাদনকর্ত্তার) ব্যাপারবিশেষ, তাহাই ভাবনা। ভাবনা প্রবৃত্তি কৃতি উৎপাদনা ব্যাপার এবং প্রযত্ন এইগুলি প্রায় সমানার্থক। এই ভাবনা আবার দুইপ্রকার—**শাব্দী ভাবনা** এবং **আর্থী ভাবনা**। শাব্দী ভাবনা স্থলে উৎপদ্যমান বস্তুটী হয় 'আর্থী ভাবনা', অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে পুরুষের প্রবৃত্তি। আর আর্থী ভাবনা স্থলে উৎপদ্যমান বস্তুটী হয় 'তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্তব্য ফল'। [ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুত হইবে।] বিধিবাক্যস্থ লিঙ্ (—বিধিলিঙ্ লোট্ তব্য ইত্যাদি প্রত্যয়) শ্রবণানন্তর, পুরুষের মনে হয়—"শ্রুতি আমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন"। ইহা হইতে বুঝা যায়—'নিযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল একটী বিশেষ ব্যাপার বিধিবাক্যে আছে। সেই ব্যাপারটীকেই **শাব্দী ভাবনা** বলা হয়। ইহার অনুভব এইপ্রকার—'শিশু যখন রোদন করে, তখন তাহার রোদনধ্বনি শ্রবণকরতঃ মাতা মনে করেন, "শিশু চায় আমি তাহার নিকট যাই", অর্থাৎ 'মৎপ্রেরণানুকূলব্যাপারবান্ শিশুঃ'। এইরূপে মাতা যে শিশুনিষ্ঠ স্বপ্রেরণানুকূল একটী ব্যাপারবিশেষকে, অর্থাৎ শিশুনিষ্ঠ অভিপ্রায়বিশেষকে অনুভব করেন, তাহাই **শাব্দী** ভাবনা। "পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ"—ইহাই **শাব্দী** ভাবনার **লক্ষণ**। এখানে 'ভাবয়িতা' শব্দের অর্থ—যিনি প্রযোজ্য পুরুষের মনে 'আর্থী ভাবনা' উৎপাদন করেন। অপৌরুষেয় বেদে বেদই ভাবয়িতা এবং লোকমধ্যে গুরু বা প্রেরক পুরুষই ভাবয়িতা। উক্ত দৃষ্টান্তে শিশুই ভাবয়িতা। সেই ভাবয়িতৃনিষ্ঠ যে প্রযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল ব্যাপারবিশেষ, তাহাই শাব্দী ভাবনা। মোট কথা, যিনি প্রেরণা দান করেন, তিনি কোন ব্যক্তিই হউন, বা শ্রুতিই হউন, তন্নিষ্ঠ যে ব্যাপারবিশেষকে প্রযোজ্য পুরুষ [উক্ত দৃষ্টান্তে মাতা] অনুভব করেন, তাহাই **শাব্দী** ভাবনা। আর "স্বর্গকামো যজেত", ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণানন্তর, উক্তপ্রকারে ভাবয়িত্রী শ্রুতিনিষ্ঠ শাব্দী ভাবনাকে বুঝিয়া তদনন্তর পুরুষ মনে করে—"স্বর্গাদি ফললাভের জন্য আমার শ্রুতিবোধিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা উচিত"। এই যে যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি পুরুষের একটা আন্তর প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, ইহাকেই বলে **আর্থী ভাবনা**। উক্ত দৃষ্টান্তে শিশুর রোদনধ্বনি শ্রবণানন্তর মাতার মনে শিশুর নিকট যাইবার যে প্রেরণারূপ আন্তর ব্যাপারবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাই **আর্থী** ভাবনা। "প্রয়োজনেচ্ছাজনিত ক্রিয়াবিষয়ব্যাপারঃ" ইহাই **আর্থী ভাবনার লক্ষণ**। "প্রয়োজনেচ্ছাজনিত" অর্থাৎ "আমার স্বর্গরূপ ফল হউক", এইপ্রকার প্রয়োজনের অর্থাৎ ফলের যে ইচ্ছা, তাহার দ্বারা জনিত, অর্থাৎ উৎপাদিত যে যজ্ঞাদিক্রিয়াসম্পাদনবিষয়ক আন্তর ব্যাপার, তাহাই **আর্থী ভাবনা**। ইহাই হইল আর্থী ভাবনার লক্ষণসমন্বয়। এই আর্থী ভাবনা শাব্দী ভাবনার সাধ্য ফলস্বরূপ, কারণ শাব্দী ভাবনা হইতে হয় ইহার উৎপত্তি। এইপ্রকারে পুরুষের মনে আর্থী ভাবনার উদয় হইলে, পুরুষ সেই সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা (—যে সকল অঙ্গসহযোগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে,

[৭৭ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

নিযুজ্যতে; যথা অক্ষার্থসন্নিকর্ষেণ অর্থাববোধে, তদ্বৎ। ৬৫

ভাষ্যানুবাদ

হয় না বলিয়া [বিধিবাক্যকর্ত্তৃক] পুরুষ জ্ঞানে নিযোজিত হয় না, যেমন চক্ষুর সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞানকালে হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৩৬)।৬৫

ভাবদীপিকা ['অথ'শব্দের অর্থবিচার]

সেই সোমাহরণ, বেদিকরণ, প্রযাজ, ব্রাহ্মণভোজন দান প্রভৃতি তত্তৎ যজ্ঞের অঙ্গকর্ম্মসমূহ) প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া পরে তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদিরূপ ফললাভ করে। এইপ্রকারে স্বর্গাদি ফলই হয় আর্থীভাবনার সাধ্য। এইরূপে বিধিবাক্য, সেই বাক্যপ্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞানোৎপাদন করে এবং তৎসমকালেই পুরুষের মনে উক্ত দ্বিবিধ ভাবনা উৎপাদন করিয়া তাহাকে স্ববিষয় যে যজ্ঞাদিকর্ম্ম, তাহাতে নিযুক্তও করে। এখানে এই দ্বিবিধ ভাবনার উৎপাদনকেই "**স্ববিষয়ে** নিযুঞ্জানা" (৬৩ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যে বলা হইয়াছে।

[প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে—ধাতুর উত্তর যে তি, তস্ অন্তি ইত্যাদি প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে **আখ্যাত** বলে। এই আখ্যাতসকলের দ্বারা সামান্যতঃ ভাবনার বোধ হয়, কারণ আখ্যাতমাত্রই ব্যাপারবাচী। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বিধিলিঙ্ রূপ যে আখ্যাত, তাহার দ্বারা কেবল শাব্দী ভাবনার বোধ হয়। স্থলবিশেষে লট্ লোট্ ও তব্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারাও তাহার বোধ হয়। আর সামান্যভাবে সকল আখ্যাতের দ্বারাই আর্থী ভাবনার বোধ হয়]।

[প্রমাণের ভেদবশতঃ জিজ্ঞাস্যের ভেদ হওয়ায় 'অথ'শব্দের অর্থ 'ক্রম' নহে।]

(৩৬) এখানে তাৎপর্য্য এই—চক্ষুর সহিত ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, উক্ত বিষয়ের জ্ঞান যেমন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, পুরুষকে উক্ত জ্ঞানোৎপাদনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তদ্রূপ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২) ইত্যাদি বেদবাক্য শ্রবণানন্তর, "জীব সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত ব্রহ্মস্বরূপমাত্র", এতাদৃশ জ্ঞান শুদ্ধচিত্ত পুরুষের স্বতঃই উৎপন্ন হয়। তাদৃশ জ্ঞানোৎপাদনরূপ কর্ম্মে পুরুষকে প্রবৃত্ত হইতে হয় না; যেহেতু প্রমাণ জ্ঞানই উৎপাদন করে, স্বজন্য জ্ঞানে প্রবৃত্তিও উৎপাদন করে না। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিই এখানে **শব্দ**নামক প্রমাণ। কিন্তু প্রবর্ত্তক যে প্রমাণ অর্থাৎ "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্য, তাহা উক্তপ্রকারে ভাবনা উৎপাদনদ্বারা তত্তৎ কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের সমকালেই তত্তৎ কর্ম্মবিষয়ক বোধ উৎপাদন করে। পক্ষান্তরে অপ্রবর্ত্তক উদাসীন যে প্রমাণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাপক বেদবাক্য, তাহা ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করে, তাহাতে প্রবৃত্তও করে না। এইরূপে ধর্ম্ম হয় প্রবর্ত্তক প্রমাণের বিষয় এবং ব্রহ্ম হন উদাসীন প্রমাণের বিষয়। এইপ্রকারে প্রমাণের ভেদদ্বারাও 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' জিজ্ঞাস্য বিষয় যে 'ধর্ম্ম' ও 'ব্রহ্ম', তাহাদের ভেদ হয় বলিয়া সেই জিজ্ঞাসাদ্বয়ের কর্ত্তা একই ব্যক্তি হইতে পারে না। সুতরাং নিয়মিতভাবে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহা বলা যায় না বলিয়া 'অথশব্দের' অর্থ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার আনন্তর্য্যরূপ 'ক্রম' নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পূর্ব্ববাক্যেন আহ—**অববোধস্যেতি** (৭৭ পৃঃ)। স্বজন্যজ্ঞানে স্বয়ং প্রমাণং ন প্রবর্ত্তকমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—**যথেতি।** মানাদেব বোধস্য জাতত্বাৎ জাতেস্য বিধ্যযোগাৎ, ন বাক্যার্থ-

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিশ্যতে ইতি।৬৬ উচ্যতে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ।৬৭ তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ ঊর্ধ্বং চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে।৬৮ তস্মাৎ অথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যম্ উপদিশ্যতে।৬৯ অতঃ শব্দঃ হেত্বর্থঃ।৭০ যস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সাধনচতুষ্টয়ের আনন্তর্য্যই সূত্রস্থ 'অথ'-শব্দের অর্থ।]

সেইহেতু (—অথ-শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ না হইয়া আনন্তর্য্যরূপ অর্থই স্বীকার্য্য হওয়ায়) এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার অনন্তর (—অব্যবহিত পরে) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিষ্ট হইতেছে।৬৬ [তাহা] বলা হইতেছে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (৬৫ পৃঃ), ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধনের উৎকর্ষপ্রাপ্তি এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছা, 'ইহাদের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিষ্ট হইতেছে'।৬৭ সেই সকল বর্ত্তমান থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও এবং পরেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে এবং [তাঁহাকে] জানিতে পারা যায়, কিন্তু বিপর্য্যয় হইলে (—সাধনচতুষ্টয় না থাকিলে) পারা যায় না।৬৮ সেইহেতু অথশব্দের দ্বারা যথোক্ত সাধনচতুষ্টয়ের উৎকর্ষপ্রাপ্তির আনন্তর্য্যই উপদিষ্ট হইতেছে।৬৯

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-জ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তিঃ। তথা চ প্রবর্ত্তকমানমেয়ো ধর্ম্মঃ, উদাসীনমানমেয়ং ব্রহ্ম, ইতি জিজ্ঞাস্যভেদাৎ ন তন্মীমাংসয়োঃ ক্রমার্থঃ অথশব্দ ইতি ভাবঃ। এবমথশব্দস্য অর্থান্তরাসম্ভবাৎ আনন্তর্য্যবাচিত্বে সতি তদবধিত্বেন পুষ্কলকারণং বক্তব্যমিত্যাহ—**তস্মাদিতি। উপদিশ্যতে** সূত্রকৃতেতি শেষঃ। তৎ কিমিত্যত আহ—**উচ্যতে** ইতি। বিবেকাদীনাম্ আগমিকত্বেন প্রামাণিকত্বং পুরস্তাৎ এব উক্তম্। লৌকিকব্যাপারাৎ মনসঃ উপরমঃ **শমঃ**। বাহ্যকরণানাম্ উপরমো **দমঃ**। জ্ঞানার্থং বিহিতনিত্যাদিকর্ম্মসন্ন্যাসঃ **উপরতিঃ** শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং **তিতিক্ষা**। নিদ্রালস্যপ্রমাদত্যাগেন মনঃস্থিতিঃ **সমাধানম্**। সর্ব্বত্র আস্তিক্যং **শ্রদ্ধা** এতৎষট্কপ্রাপ্তিঃ শমাদিসম্পৎ। অত্র বিবেকাদীনামুত্তরোত্তরহেতুত্বেন অধিকারিবিশেষণত্বং মন্তব্যম্। তেষামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুত্বমাহ—**তেষ্বিতি।** যথাকথঞ্চিৎ কুতূহলিতয়া ব্রহ্মবিচারপ্রবৃত্তস্যাপি ফলপর্য্যন্তং তজ্জ্ঞানানুদয়াৎ ব্যতিরেকসিদ্ধিঃ। অথশব্দব্যাখ্যানম্ উপসংহরতি—**তস্মাদিতি।** নন্বু উক্তবিবেকাদিকং ন সম্ভবতি, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতম্" (আপঃ ধর্ম্মসূঃ ২।১।১) ইত্যাদিশ্রুত্যা কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বেন ততঃ বৈরাগ্যাসিদ্ধেঃ। জীবস্য ব্রহ্মস্বরূপমোক্ষশ্চ অযুক্তঃ, ভেদাৎ; তস্য লোষ্টাদিবৎ পুরুষার্থত্বাযোগাচ্চ। ততঃ ন মুমুক্ষাসম্ভব ইত্যাক্ষেপপরিহারার্থং অতঃ শব্দঃ। তং ব্যাচষ্টে—**অতঃশব্দ** ইতি। অথশব্দেন আনন্তর্য্যবাচিনা তদবধিত্বেন অর্থাৎ বিবেকাদিচতুষ্টয়স্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুত্বং যদুক্তং, তস্য আর্থিকহেতুত্বস্য আক্ষেপনিরাসায়

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদঃ এব অগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনানাম্ অনিত্যফলতাং দর্শয়তি—'তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ এব অমুত্র পুণ্যচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে (ছাঃ ৮।১।৬) ইত্যাদিঃ ।৭১ তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ অপি পরং পুরুষার্থং দর্শয়তি 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১) ইত্যাদিঃ ।৭২ তস্মাৎ যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা ।৭৩ ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।৭৪ ব্রহ্ম চ

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রস্থ "অতঃ" শব্দটী হেতুতার দ্যোতক। কর্ম্মফলের অনিত্যতা ও জ্ঞানের ফল মোক্ষের নিত্যতাই সেই 'হেতু'।]

[সূত্রস্থ] 'অতঃ' এই শব্দটী হেতুবাচক।৭০ যেহেতু, বেদই অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধনভূত কর্ম্মসকলের ফল অনিত্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"তাহা, যেমন, এই সংসারে কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত লোকসকল (– ভোগ্যবস্তুসকল) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এইরূপেই পরলোকে পুণ্যের দ্বারা অর্জ্জিত ভোগ্যবস্তুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি।৭১ এইপ্রকারে [বেদই] ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই পরম পুরুষার্থ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।৭২ সেইহেতু (– কর্ম্মের ফলসকল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল মোক্ষ নিত্য হওয়ায়) যথোক্ত সাধনসকলের উৎকর্মপ্রাপ্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য (৩৭)।৭৩

ভাবদীপিকা [সূত্রার্থে 'কর্ত্তব্য' পদ অধ্যাহারের হেতু।]

(৩৭) এখানে **লক্ষ্য** করিতে হইবে—"তস্মাৎ যথোক্ত সাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা", ইত্যাদি ৭৩ সংখ্যক বাক্যে ভগবান্ ভাষ্যকার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", এই সূত্রটীর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অনুবাদকঃ অতঃশব্দ ইত্যর্থঃ। উক্তং বিবৃণোতি—**যস্মাদিতি** (৮০ পৃঃ)। তস্মাদিতি উত্তরেণ সম্বন্ধঃ। "যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্", "যৎকৃতকং তদনিত্যম্" ইতি ন্যায়বতী "তদ্ যথেহ" (ছাঃ ৮।১।৬) ইত্যাদিশ্রুতিঃ কর্ম্মফলাক্ষয়ত্বশ্রুতের্ব্বাধিকা। তস্মাৎ "অতঃ অন্যদার্ত্তম্" (বৃঃ ৩।৪।২) ইতি শ্রুত্যা অনাত্মমাত্রস্য অনিত্যত্ববিবেকাৎ বৈরাগ্যলাভঃ ইতি ভাবঃ। মুমুক্ষাং সম্ভাবয়তি—**তথেতি।** যথা বেদঃ কর্ম্মফলানিত্যত্বং দর্শয়তি, তথা ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রশান্তশোকানলম্ অপারং স্বয়ংজ্যোতিরানন্দং দর্শয়তি ইত্যর্থঃ। জীবত্বাদেরধ্যাসোক্ত্যা ব্রহ্মত্বসম্ভব উক্ত এব ইতি ভাবঃ। এবম্ অথাতঃশব্দাভ্যাং পুষ্কলকারণবতঃ অধিকারিণঃ সমর্থনাৎ শাস্ত্রমারব্ধব্যম্ ইত্যাহ—**তস্মাদিতি।** সূত্রবাক্যপূরণার্থম্ অধ্যাহৃতকর্ত্তব্যপদান্বয়ার্থং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপদেন বিচারং লক্ষয়িতুং তস্য স্বাভিমতসমাসকথনেন অবয়বার্থং দর্শয়তি—**ব্রহ্মণঃ** ইতি। ননু "ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা" ইতিবৎ 'ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা' ইতি চতুর্থীসমাসঃ কিং ন স্যাদিতি চেৎ? উচ্যতে—জিজ্ঞাসাপদস্য হি মুখ্যার্থঃ ইচ্ছা। তস্যাঃ প্রথমং কর্ম্মকারকম্ অপেক্ষিতম্। পশ্চাৎ ফলম্। ততশ্চাদৌ কর্ম্মজ্ঞানার্থং ষষ্ঠীসমাসো যুক্তঃ। কর্ম্মণি উক্তে সতি অর্থাৎ ফলমুক্তং ভবতি, ইচ্ছায়াঃ কর্ম্মণ এব ফলত্বাৎ। যথা 'স্বর্গস্য ইচ্ছা' ইত্যুক্তে স্বর্গস্য ফলত্বং লভ্যতে, তদ্বৎ। অতএব 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ইত্যত্রাপি "সা হি তস্য জ্ঞাতুমিচ্ছা" (শাবরভাষ্যম্), ইতি ইচ্ছাং গৃহীত্বা ষষ্ঠীসমাসো দর্শিতঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বক্ষ্যমাণলক্ষণং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি।৭৫ অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য

ভাষ্যানুবাদ

['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'পদের সমাস প্রদর্শন। 'ব্রহ্মণঃ' পদে ষষ্ঠী বিভক্তিটী কর্ম্মে ষষ্ঠী।]

"ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" [ইহা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের বিগ্রহবাক্য]।৭৪ আর ব্রহ্ম "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) এই বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত।৭৫ অতএব (—জগৎকারণস্বরূপ ব্রহ্মলক্ষণের সঙ্গতি হইবে না বলিয়া) ব্রহ্মশব্দের [ব্রাহ্মণত্ব]

ভাবদীপিকা ['কর্ত্তব্য' পদ অধ্যাহারের হেতু]

আক্ষরিক অর্থ বর্ণনা করিলেন। এই স্থলে দেখা যাইতেছে - "কর্ত্তব্য" এই শব্দটীর অধ্যাহার করিয়া তিনি এই সূত্রটীর অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে **সংশয়** হয়—এখানে 'কর্ত্তব্য' এই শব্দটীর অধ্যাহার করা হইল কেন? **তদুত্তরে** বলা যায়—'ক্রিয়া' পদের শ্রবণব্যতিরেকে আকাঙ্ক্ষার উপশম হয় না বলিয়া বাক্যের অর্থবোধ হয় না। প্রস্তাবিত সূত্রটীতে কোন ক্রিয়াপদ শ্রুত হইতেছে না, সেইহেতু 'কর্ত্তব্য' এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে **পুনঃ সংশয়** হয়—'ভবতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিলেই উক্ত সূত্রটীর অর্থবোধ হইতে পারিত ; সুতরাং 'কর্ত্তব্য' এই পদটীরই অধ্যাহার হইবে কেন? **তদুত্তরে** বলা যায়—যদি 'ভবতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করা হয়, তাহা হইলে "রামঃ ভবতি পুরুষশ্রেষ্ঠঃ", ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভবতি", অর্থাৎ "সাধনচতুষ্টয়সম্পাদনের অনন্তর, কর্ম্মফলসকল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল মোক্ষ নিত্য হওয়ায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়", এইপ্রকারে অনুবাদমাত্ররূপে এই সূত্রটীর অর্থবোধ হইবে ; অর্থাৎ সাধনসকলের উৎকর্ষপ্রাপ্তির অনন্তর যে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' স্বতঃই উদিত হয়, এখানে তাহার পুনঃকথনমাত্ররূপ অর্থ প্রতিভাত হইবে। আর তাহা হইলে যাহা স্বতঃই হয় তাদৃশ বিষয়ের বর্ণনার জন্য এই শাস্ত্রের আরম্ভ অনর্থক হইয়া পড়িবে। আবার "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে যেমন কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিবশতঃ পুরুষের তাহাতে প্রবৃত্তি হয়, প্রস্তাবিত স্থলে 'ভবতি' পদ প্রযুক্ত হইলে বিধিস্পর্শ না থাকায় পুরুষের তাহাতে প্রবৃত্তিও হইবে না। সেইহেতু উক্ত আনর্থক্যদোষের পরিহার এবং পুরুষের প্রবৃত্তি সিদ্ধির জন্য 'ভবতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার না করিয়া 'কর্ত্তব্য' এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে **পুনঃ আশঙ্কা** হয়—'কর্ত্তব্য'পদটীর অধ্যাহার করিলেই বা সূত্রের অর্থ কিপ্রকারে হইবে? যেহেতু 'জ্ঞা'ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থক 'সন্' প্রত্যয় করিয়া যে জিজ্ঞাসা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—জ্ঞানের অর্থাৎ 'জানিবার' ইচ্ছা করা। কিন্তু জ্ঞানকে, বা ইচ্ছাকে 'করা' যায় না। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে জ্ঞান স্বতঃই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিচারলক্ষণায়াং তু বিচারস্য ক্লেশাত্মকত্বা প্রথমং ফলাকাঙ্ক্ষত্বাৎ "ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা" ইতি চতুর্থীসমাসঃ উক্তঃ। তথা বৃত্তিকারৈঃ"ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা" ইত্যুক্তং চেদস্তু, জ্ঞানত্বেন ব্রহ্মণঃ ফলত্বাদিতি। অধুনা ব্রহ্মপদার্থমাহ—**ব্রহ্ম চ** ইতি (৮১ পৃঃ)। নমু "ব্রহ্ম ক্ষত্রম্, ইদং ব্রহ্ম আয়াতি, ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূঃ, ব্রহ্ম প্রজাপতিঃ" ইতি শ্রুতিষু, লোকে চ ব্রাহ্মণত্বজাতৌ জীবে বেদে কমলাসনে চ ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**অতএবেতি।** জগৎকারণত্বলক্ষণপ্রতিপাদকসূত্রাসাঙ্গত্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞাত্যাদ্যর্থান্তরম্ আশঙ্কিতব্যম্।৭৬ ব্রহ্মণঃ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, ন শেষে; জিজ্ঞাস্যাপেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দে- ।

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞাতি প্রভৃতি অন্যপ্রকার অর্থ আশঙ্কা করা উচিত নহে।৭৬ ["ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা", এই স্থলে] 'ব্রহ্মণঃ' ইহা (—এই পদে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহা) "কর্ম্মে ষষ্ঠী", কিন্তু "শেষে" (—সম্বন্ধ সামান্যে) ষষ্ঠী নহে; যেহেতু জিজ্ঞাসার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের [প্রতি] অপেক্ষা থাকে (৩৮) এবং যেহেতু [এখানে ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রমাণাদি] অন্য কোন জিজ্ঞাস্য বিষয়ের নির্দ্দেশও নাই।৭৭

ভাবদীপিকা ['কর্ত্তব্য' পদ অধ্যাহারের হেতু]

উৎপন্ন হয় এবং ইষ্টসাধনতা এবং কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান থাকিলে (—"এই বস্তুটী লব্ধ হইলে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে" এবং "এই বস্তুটী লাভ করা আমার প্রযত্নসাধ্য", এইপ্রকার জ্ঞান থাকিলে), পুরুষের মনে ইচ্ছাও স্বতঃই উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগকে 'করা' যায় না। অতএব 'কর্ত্তব্য' এই পদটী অধ্যাহার করিলেও সূত্রার্থের সঙ্গতি হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—হাঁ, তাহা সত্য, ইচ্ছা বা জ্ঞানের সহিত 'কর্ত্তব্য' এই পদের অন্বয় হয় না। কিন্তু এখানে 'কর্ত্তব্য'পদের অধ্যাহারের দ্বারা এই সূত্রটির শ্রুতিসম্মত অর্থলাভের ও পুরুষের প্রবৃত্তি সিদ্ধির জন্য অজহল্লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা উক্ত 'জিজ্ঞাসা'পদঘটক সামান্যজ্ঞানবাচী **'জ্ঞা'** ধাতুটীর অর্থ হইবে—"অপরোক্ষ জ্ঞানরূপ বিশেষ জ্ঞান"। আর জহল্লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা উক্ত পদঘটক ইচ্ছাবাচী **সন্** প্রত্যয়টীর অর্থ হইবে—'ইচ্ছাসাধ্য বিচার'। এইপ্রকারে **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা** এই পদটীর অর্থ হইবে—"ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানায় বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ", অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য [উপনিষদ্বাক্যসকলের] বিচার করা কর্ত্তব্য"। সুতরাং কোনপ্রকার দোষ হয় না।

['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থ বিচার]

(৩৮) এখানে তাৎপর্য্য এই—'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া 'জিজ্ঞাসা' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ 'জানা' এবং সন্ প্রত্যয়ের অর্থ 'ইচ্ছা'। এইরূপে জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ হয়—'জানিবার ইচ্ছা করা'। কিন্তু এই 'জানা' এবং 'ইচ্ছা করা' ইহারা উভয়েই সকর্ম্মক ক্রিয়া হওয়ায় কর্ম্মের জ্ঞান ব্যতিরেকে ইহাদের অর্থবোধ সম্পূর্ণ হয় না। সেইহেতু 'জানা', মাত্র এই শব্দটী উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়—"কাহাকে জানা" এবং 'ইচ্ছা করা' বলিলে, জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়—"কি ইচ্ছা করা"। সেইহেতু 'জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ 'জানিবার ইচ্ছা' এই স্থলে ইচ্ছার কর্ম্ম (—বিষয়) 'জ্ঞান', কারণ জ্ঞানেরই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-প্রসঙ্গাৎ এব ইত্যর্থঃ। বৃত্ত্যন্তরে শেষে ষষ্ঠীতি উক্তং দূষয়তি—**ব্রহ্মণঃ ইতি** ইতি। সম্বন্ধসামান্যং-শেষঃ। জিজ্ঞাসা ইত্যত্র সন্প্রত্যয়বাচ্যায়া ইচ্ছায়া জ্ঞানং কর্ম্ম। তস্য জ্ঞানস্য ব্রহ্ম কর্ম্ম। তত্র সকর্ম্মকক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মজ্ঞানং বিনা জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ, ইচ্ছায়া বিষয়জ্ঞানজন্যত্বাৎ চ প্রথমাপেক্ষিতং কর্ম্মৈব ষষ্ঠ্যা বাচ্যং, ন শেষঃ ইত্যর্থঃ। ননু প্রমাণাদিকমন্যদেব তৎ কর্ম্ম অস্তু, ব্রহ্ম তু শেষিতয়া সম্বধ্যতাং, তত্র আহ—**জিজ্ঞাস্যান্তরেতি**। শ্রুতং কর্ম্ম ত্যক্ত্বা অশ্রুতং

শাঙ্করভাষ্যম্

-শাং চ।৭৭ ননু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহে অপি ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং ন বিরুধ্যতে, সম্বন্ধসামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ।৭৮ এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ কর্ম্মত্বম্ উৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কর্ম্মত্বং কল্পয়তঃ ব্যর্থঃ প্রয়াসঃ স্যাৎ।৭৯ ন ব্যর্থঃ, ব্রহ্মাশ্রিতাশেষবিচার-

ভাষ্যানুবাদ

["ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা" এই স্থলে "ব্রহ্মণঃ" এই শব্দের ষষ্ঠী 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' কেন নহে, তাহার হেতু।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বলা হয়, সম্বন্ধে ষষ্ঠী গ্রহণ করিলেও, ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ক্রিয়ার কর্ম্ম হওয়া বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু সামান্য সম্বন্ধ বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করে (—সামান্য সম্বন্ধকে গ্রহণ করিলে, তাহার অন্তর্গত যে কর্ম্মত্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়াই যায়), ইত্যাদি।৭৮

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব], এইপ্রকার হইলেও ["কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি"—"কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়", ব্যাকরণের এই নিয়মানুযায়ী, "ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা", এইপ্রকারে] ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ কর্ম্মত্বকে ত্যাগ করিয়া ["শেষে ষষ্ঠী" ব্যাকরণের এই নিয়মানুযায়ী] সামান্য সম্বন্ধকে দ্বার করিয়া পরোক্ষভাবে [ব্রহ্মের] কর্ম্মত্ব কল্পনাকারীর প্রয়াস ব্যর্থই হইয়া পড়িবে, [কারণ ষষ্ঠীর সম্বন্ধসামান্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেও, 'সেই সম্বন্ধটী কিপ্রকার', এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য পুনরায় 'কর্ম্মত্বরূপ' বিশেষ সম্বন্ধটীকেই গ্রহণ করিতে হইবে।]।৭৯

ভাবদীপিকা ['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থ বিচার]

(—জানিবারই) ইচ্ছা হয়। আর জ্ঞানের কর্ম্ম (—বিষয়) হন ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত। এইপ্রকারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ম্মরূপে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের বোধ হয়। সেইহেতু "ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা" এইপ্রকার অর্থবোধের জন্য প্রস্তাবিত স্থলে "ব্রহ্মণঃ" এই পদে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহাকে 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাই "জিজ্ঞাস্যা-পেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ" (৭৭ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যাংশে বলা হইয়াছে। যদি বলা হয়—ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণাদি, অথবা তৎসম্বন্ধী অন্য কিছু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ও তাহাদের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অশ্রুতং কল্পয়ন্ "পিণ্ডমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ি" ইতি ন্যায়মনুসরতি ইতি ভাবঃ। গূঢ়াভিসন্ধিঃ শঙ্ক্যতে—ননু ইতি। "ষষ্ঠী শেষে" (পাঃ সূঃ ২।৩।৫০) ইতি বিধানাৎ ষষ্ঠ্যা সম্বন্ধমাত্রং প্রতীতমপি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং সকর্ম্মকক্রিয়াসন্নিধানাৎ কর্ম্মত্বে পর্য্যবস্যতি ইত্যর্থঃ। অভিসন্ধি-মজানন্ ইব উত্তরমাহ—এবমপীতি। কর্ম্মলাভে অপি, প্রত্যক্ষং "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" (পাঃ সূঃ ২।৩।৬৫) ইতি সূত্রেণ জিজ্ঞাসাপদস্য আকারপ্রত্যয়ান্তত্বেন কৃদন্তস্য যোগে বিহিতং প্রথমাপেক্ষিতং চ কর্ম্মত্বং ত্যক্ত্বা পরোক্ষম্—অশাব্দং কল্পয়ত ইত্যর্থঃ। শেষবাদী স্বাভিসন্ধিম্ উদ্ঘাটয়তি—ন ব্যর্থ ইতি। শেষষষ্ঠ্যাং ব্রহ্মসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞাতা ভবতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

-প্রতিজ্ঞানার্থত্বাৎ ইতি চেৎ? ৮০ **ন, প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানাম্ অর্থাক্ষিপ্তত্বাৎ** ।৮১ **ব্রহ্ম হি জ্ঞানেন আপ্তুম্ ইষ্টতমত্বাৎ প্রধানম্** ।৮২ **তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈঃ**

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ব্ববাদী] যদি বলেন—[না, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই পদের অর্থ, 'শেষে ষষ্ঠী' এই নিয়মানুযায়ী, "ব্রহ্মসম্বন্ধী জিজ্ঞাসা", এইপ্রকার করিলে প্রয়াস] ব্যর্থ হইবে না, যেহেতু ব্রহ্মাশ্রিত অশেষ বিচারের প্রতিজ্ঞা [এখানে] প্রয়োজন (৩৯) ।৮০

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব] না, [তাহা বলা যায় না] ; যেহেতু [ব্রহ্মরূপ] প্রধানের পরিগ্রহ হইলে (—প্রধানভূত ব্রহ্ম গৃহীত হইলে), তাঁহাকে যাহারা অপেক্ষা করে, তাহারা অর্থবলে আক্ষিপ্ত হয় (—অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে (৪০) লব্ধ হয়) ।৮১ যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত

ভাবদীপিকা ['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থবিচার]

অঙ্গিরূপে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন। **তদুত্তরে** বলা হইতেছে—**জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দেশাৎ চ** ইত্যাদি (৭৭ বাক্য)।

(৩৯) এখানে **শঙ্কাকর্ত্তার** অভিপ্রায় এই—'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', এই স্থলে যদি 'ব্রহ্মণঃ' পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী স্বীকার করিয়া "ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা", অর্থাৎ "ব্রহ্মকর্ম্মক বিচার" এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসাক্রিয়ার কর্ম্মরূপে মাত্র "ব্রহ্মকে" প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আনুষঙ্গিক অন্য কিছুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদপেক্ষা "শেষে ষষ্ঠী" স্বীকার করিয়া "ব্রহ্মসম্বন্ধী জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ বিচার", এইপ্রকার অর্থ স্বীকার করিলে এই লাভ হয় যে, ব্রহ্মবিচারের আনুষঙ্গিকভাবে জ্ঞাতব্য যে, 'ব্রহ্মের লক্ষণ', 'ব্রহ্মসম্বন্ধি প্রমাণ', 'ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান', 'ব্রহ্মবিষয়ক শঙ্কানিবারক যুক্তি', 'ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন', 'ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল' ইত্যাদি, তাহাদের বিচারকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর বস্তুতঃ এইগুলির বিচার না করিলে তাহাকে ব্রহ্মবিচারই বলা যায় না এবং তাহার দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানও হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থের প্রারম্ভে এইগুলিই যে এই গ্রন্থে বিচারণীয় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা প্রয়োজন। অতএব "শেষে ষষ্ঠী" স্বীকারকারী আমার প্রয়াসকে ব্যর্থ বলা যায় না।

(৪০) **অর্থাপত্তিপ্রমাণ**—উপপাদ্যজ্ঞানের দ্বারা (—কার্য্যের জ্ঞানের দ্বারা) উপপাদকের (—কারণের) কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলে। যাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, বা দেখা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তত্র যানি ব্রহ্মাশ্রিতানি লক্ষণপ্রমাণযুক্তিজ্ঞানসাধনফলানি, তেষামপি বিচারঃ প্রতিজ্ঞাতঃ ভবতি। তজ্জিজ্ঞাসায়া অপি ব্রহ্মজ্ঞানার্থত্বেন ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বাৎ। কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাং তু "ব্রহ্মকর্ম্মক এব বিচারঃ" প্রতিজ্ঞাতো ভবতি ইতি অভিসন্ধিনা শেষষষ্ঠীতি উচ্যতে। অতঃ মৎপ্রয়াসো ন ব্যর্থঃ। **ব্রহ্ম**, তৎসম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং বিচারপ্রতিজ্ঞানম্ অর্থঃ—ফলং যস্য তত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ত্বৎপ্রয়াসস্য ইদং ফলং ন যুক্তম্, সূত্রেণ মুখতঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণঃ বিচারে প্রতিজ্ঞাতে সতি তদুপকরণানাং বিচারস্য আর্থিকপ্রতিজ্ঞায়া উদিতত্বাৎ ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—**ন প্রধানেতি।** সংগৃহীতম্ অর্থং সদৃষ্টান্তং

শাঙ্করভাষ্যম্

জিজ্ঞাসিতৈঃ বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি, তানি অর্থাক্ষিপ্তানি এব ইতি ন পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি ।৮৩ যথা "রাজা অসৌ গচ্ছতি" ইতি উক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞঃ গমনম্ উক্তং ভবতি, তদ্বৎ ।৮৪ শ্রুত্যনুগমাৎ চ ।৮৫ "যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, "তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।১) ইতি প্রত্যক্ষম্ এব ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি ।৮৬ তচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী-

ভাষ্যানুবাদ

হওয়ায় ব্রহ্ম হন প্রধান ।৮২ জিজ্ঞাসার কর্ম্মভূত সেই প্রধান [ব্রহ্ম] পরিগৃহীত হইলে, যে সকল বিষয় ব্যতিরেকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিত হন না (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ হয় না), তাহারা অর্থবলে আক্ষিপ্ত হইয়াই থাকে ; এইহেতু [তাহাদিগকে] পৃথগ্ ভাবে সূত্রিত করা (—এই সূত্রের প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করা) আবশ্যক হয় না ।৮৩ যেমন, 'ঐ রাজা যাইতেছেন', ইহা বলিলে পরিজনবর্গের সহিত রাজার গমনই কথিত হয়, [এখানেও] তদ্রূপ (৪১) 'বুঝিতে হইবে' ।৮৪

[শ্রুতি ও সূত্রের সামঞ্জস্যের জন্যও 'ব্রহ্মণঃ' এই পদে "কর্ম্মে ষষ্ঠীই" গ্রহণীয় ।]

আর শ্রুতির অনুগম (—শ্রুতি ও সূত্রের একইপ্রকার অর্থলাভ) হয় বলিয়া 'ব্রহ্মণঃ' এই পদের ষষ্ঠী বিভক্তিটীকে কর্ম্মে ষষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে' ।৮৫ বস্তুতঃ "যাঁহা হইতেই এই প্রাণিবর্গ জন্মলাভ করে", ইত্যাদি শ্রুতিসকল "তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম", এইরূপে প্রত্যক্ষভাবেই ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ক্রিয়ার

ভাবদীপিকা [অর্থাপত্তিপ্রমাণের পরিচয়]

যায়, তাহাকে উপপাদ্য বলে। আর যাহা সেই উপপাদ্যকে উপপন্ন করে, তাহাকে উপপাদক বলে। যথা—"পীন (—স্থূলকায়) দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না"– এইপ্রকার বলিলে, ইহা বুঝা যায় যে, দেবদত্ত নিশ্চয়ই রাত্রে ভোজন করে, অন্যথা তাহার শরীর স্থূল হইত না। এই স্থলে স্থূলত্ব দেখা যায়, সুতরাং তাহাই **উপপাদ্য**। আর রাত্রিভোজন **উপপাদক**, কারণ রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে উপপাদ্য যে স্থূলত্ব, তাহা উপপন্ন (—সঙ্গত) হয় না। এইপ্রকারে দেবদত্তের শরীরের স্থূলতারূপ উপপাদ্যদৃষ্টে তাহার যে রাত্রিভোজনরূপ উপপাদকের কল্পনা করা হয়, তাহা প্রমাজ্ঞানই হইয়া থাকে। এতাদৃশ প্রমাজ্ঞানের করণ যে উক্তপ্রকার পীনত্বের অনুপপত্তিজ্ঞান, তাহাকেই **অর্থাপত্তিপ্রমাণ** বলে। প্রস্তাবিত বিচার্য্য স্থলে ব্রহ্মকর্ম্মক বিচারই উপপাদ্য। তাহার দ্বারা আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য যে 'ব্রহ্মের লক্ষণ' ইত্যাদিরূপ উপপাদক-সকল, তাহারা কল্পিত হইবে, অর্থাৎ অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৪১) এখানে ভাব এই—ব্রহ্ম বিচারিত হইলেই তৎসংশ্লিষ্ট ব্রহ্মের লক্ষণ ও প্রমাণাদিও বিচারিত হইবে। তজ্জন্য 'শেষে ষষ্ঠী' স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের ন্যায় সমপ্রধানভাবে তাহাদের বিচার্য্যতা প্রতিপাদন সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে গৌরবদোষ হয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্যাকরোতি—ব্রহ্ম হি ইত্যাদিনা (৮৫ পৃঃ)। "তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি মূলশ্রুত্যনুসারাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

-পরিগ্রহে সূত্রেণ অনুগতং ভবতি।৮৭ তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী।৮৮ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা জিজ্ঞাসা।৮৯ অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়াঃ ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম; ফলবিষয়ত্বাৎ ইচ্ছায়াঃ।৯০ জ্ঞানেন

ভাষ্যানুবাদ

[৮৯ পৃঃ]

কর্ম্মতা (—ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাক্রিয়ার কর্ম্ম, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন।৮৬ আর তাহা (—উক্ত শ্রুতিবাক্য) কর্ম্মে ষষ্ঠী গ্রহণ করিলে সূত্রের সহিত অনুগত হয় (—সমঞ্জস হয়, একই অর্থ প্রতিপাদন করে।৮৭ শ্রুতিরূপ মূলের সহিত সূত্রের বিরোধ সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব]। সেইহেতু ["ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা", এই স্থলে] 'ব্রহ্মণঃ' এই পদে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে 'বুঝিতে হইবে'।৮৮

[সূত্রস্থ 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'শব্দের ব্যাখ্যা। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল—অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি।]

[এক্ষণে সূত্রস্থ 'জিজ্ঞাসা'পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] জানিবার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা।৮৯ সন্‌প্রত্যয়ের বাচ্য যে ইচ্ছা, অবগতি পর্য্যন্ত জ্ঞানই (৪২) তাহার কর্ম্ম (—ফল, অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল); যেহেতু ইচ্ছার বিষয় 'ফল' (—যাহাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করা হয়, তাহাকেই ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া

ভাবদীপিকা ['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থবিচার]

(৪২) "অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানম্" (৯০ বাক্য), ইহার অর্থ—অবিদ্যারূপ আবরণ নিবৃত্ত হইলে যে ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্ত হন, তাহাই 'অবগতি'। তাদৃশ 'অবগতি' হইয়াছে 'পর্য্যন্ত', অর্থাৎ অবধি যে "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই অখণ্ডবৃত্ত্যাত্মক অপরোক্ষ জ্ঞানের, তাদৃশ জ্ঞান। এই স্থলে গূঢ়াভিসন্ধি এই—১। প্রথমে জ্ঞান হয়, অনন্তর হয় ইচ্ছা, ইহাই নিয়ম। কোন বস্তুর জ্ঞান না হইলে, তৎসম্বন্ধিনী ইচ্ছা হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। প্রস্তাবিত স্থলে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার', অর্থাৎ "ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার" কথা বলা হইতেছে। কিন্তু তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? কারণ ব্রহ্মের জ্ঞান তো কাহারও নাই। সুতরাং অজ্ঞাত ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাই হওয়া সম্ভব নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ম্মণি ষষ্ঠী ইতি আহ—শ্রুত্যনুগমাৎ চ ইতি (৮৬ পৃঃ)। শ্রুতিসূত্রয়োরেকার্থত্বলাভাৎ চ ইত্যর্থঃ। জিজ্ঞাসাপদস্য অবয়বার্থমাহ—জ্ঞাতুম্ ইতি। নম্ন অনবগতে বস্তুনি ইচ্ছায়া অদর্শনাৎ তস্যাঃ মূলং বিষয়জ্ঞানং বক্তব্যম্, ব্রহ্মজ্ঞানং তু জিজ্ঞাসায়াঃ ফলং, তদেব মূলং কথমিতি আশঙ্ক্য আহ—অবগতি ইতি। আবরণনিবৃত্তিরূপাভিব্যক্তিমচ্চৈতন্যমবগতিঃ পর্য্যন্তঃ—অবধিঃ যস্য অখণ্ডসাক্ষাৎকারবৃত্তিজ্ঞানস্য তদেব জিজ্ঞাসায়াঃ কর্ম্ম, তদেব ফলম্। মূলং তু আপাতজ্ঞানমিত্যধুনা বক্ষ্যতে ইতি ফলমূলজ্ঞানয়োঃ ভেদাৎ ন জিজ্ঞাসানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। নন্বু গমনস্য গ্রামঃ কর্ম্ম, তৎপ্রাপ্তিঃ ফলমিতি ভেদাৎ কর্ম্ম এব ফলমিতি অযুক্তম্। তত্র আহ—ফলেতি। ক্রিয়ান্তরে তয়োর্ভেদে অপি ইচ্ছায়াঃ ফলবিষয়ত্বাৎ কর্ম্মৈব ফলমিত্যর্থঃ। নন্বু জ্ঞানাবগত্যোরৈক্যাৎ ভেদোক্তিরযুক্তা ইত্যত আহ—জ্ঞানেন ইতি। জ্ঞানং বৃত্তিঃ,

ভাবদীপিকা ['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থবিচার।]

২। আর এক কথা, "জ্ঞানেন হি প্রমাণেন" (৯১ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানকে 'ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার' প্রতি প্রমাণ, অর্থাৎ "কারণ" বলা হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার', অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিচারের' ফল, তাহাই আবার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার "কারণ" কিপ্রকারে হইবে? সুতরাং কোনপ্রকারেই ব্রহ্মবিষয়িণী জিজ্ঞাসা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। অতএব এই গ্রন্থের আরম্ভ হইতে পারে না। এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানম্**, ইত্যাদি (৯০ বাক্য)। তাহাতে **১।** প্রথম আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে—ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বস্তু নহেন, নিজের অনুভব ও শাস্ত্রাদি হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধে আপাত জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে, ইহা "ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ" (৪৯ পৃঃ ১৩ বাক্য) ইত্যাদি অধ্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে এবং "অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবম্", "সর্ব্বস্য আত্মত্বাৎ চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ", ইত্যাদি পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশে (৯৭, ৯৯ বাক্য) বলা হইবে। সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে যে আপাত জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতি "কারণ"। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা অনবগত বিষয়ে না হওয়ায়, অনুভবের বিরোধ হয় না।

২। আর যে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'ফল', তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'কারণ' কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল বটে, তবে সেই ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান কিপ্রকার, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। 'অবগতি' অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার যে অপরোক্ষ অখণ্ডাকার বৃত্ত্যাত্মক অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ম্ম, অর্থাৎ বিষয়রূপ 'ফল'; তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'কারণ' নহে। আর ব্রহ্মসম্বন্ধে আপাত জ্ঞান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতি 'কারণ', ইহা উপরেই বলা হইয়াছে। এইরূপে পরোক্ষ জ্ঞান ও অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ জ্ঞান ভেদে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'কারণ' ও 'ফলের' ভেদ হয় বলিয়া কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপপন্ন হয়। অতএব এই গ্রন্থ আরম্ভণীয়।

তাহাতে **পুনঃ আশঙ্কা** হয়—"অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্-বাচ্যায়াঃ ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম" (৯০ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যে অবগতি পর্য্যন্ত জ্ঞানকে ইচ্ছার (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার) কর্ম্ম (—বিষয়) বলা হইতেছে। আর তাহার হেতুরূপে বলা হইতেছে—"ফলবিষয়ত্বাৎ ইচ্ছায়াঃ"—"যেহেতু ইচ্ছার বিষয় ফল"। "ইচ্ছার বিষয় ফল", এই বাক্যস্থ 'ফল' বলিতে জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে, কারণ জিজ্ঞাসার অর্থাৎ 'জানিবার ইচ্ছার' ফল—'জানা', অর্থাৎ 'জ্ঞানই' হইয়া থাকে। এইপ্রকারে হেতু ও ফলভাব সূচনার জন্য কথিত এই দুইটী বাক্যে 'কর্ম্ম' ও 'ফল' বলিতে এক 'জ্ঞান' পদার্থকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে জিজ্ঞাসাক্রিয়ার 'কর্ম্ম' ও 'ফল' এই দুইটি বস্তুতঃ অভিন্নই হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? যেহেতু ইহা দেখা যায় যে—'কর্ম্ম' এবং 'ফল' বিভিন্নই হইয়া থাকে, যথা—গমনক্রিয়ার কর্ম্ম 'গ্রাম', কিন্তু 'গ্রামপ্রাপ্তি' গমনক্রিয়ার 'ফল'। সুতরাং প্রস্তাবিত স্থলেও 'কর্ম্ম' ও 'ফলের' বিভিন্নতাই সিদ্ধ হওয়া উচিত। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অন্য ক্রিয়াতে 'কর্ম্ম' ও 'ফলের' ভেদ থাকিলেও ইচ্ছারূপ যে ক্রিয়া, তাহার যাহা 'কর্ম্ম', তাহাই 'ফল'। কারণ ইচ্ছা ফলকেই বিষয় করে, অর্থাৎ মনুষ্য যে বিষয়টীকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, সেই বিষয়টীর প্রাপ্তি হইলে তাহার ইচ্ছার পূর্ত্তি হয়;

[৮১ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

হি প্রমাণেন অবগন্তুম্ ইষ্টং ব্রহ্ম।৯১ ব্রহ্মাবগতিঃ হি পুরুষার্থঃ নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ।৯২ তস্মাৎ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।৯৩ ইতি তৃতীয়ং বর্ণকম্।

তৎ পুনঃ ব্রহ্ম প্রসিদ্ধম্ অপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ?৯৪ যদি প্রসিদ্ধং ন জিজ্ঞাসিতব্যম্।৯৫ অথ অপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুম্ ইতি।৯৬

ভাষ্যানুবাদ

যায়)।৯০ জ্ঞানরূপ প্রমাণের দ্বারাই (—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইপ্রকার যে অখণ্ডাকারা বৃত্তিরূপ জ্ঞান, তাহার দ্বারাই) ব্রহ্মকে জানিবার (—অভিব্যক্ত করিবার) জন্য ইচ্ছা করা হয়।৯১ ব্রহ্মাবগতিই পুরুষার্থ, যেহেতু তাহা সংসারের বীজভূতা যে অবিদ্যা, যাহা অনর্থের আদি (—মূল কারণ), তাহাকে নিঃশেষে নাশ করে।৯২ সেইহেতু ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত (—ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য)।৯৩ তৃতীয় বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

[সামান্যভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিবার জন্যই ব্রহ্মবিচার আবশ্যক।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচ্ছা, সেই ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ, অথবা অপ্রসিদ্ধ?৯৪ যদি প্রসিদ্ধ হন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা উচিত হইবে না, [কারণ জ্ঞাত বস্তুকে কেহ জানিতে ইচ্ছা করে না।] ৯৫ আর যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তবে জিজ্ঞাসা করিতেই পারা যায় না, [কারণ যাহা সর্ব্বথা অজ্ঞাত, তাহাকে জানিবার জন্য বিচার নিষ্ফল,] ইত্যাদি।৯৬

ভাবদীপিকা ['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদের অর্থ বিচার]

সেইহেতু, সেই ইচ্ছাক্রিয়ার কর্ম্মরূপ যে বিষয়, তাহাকেই তাহার ফলরূপে অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এখানে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অবগতিঃ তৎফলমিতি ভেদ ইতি ভাবঃ। অবগন্তুম্—অভিব্যঞ্জয়িতুম্। অবগতেঃ ফলত্বং স্ফুটয়তি—**ব্রহ্মেতি।** হিশব্দোক্তং হেতুমাহ—**নিঃশেষেতি।** বীজম্ অবিদ্যা আদির্যস্য অনর্থস্য তন্নাশকত্বাদিত্যর্থঃ। অন্বয়বার্থমুক্ত্বা সূত্রবাক্যার্থমাহ—**তস্মাদিতি।** অত্র সন্প্রত্যয়স্য বিচারলক্ষকত্বং তব্যপ্রত্যয়েন সূচয়তি। অথাতঃশব্দাভ্যাম্ অধিকারিণঃ সাধিতত্বাৎ তেন ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যর্থঃ॥ ইতি তৃতীয়ং বর্ণকম্।

প্রথমবর্ণকে বন্ধস্য অধ্যাসত্বোক্ত্যা বিষয়াদিপ্রসিদ্ধাবপি, ব্রহ্মপ্রসিদ্ধ্যপ্রসিদ্ধ্যোঃ বিষয়াদিসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং শাস্ত্রারম্ভসন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমাহ—**তৎ পুনঃ** ইতি। পুনঃশব্দঃ বর্ণকান্তরদ্যোতনার্থঃ। যদি বেদান্তবিচারাৎ প্রাগেব ব্রহ্মজ্ঞানং, তর্হি অজ্ঞাতত্বরূপবিষয়ত্বং নাস্তি। অজ্ঞানাভাবেন তন্নিবৃত্তিরূপফলমপি নাস্তীতি ন বিচারয়িতব্যম্। অথ অজ্ঞাতং, কেনাপি তর্হি তদুদ্দেশেন বিচারঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে, অজ্ঞাতস্য উদ্দেশাযোগাৎ। তথা চ বুদ্ধৌ অনারূঢ়স্য বিচারাত্মকশাস্ত্রেণ বেদান্তৈশ্চ প্রতিপাদনাযোগাৎ তৎপ্রতিপাদ্যত্বরূপঃ সম্বন্ধঃ নাস্তি ইতি জ্ঞানানুৎপত্তেঃ ফলমপি নাস্তি ইতি অনারভ্যং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। আপাতপ্রসিদ্ধ্যা বিষয়াদিলাভাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যতে—অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ।৯৭ ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়ঃ অর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃহতেঃ ধাতোঃ অর্থানুগমাৎ ।৯৮ সর্ব্বস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্ত—এতদুত্তরে] বলা হইতেছে—বস্তুতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম [প্রসিদ্ধ] আছেন ।৯৭ যেহেতু ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি করা হইলে তাহার নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব প্রভৃতি অর্থসকল প্রতীত হয়, কারণ তাহা হইলেই 'বৃংহ' ধাতুর অর্থ হয় অনুকূল (৪৩)।৯৮ আর সকলের আত্মা হওয়ায় ব্রহ্মের অস্তিত্বে

ভাবদীপিকা

[ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিবলে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মরূপ অর্থ সিদ্ধি।]

(৪৩) এখানে তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ব্রহ্মবস্তু লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ নহেন। আর শ্রুতি হইতে ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ করিলেও লোকে তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না, যেহেতু 'ব্রহ্ম' কি, তাহা তাহারা জানে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বেদাধ্যয়নকালে পদ ও পদার্থের জ্ঞানের জন্য নিরুক্ত ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা আবশ্যক। তদনুযায়ী **ব্রহ্মশব্দের** ব্যুৎপত্তি করিলেই ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধত্বাদি স্বভাববান্, ইহা প্রতীত হয়। সেই ব্যুৎপাদনপ্রক্রিয়া এই—"বৃংহ" ধাতুর উত্তর "মন্" প্রত্যয় করিলে, "ব্রহ্মন্" শব্দটী নিষ্পন্ন হয়। "বৃহি বৃদ্ধৌ" ব্যাকরণের এই সূত্রানুযায়ী 'বৃংহ' ধাতুর অর্থ 'বৃদ্ধি' বা 'ব্যাপ্তি'। 'মন্' প্রত্যয়ের অর্থ 'অবধিরাহিত্য'

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আরম্ভণীয়মিতি সিদ্ধান্তয়তি—**উচ্যতে** ইত্যাদিনা। প্রসিদ্ধং তাবদিত্যর্থঃ। অস্তিত্বস্য অপ্রকৃতত্বেন অস্তিপদস্য প্রসিদ্ধিপরত্বাৎ। নন্ু কেন মানেন ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধিঃ? ন চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১) ইতি শ্রুত্যা সা ইতি বাচ্যম্। ব্রহ্মপদস্য লোকে সঙ্গতিগ্রহাভাবেন তদ্ঘটিতবাক্যস্য অবোধকত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মপদব্যুৎপত্ত্যা প্রথমং তস্য নির্গুণস্য সগুণস্য চ প্রসিদ্ধিরিত্যাহ—**ব্রহ্মশব্দস্য হি** ইতি। অস্যার্থঃ—শ্রুতৌ সূত্রে চ ব্রহ্মপদস্য প্রয়োগান্যথানুপপত্ত্যা কশ্চিৎ অর্থঃ অস্তি ইতি জ্ঞায়তে। প্রমাণবাক্যে নিরর্থকশব্দপ্রয়োগাদর্শনাৎ। স চ অর্থঃ মহত্ত্বরূপ ইতি ব্যাকরণাৎ নিশ্চীয়তে, "বৃহি বৃদ্ধৌ" (পাঃ ধাঃ) ইতি স্মরণাৎ। সা চ বৃদ্ধিঃ নিরবধিকমহত্ত্বমিতি, সঙ্কোচকাভাবাৎ, শ্রুতৌ অনন্তপদেন সহ প্রয়োগাচ্চ জ্ঞায়তে। নিরবধিকমহত্ত্বং চ অন্তবত্ত্বাদিদোষবত্ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণহীনত্বে চ ন সম্ভবতি। লোকে গুণহীনদোষবতোঃ অল্পত্বপ্রসিদ্ধেঃ। অতঃ বৃংহণাৎ ব্রহ্মেতি ব্যুৎপত্ত্যা দেশকালবস্তুতঃ পরিচ্ছেদাভাবরূপং নিত্যত্বং প্রতীয়তে। অবিদ্যাদিদোষশূন্যত্বং 'শুদ্ধত্বম্', জাড্যরাহিত্যম্ 'বুদ্ধত্বম্'। বন্ধকালে অপি স্বতঃ বন্ধাভাবাৎ মুক্তত্বং চ প্রতীয়তে। এবং সকলদোষশূন্যং নির্গুণং প্রসিদ্ধম্। তথা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং চ তৎপদবাচ্যং প্রসিদ্ধম্। জ্ঞেয়স্য কার্য্যস্য বা পরিশেষে অল্পত্বপ্রসঙ্গেন সর্ব্বজ্ঞত্বস্য সর্ব্বকার্য্যশক্তিমত্ত্বস্য লাভাদিতি। এবং তৎপদাৎ প্রসিদ্ধেরপ্রমাণত্বেন আপাতত্বাৎ অজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাৎ জিজ্ঞাসোপপত্তিঃ ইত্যুক্ত্বা ত্বংপদার্থাত্মনাপি ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধ্যা তদুপপত্তিরিত্যাহ—**সর্ব্বস্যেতি**। সর্ব্ব

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মত্বাৎ চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; সর্ব্বঃ হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন 'নাহমস্মি' ইতি।৯৯ যদি হি ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সর্ব্বঃ লোকঃ "ন অহম্ অস্মি"ইতি প্রতীয়াৎ।১০০ আত্মা চ ব্রহ্ম।১০১ যদি

ভাষ্যানুবাদ

প্রসিদ্ধি আছে ; যেহেতু সকলেই আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু 'আমি নাই' এইপ্রকার 'অনুভব কেহই করে না' ।৯৯ যদি আত্মার অস্তিত্বের প্রসিদ্ধিই না থাকিত, তাহা হইলে সকল লোক 'আমি নাই' এইপ্রকার অনুভব করিত, [তাহা কিন্তু করে না]।১০০ সেই [স্বানুভবযোগ্য] আত্মাই ব্রহ্ম, [ইহা "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়] ।১০১

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মশব্দের অর্থবিচার]

সুতরাং 'বৃংহ+মন্' প্রত্যয়ের অর্থ হয়—'নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত', অর্থাৎ যদপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কোন বস্তু নাই, তিনিই **ব্রহ্ম**। নিরতিশয় ব্যাপক মহান্ ব্রহ্ম, দেশ কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন ; সেইহেতু তিনি 'নিত্য', কারণ যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই অনিত্য, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর যিনি নিত্য, তিনি অবশ্যই শুদ্ধ, অর্থাৎ অবিদ্যাদিদোষশূন্য ; কারণ যাহা সদোষ, তাহা কদাপি নিত্য হয় না। আর ব্রহ্ম অবিদ্যাদিদোষশূন্য হওয়ায় 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জাড্যশূন্য ও প্রকাশস্বরূপ, যেহেতু অবিদ্যাদিদোষই স্বরূপের অপ্রকাশের ও জড়তার হেতু। আবার অবিদ্যাদিদোষশূন্য ও প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় বন্ধনের হেতুর অভাববশতঃ তাঁহাকে নিত্য মুক্তও বলিতে হইবে। এইরূপে সকলদোষশূন্য, **তৎপদের লক্ষ্য** নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ জ্ঞেয় **নির্গুণ ব্রহ্ম** সিদ্ধ হন। আর যিনি অন্তবত্ত্বাদি দোষযুক্ত, নশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণহীন, তাঁহার পক্ষে নিরতিশয় মহান্ হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু লোকমধ্যে দেখা যায়—যাহা নশ্বর, যাহা দোষযুক্ত, যাহা অল্প, তাদৃশ কোন বস্তুই নিরতিশয় মহান্ নহে। এইপ্রকারে নিরতিশয় মহান্ হওয়ায় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাও সিদ্ধ হয়। আর সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি সর্ব্বশক্তিমানও বটেন, যেহেতু ইহা দেখা যায় যে, অল্পজ্ঞ ব্যক্তির শক্তিও সীমাবদ্ধ। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান্ও বলিতে হইবে। সংসারে এমন কোন বস্তু যদি থাকিত, যাহা ব্রহ্ম জানেন না, বা যাহার উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে হয় নাই, তাহা হইলে ব্রহ্ম অসর্ব্বজ্ঞ এবং সকলপ্রকার কার্য্যবস্তু উৎপাদনে সামর্থ্যহীন হইতেন। আর তাহা হইলে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইতেন, সুতরাং ব্রহ্মপদবাচ্য হইতেন না। অতএব ব্রহ্মকে অপরিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তিমান্রূপেও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে **তৎপদের বাচ্য** সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ উপাস্য **সগুণ ব্রহ্মও** সিদ্ধ হন।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

লোকস্য যঃ অয়মাত্মা তদভেদাৎ ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নমু আত্মনঃ প্রসিদ্ধিঃ কা ইত্যত আহ— **সর্ব্বঃ হি** ইতি। "অহমস্মি" ইতি ন প্রত্যেতি ইতি ন, কিন্তু প্রত্যেতি এব। সা এব সচ্চিদাত্মনঃ প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আত্মনঃ কুতঃ সত্তা ইতি শূন্যমতমাশঙ্ক্য আহ—**যদি হি** ইতি। আত্মনঃ শূন্যস্য প্রতীতৌ, 'অহং নাস্মি' ইতি লোকঃ জানীয়াৎ। লোকস্তু 'অহমস্মি' ইতি

শাঙ্করভাষ্যম্

তর্হি লোকে ব্রহ্ম আত্মত্বেন প্রসিদ্ধম্ অস্তি, ততঃ জ্ঞাতম্ এব ইতি অজিজ্ঞাস্যত্বং পুনঃ আপন্নম্ ।১০২ ন, তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ ।১০৩ দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টম্ আত্মা ইতি প্রাকৃতাঃ জনাঃ, লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ ১০৪ ইন্দ্রিয়াণি এব চেতনানি আত্মা ইতি অপরে ।১০৫ মনঃ ইতি অন্যে ।১০৬ বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকম্ ইতি একে । ১০৭ শূন্যম্ ইতি অপরে । ১০৮ অস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তা ইতি অপরে ।১০৯ ভোক্তা এব কেবলং,

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মবিষয়ে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে নানা মত। তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রের আরম্ভ।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—যদি বলা হয়], লোকমধ্যে ব্রহ্ম যদি আত্মরূপে প্রসিদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে জ্ঞাতই হইলেন বলিয়া [ব্রহ্মের] অজিজ্ঞাস্যতাই পুনরায় আসিয়া পড়িল, [কারণ জ্ঞাত বস্তুকে কেহ জানিতে ইচ্ছা করে না] ।১০২

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব,] না, [তাহা বলা যায় না], যেহেতু তাহার বিশেষের প্রতি বিপ্রতিপত্তি (—বিরোধ) আছে (—আত্মবস্তুর যথার্থ স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ আছে) ।১০৩ [যথা—] প্রাকৃত (—শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য) মনুষ্যগণ এবং লোকায়তিকগণ (—চার্ব্বাকগণ) স্বীকার করেন যে, চৈতন্যবিশিস্ট দেহই আত্মা ।১০৪ অপরে (—অন্য একদল চার্ব্বাক) বলেন—চেতন ইন্দ্রিয়সকলই আত্মা ।১০৫ অন্যে (—অপর একদল চার্ব্বাক) বলেন—মনই আত্মা ।১০৬ কেহ কেহ (—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন—ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা ।১০৭ অপরে (—মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বলেন—শূন্যই আত্মা ।১০৮ আবার অপরে (—ন্যায়-বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ) বলেন—দেহ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, সংসারী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা আছেন [তিনিই আত্মা] ।১০৯ কেহ কেহ (—সাংখ্য-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জানাতি, তস্মাদাত্মনঃ অস্তিত্বপ্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আত্মপ্রসিদ্ধৌ অপি ব্রহ্মণঃ কিমায়াতম্ ? তত্র আহ—আত্মা চ ইতি (৯১ পৃঃ)। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ইতি ভাবঃ। প্রসিদ্ধিপক্ষোক্তং দোষং পূর্ব্বপক্ষেণ স্মারয়তি—যদি ইতি। অজ্ঞাতত্বাভাবেন বিষয়ত্বাভাবাৎ অবিচার্য্যত্বং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। যথা ইদং রজতমিতি বস্তুতঃ শুক্তিপ্রসিদ্ধিঃ, তদ্বৎ 'অহমস্মি' ইতি সত্বচৈতন্যরূপত্বসামান্যেন বস্তুতঃ ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধিঃ। নেয়ং পূর্ণানন্দব্রহ্মস্বরূপবিশেষগোচরা, বাদিনাং বিবাদাভাবপ্রসঙ্গাৎ। নহি শুক্তিত্ববিশেষদর্শনে সতি রজতং রঙ্গম্ অন্যৎ বা ইতি বিপ্রতিপত্তিরস্তি। অতঃ বিপ্রতিপত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা সামান্যতঃ প্রসিদ্ধৌ অপি বিশেষস্য অজ্ঞাতত্বাৎ বিষয়াদিসিদ্ধিঃ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—ন ইত্যাদিনা। সামান্যবিশেষভাবঃ স্বাত্মনি সচ্চিৎপূর্ণাদিপদবাচ্যভেদাৎ কল্পিত ইতি মন্তব্যম্। তত্র স্থূলসূক্ষ্মক্রমেণ বিপ্রতিপত্তীঃ উপন্যস্যতি—দেহমাত্রম্ ইত্যাদিনা। শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যাঃ—প্রাকৃতাঃ। বেদবাহ্যমতানি উক্ত্বা তার্কিকাদিমতমাহ—অস্তি ইতি। সাংখ্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

ন কর্ত্তা ইতি একে।১১০ অস্তি তদ্ব্যতিরিক্তঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ ইতি কেচিৎ।১১১ আত্মা স ভোক্তুঃ ইতি অপরে।১১২ এবং বহবঃ বিপ্রতিপন্নাঃ যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ।১১৩ তত্র অবিচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানঃ নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেত,

ভাষ্যানুবাদ

-মতাবলম্বিগণ) বলেন—আত্মা কেবলমাত্র ভোক্তা, কিন্তু কর্ত্তা নহেন।১১০ কেহ কেহ (—পাতঞ্জলমতাবলম্বিগণ) বলেন—তাহা (—সেই ভোক্তা জীবাত্মা) হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর আছেন।১১১ অপরে (—বেদান্তিগণ) বলেন, তিনি (—ব্রহ্ম) ভোক্তার (—জীবাত্মার) আত্মস্বরূপ (— মহাকাশ যেমন ঘটাকাশের যথার্থ স্বরূপ, পরমাত্মাও তদ্রূপ জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ)।১১২ এইপ্রকারে বহু ব্যক্তি যুক্তি এবং [শ্রুতি-] বাক্য ও তাহার (যুক্তি ও শ্রুতির) আভাসকে আশ্রয়করতঃ বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছেন।১১৩ সেই স্থলে (সেই মতবাদসকলের মধ্যে) বিচার না করিয়া যিনি যে কোন একটীকে অঙ্গীকার করেন, তিনি মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন এবং [সংসারকূপে পতনরূপ]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-মতমাহ—**ভোক্তা** ইতি (৯২ পৃঃ)। কিম্ আত্মা দেহাদিরূপঃ উত তদ্ভিন্নঃ ইতি বিপ্রতিপত্তি-কোটিত্বেন দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিশূন্যানি উক্ত্বা তদ্ভিন্নঃ অপি কর্ত্তৃত্বাদিমান্ ন বা ইতি বিপ্রতিপত্তি-কোটিত্বেন তার্কিকসাংখ্যপক্ষৌ উপন্যস্য অকর্ত্তাপি ঈশ্বরাৎ ভিন্নঃ ন বা ইতি বিবাদকোটিত্বেন যোগিমতমাহ—**অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর** ইতি। নিরতিশয়ত্বং গৃহীত্বা ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিসম্পন্ন ইতি যোগিনঃ বদন্তি। ভেদকোটিম্ উক্ত্বা সিদ্ধান্তকোটিমাহ—**আত্মা স ভোক্তুঃ** ইতি। ভোক্তুর্জীবস্য অকর্ত্তুঃ সাক্ষিণঃ স ঈশ্বর আত্মা—স্বরূপমিতি বেদান্তিনো বদন্তীত্যর্থঃ। বিপ্রতিপত্তীঃ উপসংহরতি—**এবং বহবঃ** ইতি। বিপ্রতিপত্তীনাং প্রপঞ্চঃ নিরাসশ্চ বিবরণোপন্যাসেন দর্শিতঃ সুখবোধায় ইতি ইহ উপরম্যতে। তত্র যুক্তিবাক্যাশ্রয়াঃ সিদ্ধান্তিনঃ, "জীবঃ ব্রহ্মৈব আত্মত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ" ইত্যাদি যুক্তেঃ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ অবাধিতায়াঃ সত্ত্বাৎ। অন্যে তু "দেহাদিঃ আত্মা, অহংপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ ব্যতি-রেকেণ ঘটাদিবৎ" ইত্যাদিযুক্ত্যাভাসং, "স বৈ এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ" (তৈঃ ২।১।১), ইন্দ্রিয়সংবাদে চক্ষুরাদয়ঃ "তে হ বাচম্ উচুঃ" (বৃঃ ১।৩।২), "মন উবাচ", "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ২।১৩।১), "কর্ত্তা" "বোদ্ধা" (প্রঃ ৪।৯), "অনশ্নন্নন্যঃ" (শ্বেঃ ৪।৬), "আত্মানমন্তরঃ যময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।৩০) ইতি বাক্যাভাসং চ আশ্রিতা ইতি বিভাগঃ। "দেহাদিঃ অনাত্মা, ভৌতিকত্বাৎ, দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যাদিন্যায়ৈঃ, "আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) ইত্যাদিসূত্রৈশ্চ আভাসত্বং বক্ষ্যতে। নমু সন্তু বিপ্রতিপ-ত্তয়ঃ, তথাপি যস্য যন্মতে শ্রদ্ধা তদাশ্রয়ণাৎ তস্য স্বার্থঃ সেৎস্যতি, কিং ব্রহ্মবিচারারম্ভেণ ইত্যত আহ—**তত্র অবিচার্য্য** ইতি। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানাদেব মুক্তিরিতি বস্তুগতিঃ। মতান্তরাশ্রয়ণে

শাঙ্করভাষ্যম্

অনর্থং চ ইয়াৎ ।১১৪ তস্মাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে ।১১৫ ইতি চতুর্থবর্ণকম্ ॥১।১।১॥ ইতি প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ

অনর্থকেও প্রাপ্ত হইবেন ।১১৪ সেইহেতু (—বিষয় ও অধিকারী ইত্যাদি অনুবন্ধচতুষ্টয় (৪৪), পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ না হওয়া এবং ব্রহ্মসম্বন্ধে সংশয় ইত্যাদি হেতুসকল সিদ্ধ হয় বলিয়া) ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপন্যাসকে (—প্রস্তাবকে) দ্বারা করিয়া তাহার (—বেদান্তবাক্যের) অবিরোধী তর্কসকল যাহার সহকারী এবং মোক্ষ যাহার ফল, সেই বেদান্তবাক্যসকলের মীমাংসা (—বিচার) প্রস্তাবিত হইতেছে ॥১১৫॥১।১।১॥ চতুর্থ বর্ণকের (৪৫) এবং জিজ্ঞাসাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৪৪) **অনুবন্ধচতুষ্টয়—১।** অধিকারী, **২।** বিষয়, **৩।** সম্বন্ধ এবং **৪।** প্রয়োজন, এই চারিটীকে অনুবন্ধচতুষ্টয় বলে। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (৬৫ পৃঃ) মলবিক্ষেপরহিত শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের মুখ্য **অধিকারী।** জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই এই শাস্ত্রের **বিষয়।** জীব ও ব্রহ্মের সেই একত্ব এবং তৎপ্রতিপাদক এই শাস্ত্রের মধ্যে বোধ্যবোধকভাবরূপ সম্বন্ধই, এখানে **সম্বন্ধ** এবং উক্ত একত্ববিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং স্বস্বরূপাত্মক পরমানন্দপ্রাপ্তিই এই শাস্ত্রের **প্রয়োজন** (—ফল)।

(৪৫) এইপ্রকারে **চতুর্থ বর্ণকের প্রতিপাদ্য বিষয়** হইল এই—প্রথম বর্ণকে (৬৩ পৃঃ) অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জীবের সংসাররূপ বন্ধন অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত। জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই জীবের মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এইরূপে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মোক্ষরূপ ফল এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানরূপ বিষয় সিদ্ধ হইলেও, যাহার সহিত জীবের একত্বপ্রতিপাদন করা হইতেছে, সেই ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ (—জ্ঞাত), অথবা অপ্রসিদ্ধ, এইপ্রকার সংশয় হয়। তাহার ফলে জীব ও ব্রহ্মের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তদভাবাৎ মোক্ষাসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ, আত্মানম্ অন্যথা জ্ঞাত্বা তৎপাপেন সংসারান্ধকূপে পতেৎ, "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" (ঈঃ ১২), "যে কে চাত্মহনো জনাঃ" (ঈঃ ৩) ইতি শ্রুতেঃ; "যো অন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা" ॥ ইতি বচনাৎ চ ইত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং মুমুক্ষুণাং নিঃশ্রেয়সফলায় বেদান্তবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি সূত্রার্থমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি।** বন্ধস্য অধ্যস্তত্বেন বিষয়াদিসদ্ভাবাৎ, অগতার্থত্বাৎ, অধিকারিলাভাৎ আপাতপ্রসিদ্ধ্যা বিষয়াদিসত্ত্বাচ্চ বেদান্তবিষয়া মীমাংসা—পূজিতা বিচারণা, বেদান্তাবিরোধিনঃ যে তর্কাঃ তন্ত্রান্তরস্থাঃ তানি উপকরণানি যস্যাঃ, সা নিঃশ্রেয়সায় আরভ্যতে ইত্যর্থঃ। নন্ সূত্রে বিচারবাচিপদাভাবাৎ তদারম্ভঃ কথং সূত্রার্থ ইত্যত আহ—**ব্রহ্মেতি।** ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছোক্তিদ্বারা বিচারং লক্ষয়িত্বা তৎকর্ত্তব্যতাং ব্রবীতি ইতি ভাবঃ। এবং প্রথমসূত্রস্য চত্বারঃ অর্থা ব্যাখ্যানচতুষ্টয়েন দর্শিতাঃ। সূত্রস্য চ অনেকার্থত্বং ভূষণম্। নন্ ইদং সূত্রং

ভাবদীপিকা [চতুর্থ বর্ণকের তাৎপর্য্য]

একত্বজ্ঞানরূপ যে বিষয়, তাহাতে এবং তাহার ফল যে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানলভ্য মোক্ষ, তাহাতে সন্দেহ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানলভ্য যে মোক্ষ, তৎপ্রতিপাদক এই শাস্ত্রের আরম্ভ বিষয়েই পুনরায় সংশয় হইয়া পড়ে। সেই সংশয়ের নিরাকরণ এই চতুর্থ বর্ণকে করা হইয়াছে। এইরূপে এই চতুর্থ বর্ণকের অবয়ব হয় এইপ্রকার, **সংশয়**—ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ? **পূর্ব্বপক্ষ**—ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ যাহাই হউন না কেন, এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না; যেহেতু ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ হইলে চক্ষুরাদি প্রমাণজন্য জ্ঞানের বিষয় প্রসিদ্ধ ঘট যেমন অজ্ঞাত না হওয়ায় জিজ্ঞাস্য হয় না, ব্রহ্মও তদ্রূপ অজ্ঞাত না হওয়ায় জিজ্ঞাস্য হইবেন না। আর ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারিবেন না, কারণ যে বস্তু সর্ব্বথা অজ্ঞাত, তাহাকে জানিবার জন্য বিচার নিষ্ফল। অতএব ব্রহ্মবিচারের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার ফলভূত মোক্ষ কিছুই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই শাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে। **সিদ্ধান্ত**—ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ পদার্থ, কারণ সকলেই 'আমি আছি' এইপ্রকারে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু 'আমি নাই', অথবা 'আছি কি নাই', এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না। আর "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২) ইত্যাদি শ্রুতি সেই আত্মাকেই বলেন 'ব্রহ্ম'। কিন্তু ব্রহ্ম এইপ্রকারে সামান্যভাবে জ্ঞাত হইলেও, তাঁহার বিশেষ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি (—বিরোধ) আছে। সুতরাং সেই বিপ্রতিপত্তি নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত। এইপ্রকারে এই বর্ণকে সূত্রার্থ হয় এইপ্রকার—**অতঃ**—ব্রহ্ম সামান্যভাবে জ্ঞাত, সেইহেতু তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া, **অথ**—সাধনচতুষ্টয়ের উৎকর্ষপ্রাপ্তির অনন্তর, **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচার কর্তব্য। চতুর্থ বর্ণক এবং জিজ্ঞাসাধিকরণ সমাপ্ত।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শাস্ত্রাৎ বহিঃ স্থিত্বা শাস্ত্রমারম্ভয়তি অন্তর্ভূর্ত্বা বা? আদ্যে তস্য হেয়তা, শাস্ত্রাসম্বন্ধাৎ। দ্বিতীয়ে **তস্য আরম্ভকং** বাচ্যম্। ন চ **স্বয়মেব আরম্ভকং**, স্বস্মাৎ স্বোৎপত্তেঃ ইতি আত্মাশ্রয়াৎ। **ন চ** আরম্ভকান্তরং পশ্যাম ইতি। উচ্যতে—শ্রবণবিধিনা **আরব্ধমিদং** সূত্রং শাস্ত্রান্তর্গতমেব **শাস্ত্রারম্ভং প্রতিপাদয়তি**। যথা অধ্যয়নবিধিঃ বেদান্তর্গত এব কৃৎস্নবেদস্য অধ্যয়নে প্রযুঙ্‌ক্তে, **তদ্বৎ ইতি অনবদ্যম্** ॥১।১।১॥ ইতি চতুর্থবর্ণকম্। ইতি প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণম্।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ॥ (গীতা ৮।১৬)

১। জন্মাদ্যধিকরণম্। [২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মোক্ষের সাধনভূত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্ম বিচারণীয়, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু অসার, যেহেতু লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মের কোন লক্ষণ না থাকায় তাঁহার স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কাহার বিচার করা হইবে? এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিংবাস্তি নহি বিদ্যতে।
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লক্ষ্ম স্রগ্‌ভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকান্যেব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি ॥

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ লক্ষণং নাস্তি কিংবা অস্তি? জন্মাদেঃ অন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেঃ চ অপ্রসিদ্ধিতঃ ন হি বিদ্যতে। স্রগ্‌ভুজঙ্গবৎ ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং লক্ষ্ম স্যাৎ। লৌকিকানি এব সত্যাদীনি অখণ্ডং হি লক্ষয়ন্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", (তৈঃ ৩।১), "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", (তৈঃ ২।১) ইতি বাক্যদ্বয়ং অত্র বিষয়ঃ। একস্য উভয়কারণত্বস্য অসম্ভবসম্ভবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—শ্রুতৌ] ব্রহ্মণঃ [তটস্থং স্বরূপং চ] লক্ষণং নাস্তি, কিংবা অস্তি? [তৎ বাক্যদ্বয়ং কিং ব্রহ্ম লক্ষয়তি, ন বা ইতি ভাবঃ]।

পূর্ব্বপক্ষ—["যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুত্যুক্তস্য] জন্মাদেঃ অন্যনিষ্ঠত্বাৎ [ব্রহ্মণঃ তটস্থলক্ষণং, তথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তস্য] সত্যাদেঃ চ অপ্রসিদ্ধিতঃ [ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং] ন হি বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[জন্মাদেঃ অন্যনিষ্ঠত্বেঽপি] স্রগ্‌ভুজঙ্গবৎ ব্রহ্মনিষ্ঠং [কল্পিতজগৎ-] কারণত্বং লক্ষ্ম স্যাৎ; [অতঃ ব্রহ্মণঃ তটস্থলক্ষণং সিধ্যতি। ভিন্নার্থানাম্ অপি পিতৃসুতভ্রাতৃজামাত্রাদি-শব্দানাম্ একদেবদত্তপর্য্যবসায়িত্বে যথা ন বিরোধঃ, তথা] লৌকিকানি এব সত্যাদীনি অখণ্ডং হি লক্ষয়ন্তি। [অতঃ ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণম্ অপি সিধ্যতি।]

অনুবাদ

সংশয়—["যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে", "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত", এই বাক্যদ্বয় এখানে বিষয়। একের উভয়কারণতার (—অভিন্ননিমিত্তোপাদান-কারণতার) অসম্ভাবনা ও সম্ভাবনা বশতঃ সংশয় হয়—[শ্রুতিতে] ব্রহ্মের [তটস্থ ও স্বরূপ-] লক্ষণ বিদ্যমান নাই, অথবা আছে? [সেই বাক্যদ্বয় কি ব্রহ্মকে লক্ষ্য (—লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা জ্ঞাপন) করে, অথবা করে না? ইহাই ভাব]।

পূর্ব্বপক্ষ—["যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে", এই শ্রুতিতে বর্ণিত] জন্মাদি (—জন্ম, স্থিতি এবং লয়) অন্যনিষ্ঠ হওয়ায় (—জগৎকেই আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া, ব্রহ্মের

সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই ; সেইহেতু ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ এবং "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত] সত্যাদি অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় (—লোকপ্রসিদ্ধ উক্ত সত্যাদি শব্দের দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু গৃহীত না হওয়ায়, ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ] নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই।

সিদ্ধান্ত—[জন্ম প্রভৃতি অন্যনিষ্ঠ হইলেও, অর্থাৎ জগৎকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও], পুষ্পমাল্য ও সর্পের ন্যায় (—'যাহা সর্পরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা পুষ্পমাল্যই'—এইপ্রকার প্রয়োগস্থলে কল্পিত সর্পত্ব যেমন মাল্যের ধর্ম্ম না হইয়াও মাল্যের পরিচায়ক, সুতরাং লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়) ব্রহ্মনিষ্ঠ কল্পিত জগৎকারণত্ব [ব্রহ্মের] লক্ষণ হইবে (—কল্পিত জগতের কারণতা বস্তুতঃ ব্রহ্মের ধর্ম্ম না হইলেও তাঁহার লক্ষণ হইবে। অতএব ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ (১) সিদ্ধ হয়। আর বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতিপাদক পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি শব্দসকল এক দেবদত্তকে বুঝাইলেও যেমন বিরোধ হয় না, তদ্রূপ যথার্থ বচনরূপ] লৌকিক অর্থেই নিরূঢ় সত্যাদিশব্দ অখণ্ডকেই লক্ষ্য করে (—লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকেই সমর্পণ করে। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণও (২) সিদ্ধ হয়]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—লক্ষণাভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিচারের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হয় না, সেইহেতু মুক্তিও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মের লক্ষণ নির্ণীত হওয়ায় ব্রহ্মবিচারের দ্বারা মুক্তি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(১) **তটস্থলক্ষণ**—"যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিতত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্"—ইহাই তটস্থ-লক্ষণের লক্ষণ। ইহার অর্থ—লক্ষ্যবস্তু যতকাল থাকে, ততকাল তাহার সহিত না থাকিয়াও যাহা লক্ষ্যবস্তুকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্নভাবে বোধ করায়, তাহাই তটস্থলক্ষণ। যেমন—পৃথিবীর লক্ষণ 'গন্ধবত্ত্ব'। ন্যায়মতে মহাপ্রলয়কালে ক্ষিতিপরমাণু থাকে, কিন্তু তাহাতে গন্ধ থাকে না, তথাপি 'গন্ধবত্ত্বই' পৃথিবীর লক্ষণ। সুতরাং ক্ষিতিপরমাণু যতকাল থাকে, ততকাল তাহাতে গন্ধ না থাকিলেও 'গন্ধবত্ত্ব' পৃথিবীকেই বুঝায় বলিয়া তাহা পৃথিবীর তটস্থলক্ষণ। প্রস্তাবিত স্থলে তদ্রূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা হওয়ায় সেই কল্পিত জগতের কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মে পরমার্থতঃ না থাকিলেও, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে "জগজ্জন্মাদিকারণত্বরূপ" (—জগতের জন্মাদির কারণ হওয়া-রূপ) লক্ষণটী অন্য বস্তু হইতে ভিন্নভাবে ব্রহ্মকে বোধ করায় বলিয়া হয় ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ।

(২) **স্বরূপলক্ষণ**—"স্বরূপং সৎ ব্যাবর্ত্তকম্", ইহাই স্বরূপলক্ষণের লক্ষণ। ইহার অর্থ—যাহা বস্তুর স্বরূপ হইয়া অন্য বস্তু হইতে সেই বস্তুকে ভিন্নভাবে বোধ করায়, তাহাই স্বরূপলক্ষণ। যথা—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", ইহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ ; কারণ ইহা, অর্থাৎ সত্যাদি পদার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া অন্য বস্তু হইতে ব্রহ্মকে ভিন্নরূপে বোধ করায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে—স্বরূপলক্ষণস্থলে শব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের বোধ হয় না, পরন্তু লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই তাহা হয়। সত্য ও জ্ঞান ইত্যাদি শব্দ শক্তিবৃত্তিতে লৌকিক সত্য ও লৌকিক জ্ঞান ইত্যাদিকে বুঝাইলেও, অজহল্লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা তাহারা সত্য-জ্ঞানাদিস্বরূপ অলৌকিক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে বোধ করায়। এইপ্রকারে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্", ইহা হয় ব্রহ্মের 'স্বরূপলক্ষণ'।

শাঙ্করভাষ্যম্—ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি উক্তম্। কিং লক্ষণকং* পুনঃ তৎ ব্রহ্ম ইতি?১ অতঃ আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—

ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্ম বিচারণীয়, ইহা [প্রথম সূত্রে] বলা হইয়াছে। [পরন্তু লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ সিদ্ধ হয়। সেইহেতু প্রশ্ন হয়—] কিন্তু সেই ব্রহ্ম কিরূপ লক্ষণযুক্ত? (—ব্রহ্মের লক্ষণ কি?)১ এইহেতু ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২॥

পদচ্ছেদ—জন্মাদি, অস্য, যতঃ।

সূত্রার্থ—["যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তৎ কিং ব্রহ্মলক্ষণং ন বা ইতি সন্দেহে, ব্রহ্মণঃ স্বরূপাসিদ্ধ্যা, তস্য চ নির্গুণত্বাৎ, **জন্মাদেঃ** জগন্নিষ্ঠত্বাৎ চ ন তৎ ব্রহ্মলক্ষণম্, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অস্য**—প্রত্যক্ষাদ্যুপস্থাপিতস্য বিচিত্রস্য জগতঃ, **জন্মাদি**—জন্ম—উৎপত্তিঃ আদিঃ যস্য জন্মস্থিতিভঙ্গস্য তৎ জন্মাদি, জন্মস্থিতিভঙ্গম্ ইত্যর্থঃ। **যতঃ**—যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি [তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ। পরমার্থতঃ নির্গুণমপি ব্রহ্ম ব্যবহারতঃ অনির্ব্বচনীয়মায়াশক্তিযোগেন সগুণমপি। অতঃ দৃষ্টিভেদেন উভয়স্বরূপসিদ্ধ্যা ন বিরোধঃ ইতি ভাবঃ।]

অনুবাদ—["যাঁহা হইতে এই প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি বাক্য এখানে বিষয়। তাহা ব্রহ্মের লক্ষণ, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; ব্রহ্মের স্বরূপ সিদ্ধ না হওয়ায়, তিনি নির্গুণ হওয়ায় এবং জন্মাদি জগৎকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকায় তাহা ব্রহ্মের লক্ষণ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অস্য**—প্রত্যক্ষাদির দ্বারা উপস্থাপিত এই বিচিত্র জগতের, **জন্মাদি**—জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি, তাহা হয় আদি (—প্রথম) যে জন্ম স্থিতি ও নাশের, তাহাই জন্মাদি, অর্থাৎ জন্ম স্থিতি ও নাশ। **যতঃ**—যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কারণ হইতে হয় [তাহাই ব্রহ্ম; ইহা বাক্যশেষ (—বাক্যের শেষভাগে 'তৎ ব্রহ্ম', ইহা যোজনা করিতে হইবে। ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্গুণ হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তির যোগে সগুণও বটেন। সেইহেতু দৃষ্টিভেদে উভয়স্বরূপতা সিদ্ধ হওয়ায় বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রথমসূত্রেণ শাস্ত্রারম্ভমুপপাদ্য শাস্ত্রমারভমাণঃ পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োঃ সঙ্গতিং বক্তুং কৃত্যং কীর্ত্তয়তি—**ব্রহ্মেতি**। মুমুক্ষুণা ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যুক্তম্। ব্রহ্মণঃ বিচার্য্যত্বোক্ত্যা অর্থাৎ প্রমাণাদিবিচারাণাং প্রতিজ্ঞাতত্বেঽপি ব্রহ্মপ্রমাণং ব্রহ্মযুক্তিরিত্যাদিবিশিষ্টবিচারাণাং বিশেষব্রহ্মজ্ঞানং বিনা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ, তৎস্বরূপজ্ঞানায় আদৌ লক্ষণং বক্তব্যং, তচ্চ সম্ভবতি ইতি আক্ষিপ্য সূত্রকৃৎ পূজয়ন্নেব লক্ষণসূত্রমবতারয়তি—**কিংলক্ষণকম্** ইতি। কিম্ আক্ষেপে। নাস্ত্যেব লক্ষণমিত্যর্থঃ। আক্ষেপেণ অস্যোত্থানাৎ আক্ষেপসঙ্গতিঃ। লক্ষণস্তোতিবেদান্তানাং স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং লক্ষ্যে ব্রহ্মণি সমন্বয়োক্তেঃ শ্রুতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদসঙ্গতয়ঃ। তথাহি—'যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদিবাক্যং বিষয়ঃ। তৎ কিং ব্রহ্মণঃ লক্ষণং বক্তি ন বেতি সন্দেহঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপাসিদ্ধ্যা মুক্ত্যসিদ্ধিঃ

* 'কিং লক্ষণম্' ইতি পাঠঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

জন্ম উৎপত্তিঃ আদিঃ অস্য ইতি তদ্গুণসংবিজ্ঞানঃ বহুব্রীহিঃ।১ জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাসার্থঃ।২. জন্মনশ্চ আদিত্বং শ্রুতিনির্দ্দেশা-

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রস্থ জন্মাদিশব্দের অর্থ—উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়।]

'জন্ম অর্থ উৎপত্তি, তাহা আদি ইহার', এইরূপে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস (৩) 'বুঝিতে হইবে'।১ জন্ম স্থিতি ও লয়, ইহাই সমাসটীর অর্থ।২ আর জন্মের যে আদিত্ব, তাহা শ্রুতির নির্দ্দেশকে ও বস্তুর স্থিতিকে অপেক্ষা করে

ভাবদীপিকা

(৩) বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ হয় প্রধান এবং সমাসঘটক পদার্থসকল হয় তাহার বিশেষণ। যেখানে এই বিশেষণগুলির সহিত প্রধান যে বিশেষ্যরূপ অন্য পদার্থ, তাহার গ্রহণ হয়, তাহাকে **তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি** বলে। যথা—পীতাম্বরম্। এই স্থলে—'পীত অম্বর (—বস্ত্র) যাহার', এতাদৃশ যে পুরুষ, তাহাই বিশেষ্য এবং সমাসঘটক যে পীত ও অম্বর পদার্থ, তাহারাই বিশেষণ। এখানে 'পীতাম্বরবিশিষ্টপুরুষরূপে' পীতবর্ণ, অম্বর ও বিশেষ্য পুরুষ, এই তিনটীই গৃহীত হইতেছে বলিয়া তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইল। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ, জন্ম আদি (—প্রথম) যাহাদের, এতাদৃশ যে স্থিতি ও লয় তাহারাই 'বিশেষ্য' এবং জন্ম 'বিশেষণ'। এই জন্মরূপ বিশেষণের সহিত বিশেষ্য যে স্থিতি ও লয়, তাহারাও গৃহীত হইতেছে বলিয়া তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইল। এই তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসবশতঃ উক্ত ভাষ্যাংশের সারার্থ হয় এইপ্রকার—"জন্ম আদি যাহাদের, অর্থাৎ যে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ফলম্, সিদ্ধান্তে তৎসিদ্ধিরিতি ভেদঃ। যদ্যপি আক্ষেপসঙ্গতৌ পূর্ব্বাধিকরণফলমেব ফলমিতি কৃত্বা পৃথগ্ ন বক্তব্যম্। তদুক্তম্—'আক্ষেপে চাপবাদে চ প্রাপ্ত্যাং লক্ষণকর্ম্মণি। প্রয়োজনং ন বক্তব্যং যচ্চ কৃত্বা প্রবর্ত্ততে'॥ ইতি। তথাপি স্পষ্টার্থমুক্তমিতি মন্তব্যম্। যত্র পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তেন পূর্ব্বপক্ষঃ, তত্র আপবাদিকী সঙ্গতিঃ। প্রাপ্তিঃ—তদর্থা চিন্তা। তত্র ন বক্তি ইতি প্রাপ্তম্। জন্মাদের্জগদ্ধর্ম্মত্বেন ব্রহ্মলক্ষণত্বাযোগাৎ। ন চ 'জগদুপাদানত্বে সতি কর্ত্তৃত্বং' লক্ষণম্ ইতি বাচ্যম্, কর্ত্তুঃ উপাদানত্বে দৃষ্টান্তাভাবেন অনুমানাপ্রবৃত্তেঃ। ন চ শ্রৌতস্য ব্রহ্মণঃ শ্রুত্যৈব লক্ষণসিদ্ধেঃ কিম্ অনুমানেনেতি বাচ্যম্, অনুমানস্য শ্রুত্যনুগ্রাহকত্বেন তদভাবে তদ্বিরোধে বা শ্রুত্যর্থাসিদ্ধেঃ। ন চ জগৎকর্ত্তৃত্বমুপাদানত্বং বা প্রত্যেকং লক্ষণম্ অস্ত ইতি বাচ্যম্, কর্ত্তৃমাত্রস্য উপাদানাৎ ভিন্নস্য ব্রহ্মত্বাযোগাৎ, বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ; ইতি প্রাপ্তে পুরুষাভ্যূহমাত্রস্য অনুমানস্য অপ্রতিষ্ঠিতস্য অতীন্দ্রিয়ার্থে স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। অপৌরুষেয়তয়া নির্দোষশ্রুত্যুক্তোভয়কারণত্বস্য সুখাদিদৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়িতুং শক্যত্বাৎ, তদেব লক্ষণমিতি সিদ্ধান্তয়তি—**জন্মাদ্যস্য যতঃ** ইতি (৯৮ পৃঃ)। অত্র যদ্যপি 'জগজ্জন্মস্থিতিলয়কারণত্বম্' লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে, তথাপ্যগ্রে 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) ইত্যধিকরণে তৎকারণত্বং ন কর্ত্তৃত্বমাত্রং কিন্তু কর্ত্তৃত্বো-পাদানত্বোভয়রূপমিতি বক্ষ্যমাণং সিদ্ধবৎকৃত্য উভয়কারণত্বং লক্ষণমিত্যুচ্যতে ইতি ন পৌন-রুক্ত্যম্। ননু জিজ্ঞাস্যনির্গুণব্রহ্মণঃ কারণত্বং কথং লক্ষণম্ ইতি চেৎ? উচ্যতে—যথা "রজতং

শাঙ্করভাষ্যম্

-পেক্ষং বস্তুবৃত্তাপেক্ষং চ।৩ শ্রুতিনির্দ্দেশঃ তাবৎ "যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১), ইতি অস্মিন্ বাক্যে জন্মস্থিতি-প্রলয়ানাং ক্রমদর্শনাৎ।৪ বস্তুবৃত্তমপি, জন্মনা লব্ধসত্তাকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ।৫ 'অস্য' ইতি প্রত্যক্ষাদিসন্নি-ধাপিতস্য ধর্ম্মিণঃ ইদমা নির্দ্দেশঃ।৬ ষষ্ঠী জন্মাদিধর্ম্মসম্বন্ধার্থা।৭

ভাষ্যানুবাদ

(—মূলশ্রুতি এবং বস্তুস্থিতি পর্য্যালোচনা করতঃ জন্মের প্রাথম্য অবগত হইয়া ভগবান্ সূত্রকার জন্মের আদিত্বের কথা বলিয়াছেন)।৩ শ্রুতির নির্দ্দেশ এই—"যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি, যেহেতু এই বাক্যটীতে জন্ম স্থিতি এবং প্রলয়ের ['একের পর অন্য' এইপ্রকার] ক্রম পরিদৃষ্ট হয়।৪ বস্তু-স্থিতিও (—বস্তুর স্বভাবও) 'এইপ্রকার দেখা যায়', যেহেতু জন্মের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব লাভ হয়, সেই ধর্ম্মীর স্থিতি ও প্রলয় সম্ভব।৫

[সূত্রস্থ 'অস্য' এবং 'যতঃ' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'জগৎ' ও 'ব্রহ্ম'।]

[সূত্রস্থ] "অস্য" এই স্থলে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা উপস্থাপিত [জগদ্রূপ] ধর্ম্মীর 'ইদম্' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ হইয়াছে।৬ ষষ্ঠী বিভক্তিটী (—সূত্রস্থ 'অস্য' এই

ভাবদীপিকা

স্থিতি ও লয়ের, তাহাই জন্মাদি। সেই জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম স্থিতি ও লয়, এই জগতের যাঁহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম"। প্রসঙ্গতঃ **অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি** কি, তাহা বলা হইতেছে—যেখানে মাত্র প্রধান পদার্থ টী অর্থাৎ বিশেষ্যটী গৃহীত হয়, বিশেষণের গ্রহণ হয় না, তাহাকে 'অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি' বলে। যথা—"দৃষ্টসাগরং পশ্য" অর্থাৎ 'যৎকর্তৃক সাগর দৃষ্ট হইয়াছে সেই পুরুষকে দেখ'। এই স্থলে মাত্র পুরুষটাই দর্শন ক্রিয়ার বিষয়রূপে গৃহীত হয়, সাগর নহে; এইহেতু অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইল।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শুক্তের্লক্ষণং"—'যদ্রজতং সা শুক্তিরিতি', তথা "যৎ জগৎকারণম্ তৎ ব্রহ্মেতি" কল্পিতং কারণত্বং তটস্থং সদেব ব্রহ্মণঃ লক্ষণমিত্যনবদ্যম্। সূত্রং ব্যাচষ্টে—**জন্ম** ইত্যাদিনা। বহুব্রীহৌ পদার্থাঃ সর্ব্বে বাক্যার্থস্য অন্যপদার্থস্য বিশেষণানি। যথা 'চিত্রগোর্দ্দেবদত্তস্য চিত্রা গাবঃ', তদ্বজ্জন্মাদি ইতি নপুংসকৈকবচনদ্যোতিতস্য সমাহারস্য জন্মস্থিতিভঙ্গস্য জন্ম বিশেষণম্। ইহ চ জন্মনঃ সমাসার্থৈকদেশস্য গুণত্বেন সংবিজ্ঞানং যস্মিন্ বহুব্রীহৌ স তদ্গুণসংবিজ্ঞান ইত্যর্থঃ। তত্র 'যৎ জন্মকারণং, তৎ ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মত্ববিধানমযুক্তং, স্থিতিলয়কারণাৎ ভিন্নত্বেন জ্ঞাতে ব্রহ্মত্ব জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। অতঃ জন্মস্থিতিভঙ্গৈঃ নিরূপিতানি ত্রীণি কারণত্বানি মিলিতান্যেব লক্ষণমিতি মত্বা সূত্রে সমাহারঃ দ্যোতিত ইতি ধ্যেয়ম্। ননু আদিত্বং জন্মনঃ কথং জ্ঞাতব্যং, সংসারস্য অনাদিত্বাৎ ইত্যত আহ—**জন্মনশ্চ** ইতি। (৯৯ পৃঃ) মূলশ্রুত্যা বস্তুগত্যা চ আদিত্বং জ্ঞাত্বা তদপেক্ষ্য সূত্রকৃতা জন্মন আদিত্বমুক্তমিত্যর্থঃ। ইদমঃ প্রত্যক্ষার্থমাত্রবাচিত্বমাশঙ্ক্য উপস্থিতসর্ববস্তু-বাচিত্বমাহ—**অস্য** ইতি। বিয়দাদিজগতঃ নিত্যত্বাৎ ন জন্মাদিসম্বন্ধ ইত্যত আহ—**ষষ্ঠী**

শাঙ্করভাষ্যম্

'যতঃ' ইতি কারণনির্দ্দেশঃ।৮ অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকাল-নিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতি-ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি, তৎ ব্রহ্ম ইতি

ভাষ্যানুবাদ

পদে 'ইদম্' শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মী জগতের সহিত] জন্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য।৭ [সূত্রস্থ] 'যতঃ' এই পদটী [জগতের] কারণকে নির্দ্দেশ করিতেছে।৮ [এইরূপে বাক্যটীর অর্থ হইল—] নাম ও রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (—অভিব্যক্ত) এই যে জগৎ, যাহা অনেক কর্ত্তা এবং ভোক্তার সহিত সংযুক্ত, যাহা প্রতিনিয়ত (—ব্যবস্থিত) দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া এবং ফলের আশ্রয়, যাহার রচনার স্বরূপ মনের দ্বারা চিন্তাও করা যায় না, তাহার জন্ম স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম (৪), ইহা বাক্যশেষ (—"তৎ ব্রহ্ম" ইহাকে বাক্যের শেষভাগে যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে)।৯

ভাবদীপিকা [দৃষ্টিভেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎকারণতা]

(৪) লক্ষ্য করিতে হইবে—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, ইহা এই সূত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য হইলেও, ১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে তাঁহার উপাদানকারণতাও প্রতি-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি। (১০০ পৃঃ)। বিয়দাদিমহাভূতানাং জন্মাদিসম্বন্ধঃ বক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু জগতঃ জন্মাদের্বা ব্রহ্মসম্বন্ধাভাবাৎ ন লক্ষণত্বমিত্যাশঙ্ক্য তৎকারণত্বং লক্ষণমিতি পঞ্চম্যর্থমাহ—**যত ইতি** ইতি। যচ্ছব্দেন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আনন্দরূপং' বস্তূচ্যতে, 'আনন্দাদ্ধ্যেব' (তৈঃ ৩।৬) ইতি নির্ণীতত্বাৎ। তথা চ স্বরূপলক্ষণসিদ্ধিরিতি মন্তব্যম্। পদার্থমুক্ত্বা পূর্ব্বসূত্রস্থব্রহ্মপদানুষঙ্গেণ তচ্ছব্দাধ্যাহারেণ চ সূত্রবাক্যার্থমাহ—**অস্য** ইত্যাদিনা। কারণস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিসম্ভাবনার্থানি জগতঃ বিশেষণানি। যথা কুম্ভকারঃ প্রথমং কুম্ভশব্দাভেদেন বিকল্পিতং পৃথুবুধ্নোদরাকারস্বরূপং বুদ্ধাবালিখ্য তদাত্মনা কুম্ভং ব্যাকরোতি—বহিঃ প্রকটয়তি ; তথা পরমকারণমপি [স্বেক্ষিতং] স্বেপ্সিতনামরূপাত্মনা ব্যাকরোতি ইত্যনুমীয়তে ইতি মত্বা আহ—**নামরূপাভ্যাম্** ইতি। ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। আস্তকার্য্যং চেতনজন্যং. কার্য্যত্বাৎ, কুম্ভবদিতি প্রধানশূন্যয়োর্নিরাসঃ। হিরণ্যগর্ভাদিজীবজন্যত্বং নিরস্যতি—**অনেকেতি**। শ্রাদ্ধবৈশ্বানরেষ্ট্যাদৌ পিতাপুত্রয়োঃ কর্ত্তৃভোক্ত্রোর্ভেদাৎ পৃথ-গুক্তিঃ। "যঃ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্ (শ্বেঃ ৬।১৮), "সর্ব্বে এতে আত্মনঃ ব্যুচ্চরন্তি" ইতি শ্রুত্যা স্থূলসূক্ষ্মদেহোপাধিদ্বারা জীবানাং কার্য্যত্বেন জগন্মধ্যপাতিত্বাৎ ন জগৎকারণত্বম্ ইত্যর্থঃ। কারণস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সম্ভাবয়তি—**প্রতিনিয়তেতি**। প্রতিনিয়তানি—ব্যবস্থিতানি দেশকালনিমিত্তানি যেষাং ক্রিয়াফলানাং তদাশ্রয়স্যেত্যর্থঃ। স্বর্গস্য ক্রিয়াফলস্য মেরুপৃষ্ঠং দেশঃ, দেহপাতাদূর্দ্ধং কালঃ, উত্তরায়ণমরণাদিনিমিত্তং চ প্রতিনিয়তম্। এবং রাজসেবাফলে গ্রামাদের্দ্দেশাদিব্যবস্থা জ্ঞেয়া। তথা চ—যথা "সেবাফলং দেশাদ্যভিজ্ঞদাতৃকং, তথা কর্ম্মফলং, ফলত্বাদিতি" সর্ব্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। সর্ব্বশক্তিত্বং সম্ভাবয়তি—**মনসাপীতি**। ননু অন্যে অপি বুদ্ধিপরিণামা-

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যশেষঃ ।৯ অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষু এব অন্তর্ভাবঃ ইতি জন্মস্থিতিনাশানাম্ ইহ গ্রহণম্ । ১০ যাস্কপরিপঠিতানাং তু

ভাষ্যানুবাদ

[জন্মাদি শব্দের অর্থ—জন্ম স্থিতি ও লয়, যাস্কোক্ত ভাববিকারসকল নহে।]

[উৎপত্তি স্থিতি ও লয় ব্যতিরেকে] অন্য যে ভাবপদার্থাশ্রিত বিকারসকল (—ক্ষয় বৃদ্ধি ও বিপরিণাম), তাহাদের [জন্ম স্থিতি ও লয়] এই তিনটীর মধ্যেই অন্তর্ভাব হয় (৫), এইহেতু এখানে জন্ম স্থিতি ও নাশের গ্রহণ হইয়াছে। ১০ কিন্তু

ভাবদীপিকা [দৃষ্টিভেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎকারণতা]

-পাদিত হওয়ায় এখানে সিদ্ধ পদার্থের ন্যায় তাহাকেও গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তো-পাদানকারণতাই বর্ণিত হইতেছে। **কিন্তু** জিজ্ঞাস্য নির্গুণ নির্বিশেষ অপরিণামি ব্রহ্ম জগতের উভয়প্রকার কারণ কিপ্রকারে হইবেন ? তদুত্তরে উত্তম অধিকারীর জন্য **পারমার্থিক** দৃষ্টি অবলম্বনে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'শুক্তিরজত' স্থলে যেমন 'যাহা রজতরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা শুক্তিকাই', এইপ্রকারে কল্পিত রজতই শুক্তিকার লক্ষণ (—পরিচায়ক) হইয়া থাকে ; প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ 'যাহা জগৎকারণ, তাহা ব্রহ্ম', এইপ্রকারে কালত্রয়েই অবর্তমান জগতের কল্পিত উভয়কারণতা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণরূপে উপন্যস্ত হইতেছে (রত্নপ্রভা)। সাধারণ অধিকারীর **সংশয়** হয়—স্বয়ংপ্রকাশ নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুতে কল্পিত জগৎকারণতাই বা কিপ্রকারে সম্ভব ? তদুত্তরে **ব্যাবহারিক** দৃষ্টি অবলম্বনে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিচিত্রগুণযুক্তা অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তিকে সহায়রূপে গ্রহণকরতঃ (রত্নপ্রভা ১।১।৩) স্বয়ংপ্রকাশ চিন্মাত্র নির্গুণ পরমেশ্বর হন সগুণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাকে আশ্রয়করতঃ মায়া জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মায়া জগতের পরিণামী উপাদান, মায়ার আশ্রয় নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের 'বিবর্ত্ত উপাদান' ও 'অধিষ্ঠান' এবং মায়াশক্তিযুক্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম হন জগতের নিমিত্তকারণ। এই ভাবেই পরমেশ্বরের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণতা সিদ্ধ হয়। এইরূপে "মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই অবস্থান করে এবং প্রলয়ে তাঁহাতেই বিলীন হয়, ইহা সিদ্ধ হইল" (ভামতী)। ১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে ব্রহ্মের জগৎকারণতা পুনরায় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

(৫) "বৃদ্ধি" অর্থ অবয়বের উপচয়, যথা—নব নব তন্তুসংযোগে বস্ত্রের উৎপত্তি, সুতরাং তাহা জন্মেরই অন্তর্গত। "বিপরিণামও" জন্মের অন্তর্গত, যেমন স্বর্ণের যে বিপরিণাম, তাহাই কটক কুণ্ডলাদির উৎপত্তি। "অপক্ষয়" অর্থ অবয়বের হ্রাস, তাহা নাশের অন্তর্ভূত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-দয়ঃ ভাববিকারাঃ সন্তীতি কিমিতি 'জন্মাদি' ইতি আদিপদেন ন গৃহ্যন্তে। তত্রাহ—**অন্যেষাম্** ইতি। বৃদ্ধিপরিণাময়োর্জন্মনি, অপক্ষয়স্য নাশে অন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ। ননু 'দেহঃ জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, [বি-] নশ্যতি' (নিরুক্ত ১।১।১) ইতি যাস্কমুনিবাক্যম্ এতৎসূত্রমূলং কিং ন স্যাৎ ? অত আহ—**যাস্কেতি**। যাস্কমুনিঃ কিল মহাভূতানামুৎপন্নানাং স্থিতিকালে ভৌতিকেষু প্রত্যক্ষেণ জন্মাদিষট্‌কমুপলভ্য নিরুক্তবাক্যং চকার। তন্মূলীকৃত জন্মাদিষট্‌ককারণত্বং লক্ষণং সূত্রার্থ ইতি গ্রহণে সূত্রকৃতা ব্রহ্মলক্ষণং ন সংগৃহীতং, কিন্তু

শাঙ্করভাষ্যম্

'জায়তে' 'অস্তি' ইত্যাদীনাং গ্রহণে, তেষাং জগতঃ স্থিতিকালে সম্ভাব্যমানত্বাৎ মূলকারণাৎ উৎপত্তিস্থিতিনাশাঃ জগতঃ ন গৃহীতাঃ স্যুঃ ইতি আশঙ্ক্যেত ; তৎ মা আশঙ্কি, ইতি যা উৎপত্তিঃ ব্রহ্মণঃ, তত্র এব স্থিতিঃ প্রলয়শ্চ, তে এব গৃহ্যন্তে ।১১ ন যথোক্ত-বিশেষণস্য জগতঃ যথোক্তবিশেষণম্ ঈশ্বরং মুক্ত্বা অন্যতঃ প্রধা-

ভাষ্যানুবাদ

যাস্ক মুনিকর্ত্তৃক পঠিত যে 'জন্মলাভ করে', 'স্থিতিলাভ করে' (৬) ইত্যাদি [ছয়টী ভাববিকার], তাহাদের গ্রহণ হইলে, তাহারা [ভূতসকলকে আশ্রয় করিয়া] জগতের স্থিতিকালেই সম্ভব হওয়ায় মূলকারণ [ব্রহ্ম] হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ গৃহীত হইবে না, এইপ্রকার আশঙ্কা [কেহ] করিতে পারেন ; তাহা আশঙ্কিত না হউক, এইহেতু ব্রহ্ম হইতে যে উৎপত্তি, তাঁহাতেই যে স্থিতি ও প্রলয়, তাহারাই (—সেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ই, এখানে] গৃহীত হইতেছে ।১১

[ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু জগৎকারণ নহে। "ব্রহ্ম অনুমানগম্য" এই মতে ব্রহ্মবিষয়ক অনুমান।]

[ব্রহ্মভিন্ন অন্য কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, ইহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্ব্বকথিত বিশেষণযুক্ত (৯০ পৃঃ ৯৭ বাক্য) ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া (—তাঁহাকে জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানরূপে গ্রহণ না করিয়া) পূর্ব্বকথিত বিশেষণযুক্ত জগতের (১০১ পৃঃ ৯ বাক্য) অন্য হইতে, অর্থাৎ অচেতন

ভাবদীপিকা [যাস্কোক্ত ষড়্ভাববিকার।]

(৬) **যাস্ক** মুনি **নিরুক্ত** নামক গ্রন্থে ভৌতিক ভাবপদার্থ মাত্রেরই ছয়প্রকার বিকারের কথা বলিয়াছেন। তাহা এই—১। জায়তে—উৎপন্ন হয়, ২। অস্তি—স্থিতি লাভ করে, ৩। বর্দ্ধতে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ৪। বিপরিণমতে—পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ৫। অপক্ষীয়তে—ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং ৬। নশ্যতি—নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহারা জগতের স্থিতিকালে ভৌতিক পদার্থ-মাত্রকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে বলিয়া সূত্রস্থ জন্মাদিশব্দে ইহাদের গ্রহণ হইলে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হয়, ইহা বলা হয় না। সেইহেতু 'জন্মাদি' শব্দে ইহারা গ্রহণীয় নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মহাভূতানাং লক্ষণমুক্তমিতি শঙ্কা স্যাৎ। সা মা ভূদিতি যে শ্রুত্যুক্তা জন্মাদয়ঃ তে এব গৃহ্যন্তে ইত্যর্থঃ। যদি নিরুক্তস্যাপি শ্রুতির্মূলমিতি মহাভূতজন্মাদিকম্ অর্থঃ, তর্হি সা শ্রুতিরেব সূত্রস্য মূলমস্তু, কিমন্তর্গড়ুনা নিরুক্তেনেতি ভাবঃ। যদি জগতঃ ব্রহ্মাতিরিক্তং কারণং স্যাৎ, তদা ব্রহ্মলক্ষণস্য তত্র অতিব্যাপ্ত্যাদিদোষঃ স্যাৎ, অতঃ তন্নিরাসায় লক্ষণসূত্রেণ 'ব্রহ্ম বিনা জগজ্জন্মাদিকং ন সম্ভবতি, কারণান্তরাসম্ভবাদিতি' যুক্তিঃ সূত্রিতা। সা তর্কপাদে (২।২) বিস্তরেণ বক্ষ্যতে। অধুনা সংক্ষেপেণ তাং দর্শয়তি—**ন যথোক্ত** ইত্যাদিনা। "নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য" ইত্যাদীনাং চ চতুর্ণাং জগদ্বিশেষণানাং ব্যাখ্যানাবসরে প্রধানশূন্যয়োঃ সংসারিণশ্চ নিরাসঃ দর্শিতঃ। পরমাণূনামচেতনানাং স্বতঃ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ, জীবাদৃষ্টস্য জ্ঞানশূন্যত্বনিয়মেন অনুমানাৎ সর্বজ্ঞেশ্বরাসিদ্ধৌ তেষাং প্রেরকাভাবাৎ জগদারম্ভকত্বাসম্ভব ইতি ভাবঃ। স্বভাবাদেব বিচিত্রং

শাঙ্করভাষ্যম্

-নাৎ অচেতনাৎ অণুভ্যঃ অভাবাৎ সংসারিণঃ বা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্ ।১২ ন চ স্বভাবতঃ, বিশিষ্টদেশকালনিমিত্তানাম্ ইহ উপাদানাৎ ।১৩ এতদেব অনুমানং সংসারিব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্যন্তে ঈশ্বরকারণিনঃ ।১৪ ননু ইহাপি

ভাষ্যানুবাদ

প্রধান হইতে, অথবা পরমাণুসকল হইতে, অথবা অভাব হইতে, অথবা সংসারী (—প্রথমোৎপন্ন জীব হিরণ্যগর্ভ) হইতে উৎপত্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না ।১২ আর স্বভাব হইতেও [জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি] হইতে পারে না, যেহেতু বিশিষ্ট দেশ, বিশিষ্ট কাল এবং বিশিষ্ট নিমিত্তসকলের (৭) এখানে গ্রহণ হইয়াছে ।১৩ ঈশ্বরকারণবাদিগণ (—নৈয়ায়িকগণ) এই অনুমানকেই (৮) সংসারী হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্বাদির (—অস্তিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব ইত্যাদির) সাধনরূপে মনে করেন, [কিন্তু শ্রুতিকে তাহা মনে করেন না] ।১৪

ভাবদীপিকা [ঈশ্বরসিদ্ধিতে অনুমান]

(৭) এখানে ভাব এই—জগতে ঘটাদি বস্তু উৎপাদনে প্রবৃত্ত পুরুষ বিশিষ্ট, অর্থাৎ অসাধারণ—এক এক প্রকার কার্য্যের জন্য এক এক প্রকার, দেশ কাল ও নিমিত্তকে গ্রহণ করে। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, একজন চেতন কর্ত্তা ব্যতিরেকে অচেতন স্বভাবের দ্বারা এইপ্রকার বিশিষ্ট দেশকালাদি অবলম্বনে জগদ্রূপ কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব নহে।

(৮) "এতদেব অনুমানম্" বলিতে, "ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতঃ যথোক্তবিশেষণম্ ঈশ্বরং মুক্ত্বা" (১২ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যে জগতের কারণরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধিতে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইবে। সেই অনুমান প্রদর্শনের প্রক্রিয়া এই—উক্ত ভাষ্য হইতে অবগত হওয়া যায়—"কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না"। তাহাতে "যাহা কার্য্য, তাহার কর্ত্তা কেহ অবশ্যই থাকে", এইপ্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বলে "জগদিদং সর্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্তৃকম্, অচিন্ত্যরচনারূপত্বে সতি কার্য্যত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবম্"—'এই জগৎ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জগদিতি লোকায়তঃ। তং প্রত্যাহ—**ন চ** ইতি। জগত উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং ন শক্যমিত্যন্বয়ঃ। কিং স্বয়মেব স্বস্য হেতুরিতি স্বভাবঃ, উত কারণানপেক্ষত্বম্? ন আদ্যঃ আত্মাশ্রয়াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—**বিশিষ্টেতি।** বিশিষ্টানি অসাধারণানি দেশকাল-নিমিত্তানি। তেষাং কার্য্যার্থিভিরুপাদীয়মানত্বাৎ কার্য্যস্য কারণানপেক্ষত্বং ন যুক্তমিত্যর্থঃ। অনপেক্ষত্বে ধান্যার্থিনাং ভূবিশেষে বর্ষাদিকালে বীজাদিনিমিত্তে চ প্রবৃত্তির্ন স্যাদিতি ভাবঃ পূর্ব্বোক্তসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশেষণকম্ ঈশ্বরং মুক্ত্বা জগত উৎপত্ত্যাদিকং ন সম্ভবতীতি ভাষ্যে কর্ত্তারং বিনা কার্য্যং নাস্তীতি ব্যতিরেক উক্তঃ। তেন 'যৎ কার্য্যং, তৎ সকর্তৃকম্' ইতি ব্যাপ্তিঃ জ্ঞায়তে। এতদেব ব্যাপ্তিজ্ঞানং জগতি পক্ষে কর্ত্তারং সাধয়ৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরং সাধয়তি, কিং শ্রুত্যেতি তার্কিকাণাং ভ্রান্তিমুপন্যস্যতি—**এতদেবেতি।** এতদেব—অনুমানমেব সাধনং ন শ্রুতিঃ ইতি মন্যন্তে ইতি যোজনা। অথবা এতৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানমেব শ্রুত্যনুগ্রাহকযুক্তিমাত্রং

শাঙ্করভাষ্যম্

তদেব উপন্যস্তং জন্মাদিসূত্রে।১৫ ন, বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্ম শ্রুতিমাত্রগম্য, অনুমানাদি প্রমাণ তাহার সহকারী।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা] যদি বলা হয়—এই স্থলেও, অর্থাৎ জন্মাদি সূত্রে তাহাই (—ঈশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদক অনুমানই, সূত্রকারকর্ত্তৃক] উপন্যস্ত হইয়াছে।১৫

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব] না, তাহা নহে ; কারণ উপনিষদ্বাক্যরূপ কুসুমসকল গ্রথিত করাই সূত্রসকলের প্রয়োজন।১৬ সূত্রসকলের দ্বারা উপ-

ভাবদীপিকা [ঈশ্বরসিদ্ধিতে অনুমান]

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট, যেহেতু ইহা কার্য্যবস্তু এবং ইহার রচনাকৌশল আমাদের ন্যায় জীব চিন্তাও করিতে পারে না ; যাহা ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে, তাহা এইপ্রকার অচিন্ত্যরচনাকৌশলযুক্ত কার্য্যও নহে', এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা জগৎকর্ত্তৃরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। **নৈয়ায়িক**গণ বলেন—এইপ্রকার অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হয়, শ্রুতির দ্বারা নহে। এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার সেই নৈয়ায়িকমতের উল্লেখ করিলেন।

[**বেদা**ন্তিগণ কিন্তু নৈয়ায়িকগণের এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা নৈয়ায়িকগণের উক্তপ্রকার অনুমানের বিরুদ্ধে বলেন—কার্য্যমাত্রই কৃতিসাধ্য (—প্রযত্নসাধ্য), আর সেই কৃতি শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সম্ভব, ইহা নৈয়ায়িকগণই স্বীকার করেন। জ্ঞানস্বরূপ অসঙ্গ নির্গুণ পরমেশ্বরের শরীর নাই বলিয়া এতাদৃশ অনুমানের দ্বারা তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হইতে পারে না। এইপ্রকারে উক্তপ্রকার অনুমানে নানা দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক বেদান্তী বলেন—"অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, অদুষ্ট অনুমান প্রমাণ শ্রুতির সহায়তামাত্রং করিতে পারে", ইত্যাদি। উক্তপ্রকার অনুমানে দোষ প্রদর্শন এবং উভয় পক্ষের তর্ক অত্যন্ত জটিল হওয়ায় এখানে অবতারণা করা হইল না।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অস্মৎসম্মতং সদনুমানং স্বতন্ত্রমিতি মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞত্বম্ আদিশব্দার্থঃ। যদ্বা, ব্যাপ্তিজ্ঞানসহকৃতমেতৎ লক্ষণমেব অনুমানং স্বতন্ত্রং মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। তত্র অয়ং বিভাগঃ—ব্যাপ্তিজ্ঞানাৎ জগতঃ কর্ত্তা অস্তি ইতি অস্তিত্বসিদ্ধিঃ, পশ্চাৎ 'স কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞঃ, জগৎকারণত্বাৎ ব্যতিরেকেণ কুলালাদিবৎ' ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ লক্ষণাদিতি। অত্র 'মন্যন্তে' ইতি অনুমানস্য আভাসত্বং সূচিতম্। তথাহি—অঙ্কুরাদৌ তাবৎ জীবঃ কর্ত্তা ন ভবতি, জীবাৎ ভিন্নস্য ঘটবদচেতনত্বনিয়মাৎ, অন্যঃ কর্ত্তা নাস্ত্যেবেতি ব্যতিরেকনিশ্চয়াৎ, 'যৎ কার্য্যং তৎ সকর্ত্তৃকম্' ইতি ব্যাপ্তিজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। লক্ষণলিঙ্গকানুমানে তু বাধঃ, অশরীরস্য জন্যজ্ঞানাযোগাৎ, যজ্জ্ঞানং তজ্জন্যমিতি ব্যাপ্তিবিরোধেন নিত্যজ্ঞানাসিদ্ধেঃ জ্ঞানাভাবনিশ্চয়াৎ। তস্মাদতীন্দ্রিয়ার্থে শ্রুতিরেব শরণম্। শ্রুত্যর্থসম্ভাবনার্থত্বেন অনুমানং যুক্তিমাত্রং, ন স্বতন্ত্রমিতি ভাবঃ। ননু ঈশ্বরোক্তং শ্রুতেরনুমানান্তর্ভাবমভিপ্রেত্য ভবদীয়সূত্রকৃতা অনুমানস্য এব উপন্যস্তত্বাদিতি বৈশেষিকঃ শঙ্কতে—**ননু** ইতি (১০৪ পৃঃ)। অতঃ 'মন্যন্তে' ইত্যনুমানস্য আভাসোক্তিঃ অযুক্তা ইতি ভাবঃ। যদি শ্রুতীনাং স্বতন্ত্রমানত্বং ন স্যাৎ, তর্হি 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) ইত্যাদিনা

শাঙ্করভাষ্যম্

সূত্রাণাম্। ১৬ বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈঃ উদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে। ১৭ বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, ন অনুমানাদি-প্রমাণান্তরনির্ব্বৃত্তা। ১৮ সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতঃ জন্মাদি-কারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায় অনুমানম্ অপি বেদান্তবাক্যা-বিরোধি প্রমাণং ভবৎ ন নিবার্য্যতে; শ্রুত্যা এব চ সহায়ত্বেন তর্কস্য অভ্যুপেতত্বাৎ। ১৯ তথাহি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রুতিঃ, "পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেব উপসম্পদ্যেত,

ভাষ্যানুবাদ

-নিষদ্বাক্যসকলকেই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করা হইতেছে। ১৭ যেহেতু [শ্রুতি] বাক্যের বিচার হইতে যে অধ্যবসান (—বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে তাৎপর্য্যনিশ্চয়) হয়, তাহার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান নির্বৃত্ত (—সম্পাদিত) হয়, কিন্তু অনুমান প্রভৃতি অন্য প্রমাণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। ১৮ জগতের জন্মাদির যাহা কারণ, তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্বাক্যসকল বিদ্যমান থাকায়, তাহাদের অর্থগ্রহণের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য উপনিষদ্বাক্যের অবিরোধী অনুমানও প্রমাণ হওয়ায় নিবারিত হইতেছে না; যেহেতু শ্রুতিকর্ত্তৃকই সহায়করূপে তর্ক স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯ তাহা এই—"শ্রবণ করিবে, মনন করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "পণ্ডিত ও মেধাবী ব্যক্তি গন্ধার দেশসকলকেই প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকারেই এখানে আচার্য্যবান্ পুরুষ [ব্রহ্মকে]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তাসাং তাৎপর্য্যং সূত্রকৃৎ ন বিচারয়েৎ। তস্মাৎ উত্তরসূত্রাণাং শ্রুতিবিচারার্থত্বাৎ জন্মাদিসূত্রে অপি শ্রুতিরেব প্রাধান্যেন বিচার্য্যতে, ন অনুমানমিতি পরিহরতি—**নেতি** (১০৫ পৃঃ)। কিঞ্চ, মুমুক্ষোঃ ব্রহ্মাবগতিঃ অভীষ্টা, যদর্থমস্য শাস্ত্রস্য আরম্ভঃ; সা চ নানুমানাৎ, 'তং তু ঔপনিষদম্' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ ন অনুমানং বিচার্য্যমিত্যাহ—**বাক্যার্থেতি**। বাক্যস্য তদর্থস্য চ বিচারাৎ যৎ অধ্যবসানং—তাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ প্রমেয়সম্ভবনিশ্চয়শ্চ তেন জাতা ব্রহ্মাবগতিঃ মুক্তয়ে ভবতি ইত্যর্থঃ। সম্ভবঃ—বাধাভাবঃ। নন্বু কিমনুমানম্ উপেক্ষিতমেব? নেত্যাহ—**সৎসু তু** ইতি। 'বিমতম্ অভিন্ননিমিত্তোপাদানকম্, কার্য্যত্বাৎ, উর্ণনাভ্যারব্ধতন্ত্বাদিবৎ'; 'বিমতং চেতনপ্রকৃতিকং কার্য্যত্বাৎ সুখাদিবৎ' ইত্যনুমানং শ্রুত্যর্থদার্ঢ্যায় অপেক্ষিতমিত্যর্থঃ। দার্ঢ্যং—সংশয়বিপর্য্যাসনিবৃত্তিঃ। 'মন্তব্যঃ' (বৃঃ ২।৪।৬) ইতি শ্রুতার্থঃ তর্কেণ সম্ভাবনীয় ইত্যর্থঃ। যথা—কশ্চিৎ গন্ধারদেশেভ্যঃ চৌরৈঃ অন্যত্র অরণ্যে বদ্ধনেত্র এব ত্যক্তঃ কেনচিৎ মুক্তবন্ধস্তু উক্তমার্গগ্রহণসমর্থঃ পণ্ডিতঃ স্বয়ং তর্ককুশলঃ মেধাবী স্বদেশান্ এব প্রাপ্নুয়াৎ, এবমেব ইহ অবিদ্যাকামাদিভিঃ স্বরূপানন্দাৎ প্রচ্যাব্য অস্মিন্ অরণ্যে সংসারে ক্ষিপ্তঃ কেনচিৎ দয়াপরবশেন আচার্য্যেণ 'ন অসি ত্বং সংসারী', কিন্তু 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যুপদিষ্টস্বরূপঃ স্বয়ং তর্ককুশলশ্চেৎ স্বরূপং জানীয়াৎ, ন অন্যথা ইতি। শ্রুতিঃ স্বস্যাঃ পুরুষমতিরূপতর্কাপেক্ষাং দর্শয়তি ইত্যাহ—**পণ্ডিত** ইতি। আত্মনঃ—শ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ। নন্বু ব্রহ্মণঃ মননাদ্যপেক্ষা ন যুক্তা

শাঙ্করভাষ্যম্

এবমেব ইহ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছা: ৬।১৪।২) ইতি চ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যম্ আত্মনঃ দর্শয়তি।২০ ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াম্ ইব শ্রুত্যাদয়ঃ এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াম্, কিন্তু শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবম্ ইহ প্রমাণম্ ; অনুভবাবসানত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

জানিতে পারেন", (৯) ইত্যাদি শ্রুতি নিজের [অর্থবোধের জন্য] পুরুষবুদ্ধির সাহায্যকে [সহায়করূপে] প্রদর্শন করিতেছেন।২০

[ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণের ভেদ। ধর্ম্মে শ্রুতিলিঙ্গাদি, ব্রহ্মে তদতিরিক্ত অনুভবাদিও প্রমাণ।]

[যদি বলা হয়—শ্রুতি ও লিঙ্গাদিই ধর্ম্মরূপ বেদার্থজ্ঞানের প্রতি প্রমাণ। ব্রহ্মও বেদার্থ (—বেদপ্রতিপাদ্য), সুতরাং শ্রুতিলিঙ্গাদিই ব্রহ্মবিষয়েও প্রমাণ হইবে, কিন্তু অনুমানাদিও নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনপ্রতিপাদ্য] ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ন্যায় (—জিজ্ঞাস্য ধর্ম্মের ন্যায়, উত্তরমীমাংসাদর্শনপ্রতিপাদ্য] ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতেও (—জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মেও) শ্রুতি প্রভৃতিই (১০) প্রমাণ নহে, কিন্তু শ্রুতি প্রভৃতি এবং অনুভব প্রভৃতি (—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ অনুভব, মননাত্মক অনুমান এবং নিদিধ্যাসন প্রভৃতি) যথাসম্ভব এখানে (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মবিষয়ে] প্রমাণ ; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান (—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি) অনুভবেই (—ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবেই) পর্য্যবসিত হয় এবং [ব্রহ্মরূপ] ভূতবস্তুকে

ভাবদীপিকা

(৯) এই ছান্দোগ্য শ্রুতিটীর তাৎপর্য্য এই—যেমন কোন বদ্ধচক্ষুব্যক্তি দস্যুগণকর্ত্তৃক গন্ধারদেশ হইতে নীত হইয়া কোন অরণ্যে ত্যক্ত হইলে, অপর পুরুষের সাহায্য প্রার্থনান্তে, সেই সাহায্যকারী পুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বিচারপূর্ব্বক গমনকরতঃ গন্ধার দেশস্থ অনেক জনপদের মধ্যে স্বীয় জনপদকেই প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সংসাররূপ অরণ্যে পতিত জীবও তত্ত্বদর্শী গুরুকর্ত্তৃক 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ "তুমি বদ্ধ জীব নহ, কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ", এইরূপে উপদিষ্ট হইলে এবং যদি পণ্ডিত, অর্থাৎ বাক্যের অর্থাবধারণে সমর্থ এবং মেধাবী হয়, অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট অর্থের অসম্ভাবনা প্রভৃতিকে তর্কের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিরাকরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে স্বস্বরূপকে জানিতে পারে। এইরূপে শ্রুতিতে পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষাও স্বীকৃত হইয়াছে।

(১০) এই 'শ্রুত্যাদয়:' পদস্থ আদি পদের দ্বারা ভামতীকার স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রত্নপ্রভাকার এবং আনন্দগিরি প্রভৃতি শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা নামক প্রমাণ ছয়টীকে (২৫৬ পৃ:) গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেদার্থত্বাৎ, ধর্ম্মবৎ। কিন্তু শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদয় এব অপেক্ষিতা ইত্যত আহ—নেতি। জিজ্ঞাস্যে ধর্ম্মে ইব জিজ্ঞাস্যে ব্রহ্মণি ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অনুভবঃ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাখ্যঃ বিদ্বদনুভবঃ। আদিশব্দাৎ—মননিদিধ্যাসনয়োর্গ্রহঃ। তত্র হেতুমাহ—অনুভবেতি। মুক্ত্যর্থং ব্রহ্মজ্ঞানস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য ।২১ কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে ন অনুভবাপেক্ষা অস্তি ইতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ, পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য ।২২ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুং

ভাষ্যানুবাদ

(—পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুকে) বিষয় করে (১১) ।২১ [যদি বলা হয়—ব্রহ্মের ন্যায় ধর্ম্মও (—যজ্ঞাদি কর্ম্মও) অবিশেষভাবে বেদপ্রতিপাদ্য হওয়ায় ধর্ম্মেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষরূপ অনুভবের অপেক্ষা থাকিবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] প্রসিদ্ধ যে কর্ত্তব্যবিষয় (—অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম) তাহাতে, অনুভবের (—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষের) অপেক্ষা নাই, সেইহেতু শ্রুতি প্রভৃতিরই প্রামাণ্য হইবে, যেহেতু কর্ত্তব্য বিষয় পুরুষের অধীন হইয়াই আত্মলাভ করে (—অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম পুরুষের প্রযত্নের দ্বারাই সম্পাদিত

ভাবদীপিকা

(১১) এখানে তাৎপর্য্য এই—শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রভৃতি ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণসকল বেদান্তবাক্যের শক্তি এবং তাৎপর্য্যাদি নির্ণয়দ্বারা স্বস্বযোগ্যতানুযায়ী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষকে উৎপাদন করে; আর সেই বৃত্তি সাক্ষাদ্ভাবে অবিদ্যাকে নাশ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবরূপ ফলকে অভিব্যক্ত করে; এইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে বেদান্তবাক্যরূপ প্রধান প্রমাণের সহকারিরূপে ইহারা সকলেই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ। নিদিধ্যাসন প্রমাণ নহে, বিপরীতভাবনা নিরাকরণদ্বারা ফলাভিব্যক্তিতে সহকারী হওয়ায় এখানে গৃহীত হইতেছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শাব্দস্য সাক্ষাৎকারাবসানত্বাপেক্ষণাৎ প্রত্যগ্‌ভূতসিদ্ধব্রহ্মগোচরত্বেন সাক্ষাৎকারফলকত্বসম্ভবাৎ তদর্থং মননাদ্যপেক্ষা যুক্তা। ধর্ম্মে তু নিত্যপরোক্ষে সাধ্যে সাক্ষাৎকারস্য অনপেক্ষিতত্বাৎ অসম্ভবাচ্চ শ্রুত্যা নির্ণয়মাত্রম্ অনুষ্ঠানায় অপেক্ষিতম্। লিঙ্গাদয়স্তু শ্রুত্যন্তর্ভূতা এব শ্রুতিদ্বারা নির্ণয়োপযোগিত্বেন অপেক্ষ্যন্তে, ন মননাদয়ঃ, অনুপযোগাদিত্যর্থঃ। নিরপেক্ষঃ শব্দঃ **শ্রুতিঃ**। শব্দস্য অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যং **লিঙ্গম্**। পদং যোগ্যেতরপদাকাঙ্ক্ষং **বাক্যম্**। অঙ্গবাক্যসাপেক্ষং প্রধানবাক্যং **প্রকরণম্**। ক্রমপঠিতানামর্থানাং ক্রমপঠিতৈঃ যথাক্রমং সম্বন্ধঃ **স্থানম্**। যথা ঐন্দ্রাগ্ন্যাদয়ঃ ইষ্টয়ঃ দশ ক্রমেণ পঠিতাঃ, দশ মন্ত্রাশ্চ 'ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ' (তৈঃ সং ৪।১১।১) ইত্যাদ্যাঃ। তত্র প্রথমেষ্টৌ প্রথমমন্ত্রস্য বিনিয়োগ ইত্যাদ্যূহনীয়ম্। সংজ্ঞাসাম্যং **সমাখ্যা**। যথা আধ্বর্য্যবসংজ্ঞকানাং মন্ত্রাণামাধ্বর্য্যবসংজ্ঞকে কর্ম্মণি বিনিয়োগ ইতি বিবেকঃ। এবং তাবৎ, "ব্রহ্ম ন মননাদ্যপেক্ষম্ বেদার্থত্বাৎ, ধর্ম্মবৎ" ইত্যনুমানে সাধ্যত্বেন ধর্ম্মস্য অনুভবাযোগ্যত্বম্, অনপেক্ষিতানুভবত্বং চ উপাধিরিত্যুক্তম্। উপাধিব্যতিরেকাৎ ব্রহ্মণি মননাদ্যপেক্ষিত্বং চ উক্তম্। তত্র যদি বেদার্থত্বমাত্রেণ ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মেণ সাম্যং ত্বয়োচ্যেত, তর্হি কৃতিসাধ্যত্বং বিধিনিষেধবিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ ব্রহ্মণি ধর্ম্মবৎ স্যুরিতি। বিপক্ষে বাধকমাহ—**পুরুষ** ইত্যাদিনা। পুরুষকৃত্যধীনঃ আত্মলাভঃ—উৎপত্তিঃ যস্য তদ্ভাবাচ্চ ধর্ম্মে শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যমিত্যন্বয়ঃ। ধর্ম্মস্য সাধ্যত্বং লৌকিককর্ম্মদৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—**কর্ত্তুম্** ইতি। লৌকিকবদিত্যর্থঃ। দৃষ্টং

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্যং লৌকিকং বৈদিকং চ কর্ম্ম, যথা অশ্বেন গচ্ছতি, পদ্ভ্যাম্, অন্যথা বা, ন বা গচ্ছতি ইতি।২৩ তথা "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি", "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" (তৈঃ সং ৬।৬।১১।৪), **"উদিতে জুহোতি", "অনুদিতে জুহোতি" ইতি।২৪ বিধিপ্রতিষেধাশ্চ অত্র**

ভাষ্যানুবাদ

হয় (১২)।২২ [ইহার পরিষ্কৃতি—] লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্ম করিতে পারা যায়, না করিতে পারা যায়, অথবা অন্যভাবে করিতে পারা যায়, যেমন [কোন পুরুষ] অশ্বদ্বারা গমন করে, পদদ্বারা গমন করে, অন্যপ্রকারেও গমন করে, অথবা গমন করে না, ইত্যাদি।২৩ এইপ্রকারে [দার্ষ্টান্তিক] "অতিরাত্র নামক সোমযজ্ঞে ষোড়শী (—সোমরসাধার পাত্র বিশেষ) গ্রহণ করিবে", "অতিরাত্র নামক সোমযজ্ঞে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না", [অগ্নিহোত্রযজ্ঞে] "সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে", "সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই হোম করিবে", ইত্যাদি স্থলে [কর্ম্ম পুরুষপ্রযত্নসাধ্য হইয়া থাকে]।২৪ আর বিধি (১৩) এবং প্রতিষেধসকল (১৪) এখানে অর্থবান্

ভাবদীপিকা

(১২) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—অবিশেষভাবে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য হইলেও যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নহে, কারণ যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, ইহাই নিয়ম। যজ্ঞাদি কর্ম্ম যখন পুরুষের প্রযত্নের দ্বারা আরব্ধ হয়, তখন বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ও হয় না। আর যজ্ঞাদি কর্ম্ম যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখনও তাহাকে নিত্য পরোক্ষই বলিতে হয়; যেহেতু যে ক্রিয়াসমষ্টির নাম যজ্ঞ, সেই ক্রিয়া পঞ্চম ক্ষণে নাশ প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু তত্তৎ ক্রিয়া একের পর অন্যটী অনুষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়ার নাশ হইয়া যায় বলিয়া ক্রিয়াসমষ্টিরূপ যজ্ঞ এক ক্ষণে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সেইহেতু তাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। এইপ্রকারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়া, ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরূপ যে প্রত্যক্ষ, তাহারই বা বিষয় সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম কিপ্রকারে হইবে? অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনুভবের অপেক্ষা নাই, পরন্তু শ্রুতিলিঙ্গাদিই তাহাতে প্রমাণ।

(১৩) **বিধি**—আজ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বেদভাগকে বিধি বলে। তাহা অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন কিছু অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করে। যথা—

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্ফুটয়তি—**যথা** ইতি। দার্ষ্টান্তিকম্ আহ—**তথেতি**। তদ্বৎ ধর্ম্মস্য কর্ত্তুমকর্ত্তুং শক্যত্বমুক্ত্বা অন্যথা কর্ত্তুং শক্যত্বমাহ—**উদিত** ইতি। ধর্ম্মস্য সাধ্যত্বমুপপাদ্য তত্র বিধ্যাদিযোগ্যতামাহ—**বিধি** ইতি। বিধিপ্রতিষেধাশ্চ বিকল্পাদয়শ্চ ধর্ম্মে সাধ্যে যে অর্থবন্তঃ সাবকাশা ভবন্তি, তে ব্রহ্মণ্যপি স্যুরিত্যর্থঃ। 'যজেত' 'ন সুরাং পিবেৎ' ইত্যাদয়ঃ বিধিনিষেধাঃ। 'ব্রীহিভির্যবৈর্ব্বা যজেত' ইতি সম্ভাবিতঃ বিকল্পঃ গ্রহণাগ্রহণয়োরৈচ্ছিকঃ। উদিতানুদিতহোময়োর্ব্যবস্থিতবিকল্পঃ। 'ন হিংস্যাৎ' ইত্যুৎসর্গঃ। 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' ইত্যপবাদঃ। তথা 'আহবনীয়ে জুহোতি' ইত্যুৎসর্গঃ। 'অশ্বস্য পদে পদে জুহোতি' ইত্যপবাদ ইতি বিবেকঃ। এতে ব্রহ্মণি

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্থবস্তুঃ স্যুঃ, বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ।২৫ ন তু বস্তু এবং, নৈবম্, অস্তি, নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে।২৬ বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্য-

ভাষ্যানুবাদ

(—কর্ম্মে সাবকাশ) হইয়া থাকে, আবার বিকল্প (১৫) উৎসর্গ (১৬) এবং অপবাদও (১৭) 'কর্ম্মেই হয় সাবকাশ'।২৫ কিন্তু বস্তু 'এইপ্রকার', অথবা 'এইপ্রকার নহে'; 'বর্ত্তমান আছে', অথবা 'নাই'; এইপ্রকারে বিকল্পিত হয় না।২৬ বিকল্পসকল

ভাবদীপিকা

"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ"—'যিনি স্বর্গকামনা করিবেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত', ইত্যাদি। এই স্বর্গরূপ ফল ও যজ্ঞরূপ সাধন অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত।

(১৪) **প্রতিষেধ** (নিষেধ)—যে সকল শ্রুতিবাক্য পুরুষকে অনর্থের হেতুভূত কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে, তাহাকে প্রতিষেধ বলে। যথা—"ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ"—'কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না'। [**কলঞ্জ** শব্দের নানাপ্রকার অর্থ দেখা যায়, যথা—রক্ত লশুন, তামাক, শুষ্ক মাংস, বিষাক্তশরাহত পশুপক্ষীর মাংস, পলাণ্ডু, শূল্য মাংস (শীক্-কাবাব), ইত্যাদি।]

(১৫) **বিকল্প**—"একস্মিন্ সাধ্যে তুল্যপ্রাপকাভ্যাং দ্বয়োঃ নিরপেক্ষসাধনয়োঃ সন্নিপাতঃ বিকল্পঃ"—"সমান প্রমাণদ্বয়ের দ্বারা একই সাধ্য ক্রিয়াতে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটী সাধনের প্রাপ্তি হইলে তাহাকে বিকল্প বলে। যথা—'ব্রীহিভির্যজেত', 'যবৈর্যজেত',—'ব্রীহিসকলের দ্বারা যজ্ঞ করিবে', 'যবসকলের দ্বারা যজ্ঞ করিবে'। **ঐচ্ছিক** এবং **ব্যবস্থিত** ভেদে এই বিকল্প দুইপ্রকার। ব্রীহি (—ধান্য) ও যব স্থলে ঐচ্ছিক বিকল্প, দুর্ভিক্ষাদিকালে পুরুষ স্বেচ্ছামত যখন যেটী ইচ্ছা যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করিতে পারে। 'উদিতে জুহোতি', 'অনুদিতে জুহোতি'—'সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবে', 'সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র হোম করিবে', ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প। অগ্নিহোত্র প্রথম আরম্ভ করিবার সময়, ইহার যে কোন একটী কল্প গ্রহণে পুরুষের স্বাধীনতা থাকিলেও, একবার কোন একটী কল্প গৃহীত হইলে যাবজ্জীবন তদনুযায়ীই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইহেতু ইহাকে ব্যবস্থিত বিকল্প বলে (৩।১০৭ পৃঃ দ্রঃ)।

(১৬) **উৎসর্গ**—সামান্য বিধি। যথা—'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' (মহাভাঃ বন. ২১২।৩৪।৩৭)—'কোন প্রাণীকে বধ করিবে না'।

(১৭) **অপবাদ**—উক্ত সামান্য বিধির ব্যতিক্রম। যথা—'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' —'অগ্নীষোম নামক দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বধ করিবে' ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্যুঃ ইতি অত্র ইষ্টাপত্তিং বারয়তি—**ন তু** ইত্যাদিনা **ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ** ইত্যন্তেন। ইদং বস্তু এবং, নৈবং, ঘটঃ পটো বা ইতি প্রকারবিকল্পঃ। অস্তি নাস্তি বা ইতি সত্তাস্বরূপবিকল্পঃ। নন্ বস্তুন্যপি আত্মাদৌ বাদিনাম্ অস্তি নাস্তি ইত্যাদিবিকল্পা দৃশ্যন্তে তত্রাহ—**বিকল্পনাস্তু** ইতি। অস্তিত্বাদিকোটিস্মরণং পুরুষবুদ্ধিঃ, তন্মূলা মনঃস্পন্দিতমাত্রাঃ সংশয়বিপর্য্যয়বিকল্পাঃ, ন প্রমাণ ইত্যক্ষরার্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ধর্ম্মঃ হি যথা যথা জ্ঞায়তে, তথা তথা কর্ত্তুং শক্যতে ইতি যৎ শাস্ত্রং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ বিকল্পাঃ সর্ব্বে প্রমারূপা এব ভবন্তি। তৎসাম্যেন ব্রহ্মণ্যপি সর্ব্বে বিকল্পাঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

-পেক্ষাঃ।২৭। ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্।২৮ কিং তর্হি?২৯ বস্তুতন্ত্রমেব তৎ।৩০ ন হি স্থাণৌ একস্মিন্ স্থাণুঃ বা পুরুষঃ অন্যঃ বা ইতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি।৩১ তত্র পুরুষঃ অন্যঃ বা ইতি মিথ্যাজ্ঞানম্।৩২ স্থাণুঃ এব ইতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ।৩৩ এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্।৩৪ তত্র এবং সতি ব্রহ্মজ্ঞানম্ অপি বস্তুতন্ত্রমেব; ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ।৩৫ ননু ভূত-

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু পুরুষের বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে।২৭ বস্তুর যথার্থ জ্ঞান পুরুষের বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না।২৮ তবে কাহাকে অপেক্ষা করে?২৯ [উত্তর—] তাহা (—বস্তুর যথার্থ জ্ঞান) বস্তুতন্ত্রই (—বস্তুর অধীনই) হইয়া থাকে (—বস্তু যেপ্রকার, জ্ঞানও সেইপ্রকারই হইয়া থাকে, কর্তার ইচ্ছার অধীন নহে) ।৩০ একটী স্থাণুতে [তাহা] স্থাণু, অথবা পুরুষ, অথবা অন্য কিছু, এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞান (—যথার্থ জ্ঞান) নহে।৩১ সেখানে (—স্থাণুতে) পুরুষজ্ঞান, অথবা অন্যজ্ঞান, ইহা মিথ্যা জ্ঞান।৩২ 'ইহা স্থাণুই', এইটী যথার্থ জ্ঞান, যেহেতু তাহা বস্তুতন্ত্র।৩৩ এইরূপে [ঘটাদি] সিদ্ধবস্তুসকল যাহাদের বিষয়, তাহাদের (—সেই জ্ঞানসকলের) প্রামাণ্য বস্তুতন্ত্র (—বস্তুর অধীন)।৩৪ এইপ্রকার হওয়ায় (—'বিকল্পজ্ঞান' পুরুষের বুদ্ধির অধীন এবং 'সম্যক্ জ্ঞান' বস্তুর অধীন হওয়ায়) ব্রহ্মজ্ঞানও [ব্রহ্মরূপ] বস্তুর অধীনই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহা ভূতবস্তুকে (—পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুকে) বিষয় করে (১৮) ।৩৫ [অতএব সাধ্য ধর্ম্ম ও সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে ভেদ থাকায় পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রেত 'ধর্ম্মে অনুভবের অপেক্ষা' (১০৮ পৃঃ) নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়।]

ভাবদীপিকা

(১৮) এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, অবিশেষভাবে বেদপ্রতিপাদ্য হইলেও কর্ম্মের (—ধর্ম্মের) সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্য নাই। ধর্ম্মবিষয়ে শ্রুতি-লিঙ্গাদি প্রমাণ হইলেও,

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যথার্থাঃ স্যুরিতি। তত্রাপি এবমিতি বদন্তং প্রত্যাহ—**ন** ইতি। যদি সিদ্ধবস্তুজ্ঞানমপি সাধ্যজ্ঞানবৎ পুরুষবুদ্ধিমপেক্ষ্য জায়েত, তদা সিদ্ধে বিকল্পা যথার্থাঃ স্যুঃ, ন সিদ্ধবস্তুজ্ঞানং পৌরুষম্। কিং তর্হি? প্রমাণবস্তুজন্যম্। তথাচ বস্তুন একরূপত্বাৎ একম্ এব জ্ঞানং প্রমা, অন্যে বিকল্পা অযথার্থা এবেত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—**নহি স্থাণৌ** ইতি। স্থাণুরেব ইতি অবধারণে সিদ্ধে সর্ব্বে বিকল্পা যথার্থা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তত্র যদ্বস্তুতন্ত্রং জ্ঞানং তৎ যথার্থং, যৎ পুরুষতন্ত্রং তন্মিথ্যেতি বিভজতে—**তত্র** ইতি, স্থাণাবিত্যর্থঃ। স্থাণাবুক্তন্যায়ং ঘটাদিষ্বতিদিশতি—**এবম্** ইতি। প্রকৃতমাহ—**তত্রৈবং সতি** ইতি। সিদ্ধে অর্থে জ্ঞানপ্রমাত্বস্য বস্ত্বধীনত্বে সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুজন্যমেব যথার্থম্, ন পুরুষতন্ত্রম্, ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ, স্থাণুজ্ঞানবদিত্যর্থঃ। অতঃ সাধ্যে অর্থে সর্ব্বে বিকল্পাঃ পুংতন্ত্রাঃ, ন সিদ্ধে অর্থে ইতি বৈলক্ষণ্যাৎ ন ধর্ম্মসাম্যং ব্রহ্মণ ইতি মননাদ্যপেক্ষা সিদ্ধা ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি "ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদিগোচরং, ধর্ম্মবিলক্ষণত্বাৎ, ঘটাদিবৎ"।

শাঙ্করভাষ্যম্

-বস্তুত্বে ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেব ইতি বেদান্তবাক্যবিচারণা অনর্থিকা এব প্রাপ্তা।৩৬ ন, ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বেন সম্বন্ধাগ্রহণাৎ।৩৭ স্বভাবতঃ বিষয়বিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি, ন ব্রহ্মবিষয়াণি।৩৮ সতি হি

ভাষ্যানুবাদ

[অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ, অনুমানাদি নহে।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] কিন্তু [ঘটাদির ন্যায়] ভূতবস্তু হইলে ব্রহ্মের প্রমাণান্তর-বিষয়তা হয়ই (—ব্রহ্ম, শ্রুতিভিন্ন প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণেরও বিষয় অবশ্যই হইবেন), সেইহেতু [ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য] উপনিষদ্বাক্যসকলের বিচার অনর্থকই হইল (১৯)।৩৬

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব,] না, [তাহা বলা যায় না ;] কারণ [ব্রহ্ম] ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হওয়ায় [জগতের সহিত তাঁহার কার্য্য-কারণ] সম্বন্ধ গৃহীত হয় না।৩৭ ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতঃই [শব্দাদি বাহ্য] বিষয়কেই বিষয় (—গ্রহণ) করে, কিন্তু ব্রহ্মকে বিষয় করে না।৩৮ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলে, 'এই

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মবিষয়ে কেবল তাহারাই প্রমাণ নহে। সেই স্থলে শ্রুতি-লিঙ্গাদি ও তদনুকূল অনুমানাদিও প্রমাণ (১১ ভাবদীঃ)। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মননাত্মক অনুমান ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতিরও অপেক্ষা আছে। সার কথা এই—যদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হয় না, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" স্থলে শ্রুতির সহকারিরূপে সেই সকলেরও অপেক্ষা আছে। ধর্ম্মে কিন্তু শ্রুতিলিঙ্গাদিই প্রমাণ।

(১৯) এখানে **শঙ্কা**কর্ত্তার অভিপ্রায় এই—ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম ঘটাদি বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অন্য প্রমাণেরও বিষয় হইয়া পড়েন, কেবল শ্রুতি প্রমাণেরই বিষয় নহেন ; যেহেতু সিদ্ধ বস্তুতে শ্রুতির প্রামাণ্য নাই ; কারণ অন্যপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত যে ভাব বস্তু, তাহা প্রতিপাদন করিলে শ্রুতি অনুবাদিকা মাত্র হইয়া পড়েন, তাহাতে শ্রুতির অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বরূপ প্রামাণ্যই থাকে না। সুতরাং এই 'জন্মাদি' সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণের জন্য অনুমান প্রমাণেরই উপন্যাস করা হইয়াছে, কিন্তু 'বেদান্তবাক্য কুসুম গ্রথনের জন্য' (১৬ বাক্য) নহে, অর্থাৎ এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের প্রস্তাব করা হয় নাই। সুতরাং শ্রুতিবাক্যের বিচার নিষ্ফল।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তথা চ জন্মাদিসূত্রে জগৎকারণানুমানং বিচার্য্যং, সিদ্ধার্থে তস্য মানত্বাৎ ; ন শ্রুতিঃ, সিদ্ধার্থে তস্যা অমানত্বেন তদ্বিচারস্য নিষ্ফলত্বাদিতি শঙ্কতে—**ননু** ইতি (১১১ পৃঃ)। প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেব প্রাপ্তমিতি কৃত্বা প্রমাণান্তরস্যৈব বিচারপ্রাপ্তৌ ইতি শেষঃ। অত্র পূর্ব্বপক্ষী প্রষ্টব্যঃ—কিং "যৎ কার্য্যং, তৎ ব্রহ্মজম্" ইত্যনুমানং ব্রহ্মসাধকম্ ; কিং বা "যৎ কার্য্যং, তৎ সকারণম্" ইতি! ন আদ্যঃ, ব্যাপ্ত্যসিদ্ধেঃ ইত্যাহ—**ন** ইতি। ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বাৎ প্রত্যক্ষেণ ব্যাপ্তিগ্রহাযোগাৎ ন প্রমাণান্তরবিষয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বং কুত ইত্যত আহ—**স্বভাবত** ইতি। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' (কঠঃ ২।১।১) ইতি শ্রুতেঃ, ব্রহ্মণঃ রূপাদিহীনত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যস্য অপি ব্যাপ্তিগ্রহঃ কিং ন স্যাদত আহ—**সতি হি** ইতি। তন্নাস্তীতি শেষঃ। "ইদং কার্য্য

শাঙ্করভাষ্যম্

ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ, ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যম্ ইতি গৃহ্যেত ।৩৯ কার্য্যমাত্রমেব তু গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং, কিম্ অন্যেন কেনচিৎ বা সম্বদ্ধম্ ইতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্ ।৪০ তস্মাৎ জন্মাদি-সূত্রং ন অনুমানোপন্যাসার্থম্ ।৪১ কিং তর্হি? ৪২ বেদান্তবাক্য-প্রদর্শনার্থম্ । ৪৩ কিং পুনঃ তৎ বেদান্তবাক্যং যৎ সূত্রেণ ইহ লিলক্ষয়িষিতম্ ?৪৪ "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরম্ উপসসার,

ভাষ্যানুবাদ

কার্য্যবস্তু ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ', এইপ্রকার জ্ঞান হইত, [তাহা কিন্তু হয় না] ।৩৯ কিন্তু যে কার্য্যটী মাত্র গৃহীত হয়, তাহা কি ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ (—ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট), অথবা অন্য কোন কিছুর সহিত সম্বদ্ধ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না ।৪০ সেইহেতু জন্মাদিসূত্র [ব্রহ্মের লক্ষণজ্ঞাপক] অনুমানের উপন্যাসের (—প্রস্তাবের) জন্য নহে ।৪১ তবে কি জন্য ?৪২ [উত্তর—ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয় প্রতিপাদক] বেদান্তবাক্যপ্রদর্শনের জন্য (২০) ।৪৩

[ব্রহ্মের লক্ষণজ্ঞাপক বিষয়বাক্য প্রদর্শন ।]

আচ্ছা, সেই বেদান্তবাক্য কি, যাহাকে সূত্রের দ্বারা লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে ?৪৪ [উত্তর—তাহা এই—] "বরুণের পুত্র প্রসিদ্ধ ভৃগু, 'হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন', [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] পিতা বরুণের

ভাবদীপিকা

(২০) এখানে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মই জগৎকারণ, কিন্তু পরমাণু কাল বা স্বভাব প্রভৃতি নহে, ইহা শ্রুতি ব্যতিরেকে অনুমানাদি অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়া অনুমান প্রমাণের হেতু যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাই উৎপন্ন হইতে পারে না। আর 'জগদ্রূপ কার্য্যের কর্ত্তা কেহ অবশ্যই আছেন, সেই কর্ত্তাই ব্রহ্ম', এইপ্রকারে জগতের কর্তৃরূপেও ব্রহ্মের অনুমান করা যায় না ; কারণ সেই কর্ত্তা ব্রহ্মই, কিন্তু পরমাণু কাল বা শূন্য প্রভৃতি নহে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম অনুমানগম্য নহেন, কিন্তু **শ্রুতি**মাত্রগম্য। অতএব বুঝিতে হইবে—অনুমানাদি প্রমাণসকল শ্রুত্যুক্ত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনকরতঃ শ্রুতির অর্থনির্ণয়ে সহায়তা করে মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য শ্রুতিবাক্যই প্রধানভাবে বিচারণীয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্রহ্মণম্", ইতি ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে কারণসিদ্ধাবপি কারণস্য ব্রহ্মত্বং শ্রুতিং বিনা জ্ঞাতুমশক্যমিত্যাহ—**কার্য্যমাত্রম্** ইতি। সম্বদ্ধং—কৃতং। যস্মাৎ শ্রুতিমন্তরেণ জগৎকারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ালাভঃ, তস্মাৎ তল্লাভায় শ্রুতিরেব প্রাধান্যেন বিচার-ণীয়া। অনুমানং তু উপাদানত্বাদিসামান্যদ্বারা মৃদাদিবৎ ব্রহ্মণঃ স্বকার্য্যাত্মকত্বাদিশ্রৌতার্থসম্ভাবনার্থং গুণতয়া বিচার্য্যমিত্যুপসংহরতি—**তস্মাৎ** ইতি। এতৎসূত্রস্য বিষয়বাক্যং পৃচ্ছতি—**কিং পুনঃ** ইতি। ইহ ব্রহ্মণি লক্ষণার্থত্বেন বিচারয়িতুমিষ্টং বাক্যং কিমিত্যর্থঃ। অত্র হি প্রথমসূত্রে

শাঙ্করভাষ্যম্

অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি" (তৈঃ ৩।১), ইতি উপক্রম্য আহ—"যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম ইতি", (তৈঃ ৩।১)।৪৫ তস্য চ নির্ণয়বাক্যম্—"আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি" (তৈঃ ৩।৬)।৪৬ অন্যানি অপি এবংজাতীয়কানি বাক্যানি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ-কারণবিষয়াণি উদাহর্ত্তব্যানি।৪৭॥১।১।২॥ ইতি পঞ্চমং বর্ণকম্। ইতি দ্বিতীয়ং জন্মাদ্যধিকরণম।

ভাষ্যানুবাদ

নিকট উপস্থিত হইলেন", এইরূপে আরম্ভ করিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—"যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করে, জাত প্রাণিগণ যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে, [বিনাশকালে] যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি।৪৫ আর তাহার (—সেই প্রশ্নের) নির্ণয়বাক্য এই—"এই ভূতসকল নিশ্চিতভাবে আনন্দ হইতেই জন্মলাভ করে, জাত জীবগণ আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে [এবং বিনাশকালে] আনন্দেই প্রতিগমন করে ও প্রবেশ করে", ইত্যাদি।৪৬ [এইরূপে স্বরূপতঃ] নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব এবং [মায়ারূপ উপাধিযোগে] সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ যে [জগৎ-] কারণ তদ্বিষয়ক অন্যান্য এইজাতীয় বাক্যসকলকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।৪৭॥১।১।২॥ পঞ্চম বর্ণক সমাপ্ত (২১)। জন্মাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২১) লক্ষ্য করিতে হইবে—এই দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য একইপ্রকার হওয়ায় ইহার ভাষ্য একটী বর্ণকরূপে গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে আদি হইতে এখানে 'পঞ্চম বর্ণক' শেষ হইল।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিশিষ্টাধিকারিণো ব্রহ্মবিচারঃ প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মজ্ঞাতুকামস্য দ্বিতীয়সূত্রে লক্ষণমুচ্যতে। তথৈব শ্রুতাবপি মুমুক্ষোঃ ব্রহ্মজ্ঞাতুকামস্য জগৎকারণত্বোপলক্ষণানুবাদেন ব্রহ্ম জ্ঞাপ্যতে ইতি শ্রৌতার্থক্রমানুসারিত্বং সূত্রস্য দর্শয়িতুং সোপক্রমং বাক্যং পঠতি—ভৃগুঃ ইতি (১১৩ পৃঃ)। অধীহি—স্মারয়, উপদিশেত্যর্থঃ। অত্র 'যেন' ইতি একত্বং বিবক্ষিতম্, নানাত্বে ব্রহ্মত্ববিধানাযোগাৎ। 'যৎ জগৎকারণং তদেকম্' ইতি অবান্তরবাক্যম্। 'যদেকং কারণং তৎ ব্রহ্ম' ইতি বা, 'যৎ কারণং তদেকং ব্রহ্ম' ইতি বা মহাবাক্যমিতি ভেদঃ। কিং তর্হি স্বরূপলক্ষণম্ ইত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষাৎ নির্ণীতঃ যতঃশব্দার্থঃ সত্যজ্ঞানানন্দ ইত্যাহ—তস্য চ ইতি। 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' (মুঃ ১।১।৯) 'তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে' (ঐ) 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃঃ ৩।৯।২৮ ইত্যাদি শাখান্তরীয়বাক্যানি অপি অস্য বিষয় ইত্যাহ—অন্যানি অপি ইতি। এবংজাতীয়কত্বমেবাহ—নিত্য ইতি। তদেবং সর্ব্বাসু শাখাসু লক্ষণদ্বয়বাক্যানি জিজ্ঞাস্যে ব্রহ্মণি সমন্বিতানি, তদ্ধিয়া মুক্তিরিতি সিদ্ধম্॥১।১।২॥ ইতি পঞ্চমং বর্ণকম্। ইতি দ্বিতীয়ং জন্মাদ্যধিকরণম্

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্। [৩ সূত্র]

প্রথমবর্ণকম্।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেদকর্ত্তা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ।

অধিকরণসঙ্গতি—ব্রহ্ম জগৎকারণ হওয়ায় সর্ব্বজ্ঞও হইবেন, ইহা অর্থতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ জগতের অন্তঃপাতী যে বেদ, তাহা নিত্য হওয়ায় ব্রহ্ম তাহার কর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং বেদকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধান করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ন কর্ত্তৃ ব্রহ্ম বেদস্য কিং বা কর্ত্তৃ ন কর্ত্তৃ তৎ।
বিরূপ নিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ॥
কর্ত্তৃ নিঃশ্বসিতাদ্যুক্তের্নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ভবেৎ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম বেদস্য কর্ত্তৃ ন, কিংবা কর্ত্তৃ? "বিরূপ, নিত্যয়া বাচা" ইত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ তৎ কর্ত্তৃ ন। কর্ত্তৃ, নিঃশ্বসিতাদ্যুক্তেঃ। পূর্ব্বসাম্যতঃ নিত্যত্বং। সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিৎ ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতৌ নিঃশ্বাস ইব অপ্রযত্নেনৈব ব্রহ্মণঃ বেদকর্ত্তৃত্বম্ উক্তম্। অত্র ইয়ং শ্রুতিঃ বিষয়ঃ। তত্র বেদস্য সাপেক্ষত্বপ্রসঙ্গাপ্রসঙ্গাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] ব্রহ্ম বেদস্য কর্ত্তৃ ন [ভবতি], কিম্বা কর্ত্তৃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রুতৌ এব] "বিরূপ, নিত্যয়া বাচা" (ঋক্ সং ৮।৬৪।৬), ইত্যেবং [বেদস্য] নিত্যত্ববর্ণনাৎ, তৎ [ব্রহ্ম বেদস্য] কর্ত্তৃ ন [ভবতি। অতঃ সর্ব্বজ্ঞম্ অপি ন ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্ম বেদস্য] কর্ত্তৃ [ভবিতুম্ অর্হতি। কুতঃ? উচ্যতে—"অস্য মহতঃ ভূতস্য" ইত্যাদিশ্রুতৌ, "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা" ইত্যাদিস্মৃতৌ চ] নিঃশ্বসিতাদ্যুক্তেঃ। ["তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" (ঋক্ সং ১০।৯০।৯), ইতি যজ্ঞশব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণঃ বিস্পষ্টমেব বেদোৎপত্তিশ্রবণাৎ চ। ননু উৎপদ্যমানস্য বেদস্য কথং নিত্যত্বম্? তত্র আহ—] পূর্ব্বসাম্যতঃ নিত্যত্বং [সিধ্যতি। অতঃ] সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ [ব্রহ্ম] সর্ব্ববিৎ ভবেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—["এই যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি, ইহারা এই মহৎ ভূতের (—ব্রহ্মের) নিঃশ্বসিত", ইত্যাদি শ্রুতিতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনাপ্রযত্নেই ব্রহ্মের বেদকর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। এখানে এই শ্রুতিটাই [এই অধিকরণের] বিষয়বাক্য। সেই স্থলে বেদের [কর্ত্তৃ-] সাপেক্ষতার প্রাপ্তি এবং তাহার অপ্রাপ্তিবশতঃ সন্দেহ হইতেছে—] ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহেন, কিম্বা কর্ত্তা?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রুতিতেই] "হে বিরূপ, নিত্য বাণীর দ্বারা স্তুতি কর", এইপ্রকারে [বেদের] নিত্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই ব্রহ্ম [বেদের] কর্ত্তা নহেন। [সেইহেতু সর্ব্বজ্ঞও নহেন]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্ম বেদের] কর্ত্তা [ইহাই সঙ্গত। কেন? তাহা বলা হইতেছে—"এই মহৎ ভূতের (—পরমেশ্বরের) নিঃশ্বসিত" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "আদি-অন্তহীন নিত্য বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল" (মহাভাঃ শাঃ ২৩১।৫৬) ইত্যাদি স্মৃতিতে] যেহেতু বেদের নিঃশ্বসিতাদির কথা বলা হইয়াছে (—নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনাপ্রযত্নেই ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন, ইহা বলা হইয়াছে। আর যেহেতু "সকল যজ্ঞে যাঁহাকে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই যজ্ঞশব্দবোধ্য ব্রহ্ম হইতে ঋক্ ও সামসকল জন্মলাভ করিয়াছে", ইত্যাদি শ্রুতিতে যজ্ঞশব্দবোধ্য ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি বিশেষ স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। যদি বলা হয়—উৎপত্তমান বেদের নিত্যতা কিপ্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পূর্ব্বের সাম্যবশতঃ (—অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পীয় বেদের সাদৃশ্যবশতঃ, বেদের] নিত্যতা সিদ্ধ হয়। [অতএব] সর্ব্বাবভাসক (—সমগ্র জগৎ-ব্যবস্থার প্রকাশক) বেদের কর্ত্তা হওয়ায় [ব্রহ্ম] সর্ব্ববিৎ।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার নির্দ্ধারণ হয় না বলিয়া জগৎকারণের চেতনতা সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—উভয়ই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্—জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম ইতি উপক্ষিপ্তং। তদেব দ্রঢ়য়ন্ আহ—

[তৃতীয় সূত্র রচনার উদ্দেশ্য।]

ভাষ্যানুবাদ—জগৎকারণত্ব প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, ইহা উপক্ষিপ্ত (—প্রসঙ্গক্রমে কথিত) হইয়াছে (১০১ পৃঃ ৯ বাক্য)। তাহাকেই দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥

সূত্রার্থ—["অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেব এতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদি-বাক্যং অত্র বিষয়ঃ। তৎ বেদকর্তৃত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং ন সাধয়তি উত সাধয়তি ইতি সন্দেহে, 'ন সাধয়তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[শাস্ত্রস্য—ঋগ্বেদাদেঃ, যোনিঃ—কারণং, তস্য ভাবঃ, তত্ত্বং শাস্ত্রযোনিত্বং, তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ]—বেদকর্তৃত্বাৎ [ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং ভবতি]।

অনুবাদ—["এই যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি, ইহারা এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত", ইত্যাদি বাক্যই এখানে বিষয়। তাহা (—সেই বাক্য) বেদের কর্তৃরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সাধন করে না, কিম্বা সাধন করে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'সাধন করে না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[শাস্ত্রস্য—ঋগ্বেদাদির, যোনিঃ—কারণ, তাহার যে ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহাই শাস্ত্রযোনিত্ব, সেই শাস্ত্রযোনিত্বরূপ]—বেদকর্ত্তৃত্বরূপ হেতুবশতঃ [ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ]।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ সর্ব্বার্থজ্ঞানশক্তয়ঃ।
শ্রীরামং সর্ব্ববেত্তারং বেদবেদ্যমহং ভজে॥

বৃত্তানুবাদেন সঙ্গতিং বদন্ উত্তরসূত্রমবতারয়তি—জগদিতি। চেতনস্য ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বোক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বমর্থাৎ প্রতিজ্ঞাতং সূত্রকৃতা, চেতনসৃষ্টেঃ জ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ। তথা চ

শাঙ্করভাষ্যম্

মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।১

ভাষ্যানুবাদ

[ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ হওয়ায় ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ।]

মহৎ যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র, যাহা [পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি] অনেক বিদ্যাস্থানদ্বারা (—অনেকপ্রকার বিদ্যার আকরভূত শাস্ত্রের দ্বারা) পুষ্ট, যাহা প্রদীপের ন্যায় সমস্ত [প্রতিপাদ্য] বিষয়কে প্রকাশ করে এবং যাহা সর্ব্বজ্ঞকল্প (—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানাকর হইলেও অচেতন হওয়ায় যাহাকে প্রায় সর্ব্বজ্ঞই বলা যায়), তাহার যোনি (—উপাদান) এবং কারণ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

"ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং, সর্ব্বকারণত্বাৎ, যো যৎকর্ত্তা স তজ্জ্ঞঃ, যথা কুলালঃ" ইতি স্থিতম্। তদেবার্থিকং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রধানাদিনিরাসায় বেদকর্ত্তৃত্বহেতুনা দ্রঢ়য়ন্ আহ ইত্যর্থঃ। হেতুদ্বয়স্য একার্থসাধনত্বাৎ একবিষয়ত্বমবান্তরসঙ্গতিঃ। যদ্বা বেদস্য নিত্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্বহেতুতা নাস্তি ইত্যাক্ষেপসঙ্গত্যা বেদহেতুত্বমুচ্যতে। "অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইতি বাক্যং বিষয়ঃ। তৎ কিং বেদহেতুত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সাধয়তি, উত ন সাধয়তি ইতি সন্দেহঃ। তত্র ব্যাকরণাদিবৎ বেদস্য পৌরুষেয়ত্বে মূলপ্রমাণসাপেক্ষত্বেন অপ্রামাণ্যাপাতাৎ ন সাধয়তীতি পূর্ব্বপক্ষে জগদ্ধেতোশ্চেতনত্বাসিদ্ধিঃ ফলম্। সিদ্ধান্তে তৎসিদ্ধিঃ। অস্য বেদান্তবাক্যস্য স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গস্য বেদকর্ত্তরি সমন্বয়োক্তেঃ শ্রুতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদসঙ্গতয়ঃ। এবমাপাদং শ্রুত্যাদিসঙ্গতয়ঃ উহ্যাঃ। বেদে হি সর্বার্থপ্রকাশনশক্তিরুপলভ্যতে, সা তদুপাদানব্রহ্মগতশক্তিপূর্ব্বিকা তদ্গতা বা, প্রকাশনশক্তিত্বাৎ। কার্য্যগতশক্তিত্বাৎ বা, প্রদীপশক্তিবৎ ইতি বেদোপাদানত্বেন ব্রহ্মণঃ স্বসম্বদ্ধাশেষার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপং সর্ব্বসাক্ষিত্বং সিধ্যতি। যদ্বা, যথা অধ্যেতারঃ পূর্বক্রমং জ্ঞাত্বা বেদং কুর্বন্তি, তথা বিচিত্রশক্তিমায়াসহায়ঃ অনাবৃতানন্তস্বপ্রকাশচিন্মাত্রঃ পরমেশ্বরঃ স্বকৃতপূর্ব্বকল্পীয়ক্রমসজাতীয়ক্রমবন্তং বেদরাশিং তদর্থান্ চ যুগপৎ জানন্ এব করোতীতি ন বেদস্য পৌরুষেয়তা। যত্র হ্যর্থজ্ঞানপূর্বকং বাক্যজ্ঞানং বাক্যসৃষ্টৌ কারণং, তত্র পৌরুষেয়তা। অত্র চ যৌগপদ্যাৎ ন সা, অতঃ বেদকর্ত্তা বেদমিব তদর্থমপি স্বসম্বদ্ধং নান্তরীয়কতয়া জানাতীতি সর্বজ্ঞ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—**শাস্ত্রেতি।** শাস্ত্রং প্রতি হেতুত্বাৎ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং সর্বকারণং চ ইতি সঙ্গতিদ্বয়ানুসারেণ সূত্রযোজনামভিপ্রেত্য পদানি ব্যাচষ্টে—**মহত** ইতি। হেতোঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধয়ে বেদস্য বিশেষণানি। তত্র গ্রন্থতঃ অর্থতশ্চ মহত্ত্বং, হিতশাসনাৎ শাস্ত্রত্বম্। শাস্ত্রশব্দঃ শব্দমাত্রোপলক্ষণার্থ ইতি মত্বা আহ—**অনেকেতি।** "পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাণি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তচ্ছন্দো জ্যোতিষাণি ষড়ঙ্গানি" ইতি দশ বিদ্যাস্থানানি বেদার্থজ্ঞানহেতবঃ, তৈরুপকৃতস্য ইত্যর্থঃ। অনেন মন্বাদিভিঃ পরিগৃহীতত্বেন বেদস্য প্রামাণ্যং সূচিতম্। অবোধকত্বাভাবাদপি প্রামাণ্যমিত্যাহ—**প্রদীপবৎ** ইতি। সর্বার্থপ্রকাশনশক্তিমত্ত্বে অপি অচেতনত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পত্বম্। যোনিঃ—উপাদানং

শাঙ্করভাষ্যম্

নহি ঈদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাৎ অন্যতঃ সম্ভবঃ অস্তি।২ যৎ যৎ বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেঃ জ্ঞেয়ৈক-দেশার্থম্ অপি, সঃ ততঃ অপি অধিকতরবিজ্ঞানঃ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।৩ কিমু বক্তব্যম্ অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্য অপ্রযত্নেন এব লীলান্যায়েন পুরুষনিঃশ্বাসবৎ যস্মাৎ মহতঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—নিমিত্তকারণ, অর্থাৎ কর্ত্তা) ব্রহ্ম।১ ঋগ্বেদাদিরূপ সর্ববজ্ঞতা গুণসম্পন্ন এইপ্রকার শাস্ত্রের নিশ্চয়ই সর্ববজ্ঞ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে সম্ভব (—উৎপত্তি) হইতে পারে না।২ যে যে বহু অর্থ প্রতিপাদক শাস্ত্র যে পুরুষবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, তিনি সেই শাস্ত্র হইতেও অধিকতর জ্ঞানবান্, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ; যেমন ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র পাণিনি প্রভৃতির জ্ঞাত বিষয়ের একদেশবিষয়কমাত্র (—পাণিনি প্রভৃতি যাহা জানিতেন, তাহার কতকাংশ মাত্রই স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন)।৩ [বস্তুস্থিতি যখন এইপ্রকার, তখন] "এই যে ঋগ্বেদ ইত্যাদি, ইহারা এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত (—নিঃশ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মের বিনাপ্রযত্নে অভিব্যক্ত"), এইপ্রকার শ্রুতি আছে বলিয়া অনেক বিভিন্ন শাখাতে বিভক্ত এবং [কর্ম্মানু-সারে] দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি বিভাগের [জ্ঞাপক] হেতুভূত যে ঋগ্বেদাদি নামক শাস্ত্র, যাহা সর্ববিধ জ্ঞানের আকরস্বরূপ, তাহা বিনাপ্রযত্নেই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ত্তৃ চ। নমু সর্বজ্ঞত্ব যঃ গুণঃ সর্বার্থজ্ঞানশক্তিমত্ত্বং, বেদস্য তদন্বিতত্বে অপি তদ্যোনেঃ সর্বজ্ঞত্বং কুত ইত্যত আহ—**নহি** ইতি। উপাদানে তচ্ছক্তিং বিনা কার্য্যে তদযোগাৎ বেদোপাদানস্য সর্বজ্ঞত্বম্। অনুমানং তু পূর্বং দর্শিতম্। ন চ অবিদ্যায়াঃ তদাপত্তিঃ, শক্তিমত্ত্বে অপি অচেতনত্বাৎ ইতি ভাবঃ। "বেদঃ স্ববিষয়াদধিকার্থজ্ঞানবজ্জন্যঃ, প্রমাণবাক্যত্বাৎ, ব্যাকরণ-রামায়ণাদিবৎ" ইতি অনুমানান্তরম্। তত্র ব্যাপ্তিমাহ—**যৎ যৎ** ইতি। বিস্তরঃ—শব্দা-ধিক্যম্। অনেন অর্থতঃ অল্পত্বং বদন্ কর্ত্তুর্জ্ঞানস্যার্থাধিক্যং সূচয়তি। দৃশ্যতে চ অর্থবাদাধিক্যং বেদে। অত্রৈষা যোজনা—"যৎ যৎ শাস্ত্রং যস্মাৎ আপ্তাৎ সম্ভবতি, স ততঃ শাস্ত্রাদধিকার্থজ্ঞানঃ" ইতি প্রসিদ্ধম্, যথা শব্দসাধুত্বাদিঃ জ্ঞেয়ৈকদেশঃ অর্থঃ যস্য তদপি ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেরধি-কার্থজ্ঞাৎ সম্ভবতি। যত্নল্পার্থমপি শাস্ত্রমধিকার্থজ্ঞাৎ সম্ভবতি, তদা "অস্য মহতঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদিশ্রুতেঃ যস্মান্মহতঃ অপরিচ্ছিন্নাৎ ভূতাৎ সত্যাৎ যোনেঃ সকাশাৎ অনেকশাখাভেদাদি-বিশিষ্টস্য বেদস্য পুরুষনিঃশ্বাসবৎ অপ্রযত্নেনৈব সম্ভবঃ, তস্য সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিমত্ত্বং চ ইতি কিমু বক্তব্যমিতি। তত্র বেদস্য পৌরুষেয়ত্বশঙ্কানিরাসার্থং শ্রুতিস্থনিঃশ্বসিতপদার্থমাহ—**অপ্রযত্নেন** ইতি। প্রমাণান্তরেণ অর্থজ্ঞানপ্রয়াসং বিনা নিমেষাদিন্যায়েন ইত্যর্থঃ। অত্র

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, তস্য মহতঃ ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং চ ইতি ॥৪ ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

লীলান্যায়ে (—ক্রীড়ার ন্যায় স্বচ্ছন্দে) পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় যে মহৎ ভূতরূপ (—ব্রহ্মরূপ) যোনি (—কারণ) হইতে উৎপন্ন, সেই মহৎ ভূতের নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? ৪

প্রথম বর্ণকের [আদি হইতে ষষ্ঠ বর্ণকের] ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অনুমানেন "যঃ সর্বজ্ঞঃ" (মুঃ ১।৯) ইতি শ্রুত্যুক্তসর্বজ্ঞত্বদার্ঢ্যায় পাণিন্যাদিবৎ বেদকর্ত্তরি অধিকার্থজ্ঞানসত্তামাত্রং সাধ্যতে, ন তু অর্থজ্ঞানস্য বেদহেতুত্বং, নিঃশ্বসিতশ্রুতিবিরোধাৎ, বেদজ্ঞানমাত্রেণ অধ্যেতৃবৎ বেদকর্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। ইয়ান্ বিশেষঃ—অধ্যেতা পরাপেক্ষঃ, ঈশ্বরস্তু স্বকৃতবেদানুপূর্বীং স্বয়মেব স্মৃত্বা তথৈব কল্পাদৌ ব্রহ্মাদিষু আবির্ভাবয়ন্ অনাবৃতজ্ঞানত্বাৎ তদর্থম্ অত্যবর্জ্জনীয়তয়া জানাতীতি সর্বজ্ঞ ইতি অনবদ্যম্। ইতি প্রথমবর্ণকম্।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—লক্ষণ এবং প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয়। দ্বিতীয়াধিকরণে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণদ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। সেইহেতু পূর্ব্বাধিকরণের যাহা ফল, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়, প্রস্তাবিত অধিকরণের ফলও তাহাই হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **একফলত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অস্ত্যন্যমেয়তাপ্যস্য কিম্বা বেদৈকমেয়তা।
ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে ॥
রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্য মান্তরযোগ্যতা।
তং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা ॥

অন্বয়—অস্য অন্যমেয়তা অপি অস্তি, কিম্বা বেদৈকমেয়তা? ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্ম অন্যেন অপি মীয়তে। রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ অস্য মান্তরযোগ্যতা ন, "তং তু ঔপনিষদ্" ইত্যাদৌ বেদৈকমেয়তা প্রোক্তা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতৌ পরব্রহ্মরূপস্য পুরুষস্য উপনিষদ্বেদ্যত্বং প্রতীয়তে। তদ্বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র মানান্তরগম্যে ভূতার্থে শাস্ত্রপ্রামাণ্যস্য সম্ভবাসম্ভবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] অস্য [ব্রহ্মণঃ] অন্যমেয়তা অপি অস্তি, কিম্বা বেদৈকমেয়তা?

পূর্ব্বপক্ষ—ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্ম অন্যেন অপি [প্রমাণেন] মীয়তে।

সিদ্ধান্ত—রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ অস্য [ব্রহ্মণঃ] মানান্তরযোগ্যতা ন [অস্তি]। "তং তু ঔপনিষদ্" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ["নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯] ইত্যাদৌ [চ অস্য ব্রহ্মণঃ] বেদৈকমেয়তা প্রোক্তা, [অতঃ ব্রহ্ম বেদৈকমেয়ম্ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি", ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মরূপ পুরুষ উপনিষদ্গম্য, ইহা প্রতীত হইতেছে। সেই বাক্যটীই এখানে বিষয়বাক্য। প্রমাণান্তরগম্য সিদ্ধ বস্তুতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা বশতঃ তাহাতে (—সেই বাক্যে) সংশয় হইতেছে—] এই ব্রহ্ম কি অন্য প্রমাণেরও বিষয়, কিম্বা একমাত্র বেদেরই বিষয় (—মাত্র শ্রুতিপ্রমাণগম্য) ?

পূর্ব্বপক্ষ—ঘটের ন্যায় সিদ্ধবস্তু (—পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ভাব বস্তু) হওয়ায় ব্রহ্ম অন্য প্রমাণের দ্বারাও বিজ্ঞাত হন।

সিদ্ধান্ত—রূপ এবং লিঙ্গাদিরহিত হওয়ায় ইঁহার অন্য প্রমাণযোগ্যতা নাই (—কোন-প্রকার রূপ-রসাদি না থাকায় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন এবং লিঙ্গ (—জ্ঞাপক চিহ্ন) ও সাদৃশ্যাদি রহিত হওয়ায় তিনি অনুমান ও উপমানাদি প্রমাণেরও বিষয় নহেন)। "সেই উপনিষৎপ্রতি-পাদ্য", [এবং "যিনি বেদবিৎ নহেন, তিনি সেই মহান্‌কে মনন করিতে পারেন না"] ইত্যাদি শ্রুতিতে [এই ব্রহ্মের] বেদমাত্রগম্যতা কথিত হইয়াছে। [অতএব ব্রহ্ম একমাত্র বেদবেদ্য]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—অনুমানাদি প্রমাণদ্বারাই ব্রহ্ম বিচার্য্য। সিদ্ধান্তে—বেদান্ত-বাক্যরূপ প্রমাণদ্বারাই তিনি বিচার্য্য।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥

সূত্রার্থ—["তং তু ঔপনিষদম্" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তৎ কিং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকগম্যত্বং সমর্পয়তি', উত ন, ইতি সন্দেহে, ব্রহ্মণঃ সিদ্ধবস্তুত্বেন মানান্তরেণাপি অবগম্যমানত্বাৎ 'ন সমর্পয়তি', ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[শাস্ত্রম্—ঋগ্বেদাদিঃ, যোনিঃ—প্রমাণং যস্য, তৎ শাস্ত্রযোনিঃ, তত্ত্বং শাস্ত্রযোনিত্বং, তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ]—বেদৈকপ্রমাণকত্বাৎ [ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্যম্। রূপাদ্যভাবেন তস্য মানান্তরগম্যত্বা-সম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ—["সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য" ইত্যাদি বাক্য এখানে বিষয়। তাহা কি ব্রহ্মের শাস্ত্রৈকগম্যতা সমর্পণ করে, অথবা করে না ; এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু হওয়ায় অন্য প্রমাণের দ্বারাও অবগতির বিষয় হন বলিয়া 'সমর্পণ করে না' ; ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[শাস্ত্রম্—ঋগ্বেদ প্রভৃতি, যোনিঃ—প্রমাণ যাহার, তাহা শাস্ত্রযোনি, তাহার যে ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাই শাস্ত্রযোনিত্ব। সেই শাস্ত্রযোনিত্ব-রূপ]—বেদৈকপ্রমাণকত্বরূপ হেতুবশতঃ (—একমাত্র বেদরূপ প্রমাণের দ্বারাই জগতের কারণাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা যায় বলিয়া, ব্রহ্ম বেদমাত্রগম্য। যেহেতু রূপাদির অভাববশতঃ তাঁহার প্রমাণান্তরগম্যতা সম্ভব নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্ অস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে।১ শাস্ত্রাৎ এব প্রমাণাৎ জগতঃ জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম অধিগম্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ।২ শাস্ত্রম্ উদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে—"যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদি।৩ কিমর্থং তর্হি ইদং সূত্রম্?৪ যাবতা পূর্ব্বসূত্রে এব এবংজাতীয়কং শাস্ত্রম্ উদাহরতা শাস্ত্রযোনিত্বং ব্রহ্মণঃ দর্শিতম্।৫ উচ্যতে—তত্র পূর্ব্বসূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্য অনুপাদানাৎ জন্মাদিসূত্রেণ* কেবলম্ অনুমানম্ উপন্যস্তম্ ইতি

* "জন্মাদি কেবলম্", ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, অনুমানাদিগম্য নহেন।]

[ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণনার অনন্তর তদ্বিষয়ক প্রমাণের জিজ্ঞাসা হইলে এই দ্বিতীয় বর্ণকে তাহা বলিতেছেন—] অথবা এই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ অবগতির প্রতি পূর্ব্বকথিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র হয় যোনি, অর্থাৎ কারণ, অর্থাৎ প্রমাণ।১ শাস্ত্ররূপ প্রমাণ হইতেই জগতের জন্মাদির (—উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের) কারণরূপে ব্রহ্ম অধিগত হন, [অন্য প্রমাণের দ্বারা নহেন], ইহাই অভিপ্রায়।২ [সেই] শাস্ত্র পূর্ব্ব সূত্রে উদাহৃত হইয়াছে, যথা—"যাঁহা হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করে", ইত্যাদি।৩

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—যদি বলা হয়,], এই সূত্র তবে কি জন্য (—এই সূত্রের প্রয়োজন কি)?৪ যেহেতু পূর্ব্ব সূত্রেই এই জাতীয় শাস্ত্রকে উদাহরণরূপে প্রদর্শনকারী [ভগবান্ সূত্রকার] কর্ত্তৃক ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব (—শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা, বস্তুতঃ] প্রদর্শিত হইয়াছে।৫

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অধুনা ব্রহ্মণঃ লক্ষণানন্তরং প্রমাণজিজ্ঞাসায়াং বর্ণকান্তরমাহ—**অথবেতি।** লক্ষণপ্রমাণয়োর্ব্রহ্মনির্ণয়ার্থত্বাৎ একফলকত্বং সঙ্গতিঃ। "তং তু ঔপনিষদং পুরুষম্" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি শ্রুতিঃ ব্রহ্মণঃ বেদৈকবেদ্যত্বং ব্রূতে ন বেতি সংশয়ে, কার্য্যলিঙ্গেনৈব লাঘবাৎ কর্ত্তুরেকস্য সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধেঃ ন ব্রূতে ইতি প্রাপ্তে, বেদপ্রমাণকত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ন প্রমাণান্তরবেদ্যত্বম্ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—**শাস্ত্রযোনিত্বাৎ** ইতি। তদ্ব্যাচষ্টে—**যথোক্তম্** ইতি। সর্বত্র পূর্বোত্তরপক্ষযুক্তিদ্বয়ং সংশয়বীজং দ্রষ্টব্যম্। অত্র পূর্বপক্ষে অনুমানস্য এব বিচার্য্যতাসিদ্ধিঃ ফলম্, সিদ্ধান্তে বেদান্তানামিতি ভেদঃ। অনুমানাদিনা ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পূর্বসূত্রে প্রসঙ্গাৎ নিরস্তা। কিঞ্চ বিচিত্রপ্রপঞ্চস্য প্রাসাদাদিবৎ এককর্তৃকতাবাধাৎ ন লাঘবাবতারঃ। ন চ সর্বজ্ঞত্বাৎ কর্ত্তুঃ একত্বসম্ভবঃ, একত্বজ্ঞানাৎ সর্বজ্ঞত্বজ্ঞানং, ততঃ তৎ ইতি অন্যোন্যাশ্রয়মভিপ্রেত্য আহ—**শাস্ত্রাদেব** ইতি। কিং তৎ শাস্ত্রমিতি তদ্ আহ—**শাস্ত্রম্** ইতি। পৃথগারম্ভমাক্ষিপতি—**কিমর্থম্** ইতি। যেন হেতুনা দর্শিতং ততঃ কিমর্থমিত্যর্থঃ। জন্মাদিলিঙ্গকানুমানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ উপন্যাসশঙ্কানিরাসার্থং পৃথক্ সূত্রমিত্যাহ—**উচ্যতে** ইতি। ॥১।১।৩॥ ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। ইতি তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্।

শাঙ্করভাষ্যম্

আশঙ্ক্যেত, তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুম্ ইদং সূত্রং প্রববৃতে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি ।৩॥১।১।৩॥ ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। ইতি তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে] বলা হইতেছে, সেই স্থলে পূর্ব্বসূত্রের অক্ষরের দ্বারা স্পষ্টভাবে শাস্ত্রের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া 'জন্মাদিসূত্রের দ্বারা কেবল অনুমানই উপন্যস্ত হইয়াছে', এইপ্রকার আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রটী প্রবৃত্ত হইতেছে, ইত্যাদি ।৩॥১।১।৩॥ দ্বিতীয় বর্ণক [আদি হইতে সপ্তম বর্ণক] এবং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। সমন্বয়াধিকরণম্। [৪ সূত্র]

প্রথমবর্ণকম্

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেদান্ত কর্ম্মাঙ্গদেবতাদিবোধক নহে, জ্ঞেয়ব্রহ্মবোধক।

অধিকরণসঙ্গতি পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে ব্রহ্ম বেদৈকগম্য, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রে কর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধান করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বেদান্তাঃ কর্ত্তৃদেবাদিপরা ব্রহ্মপরা উত।
অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ॥
ভিন্নপ্রকরণাল্লিঙ্গষট্‌কাচ্চ ব্রহ্মবোধকাঃ।
সতি প্রয়োজনেঽনর্থহানেঽনুষ্ঠানতোঽত্র কিম্?

অন্বয়—বেদান্তাঃ কর্ত্তৃদেবাদিপরাঃ, উত ব্রহ্মপরাঃ? অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ। ভিন্নপ্রকরণাৎ লিঙ্গষট্‌কাৎ চ ব্রহ্মবোধকাঃ। অনর্থহানে প্রয়োজনে সতি, অত্র অনুষ্ঠানতঃ কিম্?

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বেদান্তাঃ অত্র বিষয়ঃ। তে সিদ্ধব্রহ্মপরাঃ, উত কার্য্যপরাঃ ইতি নিষ্ফলত্বসাপেক্ষত্বয়োঃ প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] বেদান্তাঃ কর্ত্তৃদেবাদিপরাঃ, উত ব্রহ্মপরাঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বেদান্তেষু জীবপ্রকাশকবাক্যানি কর্ত্তৃপরাণি, ব্রহ্মপ্রকাশকবাক্যানি দেবতাপরাণি, সৃষ্টিপ্রকাশকবাক্যানি চ সাধনপরাণি। তথা সতি] অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ [বেদান্তাঃ] কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ [ভবন্তি]।

সিদ্ধান্ত—ভিন্নপ্রকরণাৎ [তেষাং কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকতয়া কর্ম্মশেষত্বাসম্ভবাৎ বেদান্তাঃ ব্রহ্মপরাঃ। তাৎপর্য্যনিশ্চয়হেতু-] লিঙ্গষট্‌কাৎ চ [বেদান্তাঃ] ব্রহ্মবোধকাঃ [ভবন্তি]। [ন চ অনুষ্ঠানম্ অন্তরেণ প্রয়োজনাভাবঃ ইতি বাচ্যম্। যতঃ 'নায়ং সর্পঃ' ইত্যাদৌ ইব বোধাৎ অনর্থনিবৃত্তেঃ সম্ভবাৎ সংসারবন্ধনরূপ-] অনর্থহানে প্রয়োজনে সতি, অত্র অনুষ্ঠানতঃ কিম্? [ন কিমপি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপনিষৎসকল এখানে বিষয়। তাহারা সিদ্ধব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করে, অথবা [কর্ত্তা ও দেবতাদি কর্ম্মাঙ্গ সমর্পণদ্বারা যজ্ঞাদি] ক্রিয়াকে প্রতিপাদন করে, এইপ্রকারে [প্রথম-পক্ষে সিদ্ধবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের] নিষ্ফলতার প্রাপ্তির, [এবং দ্বিতীয় পক্ষে কর্ম্মাঙ্গরূপে রূপাদি-হীন ব্রহ্মের] সাপেক্ষতার অপ্রাপ্তির সম্ভাবনাবশতঃ সংশয় হয়—] বেদান্তসকল (—উপনিষদ্-বাক্যসকল) কর্ত্তা এবং দেবতা প্রভৃতিকে প্রতিপাদন করে, অথবা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে?

পূর্ব্বপক্ষ—[উপনিষৎসকলে জীবপ্রকাশক বাক্যসকল কর্ত্তার বোধ উৎপাদন করে, ব্রহ্মপ্রকাশক বাক্যসকল দেবতার বোধ উৎপাদন করে এবং সৃষ্টিপ্রকাশকবাক্যসকল সাধন প্রতিপাদন করে। এইরূপে] কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী হওয়ায় (—কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কর্ত্তা ও দেবতাদি প্রতিপাদন করে বলিয়া, বেদান্তবাক্যসকল] কর্ত্তা প্রভৃতিকেই প্রতিপাদন করে।

সিদ্ধান্ত—[কর্ম্মকাণ্ড হইতে] ভিন্নপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় [কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতি-পাদকরূপে কর্ম্মের অঙ্গ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া বেদান্তসকল ব্রহ্মপ্রতিপাদক]। আর [তাৎপর্য্য-নিশ্চয়ের হেতুভূত] ছয়প্রকার লিঙ্গ (১) আছে বলিয়া [বেদান্তবাক্যসকল] ব্রহ্মবোধক। [আর ইহা বলা যায় না যে, অনুষ্ঠানব্যতিরেকে [উপনিষৎসকলের কোনপ্রকার] প্রয়োজন নাই। যেহেতু 'ইহা সর্প নহে', ইত্যাদি স্থলের ন্যায়, জ্ঞান হইতে অনর্থনিবৃত্তি সম্ভব হয় বলিয়া, সংসারবন্ধনরূপ] অনর্থের নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন থাকায়, এখানে (—বেদান্তপ্রতিপাদ্য নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞানে) কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? [অর্থাৎ কিছুই সিদ্ধ হইবে না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সিদ্ধ পদার্থবোধক বেদান্তে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুবোধক বেদান্তে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ]

(১) **তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ছয়প্রকার লিঙ্গ** এই—যথা, "উপক্রমোপসংহারাব-ভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" ॥ (বৃহৎসংহিতা)। ইহার অর্থ—১। উপক্রম ও উপসংহার, ২। অভ্যাস, ৩। অপূর্ব্বতা, ৪। ফল, ৫। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি, ইহারা তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ। ইহাদের পরিচয় এই—১। **উপক্রম ও উপসংহার**—'উপক্রম' শব্দের অর্থ 'আরম্ভ' এবং 'উপসংহার' শব্দের অর্থ 'শেষ'। যথা—ছান্দোগ্যে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) এইরূপে যাহার বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।১৬।৩) এইরূপে তাহারই বর্ণনাদ্বারা প্রকরণ শেষ করা হইয়াছে। ২। **অভ্যাস**, ইহার অর্থ—'একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ কথন', যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত স্থলেই প্রতিপাদ্য বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, তাহা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭-৬।১৬।৩) এই বাক্যটীর দ্বারা নয়বার কথিত হইয়াছে। ৩। **অপূর্ব্বতা**—ইহার অর্থ—প্রমাণান্তরাগম্যতা। যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু, তাঁহাকে শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায় না। ৪। **ফল**, ইহার অর্থ—গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োজন, যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকরণেই "ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ" এবং "যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) এইরূপে মুক্তিরূপ ফলের কথা বলা হইয়াছে। ৫। **অর্থবাদ**—এখানে অর্থবাদ বলিতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রাশস্ত্যজ্ঞাপনের

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্ উচ্যতে ?১ যাবতা "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইতি ক্রিয়াপরত্বং শাস্ত্রস্য প্রদর্শিতম্।২ অতঃ বেদান্তানাম্ আনর্থক্যম্ অক্রিয়ার্থ-

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। পূঃ—ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু বেদান্তপ্রতিপাদ্য নহে, এতদ্বিষয়ক ভট্ট, প্রভাকর ও বৃত্তিকার মতের উত্থাপন ।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] কি প্রকারে আবার ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব (—শাস্ত্ররূপ প্রমাণদ্বারাই জগৎকারণরূপে ব্রহ্মকে জানা যায়, ইহা) বলা হইতেছে ? ১ যেহেতু "আম্নায়ের (—বেদের) ক্রিয়ার্থতা (—কর্ম্মপ্রতিপাদকতা) থাকায় যাহা অতদর্থ (—কর্ম্মপ্রতিপাদক নহে) সেই বেদাংশসমূহ অনর্থক (—প্রয়োজনশূন্য"), এইপ্রকারে শাস্ত্রের ক্রিয়াপ্রতিপাদকতা প্রদর্শিত হইয়াছে ।২ অতএব বেদান্তসকল (—উপনিষৎসকল) অনর্থক, যেহেতু [তাহারা] ক্রিয়া প্রতিপাদন করে না।৩

ভাবদীপিকা [ষড়্বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গ]

জন্য শ্রুতিমাত্রকে বুঝিতে হইবে। যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকরণেই "উত তমাদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ" (ছাঃ ৬।১।৩) ইত্যাদিরূপে পিতাপুত্রের কথোপকথন এবং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়াদির বর্ণনা। ৬। **উপপত্তি**—প্রতিপাদ্যবিষয়ের প্রতিপাদনের জন্য যুক্তিপ্রদর্শনকে উপপত্তি বলে। যথা—ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণেই "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি। এই-প্রকারে ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণে ছয়টী তাৎপর্য্যবোধক লিঙ্গই পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত প্রকরণে কর্ম্ম, বা কর্ম্মাঙ্গ প্রতিপাদিত হয় নাই ; পরন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইপ্রকারে তাৎপর্য্যবোধক এই ছয়টী লিঙ্গের প্রয়োগদ্বারা তত্তৎ স্থলে উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মবোধনেই তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেদান্তাঃ সিদ্ধব্রহ্মপরা উত কার্য্যপরা ইতি নিষ্ফলত্বসাপেক্ষত্বয়োঃ প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গাভ্যাং সংশয়ে পূর্ব্বসূত্রে দ্বিতীয়বর্ণকেন আক্ষেপসঙ্গত্যা পূর্ব্বপক্ষমাহ—**কথং পুনঃ** ইত্যাদিনা। "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদীনাং সর্ব্বাত্মত্বাদিস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়োক্তেঃ শ্রুত্যাদিসঙ্গতয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষে বেদান্তেষু মুমুক্ষুপ্রবৃত্ত্যসিদ্ধিঃ, সিদ্ধান্তে তৎসিদ্ধিরিতি বিবেকঃ। কথমিতি আক্ষেপে হেতুঃ—**যাবতা** ইতি। যতঃ জৈমিনিসূত্রেণ শাস্ত্রস্য—বেদস্য ক্রিয়াপরত্বং দর্শিতমতঃ অক্রিয়ার্থত্বাৎ বেদান্তানাম্ আনর্থক্যং—ফলবদর্থশূন্যত্বং প্রাপ্তমিতি অন্বয়ঃ। সূত্রস্য অয়মর্থঃ—প্রথমসূত্রে তাবৎ বেদস্য অধ্যয়নকরণকভাবনাবিধিভাব্যস্য ফলবদর্থপরত্বমুক্তম্। "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২) ইতি দ্বিতীয়সূত্রে ধর্ম্মে—কার্য্যে চোদনা-প্রমাণমিতি বেদপ্রামাণ্যব্যাপকং কার্য্যপরত্বমবসিতম্। তত্র "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা" ইত্যর্থ-বাদানাং ধর্ম্মে প্রামাণ্যমস্তি ন বেতি সংশয়ে আম্নায়প্রামাণ্যস্য ক্রিয়ার্থত্বেন ব্যাপ্তত্বাৎ, অর্থবাদেষু ধর্ম্মস্য অপ্রতীতেঃ, অক্রিয়ার্থানাং তেষাম্ আনর্থক্যং—নিষ্ফলার্থত্বম্। ন চ ভূতার্থবিধুপাত্তানাং নিষ্ফলে সিদ্ধে অর্থে প্রামাণ্যং যুক্তম্, তস্মাৎ অনিত্যমেষাং প্রামাণ্যমুচ্যতে। ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যং প্রামাণ্যং নাস্তি এব ইতি যাবৎ। এবং পূর্ব্বপক্ষে অপি "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

-ত্বাৎ ।৩ কর্ত্তৃদেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ক্রিয়াবিধিশেষত্বম্,- উপাসনাদিক্রিয়ান্তরবিধানার্থত্বং বা ।৪ নহি পরিনিষ্ঠিতবস্তুপ্রতি- পাদনং সম্ভবতি, প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ ।৫ তৎ-

ভাষ্যানুবাদ

অথবা [কর্ম্মের] কর্ত্তা এবং দেবতা প্রভৃতির প্রকাশন প্রয়োজন হওয়ায় [তাহারা] ক্রিয়াবিধির (—কর্ম্মবোধক বিধিবাক্যের) অঙ্গ, কিম্বা উপাসনা প্রভৃতি অন্যপ্রকার কর্ম্মের বিধান করা তাহাদের প্রয়োজন 'বলিতে হইবে' ।৪ [বেদান্তবাক্যসকলের পক্ষে] পরিনিষ্ঠিত বস্তু (২) প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব নহে, যেহেতু পরিনিষ্ঠিত বস্তুসকল প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণেরও বিষয় (৩) ।৫ আর যেহেতু হেয়তা এবং

ভাবদীপিকা

(২) "পরিনিষ্ঠিত বস্তু", এই শব্দটীর অর্থ—ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য নিশ্চিতভাবে অবস্থিত ভাব বস্তু। বস্তুর যখন উৎপত্তি হয়, তখন তাহার সহিত তাহার উৎপত্তির অনুকূল প্রযত্নরূপ ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে, ইহা সেই বস্তুর সাধ্যাবস্থা। কিন্তু বস্তুটী যখন উৎপন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার সহিত আর ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে না, ইহা বস্তুর সিদ্ধাবস্থা। বস্তুর এই সিদ্ধাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধবস্তু, ভূতবস্তু, পরিনিষ্ঠিত (—নিশ্চিতভাবে অবস্থিত) বস্তু ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(৩) ভাব এই—প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগম্য বস্তুর বোধ করাইলে শ্রুতির অজ্ঞাতজ্ঞাপকতা থাকে না, আর প্রত্যক্ষাদির বিরোধি বস্তু প্রতিপাদন করিলে শ্রুতির অর্থবোধই সম্ভব হয় না। কিন্তু ক্রিয়াসম্বদ্ধরূপে কোন বস্তু প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে বলিয়া, ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ বস্তুকে জ্ঞাপন করিলে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকারূপে শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। সেইহেতু সিদ্ধ বস্তু বেদপ্রতিপাদ্য নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) ইতি সূত্রেণ সিদ্ধান্তমাহ—**ক্রিয়াপরত্বম্** ইতি (১২৪ পৃঃ)। অনিত্যমিতি প্রাপ্তে দর্শিতমিত্যর্থঃ। 'বায়ুর্বৈ ক্ষিপ্রতমগামিনী দেবতা, তদ্দেব- তাকং কর্ম্ম ক্ষিপ্রমেব ফলং দাস্যতি' ইত্যেবং বিধেয়ার্থানাং স্তুতিরূপার্থেন দ্বারেণ "বায়ব্যং শ্বেতমা- লভেত" ইত্যাদিবিধিবাক্যেন একবাক্যত্বাৎ অর্থবাদাঃ সফলাঃ স্যুঃ। স্তুতিলক্ষণয়া সফলকার্য্য- পরত্বাৎ প্রমাণম্ অর্থবাদা ইতি যাবৎ। নন্ অধ্যয়নবিধিগৃহীতানাং বেদান্তানাম্ আনর্থক্যং ন যুক্তমিতি অত আহ—**কর্ত্তৃ** ইতি। ন বয়ং বেদান্তানামানর্থক্যং সাধয়ামঃ, কিন্তু লোকে সিদ্ধস্য মানান্তরবেদ্যত্বাৎ নিষ্ফলত্বাৎ চ, সিদ্ধব্রহ্মপরত্বে তেষাং মানান্তরসাপেক্ষত্বনিষ্ফলত্বয়োঃ প্রসঙ্গাৎ অপ্রামাণ্যাপাতাৎ, কার্য্যশেষকর্ত্তৃদেবতাফলানাং প্রকাশনদ্বারা কার্য্যপরত্বং বক্তব্যমিতি ব্রূমঃ। তত্র ত্বংতৎপদার্থবাক্যানাং কর্ত্তৃদেবতাস্তাবকত্বম্, বিবিদিষাদিবাক্যানাং ফলস্তাবকত্বম্। নন্ কর্ম্মবিশেষমনারভ্য প্রকরণান্তরাধীতানাং বেদান্তানাং কথং তচ্ছেষত্বম্? মানাভাবাৎ ইতি অরুচ্যা পক্ষান্তরমাহ—**উপাসনা** ইতি। মোক্ষকামঃ অসদ্ব্রহ্মাভেদমারোপ্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যুপাসীত, ইত্যুপাসনাবিধিঃ। আদিশব্দাৎ শ্রবণাদয়ঃ, তৎকার্য্য- পরত্বং বা বক্তব্যমিত্যর্থঃ। নন্ শ্রুতং ব্রহ্ম বিহায় অশ্রুতং কার্য্যপরত্বং কিমর্থং বক্তব্যমিতি তত্র আহ—**নহি** ইতি। পরিতঃ—সমন্তাৎ নিশ্চয়েন স্থিতম্—পরিনিষ্ঠিতম্, কৃত্যানপেক্ষং, সিদ্ধমিতি

শাঙ্করভাষ্যম্

-প্রতিপাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ।৬ অতএব "সঃ অরোদীৎ" (তৈঃ সং ২।৫।১।১) ইত্যেবমাদীনাম্ আনর্থক্যং মাভূৎ ইতি "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) ইতি স্তাবকত্বেন অর্থবত্ত্বম্ উক্তম্।৭ মন্ত্রাণাং চ "ইষে ত্বা" (তৈঃ সং ১।১।১) ইত্যাদীনাং ক্রিয়াতৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসম-

ভাষ্যানুবাদ

[১২৮ পৃঃ]

উপাদেয়তা রহিত (—যে সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু ত্যাজ্যও নহেন, গ্রাহ্যও নহেন) তাঁহার প্রতিপাদনে [কোনপ্রকার] পুরুষার্থ নাই।৬ অতএব (—হেয়োপাদেয়তারহিত সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানে কোনপ্রকার ফল হয় না বলিয়া) "তিনি (—অগ্নি) রোদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি এই [অর্থবাদবাক্য, ৪] সকলের আনর্থক্য না হউক, এইহেতু "কিন্তু বিধির সহিত [অর্থবাদবাক্যসকলের] একবাক্যতা (৫) হয় বলিয়া বিধিসকলের (—বিধিবিহিত কর্ম্মকলাপের) স্তুতিরূপ প্রয়োজনের দ্বারা [অর্থবাদবাক্যসকল ধর্ম্মে প্রমাণ] হইয়া থাকে", এইপ্রকারে স্তাবকরূপে [অর্থাদবাক্যসকলের] অর্থবত্ত্ব (—সার্থকতা) কথিত হইয়াছে।৭ আর ক্রিয়া এবং তাহার সাধনের বর্ণনা করে বলিয়া "ইষে ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রসকলের কর্ম্মসমবায়িতা (—কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ততা)

ভাবদীপিকা [অর্থবাদের পরিচয়]

(৪) **অর্থবাদ**—"প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরং বাক্যম্ অর্থবাদঃ"—'যে সকল বাক্য প্রাশস্ত্য অথবা নিন্দা বুঝায়, তাহাদিগকে অর্থবাদ বলে'। যথা—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" (তৈঃ সং ২।১।১।১)—'বায়ুদেবতা সম্বন্ধী শ্বেতবর্ণ পশু (—ছাগ) বধ করিবে', অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যাবৎ। তস্য প্রতিপাদনম্—অজ্ঞাতস্য বেদেন জ্ঞাপনং, তৎ ন সম্ভবতি, মানান্তরযোগ্যে অর্থে বাক্যস্য সংবাদে সতি অনুবাদকত্বাৎ, "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ইতি বাক্যবৎ। বিসংবাদে চ অবোধকত্বাৎ, "আদিত্যঃ যূপঃ" ইতি বাক্যবৎ ইত্যর্থঃ। সিদ্ধঃ ন বেদার্থঃ, মানান্তরযোগ্যত্বাৎ, ঘটবদিত্যুক্ত্বা নিষ্ফলত্বাৎ চ তথা ইত্যাহ—**তৎ** ইতি (১২৫ পৃঃ)। সিদ্ধজ্ঞাপনে হেয়োপাদেয়াগোচরে ফলাভাবাৎ চ তৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ফলং হি সুখাবাপ্তিঃ দুঃখহানিশ্চ। তৎ চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভ্যাং সাধ্যম্। তে চ উপাদেয়স্য প্রবৃত্তিপ্রযত্নকার্য্যস্য, হেয়স্য নিবৃত্তিপ্রযত্নকার্য্যস্য জ্ঞানাভ্যাং জায়েতে, ন সিদ্ধজ্ঞানাৎ ইতি ভাবঃ। তর্হি সিদ্ধবোধিবেদবাদানাং সাফল্যং কথম্ ইত্যাশঙ্ক্য "আম্নায়স্য" (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইত্যাদিসংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—**অতএব** ইতি। সিদ্ধবস্তুজ্ঞানাৎ ফলাভাবাৎ এবেত্যর্থঃ। "দেবৈর্নিরুদ্ধঃ সঃ অগ্নিঃ অরোদীৎ" ইতি বাক্যস্য অশ্রুজত্বেন রজতস্য নিন্দাদ্বারা "বর্হিষি ন দেয়ম্" ইতি সফলনিষেধশেষত্ববৎ বেদান্তানাং বিধ্যাদিশেষত্বং বাচ্যম্ ইত্যর্থঃ। ননু তেষাং মন্ত্রবৎ স্বাতন্ত্র্যমস্তু, ন অর্থবাদবৎ বিধ্যেকবাক্যত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তাসিদ্ধিমাহ—**মন্ত্রাণাং চ** ইতি। প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণে

ভাবদীপিকা [অর্থবাদের পরিচয়]

ছাগপশুদ্বারা বায়ুদেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ সম্পাদন করিবে'। এই বিধিবাক্যস্থলে "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" (তৈঃ সং ২।১।১।১)—'বায়ু শীঘ্রতমগামিনী দেবতা, [অতএব যাগফল শীঘ্র প্রদান করেন'], ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য শ্রুত হয়। এই বাক্যটী উক্ত যজ্ঞের শীঘ্র ফলদাতৃত্বরূপ প্রাশস্ত্য জ্ঞাপন করে। আবার "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" (তৈঃ সং ১।৫।১।২)—'বর্হিষযজ্ঞে (—দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞে) রজত দক্ষিণা দিবে না', ইত্যাদি নিষেধবিধি স্থলে "সোঽরোদীৎ" (তৈঃ সং ২।৫।১।১) —'তিনি (—অগ্নি) রোদন করিয়াছিলেন, [তাঁহার অশ্রু হইতে রজত উৎপন্ন হইয়াছিল'] ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য বর্হিষযজ্ঞে ঋত্বিক্-গণকে রজতদক্ষিণা দানের নিন্দা জ্ঞাপন করে। এই অর্থবাদ আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা—১। গুণবাদ, ২। অনুবাদ এবং ৩। ভূতার্থবাদ। তাহাদের লক্ষণ এই—"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ"। (বৃঃ আঃ সং বার্ত্তিক ৫৬৭)—'অন্যপ্রমাণের সহিত বিরোধ হইলে গুণবাদ হইবে, অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হইলে অনুবাদ হইবে এবং সেই দুইটাই না থাকিলে, অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না এবং অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধও নহে, এইপ্রকার হইলে, ভূতার্থবাদ হইবে। তাহাদের দৃষ্টান্ত এই—১। গুণবাদ—"আদিত্যো যূপো ভবতি" (তৈঃ ব্রাঃ ২।১।৫।২) ইত্যাদি। আকাশস্থ সূর্য্য যূপ হইতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষই অবগত হওয়া যায়। তাহাতে অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইহা হইল গুণবাদ। [এই স্থলে লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা অর্থ হইবে—'যূপকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট করিতে হইবে' ইত্যাদি।] ২। অনুবাদ—"অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্"—'অগ্নি হিমের প্রতিষেধক'। অগ্নি শীতনিবারক ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং এখানে অনুবাদ হইল। ৩। ভূতার্থবাদ—"ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছত্" (কাঃ সং ১২।৩।৮)—'বৃত্রাসুরকে নিধন করিবার জন্য ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন'। এই যে 'ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্র উত্তোলন', ইহা শাস্ত্রব্যতিরেকে প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না এবং অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধও নহে, এইহেতু এখানে ভূতার্থবাদ হইল। "তত্ত্বমসি" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যও ভূতার্থবাদ। এই ভূতার্থবাদের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ সিদ্ধ হয়। ১।৩।৮ 'দেবতাধিকরণে' এই বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

অর্থবাদের অন্যপ্রকার বিভাগও শাস্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয়, যথা—১। স্তুতি, ২। নিন্দা, ৩। পরিকৃতি এবং ৪। পুরাকল্প (ন্যাঃ দঃ ২।১।৬৪)। তন্মধ্যে স্তুতি ও নিন্দা প্রসিদ্ধ। পরকৃতি—"অন্যকর্ত্তৃকস্য ব্যাহতস্য বিধের্বাদঃ পরকৃতিঃ" অর্থাৎ 'অন্যকর্ত্তৃক বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের যে কথন, তাহা পরকৃতি নামক অর্থবাদ', যথা—"হুত্বা বপামেবাগ্রে অভিঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজ্যং; তদুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রে অভিঘারয়ন্তি"—'হোম করিয়া [শুক্লযজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্-গণ] অগ্রে বপাকেই* (—অন্ত্রাবরক ঝিল্লীকেই) অভিঘারণ করেন (—হুতাবশেষ হবির দ্বারা সিঞ্চন করেন) অনন্তর পৃষদাজ্যকে (—ঘৃত ও দধি মিশ্রিত হবনীয় দ্রব্যকে) অভিঘারণ করেন; তাহাতে কিন্তু চরকাধ্বর্য্যুগণ (—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্-গণ), পৃষদাজ্যকেই অগ্রে অভিঘারণ

*'বপা' শব্দের অর্থ—নিহত যজ্ঞীয় পশুর অন্ত্রাবরক ঝিল্লী। এই বিষয়ে তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলীতে একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"নাভেঃসমীপদেশে তু শরীরান্তরবর্ত্তিনী। হস্তমাত্রা পটীরূপা বপাং তাং পরিচক্ষতে"। ইত্যাদি। 'বপা'শব্দের এইপ্রকার অর্থ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের অনুবন্ধপশুযাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। প্রফেসার A.B. Keith 'বপা' শব্দের ভাষান্তর করিয়াছেন—"Omentum".

[১২৬ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

-ৰ্থায়িত্বম্ উক্তম্।৮ ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শম্

ভাষ্যানুবাদ

বর্ণিত হইয়াছে।৮ [আচ্ছা, কর্ম্মকাণ্ডে তাহা হয় হউক, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদ্-বাক্যসকলের স্বার্থে প্রামাণ্য কেন থাকিবে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিধির সহিত সম্বন্ধ (—একবাক্যতা) ব্যতিরেকে বেদবাক্যসকলের সার্থকতা কোথাও দেখা

ভাবদীপিকা [অর্থবাদের পরিচয়]

করেন'। এখানে বিভিন্ন পুরুষকর্তৃক বিরুদ্ধভাবে অনুষ্ঠানের কথন হইয়াছে বলিয়া পরকৃতি নামক অর্থবাদ হইল। **পুরাকল্প**—"ঐতিহ্যসমাচরিততয়া কীর্ত্তনং পুরাকল্পঃ", অর্থাৎ 'জন-শ্রুতিরূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া যে বর্ণনা, তাহা পুরাকল্প নামক অর্থবাদ। যথা—"তস্মাদ্বৈ এতেন পুরা ব্রাহ্মণা বহিষ্পবমানং সামস্তোমমস্তোষন্"—'সেইহেতু ইহার দ্বারা পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ সামবেদপঠিত বহিষ্পবমান স্তোমকে (—মন্ত্রবিশেষের সমষ্টিকে) স্তব করিয়াছিলেন', ইত্যাদি। ভট্টপাদ আচার্য্য **কুমারিল** বলেন—এক পুরুষকর্তৃক যে উপাখ্যান, তাহা **পরকৃতি,** এবং একাধিক পুরুষকর্তৃক যে উপাখ্যান, তাহা **পুরাকল্প।** যাহাহউক গূঢ়ভাবে স্তুতি বা নিন্দা বুঝায় বলিয়া পরকৃতি এবং পুরাকল্পকে অর্থবাদ বলা হয়। এই সকলপ্রকার অর্থবাদই উক্ত গুণবাদ অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদেরই অন্তর্গত।

(৫) **'একবাক্যতা'** শব্দের অর্থ 'একই অর্থ প্রতিপাদন করা'। রত্নপ্রভাকার বলেন—এখানে 'পদৈকবাক্যতার' কথা বলা হইয়াছে। জৈমিনিসূত্রের বৃত্তিকার রামেশ্বর সূরী বলেন—এখানে 'বাক্যৈকবাক্যতা' হইয়াছে। যাহাহউক বিধিবাক্য বা নিষেধবাক্যের সহিত একই অর্থ প্রতিপাদন করতঃ একবাক্যভাব প্রাপ্ত হইয়াই অর্থবাদবাক্যসকলের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য। ১।৩।৮ 'দেবতাধিকরণে' এই সকল বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অর্থবাদচিন্তানন্তরং মন্ত্রচিন্তা কৃতা, "ইষে ত্বা" (তৈঃ সং ১।১।১) ইতি মন্ত্রে 'ছিনদ্মি' ইতি অধ্যাহারাৎ শাখাচ্ছেদনক্রিয়াপ্রতীতেঃ, "অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদৌ চ ক্রিয়াসাধনদেবতাদিপ্রতীতেঃ, মন্ত্রাঃ শ্রুত্যাদিভিঃ ক্রতৌ বিনিযুক্তাঃ। তে কিমুচ্চারণমাত্রেণ অদৃষ্টং কুর্ব্বন্তঃ ক্রতৌ উপকুর্ব্বন্তি, উত দৃষ্টেনৈব অর্থস্মরণেন ইতি সন্দেহে—চিন্তাদিনা অপি অধ্যয়নকালাবগতমন্ত্রার্থস্য স্মৃতিসম্ভবাৎ অদৃষ্টার্থা মন্ত্রা ইতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তঃ—"অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৪০) ইতি লোকবেদয়োঃ বাক্যার্থস্য অবিশেষাৎ মন্ত্রবাক্যানাং দৃষ্টেনৈব স্বার্থপ্রকাশনেন ক্রতূপকারকত্ব-সম্ভবাৎ, দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনানুপপত্তেঃ, ফলবদনুষ্ঠানাপেক্ষিতেন ক্রিয়াতৎসাধনস্মরণেন দ্বারেণ মন্ত্রাণাং কর্ম্মাঙ্গত্বম্। "মন্ত্রৈরেবার্থঃ স্মর্ত্তব্যঃ" ইতি নিয়মস্তু অদৃষ্টার্থ ইতি। তথা চ অর্থ-বাদানাং স্তুতিপদার্থদ্বারা পদৈকবাক্যত্বং বিধিভিঃ, মন্ত্রাণাং তু বাক্যার্থজ্ঞানদ্বারা তৈঃ বাক্যৈক-বাক্যত্বম্ ইতি বিভাগঃ। ননু অস্তু কর্ম্মপ্রকরণস্থবাক্যানাং বিধ্যেকবাক্যত্বম্, বেদান্তানাং তু সিদ্ধে প্রামাণ্যং কি ন স্যাদিতি তত্র আহ—ন **ক্বচিদপি** ইতি। বেদান্তাঃ বিধ্যেক-বাক্যত্বেন এব অর্থবন্তঃ, সিদ্ধার্থাবেদকত্বাৎ, মন্ত্রার্থবাদাদিবৎ ইত্যর্থঃ। অন্যত্র ক্বচি

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তরেণ অর্থবত্তা দৃষ্টা উপপন্না বা ।৯ ন চ পরিনিষ্ঠিতে বস্তুস্বরূপে বিধিঃ সম্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়ত্বাৎ বিধেঃ ।১০ তস্মাৎ কর্ম্মাপেক্ষিত-কর্ত্তৃদেবতাদিস্বরূপপ্রকাশনেন * ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তানাম্ ।১১ অথ প্রকরণান্তরভয়াৎ ন এতৎ অভ্যুপগম্যতে, তথাপি

* "কর্ত্তৃস্বরূপদেবতাদি-", ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

যায় না, অথবা তাহা সঙ্গতও নহে, [কারণ যজ্ঞাদিক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধশূন্য সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনদ্বারা কোনপ্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না]।৯ [যদি বল—ভিন্নপ্রকরণস্থ কর্ম্মবোধক বিধির অঙ্গরূপে কল্পনা করা অপেক্ষা ব্রহ্মেই স্বতন্ত্রভাবে বিধির কল্পনা করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পরিনিষ্ঠিত বস্তুর স্বরূপে বিধি সম্ভব নহে; [যদি বল—কেন সম্ভব নহে ? 'দধ্না জুহোতি' ইত্যাদি স্থলে তো সিদ্ধবস্তুতে বিধি দৃষ্ট হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলা যায় না ;] কারণ বিধি ক্রিয়াকেই বিষয় করে (৬)।১০ সেইহেতু কর্ম্মে অপেক্ষিত যে কর্ত্তা এবং দেবতাদির স্বরূপ, তাহাদিগের প্রকাশনের দ্বারা উপনিষৎসকল হয় ক্রিয়াবিধিশেষ (—কর্ম্মবোধক বিধির অঙ্গ)।১১ [ইহা ভট্টপাদ আচার্য্য কুমারিলের মত]। আর যদি প্রকরণান্তরের ভয়ে ইহা স্বীকার না করা হয় (—যদি বলা হয়, বেদের কর্ম্মবোধক প্রকরণ হইতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক প্রকরণ ভিন্ন, সেইহেতু উপনিষৎসকল ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করিতে পারে না), তাহা হইলেও [উপনিষৎসকল] স্ববাক্যগত উপাসনাদিরূপ কর্ম্মই প্রতিপাদন করে (—উপনিষৎ-সকলের মধ্যে যে উপাসনা এবং শ্রবণ ও মননাদি ক্রিয়ার বর্ণনা দেখা যায়, তাহা প্রতিপাদন করাই উপনিষৎসকলের তাৎপর্য্য, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদনে

ভাবদীপিকা

(৬) এখানে ভাব এই—ক্রিয়াতে প্রয়োগযোগ্য সাধনরূপেই দধি প্রভৃতি উৎপাদ্য সিদ্ধবস্তুতে বিধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনুৎপাদ্য ও অপ্রযোজ্যস্বরূপ যে নিত্য কূটস্থ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু, তিনি ক্রিয়ার সাধন হইতে পারেন না বলিয়া তাঁহাতে বিধি সম্ভব হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেদান্তেষু কল্প্যতামিতি তত্র আহ—**উপপন্না বা** ইতি। 'ন' ইত্যনুষঙ্গঃ। সিদ্ধে ফলাভাবস্য উক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তর্হি ব্রহ্মণ্যেব স্বার্থে বিধিঃ কল্প্যতাং, কৃতং বেদান্তানাং বিধ্যন্তরশেষত্বেন ইত্যত আহ—**ন চ** ইতি। ননু "দধ্না জুহোতি" ইতি সিদ্ধে দধনি বিধিঃ দৃষ্টঃ, তত্র আহ—**ক্রিয়া** ইতি। দধ্নঃ ক্রিয়াসাধনস্য প্রযুজ্যমানতয়া সাধ্যত্বাৎ বিধেয়তা, নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মণঃ কথমপি অসাধ্যত্বাৎ ন বিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। ভাট্টমতমুপসংহরতি—**তস্মাৎ** ইতি। স্বয়মেব অরুচিং বদন্ পক্ষান্তরম্ আহ—**অথ** ইতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্ ।১২ তস্মাৎ ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বম্ ।১৩ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

নহে (৭) ।১২ সেইহেতু ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিতা (—বেদরূপ প্রমাণগম্যতা) সিদ্ধ হয় না (—যাহা ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, এতাদৃশ জ্ঞেয় শুদ্ধ সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু জগৎকারণরূপে বেদান্তে প্রতিপাদিত হয় নাই) ।১৩ এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥

পদচ্ছেদ—তৎ, তু, সমন্বয়াৎ।

সূত্রার্থ—[অত্র সর্ব্বে বেদান্তাঃ বিষয়ঃ। তে কিং কর্ম্মশেষকর্ত্রাদিপরাঃ, উত নিত্যসিদ্ধজ্ঞেয়ব্রহ্মপরাঃ ইতি সন্দেহে, 'কর্ম্মশেষকর্ত্রাদিপরাঃ এব' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু** শব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ, [বেদান্তাঃ কর্ম্মাঙ্গভূতকর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ]। **তৎ**—ব্রহ্ম [বেদান্তেষু প্রতিপাদ্যতে। কুতঃ?] **সমন্বয়াৎ**—[সম্যক্ অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ সমন্বয়াৎ]—সম্যক্ তাৎপর্য্যবত্ত্বেন বেদান্তানাং ব্রহ্মণি অন্বয়াৎ—সম্বন্ধাৎ ইত্যর্থঃ। [অতঃ বেদান্তাঃ নিত্যসিদ্ধজ্ঞেয়ব্রহ্মপরাঃ এব, ন কর্ম্মাঙ্গভূতকর্ত্রাদিপরাঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[এখানে উপনিষৎসকলই বিষয়। তাহারা কি কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতিকে প্রতিপাদন করে, অথবা নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে "কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতিকেই প্রতিপাদন করে", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু** শব্দটী—পূর্ব্বপক্ষনিরাকরণের জন্য, [অর্থাৎ বেদান্তসকল কর্ম্মাঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতিকে প্রতিপাদন করে না]। **তৎ**—ব্রহ্ম [বেদান্তসকলে প্রতিপাদিত হইতেছেন। কি প্রকারে? তাহা বলা হইতেছে—] **সমন্বয়াৎ**—[সম্যক্ অন্বয়ই সমন্বয়, সেই সমন্বয়বশতঃ; অর্থাৎ] যেহেতু বেদান্তসকল সম্যক্ তাৎপর্য্যবান্‌রূপে ব্রহ্মে অন্বিত (—সম্বদ্ধ) হয়, সেইহেতু। [অতএব বেদান্তসকল নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মই প্রতিপাদন করে, কিন্তু কর্ম্মাঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতিকে প্রতিপাদন করে না, ইহাই তাৎপর্য্য]।

ভাবদীপিকা

(৭) ইহা প্রাচীন বৃত্তিকার ভগবান্ **উপবর্ষের** মত। ইনি [এবং আচার্য্য **প্রভাকর**] 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদী'। এই 'বাদ' এই অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে আলোচিত হইবে। এই 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' অবলম্বনে ভগবান্ বৃত্তিকার বলেন— 'উপাসনাই সেই ক্রিয়া'। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা যদিও অসৎ, অর্থাৎ জীব যদিও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে, তথাপি নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) এইপ্রকারে অহংগ্রহ উপাসনা করিলে তাহার প্রভাবে অবিদ্যারূপ মল বিনষ্ট হয় এবং জীবের মোক্ষ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বর্ণকে ইঁহার এই মত নিরাকৃত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।১ তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদেব অবগম্যতে।২ কথম্? ৩ সমন্বয়াৎ।৪ সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণ এতস্য অর্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ,

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্ত—কুমারিলমতখণ্ডন। বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই জগতের কারণ। তাঁহাতেই বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয়।]

[সিদ্ধান্ত—সূত্রস্থ] তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য।১ [সূত্রস্থ "তৎ" পদের অর্থ—ব্রহ্ম], সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ, ইহা বেদান্তশাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়।২ [যদি বল—] কিপ্রকারে 'তাহা অবগত হওয়া যায়'? ৩ [তদুত্তরে সূত্রে বলা হইল—] "সমন্বয়াৎ"—সমন্বয় হইতে (—বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য্যনির্ণয় হইতে, 'তাহা অবগত হওয়া যায়']।৪ যেহেতু সমস্ত বেদান্তে বাক্যসকল তাৎপর্য্যদ্বারা এই অর্থেরই প্রতিপাদকরূপে সমনুগত (—সম্যগ্‌রূপে অন্বিত) হয়, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক এবং অদ্বিতীয় 'সৎ-রূপেই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সিদ্ধান্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—**তুশব্দ** ইতি। তদ্ ব্রহ্ম বেদান্তপ্রমাণকম্ ইতি প্রতিজ্ঞাতে অর্থে হেতুং পৃচ্ছতি—**কথম্** ইতি। হেতুমাহ—**সম** ইতি। অন্বয়ঃ—তাৎপর্য্যবিষয়ত্বম্, তস্মাৎ ইত্যেব হেতুঃ। তাৎপর্য্যস্য সম্যক্ত্বম্ অখণ্ডার্থবিষয়কত্বং সূচয়িতুং 'সম্'-পদং প্রতিজ্ঞান্তর্গতমেব। তথা চ 'অখণ্ডং ব্রহ্ম বেদান্তজপ্রমাবিষয়ঃ, বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ, যঃ যদ্বাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ, স তদ্বাক্যপ্রমেয়ঃ, যথা কর্ম্মবাক্যপ্রমেয়ঃ ধর্ম্মঃ' ইতি প্রয়োগঃ। বাক্যার্থস্য অখণ্ডত্বম্—অসংসৃষ্টত্বম্। বাক্যস্য চ অখণ্ডার্থকত্বম্—স্বপদোপস্থিতাঃ যে পদার্থাঃ তেষাং যঃ সংসর্গঃ তদগোচরপ্রমাজনকত্বম্। ন চ ইদমপ্রসিদ্ধম্, প্রকৃষ্টপ্রকাশচন্দ্র ইত্যাদিলক্ষণবাক্যানাং লোকে লক্ষণয়া চন্দ্রাদিব্যক্তিমাত্রপ্রমাহেতুত্বাৎ। সর্ব্বপদলক্ষণা চ অবিরুদ্ধা, সর্ব্বৈরর্থবাদপদৈরেকস্যাঃ স্তুতের্লক্ষ্যত্বাঙ্গীকারাৎ। তথা সত্যজ্ঞানাদিপদৈরখণ্ডং ব্রহ্ম ভাতীতি ন পক্ষাসিদ্ধিঃ। নাপি হেত্বসিদ্ধিঃ, উপক্রমাদিলিঙ্গৈঃ বেদান্তানাম্ অদ্বিতীয়াখণ্ডব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনির্ণয়াৎ। তত্র ছান্দোগ্যষষ্ঠে উপক্রমং দর্শয়তি—**সদেব** ইতি। উদ্দালকঃ পুত্রমুবাচ—'হে সোম্য প্রিয়দর্শন, ইদং সর্ব্বং জগৎ অগ্রে—উৎপত্তেঃ প্রাক্কালে, সৎ—অবাধিতং ব্রহ্মৈবাসীৎ'। 'এব'কারেণ জগতঃ পৃথক্‌সত্তা নিষিধ্যতে। সতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদনিরাসার্থম্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি পদত্রয়ম্। এবমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মোপক্রম্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যুপসংহরতি। ইদমুপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যং তাৎপর্য্যলিঙ্গম্ (১)। তথা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি নবকৃত্বঃ অভ্যাসঃ (২)। রূপাদিহীনাদ্বিতীয়ব্রহ্মণঃ মানান্তরাযোগ্যত্বাৎ অপূর্ব্বত্বমুক্তম্ (৩)—"অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে" (ছাঃ ৬।১৩।২) ইতি। সংঘাতে স্থিতং প্রত্যগ্‌ব্রহ্ম ন জানাসীত্যর্থঃ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি ব্রহ্ম-

শাঙ্করভাষ্যম্

একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), "আত্মা বৈ ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ" (ঐতঃ ১।১।১) "তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ (বৃঃ ২।৫।১৯), "ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুণ্ডঃ ২।২।১১) ইত্যাদীনি।৫ ন চ তদ্‌গতানাং পদানাং ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়ে অবগম্যমানে অর্থান্তরকল্পনা যুক্তা, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ।৬ ন চ তেষাং কর্ত্তৃস্বরূপ-

ভাষ্যানুবাদ

বর্ত্তমান ছিল", "ইহা (—এই জগৎ) সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল", "সেই এই [অপরোক্ষ] ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (—কারণবিহীন), অনপর (—কার্য্য-বিহীন), অনন্তর (—স্বগতভেদবিহীন, একরস), অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদবিহীন, অদ্বিতীয়) এই আত্মাই ব্রহ্ম, তিনি সকল বিষয়ের অনুভবকর্ত্তা (—অধিষ্ঠানরূপে সর্ব্বপ্রকাশক, চিন্মাত্রস্বরূপ"), "অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই এই সম্মুখে বর্ত্তমান", ইত্যাদি।৫ আর ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে তদ্‌গত (—বেদান্তবাক্যগত) পদসমূহের নিশ্চিত সমন্বয় অবগত হওয়া যাইলে, তাহাদের অন্যপ্রকার অর্থ (—কর্ম্মপ্রতিপাদকতা) কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু [তাহা করিলে] শ্রুতহানি (—শ্রুতিপ্রতিপাদিত বিষয়ের পরিত্যাগ) এবং অশ্রুতকল্পনা (—যাহা শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয় নাই, তাদৃশ বিষয়ের গ্রহণ) হইয়া পড়িবে।৬ আর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-জ্ঞানাৎ ফলমুক্তম্ বিদুষঃ (৪)। তস্য যাবৎ কালং দেহঃ ন বিমোক্ষ্যতে, তাবদেব দেহপাতপর্য্যন্তঃ বিলম্বঃ। অথ দেহপাতানন্তরং বিদ্বান্ ব্রহ্ম সম্পৎস্যতে, বিদেহকৈবল্যমনুভবতীত্যর্থঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদ্যদ্বিতীয়জ্ঞানার্থঃ অর্থবাদঃ (৫)। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ প্রকৃত্য-তিরেকেণ বিকারো নাস্তীত্যুপপত্তিঃ উক্তা (৬)। এবং ষড়্‌বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি ব্যস্তানি সমস্তানি বা প্রতিবেদান্তং দৃশ্যন্তে ইত্যৈতরেয়কোপক্রমবাক্যং পঠতি—আত্মা বৈ ইতি। বৃহদারণ্যকে মধুকাণ্ডোপসংহারবাক্যং সদাত্মনো নির্ব্বিশেষত্বার্থমাহ—তদেতদ্ ইতি। মায়াভির্ব্বহুরূপং তদ্ ব্রহ্ম। এতৎ অপরোক্ষম্। অপূর্ব্বং কারণশূন্যম্। অনপরং কার্য্যরহিতং। অনন্তরং জাত্যন্তরমস্য নাস্তি ইত্যনন্তরম্, একরসমিত্যর্থঃ। অবাহ্যম্ অদ্বিতীয়ম্। তস্য অপরোক্ষ-মুপপাদয়তি—অয়ম্ ইতি। সর্ব্বমনুভবতীতি সর্ব্বানুভূঃ, চিন্মাত্রমিত্যর্থঃ। ঋগ্‌যজুঃসামবাক্যানি উক্ত্বা আথর্ব্বণবাক্যমাহ—ব্রহ্ম এব ইদম্ ইতি। যৎ পুরস্তাৎ পূর্ব্বদিগ্‌বস্তুজাতম্ ইদম্ অজ্ঞৈব অবিদুষাং ভাতি, তদ্ অমৃতং ব্রহ্মৈব বস্তু বিদুষামিত্যর্থঃ। আদিপদেন "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদিবাক্যানি গৃহ্যন্তে। নমু অস্তু ব্রহ্মণস্তাৎপর্য্যবিষয়ত্বং, বেদান্তানাং কার্য্যমেবার্থঃ কিং ন স্যাদিতি, তত্র আহ—ন চ ইতি। বেদান্তানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যে নিশ্চীয়মানে কার্য্যপর-

শাঙ্করভাষ্যম্

-প্রতিপাদনপরতা অবসীয়তে; 'তৎ কেন কং পশ্যেৎ' (বৃঃ ২।৪।১৩) ইত্যাদি ক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ।৭ ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তু-স্বরূপত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বং ব্রহ্মণঃ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রম্ অন্তরেণ অনবগম্যমানত্বাৎ।৮ যত্তু হেয়োপাদেয়রহিতত্বাৎ উপদেশানর্থক্যম্ ইতি।৯ নৈষঃ দোষঃ, হেয়োপাদেয়শূন্যব্রহ্মাত্মতাবগমাদেব সর্ব্বক্লেশপ্রহাণাৎ পুরুষার্থ-

ভাষ্যানুবাদ

তাহারা (—বেদান্তবাক্যসকল, কর্ম্মাঙ্গভূত] কর্ত্তার স্বরূপ প্রতিপাদকরূপে পর্য্য-বসিত হয়, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু "তখন (—বিদ্যাকালে) কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে", ইত্যাদি ক্রিয়া কারক এবং ফলের নিরাকরণসূচক শ্রুতি আছে।৭ আর ব্রহ্ম পরিনিষ্ঠিত বস্তুস্বরূপ (— নিত্য বর্ত্তমান ভাববস্তুস্বরূপ) হইলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহেন, যেহেতু "তাহা (—সেই ব্রহ্ম) তুমিই", এই শাস্ত্র-বাক্য ব্যতিরেকে ব্রহ্মাত্মভাব (—জীব যে ব্রহ্ম, ইহা) অবগত হওয়া যায় না (৮)।৮

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে মোক্ষসিদ্ধি। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানান্তে উপাসনা অসম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে—[ব্রহ্ম] ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহেন বলিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ অনর্থক, ইত্যাদি (১২৬ পৃঃ)।৯ [তদুত্তরে বলা যায়—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু যাঁহাকে ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না, সেই ব্রহ্মকে আত্মরূপে অবগত হইলেই সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় বলিয়া পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।১০ ["তথাপি

ভাবদীপিকা

(৮) এখানে ১২৫ পৃঃ (৩) ভাবদীপিকাতে পরিস্কৃত সংশয়ের উত্তর প্রদত্ত হইল। তাহার ভাব এই—শ্রুতির প্রামাণ্য অন্যনিরপেক্ষ হওয়ায় অনুভূত, বা অনুভবের বিরোধি বস্তু প্রতি-পাদনরূপ দোষ হয় না। আর সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত হন না বলিয়া শ্রুতির অজ্ঞাতজ্ঞাপকতাও ব্যাহত হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন হ্যুক্তম্, "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" ইতি ন্যায়াৎ ইত্যর্থঃ। যদুক্তম্, অর্থবাদন্যায়েন বেদান্তানাং কর্ত্রাদিস্তাবকত্বমিতি তত্রাহ—ন চ তেষাম্ ইতি (১৩২ পৃঃ)। তেষাং কর্ম্মশেষস্তাবকত্বং ন ভাতি, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মতৎসাধননাশকত্বমেব। 'তৎ তত্র বিদ্যাকালে কঃ কর্ত্তা কেন করণেন কং বিষয়ং পশ্যেৎ' ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অর্থবাদানাং তু স্বার্থে ফলাভাবাৎ স্তুতিলক্ষণতেতি ভাবঃ। যদুক্তং সিদ্ধত্বেন মানান্তরবেদ্যং ব্রহ্ম ন বেদার্থ ইতি, তত্র আহ—ন চ পরি ইতি। "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি শাস্ত্রমন্তরেণেতি সম্বন্ধঃ। 'ধর্ম্মঃ ন বেদার্থঃ, সাধ্যত্বেন পাকবৎ মানান্তরবেদ্যত্বাৎ'। যদি বেদং বিনা ধর্ম্মস্য অনির্ণয়াৎ ন মানান্তরবেদ্যতা, তদা ব্রহ্মণ্যপি তুল্যম্। যচ্চ উক্তং নিষ্ফলত্বাৎ ব্রহ্ম ন বেদার্থ ইতি, তদমুষ্য পরিহরতি—যত্তু ইত্যাদিনা। রহিতত্বাৎ—

শাঙ্করভাষ্যম্

-সিদ্ধেঃ। ১০ দেবতাদিপ্রতিপাদনস্য তু স্ববাক্যগতোপাসনার্থত্বেঽপি ন কশ্চিৎ বিরোধঃ।১১ ন তু তথা ব্রহ্মণঃ উপাসনাবিধিশেষত্বং সম্ভবতি, একত্বে হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ক্রিয়াকারকাদিদ্বৈতবিজ্ঞানোপমর্দ্দোপপত্তেঃ। ১২ ন হি একত্ববিজ্ঞানেন

ভাষ্যানুবাদ

স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্" (১৩০ পৃঃ) ইত্যাদি, এই আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন—উপনিষদে উপাসনাপ্রকরণে] দেবতা প্রভৃতির যে প্রতিপাদন, তাহা কিন্তু স্ববাক্যগত উপাসনারূপ প্রয়োজনের জন্য হইলেও কোনপ্রকার বিরোধ হয় না (৯)।১১ কিন্তু সেইরূপে (—প্রাণাদি দেবতা এবং অধ্যস্তগুণযুক্ত ব্রহ্মের ন্যায়, অধ্যস্তগুণহীন] ব্রহ্ম উপাসনাবোধক বিধির অঙ্গ হইবেন, ইহা সম্ভব নহে (—তাদৃশ জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না), যেহেতু ['আমিই ব্রহ্ম', এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের] একত্বের জ্ঞান হইলে [স্বাভিন্ন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম] ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য না হওয়ায় ক্রিয়া এবং কারক প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞানের উপমর্দ্দ (—নাশ) সঙ্গত।১২ [যদি বলা হয়—সংস্কারবলে পুনরায় দ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া উপাসনার বিধানই সঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব ও ব্রহ্মের] একত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা উন্মথিত

ভাবদীপিকা

(৯) এখানে তাৎপর্য্য এই—চিত্তের শুদ্ধতা, একাগ্রতা, ক্রমমুক্তি ও তত্তৎ অন্যবিধ ফললাভের জন্য উপনিষদের উপাসনাপ্রকরণে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রাণবিদ্যা ও সগুণব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ উপাসনার জন্য প্রাণাদি দেবতা, অধ্যস্তগুণযুক্ত ব্রহ্ম, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম এবং তত্তৎ উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ ও ফলসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্র উপনিষদে কেবলমাত্র তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সুতরাং উপনিষৎসকল জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ অপূর্ব্ব বিষয়ও প্রতিপাদন করে, ইহাতে কোনপ্রকার বিরোধ নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ভিন্নত্বাৎ ব্রহ্মণ ইতি শেষঃ। যদপি উক্তম্—'উপাসনাপরত্বং বেদান্তানাম্' ইতি। তত্র কিং প্রাণপঞ্চাগ্ন্যাদিবাক্যানাম্, উত সর্ব্বেষামিতি? তত্র আদ্যম্ অঙ্গীকরোতি—**দেবতাদি** ইতি জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণঃ ফলং চ আদিশব্দার্থঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিধিশূন্যানাং "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২.১.১) ইত্যাদীনাং স্বার্থে ফলবতাম্ উপাসনাপরত্বকল্পনাযোগাৎ। কিঞ্চ তদর্থস্য ব্রহ্মণস্তচ্ছেষত্বং জ্ঞানাৎ প্রাগ্ ঊর্দ্ধং বা ? আদ্যে অধ্যস্তগুণবতঃ তস্য তচ্ছেষত্বে অপি ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**ন তু তথা** ইতি। প্রাণাদিদেবতাবদিত্যর্থঃ। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি একত্বে জ্ঞাতে সতি হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ব্রহ্মাত্মনঃ ফলাভাবাৎ উপাস্যোপাসকদ্বৈতজ্ঞানস্য কারণস্য নাশাৎ চ ন উপাসনাশেষত্বমিতি আহ—**একত্বে** ইতি। দ্বৈতজ্ঞানস্য সংস্কারবলাৎ পুনরুদয়ে [উপাসনা-] বিধানমিতি ইতি আহ—**নহি** ইতি। দৃঢ়স্যেতি শেষঃ। ভ্রান্তিত্বানিশ্চয়ঃ দার্ঢ্যম্। সংস্কারোৎথং তু ভ্রান্তিঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

উন্মথিতস্য দ্বৈতবিজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবঃ অস্তি, যেন উপাসনাবিধি-শেষত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যেত * ।১৩ যদ্যপি অন্যত্র বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শম্ অন্তরেণ প্রমাণত্বং ন দৃষ্টং, তথাপি আত্মবিজ্ঞানস্য ফলপর্য্যন্তত্বাৎ, ন তদ্বিষয়স্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুম্।১৪ ন চ অনুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং, যেন অন্যত্র

* 'প্রতিপদ্যেত', ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[১৩৭ পৃঃ]

(—ভ্রান্তিত্ব নিশ্চিত হওয়ায় সমূলে নাশপ্রাপ্ত, দৃঢ়] দ্বৈতবিজ্ঞানের পুনরুৎপত্তি কদাপি সম্ভব হয় না, যাহার (—যে কারণের) দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনাবিধিশেষত্ব প্রতি-পাদিত হইবে (—ব্রহ্ম বিধিবোধিত উপাসনার অঙ্গরূপে প্রতিপাদিত হইবেন)।১৩

[সিঃ—কর্ম্মকাণ্ডে বেদবাক্যের প্রামাণ্য বিধিসম্বন্ধজনিত, জ্ঞানকাণ্ডে তাহা অনাবশ্যক।]

["ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাম্" (১২৮ পৃঃ) ইত্যাদি আক্ষেপের সমাধান করি-তেছেন—] যদিও অন্য স্থলে (—কর্ম্মকাণ্ডে, অর্থবাদাদি-] বেদবাক্যসকলের প্রামাণ্য বিধিসংস্পর্শ ব্যতিরেকে দেখা যায় না, তাহা হইলেও আত্মবিজ্ঞান ফল পর্য্যন্ত হওয়ায় (—মোক্ষরূপ ফলেই আত্মবিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি হওয়ায়) তদ্বিষয়ক শাস্ত্রের (—মোক্ষের কারণজ্ঞাপক বেদান্তশাস্ত্রের, নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মবস্তুতে] প্রামাণ্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।১৪ আর [বেদান্তশাস্ত্রের প্রামাণ্য] অনুমানগম্য নহে (১০), যেহেতুবশতঃ অন্যত্র দৃষ্ট নিদর্শনের (—দৃষ্টান্তের) অপেক্ষা

ভাবদীপিকা [প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য]

(১০) এখানে তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করে বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। উপনিষৎসকল বেদের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাদের প্রামাণ্যও সুতরাং ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদনের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ 'ক্রিয়ার্থকত্বরূপ' হেতুর দ্বারাই বেদরূপ শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য অনুমিত হইবে। ক্রিয়াপ্রতিপাদন না করিয়া ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিলে বেদের, সুতরাং উপনিষদের প্রামাণ্যই ব্যাহত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। এতাদৃশ সংশয়ের উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"ন চ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিশ্চিতং ন বিধিনিমিত্তম্। যেন ইতি, উপাসনায়াং কারণস্য সত্বেন ইত্যর্থঃ। বেদ-প্রামাণ্যস্য ব্যাপকং ক্রিয়ার্থকত্বম্ অনুবদতি—যদ্যপি ইতি। কর্ম্মকাণ্ডে অর্থবাদাদীনাম্ ইত্যর্থঃ। তথা চ ব্যাপকাভাবাৎ বেদান্তেষু ব্যাপ্যাভাবানুমানমিতি ভাবঃ। "বেদান্তাঃ ন স্বার্থে মানম্, অক্রিয়ার্থত্বাৎ 'সঃ অরোদীৎ' ইত্যাদিবৎ" ইত্যনুমানে নিষ্ফলার্থকত্বম্ উপাধিরিতি আহ—তথাপি ইতি। অর্থবাদানাং নিষ্ফলস্বার্থামানত্বে অপি ইত্যর্থঃ।তদ্বিষয়স্য—তৎকরণস্য। স্বার্থে—ব্রহ্মাত্মনীতি শেষঃ। সফলজ্ঞানকরণত্বেন বেদান্তানাং স্বার্থে মানত্বসিদ্ধেঃ ন ক্রিয়ার্থকত্বং তদ্ব্যাপকমিতি ভাবঃ। নন্ মা ভূদ্বেদপ্রামাণ্যস্য ব্যাপকং ক্রিয়ার্থকত্বং, ব্যাপ্যং তু ভবিষ্যতি, তদভাবাৎ বেদান্তানাং প্রামাণ্যং দুর্জ্ঞানমিতি, ন ইত্যাহ— ন চ ইতি। যেন বেদপ্রামাণ্যং

ভাবদীপিকা [প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য]

অনুমানগম্যম্" ইত্যাদি (১৫ বাক্য)। ইহার তাৎপর্য্য এই—শব্দ প্রভৃতি প্রমাণসকল স্বতঃপ্রমাণ, তাহাদের প্রামাণ্যের জন্য অনুমানাদি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। [লক্ষ্য করিতে হইবে—ইহা প্রমার প্রামাণ্যের বিচার নহে ; পরন্তু প্রমাণের প্রামাণ্যের বিচার।] যাহার দ্বারা কোন বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে বলে—**প্রমাণ।** আর যাহা বাধিত হয় না, যদ্বিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় হয় না এবং যাহা পূর্ব্বে বিজ্ঞাত হয় নাই, এতাদৃশ যে বস্তু, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জনক হওয়াকেই বলে প্রমাণসকলের **প্রামাণ্য।** প্রমাণসকলের এই যে প্রামাণ্য, অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানজনকতা, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ; অর্থাৎ তাদৃশ প্রমাজ্ঞান উৎপাদনের জন্য প্রমাণ স্বভিন্ন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। যেমন ধরা যাউক, চক্ষুরূপ করণের দ্বারা ঘটকে অবগত হওয়া যায় বলিয়া ঘটজ্ঞানের প্রতি চক্ষুই প্রমাণ। এই যে চক্ষুরূপপ্রমাণ, তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, কারণ চক্ষুদ্বারা যখন অবাধিত, সংশয়াতীত ও অজ্ঞাত ঘটের জ্ঞান হয়, তখন যে চক্ষুরূপ প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ ঘটের জ্ঞান হয়, সেই চক্ষু প্রমাণ কি না, অর্থাৎ 'অন্য প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়া তাহা ঘটের যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে কি না', এইপ্রকারে তাহার প্রামাণ্যসম্বন্ধে কোনও সংশয় কাহারও হয় না। সেইহেতু চক্ষুরূপ প্রমাণকে স্বতঃপ্রমাণ বলিতে হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি ছয়টী প্রমাণকেই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ স্ব স্ব যোগ্য প্রমার উৎপাদনে তাহারা স্বভিন্ন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। ভাষ্যে "ন চ অনুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্", এই বাক্যে শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে।

সংশয়—যদি বলা হয়, চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানরূপ কার্য্যকে প্রমা বলিয়া বুঝিলে তাহার যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং প্রমারূপ কার্য্যের দ্বারা অবগত হওয়া যায় বলিয়া 'প্রমাণের যে প্রামাণ্য' (—অবাধিত অনধিগত জ্ঞানের জনক হওয়া), তাহাকে অনুমানগম্যই বলিতে হইবে। অতএব প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় কিপ্রকারে ? **সমাধান**—তদুত্তরে বলা যায়, "প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞানের জন্য" অনুমানাদি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা থাকিলেও "প্রমাণের প্রামাণ্যে, অর্থাৎ প্রমারূপ কার্য্যোৎপাদনে" তাহা স্বভিন্ন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। এই যে প্রমা উৎপাদনে স্বভিন্ন কারণান্তরের অপেক্ষা না করা, ইহাই প্রমাণসকলের স্বতঃপ্রামাণ্য, এই কথাই এখানে বলা হইতেছে। আবার "প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞানের জন্য" প্রমাণান্তরের অপেক্ষা স্বীকার করিলেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ যদি প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে অন্য হেতুর দ্বারা অর্থাৎ 'ফলবদজ্ঞাতাবাধিতার্থতাৎপর্য্যকত্ব'রূপ হেতুর দ্বারা তাদৃশ সংশয় নিরাকৃত হয় ; অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সফল, অবাধিত ও অজ্ঞাত বিষয়ে তাৎপর্য্যবান্ হয় বলিয়াই সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চিত হয়, কিন্তু ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করে বলিয়া 'ক্রিয়ার্থকত্ব'রূপ হেতুর দ্বারা তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত (—অনুমিত) হয় না। কিন্তু ইহাও আপাততঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। বস্তুতঃ "প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞানের জন্যও" প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই, কারণ জ্ঞানকে প্রমা বলিয়া বুঝিলে, তাহার করণকে প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায় এবং জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিলে, তজ্জন্য

[১৩৫ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃষ্টং নিদর্শনম্ অপেক্ষেত।১৫ তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-প্রমাণকত্বম্।১৬ ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

করিবে।১৫ সেইহেতু (—বেদান্তসকলের প্রামাণ্য বিধির তুল্য (১১) হওয়ায়) ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা (—ব্রহ্ম একমাত্র বেদান্তরূপ শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, ইহা) সিদ্ধ হইল।১৬ [এইরূপে আচার্য্যপাদ কুমারিল ভট্টের মত নিরাকৃত হইল]।

প্রথম বর্ণকের [আদি হইতে অষ্টম বর্ণকের] ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য]

জ্ঞানকে প্রমা বলিয়া বুঝা যায়, বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। সুতরাং "প্রমার দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য বুঝা যায়", ইহা বলা যায় না। অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে, 'প্রমাণের প্রামাণ্য" (—প্রমারূপ কার্য্যোৎপাদন) এবং 'প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞান', উভয়ত্রই প্রমাণান্তরের অপেক্ষা না থাকায় প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ।

আর এক কথা, ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদনকেই প্রামাণ্য নিশ্চয়ের হেতু বলিলে, তাহা ব্যভিচারী হেতু হইবে, কারণ "কূপে পতিত হইবে" এইপ্রকার [লৌকিক] বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার দ্বারা ক্রিয়ার বোধ হইলেও, তাহার প্রামাণ্যবলে কেহ কূপে পতিত হয় না। সুতরাং ক্রিয়াপ্রতিপাদন করিলেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গপ্রতিপাদনে বিধিবাক্যসকলের প্রামাণ্য যেপ্রকার, ব্রহ্মপ্রতিপাদনে উপনিষদ্বাক্যসকলের প্রামাণ্যও সেইপ্রকার। ব্রহ্মপ্রতিপাদনের দ্বারা তাহাদের প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না।

(১১) ভাব এই—ফলবান্ ও অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায় যেমন বিধিবাক্যসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ বেদান্তবাক্যসকলের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়, কারণ তাহারাও মোক্ষরূপ অজ্ঞাত ফলের জ্ঞাপক।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্বস্য অনুমানগম্যত্বেন অন্যত্র কচিৎ দৃষ্টং দৃষ্টান্তমপেক্ষেত, তদেব নাস্তীত্যর্থঃ। চক্ষুরাদিবৎ বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যজ্ঞানাৎ ন তদ্ব্যাপ্তিলিঙ্গাদ্যপেক্ষা। প্রামাণ্যসংশয়ে তু ফলবদজ্ঞাতাবাধিতার্থ-তাৎপর্য্যাৎ প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ, ন ক্রিয়ার্থত্বেন। 'কূপে পতেৎ' ইতি বাক্যে ব্যভিচারাৎ ইতি ভাবঃ। বর্ণকার্থমুপসংহরতি—**তস্মাৎ** ইতি। সমন্বয়াদিত্যর্থঃ। বিধিবাক্যানামপি ফল-বদজ্ঞাতার্থত্বেন প্রামাণ্যং, তত্তুল্যং বেদান্তানামপি ইতি স্থিতম্। এবং পদানাং [কর্ম্মাপেক্ষিত-কর্তৃদেবতাদৌ] সিদ্ধে অর্থে ব্যুৎপত্তিমিচ্ছতাং ব্রহ্মনাস্তিকানাং মতং, ব্রহ্মণঃ মানান্তরাযোগ্যত্বাৎ সফলত্বাৎ চ বেদান্তৈকমেয়ত্বম্ ইতি উক্ত্যা নিরস্তম্।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্ (১২)

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেদান্ত উপাস্যব্রহ্মবোধক নহে, জ্ঞেয়ব্রহ্মবোধক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে ব্রহ্মের বেদান্তবেদ্যতা সিদ্ধ হইলেও উপাসনাদিবোধক বিধির বিষয়রূপেই ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্য, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে জগৎকারণতা ও মোক্ষহেতুতা প্রভৃতির প্রতিপাদকরূপে নহে; প্রসঙ্গতঃ এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত।
শাস্ত্রত্বাত্তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ॥
নাকর্ত্তৃতন্ত্রেঽস্তি বিধিঃ শাস্ত্রত্বং শংসনাদপি।
মননাদিঃ পুরা বোধাৎ ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ॥

অন্বয়—প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি, উত ব্রহ্মণি অবসিতাঃ? শাস্ত্রত্বাৎ মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ তে বিধাতারঃ। অকর্ত্তৃতন্ত্রে বিধিঃ ন অস্তি। শংসনাৎ অপি শাস্ত্রত্বম্। বোধাৎ পুরা মননাদিঃ। ততঃ ব্রহ্মণি অবসিতাঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইত্যাদি বেদান্তবাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তে কিং বিধেয়ধীবিষয়ত্বেন ব্রহ্মার্পয়ন্তি, উত সাক্ষাদ্ ইতি সিদ্ধে ব্যুৎপত্ত্যভাবভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—বেদান্তাঃ] প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি, উত ব্রহ্মণি অবসিতাঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[একদেশী বৃত্তিকারঃ মন্যতে—ব্রহ্মপরত্বেঽপি বেদান্তাঃ ন ব্রহ্মণি এব পর্য্যবস্যন্তি। কিং তর্হি? পারোক্ষ্যেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রতিপাদ্য পশ্চাৎ তদপরোক্ষায় প্রতিপত্তিং বিদধতি। তথাচ সতি বিধায়ক-] শাস্ত্রত্বাৎ, ["শ্রোতব্যঃ ইতি শাব্দজ্ঞানাত্মকং শ্রবণং বিধায় তদনন্তরং "মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ", ইতি বিধেয়ত্বেন] মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ তে [বেদান্তাঃ প্রতিপত্তেঃ] বিধাতারঃ [ভবন্তি]।

সিদ্ধান্ত—[কর্ম্মোপাসনাদিবৎ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুম্ অশক্যত্বেন] অকর্ত্তৃতন্ত্রে [ব্রহ্মণি] বিধিঃ ন অস্তি। [অনুষ্ঠেয়শাসনাদেব চ শাস্ত্রত্বং ন নিয়তম্, কিন্তু সিদ্ধবস্তু-] শংসনাৎ অপি শাস্ত্রত্বং [সিধ্যতি। "দশমস্ত্বমসি" ইতিবৎ চ প্রকৃতে শব্দস্যৈব অপরোক্ষানুভব-জনকত্বেন] বোধাৎ পুরা [অসম্ভাবনাদিনিবৃত্তয়ে] মননাদিঃ [বিহিতঃ]। ততঃ ["তত্ত্বমসি" ইত্যাদয়ঃ বেদান্তাঃ জ্ঞেয়ে নির্গুণে] ব্রহ্মণি অবসিতাঃ [ভবন্তি]।

অনুবাদ

সংশয়—["হে প্রিয়দর্শন, ইহা (—এই জগৎ) অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক এবং অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল", ইত্যাদি বেদান্তবাক্য এখানে বিষয়। তাহারা কি বিধেয় জ্ঞানের (—উপাসনার) বিষয়রূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ করে, অথবা সাক্ষাদ্ভাবে, এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(১২) "কার্য্যান্বিত পদার্থবোধনেই শব্দের শক্তি, সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনে নহে; সেইহেতু উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে উপাস্য ব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য", বৃত্তিকারের এই মত (৭ ভাবদীঃ) নিরাকরণের জন্য এক্ষণে দ্বিতীয় বর্ণক আরব্ধ হইতেছে।

[শব্দার্থে ব্যুৎপত্তির অভাব এবং সম্ভাববশতঃ সংশয় হইতেছে—উপনিষৎসকল] প্রতিপত্তির (—উপাসনার) বিধান করিতে ইচ্ছা করে, অথবা ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয় (—নির্গুণব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করে) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[একদেশী বৃত্তিকার মনে করেন—উপনিষৎসকল ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিলেও, ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয় না। তবে কি প্রতিপাদন করে ? [উত্তর—] ব্রহ্মতত্ত্বকে পরোক্ষভাবে প্রতিপাদন করিয়া পরে তাহার অপরোক্ষের জন্য উপাসনার বিধান করে। আর এইপ্রকার হইলে বিধায়ক-] শাস্ত্র হওয়ায় এবং ["শ্রোতব্যঃ" এইরূপে শাব্দজ্ঞানাত্মক শ্রবণের বিধান করিয়া তদনন্তর "মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে", এইপ্রকারে বিধেয়রূপে] মননাদি বর্ণিত হওয়ায় তাহারা (—উপনিষৎসকল, উপাসনার] বিধায়ক।

সিদ্ধান্ত—[কর্ম্ম ও উপাসনাদির ন্যায় ব্রহ্মকে করিতে, না করিতে, অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারা যায় না বলিয়া] অকর্ত্তৃতন্ত্র (—কর্ত্তার অনধীন) যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে বিধি নাই। [আর অনুষ্ঠেয় বিষয়ের উপদেশের দ্বারাই শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়, এইপ্রকার নিয়ম নাই ; কিন্তু সিদ্ধ বস্তু] শংসনের (—উপদেশের, ১।৩৬৫ পৃঃ) দ্বারাও শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়। [আবার "দশমস্ত্বমসি", অর্থাৎ 'তুমিই দশম ব্যক্তি', ইহার ন্যায় প্রস্তাবিত স্থলে শব্দই অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক হওয়ায় বোধের (—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) পূর্ব্বে [অসম্ভাবনা প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য] মননাদি বিহিত হইয়াছে। সেইহেতু ["তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসকল জ্ঞেয় নির্গুণ] ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা মুক্তি। সিদ্ধান্তে—স্বাভিন্নরূপে নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সদ্যোমুক্তি।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥

সূত্রার্থ—[বেদান্তাঃ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্ম সমর্পয়ন্তি, উত সাক্ষাৎ ইতি বিশয়ে, 'প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া এব' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু**শব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ, [বেদান্তাঃ উপাস্যব্রহ্মপ্রতিপাদকাঃ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ]। **তৎ**—ব্রহ্ম [বেদান্তাঃ সাক্ষাৎ সমর্পয়ন্তি, ন উপাসনাবিধ্যঙ্গতয়া। কুতঃ ?] **সমন্বয়াৎ**—সম্যক্ তাৎপর্য্যবত্ত্বেন তেষাং তত্র অন্বয়াৎ। [অতঃ বেদান্তাঃ নিত্যসিদ্ধজ্ঞেয়নির্গুণব্রহ্মপরাঃ, ন উপাস্যব্রহ্মপরাঃ ইতি ভাবঃ।] ১৩

অনুবাদ—[উপনিষৎসকল উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ করে, অথবা সাক্ষাদ্ভাবে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, "উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপেই ব্রহ্মকে সমর্পণ করে", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দটী—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য [অর্থাৎ উপনিষৎসকল উপাস্য ব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে]। **তৎ**—ব্রহ্মকে [উপনিষৎসকল সাক্ষাদ্ভাবে সমর্পণ করে, উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে নহে। কিপ্রকারে তাহা জানিলে ? উত্তর—] **সমন্বয়াৎ**—যেহেতু তাহারা (—উপনিষৎসকল) সম্যক্ তাৎপর্য্যবান্‌রূপে তাহাতেই (—জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মেই) অন্বিত হয়। [অতএব উপনিষৎসকল নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করে, কিন্তু উপাস্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে না, ইহাই ভাব, ১৩]

ভাবদীপিকা

[উপনিষদে বিবিধ সগুণ উপাসনা পঠিত হওয়ার তাৎপর্য্য।]

(১৩) **আশঙ্কা** হয়—উপনিষৎসকলে দহরাদিবিদ্যারূপ (ছাঃ ৮।১-৮।৭) সগুণপরব্রহ্মো-

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র অপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম, তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া এব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে।১। যথা

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—"কার্য্যান্বিত অর্থেই শব্দের শক্তি" থাকায় উপাস্যব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য, ক্রিয়াসম্বন্ধশূন্য সিদ্ধবস্তু নহে।]

[পূর্ব্বপক্ষ] এখানে অপরে (—প্রাচীন বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ) প্রতিবাদ করেন—যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, তাহা হইলেও শাস্ত্রকর্ত্তৃক উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপেই (—অঙ্গরূপেই) ব্রহ্ম সমর্পিত (—প্রতিপাদিত) হইতেছেন।১ যেমন যূপ (১৪)

ভাবদীপিকা [উপাসনাবোধক বাক্যের তাৎপর্য্য।]

-পাসনাও বিহিত হইয়াছে। সুতরাং কিপ্রকারে ইহা বলা যায় যে, উপনিষৎসকলে জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন? তদুত্তরে বলা যায়—সত্য, উপনিষদে নানাপ্রকার সগুণপরব্রহ্মোপাসনাও পঠিত হইয়াছে, তাহারা কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষপ্রদ নহে; পরন্তু চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতা, পাপনাশ এবং নানাবিধ ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য্য সম্পাদনদ্বারা কল্পান্তে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারে মোক্ষপ্রদ। আবার ইহলৌকিক ও ব্রহ্মলোকান্ত জাগতিক ফলপ্রদ অন্য নানাপ্রকার উপাসনাও উপনিষদে পঠিত হইয়াছে। পাপনাশ, চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতা সম্পাদনদ্বারা সাধককে ক্রমশঃ নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের দিকেই পরিচালিত করে বলিয়া তাহারাও সেই নির্গুণবিদ্যার আরাদুপকারক (—দূরবর্ত্তী সহকারী)। নানাদিগ্‌গামী নদীসকলের যেমন সমুদ্রেই পরিসমাপ্তি, তদ্রূপ চিত্তের শুদ্ধতাদি সম্পাদনদ্বারা উপাসনাসকলের "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্যাতেই পরিসমাপ্তি (২১০ ভাষ্যবাক্য দ্রঃ)। সুতরাং নির্গুণ জ্ঞেয় ব্রহ্মই বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদ্য, তাহাতেই ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। (৩।১৫৯ পৃঃ এবং ৪।৩।৫ অধিঃ দ্রঃ)।

(১৪) যূপ—যজ্ঞার্থে বধের জন্য যে কাষ্ঠে পশুকে বন্ধন করা হয়, তাহাকে বলে 'যূপ'। ইহাকে অলৌকিক এইজন্য বলা হইতেছে যে, বেদের উপদেশ ব্যতিরেকে ইহা কি বস্তু এবং কিপ্রকারে নির্ম্মিত হইবে, তাহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ নহে। "খাদিরো যূপো ভবতি", "যূপং তক্ষতি, অষ্টাশ্রি(শ্রী)করোতি"—'যূপ খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে', 'যূপকে কর্ত্তন করিতে ও আটটী কোণযুক্ত করিতে হইবে', ইত্যাদি বেদবাক্য শ্রবণের পরেই পুরুষের তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সম্প্রতি সর্ব্বেষাং পদানাং কার্য্যান্বিতার্থে শক্তিমিচ্ছতাং বিধিশেষত্বেন প্রত্যগ্‌ব্রহ্ম বেদান্তৈঃ বোধ্যতে, ন স্বাতন্ত্র্যেণ ইতি বদতাং বৃত্তিকারাণাং মতনিরাসায় সূত্রস্য বর্ণকান্তরমারভ্যতে। তত্র বেদান্তাঃ কিম্ উপাসনাবিধিশেষত্বেন ব্রহ্ম বোধয়ন্তি, উত স্বাতন্ত্র্যেণ? ইতি সিদ্ধে ব্যুৎপত্ত্যভাবভাবাভ্যাং সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষমাহ—অত্রাপরে ইতি। ব্রহ্মণঃ বেদান্তবেদ্যত্বোক্তেঃ বৃত্তিকারাঃ পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি ইত্যর্থঃ। উপাসনাতঃ মুক্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে, তত্ত্বজ্ঞানাদেব ইতি সিদ্ধান্তে ফলম্। বিধিঃ—নিয়োগঃ, তস্য বিষয়ঃ প্রতিপত্তিঃ—উপাসনা। অস্যাঃ কো বিষয়ঃ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সত্যাদিবাক্যৈঃ বিধিপরৈরেব ব্রহ্ম সমর্প্যতে ইত্যাহ—প্রতিপত্তি ইতি। বিধিবিষয়প্রতিপত্তিবিষয়তয়া ইত্যর্থঃ। বিধিপরাৎ বাক্যাৎ তচ্ছেষলাভে দৃষ্টান্তমাহ—যথা ইতি। "যূপে পশুং বধ্নাতি", "আহবনীয়ে জুহোতি", "ইন্দ্রং যজেত" ইতি বিধিষু কে যূপাদয় ইত্যা

শাঙ্করভাষ্যম্

যূপাহবনীয়াদীনি অলৌকিকানি অপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যন্তে, তদ্বৎ।২ কুতঃ এতৎ?৩ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাৎ শাস্ত্রস্য।৪ তথাহি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদঃ আহুঃ—"দৃষ্টঃ হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্" (শাবঃ ভাঃ ১।১।১) ইতি, "চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্" (শাবঃ ভাঃ ১।১।২), "তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫) "তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২৫), "আম্নায়স্য

ভাষ্যানুবাদ

এবং আহবনীয় (১৫) প্রভৃতি বস্তু অলৌকিক হইলেও বিধির অঙ্গরূপে শাস্ত্রকর্ত্তৃক সমর্পিত হয়, তদ্রূপ।২ কিপ্রকারে ইহা হয় (—ব্রহ্ম কিপ্রকারে উপাসনাবোধক বিধির অঙ্গ হন ?৩ উত্তর—] যেহেতু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই শাস্ত্রের প্রয়োজন।৪ যেমন শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ বলেন, "তাহার (—বেদের) অর্থ—কর্ম্মের জ্ঞান উৎপাদন", "ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্যকে চোদনা (—বিধি) বলে", "তাহার (—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মরূপ ধর্ম্মের) জ্ঞান (—জ্ঞাপক প্রমাণ) হয় ['যজেত' ইত্যাদি] উপদেশ (—বিধিবাক্য"), "সেখানে (—বেদে) ভূতবস্তুসকলের (—সিদ্ধবস্তুপ্রতি-

ভাবদীপিকা

(১৫) আহবনীয়—অগ্ন্যাধানক্রিয়ার (৩।৪১২ পৃঃ) দ্বারা সংস্কৃত বহ্নিবিশেষকে আহবনীয় বলে। যজ্ঞকালে এই অগ্নিতে দেবগণকে আহুতি প্রদত্ত হয়। ইহাকে অলৌকিক এইজন্য বলা হইতেছে যে, কিপ্রকারে সংস্কৃত হইলে বহ্নিকে আহবনীয় বলা হইবে, তাহা শ্রুতিবাক্য হইতেই অবগত হওয়া যায়, লোকমধ্যে তাহার প্রসিদ্ধি নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বাক্যায়াং "যূপং তক্ষতি, অষ্টাশ্রীকরোতি" ইতি তক্ষণাদিসংস্কৃতং দারু যূপঃ, "অগ্নীনাদধীত" ইতি আধানসংস্কৃতঃ অগ্নিঃ আহবনীয়ঃ, "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" ইতি বিধিপরৈরেব বাক্যৈঃ সমর্প্যন্তে, তদ্বৎ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। বিধিপরবাক্যস্য অপি অন্যার্থবোধিত্বে বাক্যভেদঃ স্যাদিতি শঙ্কানিরাসার্থম্ অপিশব্দঃ। মানান্তরাজ্ঞাতানি অপি শেষতয়া উচ্যন্তে, ন প্রধানত্বেন ইতি ন বাক্যভেদঃ, প্রধানার্থভেদস্যৈব বাক্যভেদকত্বাৎ ইতি ভাবঃ। নমু উক্তষড়্‌বিধলিঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যবিষয়স্য ব্রহ্মণঃ কুতো বিধিশেষত্বমিতি শঙ্কতে—কুত ইতি। বৃদ্ধব্যবহারেণ হি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ। বৃদ্ধব্যবহারে চ শ্রোতুঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী উদ্দিশ্য অপূর্ব্বপ্রয়োগঃ দৃশ্যতে। অতঃ শাস্ত্রস্য অপি তে এব প্রয়োজনে। তে চ কার্য্যজ্ঞানজন্যে ইতি কার্য্যপরত্বং শাস্ত্রস্য, ততঃ কার্য্যশেষত্বং ব্রহ্মণঃ ইতি আহ—প্রবৃত্তি ইতি। শাস্ত্রস্য নিয়োগপরত্বে বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তথাহি ইত্যাদিনা। ক্রিয়া কার্য্যম্, নিয়োগঃ বিধিঃ, ধর্ম্মঃ অপূর্ব্বমিতি অনর্থান্তরম্। কো বেদার্থঃ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শাবরভাষ্যকৃতা উক্তম্—দৃষ্টঃ হি ইতি। তস্য—বেদস্য। কার্য্যং—বেদার্থঃ ইত্যত্র চোদনাসূত্রং ভাষ্যমাহ—চোদনা ইতি। ক্রিয়ায়া নিয়োগস্য জ্ঞানদ্বারা প্রবর্ত্তকং বাক্যং চোদনা ইতি উচ্যত ইত্যর্থঃ। শবরস্বামিসম্মতিম্ উক্ত্বা জৈমিনিসম্মতিম্ আহ—তস্য জ্ঞানম্ ইতি। তস্য—ধর্ম্মস্য, জ্ঞানং—জ্ঞাপকম্, অপৌরুষেয়বিধিবাক্যম্—উপদেশঃ, তস্য ধর্ম্মেণ অব্যতিরেকাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্ (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইতি চ ॥৫ অতঃ

ভাষ্যানুবাদ [১৪১ পৃঃ]

প্রাদুক্ত পদসকলের). ক্রিয়াবাচক লিঙাদি পদের সহিত সমাম্নায় (—উচ্চারণ করা, ১৬) কর্ত্তব্য, [কারণ এক একটী পদের দ্বারা স্মৃত অর্থ মিলিত হইয়াই হয় বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু"] এবং "আম্নায়ের (—বেদের) ক্রিয়াপ্রতিপাদকতাবশতঃ যাহা অতদর্থ (—ক্রিয়াপ্রতিপাদন না করিয়া সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করে), তাহা (—সেই বেদবাক্যসকল) অনর্থক' ইত্যাদি।৫ অতএব (—শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্গণের

ভাবদীপিকা

(১৬) "তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২৫) ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য এই—'কার্য্যান্বিত স্বার্থেই পদের শক্তি', অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই পদসকলের অর্থবোধ হয়। [পদনিষ্ঠ তত্তৎ অর্থবোধের অনুকূল স্বাভাবিক সামর্থ্যকে বলে পদের শক্তি]। সেইহেতু কোন বাক্যে লিঙ্, লোট্, তব্য ইত্যাদি বিধেয় ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি হইতে পারে না। আর এক একটী পদজন্য এক একটী পদার্থের উপস্থিতি মিলিতভাবে বাক্যার্থবোধের প্রতি কারণ হওয়ায় ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের অনুপস্থিতিবশতঃ, ক্রিয়াবোধকরূপে বাক্যার্থের বোধও হইতে পারে না। সেইহেতু কোন বাক্যে ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে, ক্রিয়াবাচক লিঙাদি পদের অধ্যাহারের দ্বারা সেই বাক্যটীকে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ক্রিয়াপ্রতিপাদকরূপেই বাক্যের অর্থবোধ হইবে, ইত্যাদি।

[বাক্যার্থবোধের প্রক্রিয়া, অন্বিতাভিধানবাদ।]

উপরোক্ত 'কার্য্যান্বিত স্বার্থেই পদের শক্তি', এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে আচার্য্য প্রভাকরসম্মত 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' বুঝিতে হইবে। আবার 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' বুঝিতে হইলে 'অন্বিতাভিধানবাদ' বুঝিতে হইবে। সেইহেতু এখানে প্রসঙ্গতঃ উক্ত **কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ** এবং **অন্বিতাভিধানবাদ** আলোচিত হইতেছে এবং বোধসৌকর্য্যের জন্য [কাহারও কাহারও মতে সিদ্ধান্তসম্মত] **অভিহিতান্বয়বাদ**সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। পদসমূহের উচ্চারণের পর বাক্যার্থের বোধ কিপ্রকারে হয়, সেই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকসম্প্রদায় যে প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন, তাহাকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—**অন্বিতাভিধানবাদ** এবং **অভিহিতান্বয়বাদ**। তন্মধ্যে **অন্বিতাভিধানবাদ** (ইহাকে 'ইতরান্বিতাভিধানবাদও' বলা হয়)। এইপ্রকার—এই মতবাদে বৈয়াকরণগণের ন্যায় সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলা হয়। এই মতবাদিগণ পদে দুই প্রকার শক্তি স্বীকার করেন, যথা—১। স্মারিকা শক্তি এবং ২। অভিধায়িকা অনুভাবিকা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইত্যর্থঃ। পদানাং কার্য্যান্বিতার্থে শক্তিরিত্যত্র সূত্রং পঠতি—তদ্ভূতানাম্ ইতি (১৪১ পৃঃ) তদ্ভূতং তত্র বেদে, ভূতানাং সিদ্ধার্থনিষ্ঠানাং পদানাং ক্রিয়ার্থেন কার্য্যবাচিনা লিঙাদিপদেন সমাম্নায়ঃ—সহোচ্চারণং কর্ত্তব্যম্; পদার্থজ্ঞানস্য বাক্যার্থরূপকার্য্যধীনিমিত্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কার্য্যান্বিতার্থে শক্তানি পদানি কার্য্যবাচিপদেন সহ পদার্থস্মৃতিদ্বারা কার্য্যমেব বাক্যার্থং বোধয়ন্তি

ভাবদীপিকা [শব্দের শক্তিগ্রহের প্রক্রিয়া]

শক্তি। বৃদ্ধব্যবহার দর্শনের দ্বারা যেপ্রকারে এই শক্তিদ্বয়ের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ স্মারিকা শক্তির দ্বারা পদজন্য, অন্বিতপদার্থের স্মরণ হয় এবং অনুভাবিকা শক্তির দ্বারা সেই পদসমূহাত্মক বাক্যের বাচ্যার্থের ["বাচ্যঃ এব বাক্যার্থঃ ইতি অন্বিতাভিধানবাদিনঃ" কাব্যপ্রকাশ ২।১, ৩৩ পৃঃ দ্রঃ], অর্থাৎ বাক্যার্থের বোধ হয়, তাহার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এইপ্রকার—

[শব্দ হইতে অর্থজ্ঞানের (—শব্দের শক্তিগ্রহের) প্রক্রিয়া।]

দেবদত্ত যখন তাহার বয়স্ক পুত্র যজ্ঞদত্তকে উদ্দেশ করিয়া "গরু আন" এইপ্রকার শব্দ প্রয়োগ করে, আর তাহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞদত্ত গল-কম্বলাদিবিশিষ্ট একটী জীববিশেষকে আনয়ন করে, তখন নিকটে উপবিষ্ট বালক, দেবদত্তকর্তৃক উচ্চারিত সেই শব্দ শ্রবণ ও যজ্ঞদত্তের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া নির্ণয় করে যে, 'গরু আন' এই বাক্যের অর্থ—'এতাদৃশ গলকম্বলাদিযুক্ত একটী জীবকে আনয়ন করা'। অনন্তর দেবদত্ত যখন গরুপদ পরিত্যাগ করিয়া বলে 'অশ্ব আন', তখন যজ্ঞদত্তকর্তৃক অশ্বরূপ জীবকে আনীত হইতে দেখিয়া বালক নির্ণয় করে যে, "অশ্ব আন' এই বাক্যের অর্থ—'এতাদৃশ একশফাদিবিশিষ্ট (—অবিভক্তখুরযুক্ত) জীবকে আনয়ন করা'। ইহার ফলে গোপদার্থ ও অশ্বপদার্থের ভেদজ্ঞান ও আনয়নপদার্থের অভেদ জ্ঞান সম্পাদিত হয়। এইপ্রকারে দেবদত্তকর্তৃক 'গরু বাঁধ', 'ঘট আন', 'বস্ত্র লইয়া যাও', ইত্যাদি বাক্যের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগকালে কোন অপরিচিত শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ শ্রবণ করিয়া, কোন পরিচিত শব্দের অপ্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া এবং যজ্ঞদত্তের তদনুযায়ী ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বালক এইরূপ নির্ণয় করে যে, 'গরু' বলিলে 'আনয়নক্রিয়ান্বিত গলকম্বলাদিবিশিষ্ট গোরূপ জীববিশেষকে বুঝায়' এবং 'আন' বলিলে 'তাদৃশ কোন জীববিশেষাদির দ্বারা অন্বিত আনয়ন ক্রিয়াকে বুঝায়'। এইরূপে 'নীল ঘট আন', 'রক্ত ঘট লইয়া যাও' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ ও অনুযায়ী ব্যবহার দর্শন করিয়া ঘটাদি পদের অর্থ—'নীলাদি অন্বিত ঘট' এবং নীলাদিপদের অর্থ—'ঘটাদি অন্বিত নীলতা', ইত্যাদিরূপে ইতরপদার্থের দ্বারা অন্বিতরূপেই অর্থবোধ করে। এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধব্যবহার দর্শন করিয়া সামান্যভাবে ক্রিয়ান্বিত, বা ইতরপদার্থান্বিতভাবেই প্রথমতঃ বালকের শব্দশক্তির জ্ঞান হয় ; অর্থাৎ শব্দার্থজ্ঞানেচ্ছু বালক এইরূপ নির্ণয় করে যে—ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কোনপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারা, অথবা ইতর পদার্থের দ্বারা অন্বিত ঘটপটাদি বস্তুরই বোধক। আর 'আনয়' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ঘটপটাদি কোন সিদ্ধবস্তুর দ্বারা অন্বিত আনয়নাদি ক্রিয়ারই বোধক। পরন্তু ঘট পট প্রভৃতি পদসকল কেবল ঘটপটাদি পদার্থের বোধক নহে এবং 'আনয়' প্রভৃতি ক্রিয়াপদসকল কেবল ক্রিয়ার বোধক নহে। এইপ্রকারে শব্দের প্রথম শক্তিগ্রহকালে উক্ত স্মারিকা শক্তি এবং অনুভাবিকা শক্তির জ্ঞান অপৃথগ্‌ভাবেই হইয়া থাকে ; তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে বুঝা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দের শক্তিগ্রহের অনন্তর পরবর্তিকালে সেই বালক যখন 'ঘট আন', 'নীল ঘট' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করে, তখন ঘটাদিপদনিষ্ঠ স্মারিকাশক্তির প্রভাবে প্রথমতঃ তাহার সামান্যভাবে ক্রিয়ান্বিত, বা ইতরপদার্থান্বিত [কিন্তু তৎকালে শ্রুত আনয়নাদি বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা, বা নীলাদি বিশেষ পদার্থের দ্বারা অনন্বিত] ঘটাদির স্মরণ হয়। ইহাই পদনিষ্ঠ স্মারিকা শক্তির কার্য্য। তদনন্তর পূর্ব্বে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা গৃহীত পদনিষ্ঠ অনুভাবিকা

ভাবদীপিকা [অন্বিতাভিধানবাদ ও কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ।]
প্রভাকর বলে, তৎকালে শ্রুত আনয়নাদি বিশেষ ক্রিয়ান্বিতভাবে, বা নীলাদি বিশেষ পদার্থান্বিতভাবে ঘটাদি ও নীলাদি পদার্থের বিশেষ্য ও বিশেষণভাবে পরস্পর অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়। ইহাই পদনিষ্ঠ অনুভাবিকা শক্তির কার্য্য। অন্বিতাভিধানবাদে পদনিষ্ঠ এই উভয়প্রকার শক্তির প্রভাবে এইপ্রকারে বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়।

উপরে শব্দের শক্তিগ্রহের যে প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা 'অন্বিতাভিধানবাদ' ও 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' এই উভয় মতবাদেই সমান। তবে তন্মধ্যে বিশেষ এই—অন্বিতাভিধানবাদে ক্রিয়া বা ক্রিয়াতিরিক্ত পদার্থের সহিত অন্বিত হইয়া শব্দের শক্তিগ্রহ হয়; আর কার্য্যান্বিতাভিধানবাদে মাত্র ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়াই তাহা হয়। সেইহেতু 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদে' কোন বাক্যে লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি হইতে পারে না বলিয়া লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি বিধায়ক ক্রিয়াপদের অধ্যাহারদ্বারা বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়। এইপ্রকারে এই 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদে' ক্রিয়াপ্রতিপাদকরূপেই বাক্যার্থের বোধ হয় বলিয়া সমগ্র বেদই ক্রিয়াপ্রতিপাদক। আচার্য্য প্রভাকরের মতে "তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" ইত্যাদি ১।১।২৫ জৈমিনিসূত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

[অন্বিতাভিধানবাদ সম্ভবতঃ বেদান্তিগণের মতবাদ।]

সুপ্রভাদি টীকা দৃষ্টে মনে হয়—'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' আচার্য্য প্রভাকরসম্মত। ইদানীন্তন বিদ্বজ্জনসমাজেও ইহাই স্বীকৃত। কিন্তু 'অন্বিতাভিধানবাদ' যে কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গদাধরের শক্তিবাদের টীকাকার হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বলেন—'ইতরান্বিতাভিধানবাদ' আচার্য্য কুমারিলের মতবাদ। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ এই মতবাদানুযায়ী শক্তিগ্রহের আকার প্রদর্শনকালে গদাধর বলিয়াছেন—"ইতরান্বিতো ঘটঃ ঘটপদশক্যঃ" "অন্বিতো ঘটঃ ঘটপদশক্যঃ", ইত্যাদি। ভাট্টমতে কিন্তু শক্তিগ্রহের এতাদৃশ আকার সঙ্গত নহে; কারণ ভাট্টসম্প্রদায় 'জাতিশক্তিবাদী'। সুতরাং তাঁহাদের মতে শক্তিগ্রহের আকার—"ইতরান্বিতং ঘটত্বং ঘটপদশক্যম্", "অন্বিতং ঘটত্বং ঘটপদশক্যম্" এইপ্রকার হওয়াই সঙ্গত। আর ভট্টপাদ 'অভিহিতান্বয়বাদী', ইহা নিম্নেই প্রদর্শিত হইতেছে। তন্ত্ররহস্য দৃষ্টে মনে হয়—'অন্বিতাভিধানবাদ' আচার্য্য প্রভাকরের মতবাদ, যথা—"প্রাভাকরাস্তু.........অর্থান্তরান্বিতস্বার্থে পদানাং ব্যুৎপত্তেঃ", ইত্যাদি। ন্যায়কোষকারও 'অন্বিতাভিধানবাদকে' আচার্য্য প্রভাকরের মতবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থদৃষ্টে তাহা মনঃপূত হয় না, যেহেতু আচার্য্য প্রভাকরকে প্রায় সর্ব্বত্রই কার্য্যান্বিতাভিধানবাদী বলা হইয়াছে। এই সূত্রের টীকাতে সিদ্ধান্তবর্ণনপ্রসঙ্গে বহুপ্রভাকার বলিয়াছেন—"কার্য্যান্বিতাপেক্ষয়া অন্বিতার্থে শক্তিঃ ইত্যঙ্গীকারে লাঘবাৎ", "ন কার্য্যান্বয়ী শব্দার্থঃ। অন্বিতার্থমাত্রে শব্দানাং শক্তিঃ" ইত্যাদি। প্রকটার্থকারও বলিয়াছেন—"অন্বিতাভিধানমেব যুক্তম্", ইত্যাদি। তদ্দৃষ্টে মনে হয়—'অন্বিতাভিধানবাদ' অদ্বৈতবেদান্তসম্প্রদায়ের মতবাদ। কেহ কেহ কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদকে ইঁহাদের মতবাদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে অভিহিতান্বয়বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। এই মতবাদের

ভাবদীপিকা [অভিহিতান্বয়বাদ]

দুইপ্রকার প্রক্রিয়া দেখা যায়। যথা—অভিহিতান্বয়বাদ (ক)—এই মতবাদেও সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলা হয়। পদসকল উচ্চারিত হইলে সেই পদসকলের শক্তির জ্ঞান যে পুরুষের থাকে, সেই পুরুষের প্রথমতঃ বিশৃঙ্খলভাবে, অর্থাৎ পরস্পর অনন্বিতভাবে পদার্থসকলের অনুভব হয়, স্মৃতি নহে। অনন্তর তাদৃশ অনুভবসকল হইতে, কিম্বা মতান্তরে অনুভূয়মান পদার্থসকল হইতে সেই পদার্থসকলের যে বিশেষ্যবিশেষণভাবে পরস্পর সংসর্গবোধরূপ অন্বয়বোধ, তাহারই নাম শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ। যেমন—'তুমি ঘট আন' বলিলে প্রথমতঃ 'ঘট'পদের দ্বারা কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটপদার্থের, 'আন' পদের দ্বারা স্থানান্তর হইতে বিভাগপুরঃসর স্থানান্তরে সংযোগাত্মক আনয়নক্রিয়ারূপ পদার্থের এবং 'তুমি' পদের দ্বারা সম্বোধ্য চেতনরূপ পদার্থের (—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা হয়, সেই চেতন ব্যক্তির) বিশৃঙ্খলভাবে অনুভব হয়। তদনন্তর সেই ঘটরূপ, আনয়নক্রিয়ারূপ ও সম্বোধ্যচেতনরূপ পদার্থের জ্ঞান হইতে, কিংবা জ্ঞাতঘটরূপ, আনয়নক্রিয়ারূপ ও সম্বোধ্যচেতনরূপ পদার্থ হইতে যে ঘটপদার্থ, আনয়নক্রিয়ারূপ পদার্থ এবং সম্বোধ্যচেতনরূপ পদার্থের পরস্পর অন্বয়বোধ হয়, অর্থাৎ "ত্বন্নিষ্ঠ ভাবনা ঘটনিষ্ঠকর্ম্মতাক আনয়নানুকূলা ভবতু"—'তোমার প্রযত্ন ঘটানয়নের অনুকূল হউক', এইরূপ অর্থবোধ হয়, ইহারই নাম শাব্দবোধ, বা বাক্যার্থবোধ। এইপ্রকার যে শাব্দবোধের প্রক্রিয়া, তাহাকে কোন কোন মীমাংসকসম্প্রদায় 'অভিহিতান্বয়বাদ' বলেন।

অভিহিতান্বয়বাদ (খ)—ভাট্টমীমাংসকগণের মতে [এবং ন্যায়রত্নাবলীকার ও তত্ত্বপ্রদীপিকাকারের মতে—বেদান্তমতে] অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকৃত হইলেও, তাঁহাদের প্রক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তাঁহারা বলেন—প্রথমতঃ সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের উচ্চারণদ্বারা বিশৃঙ্খলভাবে পদার্থসকলের অনুভব* হয়। এই পদার্থসকলের অনুভব বিশৃঙ্খলভাবে হইলেও, পদসকলের ক্রমিক ও অব্যবহিত উচ্চারণবশতঃ সেই পদার্থসকলের যে অনুভবসকল, তাহাদেরও সান্নিধ্য থাকে। এই সান্নিধ্য, আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা ইত্যাদি সহকারি কারণসকলবশতঃ বাক্যঘটক পদসকলের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের পরস্পর সম্বন্ধবোধরূপ বাক্যার্থবোধ সিদ্ধ হয়। পদার্থসকলের পরস্পরের অন্বয়বোধের জন্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিবার হেতু এই—'তুমি' 'ঘট' 'আন' ইত্যাদি সুবন্ত ও তিঙন্তপদে যে অভিধারূপা শক্তি থাকে, তাহা পদার্থসকলের বিশৃঙ্খলভাবে অনুভব করাইয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায়; পদার্থসকলের অন্বয়বোধ করাইবার জন্য তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর তাদৃশ অন্বয়বোধ করাইবার জন্য কোন পদও সেই বাক্যটীতে নাই। অথচ ইহা অনুভবসিদ্ধ যে পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হইয়াই থাকে। সুতরাং পদসকলের শক্তিবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের অন্বয়বোধ অনুপপন্ন হওয়ায় ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, পদসকলের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সিদ্ধ হয়।

* সংক্ষেপশারীরককার এই অনুভবকে "স্মৃতিসমবুদ্ধি" (সং শাঃ ১।৩৮৪) বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বর্ণনপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকাতে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—"পদার্থসকলের এতাদৃশ বিশৃঙ্খলবোধকে ঠিক ঠিক স্মৃতি বলা যায় না, যেহেতু তাহা পদজন্য, সংস্কারমাত্রজন্য নহে। আবার তাহাকে ঠিক ঠিক প্রমারূপ অনুভব বলা যায় না, যেহেতু তাহার বিষয় অজ্ঞাত নহে, ইত্যাদি (সিদ্ধান্তবিন্দু, চৌখাম্বা ১৮-১৯ পৃঃ)। অভিহিতান্বয়বাদিগণের মতে বাক্যার্থ জ্ঞান কিপ্রকারে হয়, তাহা ১।৩।৮ 'দেবতাধিকরণে' আলোচিত হইবে।

ভাষ্যদীপিকা [অভিহিতান্বয়বাদ]

ভট্টপাদ কুমারিলের মতে বাক্যার্থবোধের জন্য এইপ্রকারে পদসকলের লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয়, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত কারিকা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, যথা—"ন বিমুঞ্চন্তি সামর্থ্যং বাক্যার্থেঽপি পদানি নঃ। বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণো হি সর্বত্রৈবেতি চ স্থিতিঃ॥" (চিৎসুখী ১৫৪পৃঃ)। ইহার অর্থ—'আমাদের মতে বাক্যঘটক পদসকল বাক্যার্থের বোধজননের প্রতি স্বীয় সামর্থ্যকে পরিত্যাগ করে না, যেহেতু বাক্যার্থ সর্বত্র লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই লব্ধ হয়, ইহাই স্থিতি'।

যাহাহউক, এইপ্রকারে পদার্থসকলের অন্বয়বোধের জন্য পদসকলের লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার না করিয়া পদসকলে পদার্থানুভবজননশক্তি এবং পদার্থসকলের অন্বয়বোধজননশক্তি, এই উভয়প্রকার শক্তি অঙ্গীকার করিলে, অথবা প্রথমোক্ত অভিহিতান্বয়বাদের ন্যায় পদে পদার্থানুভবজননশক্তি এবং পদার্থের অনুভবে, বা অনুভূত পদার্থে পদার্থের অন্বয়বোধজননশক্তি অঙ্গীকার করিলে গৌরবদোষ হইয়া পড়ে। আর এক কথা, শব্দজন্য বোধেরই নাম শাব্দবোধ। পদার্থসকলের অন্বয়বোধ যদি অনুভূত পদার্থজন্য, বা পদার্থের অনুভবজন্য স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পদজন্য স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর শাব্দবোধ বলাও সঙ্গত হয় না। কিন্তু পদার্থের অন্বয়বোধের জন্য পদের লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে, তাদৃশ অন্বয়বোধ পদজন্য হওয়ায় তাহাকে শাব্দবোধ বলিতে কোন বাধা থাকে না। আবার "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ", অর্থাৎ 'যাহা লক্ষণাবৃত্তি প্রভৃতি অন্যপ্রকারে লব্ধ হয় না, তাহাই শব্দের বাচ্যার্থ; তাদৃশ অর্থেই শব্দের শক্তিবৃত্তি স্বীকার্য্য', এই যুক্তি সকলেই স্বীকার করেন। প্রস্তাবিত স্থলে পদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার জন্য আর প্রধানভূতা শক্তিবৃত্তি স্বীকার্য্য নহে। তাহা অঙ্গীকার করিলে "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" এই নিয়মের বিরোধ হইয়া পড়ে। এইরূপে এই মতে পদে পদার্থবোধশক্তি থাকিলেও বাক্যে বাক্যার্থবোধশক্তি নাই; তাহা লক্ষণাবৃত্তিলভ্য, ইহাই পর্য্যবসিত হয়।

যাহাহউক, এইপ্রকার প্রক্রিয়াকে অভিহিতান্বয়বাদ বলিবার হেতু এই—সুবন্ত ও তিঙন্তপদে একটী অভিধারূপা ও অনন্বিত অর্থের অনুভব উৎপাদিকা শক্তি থাকে। সেই শক্তি যে অর্থের দ্বারা নিরূপিত হয়, অর্থাৎ সেই শক্তি যে পদার্থের বোধ উৎপাদন করে, তাহার নাম অভিহিত। সেই অভিহিত ও পরস্পর অনন্বিত পদার্থসকলের যে পরস্পর অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ, তাহার নাম অভিহিতের অন্বয়। এইপ্রকারে এই মতে পদার্থসকল প্রথমে অভিহিত হয় ও পরে লক্ষণাবৃত্তিবলে তাহাদের অন্বয়বোধ হয় বলিয়া এই মতবাদকে 'অভিহিতান্বয়বাদ' বলা হয়। [অভিধাশব্দের অর্থ—'অভিধীয়তে অনয়া শক্ত্যা ইতি অভিধা', অর্থাৎ পদনিষ্ঠ যে শক্তির দ্বারা অনন্বিত অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম অভিধা।] ইহাই হইল সংক্ষেপে 'অভিহিতান্বয়বাদ'।

[নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়বাদী বা অন্বিতাভিধানবাদী নহেন।]

কেহ কেহ নৈয়ায়িকগণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন (কাব্যপ্রকাশ ২।১, 'প্রদীপ' ও 'উদ্দ্যোত' দ্রঃ); তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু উপরে যে দুইপ্রকার অভিহিতান্বয়বাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটীও নৈয়ায়িকগণের অভিমত নহে। উপরোক্ত অভিহিতান্বয়বাদিগণ সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা বলেন না। তাঁহাদের মতে "শক্তং পদং", অর্থাৎ শক্তিযুক্ত যে প্রকৃতি ও প্রত্যয়, তাহারাই পৃথক্ পৃথক্ পদ। সুতরাং ন্যায়মতে সুবন্ত

[১৪২ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

পুরুষং ক্বচিৎ বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ, কুতশ্চিৎ বিষয়-বিশেষাৎ নিবর্ত্তয়ৎ চ অর্থবৎ শাস্ত্রম্; তচ্ছেষতয়া চ অন্যৎ

ভাষ্যানুবাদ

উক্তপ্রকার উক্তিসকল থাকায়) পুরুষকে কোন বিষয়বিশেষে প্রবৃত্তকরতঃ এবং কোন বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্তকরতঃ শাস্ত্র হয় সার্থক ; আর তাহার শেষরূপে

ভাবদীপিকা [ন্যায়মতের সহিত উক্ত মতদ্বয়ের প্রভেদ]

ওভিতস্তকে বাক্যই বলিতে হয়। ইহা অভিহিতান্বয়বাদিগণ স্বীকার করেন না। আর এক কথা—ন্যায়মতে পদে দুইপ্রকার শক্তি স্বীকৃত হয়। যথা—১। স্মারিকা শক্তি ও ২। অনু-ভাবিকা শক্তি।* অভিহিতান্বয়বাদে এইপ্রকারে দুইটী শক্তি স্বীকৃত হয় না, পরন্তু পদনিষ্ঠ অভিধাশক্তিমাত্র স্বীকৃত হয়। ন্যায়মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যাহা অর্থ, স্মারিকা শক্তির দ্বারা বিশৃঙ্খলভাবে তাহার স্মরণ হয়। অভিহিতান্বয়বাদে কিন্তু পদার্থের স্মরণ হয় না, পরন্তু অনুভব হয়। আর ন্যায়মতে অনুভাবিকা শক্তির দ্বারা বিশৃঙ্খলভাবে স্মৃত সেই পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ তাৎপর্য্য, আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতাদিবলে সম্পন্ন হয় ; বাক্যার্থবোধের জন্য ভট্টসম্মত অভিহিতান্বয়বাদের ন্যায় পদের লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় না ; অথবা প্রথমোক্ত অভিহিতান্বয়বাদের ন্যায় পদার্থসকলের অনুভব হইতে, বা অনুভূত পদার্থসকল হইতে বাক্যার্থবোধও স্বীকৃত হয় না। এইরূপে অভিহিতান্বয়বাদের সহিত ন্যায়মতের বহু অসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার নৈয়ায়িকগণকে অন্বিতাভিধানবাদীও বলা যায় না, কারণ ন্যায়মতে অন্বিতাভিধানবাদের ন্যায় পদে স্মারিকা ও অনুভাবিকা, এই উভয়প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইলেও, ন্যায়মতে পদে যে অনুভাবিকা শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা স্বরূপতঃই স্মারিত পদার্থসকলের অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। অন্বিত অর্থে তাহার জ্ঞানের আদৌ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা সেই শক্তি অন্বিতার্থে জ্ঞাত না হইলে পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হইতেই পারে না। এইহেতু নব্যনৈয়ায়িক গদাধর প্রভৃতি স্পষ্টভাবেই অন্বিতাভিধানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অন্বিতাভিধানবাদের সহিতও ন্যায়মতের সাদৃশ্য নাই। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের এতদ্বিষয়ক মতবাদকে একটী স্বতন্ত্র মতবাদই বলিতে হইবে।

[এই অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। আর সাধারণ জিজ্ঞাসুসমাজে এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার অভাবও সুপরিদৃষ্ট। সেইহেতু কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও সিদ্ধান্তবিন্দুর গৌড়ব্রহ্মানন্দী টীকা ও চিৎসুখী প্রভৃতি দৃষ্টে আমরা এই ব্যাখ্যা যোজনা করিলাম।—শ্রীআনন্দ ঝা।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি ভাবঃ। ফলিতম্ আহ—অত ইতি (১৪২ পৃঃ)। যতঃ বৃদ্ধা এবমাহুঃ, অতঃ বিধিনিষেধ-বাক্যমেব শাস্ত্রম্। অর্থবাদাদিকং তু তচ্ছেষতয়া উপক্ষীণম্। তেন কর্ম্মশাস্ত্রেণ সামান্যং শাস্ত্রত্বম্।

---

* ন্যায়মতে পদে অনুভাবিকা শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা কারিকাবলীর ৮২ কারিকাস্থ মুক্তাবলীর নিম্নোক্ত পংক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—"কিন্তু লাক্ষণিকং পদং নানুভাবকম্। লাক্ষণিকার্থস্য শাব্দবোধে তু পদান্তরং কারণম্। শক্তিলক্ষণান্যতরসম্বন্ধেনেতরপদার্থান্বিতস্বশক্যার্থশাব্দবোধং প্রতি পদানাং সামর্থ্যাবধারণাৎ", ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপযুক্তম্।৬ তৎসামান্যাৎ বেদান্তানামপি তথৈব অর্থবত্ত্বং স্যাৎ।৭ সতি চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদি-সাধনং বিধীয়তে, এবম্ অমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে ইতি যুক্তম্।৮ ননু ইহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যম্ উক্তম্—কর্ম্মকাণ্ডে ভব্যঃ ধর্ম্মঃ জিজ্ঞাস্যঃ, ইহ তু ভূতং নিত্যনির্বৃত্তং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্ ইতি।৯ তত্র ধর্ম্মজ্ঞানফলাৎ অনুষ্ঠানাপেক্ষাৎ বিলক্ষণং ব্রহ্ম-জ্ঞানফলং ভবিতুম্ অর্হতি।১০ ন অর্হতি এবং ভবিতুম্, কার্য্য-

ভাষ্যানুবাদ

(—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিবোধক বাক্যের অঙ্গরূপে, অর্থবাদাদি] অন্য বাক্যসকল হয় উপযোগী।৬ তাহার সহিত (—প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির বোধকশাস্ত্রের সহিত) সাদৃশ্য থাকায় উপনিষৎসকলেরও সেইরূপেই (—প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির বোধক-রূপেই) সার্থকতা হইবে।৭ আর [উপনিষৎসকল] বিধিপর হইলে (—উপ-নিষদ্ভিন্ন বেদভাগে পঠিত কর্ম্মবোধক বিধির ন্যায় উপনিষদ্ভাগে উপাসনাক্রিয়া বিহিত হইলে), যেমন স্বর্গাদিকামনাকারী ব্যক্তির জন্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রভৃতি সাধন বিহিত হয়, এইরূপে অমৃতত্বকামনাকারী ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান (—ব্রহ্মের উপাসনা) বিহিত হইতেছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৮

[শঙ্কা—মীমাংসাদ্বয়ে জিজ্ঞাস্য ও ফলের ভেদবশতঃ ব্রহ্ম উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ নহেন।]

[পূর্ব্বপক্ষে আশঙ্কা—] কিন্তু, এখানে (—পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাদ্বয়ের প্রথম সূত্রে) জিজ্ঞাস্য বিষয়ের বৈলক্ষণ্য কথিত হইয়াছে, যথা—কর্ম্মকাণ্ডে (—পূর্ব্বমীমাংসাতে) ভব্য (—উৎপাদ্য) ধর্ম্ম জিজ্ঞাস্য, কিন্তু এখানে (—উত্তরমীমাংসারূপ জ্ঞানকাণ্ডে) সিদ্ধ এবং নিত্যনির্বৃত্ত (—সদাই বর্ত্তমান, অবিনাশী) ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, ইত্যাদি।৯ তন্মধ্যে অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে যে ধর্ম্মজ্ঞানের (—কর্ম্মজ্ঞানের, স্বর্গাদিরূপ] ফল, তদপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানের [মোক্ষরূপ] ফল ভিন্ন হওয়াই সঙ্গত।১০ [অতএব ব্রহ্ম বিধিবোধিত উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ হইলে উপাসনাজন্য মোক্ষ কর্ম্মফলের ন্যায়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তস্মাৎ বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বেনৈব অর্থবত্ত্বং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ননু বেদান্তেষু নিযোজ্যস্য বিধেয়স্য চ অদর্শনাৎ কথং কার্য্যধীরিতি? তত্র আহ—**সতি চ** ইতি। ননু ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসাসূত্রকারা-ভ্যামিহ কাণ্ডদ্বয়ে অর্থভেদ উক্তঃ, এককার্য্যার্থত্বে শাস্ত্রভেদানুপপত্তেঃ। তত্র কাণ্ডদ্বয়ে জিজ্ঞাস্য-ভেদে সতি ফলবৈলক্ষণ্যং বাচ্যম্। তথা চ ন মুক্তিফলায় জ্ঞানস্য বিধেয়তা, মুক্তেঃ বিধেয়-ক্রিয়াজন্যত্বে কর্ম্মফলাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গাৎ, অবিশেষে জিজ্ঞাস্যভেদাসিদ্ধেঃ। অতঃ কর্ম্মফল-বিলক্ষণত্বাৎ নিত্যসিদ্ধমুক্তেঃ তদ্ব্যঞ্জকজ্ঞানবিধিঃ অযুক্ত ইত্যাশঙ্কতে—**ননু ইহ** ইতি। মুক্তেঃ কর্ম্মফলাৎ বৈলক্ষণ্যম্ অসিদ্ধমিতি তদর্থং জ্ঞানং বিধেয়ম্। ন চ তর্হি সফলং কার্য্যমেব বেদান্তেষু অপি জিজ্ঞাস্যমিতি তদ্ভেদাসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, ইষ্টত্বাৎ। ন চ ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাস্যসূত্রবিরোধঃ জ্ঞানবিধিশেষত্বেন সূত্রকৃতা ব্রহ্মপ্রতিপাদনাৎ ইতি পরিহরতি—**ন অর্হতি** ইতি। ব্রহ্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

-বিধিপ্রযুক্তস্য এব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। ১১ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা...সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), "আত্মা ইতি এব উপাসীত" (বৃঃ ১।৪।৭), "আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত" (বৃঃ ১।৪।১৫); ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইত্যাদিবিধানেষু সৎসু, "কঃ অসৌ আত্মা" "কিং তদ্ ব্রহ্ম" ইতি আকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তাঃ উপযুক্তাঃ—নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতঃ নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইতি এবমাদয়ঃ। ১২ তদুপাসনাৎ চ শাস্ত্রদৃষ্টঃ অদৃষ্টঃ মোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি ইতি। ১৩ কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ,

ভাষ্যানুবাদ

অবিশেষভাবে বিনশ্বর হইয়া পড়িবে বলিয়া ব্রহ্ম উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ নহেন।

[পূঃ সমাধান—বৃত্তিকারমতের দৃঢ়তা সম্পাদন। উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত।]

[পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] না, এইপ্রকার হওয়া উচিত নহে; যেহেতু যে ব্রহ্ম কার্য্যবিধিতে প্রযুক্ত, তিনিই এখানে (—বেদান্তে) প্রতিপাদিত হইতেছেন (—উপাসনারূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম বেদান্তে প্রতিপাদিত হইতেছেন। অতএব তাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ে বিচারের জন্যই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি সূত্র রচিত হইয়াছে।১১ যদি বলা হয়—বেদান্তে বিধি শ্রুত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", "যে আত্মা [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] পাপরহিত, তিনিই অন্বেষণীয় এবং তিনিই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসার যোগ্য", "আত্মা, এইরূপেই উপাসনা করিবে", "আত্মরূপ লোককেই (—ফলকেই) উপাসনা করিবে", "যিনি ব্রহ্মকে জানেন (—উপাসনা করেন) তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", (—"যিনি ব্রহ্মভাব কামনা করেন, তিনি ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন"), ইত্যাদি এই সকল [উপাসনা-বোধক] বিধি থাকায়, "এই আত্মা কে ?" সেই ব্রহ্ম কি" ? এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে, তাহার স্বরূপ সমর্পণের দ্বারা(—সেই আত্মা এবং ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদনদ্বারা) 'নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগত নিত্যতৃপ্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বিজ্ঞান-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম', ইত্যাদি এই উপনিষদ্বাক্যসকল উপযোগী হইয়া থাকে।১২ আর তাহার (—সেই ব্রহ্মের) উপাসনা হইতে শাস্ত্রদৃষ্ট ও অদৃষ্ট (—শাস্ত্রপ্রতি-পাদিত ও অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত) মোক্ষরূপ ফল হইবে।১৩ কিন্তু কর্ত্তব্যবিধির

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিধিপ্রযুক্তত্বং স্ফুটয়তি—আত্মা বৈ ইতি। 'ব্রহ্ম বেদ' ইত্যত্র 'ব্রহ্মভাবকামঃ ব্রহ্মবেদনং কুর্য্যাৎ' ইতি বিধিঃ পরিণম্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্। লোকং—জ্ঞানস্বরূপম্। বেদান্তানেব অর্থতঃ পঠতি—নিত্য ইতি। ননু কিং বিধিফলম্ ইতি তদাহ—তদুপাসনাৎ ইতি। প্রত্যগ্-

শাঙ্করভাষ্যম্

'সপ্তদ্বীপা বসুমতী', 'রাজা অসৌ গচ্ছতি' ইত্যাদিবাক্যবৎ বেদান্তবাক্যানাম্ আনর্থক্যম্ এব স্যাৎ।১৪ ননু বস্তুমাত্রকথনে অপি 'রজ্জুঃ ইয়ং নায়ং সর্পঃ' ইত্যাদৌ ভ্রান্তিজনিতভীতিনিবর্ত্তনেন অর্থবত্ত্বং দৃষ্টম্, তথা ইহাপি অসংসার্য্যাত্মবস্তুকথনেন সংসারিত্ব-ভ্রান্তিনিবর্ত্তনেন অর্থবত্ত্বং স্যাৎ।১৫ স্যাৎ এতৎ এবম্, যদি রজ্জুস্বরূপশ্রবণে ইব সর্পভ্রান্তিঃ, সংসারিত্বভ্রান্তিঃ ব্রহ্মস্বরূপ-শ্রবণমাত্রেণ নিবর্ত্তেত।১৬ ন তু নিবর্ত্ততে, শ্রুতব্রহ্মণঃ অপি যথা-পূর্ব্বং সুখদুঃখাদিসংসারিধর্ম্মদর্শনাৎ।১৭ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদি-

ভাষ্যানুবাদ

অনুপ্রবেশ না থাকিলে (—ব্রহ্মকে উপাসনারূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপে স্বীকার না করিলে), কেবলমাত্র বস্তুর [স্বরূপ] কথনে ত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভব হয় না বলিয়া, 'বসুমতী সাতটী দ্বীপসমন্বিতা', 'ঐ রাজা গমন করিতেছেন', ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যসকলের আনর্থক্যই হইবে (—বিধির সহিত সম্বন্ধবিহীন সিদ্ধবস্তুর জ্ঞানে কোনপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া উপনিষদ্বাক্যসকল ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।১৪ অতএব বিধিবোধিত উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য]।

[শঙ্কা—সংসারিত্বভ্রান্তি নিবৃত্তিই ব্রহ্মাত্মবোধক বেদান্তবাক্যের সার্থকতা।]

[পূর্ব্বপক্ষ শঙ্কা—] কিন্তু বস্তুমাত্র কথিত হইলেও, 'ইহা রজ্জু, ইহা সর্প নহে', ইত্যাদি স্থলে ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন ভীতিনিবৃত্তির দ্বারা [সিদ্ধবস্তু প্রতি-পাদক বাক্যের] সার্থকতা দেখা গিয়াছে, তদ্রূপ এখানেও অসংসারী আত্মবস্তু কথিত হওয়ায় [আত্মার] সংসারিত্বরূপ ভ্রান্তিনিবৃত্তির দ্বারা [বেদান্তবাক্য-সকলের] সার্থকতা হইবে।১৫

[পূঃ সমাধান—ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ করিলেও সংসারিত্ব নিবৃত্ত হয় না। অতএব উপাস্য ব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য।]

[পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] ইহা এইরূপ হইতে পারিত, যদি রজ্জুর স্বরূপ শ্রবণে সর্পভ্রান্তির ন্যায়, ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণমাত্রদ্বারাই [জীবের] সংসারিত্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইত।১৬ কিন্তু [তাহা তো] নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু যিনি ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও সুখদুঃখাদিরূপ সংসারীর ধর্ম্ম পূর্ব্ববৎ পরিদৃষ্ট হয়।১৭ আর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-ব্রহ্মোপাসনাৎ 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইতি শাস্ত্রোক্তঃ মোক্ষঃ স্বর্গবল্লোকাপ্রসিদ্ধঃ ফলমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ কর্ত্তব্যোপাসনাবিষয়কবিধিশেষত্বানঙ্গীকারে বাধকমাহ—কর্ত্তব্য ইতি। বিধ্যসম্বদ্ধ-সিদ্ধবোধে প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ বেদান্তানাং বৈফল্যং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ননু ইতি শঙ্কা স্পষ্টার্থা। দৃষ্টান্তবৈষম্যেন পরিহরতি—স্যাৎ ইতি। এতৎ—অর্থবত্ত্বম্ এবং চেৎ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। এবং শব্দার্থমাহ—যদি ইতি। কিঞ্চ, যদি জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ, তদা শ্রবণজন্যজ্ঞানানন্তরং মননাদিবিধি ন স্যাৎ, তদ্বিধেশ্চ কার্য্যসাধ্যা মুক্তিরিত্যাহ—শ্রোতব্য ইতি। শব্দানাং কার্য্যান্বিতশক্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

-ধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি চ শ্রবণোত্তরকালয়োঃ মননিদি-ধ্যাসনয়োঃ বিধিদর্শনাৎ।১৮ তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া এব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি।১৯ অত্র অভিধীয়তে—

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে" (১৭), এইরূপে শ্রবণের পরবর্ত্তিকালে মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধি দেখা যায় (১৮)।১৮ সেইহেতু (—যেহেতু সিদ্ধ বস্তুর জ্ঞানে কোনপ্রকার ফল হয় না, শব্দের শক্তি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বিষয়েই থাকে, শাস্ত্র প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ক্রিয়ামাত্রেরই বোধক এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ক্রিয়ার বিধান আছে, সেইহেতু) প্রতিপত্তিবিধির বিষয়রূপে (—উপাসনাবোধক বিধির প্রতিপাদ্য উপাস্যরূপে) ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি।১৯ [এই পর্য্যন্ত বৃত্তিকারের মতানুযায়ী পূর্ব্বপক্ষ।]

ভাবদীপিকা [শ্রবণমননাদির অর্থ।]

(১৭) শ্রবণাদির বিধায়করূপে এই বাক্যটী আপাততঃ গৃহীত হইতেছে। ৩।৪।১৪ অধিকরণে ইহা বিশেষভাবে বিচারিত হইবে। শ্রবণাদির অর্থ এই—**শ্রবণ**—তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গের (১২৩ পৃঃ) দ্বারা উপনিষৎসকলের অদ্বিতীয় একরস ব্রহ্মে তাৎপর্য্য অবধারণের অনুকূল মানসী ক্রিয়াকে বলে 'শ্রবণ'। **মনন**—শ্রবণদ্বারা অবধারিত বিষয়ে প্রমাণান্তরের দ্বারা বিরোধের আশঙ্কা হইলে, তাহা নিরাকরণের জন্য শ্রুতির অনুকূল যুক্তি-প্রয়োগরূপ মানস ব্যাপারকে বলে 'মনন'। **নিদিধ্যাসন**—যদ্বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করা হইয়াছে, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তস্থৈর্য্যের অনুকূল যে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ অনাদি দুর্বাসনাবশে রূপরসাদি বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্তকে বিষয় হইতে অপসরণকরতঃ ব্রহ্মবস্তুতে যে তৎসজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ (—অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান), তাহাকে বলে 'নিদিধ্যাসন'। ইহারা অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক, ৩।৭০৩ পৃঃ দ্রঃ।

(১৮) এখানে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—মুক্তি যদি উপাসনারূপ কর্ম্মজন্য না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানজন্য হইত, তবে শব্দাপরোক্ষবাদী (৪।২২ পৃঃ) তোমার মতে "শ্রোতব্যঃ" এইরূপে বিহিত যে শ্রবণ, সেই শ্রবণজন্যজ্ঞানের অনন্তর "মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ", এইপ্রকারে ব্রহ্ম-বিষয়ক মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান সঙ্গত হইত না। অথচ শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ক্রিয়ার বিধান দেখা যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল—মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য নহে, কিন্তু বিধেয় উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য এবং ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র জ্ঞানে কোনপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রবৃত্ত্যাদিফলত্বৈব শাস্ত্রত্বাৎ, সিদ্ধে ফলাভাবাৎ, মননাদিবিধেশ্চ, কার্য্যপরা বেদান্তা ইতি পূর্ব্ব-পক্ষম্ উপসংহরতি—**তস্মাৎ** ইতি। বেদান্তা ন বিধিপরাঃ, স্বার্থে ফলবত্ত্বে সতি নিযোজ্য-বিধুরত্বাৎ, 'নায়ং সর্পঃ' ইতি বাক্যবৎ। "সঃ অরোদীৎ", "স্বর্গকামঃ যজেত" ইতি বাক্যয়োঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ন; কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োঃ বৈলক্ষণ্যাৎ।২০ শারীরং বাচিকং মানসং চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) ইতি সূত্রিতা।২১ অধর্ম্মঃ অপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্যঃ পরিহারায়।২২ তয়োঃ চোদনালক্ষণয়োঃ অর্থানর্থয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিঃ এব উপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে।২৩ মনুষ্যত্বাৎ আরভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যম্ অনু-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ধর্ম্ম ও মোক্ষের অধিকারিভেদ। শাস্ত্রবোধিত কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম্মই ধর্ম্ম, মোক্ষ তাহার ফল নহে।]

[সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—না, [শাস্ত্রার্থ এইপ্রকার নহে]; যেহেতু কর্ম্মের এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফলের বিভিন্নতা আছে।২০ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ [যজ্ঞাদি] কায়িক, [সামগানাদি] বাচিক এবং [উপাসনাদি] মানসিক কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হয়, যাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (১৯) এইরূপে [মহর্ষি জৈমিনিকর্তৃক] সূত্রিত হইয়াছে।২১ হিংসাদিরূপ অধর্ম্মও প্রতিষেধচোদনালক্ষণ (—নিবৃত্তিবিধায়ক বেদবাক্যরূপ প্রমাণগম্য) হওয়ায় পরিহার করিবার জন্য জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে।২২ চোদনা (—বেদবাক্য) যাহার লক্ষণ (—প্রমাণ), সেই যে অর্থ ও অনর্থরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাহাদের সুখ ও দুঃখরূপ ফলদ্বয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, শরীর বাক্য ও মনের দ্বারাই তাহারা উপভুক্ত হয় এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতসমূহে প্রসিদ্ধ।২৩ মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহধারীসকলে সুখের তারতম্য (তৈঃ ২।৮)

ভাবদীপিকা

(১৯) "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রটীর অর্থ এই—**অথ**—গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের অনন্তর, **অতঃ**—যিনি বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তিনি বেদবাক্যের বিচার করিতে সমর্থ হন না বলিয়া. [অথবা বেদাধ্যয়নের দ্বারা বেদার্থজ্ঞানরূপ ফল হয় বলিয়া, ধর্ম্মনির্ণয়ের জন্য] **ধর্ম্মজিজ্ঞাসা**—কর্ম্মবোধক বেদবাক্যসকলের জিজ্ঞাসা (—বিচার) করা কর্তব্য। এইটী পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম সূত্র। এই দর্শনে কর্ম্ম ও [সঙ্কর্ষকাণ্ডে] উপাসনা বিচারিত হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিরাসায় হেতৌ বিশেষণদ্বয়মিতি সিদ্ধান্তয়তি—অত্র ইতি (১৫১ পৃঃ)। যদুক্তং মোক্ষকামস্য নিয়োজ্যস্য জ্ঞানং বিধেয়ম্ ইতি, তৎ ন ইত্যাহ—**ন** ইতি। মোক্ষঃ ন বিধিজন্যঃ, কর্ম্মফলবিলক্ষণত্বাৎ, আত্মবৎ ইত্যর্থঃ। উক্তহেতুজ্ঞানায় কর্ম্মতৎফলে প্রপঞ্চয়তি—**শারীরম্** ইত্যাদিনা **বর্ণিতং সংসাররূপমনুবদতি** ইত্যন্তেন। অথ—বেদাধ্যয়নানন্তরম্, অতঃ—বেদস্য ফলবদর্থপরত্বাৎ, ধর্ম্মনির্ণয়ায় কর্ম্মবাক্যবিচারঃ কর্তব্যঃ ইতি সূত্রার্থঃ। ন কেবলং ধর্ম্মাখ্যং কর্ম্ম, কিন্তু অধর্ম্মঃ অপি ইত্যাহ—**অধর্ম্মঃ অপি** ইতি। নিষেধবাক্যপ্রমাণকত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রূয়তে।২৪ ততশ্চ তদ্ধেতোঃ ধর্ম্মস্য তারতম্যং গম্যতে।২৫ ধর্ম্মতারতম্যাৎ অধিকারিতারতম্যম্।২৬ প্রসিদ্ধং চ অর্থিত্ব-সামর্থ্যাদিকৃতম্ অধিকারিতারতম্যম্।২৭ তথাচ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনাম্ এব বিদ্যাসমাধিবিশেষাৎ উত্তরেণ পথা গমনম্, কেবলৈঃ ইষ্টাপূর্ত্তদত্তসাধনৈঃ ধূমাদিক্রমেণ দক্ষিণেন পথা গমনম্।২৮

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।২৪ আর সেইহেতু (—সুখের তারতম্যবশতঃ) তাহার কারণ ধর্ম্মের তারতম্য 'অবগত হওয়া যায়'।২৫ ধর্ম্মের তারতম্যবশতঃ অধিকারীর তারতম্য অবগত হওয়া যায়।২৬ আর অর্থিত্ব (—ফলকামনা) এবং [পুত্রবান্ ও বিত্তবান্ হওয়া, শাস্ত্রকর্ত্তৃক নিবারিত না হওয়া, ইত্যাদিরূপ] সামর্থ্য প্রভৃতির দ্বারা কৃত অধিকারীর তারতম্য প্রসিদ্ধই আছে (১।৬৭৬ পৃঃ)।২৭ যেমন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারিগণেরই বিদ্যা এবং সমাধিবিশেষবশতঃ (—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপাসনা এবং তৎপ্রভাবে লব্ধ চিত্তের স্থৈর্য্যবশতঃ) উত্তর পথের দ্বারা (—দেবযানমার্গদ্বারা, দেবলোকে, বা ব্রহ্মলোকে] গমন এবং কেবল (—উপাসনা-বিহীন) ইষ্ট, পূর্ত্ত এবং দত্তরূপ (২০) সাধনসকলের দ্বারা ধূমাদিক্রমে দক্ষিণ পথের দ্বারা (—পিতৃযাণমার্গদ্বারা (২১) চন্দ্রলোকে] গমন প্রসিদ্ধই আছে।২৮

ভাবদীপিকা

(২০) **ইষ্টকর্ম্ম**—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ (৩।২১ পৃঃ দ্রঃ), বৈশ্বদেব কর্ম্ম (৩।৬৮৮ পৃঃ দ্রঃ), তপস্যা, সত্যবাদিতা, বেদাধ্যয়ন, অতিথিসেবা, ইত্যাদি। **পূর্ত্তকর্ম্ম**—পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবালয় স্থাপন, অন্নসত্র ও ধর্ম্মশালা স্থাপন, ইত্যাদি। **দত্তকর্ম্ম**—শরণাগতের রক্ষা, অহিংসা, যজ্ঞের অঙ্গ নহে এতাদৃশ দান, ইত্যাদি।

(২১) দেবযান ও পিতৃযাণমার্গের বর্ণনা যথাক্রমে ৪।২২২ পৃঃ এবং ৩।৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই পরিদৃশ্যমান চন্দ্র, কর্ম্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক নহে, এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার ৪।২৩৮-৩৯ পৃঃ দ্রঃ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ম্ম উক্ত্বা ফলমাহ—তয়োঃ ইতি। মোক্ষস্তু অতীন্দ্রিয়ঃ বিশোকঃ শরীরাদ্যভোগ্যঃ বিষয়াদ্য-জন্যঃ অনাত্মবিৎসু অপ্রসিদ্ধ ইতি বৈলক্ষণ্যজ্ঞানায় প্রত্যক্ষাদীনি বিশেষণানি। সামান্যেন কর্ম্মফলম্ উক্ত্বা ধর্ম্মফলং পৃথক্ প্রপঞ্চয়তি—**মনুষ্যত্বাৎ** ইতি (১৫২ পৃঃ)। স একো মানুষঃ আনন্দঃ" (তৈঃ ২।৮।১), ততঃ শতগুণঃ গন্ধর্ব্বাদীনামিতি শ্রুতেঃ অনুভবানুসারিত্বম্ অনুশব্দার্থঃ। **ততশ্চ**—সুখতারতম্যাৎ ইত্যর্থঃ। মোক্ষস্তু নিরতিশয়ঃ, তৎসাধনং চ তত্ত্বজ্ঞানমেকরূপমিতি বৈলক্ষণ্যম্। কিঞ্চ, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন একরূপ এব মোক্ষবিদ্যাধিকারী, কর্ম্মণি তু নানাবিধ ইতি বৈলক্ষণ্যমাহ—**ধর্ম্ম** ইতি। গম্যতে ন কেবলং কিন্তু প্রসিদ্ধং চ ইত্যর্থঃ। অর্থিত্বং—ফলকামিত্বম্। সামর্থ্যম্—লৌকিকং পুত্রাদিঃ। আদিপদাৎ বিদ্বত্বং শাস্ত্রানিন্দিতত্বং চ। কিঞ্চ কর্ম্মফলং মার্গপ্রাপ্যং, মোক্ষস্তু নিত্যাপ্ত ইতি ভেদমাহ—**তথাচ** ইতি। উপাসনায়াং চিত্তস্থৈর্য্যপ্রকর্ষাৎ অর্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকগমনং "তে অর্চিষম্" (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইত্যাদিনা শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্রাপি সুখতারতম্যং তৎসাধনতারতম্যং চ শাস্ত্রাৎ—"যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইতি অস্মাৎ গম্যতে।২৯ তথা মনুষ্যাদিষু নারকস্থাবরান্তেষু সুখলবঃ চোদনালক্ষণধর্ম্মসাধ্যঃ এব ইতি গম্যতে তারতম্যেন বর্ত্তমানঃ। ৩০ তথা ঊর্দ্ধগতেষু অধোগতেষু চ দেহবৎসু দুঃখতারতম্যদর্শনাৎ তদ্ধেতোঃ অধর্ম্মস্য প্রতিষেধচোদনালক্ষণস্য তদনুষ্ঠায়িনাং চ তারতম্যং গম্যতে।৩১ এবম্ অবিদ্যাদিদোষবতাং ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যনিমিত্তং শরীরোপাদানপূর্ব্বকং সুখদুঃখতারতম্যম্ অনিত্যং সংসাররূপং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্।৩২ তথা চ শ্রুতিঃ—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি" (ছাঃ ৮।১২।১) ইতি যথাবর্ণিতং

ভাষ্যানুবাদ

সেখানেও (—চন্দ্রলোকেও) সুখের তারতম্য এবং তাহার সাধনের তারতম্য, "ভোগপ্রদানকারি কর্ম্ম যতদিন থাকে, ততদিন [চন্দ্রলোকে] বাস করিয়া" ইত্যাদি এই শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। [মোক্ষ কিন্তু এইপ্রকার তারতম্যযুক্ত নহে। আর তাহার সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীও একইপ্রকার]।২৯ এইরূপে মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নরকস্থ ও স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতসকলে তরতমভাবে (—অল্প বা অধিক পরিমাণে) বর্ত্তমান যে সুখলেশ, তাহা চোদনালক্ষণ ধর্ম্মেরই (৭৭ পৃঃ) সাধ্য (—ফল), ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৩০ তদ্রূপ ঊর্দ্ধগত (—স্বর্গাদিলোকস্থ) এবং অধোগত (—নরকাদিগত) দেহধারী জীবসকলে দুঃখের তারতম্য দৃষ্ট হয় বলিয়া তাহার হেতু যে নিবৃত্তিবিধায়ক বেদবাক্যরূপ প্রমাণগম্য অধর্ম্ম, তাহার এবং তদনুষ্ঠাতৃপুরুষগণের তারতম্য অবগত হওয়া যায়।৩১ এইরূপে অবিদ্যাদিদোষবিশিষ্ট পুরুষগণের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তারতম্যবশতঃ শরীর-ধারণপূর্ব্বক যে সুখের ও দুঃখের [ভোগ-] তারতম্য, তাহাই এই অনিত্য সংসারের স্বরূপ, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি এবং ন্যায়প্রসিদ্ধ (—যুক্তিসিদ্ধ)।৩২ আর শ্রুতিও "যিনি সশরীর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

"অগ্নিহোত্রং তপঃসত্যং বেদানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবং চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে। বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে। শরণাগতসংত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে। তত্রাপি—চন্দ্রলোকে অপি ইত্যর্থঃ। সম্পততি গচ্ছতি অস্মাল্লোকাদমুং লোকমনেনেতি সম্পাতঃ—কর্ম। যাবৎ কর্ম্ম ভোক্তব্যং তাবৎ স্থিত্বা পুনরায়ান্তি ইত্যর্থঃ। মনুষ্যত্বাৎ ঊর্দ্ধংগতেষু সুখস্য তারতম্যম্ উক্ত্বা অধোগতেষু তৎ আহ—তথা ইতি। ইদানীং দুঃখতদ্ধেতুতদনুষ্ঠায়িনাং তারতম্যং বদন্ অধর্ম্মফলং প্রপঞ্চয়তি—তথা ঊর্দ্ধম্ ইতি। দ্বিবিধং কর্ম্মফলং, মোক্ষস্য তদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানায় প্রপঞ্চিতম্ উপসংহরতি—এবম্ ইতি। অস্মিতাকামক্রোধভয়ানি আদিশব্দার্থঃ। "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্" (গীতা ৯।২১) ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। কাষ্ঠোপচয়াৎ আলোপচয়দর্শনাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

সংসাররূপম্ অনুবদতি। ৩৩ "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১) ইতি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধাৎ চোদনালক্ষণধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষাখ্যস্য অশরীরত্বস্য প্রতিষিধ্যতে ইতি গম্যতে।৩৪ ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধঃ ন উপপদ্যতে। ৩৫ অশরীরত্বম্ এব ধর্ম্মকার্য্যম্ ইতি চেৎ? ৩৬ ন,

ভাষ্যানুবাদ

(—দেহাভিমানী) তাঁহার সুখ ও দুঃখের নিশ্চয়ই বিনাশ হয় না", এইরূপে পূর্ব্ববর্ণিত সংসাররূপের অনুবাদ (২২) করিতেছেন।৩৩ "যিনি নিশ্চিতরূপে অশরীর (—শরীরাভিমানরহিত), তাঁহাকে প্রিয়াপ্রিয় (—সুখদুঃখ) স্পর্শ করে না", এইপ্রকারে শ্রুতিতে সুখদুঃখস্পর্শের প্রতিষেধ থাকায়, মোক্ষ নামক যে অশরীরত্ব, তাহার চোদনালক্ষণ ধর্ম্মকার্য্যত্বের (—শ্রুতিবাক্যই যে উপাসনাদি ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ, মোক্ষ সেই ধর্ম্মের কার্য্য, অর্থাৎ ফল, ইহার) প্রতিষেধ করা হইতেছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৩৪ মোক্ষ যদি [উপাসনারূপ] ধর্ম্মের ফল হইত, তাহা হইলে [তাহাতে] সুখদুঃখপ্রাপ্তির প্রতিষেধ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত হইত না, [কারণ মোক্ষাবস্থাতে ধর্ম্মের ফল বিষয়জন্য সুখ অবশ্যই থাকিত, শ্রুতি তাহার অভাবের কথা বলিতেন না, ইহাই ভাব]।৩৫

[পূঃ—মোক্ষ ধর্ম্মেরই ফল।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] অশরীরত্বই (—শরীরাভিমানরাহিত্যই) ধর্ম্মের কার্য্য (—ফল), এইপ্রকার যদি বলা হয় ? (২৩)।৩৬

ভাবদীপিকা

(২২) "বিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ" (ন্যাঃ দঃ ২।১।৬৫)—'যাহা জ্ঞাত অর্থাৎ পূর্ব্বে কথিত, বা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার যে পুনঃ কথন, তাহাকে **অনুবাদ** বলে'। এখানে ভাষ্যমধ্যে 'অনুবদতি' এই পদপ্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—"ন হ বৈ সশরীরস্য", ইত্যাদি শ্রুতি সংসারের স্বরূপ প্রতিপাদন করেন না ; কিন্তু যথাবর্ণিত সংসারের যাহা স্বরূপ, তাহার অনুবাদদ্বারা মুক্তি প্রতিপাদনেই তাঁহার তাৎপর্য্য। "শরীরাভিমানীর প্রিয়াপ্রিয়ের (—সুখদুঃখের) ভোগই" এখানে সংসারস্বরূপের অনুবাদ। সংসারের এই স্বরূপ, "ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে", ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যে (১৫২ পৃঃ ২৩ বাক্যে) বর্ণিত হইয়াছে।

(২৩) এখানে পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় এই—'প্রিয়' (ছাঃ ৮।১২।১) এই শব্দের অর্থ যে বৈষয়িক

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ফলতারতম্যেন সাধনতারতম্যানুমানং ন্যায়ঃ। শ্রুতিমাহ—**তথা চ** ইতি (১৫৪ পৃঃ)। মোক্ষঃ ন কর্ম্মফলম্, কর্ম্মফলবিরুদ্ধাতীন্দ্রিয়ত্ববিশোকত্বশরীরাদ্যভোগ্যত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বাৎ, ব্যতিরেকেণ স্বর্গাদিবৎ ইতি ন্যায়ানুগ্রাহ্যাং শ্রুতিমাহ—**অশরীরম্** ইতি। বাবেতি—অবধারণে। তত্ত্বতো বিদেহং সন্তম্ আত্মানং বৈষয়িকে সুখদুঃখে নৈব স্পৃশত ইত্যর্থঃ। মোক্ষশ্চেৎ উপাসনারূপধর্ম্মফলং, তদেব প্রিয়মস্তি ইতি তন্নিষেধাযোগ ইত্যাহ—**ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি** ইতি। ননু প্রিয়ং নাম বৈষয়িকং

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্য স্বাভাবিকত্বাৎ।৩৭ "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি"॥ (কঠ ১।২।২২), "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মুঃ ২।১।২), "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৩৮ অতএব অনুষ্ঠেয়কর্ম্মফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যম্ অশরীরত্বং নিত্যম্ ইতি সিদ্ধম্।৩৯ তত্র কিঞ্চিৎ পরিণামিনিত্যং, যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি 'তদেব ইদম্' ইতি বুদ্ধিঃ ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মোক্ষ জীবের স্বরূপ, তাহা নিত্য; সুতরাং ধর্ম্মের ফল নহে।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব—] না, তাহা নহে; কারণ তাহা (—আত্মার অশরীরত্ব) স্বাভাবিক।৩৭ [কিপ্রকারে তাহা জানিলে? উত্তর—] "অনিত্য শরীরসকলে অবস্থিত শরীররহিত মহান্ এবং বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোক করেন না", ["সেই পুরুষ] অপ্রাণ (—ক্রিয়াশক্তিমান্ মুখ্যপ্রাণ তাহার নাই), অমন (—জ্ঞানশক্তিমান্ সংকল্পবিকল্পাত্মক মন তাঁহার নাই) সেইহেতু [তিনি] শুভ্র (—শুদ্ধ"), "যেহেতু এই পুরুষ অসঙ্গ (—স্থূলসূক্ষ্মাদি দেহের সহিত সম্বন্ধশূন্য"), ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতে আত্মার স্বাভাবিক অশরীরতা অবগত হওয়া যায়।৩৮ অতএব অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফল হইতে ভিন্ন মোক্ষ নামক অশরীরত্ব নিত্য, ইহা সিদ্ধ হইল।৩৯ [সুতরাং মোক্ষ উপাসনারূপ ধর্ম্মের ফল নহে।]

[সিঃ—মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন। নিত্যব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ উপাসনারূপ ধর্ম্মের ফল নহে।]

['মোক্ষ নিত্য বটে, তবে পরিণামী নিত্য; সুতরাং ধর্ম্মেরই ফল', এইপ্রকার সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন—] তন্মধ্যে (—নিত্যবস্তুসকলের মধ্যে) কোন কোন বস্তু পরিণামী নিত্য, যে বস্তু বিকারপ্রাপ্ত হইলেও "ইহা তাহাই" এইপ্রকার বুদ্ধি

ভাবদীপিকা

সুখ, শ্রুতি মোক্ষাবস্থাতে তাহারই নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু উপাসনারূপ ধর্ম্মের ফল যে শরীরের সহিত সম্বন্ধরাহিত্যরূপ মোক্ষ, তাহার নিষেধ করেন নাই, যেহেতু অধিকারিভেদে বৈষয়ক সুখ ও মোক্ষ প্রভৃতি নানাপ্রকার বিচিত্র ফলদানের সামর্থ্য ধর্ম্মের আছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সুখং তন্নিষিধ্যতে, মোক্ষস্তু ধর্ম্মফলমেব, কর্ম্মণাং বিচিত্রফলদানসামর্থ্যাৎ ইতি শঙ্কতে—**অশরীরত্বম্ এব** ইতি। আত্মনো দেহাসঙ্গিত্বমশরীরত্বম্, তস্য অনাদিত্বাৎ ন কর্ম্মসাধ্যতা ইত্যাহ—**ন** ইতি (১৫৫ পৃঃ)। অশরীরং স্থূলদেহশূন্যং। দেহেষু অনেকেষু অনিত্যেষু এবং নিত্যম্ অবস্থিতং, মহান্তং—ব্যাপিনম্। আপেক্ষিকমহত্ত্বং বারয়তি—**বিভুম্** ইতি। তমাত্মানং জ্ঞাত্বা ধীরঃ সন্ শোকোপলক্ষিতং সংসারং ন অনুভবতি ইত্যর্থঃ। সূক্ষ্মদেহাভাবে শ্রুতিমাহ—**অপ্রাণ** ইতি। প্রাণমনসোঃ ক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যোঃ নিষেধাৎ, তদধীনানাং কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং নিষেধো হি যতঃ, অতঃ শুদ্ধ ইত্যর্থঃ। দেহদ্বয়াভাবে শ্রুতিঃ—"অসঙ্গঃ হি" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইতি। নির্দ্দোষস্বরূপমোক্ষস্য অনাদিভাবত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—**অতএব** ইতি। নিত্যত্বেঽপি পরিণামি-

শাঙ্করভাষ্যম্

বিহন্যতে ; যথা পৃথিব্যাদিজগন্নিত্যত্ববাদিনাম্, যথা চ সাংখ্যানাং গুণাঃ।৪০ ইদং তু পারমার্থিকং কূটস্থনিত্যং, ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং, নিত্যতৃপ্তং, নিরবয়বং, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবম্।৪১ যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সহ কার্য্যেণ কালত্রয়ং চ ন উপাবর্ত্তেতে, তদ এতৎ অশরীরত্বং মোক্ষাখ্যম্।৪২ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" (কঠ ১।২।১৪)

ভাষ্যানুবাদ

বিনষ্ট হয় না [তাহাকে পরিণামী নিত্য বলে]; যথা—[পূর্ব্বমীমাংসকাদি] জগতের নিত্যতাবাদিগণের [মতে] পৃথিবী প্রভৃতি এবং সাংখ্যমতাবলম্বিগণের [মতে সত্ত্বাদি] গুণসকল।৪০ কিন্তু ইহা (—মোক্ষরূপ অশরীরত্ব) পারমার্থিক কূটস্থনিত্য, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সকলপ্রকার বিকারবর্জ্জিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব এবং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব।৪১ যাহাতে [সুখদুঃখাদি] ফলের সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং [ভূত ও ভবিষ্যদাদি] কালত্রয় বর্ত্তমান থাকে না, তাহাই এই মোক্ষ নামক শরীরসম্বন্ধরাহিত্য।৪২ "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, এই কৃত (—কার্য্য) হইতে ও অকৃত (—কারণ) হইতে ভিন্ন, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৪৩ অতএব (—ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সংস্পর্শরাহিত্যবশতঃ কর্ম্মফল হইতে ভিন্ন হওয়ায়)

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-ত্বয়া ধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষস্য ইত্যাশঙ্ক্য নিত্যং দ্বেধা বিভজতে—**তত্র কিঞ্চিৎ** ইতি (১৫৬ পৃঃ)। নিত্যবস্তুমধ্যে ইত্যর্থঃ। পরিণামি চ তৎ নিত্যং চ ইতি পরিণামিনিত্যম্। আত্মা তু কূটস্থনিত্য ইতি ন কর্ম্মসাধ্য ইত্যাহ—**ইদং তু** ইতি। পরিণামিনো নিত্যত্বং প্রত্যভিজ্ঞাকল্পিতং মিথ্যৈব। কূটস্থস্য তু নাশকাভাবাৎ নিত্যত্বং পারমার্থিকম্। কূটস্থত্বসিদ্ধ্যর্থং পরিস্পন্দাভাবমাহ—**ব্যোমবৎ** ইতি। পরিণামাভাবমাহ—**সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতম্** ইতি। ফলানপেক্ষিত্বাৎ ন ফলার্থাপি ক্রিয়া ইত্যাহ—**নিত্যতৃপ্তম্** ইতি। তৃপ্তিরনপেক্ষত্বম্, বিশোকং সুখং বা। নিরবয়বত্বাৎ ন ক্রিয়া। তস্য ভানার্থমপি ন ক্রিয়া, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ। অতঃ কূটস্থত্বাৎ ন কর্ম্মসাধ্যঃ মোক্ষঃ ইত্যুক্তম্। কর্ম্মতৎকার্য্যাসঙ্গিত্বাৎ চ তথা ইত্যাহ—**যত্র** ইতি। কালানবচ্ছিন্নত্বাৎ চ ইত্যাহ—**কাল** ইতি। 'কালত্রয়ং চ ন উপাবর্ত্ততে' ইতি যোগ্যতয়া সম্বন্ধনীয়ম। ধর্ম্মাদ্যনবচ্ছেদে মানমাহ—**অন্যত্র** ইতি। অন্যদিত্যর্থঃ। কৃতাৎ—কার্য্যাৎ, অকৃতাৎ চ—কারণাৎ, ভূতাৎ ভব্যাচ্চ। চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ চ। অন্যৎ যৎ পশ্যসি তৎ বদ ইত্যর্থঃ। ননু উক্তাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থাসঙ্গিত্বং বদন্তু, মোক্ষস্য নিয়োগফলত্বং কিং ন স্যাৎ ইতি? তত্রাহ—**অত** ইতি (১৫৮ পৃঃ)। তৎ—কৈবল্যং ব্রহ্মৈব, কর্ম্মফলবিলক্ষণত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাভেদাৎ মোক্ষস্য কূটস্থত্বং ধর্ম্মাদ্যসঙ্গিত্বং চ ইতি ভাবঃ। যদ্বা, যৎ জিজ্ঞাস্যং তদ্ ব্রহ্ম। অতঃ পৃথগ্ জিজ্ঞাস্যত্বাৎ ধর্ম্মাদ্যসংস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ। অতঃ শব্দাভাবপাঠে অপি অয়মেব অর্থঃ। ব্রহ্মণঃ বিধিস্পর্শে শাস্ত্রপৃথক্ত্বং ন স্যাৎ, কার্য্যবিলক্ষণানধিগতবিষয়ালাভাৎ। নহি ব্রহ্মাত্মৈক্যং ভেদপ্রমাণে জাগ্রতি

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৪৩ অতঃ তদ্ ব্রহ্ম যস্য ইয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা।৪৪ তদ্ যদি কর্ত্তব্যশেষত্বেন উপদিশ্যেত, তেন চ কর্ত্তব্যেন সাধ্যঃ চেৎ মোক্ষঃ অভ্যুপগম্যেত, অনিত্যঃ এব স্যাৎ।৪৫ তত্র এবং সতি, যথোক্তকর্ম্মফলেষু এব তারতম্যাবস্থিতেষু অনিত্যেষু কশ্চিৎ অতিশয়ঃ মোক্ষঃ ইতি প্রসজ্যেত।৪৬ নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্বৈঃ মোক্ষবাদিভিঃ অভ্যুপগম্যতে।৪৭ অতঃ ন কর্ত্তব্যশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশঃ যুক্তঃ।৪৮ অপিচ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯), "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮), "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈঃ ২।৯), "অভয়ং

ভাষ্যানুবাদ

তাহাই (—সেই মোক্ষসংজ্ঞক অশরীরত্বই) ব্রহ্ম, যাঁহার বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা প্রস্তাবিত হইয়াছে।৪৪ তাহা (—ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ) যদি কর্ত্তব্যশেষরূপে (—কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অঙ্গরূপে, অর্থাৎ বিধিবোধিত উপাসনারূপ মানসক্রিয়ার অঙ্গরূপে, শাস্ত্রে] উপদিষ্ট হইত এবং সেই কর্ত্তব্যের দ্বারা (—বিহিত উপাসনাদি কর্ম্মের দ্বারা) মোক্ষ যদি সাধ্যরূপে (—উৎপাদ্যরূপে) স্বীকৃত হইত, [তাহা হইলে তাহা] অনিত্যই হইয়া পড়িত।৪৫ তাহাতে (—মোক্ষে) এইপ্রকার হইলে (—বিধেয় উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য হওয়ায় মোক্ষ অনিত্য হইলে) তরতমভাবে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত অনিত্য কর্ম্মফলসকলের মধ্যেই মোক্ষ কোনপ্রকার অতিশয় (—স্বর্গাদির ন্যায় উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলবিশেষ) হইয়া পড়িত।৪৬ মোক্ষ কিন্তু নিত্য, ইহা সকল মোক্ষবাদিকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।৪৭ সেইহেতু (—ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ বিধিবোধিত ধর্ম্মের ফল নহে বলিয়া) কর্ত্তব্যশেষরূপে (—উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গরূপে) ব্রহ্মের উপদেশ সঙ্গত নহে।৪৮

[মোক্ষ ধর্ম্মের ফল নহে, তত্ত্বজ্ঞানের ফল ; এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ। ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠেয়ান্তরাভাব।]

[প্রদীপের দ্বারা তমোনিবৃত্তির ন্যায় আত্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দৃষ্টফল, তাহা বিধিবোধিত উপাসনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের ন্যায় অদৃষ্ট নহে, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আরও দেখ, "যিনি ব্রহ্মকে ["আমি ব্রহ্ম" এইপ্রকারে] জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", "সেই পরাবর (—কার্য্য ও কারণের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে, ইঁহার (—জ্ঞানীর) সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়",

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিধিপরবাক্যাৎ লব্ধুং শক্যম্। ন বা তদ্বিনা বিধেরনুপপত্তিঃ, যোষিদগ্ন্যোক্যোপাত্তিবিধিদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ। অথবা মোক্ষস্য নিয়োগাসাধ্যত্বে ফলিতং সূত্রার্থমাহ—অত ইতি। যস্য জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম, তৎ স্বতন্ত্রমেব বেদান্তৈরুপদিশ্যতে, সমন্বয়াদিত্যর্থঃ। বিপক্ষে দণ্ডং পাতয়তি— তদ্ যদি ইতি। তত্রৈবং সতি ইতি। মোক্ষে সাধ্যত্বেন অনিত্যে সতি ইত্যর্থঃ অত ইতি—মুক্তেঃ নিয়োগাসাধ্যত্বেন নিযোজ্যালাভাৎ কর্ত্তব্যনিয়োগাভাবাৎ ইত্যর্থঃ প্রদীপাৎ তমোনিবৃত্তিবৎ জ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপমোক্ষস্য দৃষ্টফলত্বাৎ চ ন নিয়োগস্যাবকাশঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২।৪), "তৎ আত্মানমেব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০), "তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ" (ঈশ ৭) ইতি এবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যঃ মধ্যে কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি।৪১ তথা "তদ্ হ এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে

ভাষ্যানুবাদ

"ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দ, তাহাকে যিনি জানেন, তিনি কোন কিছু হইতে ভয়প্রাপ্ত হন না", "হে জনক, তুমি অভয়কে (—অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছ", "সেই আত্মাকেই 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে অবগত হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি সর্ব্বস্বরূপ হইয়াছিলেন", "তখন সেই একত্বদর্শনকারীর মোহই বা কি এবং শোকই বা কি"? ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার অনন্তর মোক্ষ প্রদর্শনকরতঃ [ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহার ফল মোক্ষের] মধ্যে অন্য [উপাসনাদিরূপ] ক্রিয়ার নিষেধ করিতেছেন (২৪)।৪১ এইরূপে "সেই ইঁহাকে (—ব্রহ্মকে, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে] দর্শনকরতঃ ঋষি বামদেব

ভাবদীপিকা

(২৪) এখানে তাৎপর্য্য এই—মোক্ষ যদি ধর্ম্মের (—কর্ম্ম ও উপাসনার) ফল হইত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গাদির ন্যায় কালান্তরে উৎপন্ন হইত, তাহা কিন্তু হয় না; ব্রহ্মজ্ঞানের সমকালেই মোক্ষ লব্ধ হয়। সুতরাং শ্রুতিবলেই অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্ম উপাসনাদিরূপ ক্রিয়ার অঙ্গরূপে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হন নাই। [যাঁহারা বলেন—শ্রুতি হইতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের পর তাঁহার উপাসনা করিলে মুক্তি হয়, তাঁহাদের (—প্রাচীন বৃত্তিকার ও তদনুবর্ত্তী বেদান্তভাষ্যকারগণের) মতবাদ এখানে নিরাকৃত হইল, বুঝিতে হইবে]।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইত্যাহ—অপি চ ইতি (১৫৮ পৃঃ)। যঃ 'ব্রহ্ম অহম্' ইতি বেদ, স ব্রহ্মৈব ভবতি। পরং—কারণম্, অবরং—কার্য্যম, তদ্রূপে তদধিষ্ঠানে, তস্মিন্ দৃষ্টে সতি অস্য দ্রষ্টুঃ অনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি নশ্যন্তি। ব্রহ্মণঃ স্বরূপমানন্দং বিদ্বান্ নির্ভয়ঃ ভবতি, দ্বিতীয়াভাবাৎ। 'অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্তঃ অসি' অজ্ঞানহানাৎ। তৎ জীবাখ্যং ব্রহ্ম গুরূপদেশাৎ আত্মানমেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি অবেৎ—বিদিতবৎ। তস্মাৎ বেদনাৎ তদ্ ব্রহ্ম পূর্ণমভবৎ। পরিচ্ছেদভ্রান্তিহানাদেকত্বম্। "অহং ব্রহ্ম" ইত্যনুভবতঃ তত্র অনুভবকালে মোহশোকৌ ন স্ত ইতি শ্রুতীনামর্থঃ। তাসাং তাৎপর্য্যম্ আহ—ব্রহ্ম ইতি। বিদ্যাতৎফলয়োর্ম্মধ্যে ইত্যর্থঃ। মোক্ষস্য বিধিফলত্বে স্বর্গাদিবৎ কালান্তরভাবিত্বং স্যাৎ। তথা চ শ্রুতিবাধ ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ মোক্ষঃ বৈধঃ ন ইত্যাহ—তথা ইতি। তদ্ ব্রহ্ম এতং প্রত্যগস্মি ইতি পশ্যন্ তস্মাৎ জ্ঞানাৎ বামদেবঃ মুনীন্দ্রঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপেদে হ, তত্র জ্ঞানে তিষ্ঠন্ দৃষ্টবান্ আত্মমন্ত্রান্ স্বস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রকাশকান্ 'অহং মনুঃ' ইত্যাদীন্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি স্থিতির্গানক্রিয়ায়াঃ লক্ষণম্, ব্রহ্মদর্শনং তু ব্রহ্মপ্রতিপত্তিক্রিয়ায়াঃ হেতুঃ ইতি বৈষম্যমস্তি, তথাপি "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" (পাঃ সূঃ ৩।২।১২৬) ইতি সূত্রেণ ক্রিয়াং প্রতি লক্ষণহেত্বোঃ অর্থয়োঃ বর্ত্তমানাৎ ধাতোঃ পরস্য লটঃ শতৃশানচৌ আদেশৌ ভবতঃ ইতি বিহিতশতৃপ্রত্যয়সামর্থ্যাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চ" বৃঃ (১।৪।১০) ইতি ব্রহ্মদর্শনসর্ব্বাত্মভাবয়োঃ মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরবারণায় উদাহার্য্যম্।৫০ যথা 'তিষ্ঠন্ গায়তি' ইতি তিষ্ঠতিগায়ত্যোঃ মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তি ইতি গম্যতে।৫১ "ত্বং হি নঃ পিতা যঃ অস্মাকম্ অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি" (প্রশ্ন ৬।৮), "শ্রুতং হি এব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকম্ আত্মবিদ্ ইতি, সঃ অহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" (ছাঃ ৭।১।৩), "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি চ এবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রম্ এব আত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শ-

ভাষ্যানুবাদ

অবগত হইয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মদর্শন ও সর্ব্বাত্মভাবের মধ্যে অন্য কর্ত্তব্যের নিষেধের জন্য উদাহরণরূপে গ্রহণীয়।৫০ যেমন 'দণ্ডায়মান হইয়া গান গাহিতেছে', এই স্থলে দণ্ডায়মান অবস্থা এবং গান ক্রিয়া, এই দুইটীর মধ্যে তৎকর্ত্তৃক (—গায়ককর্ত্তৃক, অনুষ্ঠেয়) অন্য কার্য্য বিদ্যমান নাই, ইহা অবগত হওয়া যায়; [তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যেও বুঝিতে হইবে]।৫১ "আপনিই আমাদের পিতা, যিনি আমাদিগকে অবিদ্যার পর-পারে (—পুনরাবৃত্তিশূন্য মোক্ষসংজ্ঞক ব্রহ্মে) লইয়া যাইতেছেন", "আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকটই আমি শ্রবণ করিয়াছি—আত্মবিৎ পুরুষ শোককে অতিক্রম করেন; হে ভগবন্, সেই আমি শোক করিতেছি, হে ভগবন্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন", "সেই মৃদিতকষায় (—নিষ্পাপ, নারদকে] ভগবান্ সনৎকুমার [শোকের কারণভূত] অজ্ঞানের পার (—ব্রহ্মস্বরূপ) দর্শন করাইয়াছিলেন", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি [অনুৎপাদ্য ও নিত্য] মোক্ষের প্রতি-বন্ধকনিবৃত্তিমাত্রই আত্মজ্ঞানের ফল, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।৫২ [অতএব সিদ্ধ হইল—ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, কিন্তু ধর্ম্ম (—কর্ম্ম ও উপাসনা প্রভৃতি) নহে; আর বেদান্তসকল বোধকমাত্র, কিন্তু উপাসনাদি ধর্ম্মের বিধায়ক নহে]।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

'তিষ্ঠন্ গায়তি' ইত্যুক্তে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং মধ্যে ন ভাতি ইতি। এতাবতা পঞ্চন্ প্রতি-পেদে ইত্যস্য দৃষ্টান্তমাহ যথা ইতি। কিঞ্চ, জ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। জ্ঞানস্য বিধেয়ে কর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বং ন যুক্তম্। অতঃ বোধকাঃ এব বেদান্তাঃ, ন বিধায়কাঃ ইত্যাহ—ত্বং হি ইতি। ভারদ্বাজাদয়ঃ ষড়্ ঋষয়ঃ পিপ্পলাদং গুরুং পাদয়োঃ প্রণম্য উচিরে—ত্বং খলু অস্মাকং পিতা। যঃ ত্বম্ অবিদ্যামহোদধেঃ পরং—পুনরাবৃত্তিশূন্যং পারং ব্রহ্ম, বিদ্যাপ্লবেন অস্মান্ তারয়সি—প্রাপয়সি, জ্ঞানেন অজ্ঞানং নাশয়সি ইতি যাবৎ। প্রশ্নবাক্যম্ উক্ত্বা ছান্দোগ্যমাহ—শ্রুতম্ ইতি। অত্র 'তারয়তু' ইত্যন্তম্ উপক্রমস্থম্, শেষম্ উপসংহারস্থমিতি ভেদঃ। আত্মবিৎ শোকং তরতি ইতি ভগবত্তুল্যেভ্যঃ ময়া শ্রুতমেব হি, ন দৃষ্টম্, সঃ অহম্ অজ্ঞত্বাৎ হে ভগবঃ, শোচামি

শাঙ্করভাষ্যম্

-ন্তি।৫২ তথা চ আচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্—"দুঃখ-জন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-পায়াৎ অপবর্গঃ" (ন্যাঃ সূঃ ১।১।২) ইতি।৫৩ মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ ভবতি।৫৪ ন চ ইদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্প-

ভাষ্যানুবাদ

['ব্রহ্মজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু', এই বিষয়ে মহর্ষি গৌতমের সম্মতি।]

আর দেখ, [তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির হেতু, এই বিষয়ে] আচার্য্য [গৌতম] প্রণীত, যুক্তির দ্বারা পুষ্ট সূত্র আছে, যথা—"দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞান, এই সকলের উত্তরোত্তরের (—পরবর্ত্তীর পরবর্ত্তীর) নাশ হইলে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীর নাশ হয় বলিয়া অপবর্গ(—মোক্ষ) সিদ্ধ হয় (২৫)।৫৩ আর মিথ্যাজ্ঞানের অপায় (—নাশ) ব্রহ্ম এবং [জীব-] আত্মার একত্বজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে।৫৪

[জীব ও ব্রহ্মের 'একত্বজ্ঞান' সম্পদাদি উপাসনার ন্যায় আরোপিত জ্ঞান নহে, ইহা বস্তুতন্ত্র।]

[যদি বলা হয়—জীব ও ব্রহ্মের যে এতাদৃশ একত্বজ্ঞান, তাহা সম্পদাদিরূপ আরোপিত মিথ্যাজ্ঞানমাত্র। সেইহেতু প্রমা নহে, সুতরাং তাহার দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞানের নাশ হয় না, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই ব্রহ্ম এবং[জীব-]

ভাবদীপিকা [গৌতম সূত্রের ব্যাখ্যা।]

(২৫) এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য এই—মহর্ষি গৌতমের মতে "তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির হেতু" (ন্যায়সূত্র ১।১।১)। তাহা কিপ্রকারে মুক্তির হেতু হয়, তাহাই এই দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইতেছে; যথা—তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা 'আমি শরীর', 'আমি গৌরবর্ণ', ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যে সূত্রোল্লিখিত 'দোষ' অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি, তাহার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ং শোচন্তং মাং ভগবানেব জ্ঞানপ্লবেন শোকসাগরস্য পরং পারং প্রাপয়তু ইতি নারদেন উক্তঃ সনৎকুমারস্তস্মৈ তপসা দগ্ধকিল্বিষায় নারদায় তমসঃ শোকনিদানাজ্ঞানস্য জ্ঞানেন নিবৃত্তিরূপং পরং পারং ব্রহ্ম দর্শিতবানিত্যর্থঃ। 'এতৎ যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াং, সঃ অবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি' (মুঃ ২।১।১০) ইতি বাক্যম্ আদিশব্দার্থঃ। এবং শ্রুতেঃ তত্ত্বপ্রমা মুক্তিহেতুঃ ন কর্ম্ম ইত্যুক্তম্। অত্র অক্ষপাদগৌতমমুনিসম্মতিমাহ—**তথা চ** ইতি। 'গৌরঃ অহমিতি মিথ্যাজ্ঞানস্য অপায়ে রাগদ্বেষমোহাদিদোষাণাং নাশঃ, দোষাপায়াৎ ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপপ্রবৃত্তেরপায়ঃ, প্রবৃত্ত্য-পায়াৎ পুনর্দ্দেহপ্রাপ্তিরূপজন্মাপায়ঃ, এবং পাঠক্রমেণ উত্তরোত্তরস্য হেতুনাশাৎ নাশে সতি তস্য প্রবৃত্তিরূপহেতোঃ অনন্তরস্য কার্য্যস্য জন্মনঃ অপায়াৎ দুঃখধ্বংসরূপঃ অপবর্গঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।

নমু পূর্ব্বসূত্রে "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" (ন্যাঃ সূঃ ১।১।১) ইত্যুক্তে সতি ইতরপদার্থভিন্নাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানং কথং মোক্ষং সাধয়তি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারেণ ইতি বক্তুম্ ইদং সূত্রং প্রবৃত্তম্। তথা চ ভিন্নাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিং বদৎ সূত্রং সম্মতং চেৎ পরমতানুজ্ঞা স্যাৎ ইত্যতঃ আহ—**মিথ্যা** ইতি। তত্ত্বজ্ঞানাৎ মুক্তিরিত্যংশে সম্মতিঃ উক্তা। ভেদজ্ঞানং তু "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" (বৃঃ ২।৪।১৪) ইতি শ্রুত্যা ভ্রান্তিত্বাৎ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি শ্রুত্যা অনর্থহেতুত্বাৎ চ ন মুক্তিহেতুরিতি ভাবঃ। নমু ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-

শাঙ্করভাষ্যম্

-দ্রূপম্, যথা—"অনন্তং বৈ মনঃ, অনন্তাঃ বিশ্বেদেবাঃ অনন্তম্ এব সঃ তেন লোকং জয়তি" (বৃঃ ৩।১।৯) ইতি।৫৫ ন চ অধ্যাসরূপম্,

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার যে একত্ববিজ্ঞান, তাহা সম্পদ্রূপ নহে (২৬), যেমন "মন [নিজের বৃত্তির দ্বারা] অনন্ত এবং বিশ্বদেবগণও [তদ্রূপ] অনন্ত তাহার দ্বারা (—মনে বিশ্বদেব দেবতাদৃষ্টিরূপ সম্পদ্ উপাসনার দ্বারা) তিনি (—উপাসক) অনন্তলোক জয় করেন",

ভাবদীপিকা [গৌতমমত হইতে সিদ্ধান্তের প্রভেদ]

নাশ হয়। এইরূপে 'দোষ' নাশ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ 'প্রবৃত্তি' নষ্ট হইয়া যায়। প্রবৃত্তি 'নষ্ট' হইলে আর 'জন্ম' হয় না এবং 'জন্ম' না হইলে আর 'দুঃখও' হয় না। এই দুঃখধ্বংসই 'অপবর্গ' অর্থাৎ মুক্তি। লক্ষ্য করিতে হইবে—"মিথ্যাজ্ঞানের নাশ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ", কিন্তু উপাসনা বা কর্ম্ম নহে', ইহা প্রদর্শনদ্বারা স্বমতের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি গৌতমের সূত্র উদ্ধৃত করিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে এই 'তত্ত্বজ্ঞান' বলিতেগৌতমীয় দর্শনের প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন' প্রভৃতি (ন্যায়দর্শন ১।১।১) ষোলটী পদার্থ হইতে ভিন্ন আত্মতত্ত্বজ্ঞানকে বুঝিতে হইবে না, কারণ তাহাতে আত্মভিন্ন পদার্থের জ্ঞানও বিদ্যমান থাকায় দ্বৈতবস্তুর সত্যতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" (বৃঃ ২।৪।১৪), "যঃ ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯), ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে তাদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র, তাহা মুক্তির হেতু হইতে পারে না। **সিদ্ধান্তে** জীব ও ব্রহ্মের **একত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান**। তাহাই মিথ্যাজ্ঞান নাশের হেতু। মহর্ষি গৌতমসম্মত যে 'প্রমাণ ও প্রমেয়াদি' পদার্থবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান, তাহা সিদ্ধান্তসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কারণ তাহা 'প্রমানাদি' অন্য পদার্থসকলের (ন্যায়দর্শন ১।১।১) সহযোগে, 'প্রমেয়' পদার্থ যে আত্মা এবং শরীর ও দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ অনাত্মা (ন্যায়দর্শন ১।১।৯), তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ের দ্বারা বৈরাগ্য সম্পাদন এবং 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়করতঃ মননের সহায়ক হইয়া থাকে। আর মহর্ষি **গৌতমের** মতে—দুঃখধ্বংসরূপ অভাব পদার্থই **মোক্ষ**। **সিদ্ধান্তে** কিন্তু নিত্যসুখস্বরূপ স্বস্বরূপের অভিব্যক্তিই **মোক্ষ**। নিজের যাহা স্বরূপ, তাহা কদাপি অভাবপদার্থ হইতে পারে না। 'জন্ম', 'মৃত্যু', 'দুঃখ' প্রভৃতি আত্মচৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত মাত্র। উক্ত কল্পিত দুঃখ প্রভৃতির নাশ হইলে তাহাদের অধিকরণস্বরূপ ভাববস্তু আত্মচৈতন্যই ফলতঃ অবশিষ্ট থাকেন ; কারণ কল্পিত বস্তুর নাশরূপ যে অভাব, তাহা অধিকরণস্বরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং স্বপক্ষসমর্থনের জন্য এখানে মহর্ষি গৌতমের সূত্র উদ্ধৃত হইলেও তাঁহার মতবাদ স্বীকার করা হয় নাই, ইহাই বলিতেছেন—**মিথ্যাজ্ঞান**—'আর ইত্যাদি (৫৪ বাক্য)।

(২৬) **উপাসনা**—উপ+আস্+অন+আপ্ প্রত্যয়দ্বারা উপাসনা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে উপাসনা শব্দের অর্থ হয়—"নিকটে অবস্থান"। বস্তুতঃ উপাস্যের চিন্তারূপ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-বিজ্ঞানমপি ভেদজ্ঞানবৎ ন প্রমা, সম্পদাদিরূপত্বেন ভ্রান্তিত্বাৎ ইত্যতঃ আহ—**ন চ ইদম্** ইত্যাদিনা (১৬১ পৃঃ)। অল্পালম্বনতিরস্কারেণ উৎকৃষ্টবস্তুভেদধ্যানং **সম্পৎ**, যথা মনঃ বৃত্ত্যান-

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা—"মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইতি চ মনআদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসঃ ।৫৬

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি। [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান এইপ্রকার নহে] ।৫৫ আর [এই ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান] অধ্যাসরূপও (২৭) নহে, যথা—"মনই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবে" এবং "আদিত্যই ব্রহ্ম ইহাই উপদেশ", ইত্যাদি স্থলে মন এবং আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির

ভাবদীপিকা

মানস ব্যাপারের দ্বারা উপাস্যের নিকট যে অবস্থান, অর্থাৎ তৈলধারাবৎ অখণ্ড মানসবৃত্তির দ্বারা উপাস্যকে যে চিন্তা করা, তাহাই উপাসনাশব্দের পর্য্যবসিত অর্থ। উপাসনা প্রধানতঃ দ্বিবিধ, যথা—১। অপ্রতীকাবলম্বনা এবং ২। প্রতীকাবলম্বনা। এখানে যে সম্পদ্ ও অধ্যাস উপাসনার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তাহারা প্রতীকাবলম্বনা উপাসনার অন্তর্গত। তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদান্তে বিভাগচিত্রাদি সহযোগে উপাসনা বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

সম্পদ্ উপাসনা—কোন অপকৃষ্ট বস্তুকে কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে ধ্যান করা এবং ধ্যানকালে ঐ অবলম্বনভূত অপকৃষ্ট বস্তুটীকে তিরস্কার করিয়া, অর্থাৎ অবিদ্যমানপ্রায় করিয়া আরোপ্য বস্তুটীর প্রধানভাবে চিন্তা করাকে সম্পদ্ উপাসনা বলে। যথা—'অনন্তং বৈ মনঃ" (বৃঃ ৩।১।৯) ইত্যাদি। এই স্থলে অবলম্বনভূত জড় মনকে বিশ্বদেব নামক অনন্ত দেবতাগণের সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা হয়। ইহাতে আলম্বন যে মন, তাহা অপকৃষ্ট বস্তু এবং আরোপ্য যে বিশ্বদেব নামক দেবতাগণ, তাঁহারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মনের বৃত্তিসকল অনন্ত এবং বিশ্বদেব নামক দেবতাগণও অনন্ত, এই আনন্ত্যরূপ সামান্য ধর্ম্মবশতঃ বিশ্বদেব দেবতাগণকে মনে আরোপ করিয়া মনকে বিশ্বদেব দেবতারূপে চিন্তা (—ধ্যান) করা হয়। এইরূপ ধ্যানকালে মনোবিষয়ক চিন্তা প্রায় থাকে না এবং বিশ্বদেব দেবতাগণের চিন্তাটীর প্রাধান্য থাকে। এইরূপ যে উপাসনা, তাহাই সম্পদ্ উপাসনা। প্রস্তাবিত স্থলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্যরূপ সামান্য ধর্ম্মবশতঃ জীবে ব্রহ্মাভিন্নতার আরোপ করিয়া অবলম্বনভূত জীবের চিন্তাকে অবিদ্যমানপ্রায় করিয়া এবং আরোপ্য ব্রহ্মের চিন্তাকে প্রধানভাবে রাখিয়া জীবরূপ অপকৃষ্ট বস্তুকে ব্রহ্মরূপ উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে উপাসনার কথা বলা হয় নাই, ইহাই বলা হইতেছে।

(২৭) **অধ্যাস উপাসনা**—এই উপাসনাতেও এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ করতঃ উপাসনা করা হয়। তবে ইহাতে বিশেষ এই যে—সম্পদ্ উপাসনাতে যেমন আরোপিত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন্যাং অনন্তং, ততঃ উৎকৃষ্টা বিশ্বেদেবা অপি অনন্তা ইত্যনন্তত্বসাম্যাৎ 'বিশ্বেদেবা এব মন' ইতি সম্পৎ, তয়া অনন্তফলপ্রাপ্তির্ভবতি। তথা চেতনত্বসাম্যাৎ জীবে ব্রহ্মাভেদঃ সম্পৎ ইতি ন চ ইত্যর্থঃ। আলম্বনস্য প্রাধান্যেন ধ্যানম্, প্রতীকোপাস্তিঃ অধ্যাসঃ। যথা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা মনস, আদিত্যস্য চ। তথা "অহং ব্রহ্ম" ইতি জ্ঞানমধ্যাসঃ ন ইত্যাহ—ন চ ইতি (১৬২ পৃঃ)। আদেশঃ—উপদেশঃ। ক্রিয়াবিশেষঃ—বিশিষ্টক্রিয়া, তয়া যোগঃ নিমিত্তং যস্য ধ্যানস্য তত্তথা। যথা প্রলয়কালে বায়ুঃ অগ্ন্যাদীন্ সংবৃণোতি—সংহরতি ইতি সম্বর্গঃ, স্বাপকালে প্রাণঃ বাগাদীন্ সংহরতি ইতি

শাঙ্করভাষ্যম্

নাপি বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তম্—বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।১,৩) ইতিবৎ।৫৭ নাপি আজ্যাবেক্ষণাদিকর্ম্মবৎ

ভাষ্যানুবাদ

অধ্যাস [-রূপ উপাসনা] 'উপদিষ্ট হয়' ।৫৬ আর [ব্রহ্ম ও জীবের এই একত্বজ্ঞান] "বায়ুই সম্বর্গ" (২৮), "প্রাণই সম্বর্গ" ইত্যাদির ন্যায় [বিশ্বব্যাপ্তি এবং শরীরব্যাপ্তি-রূপ] বিশিষ্ট ক্রিয়ার যোগবশতঃ [সম্বর্গোপাসনাও] নহে ।৫৭ আর আজ্যা-

ভাবদীপিকা

বস্তুটীর প্রাধান্য থাকে এবং আলম্বনটী তিরোহিতপ্রায় হইয়া যায়, ইহাতে তদ্রূপ হয় না। ইহাতে আলম্বনটীর অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করা হয়, তাহার প্রাধান্য থাকে এবং আরোপিতটী অপ্রধান হইয়া যায়। যথা—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১)—'মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি। এই স্থলে আলম্বন যে জড় মন, তাহাই প্রধানভাবে চিন্তিত হয় এবং আরোপ্য যে চেতন ব্রহ্ম, তাহা অপ্রধান হইয়া যায়। এইরূপে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীবে ব্রহ্মদৃষ্টি করতঃ ধ্যানকালে আলম্বন জীবই প্রধানভাবে ধ্যেয় এবং আরোপ্য ব্রহ্ম অপ্রধানভাবে ধ্যেয়, এইপ্রকার অধ্যাস উপাসনার কথা বলা হয় নাই, ইহাই বলা হইতেছে। [বর্ত্তমানকালে প্রচলিত পৌরাণিক প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনা উপাসনাসকলকেও এইভাবে উপাসকের চিন্তনসামর্থ্যানুযায়ী সম্পদ্ বা অধ্যাস উপাসনারূপে বুঝিতে হইবে]।

(২৮) **সম্বর্গ উপাসনা**—ইহা অপ্রতীকাবলম্বনা বিদ্যা। এই বিদ্যাতে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপে প্রয়োগভেদ ৩।৩।২৮ অধিকরণে আলোচিত হইবে। কোন ক্রিয়াবিশেষকে অবলম্বন করিয়া যে উপাসনা, তাহাই সম্বর্গ উপাসনা। যথা—"বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ", "প্রাণো বাব সম্বর্গঃ", ইত্যাদি। নির্বাপণকালে এবং প্রলয়কালে বায়ু (—বাহ্যবায়ু (ছাঃ ৪।৩।১), সূত্রাত্মা, ৩।৪৭৪ পৃঃ দ্রঃ) অগ্নি প্রভৃতিকে সংহার করেন, অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিলীন করেন এবং সুষুপ্তি-কালে মুখ্যপ্রাণ বাক্ (—বাগিন্দ্রিয়) প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিজের মধ্যে বিলীন করেন। এই 'বিলীন করা' অর্থাৎ 'সংহার করা'-রূপ ক্রিয়াযোগে বায়ুর এবং মুখ্যপ্রাণের যে উপাসনা, তাহাই সম্বর্গ উপাসনা। এই উপাসনাতে বায়ুর মধ্যে বিলীন অগ্নি প্রভৃতি যেমন 'সংহারক্রিয়ার' যোগবশতঃ বায়ুর সহিত অভিন্নরূপে ধ্যেয় এবং মুখ্যপ্রাণের মধ্যে বিলীন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি যেমন উক্ত ক্রিয়ার যোগবশতঃ মুখ্যপ্রাণের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যেয়। প্রস্তাবিত ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে তদ্রূপ 'বৃংহণ' অর্থাৎ বৃদ্ধিক্রিয়ার যোগবশতঃ (—ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপক (৯০ পৃঃ) এবং ব্যাবহারিক জীব শরীরব্যাপক হওয়ায়) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নরূপে ধ্যেয় নহে ; অর্থাৎ বৃদ্ধিক্রিয়াযোগে জীব ও ব্রহ্মের অভেদোপাসনারূপ সম্বর্গ উপাসনা এখানে বিবক্ষিত নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সংহারক্রিয়াযোগাৎ সম্বর্গঃ ইতি ধ্যানং ছান্দোগ্যে বিহিতম্, তথা বৃদ্ধিক্রিয়াযোগাৎ জীবঃ ব্রহ্মেতি জ্ঞানমিতি নেত্যাহ—**নাপি** ইতি। যথা "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি" ইতি উপাংশুযাগাঙ্গস্য আজ্যস্য সংস্কারকম্ অবেক্ষণং বিহিতং, তথা কর্ম্মণি কর্ত্তৃত্বেন অঙ্গস্য আত্মনঃ সংস্কারার্থং ব্রহ্মজ্ঞানং ন ইত্যাহ—**নাপি আজ্য** ইতি। প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়ে হেতুমাহ—**সম্পদাদি** ইতি(১৬৫ পৃঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপম্।৫৮ সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানে অভ্যুপগম্যমানে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইতি এবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত।৫৯ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুঃ ২।২।৮) ইতি চ এবমাদীনি অবিদ্যানিবৃত্তিফলশ্রবণানি উপরুধ্যেরন্।৬০ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইতি চ এবমাদীনি তদ্ভাবাপত্তিবচনানি সম্পদা-

ভাষ্যানুবাদ

-বেক্ষণ (২৯) প্রভৃতি কর্ম্মের ন্যায় [তাহা] কর্ম্মাঙ্গের সংস্কাররূপও নহে।৫৮ যেহেতু ব্রহ্ম এবং [জীব-] আত্মার একত্ববিজ্ঞানকে সম্পৎ প্রভৃতিরূপে স্বীকার করিলে, "তাহাই (—সেই ব্রহ্মই) তুমি", "আমিই ব্রহ্ম", "এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ", ইত্যাদি বাক্যসকলের যে ব্রহ্ম এবং [জীব-] আত্মার একবস্তুতা প্রতিপাদনপর পদসমন্বয় (—উপক্রমাদি লিঙ্গের দ্বারা (১২৩ পৃঃ) পদসকলের তাৎপর্য্যাবধারণ), তাহা পীড়িত (—বাধাপ্রাপ্ত) হইবে।৫৯ আর "হৃদয়ের গ্রন্থি (—অন্তঃকরণের অবিদ্যা এবং কামাদি দোষসকল) বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়", ইত্যাদি এইসকল যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফলের শ্রবণ, তাহা উপরুদ্ধ (—বাধিত) হইয়া পড়িবে; [কারণ সম্পদাদিরূপ জ্ঞান প্রমাজ্ঞান না হওয়ায় অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ নহে]।৬০ আর "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", ইত্যাদি এই তদ্ভাবাপত্তিবোধক বাক্যসকল (—যে সকল বাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বভাবপ্রাপ্তি অবগত হওয়া যায়, তাহারা) সম্পদাদি [-রূপ উপাসনা-] পক্ষে সম্যগ্‌ভাবে সঙ্গত হয় না ;

ভাবদীপিকা

(২৯) দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি", এইপ্রকার বিধি আছে। তদনুযায়ী যজমানপত্নী ঘৃতস্থালী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন। তাহার দ্বারা উক্ত ঘৃতের সংস্কার হয়। পরে উক্ত সংস্কৃত ঘৃতদ্বারা পৌর্ণমাস যজ্ঞের অন্তর্গত উপাংশুযজ্ঞে বিষ্ণু-দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হয়। প্রস্তাবিত স্থলে তাৎপর্য্য এই—যজমানপত্নীকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যেমন কর্ম্মাঙ্গ ঘৃতের সংস্কার হয়, এখানে তদ্রূপ আত্মাতে ব্রহ্মাভেদদৃষ্টির দ্বারা যজমানের সংস্কার বিবক্ষিত নহে। অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গভূত যে কর্ত্তৃরূপ (—যজমানরূপ) আত্মা, তাঁহার সংস্কারের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উপক্রমাদিলিঙ্গৈর্ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুনি প্রমিতিহেতুঃ যঃ সমানাধিকরণবাক্যানাং পদনিষ্ঠঃ সমন্বয়ঃ—তাৎপর্য্যং নিশ্চিতম্, তৎ পীড্যেত। কিঞ্চ, একত্বজ্ঞানাৎ আজ্ঞানিকস্য হৃদয়স্য—অন্তঃকরণস্য যঃ রাগাদিগ্রন্থিঃ, চিন্মনস্তাদাত্ম্যরূপাহঙ্কারগ্রন্থির্বা নশ্যতি ইত্যজ্ঞাননিবৃত্তিফলবাক্যবাধঃ স্যাৎ, সম্পদাদিজ্ঞানস্য অপ্রমাত্বেন অজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বাৎ। কিঞ্চ জীবস্য ব্রহ্মত্বসম্পদা কথং তদ্ভাবঃ? পূর্ব্বরূপে স্থিতে নষ্টে বা অন্যস্য অন্যাত্মতাযোগাৎ। তস্মাৎ ন সম্পদাদিরূপমিত্যর্থঃ। সম্পদাদি-

শাঙ্করভাষ্যম্

-দিপক্ষে ন সামঞ্জস্যেন উপপদ্যেরন্।৬১ তস্মাৎ ন সম্পদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্।৬২ অতঃ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা।৬৩ কিং তর্হি? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রা।৬৪ এবংভূতস্য ব্রহ্মণঃ তজ্জ্ঞানস্য চ ন কয়াচিৎ যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্।৬৫ ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশঃ ব্রহ্মণঃ, "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাৎ অধি" (কেন ১।৪) ইতি বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, "যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪) ইতি চ।৬৬ তথা উপাস্তিক্রিয়া-

ভাষ্যানুবাদ

[কারণ যে বস্তু যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা তত্ত্বতঃ তৎস্বরূপ হইতে পারে না]।৬১ সেইহেতু (—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান প্রমাজ্ঞান হওয়ায় এবং তাহার দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায়) জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান সম্পদাদির ন্যায় নহে।৬২ অতএব (—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান সম্পদাদিরূপ না হওয়ায়) ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষব্যাপারতন্ত্র নহে (—পুরুষ তাহাকে করিতে, না করিতে, বা অন্য প্রকারে করিতে পারে না)।৬৩ তবে তাহা কি? [উত্তর—] প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, তাহার ন্যায় ইহা বস্তুতন্ত্র (—বস্তুর অধীন; বস্তু যেপ্রকার, জ্ঞানও সেইপ্রকারই হইয়া থাকে, সম্পদাদি উপাসনার ন্যায় কল্পনার অবকাশ এই স্থলে নাই)।৬৪

[সিঃ—জীবাভিন্ন নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞানের বিষয় নহেন এবং উপাসনার বিষয়ও নহেন।]

এইপ্রকার [অদ্বয়প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত নির্গুণ নিরুপাধিক] যে ব্রহ্ম এবং তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাদের কার্য্যানুপ্রবেশ (—ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ) কোন যুক্তির দ্বারাই কল্পনা করিতে পারা যায় না।৬৫ আর বিদিক্রিয়ার কর্ম্মরূপে (—শাব্দজ্ঞানের বিষয়রূপে) ব্রহ্মের কার্য্যানুপ্রবেশ হয় না; যেহেতু "তিনি বিদিত (—কার্য্য) হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত (—কারণ) হইতে ভিন্ন", ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাঁহার] বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্ব (—শাব্দজ্ঞানের বিষয় হওয়া) প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে এবং "যাঁহার (—যে সর্ব্বপ্রকাশক চৈতন্যের) দ্বারা এই সমস্তকে জানা যায়, তাঁহাকে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-রূপত্বাভাবে ফলিতমাহ—অত ইতি। প্রমাত্বাৎ ন কৃতিসাধ্যা। কিং তর্হি নিত্যেব? ন, প্রমাণসাধ্যা ইত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা সিদ্ধব্রহ্মরূপমোক্ষস্য কার্য্যাসাধ্যত্বং, তজ্জ্ঞানস্য নিরং-বিষয়ত্বং চ কল্পয়িতুমশক্যং কৃত্যসাধ্যত্বাৎ ইত্যাহ—এবস্তুভস্য ইতি। নমু ব্রহ্ম কারকং, কারকত্বাৎ, পত্ন্যবেক্ষণকর্ম্মকারকাজ্যবৎ ইতি চেৎ? কিং জ্ঞানে ব্রহ্মণঃ কর্ম্মকারকত্বম্, উত উপাসনায়াম্? ন আদ্য ইত্যাহ—ন চ ইতি। শাব্দজ্ঞানং বিদিক্রিয়াশব্দার্থঃ। বিদিতং কার্য্যং, অবিদিতং কারণম্, তস্মাৎ অধি অন্যদিত্যর্থঃ। যেন আত্মনা ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং লোকঃ বিজানাতি, তং কেন করণেন জানীয়াৎ? তস্মাৎ অবিষয় আত্মা ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—তথা ইতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

-কর্ম্মত্বপ্রতিষেধঃ অপি ভবতি—"যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে" ইতি অবিষয়ত্বং ব্রহ্মণঃ উপন্যস্য, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" (কেন ১।৫) ইতি।৬৭ অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ? ৬৮ ন, অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিপরত্বাৎ শাস্ত্রস্য।৬৯ নহি শাস্ত্রম্ ইদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি।৭০ কিং তর্হি? ৭১ প্রত্যগাত্মত্বেন অবিষয়তয়া প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদম্ অপ-

ভাষ্যানুবাদ

কাহার দ্বারা জানা যাইবে", ইত্যাদি 'শ্রুতিতেও তাহাই বলা হইয়াছে'।৬৬ সেইরূপেই [ব্রহ্মবিষয়ে] উপাসনাক্রিয়ার কর্ম্মত্বের প্রতিষেধও হইয়া থাকে (—উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদ থাকিলেই উপাসনা সম্ভব হওয়ায় স্বাভিন্ন নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম উপাসনাক্রিয়ার বিষয়ও নহেন), যথা—"যিনি বাগিন্দ্রিয়দ্বারা প্রকাশিত হন না, কিন্তু বাগিন্দ্রিয় যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়", এইরূপে ব্রহ্মের অবিষয়তা উল্লেখ করিয়া, "তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু ইহা ব্রহ্ম নহে, যাহাকে 'এই' পদের বাচ্যরূপে (—উপাধিপরিচ্ছিন্ন অনাত্মভূত দেবতাদিরূপে) লোকে উপাসনা করে", এইপ্রকার 'শ্রুত হইতেছে'।৬৭ [এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, নির্গুণ নিরুপাধিক স্বাভিন্ন ব্রহ্ম শাব্দজ্ঞানের, বা উপাসনার বিষয় নহেন এবং মোক্ষও ক্রিয়াসাধ্য নহে]।

[সিঃ—শাস্ত্র অবিদ্যক ভেদের নিবর্ত্তক। ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য হইলেও 'ফলাব্যাপ্য' হওয়ায় জ্ঞানের বিষয় নহেন।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] ব্রহ্ম [শাব্দজ্ঞানের] অবিষয় হইলে [তাঁহার] শাস্ত্রযোনিত্ব (—১।১।৩ সূত্রে প্রতিজ্ঞাত শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা) যুক্তিসঙ্গত হয় না, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ৬৮

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তিই প্রতিপাদন করেন।৬৯ শাস্ত্র ব্রহ্মকে 'ইহা' পদের বাচ্যরূপে (—ঘটপটাদিতে প্রযুক্ত 'ইহা', এই শব্দের বিষয়রূপে) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন না।৭০ তবে কি ইচ্ছা করেন?৭১ [উত্তর—ব্রহ্ম] প্রত্যগাত্মা (৫০ পৃঃ) হওয়ায় [তাঁহাকে শাব্দজ্ঞানের] অবিষয়রূপে প্রতিপাদন করতঃ অবিদ্যাকল্পিত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

"যন্মনসা ন মনুতে" (কেন ১।৬) ইতি শ্রুত্যা লোকঃ মনসা যদ্ ব্রহ্ম ন জানাতি ইতি অবিষয়ত্বম্ উক্ত্বা তদেব অবেদ্যং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, যত্তু উপাধিবিশিষ্টং দেবতাদিকম্ ইতি উপাসতে জনাঃ, ন ইদং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ শাব্দবোধাবিষয়ত্বে প্রতিজ্ঞাহানিরিতি শঙ্কতে—**অবিষয়ত্বে** ইতি। বেদান্তজন্যবৃত্তিকৃতাবিদ্যানিবৃত্তিফলশালিতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং, বৃত্তিবিষয়ত্বে অপি স্বপ্রকাশব্রহ্মণঃ বৃত্ত্যভিব্যক্তস্ফুরণাবিষয়ত্বাৎ অপ্রমেয়ত্বমিতি পরিহরতি—**ন** ইতি। পরত্বাৎ—ফলত্বাৎ ইত্যর্থঃ। নিবৃত্তিরূপব্রহ্মতাৎপর্য্যাৎ ইতি বা অর্থঃ। উক্তং বিবৃণোতি—**ন হি** ইতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

-নয়তি ।৭২ তথাচ শাস্ত্রম্—"যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম অবিজানতাম্" ॥ (কেন ২।৩), "ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ", "ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" (বৃঃ ৩।৪।২) ইতি চ এবমাদি। ৭৩ অতঃ অবিদ্যাকল্পিত-

ভাষ্যানুবাদ

[১৭২ পৃঃ]

জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান প্রভৃতির ভেদকে অপনয়ন করেন (৩০)।৭২ আর এই বিষয়ে—["এই ব্রহ্ম] যাঁহার নিকট অবিদিত (—ফলাব্যাপ্য), তাঁহার নিকটই বিদিত, আর যাঁহার নিকট বিদিত (—ফলব্যাপ্যরূপে (৩১) বিবেচিত) তিনি [ব্রহ্মকে] জানেন না। [কারণ] সম্যগ্‌জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত (—ফলব্যাপ্যরূপে তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয় নহেন), আর অজ্ঞানীর নিকট [জ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম] বিজ্ঞাত", [যাহা অসম্ভব] ; ["ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ লৌকিক] দৃষ্টির দ্রষ্টাকে [তুমি] দেখিতে পারিবে না" এবং "বিজ্ঞানক্রিয়ার (—বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতাকে (—সাক্ষীকে জানিতে পারিবে না", ইত্যাদি এই সকল 'শাস্ত্রও আছে'।৭৩

ভাবদীপিকা

[ভাষ্যকারের যোক্তিদ্বারা ব্রহ্মের শাস্ত্রজ্ঞানাবিষয়তা প্রতিপাদন।]

(৩০) "অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ ...ইতি চেৎ" (৬৮ বাক্য), ইত্যাদিরূপে আরব্ধ এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা এইপ্রকার—ব্রহ্মকে শাস্ত্রজ্ঞানের অবিষয় বলিলে, ১।১।৩ সূত্রে ব্রহ্মকে যে শাস্ত্রপ্রমাণগম্যরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইবে। এই বিরোধ পরিহারের জন্য উপরে ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা বলিলেন, তাহার পরিস্ফুতির জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৪।২০ ভাষ্যাংশের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—প্রমাতৃপ্রমাণাদিব্যাপারপ্রতিষেধেনৈব আগমোঽপি বিজ্ঞাপয়তি, নতু অভিধানাভিধেয়লক্ষণ-বাক্যধর্ম্মাঙ্গীকরণেন। তস্মাৎ ন আগমেনাপি স্বর্গমের্বাদিবৎ প্রতিপাদ্যতে।........অন্যাত্মভাব-নিবৃত্তৌ আত্মভাবঃ স্বাত্মনি স্বাভাবিকঃ যঃ সঃ কেবলঃ ভবতি ইতি আত্মা জ্ঞায়তে ইতি উচ্যতে", ইত্যাদি। ইহার ভাবার্থ—'প্রমাতা এবং প্রমাণের যে ব্যাপার, তাহার প্রতিষেধের দ্বারাই শ্রুতিও ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন, কিন্তু স্বর্গ এবং মেরু প্রভৃতির ন্যায়, 'শাস্ত্র বাচক এবং

ভাষ্যরত্নপ্রভা

চিদ্বিষয়ত্বম্ ইদন্ত্বম্। অবিষয়তয়া—অনিদন্তয়া। অদৃশ্যত্বে শ্রুতিমাহ—তথা চ ইতি। যস্য ব্রহ্ম অমতং—চৈতন্যাবিষয় ইতি নিশ্চয়ঃ, তেন সম্যগবগতম। যস্য তু অজ্ঞস্য ব্রহ্ম চৈতন্যবিষয় ইতি মতম্, সঃ ন বেদ। উক্তমেব দার্ষ্টান্তিকমনুবদতি—অবিজ্ঞাতম্ ইতি। অবিষয়তয়া ব্রহ্ম বিজানতাম্ অবিজ্ঞাতম্—অদৃশ্যমিতি পক্ষঃ। অজ্ঞানাং তু ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং দৃশ্যমিতি পক্ষঃ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টের্দ্রষ্টারং—চাক্ষুষমনোবৃত্তেঃ সাক্ষিণম্ অনয়া দৃশ্যয়া দৃষ্ট্যা ন পশ্যেঃ। বিজ্ঞাতেঃ—বুদ্ধি-বৃত্তেঃ নিশ্চয়রূপায়াঃ সাক্ষিণং তথা ন বিষয়ীকুর্য্যাৎ ইত্যাহ—ন ইতি। ননু অবিদ্যাদিনিবর্ত্তক-ত্বেন শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যে অপি নিবৃত্তেরাগন্তুকত্বাৎ মোক্ষস্য অনিত্যত্বং স্যাৎ ইতি ? ন ইত্যাহ—অতঃ ইতি। তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। ধ্বংসস্য নিত্যত্বাৎ আত্মরূপত্বাচ্চ ন অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা [বিভিন্ন মতে ফলচৈতন্য]

ব্রহ্ম বাচ্য', এইরূপে প্রতিপাদন করেন না। আত্মা হইতে অনাত্মভাব নিবৃত্ত হইলে, আত্মা নিজের স্বাভাবিক সর্ব্বধর্ম্মরহিত অবস্থাতে অবস্থান করেন, সেই অবস্থাটীকেই শাস্ত্রে 'আত্মা জ্ঞাত হন', এইপ্রকারে বলা হয়', ইত্যাদি। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ভগবান্ ভাষ্যকারের স্বকীয় উক্তি অবলম্বন করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্র ব্রহ্মবস্তুকে "ইহা এইরূপ", এইপ্রকারে বিধিমুখে প্রতিপাদন করিতে পারেন না, কিন্তু "নেতি, নেতি" এইরূপে অনাত্ম-ভিন্নরূপে, অর্থাৎ অনাত্মা যে শরীরাদি, তাহা হইতে ভিন্নভাবে নিষেধমুখে প্রতিপাদন করেন। এইপ্রকারে শাস্ত্র ব্রহ্মকে বিধিমুখে প্রতিপাদন করিতে পারেন না বলিয়া এখানে তাঁহাকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইতেছে। আবার 'নেতি নেতি', এইপ্রকারে নিষেধমুখে শাস্ত্রকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হন বলিয়া ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্যও বলা হইয়াছে।

[বিভিন্ন মতে ফলচৈতন্যের স্বরূপ]

(৩১) **টীকাকারগণ** এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—এখানে ব্রহ্মকে যে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইতেছে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শব্দোত্থ জ্ঞানের বিষয় নহেন, পরন্তু ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি' এই শব্দজন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকারা বৃত্তির বিষয়ই হইয়া থাকেন ; সুতরাং তিনি শাস্ত্ররূপ প্রমাণের গম্যও বটেন। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মকে যে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম **'ফলব্যাপ্য'** নহেন। এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ 'ফল' বা 'ফলচৈতন্য' বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উপ-যোগিতা কি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। **বিষয়**প্রকাশক যে চৈতন্য, তাহাই **ফলচৈতন্য।** অবচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদে বিষয়প্রকাশক চৈতন্য বিভিন্ন, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (৩২-৩৪ পৃঃ)। এক্ষণে বিভিন্ন বাদাবলম্বনে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত ফলচৈতন্যের লক্ষণ সহ বিষয়টী আলোচিত হইতেছে। **(ক) অবচ্ছেদবাদে** অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম-চৈতন্যই ফলচৈতন্য, ইহা **সিদ্ধান্ত**বিন্দুতে (চৌখাম্বা ২৬৬-৬৭ পৃঃ) এবং অন্যান্য গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"প্রমেয়ং তু বিষয়গতং ব্রহ্মচৈতন্যম্ এব, তদেব জ্ঞাতং সৎ ফলম্"। "জ্ঞাতম্—অভিব্যক্তম্ নিবৃত্তাবরণম্ ইতি যাবৎ" (ঐ টীকা)। "ব্রহ্মচিদেব বিষয়াবভাসিকা" (ঐ ২৭৬ পৃঃ), "বিষয়প্রকাশকং ব্রহ্মচৈতন্যম্" (অদ্বৈতসিদ্ধি ৪৭৯ পৃঃ), "বিষয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যম্ অভিব্যক্তং ফলম্" (চিৎসুখী, নয়নপ্রসাদিনী ১০ পৃঃ), ইত্যাদি। বিষয়াকারা বৃত্তি-অবলম্বনে কিপ্রকারে অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্ত হইয়া, অর্থাৎ অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ বিষয় প্রকাশ করেন এবং তদভিন্ন প্রমাতা জীবের তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহা অনুধাবন করিলেই (৩২-৩৩ পৃঃ) ফলচৈতন্যবিষয়ক উক্ত লক্ষণসকল সমন্বিত হইবে। **(খ) প্রতিবিম্ববাদে** ফলচৈতন্যবিষয়ে এইপ্রকার লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"অর্থাকারবাহ্যধীপরিণামাবচ্ছিন্ন-চিদংশঃ" (বিদ্বন্মনোরঞ্জনী ২৯ খণ্ড)। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা অবচ্ছেদবাদসম্মত লক্ষণরূপে প্রতিভাত হইলেও, বিচারদৃষ্টিতে ইহাকে প্রতিবিম্ববাদসম্মত লক্ষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ বিষয়াকারা বুদ্ধিবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ বলিতে তৎপ্রতিবিম্বিত প্রমাতৃচৈতন্যকেই গ্রহণ করিতে হয়, ব্রহ্মচৈতন্যকে নহে ; যেহেতু কোন মতেই ব্রহ্মচৈতন্য বৃত্তি-অবলম্বনে বিষয়দেশে গমন করেন না। এই মতে প্রমাতা জীবই বিষয়প্রকাশক ফলচৈতন্য ইহা "পক্ষদ্বয়েঽপি জীব-

ভাবদীপিকা [আভাসবাদে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া]

-স্তৈব বিষয়াবভাসকত্বম্", এই ন্যায়রত্নাবলীর বচন (চৌথাম্বা ২৭৬ পৃঃ) হইতে অবগত হওয়া যায়। এই মতে জীবচৈতন্য কিপ্রকারে চিদুপরাগ ও আবরণভঙ্গদ্বারে বিষয় প্রকাশ করেন, তাহা ৩৩-৩৪ পৃঃতে বর্ণিত হইয়াছে। (গ) আভাসবাদেও বিষয়াকারা অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসরূপ জীবচৈতন্যই বিষয়প্রকাশক ফলচৈতন্য। পঞ্চদশীর টীকাকার পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ফলং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতশ্চিদাভাসঃ" (পঞ্চদশী ৭।৯০)—'বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই ফল *। বস্তুতঃ "বিষয়াকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে" 'ফলচৈতন্য' এবং শরীর ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী কোনপ্রকার আকাররহিত বৃত্তি-অংশে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকে 'প্রমাণচৈতন্য' বলাই তাঁহার অভিপ্রেত, ইহা "কুম্ভে চিদাভাসলক্ষণস্তু ফলস্য" (পঞ্চদশী ৮।১০ ঐ টীকা), ইত্যাদি ইঁহার বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহা অঙ্গীকার না করিলে জীবকর্ত্তৃক বিষয়গ্রহণই সম্ভব হইবে না; কারণ অসম্বদ্ধ বিষয়ের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের জন্যই বৃত্তির আবশ্যকতা। সেইহেতু বিষয়সম্বদ্ধ বৃত্তি, অর্থাৎ "বিষয়াকারা বৃত্তিই" এখানে ফলচৈতন্যের উপাধিরূপে গ্রহণীয়, শুদ্ধ (—কোনপ্রকার আকাররহিত) বৃত্তি নহে। অতএব এই মতেও বিষয়াকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই (—জীবচৈতন্যই) বিষয়প্রকাশক হওয়ায় তাহাই 'ফলচৈতন্য'।

[আভাসবাদে বিষয়ের প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া। বৃত্তিব্যাপ্যতা ফলব্যাপ্যতা এবং ফলাব্যাপ্যতা।]

অন্যান্য মতবাদাবলম্বনে বিষয়প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া ৩১-৩৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আভাসবাদাবলম্বনে (২।৬৩৮ পৃঃ) তাহা বর্ণিত হইতেছে—আমাদের যখন ঘটজ্ঞান হয়, তখন ঘটাকারা চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি বাহ্য অজ্ঞাত ঘটকে বিষয় করে, ইহাই ঘটের 'বৃত্তিব্যাপ্যতা'। অনন্তর সেই বৃত্তি সেই ঘটগত (—ঘটাধিষ্ঠানচৈতন্যনিষ্ঠ) অজ্ঞানরূপ আবরণকে নাশ করে। কিন্তু আবরণের নাশ হইলেও ঘট প্রকাশিত হয় না, অর্থাৎ প্রমাতার ঘটজ্ঞান হয় না। উক্ত ঘটাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি অবলম্বনে ঘটে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাসরূপ জীবচৈতন্য, যাহাকে ফলচৈতন্য বলা হয়, তাহা ঘটকে প্রকাশিত করে। ইহাই ঘটের 'ফলব্যাপ্যতা'। তাহার ফলে প্রমাতা জীব ঘটকে জানিতে পারে। ইহাই আভাস-বাদসম্মত প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া। পঞ্চদশীতে ইহা এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—"বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ"॥ (৭।৯১)। [লক্ষ্য করিতে হইবে—আভাসবাদিগণ অবচ্ছেদবাদিগণের ন্যায় নানাজীববাদী। যাহাহউক, ব্রহ্মজ্ঞান-স্থলে কিন্তু ঠিক এই প্রকার হয় না। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণজন্য যে "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার ব্রহ্মাকারা অখণ্ড (—ধর্ম্মধর্ম্মিভাবশূন্য) বৃত্তি হয়, তাহা ব্রহ্মবস্তুকে ব্যাপ্ত করে।

* যথাশ্রুত ইহা অঙ্গীকার করিলে, যে মতে কোনপ্রকার বিশেষ আকাররহিত, শরীর ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী বৃত্ত্যংশাবচ্ছিন্নচৈতন্যকে প্রমাণচৈতন্য বলা হয় (৩২ পৃঃ দ্রঃ), ফলচৈতন্য তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িবে। তাহাতে ১। প্রমাণচৈতন্যই বিষয় প্রকাশক, এই অনভিপ্রেত মতবাদের প্রসক্তি হইবে, এবং ২। সম্প্রদায়বিদ্গণ যে উপাধিহীন শুদ্ধচৈতন্য এবং উপাধিভেদে অন্য ছয়প্রকার সহ সাতপ্রকার চৈতন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, যথা—"শুদ্ধমীশ্বরচৈতন্যং জীবচৈতন্যমেব চ। প্রমাতা চ প্রমাণং চ প্রমেয়ং চ ফলং তথা॥ এবং সপ্তবিধং চৈব চৈতন্যং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। তত্ত্বতস্ত্বেকমেবাপি নানোপাধ্যুপরঞ্জিতম্॥" (বেদান্তসিদ্ধান্তাদর্শ, সংজ্ঞাদর্শে ১৮৫-৮৬) ইত্যাদি; প্রমাণচৈতন্য ও ফলচৈতন্য অভিন্ন হইলে ইহারও বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর বিষয়াকারা বৃত্তি ব্যতিরেকে বিষয় প্রকাশন সম্ভব হইলে বৃত্তি অঙ্গীকারই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি নানা দোষ হইয়া পড়িবে।

ভাবদীপিকা [বিভিন্নবাদে বৃত্তিব্যাপ্যতা ইত্যাদি।]

ইহাই ব্রহ্মের **'বৃত্তিব্যাপ্যতা'**। অনন্তর সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞানকে নাশ করে। কিন্তু উক্ত ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস, উক্ত বৃত্তি অবলম্বনে বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশক হওয়ায় যাহাকে 'ফলচৈতন্য' বলা হয়, তাহা জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন আকাশস্থ বিম্বভূত সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু স্বয়ং অভিভূত হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহার হেতু এই—বেদান্তবাক্য শ্রবণজন্য উক্তপ্রকার ব্রহ্মাকারা অখণ্ড বৃত্তির উদয় হইলে তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যাকে নাশ করে, তাহার ফলে পটের কারণ তন্তুর নাশ হইলে যেমন পটেরই নাশ হইয়া যায়, তদ্রূপ অবিদ্যার নাশ হইলে তাহার কার্য্যভূত সমস্ত আবিদ্যক প্রপঞ্চ এবং তাহার অন্তর্গত ফলচৈতন্যের উপাধিভূত উক্ত ব্রহ্মাকারা অখণ্ড বৃত্তিটীও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন দর্পণ অপসারিত হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন বিম্বভূত মুখমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ উক্ত 'ফলচৈতন্য'রূপ চিদাভাসও ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরূপ স্বীয় উপাধির নাশবশতঃ ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। লবণের পুতুল যেন লবণসমুদ্রে মিলাইয়া যায়। এইরূপে অন্তঃকণবৃত্তিদ্বারে বিষয়ে প্রতিবিম্বিত বিষয়প্রকাশক চিদাভাসরূপ উক্ত 'ফলচৈতন্য' স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুকে ঘটাদির ন্যায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই হইল ব্রহ্মের **'ফলাব্যাপ্যতা'**। ব্রহ্মবস্তু এইভাবে 'ফলব্যাপ্য হন না' বলিয়া তাঁহাকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে।

[প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদে বৃত্তিব্যাপ্যতা ফলব্যাপ্যতা এবং ফলাব্যাপ্যতা।]

উপরে আভাসবাদাবলম্বনে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারাই অন্যান্য মতবাদেও বৃত্তিব্যাপ্যতা প্রভৃতির বোধ হইবে। তথাপি বোধসৌকর্য্যের জন্য পুনরায় অন্যান্য বাদাবলম্বনে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। **প্রতিবিম্ববাদে** উভয় মতেই (৩৩-৩৪ পৃঃ) জীবচৈতন্যই 'ফলচৈতন্য'। ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞানকালে তত্তৎ বিষয়াকারা অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা সেই সেই বিষয় ব্যাপ্ত হয়, ইহাই বিষয়ের **বৃত্তিব্যাপ্যতা**। সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যরূপ ফলচৈতন্য সেই বিষয়কে প্রকাশ করে, ইহাই বিষয়ের **ফলব্যাপ্যতা**। ব্রহ্মজ্ঞানকালে "তত্ত্বমসি" বাক্যবলে উদিত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ব্রহ্মাকারা অখণ্ড অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হন, ইহাই ব্রহ্মের **বৃত্তিব্যাপ্যতা**। এই বৃত্তি ব্রহ্মাশ্রিত মূলাজ্ঞানকে বিনষ্ট করে। তাহার ফলে তাহার কার্য্যভূত ফলচৈতন্যের উপাধি উক্ত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে উপাধির নাশবশতঃ তৎপ্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যরূপ ফলচৈতন্য ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায় স্বয়ংপ্রকাশ স্বাভিন্ন ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না, ইহাই ব্রহ্মের **ফলাব্যাপ্যতা**। প্রতিবিম্ববাদের নানাজীবপক্ষে (২।৬৪০ পৃঃ) ব্যবস্থা আভাসবাদের ন্যায়, অথবা যে পক্ষে (৩৩ পৃঃ, খ) ব্রহ্ম জগদুপাদান, সেই পক্ষে অবচ্ছেদবাদের ন্যায় হইবে। **অবচ্ছেদবাদে** ব্রহ্মচৈতন্যই 'ফলচৈতন্য'। প্রক্রিয়া সমানই, যথা—ব্রহ্মজ্ঞানকালে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হন, ইহাই তাঁহার **বৃত্তিব্যাপ্যতা**। অজ্ঞাননাশে সেই বৃত্তি বিনষ্ট হওয়ায় স্বস্বরূপস্থ ফলচৈতন্যরূপ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন না, ইহাই তাঁহার **ফলাব্যাপ্যতা**। এইরূপে উক্ত মতবাদত্রয়েই "তত্ত্বমসি" এই শব্দজন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই

[১৬৮ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

-সংসারিত্বনিবর্ত্তনেন নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণাৎ ন মোক্ষস্য অনিত্যত্বদোষঃ।৭৪ যস্য তু উৎপাদ্যঃ মোক্ষঃ, তস্য মানসং বাচিকং কায়িকং বা কার্য্যম্ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্।৭৫ তথা বিকার্য্যত্বে চ।৭৬ তয়োঃ পক্ষয়োঃ মোক্ষস্য ধ্রুবম্ অনিত্যত্বম্।৭৭ নহি দধ্যাদি বিকার্য্যম্ উৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে।৭৮ ন চ আপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা, স্বাত্মরূপত্বে সতি অনাপ্যত্বাৎ।৭৯ স্বরূপব্যতিরিক্তত্বে অপি ব্রহ্মণঃ ন আপ্যত্বং,সর্ব্বগতত্বেন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মোক্ষ নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ, তাহা উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য বা বিকার্য্যরূপ ক্রিয়াফলাত্মক নহে।]

(৩২) ইহা হইতে (—শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে) অবিদ্যাকল্পিত সংসারিত্বের নিবৃত্তির দ্বারা নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপের সমর্পণ (- অভিব্যক্তি) হয় বলিয়া মোক্ষের অনিত্যতারূপ দোষ হয় না (—কল্পিত সংসারের যে ধ্বংস, তাহা অধিষ্ঠানভূত নিত্য আত্মস্বরূপ হওয়ায় মোক্ষের অনিত্যতাদোষ হয় না)।৭৪ কিন্তু যাঁহার মতে মোক্ষ উৎপাদ্য, তাঁহার মতে মোক্ষ মানসিক, বাচনিক অথবা কায়িক কার্য্যকে অপেক্ষা করে, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৭৫ [মোক্ষ] বিকার্য্য হইলেও সেইরূপই হইবে (—মোক্ষ উৎপাদ্য হইলে যাহা যাহা অপেক্ষা করে, বিকার্য্য হইলেও তাহাই অপেক্ষা করিবে)।৭৬ সেই উভয় পক্ষে মোক্ষ নিশ্চয়ই অনিত্য হইবে।৭৭ যেহেতু লোকমধ্যে দধি প্রভৃতি বিকার্য্য বস্তুকে, অথবা ঘট প্রভৃতি উৎপাদ্য বস্তুকে নিত্য হইতে দেখা যায় না।৭৮ আর প্রাপ্যরূপেও [মোক্ষে] ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, যেহেতু [ব্রহ্মস্বরূপতারূপ মোক্ষ] নিজ আত্মার স্বরূপ হওয়ায় [অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ন্যায়] প্রাপ্য হইতে পারে না।৭৯ আর ব্রহ্ম [জীবাত্মার] স্বরূপ হইতে ভিন্ন

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মাকারা বৃত্তির ব্যাপ্য হওয়ায় ব্রহ্মকে শব্দপ্রমাণগম্য (—শাস্ত্রপ্রমাণগম্য) বলা হয় এবং উক্ত প্রকারে 'ফলব্যাপ্য না হওয়ায়' তাঁহাকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৩২) যদি বলা হয়—অবিদ্যার নিবর্ত্তকরূপে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলেও, অবিদ্যার নিবৃত্তি ও তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞান তৎকালে উৎপন্ন, সুতরাং আগন্তুক হওয়ায় সেই ব্রহ্মজ্ঞানজন্য মোক্ষ নিত্য হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—অতঃ—"ইহা হইতে" ইত্যাদি (৭৪ বাক্য)।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উৎপত্তিবিকারাপ্তিসংস্কাররূপং চতুর্বিধমেব ক্রিয়াফলং, তদ্ভিন্নত্বাৎ মোক্ষস্য ন উপাসনাসাধ্যত্বম্ ইত্যাহ—যস্য তু ইত্যাদিনা তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা (১০৭ বাক্য) ইত্যন্তেন। তথা উৎপাদ্যত্ববৎ বিকার্য্যত্বে চ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্ ইত্যন্বয়ঃ। দূষয়তি—তয়োঃ ইতি। স্থিতস্য অবস্থান্তরং বিকারঃ। নন্বনিত্যত্বনিরাসায় ক্রিয়য়া স্থিতস্যৈব ব্রহ্মণঃ গ্রামবৎ আপ্তিঃ অস্তু, নেত্যাহ—নচ ইতি। ব্রহ্ম জীবাভিন্নং ন বা? উভয়থাপি আপ্তত্বাৎ ন ক্রিয়াপেক্ষা ইত্যাহ—স্বাত্ম ইত্যাদিনা। যথা ব্রীহীণাং সংস্কার্য্যত্বেন প্রোক্ষণাপেক্ষা, তথা মোক্ষস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বেণ ব্রহ্মণঃ, আকাশস্য ইব।৮০ নাপি সংস্কার্য্যঃ মোক্ষঃ, যেন ব্যাপারম্ অপেক্ষেত।৮১ সংস্কারঃ হি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বা স্যাৎ, দোষাপনয়নেন বা।৮২ ন তাবৎ গুণাধানেন সম্ভবতি, অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য।৮৩ নাপি দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য।৮৪ স্বাত্মধর্ম্মঃ এব সন্ তিরোভূতঃ মোক্ষঃ ক্রিয়য়া আত্মনি সংক্রিয়মাণে অভিব্যজ্যতে, যথা আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ?৮৫ ন, ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও প্রাপ্য হইতে পারেন না, কারণ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হওয়ায় ব্রহ্ম সকলের দ্বারা নিত্যপ্রাপ্তস্বরূপ (৩৩)।৮০ আর [প্রোক্ষণাদিদ্বারা (৩৩৪৮ পৃঃ) সংস্কার্য্য ব্রীহির ন্যায়] মোক্ষ সংস্কার্য্যও নহে, যাহার জন্য ব্যাপারকে (—ক্রিয়াকে) অপেক্ষা করিবে।৮১ যেহেতু সংস্কার নামক পদার্থ সংস্কার্য্য বস্তুর গুণাধানদ্বারা (—সেই বস্তুতে গুণোৎপাদনদ্বারা), অথবা দোষের অপনয়নদ্বারা সিদ্ধ হয়।৮২ কিন্তু [মোক্ষে কোনপ্রকার] গুণের আধানদ্বারা [সংস্কার] সম্ভব নহে, যেহেতু মোক্ষ অনাধেয়াতিশয় ব্রহ্মস্বরূপ (—যে কূটস্থ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে কোনপ্রকার অতিশয়ের আধান অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা সম্পাদন সম্ভব নহে, মোক্ষ সেই ব্রহ্মস্বরূপ)।৮৩ আর [অবিদ্যারূপ] দোষের অপনয়ন দ্বারাও [মোক্ষের সংস্কার] সম্ভব নহে, যেহেতু মোক্ষ নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ।৮৪

[পৃঃ—মার্জ্জনাদিদ্বারা দর্পণের ভাস্বরত্বের ন্যায় উপাসনাক্রিয়াদ্বারা জীবাত্মার মলনাশে মোক্ষের অভিব্যক্তি।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বল, মোক্ষ নিজের আত্মার ধর্ম্ম হইলেও [অবিদ্যামলদ্বারা] তিরোহিত থাকে, [উপাসনারূপ] ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে (—অবিদ্যামল বিনষ্ট হইলে) তাহা অভিব্যক্ত হয়, যেমন ঘর্ষণক্রিয়ার দ্বারা দর্পণ সংস্কৃত হইলে (—দর্পণের মলনাশ হইলে, তাহার] ভাস্বরত্ব ধর্ম্ম 'অভিব্যক্ত হয়'।৮৫

ভাবদীপিকা

(৩৩) ব্রহ্ম যদি অসর্ব্বগত (—পরিচ্ছিন্ন, দেশবিশেষের সহিত সম্বদ্ধ) হন, তাহা হইলে তৎপ্রাপ্তি তৎসংযোগস্বরূপ হওয়ায় তাহার বিভাগ অবশ্যম্ভাবী। ফলে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়িবে, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। আর ব্রহ্ম, অথচ অসর্ব্বগত, ইহাও বিরুদ্ধ কথন মাত্র।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন ইত্যাহ—**নাপি** ইত্যাদিনা। গুণাধানং ব্রীহিষু প্রোক্ষণাদিনা, ক্ষালনাদিনা বস্ত্রাদৌ মলাপনয়ঃ। শঙ্কতে—**স্বাত্মধর্ম্মঃ** ইতি। ব্রহ্মাত্মস্বরূপঃ এব মোক্ষঃ অনাদ্যবিদ্যামলাবৃতঃ উপাসনয়া মলে নষ্টে অভিব্যজ্যতে ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—**যথা** ইতি। সংস্কারঃ মলনাশঃ। কিমাত্মনি মলঃ সত্যঃ, কল্পিতঃ বা? দ্বিতীয়ে জ্ঞানাদেব তন্নাশঃ, ন ক্রিয়য়া। আদ্যে ক্রিয়া কিম্ আত্মনিষ্ঠা, অন্যনিষ্ঠা বা? ন আদ্য ইত্যাহ—**ন ক্রিয়া** ইতি। অনুপপত্তিং স্ফুটয়তি—

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মনঃ।৮৬ যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তম্ অবিকুর্ব্বতী নৈব আত্মানং লভতে।৮৭ যদি আত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েত অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রসজ্যেত।৮৮ "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে (গীতা২।২৫) ইতি চ এবমাদীনি বাক্যানি বাধ্যেরন্।৮৯ তৎ চ অনিষ্টম্।৯০ তস্মাৎ ন স্বাশ্রয়া ক্রিয়া আত্মনঃ সম্ভবতি।৯১ অন্যাশ্রয়ায়াঃ তু ক্রিয়ায়াঃ অবিষয়ত্বাৎ ন তয়া আত্মা সংস্ক্রিয়তে।৯২ ননু দেহাশ্রয়য়া স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিকয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণঃ দৃষ্টঃ।৯৩ ন,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিরবয়ব জীবাত্মা ক্রিয়াশ্রয় নহে, সুতরাং সংস্কার্য্যও নহে বলিয়া মলনাশদ্বারা মোক্ষের অভিব্যক্তি অসম্ভব।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না ; কারণ আত্মার ক্রিয়াশ্রয়তা (—ক্রিয়ার আশ্রয় হওয়া) যুক্তিসঙ্গত নহে।৮৬ যেহেতু ক্রিয়া যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকে বিকৃত না করিয়া আত্মলাভ করে না (—ক্রিয়ার স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। কারণ যাহাতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়,তাহাতেই সংযোগ ও বিভাগ প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাব]।৮৭ যদি আত্মা ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত হইত, তাহা হইলে আত্মার অনিত্যতা হইয়া পড়িত।৮৮ [আর তাহা হইলে] "এই আত্মাকে অবিকারী বলা হয়" ইত্যাদি এই সকল বাক্য বাধিত হইয়া পড়িবে।৮৯ তাহা কিন্তু অভীষ্ট নহে।৯০ সেইহেতু আত্মার নিজের আশ্রয়ে (—আত্মাতে) ক্রিয়া সম্ভব হয় না।৯১ আর অন্যাশ্রিত ক্রিয়ার বিষয় না হওয়ায় তাহার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হয় না (৩৪)।৯২

[পূঃ—একের ক্রিয়াদ্বারা অপরের সংস্কার সম্ভব।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বল—দেহাশ্রিত স্নান, আচমন, যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা দেহী (—জীবাত্মা) সংস্কৃত হইতেছে, [সুতরাং একের ক্রিয়ার দ্বারা অপরের সংস্কার হইতেছে, ইহা] দেখা যাইতেছে।৯৩

ভাবদীপিকা

(৩৪) এখানে ভাব এই—ক্রিয়ার আশ্রয় যে ইষ্টক চূর্ণ, তাহা সাবয়ব দর্পণের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় দর্পণের সংস্কার হয়। জীবাত্মা কিন্তু নিরবয়ব হওয়ায় ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয় না এবং স্বয়ংও ক্রিয়াশ্রয় হয় না। সেইহেতু যে অবিদ্যামলনাশরূপ সংস্কারের দ্বারা জীবাত্মাতে মোক্ষের অভিব্যক্তি হইবে, সেই সংস্কারও তাহাতে সম্ভব নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যদা ইতি। ক্রিয়া হি স্বাশ্রয়ে সংযোগাদিবিকারম্ অকুর্ব্বতী ন জায়তে ইত্যর্থঃ। উক্ত বাক্যবাধনম্। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—অন্য ইতি। অবিষয়ত্বাৎ—ক্রিয়াশ্রয়দ্রব্যাসংযোগিত্বাৎ ইতি যাবৎ। দর্পণং তু সাবয়বং ক্রিয়াশ্রয়েষ্টকাচূর্ণাদিদ্রব্যসংযোগিত্বাৎ সংস্ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। অন্যক্রিয়য়া অন্যঃ ন সংস্ক্রিয়তে ইত্যত্র ব্যভিচারং শঙ্কতে—ননু ইতি। আত্মনঃ মূলাবিদ্যাপ্রতি-বিম্বিতত্বেন গৃহীতস্য 'নরঃ অহম্' ইতি ভ্রান্ত্যা দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্য ক্রিয়াশ্রয়ত্বভ্রান্ত্যা সংস্কার-ভ্রমাৎ ন ব্যভিচার ইত্যাহ—ন ইতি। কশ্চিৎ ইতি। অনিশ্চিতব্রহ্মস্বরূপ ইত্যর্থঃ (১৭৫ পৃঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

দেহাদিসংহতস্য এব অবিদ্যাগৃহীতস্য আত্মনঃ সংক্রিয়মাণত্বাৎ।৯৪ প্রত্যক্ষং হি স্নানাচমনাদেঃ দেহসমবায়িত্বম্।৯৫ তয়া দেহাশ্রয়য়া তৎসংহতঃ এব কশ্চিৎ অবিদ্যয়া আত্মত্বেন পরিগৃহীতঃ সংস্ক্রিয়তে ইতি যুক্তম্।৯৬ যথা দেহাশ্রয়চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্য তদভিমানিনঃ আরোগ্যফলম্, 'অহম্ অরোগঃ' ইতি যত্র বুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে; এবং স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিনা 'অহং শুদ্ধঃ সংস্কৃতঃ' ইতি যত্র বুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে, সঃ সংস্ক্রিয়তে।৯৭ সঃ চ দেহেন সংহতঃ এব।৯৮ তেনৈব হি অহংকর্ত্রা অহংপ্রত্যয়বিষয়েণ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তাদৃশ সংস্কার দেহাভিন্ন জীবেই সম্ভব। ক্রিয়ার অনাশ্রয়ভূত ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ উপাসনাজন্য সংস্কারসাধ্য নহে।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা হয় না; যেহেতু দেহাদির সহিত সংহত (—"আমি দেহ" এইপ্রকার ভ্রমাত্মক তাদাত্ম্যবুদ্ধিসম্পন্ন) অবিদ্যাগৃহীত আত্মারই (—অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মারই, অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবাত্মারই)সংস্কার হয়, [শুদ্ধ আত্মার নহে]।৯৪ স্নান এবং আচমন প্রভৃতি ক্রিয়ার দেহসমবায়িত্ব (—দেহের সহিত সম্বন্ধ) প্রত্যক্ষই দেখা যায়।৯৫ অবিদ্যাদ্বারা আত্মরূপে পরিগৃহীত তাহার (—দেহের) সহিত সংহত (—মিলিত, অভিমানযুক্ত) কেহ (—ব্রহ্মজ্ঞানহীন জীব) সেই দেহাশ্রিত তাহার (—ক্রিয়ার) দ্বারা সংস্কৃত হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৯৬ যেমন দেহাশ্রিত চিকিৎসারূপ নিমিত্তবশতঃ ধাতুসাম্যদ্বারা 'আমি রোগমুক্ত', এইরূপ বুদ্ধি যেখানে (—যে দেহাভিমানী জীবাত্মাতে) উৎপন্ন হয়, তৎসংহত তদভিমানীর (—সেই দেহের সহিত যেন একীভাবাপন্ন দেহাভিমানী জীবাত্মার) আরোগ্যরূপ ফল হয়; এইরূপে স্নান আচমন ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতির দ্বারা 'আমি শুদ্ধ এবং সংস্কৃত', এইপ্রকার বুদ্ধি যেখানে(—যে জীবাত্মাতে) উৎপন্ন হয়, তাহাই সংস্কৃত হয়।৯৭ আর সে (—সেই জীবাত্মা) অবশ্যই দেহের সহিত সংহত (—মিলিত, অর্থাৎ 'আমি দেহ' এইপ্রকার অভিমানসম্পন্ন)।৯৮ [যদি বল—দেহাভিন্ন আত্মার আবার সংস্কারের প্রয়োজন কি? কারণ দেহ বিনষ্ট হইলে পারলৌকিক ফলভোগ তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অহং প্রত্যয়ের (—'আমি' এই জ্ঞানের) বিষয় যে 'আমি কর্তা' এইপ্রকার অনুভবকারী, যিনি প্রত্যয়ী (—সকলপ্রকার জ্ঞানের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যত্র আত্মনি বিষয়ে আরোগ্যবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, তস্য দেহসংহতস্য এব আরোগ্যফলমিতি অন্বয়ঃ। নন্বু দেহাভিন্নস্য কথং সংস্কারঃ, তস্য আমুষ্মিকফলভোক্তৃত্বাযোগাৎ ইত্যত আহ—**তেন** ইতি। দেহসংহতেন এব অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বাত্মনা কর্তাহমিতি ভাসমানেন প্রত্যয়াঃ কামাদয়ঃ মনস্তাদাত্ম্যাৎ অস্য সন্তীতি প্রত্যয়িনা ক্রিয়াফলং ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। মনোবিশিষ্টস্য আমুষ্মিকভোক্তুঃ সংস্কারঃ যুক্তঃ ইতি ভাবঃ। বিশিষ্টস্য ভোক্তৃত্বম্, ন কেবলস্য সাক্ষিণঃ ইত্যত্র মানমাহ—

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যয়িনা সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ নির্বর্ত্যন্তে, তৎফলং চ সঃ এব অশ্নাতি, "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি, অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (মুঃ ৩।১।১) ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।৯৯ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা ইত্যাহুঃ মনীষিণঃ" (কঠ ১।৩।৪) ইতি চ।১০০ তথা চ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাঃ ৬।১১) ইতি।১০১ "সঃ পর্য্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্" (ঈশঃ৮)

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞাতা), তৎকর্তৃকই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং তাহার ফলও তিনিই ভোগ করেন,যেহেতু "তাহাদিগের মধ্যে একজন (—জীব) পিপ্পল(—সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্য একজন (—সাক্ষী, পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন", এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে।৯৯ আর যেহেতু "দেহ ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্তকেই মনীষিগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন", এইপ্রকার 'মন্ত্রবর্ণও আছে'।১০০ [অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে, দেহাভিমানী জীবেরই সংস্কার সম্ভব। এক্ষণে সর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবস্তু সংস্কার্য্য নহেন, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] সেইরূপেই "এক দেবতা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ (—সমস্ত ক্রিয়ার নিয়ামক), সমস্ত ভূতের অধিবাস (—অধিষ্ঠান), সাক্ষী, চৈতন্যস্বভাব, কেবল (—অদ্বিতীয়) এবং নির্গুণ", ইত্যাদি 'মন্ত্রবর্ণও আছে'।১০১ আর "সেই আত্মা [আকাশের ন্যায়] সর্ব্বব্যাপী, শুভ্র (—দীপ্তিমান্), অকায় (—লিঙ্গশরীরবর্জ্জিত), অব্রণ (—ক্ষতশূন্য), অস্নাবির (—শিরাবিহীন, সুতরাং স্থূল শরীররহিত), শুদ্ধ (—অবিদ্যামলরহিত, সুতরাং কারণশরীরশূন্য)

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তয়োঃ ইতি। প্রমাতৃসাক্ষিণোর্মধ্যে সত্ত্বসংসর্গমাত্রেণ কল্পিতকর্ত্তৃত্বাদিমান্ প্রমাতা পিপ্পলং কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে, স এব শোধিতত্বেন অন্যঃ সাক্ষিতয়া প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। আত্মা দেহঃ। দেহাদিযুক্তং প্রমাত্রাত্মানম্ ইত্যর্থঃ। এবং সোপাধিকস্য চিদ্ধাতোঃ মিথ্যাসংস্কার্য্যত্বম্ উক্তা নিরুপাধিকস্য অসংস্কার্য্যত্বে মানমাহ—এক ইতি। সর্ব্বভূতেষু অদ্বিতীয় একঃ দেবঃ স্বপ্রকাশঃ। তথাপি মায়াবৃতত্বাৎ ন প্রকাশতে ইত্যাহ—গূঢ় ইতি। ননু জীবেন অসম্বদ্ধাৎ ভিন্নত্বাৎ বা দেবস্য অভানং, ন তু মায়াগূহনাৎ ইতি, নেত্যাহ—সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি। দেবস্য বিভুত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যক্ত্বাৎ চ আবরণাদেব অভানমিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ত্বে কর্তৃত্বাদিতি চেৎ ? ন, কর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রিয়াসাক্ষীত্যর্থঃ। তর্হি সাক্ষ্যমস্তীতি দ্বৈতাপত্তিঃ ? ন, সর্ব্বভূতানামধিষ্ঠানং ভূত্বা সাক্ষী ভবতি। সাক্ষ্যমধিষ্ঠানে সাক্ষিণি কল্পিতমিতি ভাবঃ। সাক্ষিশব্দার্থমাহ—চেতা কেবল ইতি। বোদ্ধৃত্বে সতি অকর্ত্তা সাক্ষী ইতি লোকপ্রসিদ্ধম্। চকারঃ দোষাভাবসমুচ্চয়ার্থঃ। নির্গুণত্বাৎ নির্দ্দোষত্বাৎ চ গুণো দোষনাশঃ বা সংস্কারঃ ন ইত্যর্থঃ। 'সঃ' ইত্যুপক্রমাৎ শুক্রাদিশব্দাঃ পুংস্ত্বেন বাচ্যাঃ। স এব আত্মা, পরি সর্ব্বম্, অগাৎ ব্যাপ্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি চ ।১০২ এতৌ মন্ত্রৌ অনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাং চ ব্রহ্মণঃ দর্শয়তঃ ।১০৩ ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ ।১০৪ তস্মাৎ ন সংস্কার্য্যঃ অপি মোক্ষঃ ।১০৫ অতঃ অন্যৎ মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন শক্যং কেনচিৎ দর্শয়িতুম্ ।১০৬ তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়াঃ গন্ধমাত্রস্যাপি অনুপ্রবেশঃ ইহ ন উপপদ্যতে ।১০৭ ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া ।১০৮ ন, বৈলক্ষণ্যাৎ ।১০৯ ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র

ভাষ্যানুবাদ

এবং পাপবর্জ্জিত", ইত্যাদি 'মন্ত্রবর্ণও আছে'।১০২ এই [শেষোক্ত] মন্ত্রদ্বয় ব্রহ্মের অনাধেয়াতিশয়তা (—অতিশয়রাহিত্য, অর্থাৎ তারতম্যসম্পাদনা-যোগ্যতা) এবং নিত্যশুদ্ধতা প্রদর্শন করিতেছে।১০৩ আর ব্রহ্মভাবই মোক্ষ।১০৪ সেইহেতু মোক্ষ সংস্কার্য্যও নহে।১০৫ মোক্ষের প্রতি ইহা হইতে (—উৎপত্তি, আপ্তি, সংস্কার ও বিকার হইতে) ভিন্ন অন্য ক্রিয়ানুপ্রবেশের দ্বার (—যাহার দ্বারা মোক্ষের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পারে, সেই উপায়) কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন না।১০৬ সেইহেতু (—ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষে ক্রিয়াসম্বন্ধের কোন উপায় নাই বলিয়া) একমাত্র জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া (৩৫) এখানে (—মোক্ষে) ক্রিয়ার লেশমাত্রেরও অনুপ্রবেশ সঙ্গত হয় না।১০৭ [সুতরাং উপাসনাক্রিয়াদ্বারা জীবাত্মার অবিদ্যামলনাশরূপ সংস্কার হইলে মোক্ষের অভি-ব্যক্তি হয়, ইহা বলা যায় না। অতএব উৎপাদ্য আপ্য সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য না হওয়ায় মোক্ষে অনিত্যতা দোষও (৭৭ বাক্য) প্রসক্ত হয় না।]

[পূঃ—জ্ঞানও মানসী ক্রিয়া, সুতরাং জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ বস্তুতঃ ক্রিয়াসাধ্য, অতএব অনিত্য।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] কিন্তু, জ্ঞান তো মানসী ক্রিয়া (—মনের ক্রিয়াবিশেষ।১০৮ সুতরাং জ্ঞানসাধ্য মোক্ষে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ হওয়ায় মোক্ষও অনিত্য হইয়া পড়িবে]।

[সিঃ—জ্ঞান মানসী ক্রিয়া হইলেও বস্তুতন্ত্র হওয়ায় জ্ঞানসাধ্য এক্ষাভিন্ন মোক্ষ ক্রিয়াসাধ্য নহে, অনিত্যও নহে।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা নহে ; কারণ [ক্রিয়া হইলেও বিধেয় ক্রিয়া না হওয়ায় জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার অন্য ক্রিয়া হইতে] বৈলক্ষণ্য আছে।১০৯ তাহাকেই

ভাবদীপিকা

(৩৫) যদি বলা হয়—মোক্ষ যদি ক্রিয়াদ্বারা অসাধ্যই হইল, তাহা হইলে তাহার জন্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"**জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা**"। অর্থাৎ মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র মোক্ষের জন্য জ্ঞানেরই উপদেশ করেন ; সেইহেতু শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শুক্রঃ দীপ্তিমান্, অকায়ঃ লিঙ্গশূন্যঃ, অব্রণঃ অক্ষতঃ, অস্নাবিরঃ শিরাবিধুরঃ অনশ্বর ইতি বা। আভ্যাং পদাভ্যাং স্থূলদেহশূন্যত্বম্ উক্তম্। **শুদ্ধঃ** রাগাদিমলশূন্যঃ। অপাপবিদ্ধঃ পুণ্যপাপাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টঃ ইত্যর্থঃ। **অত ইতি** : উৎপত্ত্যাপ্তিবিকারসংস্কারেভ্যঃ অন্যৎ পঞ্চমং ক্রিয়াফলং নাস্তি যন্মোক্ষস্য ক্রিয়াসাধ্যত্বে দ্বারং ভবেৎ ইত্যর্থঃ। ননু মোক্ষস্য অসাধ্যত্বে শাস্ত্রারম্ভঃ বৃথা। ন,

শাঙ্করভাষ্যম্

বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ।১১০ **যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েৎ বষট্‌করিষ্যন্‌"** (ঐতঃ ব্রাঃ ১১।৮।১) **ইতি, "সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ"** (ঐতঃ ব্রাঃ ৩।৮।১ ?) **ইতি চ এবমাদিষু**।১১১ **ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ**।১১২ **জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্**।১১৩ **প্রমাণং চ যথাভূতবস্তুবিষয়ম্, অতঃ জ্ঞানং কর্ত্তুম্, অকর্ত্তুম্, অন্যথা বা কর্ত্তুম্ অশক্যং, কেবলং বস্তুতন্ত্রম্ এব তৎ, ন চোদনাতন্ত্রম্, নাপি পুরুষতন্ত্রম্**। ১১৪ **তস্মাৎ**

ভাষ্যানুবাদ

ক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়, যেখানে বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়াই বিহিত হয় এবং যাহা পুরুষের চিত্তব্যাপারের অধীন।১১০ যেমন ["অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক] যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবনীয় দ্রব্য গৃহীত হইবে, [যাজ্যামন্ত্র পাঠকালে 'বৌষট্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়া] বষট্‌করিষ্যন্ (—হোতা) তাঁহাকে মনের দ্বারা ধ্যান করিবেন", ইত্যাদি এবং "সন্ধ্যাকে (—সন্ধ্যাভিমানিনী দেবতাকে) মনের দ্বারা ধ্যান করিবে", ইত্যাদি এই সকল স্থলে 'দেখা যায়'।১১১ [যদি বলা হয়—অবিশেষভাবে মানসক্রিয়া হওয়ায় ধ্যানও জ্ঞানের ন্যায় বিধেয় ক্রিয়া নহে, সুতরাং ধ্যানকে বিধেয় ক্রিয়ার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ধ্যান অর্থাৎ চিন্তন যদিও মানসব্যাপার, তথাপি পুরুষ তাহা করিতে পারে, না করিতে পারে, অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারে, যেহেতু তাহা পুরুষতন্ত্র (—পুরুষের প্রযত্নসাধ্য।১১২ সুতরাং তাহা অবশ্যই বিধেয় ক্রিয়া।] জ্ঞান কিন্তু [মানসব্যাপার হইলেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি] প্রমাণ হইতে উৎপন্ন।১১৩ আর প্রমাণ যথাভূত বস্তুকেই বিষয় করে (—বস্তুর স্বরূপ যে প্রকার সেইরূপেই তাহাকে গ্রহণ করে), সেইহেতু জ্ঞানকে করিতে, না করিতে, অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারা যায় না [যেহেতু] তাহা কেবলমাত্র বস্তুতন্ত্র (—বস্তু যে প্রকার,

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জ্ঞানার্থত্বাৎ ইত্যাহ—**তস্মাৎ** ইতি। বাধাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। ব্যাঘাতং শঙ্কতে—**ননু** ইতি। তথা চ মোক্ষে ক্রিয়ানুপ্রবেশঃ নাস্তীতি ব্যাহতমিতি ভাবঃ। মানসমপি জ্ঞানং ন বিধিযোগ্যা ক্রিয়া, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ, কৃত্যসাধ্যত্বাৎ চ ইত্যাহ—**ন** ইতি। বৈলক্ষণ্যং প্রপঞ্চয়তি—**ক্রিয়া হি** ইতি (১৭৭ পৃঃ)। যত্র বিষয়ে তদনপেক্ষয়া এব যা চোদ্যতে, তত্র সা হি ক্রিয়েতি যোজনা। বিষয়বস্ত্বনপেক্ষা কৃতিসাধ্যা চ ক্রিয়া ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—**যথা** ইতি। গৃহীতমধ্বর্য্যুণা ইতি শেষঃ। 'বষট্‌করিষ্যন্' হোতা। 'সন্ধ্যাং দেবতাম্' ইতি চ এবমাদিবাক্যেষু যথা যাদৃশী ধ্যানক্রিয়া বস্ত্বনপেক্ষা পুংতন্ত্রা চ চোদ্যতে, তাদৃশী ক্রিয়া ইত্যর্থঃ। ধ্যানমপি মানসত্বাৎ জ্ঞানবৎ ন ক্রিয়া ইত্যত আহ—**ধ্যানম্** ইত্যাদিনা। তথাপি ক্রিয়ৈব ইতি শেষঃ। কৃত্যসাধ্যত্বম্ উপাধিরিতি ভাবঃ। ধ্যানক্রিয়াম্ উক্ত্বা ততঃ বৈলক্ষণ্যং জ্ঞানস্য স্ফুটয়তি—**জ্ঞানং তু** ইতি। অয়ং

শাঙ্করভাষ্যম্

মানসত্বে অপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্ ।১১৫ যথা চ "পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ" (ছাঃ ৫।৭।১), "যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ" (ছাঃ ৫।৮।১) ইত্যত্র যোষিৎপুরুষয়োঃ অগ্নিবুদ্ধিঃ মানসী ভবতি ।১১৬ কেবল-চোদনাজন্যত্বাৎ ক্রিয়া এব সা, পুরুষতন্ত্রা চ । ১১৭ যা তু প্রসিদ্ধে অগ্নৌ অগ্নিবুদ্ধিঃ, ন সা চোদনাতন্ত্রা, নাপি পুরুষতন্ত্রা ।১১৮ কিং তর্হি ?১১৯ প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রা এব ইতি জ্ঞানম্ এব এতৎ, ন ক্রিয়া । ১২০ এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্ । ১২১ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞানও সেইপ্রকার), কিন্তু চোদনাতন্ত্র (বিধির অধীন), অথবা পুরুষতন্ত্র নহে ।১১৪ সেইহেতু (—জ্ঞান পুরুষতন্ত্র না হওয়ায়) মানস [ক্রিয়া] হইলেও [মানসক্রিয়ারূপ ধ্যান হইতে] জ্ঞানের অত্যন্ত ভিন্নতা আছে ।১১৫ যেমন "হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি", "হে গৌতম, স্ত্রীই অগ্নি", ইত্যাদি স্থলে স্ত্রী ও পুরুষে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা মানসী [ক্রিয়া] ।১১৬ [বস্তুর অধীন না হইয়া] কেবল চোদনাজন্য (—বিধিবলে অনুষ্ঠিত) হয় বলিয়া তাহা (—পুরুষে ও স্ত্রীতে সেই অগ্নিবুদ্ধি) অবশ্যই [বিধেয়] ক্রিয়া এবং পুরুষের প্রযত্নসাধ্য (—পুরুষ ও স্ত্রী অগ্নি না হইলেও বিধিপ্রেরিত উপাসক মানস চেষ্টাবলে তাহাদিগকে অগ্নিরূপে ধ্যান করেন) ।১১৭ [কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি বিধির অধীন নহে এবং পুরুষ-প্রযত্নের অধীনও নহে ।১১৮ তবে তাহা কি ?১১৯ [উত্তর—] প্রত্যক্ষের বিষয় যে [অগ্নিরূপ] বস্তু, তাহা সেই বস্তুরই অধীন, এইহেতু ইহা জ্ঞানই, কিন্তু [বিধেয়] ক্রিয়া নহে (—বস্তু যেপ্রকার, জ্ঞান সেইপ্রকারই হইয়া থাকে ; বিধি বলে ধ্যানের ন্যায় তাহাকে অন্যপ্রকারে করা যায় না) ।১২০ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতি] সকল-প্রকার প্রমাণের বিষয়ভূত বস্তুসকলে এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে (—তত্তৎ প্রমাণ-জন্য জ্ঞানকে বস্তুতন্ত্র ও বিধির অবিষয় ক্রিয়ারূপেই বুঝিতে হইবে (৩৬) ।১২১

ভাবদীপিকা [অন্তঃকরণ ও বৃত্তিজ্ঞানের পরিচয়]

(৩৬) লক্ষ্য করিতে হইবে—জ্ঞান ও ধ্যান উভয়েই মনের ক্রিয়াবিশেষ হইলেও, তাহাদের মধ্যে মহান্ প্রভেদ আছে । তন্মধ্যে ধ্যানরূপ যে মানসী ক্রিয়া, তাহা বিধির বিষয় ও পুরুষতন্ত্র

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রমাত্বাৎ ন চোদনাতন্ত্রং—ন বিধেবিষয়ঃ । পুরুষঃ কৃতিদ্বারা তন্ত্রং হেতুর্যস্য তৎ পুরুষতন্ত্রং, তস্মাৎ বস্ত্বব্যভিচারাৎ অপুংতন্ত্রত্বাৎ চ ধ্যানাৎ জ্ঞানস্য মহান্ ভেদ ইত্যর্থঃ । ভেদমেব দৃষ্টান্তা-ন্তরেণ আহ—যথা চ ইতি । অভেদাসত্ত্বে অপি বিধিতঃ ধ্যানং কর্ত্তুং শক্যং, ন জ্ঞানমিত্যর্থঃ । নন্থ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিষয়জন্যতয়া তত্তন্ত্রত্বে অপি শাব্দবোধস্য তদভাবাৎ বিধেয়ক্রিয়াত্বম্ ইতি, ন ইত্যাহ—এবং সর্ব্ব ইতি। শব্দানুমানাদ্যর্থেষ্বপি জ্ঞানম্ অবিধেয়ক্রিয়াত্বেন জ্ঞাতব্যম্ । তত্রাপি মানাদেব জ্ঞানস্য প্রাপ্তের্বিধ্যযোগাৎ ইত্যর্থঃ । তত্র এবং সতি—লোকে জ্ঞানস্য,

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং সতি যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়ম্ অপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্ ।১২২ তদ্বিষয়ে লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণাঃ অপি অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠী-

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে বিধির প্রবৃত্তি হয় না। স্বাভাবিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাই 'দ্রষ্টব্যাদি' বিধিশ্রুতির প্রয়োজন।]

তাহাতে (—জ্ঞানে) এইপ্রকার হইলে (—বস্তুতন্ত্র জ্ঞান বিধির বিষয় না হইলে) যথাভূত (—অবাধিত) ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞানও (—জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞানও) বিধির অধীন নহে ।১২২ তদ্বিষয়ে (—ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানবিষয়ে, "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), "ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (কেন ১।১।৫) "আত্মানং পশ্যেৎ" ইত্যাদি স্থলে] বিধিলিঙ্ প্রভৃতি শ্রুত হইলেও [তাহারা] অনিযোজ্য বিষয়ক হওয়ায় (—পুরুষপ্রযত্নের অবিষয় জ্ঞানকে বিষয় করে বলিয়া) প্রস্তর প্রভৃতিতে

ভাবদীপিকা [অন্তঃকরণ ও বৃত্তিজ্ঞানের পরিচয়]

এবং জ্ঞানরূপ যে মানসী ক্রিয়া, তাহা বস্তুতন্ত্র, বিধির অবিষয় ও প্রমাণজন্য। এই সকল বিষয় ভাষ্যমধ্যেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে **সংশয়** হয়—সিদ্ধান্তে জ্ঞান তো ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাকে ক্রিয়া বলা যায় কিপ্রকারে? **তদুত্তরে** বলা যায়—জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহা সত্য; কিন্তু এখানে জ্ঞানশব্দে উক্ত স্বরূপজ্ঞানের কথা বলা হইতেছে না, বৃত্তিজ্ঞানের কথাই বলা হইতেছে। **বৃত্তিজ্ঞান** কি? বলিতেছি—নিরন্তর ক্রিয়াশীল ও পরিণামশীল যে মায়া, সেই মায়া হইতে পঞ্চতন্মাত্রার মিলিত সত্ত্বগুণাংশে হয় অন্তঃকরণের উৎপত্তি। উৎপন্ন তাহা সাবয়ব ও শরীরপরিমাণ (২।৪।৩ অধিঃ) হইলেও সঙ্কোচবিকাসশীল, ক্রিয়াশীল ও পরিণামী। সত্ত্বগুণের কার্য্য এই অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হওয়ায় ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অর্থাৎ অধ্যাস হয়। অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইলে, সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বভূত জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুতেও পরিণাম ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রতিভাস হয়, যেমন বহ্নিতপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ-পিণ্ডের পরিণামভূত তপ্ত লৌহদণ্ডে বহ্নিধর্ম্ম লৌহিত্যের প্রতিভাস হয়, তদ্রূপ। এই যে ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বসহ অন্তঃকরণের পরিণাম, ইহাই বৃত্তিজ্ঞান। বিম্বস্থানীয় জ্ঞানস্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মবস্তুর পরিণাম বা ক্রিয়া কিছুই নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অন্তঃকরণের এবং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পরস্পরের অধ্যাসবশতঃ ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণের পরিণামভূত ক্রিয়াত্মক এই বৃত্তিজ্ঞানকে মানসী ক্রিয়া বলা হয়। ইহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজন্য, সুতরাং বস্তুতন্ত্র এবং বিধির অবিষয়। অতএব মানসী ক্রিয়ারূপ এতাদৃশ জ্ঞানের মোক্ষে অনুপ্রবেশ হইলেও, পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত বিধেয় ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ না হওয়ায় মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়ে না। ভাব এই—যাহা ক্রিয়াদ্বারা উৎপাদ্য, তাহাই অনিত্য, যেমন ঘট। ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ ক্রিয়াত্মক বস্তুতন্ত্র জ্ঞানের বিষয় (—বৃত্তিব্যাপ্য) মাত্র; তাহার দ্বারা উৎপাদ্য নহে, সুতরাং অনিত্যও নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অবিধেয়ত্বে সতি ইত্যর্থঃ। যথাভূতত্বম্—অবাধিতত্বম্। ননু "আত্মানং পশ্যেৎ", "ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (কেঃ ১।৬) "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি বিজ্ঞানে লিঙ্লোট্তব্যপ্রত্যয়া বিধায়কাঃ শ্রূয়ন্তে, অতঃ জ্ঞানং বিধেয়মিত্যত আহ—**তদ্বিষয়ে** ইতি। তস্মিন্ জ্ঞানরূপবিষয়ে

শাঙ্করভাষ্যম্

-ভবন্তি, উপলাদিষু প্রযুক্তক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ, অহেয়ানুপাদেয়-বস্তুবিষয়ত্বাৎ ৷ ১২৩ কিমর্থানি তর্হি "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি? ১২৪ স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানি ইতি ব্রূমঃ ৷ ১২৫ যঃ হি বহির্মুখঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষঃ 'ইষ্টং মে ভূয়াৎ, অনিষ্টং মা ভূৎ' ইতি, ন চ তত্র আত্যন্তিকং পুরুষার্থং লভতে, তম্ আত্যন্তিকপুরুষার্থ-বাঞ্ছিনং স্বাভাবিককার্য্যকরণসংঘাতপ্রবৃত্তিগোচরাৎ বিমুখীকৃত্য

ভাষ্যানুবাদ

প্রযুক্ত ক্ষুরের তীক্ষ্ণতার ন্যায় কুণ্ঠিত (—ব্যর্থ) হয় ; কারণ [উক্ত জ্ঞান] ত্যাগের বা গ্রহণের অযোগ্য [সদাপ্রাপ্ত ব্রহ্ম] বস্তুকে বিষয় করে (৩৭)।১২৩

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—আচ্ছা, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে বিধির প্রবৃত্তি সম্ভব না হইলে] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য", ইত্যাদি এই বিধিচ্ছায়া (—যজ্ঞাদিবোধক প্রসিদ্ধ বিধিবাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান) বাক্যসকলের প্রয়োজন কি ?১২৪

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যাহা বিষয়, তাহা হইতে বিমুখ করাই ইহার প্রয়োজন, ইহা আমরা বলিতেছি।১২৫ যে পুরুষ 'আমার মঙ্গল হউক, অনিষ্ট না হউক', এইরূপে বহির্মুখ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, অথচ তাহাতে আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ করে না, "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", ["আত্মানং পশ্যেৎ"], ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল সেই আত্যন্তিক পুরুষার্থাভিলাষী পুরুষকে কার্য্যকরণসংঘাতের (—শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টির) স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় [রূপ ও রসাদি] হইতে বিমুখ

ভাবদীপিকা

(৩৭) ভাব এই—যেখানে ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি দ্বৈতবিষয়ের জ্ঞান হয়, সেখানেই হয় বিধির প্রবৃত্তি। শাব্দী ও আর্থীভাবনাকে (৭৮ পৃঃ) উৎপাদনদ্বারা বিধি তাদৃশ বিষয়ে পুরুষকে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু অদ্বৈত একরস ব্রহ্ম কোনপ্রকার ক্রিয়ার ফল নহেন, সেইহেতু ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য না হওয়ায় বিধির বিষয়ও নহেন। অতএব "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে বিধি প্রযুক্ত হইলেও, তাহা পুরুষকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না(৩।৭০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিষয়ঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্তা ভবন্তি। অনিযোজ্যং—কৃত্যসাধ্যং নিযোজ্যশূন্যং বা জ্ঞানং তদ্বিষয়কত্বাৎ ইত্যর্থঃ। 'মম অয়ং নিয়োগঃ' ইতি বোদ্ধা—নিযোজ্যঃ, বিষয়শ্চ বিধেঃ নাস্তি ইতি ভাবঃ। তর্হি জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম বিধীয়তাম্, ন ইত্যাহ—অহেয় ইতি। বস্তুস্বরূপঃ বিষয়ঃ তত্ত্বাৎ। স্বরূপঃ নিরতিশয়স্য অসাধ্যত্বাৎ ন বিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। উদাসীনবস্তুবিষয়কত্বাচ্চ জ্ঞানং ন বিধেয়ম্, ধনত্যাদিফলাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। বিধিপদানাং গতিং পৃচ্ছতি—কিমর্থানি ইতি। বিধিচ্ছায়ানি —প্রসিদ্ধযাগাদিবিধিতুল্যানি ইত্যর্থঃ; বিধিপ্রত্যয়ৈরাত্মজ্ঞানং পরমপুরুষার্থসাধনমিতি স্তূয়তে। তস্যা আত্যন্তিকেষ্টহেতুত্বভ্রান্ত্যা যা বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ আত্মশ্রবণাদিপ্রতিবন্ধিকা, তন্নিবৃত্তিফলানি বিধিপদানীত্যাহ—স্বাভাবিক ইতি। বিবৃণোতি—যঃ হি ইত্যাদিনা। তত্র—বিষয়েষু

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যগাত্মস্রোতস্তয়া প্রবর্ত্তয়ন্তি, "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদীনি। ১২৬ তস্য আত্মান্বেষণায় প্রবৃত্তস্য অহেয়ম্ অনুপাদেয়ং চ আত্মতত্ত্বম্ উপদিশ্যতে, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬), "যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫), "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিভিঃ। ১২৭ যদপি অকর্ত্তব্য-

ভাষ্যানুবাদ

করিয়া প্রত্যগাত্মবিষয়ক স্রোতভাবাপন্ন করতঃ (—প্রত্যগাত্মবিষয়ে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন করতঃ, জ্ঞানের সাধন শ্রবণমননাদিতে সেই পুরুষকে] প্রবৃত্ত করে (৩৮)। ১২৬ [শ্রবণের স্বরূপ কি, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "এই সমস্ত বস্তুই [তাহা,] যাহা এই আত্মা", "কিন্তু যখন সকল ইঁহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার (—কোন করণের) দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে, হে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানিবে" ? "এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা আত্মার অন্বেষণের জন্য প্রবৃত্ত তাহার (—সেই পুরুষের) প্রতি অবর্জ্জনীয় ও অগ্রহণীয় আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে। ১২৭

ভাবদীপিকা [শ্রবণাদিতে বিধিবিচার]

(৩৮) এখানে অভিপ্রায় এই—আত্মজ্ঞান পরমপুরুষার্থের সাধন, ইহাই "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে স্তুতিচ্ছলে বিধিপ্রত্যয়ের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। বেদান্তশ্রবণ ত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিতে বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি হইলে, উক্ত স্তুতির দ্বারা আকৃষ্ট পুরুষ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বেদান্তশ্রবণাদিতেই প্রবৃত্ত হয়। যাহাহউক, "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ * (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি স্থলে "দ্রষ্টব্যঃ" এই প্রথমাংশ বিধিচ্ছায়া (৩।৭০৭ পৃঃ দ্রঃ) হইলেও, "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি শেষাংশে তব্যপ্রত্যয়ের দ্বারা বেদান্তশ্রবণাদিতে (১৫১ পৃঃ) যে বিধি প্রতীয়মান হয়, তাহা কোন্ বিধি, এই বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। **প্রকটার্থকার** বলেন—এই স্থলে **অপূর্ব্ববিধি** বিবক্ষিত, কারণ বেদান্তশ্রবণাদি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, ইহা অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায় না। বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ **সুরেশ্বরাচার্য্য** বলেন—এখানে **পরিসংখ্যাবিধি** স্বীকার্য্য, কারণ নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদিই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। কিন্তু বেদান্তশ্রবণের সমকালেই কোন কোন পুরুষের ব্যাপারান্তরে প্রবৃত্তি

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সংঘাতস্য যা প্রবৃত্তিঃ তদ্গোচরাৎ শব্দাদেরিত্যর্থঃ। স্রোতঃ—চিত্তবৃত্তিপ্রবাহঃ। প্রবর্ত্তয়ন্তি জ্ঞানসাধনশ্রবণাদৌ ইতি শেষঃ। শ্রবণস্বরূপমাহ—তস্য ইতি। অন্বেষণং—জ্ঞানম্। যদ্ ইদং জগৎ, তৎ সর্ব্বম্ আত্মৈবেতি অনাত্মবাধেন আত্মা বোধ্যতে। অদ্বিতীয়াদৃগাত্মবোধে বিদ্বিঃ তপস্বী দ্বৈতবনোপজীবনঃ ক স্যাদিতি ইতি ভাবঃ। আত্মজ্ঞানিনঃ কর্ত্তব্যাভাবে মানমাহ—

---

* আপাত বোধের জন্য এই বাক্যটী গ্রহণ করিয়া বিধিবিষয়ে আলোচনা করা হইয়েছে। ৩।৪।১৪ সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণে "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" (বৃঃ ৩।৫।১) ইত্যাদি বাক্য শ্রবণাদির বিধায়করূপে গৃহীত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিচার সেই স্থলে ৩।৭০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

-প্রধানম্ আত্মজ্ঞানং হানায় উপাদানায় বা ন ভবতি ইতি; তৎ তথৈব ইতি অভ্যুপগম্যতে। ১২৮ অলঙ্কারঃ হি অয়ম্ অস্মাকং যদ্ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চ ইতি।১২৯ তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি

ভাষ্যানুবাদ

[বৃত্তিকারমতখণ্ডনের উপসংহার। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞ পুরুষের করণীয় কিছুই নাই। উপাস্য ব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য নহেন।]

আর যে বলা হইয়াছে—"অকর্ত্তব্যপ্রধান আত্মজ্ঞান (—যে আত্মজ্ঞান উপাসনা-ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, তাহা) ত্যাগ বা গ্রহণের জন্য নহে", ইত্যাদি (১৪ বাক্য); তাহা সেইরূপই, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি।১২৮ যেহেতু ব্রহ্মাত্মাবগতি হইলে (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান হইলে) সকলপ্রকার কর্ত্তব্যের নাশ এবং কৃতকৃত্যতা হয়, ইহা আমাদের অলঙ্কারস্বরূপ।১২৯ এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে,

ভাবদীপিকা [শ্রবণাদিতে বিধিবিচার]

বশতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন ও অসাধন এই উভয়েরই **যুগপৎ প্রাপ্তি** হইলে, পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অসাধন সেই ব্যাপারান্তরের নিবৃত্তি হয়। [ইঁহারা উভয়েই অধিকারি-বিশেষের জন্য নিয়মবিধিও অঙ্গীকার করিয়াছেন, ৩।৭১২ পৃঃ দ্রঃ]। **বিবরণমতানুযায়ি-গণ** বলেন—"আত্মা দ্রষ্টব্যঃ", "আত্মানং পশ্যেৎ" ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানে বিধি স্বীকৃত না হইলেও, শ্রবণাদিতে **নিয়মবিধি** স্বীকার্য্য, কারণ ভ্রমবশতঃ বেদান্তশ্রবণত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিতে সাংখ্য ও যোগাদিশাস্ত্রোক্ত মানসব্যাপারে, অথবা বেদান্তবিচারনিরপেক্ষ বিষয়ান্তরে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, তখন বেদান্তশ্রবণে প্রবৃত্তি এবং অন্যবিধ মানসব্যাপারে বা বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি, এই উভয়ের **পক্ষে প্রাপ্তি** (—কদাচিৎ প্রাপ্তি ও কদাচিৎ অপ্রাপ্তি) হইয়া পড়ে। এই অবস্থাতে বেদান্তশ্রবণে অনুরাগের অভাববশতঃ যখন তাহা অপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন নিয়মবিধির দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরণ হয়, অর্থাৎ বেদান্তশ্রবণাদিতেই পুরুষ নিয়মিত হয়। **ভামতীকার** বলেন—শ্রবণশব্দের অর্থ—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জন্য জ্ঞান। বস্তুতন্ত্রজ্ঞানে বিধি সম্ভব নহে বলিয়া শ্রবণাদিতে কোনপ্রকার বিধিই নাই। ভামতী-কারের এই মতবিষয়ে স্ববিরোধী উক্তি আছে, তাহা ৩।৭১৩ পৃঃ হইতে দ্রঃ। বিধিবিষয়ে বিস্তৃত বিচার সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত এই গ্রন্থের ৩।৪।১৪ "সহকার্য্যন্তরবিধ্য-ধিকরণে" ইহা পুনরায় আলোচিত হইবে। উপরোক্ত বিধিত্রয়ের **লক্ষণ** এই—"প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তিফলকো বিধিঃ **অপূর্ব্ববিধিঃ**"। যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ **পরিসংখ্যাবিধিঃ**"। "পক্ষপ্রাপ্তস্য অপ্রাপ্তাংশপরিপূরণফলকো বিধিঃ **নিয়মবিধিঃ**"। লক্ষণসমন্বয় উপরে স্পষ্টই আছে। এই বিষয়ে একটী শ্লোক আছে, তাহা এই—"বিধিরত্যন্তম-প্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি কীর্ত্ত্যতে"॥ (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৪২)। বিধিঃ—অপূর্ব্ববিধি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তথা চ ইতি। 'অয়ং স্বয়ং পরমানন্দঃ পরমাত্মা অহমস্মি' ইতি যদি কশ্চিৎ পুরুষ আত্মানং জানীয়াৎ, তদা কিং ফলম্ ইচ্ছন্, কস্য বা ভোক্তুঃ প্রীতয়ে শরীরং তপ্যমানম্ অনুসংজ্বরেৎ—

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" ॥ (বৃঃ ৪।৪।১২) ইতি।১৩০ "এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত"(গীতা ১৫।২০) ইতি চ স্মৃতিঃ।১৩১ তস্মাৎ ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ সমর্পণম্।১৩২ যদপি কেচিদ্ আহুঃ—"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষ-ব্যতিরেকেণ কেবলবস্তুবাদী বেদভাগঃ নাস্তি" ইতি।১৩৩ তৎ ন, ঔপনিষদস্য পুরুষস্য অনন্যশেষত্বাৎ।১৩৪ যঃ অসৌ উপনিষৎসু

ভাষ্যানুবাদ

যথা—"কোন পুরুষ যদি আত্মাকে 'ইনি আমি', এইরূপে অবগত হন, তাহা হইলে [তিনি] কোন্ বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় এবং কাহার প্রয়োজনে শরীরের সহিত সন্তপ্ত হইবেন"? ১৩০ আর "হে ভারত, ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন". ইত্যাদি স্মৃতিও আছে।১৩১ সেইহেতু (—জ্ঞান অবিধেয় এবং তদ্দ্বারা মোক্ষরূপ ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া, বেদান্তে] প্রতিপত্তিবিধির (—(৩৯) উপাসনা-বিধায়ক বিধির) বিষয়রূপে ব্রহ্মের সমর্পণ হয় নাই 'ইহা সিদ্ধ হইল'।১৩২ [এখানে পূজ্যপাদ বৃত্তিকারের মতখণ্ডন শেষ হইল]।

["সমগ্র বেদ ক্রিয়ার্থপ্রতিপাদক", এই প্রভাকরমতের নিরাকরণারম্ভ। অপ্রত্যাখ্যেয় আত্মার স্বরূপ উপনিষদেকগম্য।]

আর কেহ কেহ (—কার্য্যান্বিতাভিধানবাদী (১৪৪ পৃঃ) প্রভাকরমতাবলম্বিগণ) যে বলেন, প্রবৃত্তিবোধক বিধি, নিবৃত্তিবোধকবিধি এবং তাহাদের অঙ্গ ব্যতিরেকে (৪০) কেবল বস্তুবাদী (—ক্রিয়ার সহিত অসম্বদ্ধ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক) বেদভাগ নাই, ইত্যাদি।১৩৩ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষ কাহারও অঙ্গ নহেন।১৩৪ উপনিষৎসমূহেই অধিগত যে সেই অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপ পুরুষ, যিনি

ভাবদীপিকা

(৩৯) 'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান', তাহা প্রমাজ্ঞানও হইতে পারে এবং অপ্রমাজ্ঞানও হইতে পারে। এখানে প্রকরণানুরোধে উপাসনারূপ অপ্রমাজ্ঞান 'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থরূপে গৃহীত হইতেছে।

(৪০) প্রবৃত্তিবোধক বিধি বলিতে, "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্যকে বুঝিতে হইবে, আর তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বলিতে—সেই বিধিবোধিত কর্ম্মে অপেক্ষিত দধি, সোম প্রভৃতি দ্রব্য এবং অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও যজমান ইত্যাদিকে বুঝিতে হইবে। নিবৃত্তি-বোধক বিধি বলিতে—"ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ", ইত্যাদি নিবৃত্তিবিধায়ক বাক্যসকলকে বুঝিতে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তপ্যেত। ভোক্তৃভোগ্যদ্বৈতাভাবাৎ কৃতকৃত্য আত্মবিৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ। জ্ঞানদৌর্লভ্যার্থঃ চেচ্ছব্দঃ। এতৎ—গুহ্যতমং তত্ত্বম্। বৃত্তিকারমতনিরাসমুপসংহরতি—তস্মাৎ ইতি। প্রাভা-করোক্তমুপন্যস্যতি—যদপি কেচিদ্ ইতি। কর্ত্তা আত্মা লোকসিদ্ধত্বাৎ ন বেদান্তার্থঃ। তদন্যৎ ব্রহ্ম নাস্তি এব, বেদস্য কার্য্যপরত্বেন মানাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। মানাভাবঃ অসিদ্ধঃ ইত্যাহ—তৎ ন ইতি। অজ্ঞাতস্য ফলস্বরূপস্য আত্মন উপনিষদেকবেদ্যস্য অকার্য্যশেষত্বাৎ কৃৎস্নবেদস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

এব অধিগতঃ পুরুষঃ অসংসারী ব্রহ্ম, উৎপাদ্যাদিচতুর্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থঃ অনন্যশেষঃ, ন অসৌ নাস্তি, ন অধিগম্যতে ইতি বা শক্যং বদিতুম্, "সঃ এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৩।৯।২৬) **ইতি আত্মশব্দাৎ, আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ, যঃ এব নিরাকর্ত্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ।** ১৩৫ **ননু আত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ**

ভাষ্যানুবাদ

উৎপাদ্য প্রভৃতি চারিপ্রকার দ্রব্য (৪১) হইতে ভিন্ন এবং স্বপ্রকরণস্থ ও অনন্যশেষ (—ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রকরণরূপ উপনিষদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া যিনি কর্ম্মপ্রকরণে পঠিত জুহূ প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ নহেন), তিনি বর্ত্তমান নাই, বা অধিগত হন না, ইহা বলিতে পারা যায় না ; যেহেতু "সেই এই আত্মা ইহা নহেন, ইহা নহেন", এই শ্রুতিতে আত্মশব্দ রহিয়াছে (—এই শ্রুতিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব দৃশ্য বস্তুর নিষেধদ্বারা আত্মাই অর্থাৎ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন), আর যেহেতু আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না, কারণ ['আত্মা নামক কোন পদার্থ নাই', এইরূপে] যিনি [আত্মার] নিরাকরণকর্ত্তা, [ইনি] তাঁহারই আত্মস্বরূপ (৪২)।১৩৫

ভাবদীপিকা

হইবে। আর তাহার শেষ বলিতে—নিবৃত্তিবোধক বিধির বিষয় যে নিষেধ, তাহাতে অপেক্ষিত নিষেধ্য বস্তুসকলকে এবং যাহার জন্য তাহা নিষিদ্ধ, সেই পুরুষকে বুঝিতে হইবে। যথা—"ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ", এই স্থলে নিষেধ্য ব্রাহ্মণ পদার্থ এবং স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষই নিবৃত্তিবোধক বিধির শেষ, অর্থাৎ অঙ্গ।

(৪১) উৎপাদ্য প্রভৃতি চারিপ্রকার দ্রব্য বলিতে—উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইতে ভিন্ন, ইহাই ভাব।

(৪২) অতএব সমগ্র বেদ ক্রিয়া এবং ক্রিয়াঙ্গভূত সিদ্ধবস্তু মাত্র প্রতিপাদন করে, ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিহীন ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করে না, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কার্য্যপরত্বমসিদ্ধম্। ন চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলিঙ্গাভ্যাং শ্রোতুস্তদ্ধেতুং কার্য্যবোধমনুমায় বক্তৃবাক্যস্য কার্য্যপরত্বং নিশ্চিত্য বাক্যস্থপদানাং কার্য্যান্বিতে শক্তিগ্রহাৎ ন সিদ্ধস্য অপদার্থস্য বাক্যার্থত্বম্ ইতি বাচ্যম্। 'পুত্রস্তে জাতঃ' ইতি বাক্যশ্রোতুঃ পিতুঃ হর্ষলিঙ্গেন ইষ্টং পুত্রজন্মানুমায় পুত্রাদিপদানাং সিদ্ধে সঙ্গতিগ্রহাৎ কার্য্যান্বিতাপেক্ষয়া অন্বিতার্থে শক্তিরিতি অঙ্গীকারে লাঘবাৎ, সিদ্ধস্য অপি বাক্যার্থত্বাৎ ইত্যলম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মণঃ নাস্তিত্বাদেব কৃৎস্নবেদস্য কার্য্যপরত্বম্, উত বেদান্তেষু তস্য অভানাৎ, অথবা কার্য্যশেষত্বাৎ, কিং বা লোকসিদ্ধত্বাৎ, আহোস্বিৎ মানান্তরবিরোধাৎ ? তত্র আদ্যং পক্ষত্রয়ং নিরাচষ্টে—**যঃ অসৌ** ইতি (১৮৪ পৃঃ)। অনন্যশেষত্বার্থম্ 'অসংসারী' ইত্যাদি বিশেষণম্। নাস্তিত্বাভাবে হেতুং বেদান্তমানসিদ্ধত্বম্ উক্ত্বা হেত্বন্তরম্ আত্মত্বমাহ—**স এষ** ইতি। ইতিঃ ইদমর্থে। 'ইদং ন ইদং ন' ইতি সর্ব্বদৃশ্যনিষেধেন য আত্মা উপদিষ্টঃ, স এষ ইত্যর্থঃ। চতুর্থং শঙ্কতে—**ননু আত্মা** ইতি। আত্মনঃ অহঙ্কারাদিসাক্ষিত্বেন অহংধী-

শাঙ্করভাষ্যম্

উপনিষৎসু এব বিজ্ঞায়তে ইতি অনুপপন্নম্।১৩৬ ন, তৎসাক্ষিত্বেন প্রত্যুক্তত্বাৎ।১৩৭ ন হি অহংপ্রত্যয়বিষয়কর্তৃব্যতিরেকেণ তৎ-সাক্ষী সর্ব্বভূতস্থঃ সমঃ একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষঃ বিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিৎ অধিগতঃ সর্ব্বস্য আত্মা। ১৩৮ অতঃ সঃ ন

ভাষ্যানুবাদ

[প্রত্যাক্ষমত নিরাকরণ। আত্মা লোকসিদ্ধও নহেন, কর্ম্মাঙ্গও নহেন, কিন্তু উপনিষদেকবেদ্য।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] কিন্তু আত্মা "আমি" এই জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় [লোকসিদ্ধ, সুতরাং তাহা] উপনিষৎসকলেই বিজ্ঞাত হয়, ইহা (—এইরূপ কথন) অসঙ্গত।১৩৬

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না; কারণ ["সাক্ষী চেতা" (শ্বেঃ ৬।১১) ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার সর্ব্বসাক্ষিত্ব প্রতিপাদনদ্বারা] তৎসাক্ষিরূপে (—অহংপ্রত্যয়ের সাক্ষিরূপে) ইহা প্রত্যুক্ত হইয়াছে (—তুমি যাহাকে 'আমি' মনে করিতেছ, তাহা আত্মা নহে; কিন্তু সেই অহংজ্ঞানের যিনি সাক্ষী তিনিই আত্মা)।১৩৭ 'আমি' এই জ্ঞানের বিষয় যে কর্ত্তা, তাহা হইতে ভিন্ন, তাহার (—সেই অহং-জ্ঞানের) সাক্ষী, সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সম (—তারতম্যবর্জ্জিত), এক, কূটস্থনিত্য এবং সর্ব্ববস্তুর আত্মভূত (—অধিষ্ঠান) যে পুরুষ, তিনি বিধিকাণ্ডে (—কর্ম্মকাণ্ডে), অথবা তর্কশাস্ত্রে কদাপি কাহারও দ্বারা অধিগত হন না।১৩৮ এইহেতু কেহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, অথবা বিধিশেষরূপে

ভাবদীপিকা

আশঙ্কা—কিন্তু 'কার্য্যান্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি' [কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ ১৪৪ পৃঃ দ্রঃ] স্বীকৃত হয়। সেইহেতু যাহা ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গের বোধক নহে, তাদৃশ সিদ্ধপদার্থবোধক পদের শক্তিগ্রহ হয় না বলিয়া বাক্যার্থবোধ হইতে পারে না। **তদুত্তরে** বলা যায়—'তোমার পুত্র হইয়াছে', 'তোমার অবিবাহিতা তনয়ার গর্ভ হইয়াছে', ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কোনপ্রকার ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদিত না হইলেও, পিতার যথাক্রমে হর্ষোৎফুল্ল ও বিমর্ষ মুখ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাহার বাক্যার্থবোধ হইয়াছে। মাতা অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইয়া ঘটাদি শব্দের উচ্চারণ করিলেও শিশুর ঘটশব্দের শক্তিগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব বিধায়ক লিঙাদি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হইলেও সিদ্ধপদের শক্তিগ্রহ ও বাক্যার্থের বোধ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং "কার্য্যান্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি", ইহা স্বীকার করা অপেক্ষা "অন্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি" (—অন্বিতাভিধানবাদ) স্বীকার করিলে লাঘব হয়। অতএব বেদ কেবলমাত্র ক্রিয়াই প্রতিপাদন করেন এবং সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু বেদপ্রতিপাদ্য নহে, ইহা বলা সাহসমাত্র।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-বিষয়স্তস্য নিরস্তত্বাৎ ন লোকসিদ্ধতা ইত্যাহ—**ন** ইতি। যং তীর্থকারা অপি ন জানন্তি, তস্য অলৌকিকত্বং কিমু বাচ্যমিত্যাহ—**ন হি** ইতি। সমঃ—তারতম্যবর্জ্জিতঃ। তত্ত্বমন্তে আত্মান-ধিগতিদ্যোতকানি বিশেষণানি। পঞ্চমং নিরস্যতি—**অত** ইতি। কেনচিৎ বাদিনা, প্রমাণেন যুক্ত্যা বা ইত্যর্থঃ। অগম্যত্বাৎ ন মানান্তরবিরোধ ইতি ভাবঃ। সাক্ষী কর্ম্মাঙ্গং, চেতনত্বাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যঃ, বিধিশেষত্বং বা নেতুম্। ১৩৯ আত্মত্বাদেব চ সর্ব্বেষাং ন হেয়ঃ নাপি উপাদেয়ঃ। ১৪০ সর্ব্বং হি বিনশ্যৎ বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি। ১৪১ পুরুষঃ বিনাশহেত্বভাবাৎ অবিনাশী, বিক্রিয়াহেত্বভাবাৎ চ কূটস্থনিত্যঃ, অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। ১৪২ তস্মাৎ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" (কঠ ১।৩।১১) **। ১৪৩ "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"** (বৃঃ ৩।৯।২৬) **ইতি চ ঔপনিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্য উপনিষৎসু প্রাধান্যেন প্রকাশ্যমানত্বে উপপদ্যতে। ১৪৪ অতঃ ভূতবস্তুপরঃ বেদভাগঃ**

ভাষ্যানুবাদ

(—বিধিবোধিত ক্রিয়ার অঙ্গরূপে) গ্রহণ করিতে পারে না ।১৩৯ আর সকলের আত্মস্বরূপই হওয়ায় [তিনি] ত্যাজ্যও নহেন, অথবা গ্রাহ্যও নহেন ।১৪০ পুরুষ যাহাদের অন্ত (—শেষ সীমা), বিনশ্বর সেই কার্য্যবস্তুসকল বিনষ্ট হয় ।১৪১ বিনাশের কারণের অভাববশতঃ [কল্পিতের অধিষ্ঠানভূত] পুরুষ (—ব্রহ্মবস্তু) অবিনাশী এবং বিকৃতির কারণের অভাববশতঃ কূটস্থনিত্য, সেইহেতু (—পুরুষের স্বভাবতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বিকৃতি হয় না বলিয়া) নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ ও নিত্য মুক্তস্বভাবসম্পন্ন।১৪২ [পুরুষ ব্যতিরেকে পুরুষান্ত সমস্ত বস্তুই বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—]সেইহেতু (—অকল্পিত বস্তুই কল্পিতের অধিষ্ঠান হওয়ায়) "পুরুষ (—পরমাত্মা) হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই, তাহাই কাষ্ঠা (—সমস্ত কার্য্যকারণভাবের পরিসমাপ্তিস্থান)এবং তাহাই পরমা গতি",'ইত্যাদি শ্রুতি নিরতিশয় স্বতন্ত্র হওয়ায় ব্রহ্ম বিধির বিষয় নহেন, ইহা বর্ণনা করিতেছেন' ।১৪৩ [এইপ্রকারে সকলের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তু কর্ম্মাঙ্গ নহেন, ইহা প্রতিপাদিত হইল । এক্ষণে তিনি প্রমাণান্তরগম্য নহেন, কিন্তু বেদান্তৈকগম্য, ইহা বলিতেছেন—] আর "সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি",এইপ্রকার যে ঔপনিষদস্বরূপ বিশেষণ,তাহা পুরুষ উপনিষৎসকলে প্রধানভাবে প্রকাশিত হইলেই হয় যুক্তিসঙ্গত ।১৪৪ এইহেতু (—উপ-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ত্তৃবৎ ইতি ; তত্র আহ—**বিধি** ইতি। অজ্ঞাতসাক্ষিণঃ অনুপযোগাৎ জ্ঞাতস্য ব্যাঘাতকত্বাৎ ন কর্ম্মশেষত্বম্ ইত্যর্থঃ। সাক্ষিণঃ সর্ব্বশেষিত্বাৎ অহেয়ানুপাদেয়ত্বাৎ চ ন কর্ম্মশেষত্বমিত্যাহ—**আত্মত্বাৎ** ইতি। অনিত্যত্বেন আত্মনঃ হেয়ত্বমাশঙ্ক্য আহ—**সর্ব্বং হি** ইতি। পরিণামিত্বেন হেয়তাং নিরাচষ্টে—**বিক্রিয়া** ইতি। উপাদেয়ত্বং নিরাচষ্টে—**অত এব** ইতি। নির্ব্বিকারিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। উপাদেয়ত্বং হি সাধ্যস্য, ন তু আত্মনঃ, নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। পরপ্রাপ্ত্যর্থম্ আত্মা হেয় ইত্যত আহ—**তস্মাৎ পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ** ইতি। কাষ্ঠা—সর্ব্বস্য অবধিঃ। এবম্ আত্মনঃ অনন্যশেষত্বাৎ, অবাধ্যত্বাৎ অপূর্ব্বত্বাৎ, বেদান্তেষু স্ফুটভানাৎ চ বেদান্তৈকবেদ্যত্বমুক্তম্। তত্র শ্রুতিমাহ—**তং তু** ইতি। তং সকারণসূত্রস্য অধিষ্ঠানং, পুরুষং পূর্ণং,

শাঙ্করভাষ্যম্

নাস্তি ইতি বচনং সাহসমাত্রম্।১৪৫ যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদাম্ অনুক্রমণম্—"দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্" (জৈঃ সূঃ ১।১।১ শাবঃ ভাঃ) ইতি এবমাদি, তদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভি-প্রায়ং দ্রষ্টব্যম্।১৪৬ অপিচ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্

ভাষ্যানুবাদ

উপনিষৎসকল আত্মবস্তু প্রতিপাদন করে, ইহা শ্রুতি হইতেই নিশ্চিত হওয়ায়) 'সিদ্ধ-বস্তু প্রতিপাদনপর বেদভাগ নাই', এইরূপ কথন সাহস (—হঠকারিতা) মাত্র।১৪৫

[সিঃ—শাবরভাষ্যের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন।]

আর যে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণের কথা বলা হইয়াছে—"কর্ম্মের জ্ঞান উৎপাদনই তাহার (—বেদের) দৃষ্ট অর্থ", ইত্যাদি এই সকল (১৪১ পৃঃ), তাহারা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়ায় বিধি এবং প্রতিষেধ শাস্ত্রের অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে (৪৩)।১৪৬

ভাবদীপিকা

(৪৩) এখানে তাৎপর্য্য এই—"বেদ নিরর্থক, অর্থাৎ কোন প্রয়োজন সম্পাদন করে না", এইরূপ আশঙ্কা হইলে, তাহার নিরাকরণপ্রসঙ্গে আচার্য্যপাদ শবরস্বামী "দৃষ্টঃ হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্" ইত্যাদি ভাষ্যে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, 'বেদ অন্য প্রমাণ-দ্বারা অজ্ঞাত এবং সফল বিষয় প্রতিপাদন করে, সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে', ইত্যাদি। তবে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন কর্ম্মবিচারের জন্যই আরব্ধ হওয়ায় তাহার ভাষ্যে "কর্ম্মাববোধনম্" এইপ্রকার পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই স্থলে তাৎপর্য্য এই—"বেদোক্ত কর্ম্মরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত এবং পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদক। এতাদৃশ সফল এবং অজ্ঞাত বিষয় প্রতিপাদন করেন বলিয়া বেদ নিরর্থক নহেন"। কিন্তু ইহার দ্বারা উপনিষৎসকলের ব্রহ্মপরত্ব নিরাকৃত হয় নাই, কারণ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মও অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত এবং অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা পুরুষের মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদক। সুতরাং ধর্ম্মের ন্যায় অবিশিষ্টভাবে অজ্ঞাত ও প্রয়োজন সম্পাদক হওয়ায় ব্রহ্মও বেদার্থ, অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য। অতএব ধর্ম্ম ও ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় আচার্য্যপাদ শবর স্বামীর সহিত কোনপ্রকার বিরোধ নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

হে শাকল্য, ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি ইত্যর্থঃ। অত ইতি (১৮৭ পৃঃ)। উক্তলিঙ্গৈঃ শ্রুত্যা চ বেদান্তানাম্ আত্মবস্তুপরত্বনিশ্চয়াৎ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তমন্যুবদতি—যদপি ইতি। বেদস্য নৈরর্থক্যে শঙ্কিতে তস্য অর্থবত্তাপরমিদং ভাষ্যম্—দৃষ্টঃ হি ইতি। তত্র ফলবদর্থাববোধনম্ ইতি বক্তব্যে, ধর্ম-বিচারপ্রক্রমাৎ কর্ম্মাববোধনমিত্যুক্তম্, নৈতাবতা বেদান্তানাং ব্রহ্মপরত্বনিরাসঃ। অতএব "অনুপলব্ধে অর্থে তৎপ্রমাণম্" ইতি সূত্রকারঃ ধর্ম্মস্য ফলবদজ্ঞাতত্বেনৈব বেদার্থতাং দর্শয়তি। তচ্চ অবিশিষ্টং ব্রহ্মণ ইতি ন বৃদ্ধবাক্যৈঃ বিরোধ ইত্যাহ—তদ্ধর্ম্ম ইতি। নিষেধশাস্ত্রমপি নিবৃত্তিকার্য্যপরত্বমস্তি, তৎ সূত্রভাষ্যবাক্যজাতং কর্ম্মকাণ্ডস্য কার্য্যপরত্বাভিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু লিঙর্থে কর্ম্মকাণ্ডস্য তাৎপর্য্যং, লিঙর্থশ্চ লোকে প্রবর্ত্তকজ্ঞানগোচরত্বেন ক্লৃপ্তঃ যাগাদি-ক্রিয়াগতম্ ইষ্টসাধনত্বমেব, ন ক্রিয়াতঃ অতিরিক্তং কার্য্যং, তস্য কূর্ম্মলোমবদপ্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতদর্থানাম্"(জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইতি এতদ্ একান্তেন অভ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ । ১৪৭ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষ-ব্যতিরেকেণ ভূতং চেৎ বস্তু উপদিশতি ভব্যার্থত্বেন, কূটস্থ-নিত্যং ভূতং ন উপদিশতি ইতি কঃ হেতুঃ ? ১৪৮ ন হি ভূতম্ উপ-দিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি ।১৪৯ অক্রিয়াত্বে অপি ভূতস্য ক্রিয়াসাধন-ত্বাৎ ক্রিয়ার্থঃ এব ভূতোপদেশঃ ইতি চেৎ ?১৫০ নৈষঃ দোষঃ,

ভাষ্যানুবাদ

[দিঃ—কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ নিরাকরণ ও অন্বিতাভিধানবাদদ্বারা সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক বেদান্তের প্রামাণ্য স্থাপন।]

[বেদান্তে ক্রিয়ার সহিত অসম্বদ্ধ ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু উপদিষ্ট হইয়াছেন এবং অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা সেই উপদেশ হয় সার্থক, ইহা বলিতেছেন—] আবার দেখ, "বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদন করে বলিয়া যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, তাহা অনর্থক" (১৪২ পৃঃ), ইত্যাদি ইহা যাঁহারা একান্তভাবে স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ভূত-বস্তুর উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়ে।১৪৭ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বোধক বিধি এবং তাহাদের অঙ্গ ব্যতিরেকে ভব্যার্থরূপে (—ক্রিয়ার অঙ্গরূপে, শ্রুতি] যদি [দধি ও সোম প্রভৃতি] ভূতবস্তুকে উপদেশ করেন, তাহা হইলে কূটস্থ নিত্য [ব্রহ্মরূপ] ভূতবস্তুকে উপদেশ করেন না, ইহার কারণ কি ?১৪৮ যে ভূতবস্তুর উপদেশ হয়, তাহা নিশ্চয়ই ক্রিয়া হইয়া পড়ে না, [কারণ দধি প্রভৃতি ভূতবস্তু ক্রিয়া হইলে তদ্দ্বারা আহুতিপ্রদান সম্ভব না হওয়ায় তাহারা ক্রিয়াঙ্গ হইতে পারিবে না। সুতরাং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভূতবস্তুর ন্যায় ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধশূন্য ভূতবস্তুরও উপদেশ হয়, ইহা স্বীকার্য্য]।১৪৯

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বল, ভূতবস্তু ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার সাধন হওয়ায় ক্রিয়ার জন্যই (—যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গরূপেই, দধ্যাদি]) ভূতবস্তুর উপদেশ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তস্য অপি পরাভিমতকার্য্যবিলক্ষণে সিদ্ধে দধিসোমাদৌ প্রামাণ্যং, কিমুত জ্ঞানকাণ্ডস্য ইতি মন্তব্যম্। কিঞ্চ বেদান্তাঃ সিদ্ধবস্তুপরাঃ ফলবদ্ভূতশব্দত্বাৎ দধ্যাদিশব্দবৎ ইত্যাহ—অপি চ ইতি (১৮৮ পৃঃ)। কিম্ অক্রিয়ার্থকশব্দানাম্ আনর্থক্যম্ অভিধেয়াভাবঃ, ফলাভাবঃ বা ? আদ্যে আহ—আম্নায়স্য ইতি। ইতি ন্যায়েন এতদভিধেয়রাহিত্যং নিয়মেন অঙ্গীকুর্ব্বতাং "সোমেন যজেত", "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদিবাক্যেষু দধিসোমাদিশব্দানামর্থশূন্যত্বং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ননু কেন উক্তম্ অভিধেয়রাহিত্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—প্রবৃত্তি ইতি। কার্য্যাতিরেকেণ ভব্যার্থত্বেন কার্য্যশেষত্বেন দধ্যাদিশব্দঃ ভূতং বক্তি চেৎ, তর্হি সত্যাদিশব্দঃ কূটস্থং ন বক্তি ইত্যত্র কঃ হেতুঃ ? কিং কূটস্থস্য অক্রিয়াত্বাৎ, উত অক্রিয়াশেষত্বাৎ বা ইতি প্রশ্নঃ। ননু দধ্যাদেঃ কার্য্যান্বয়িত্বেন কার্য্যত্বাদুপদেশঃ, ন কূটস্থস্য অকার্য্যত্বাৎ ইত্যাদ্যমাশঙ্ক্য নিরস্যতি—ন হি ইতি। দধ্যাদেঃ কার্য্যত্বে কার্য্যশেষত্বহানিঃ। অতঃ ভূতস্য কার্য্যাৎ ভিন্নস্য দধ্যাদেঃ শব্দার্থত্বং লব্ধমিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—অক্রিয়াত্বে অপি ইতি। ক্রিয়ার্থঃ—কার্য্যশেষপরঃ। কূটস্থস্য তু অকার্য্য-শেষত্বাৎ ন উপদেশ ইতি ভাবঃ। ভূতস্য কার্য্যশেষত্বং শব্দার্থত্বায় ফলায় বা ? নাদ্য ইত্যাহ—

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রিয়ার্থত্বে অপি ক্রিয়ানির্বর্ত্তনশক্তিমৎ বস্তু উপদিষ্টমেব।১৫১ ক্রিয়ার্থত্বং তু প্রয়োজনং তস্য।১৫২ ন চ এতাবতা বস্তু অনুপদিষ্টং

ভাষ্যানুবাদ

হয়।১৫০ [সুতরাং কার্য্যান্বিতভাবেই ভূতবস্তুর অর্থগ্রহ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। পক্ষান্তরে ব্রহ্মরূপ কূটস্থ ভূতবস্তু জ্ঞাত হইলে কর্ম্মব্যাঘাতক এবং অজ্ঞাত হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিনিয়োগাযোগ্য হওয়ায় শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে উপদেশ নাই, ইহাই ভাব।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] ইহা দোষ নহে (—ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দধি প্রভৃতি ভূতবস্তু উপদিষ্ট হইলেও কোন দোষ হয় না, কারণ] ক্রিয়ার জন্য হইলেও, ক্রিয়াসম্পাদনের শক্তিবিশিষ্ট [ভূত-] বস্তু উপদিষ্টই হইয়াছে।১৫১ কিন্তু ক্রিয়ার্থতাই (—ক্রিয়ার অঙ্গ হওয়াই) তাহার প্রয়োজন। [কিন্তু ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তু শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইলেও, ক্রিয়ার জন্য নহে, ইহাই প্রভেদ।১৫২ যদি বল—ভূতবস্তুকে ক্রিয়ার অঙ্গরূপে স্বীকার করিলে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়াই তাহার অর্থগ্রহণ হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ক্রিয়াসম্পর্কশূন্য সিদ্ধবস্তুরূপ শব্দার্থ কিপ্রকারে গৃহীত হইবে এবং তাদৃশ বস্তু প্রতিপাদনদ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্যই বা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এতদ্দারা (—কোন ভূতবস্তু ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, ইহা স্বীকারের দ্বারা, সেই] বস্তুটী [স্বরূপতঃ] অনুপদিষ্ট হয় না; [কারণ শব্দার্থবোধে কর্ম্মাঙ্গতার উপযোগিতা নাই,৪৪]।১৫৩

ভাবদীপিকা

(৪৪) ভাব এই—ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়াই বেদে কোন ভূতবস্তু স্বস্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা বলা যায় না; স্বরূপতঃ তাহা উপদিষ্ট হয়ই। তবে কোন ফললাভের জন্য পুরুষ কোন ভূতবস্তুকে ক্রিয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিনিয়োগ করে মাত্র। সুতরাং ক্রিয়ার অঙ্গ হওয়াই শব্দের অর্থগ্রহণের হেতু নহে। অথবা পূজ্যপাদ আনন্দগিরির ব্যাখ্যানুযায়ী উক্ত বাক্যটীর অনুবাদ এইপ্রকার হইবে—"আর এতদ্দারা (—কোন ভূতবস্তুর ক্রিয়াঙ্গতার দ্বারা, অর্থাৎ কোন ভূতবস্তু ক্রিয়ার অঙ্গ হইলেই, যাহা ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, তাদৃশ ভূত-] বস্তু [বেদে] উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা বলা যায় না"।১৫৩ সুতরাং ক্রিয়াঙ্গ না হইলেও ব্রহ্মরূপ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নৈষ দোষ ইতি। দধ্যাদেঃ কার্য্যশেষত্বে সত্যপি শব্দেন বস্তুমাত্রমেব উপদিষ্টং, ন কার্য্যান্বিতঃ শব্দার্থঃ, অন্বিতার্থমাত্রে শব্দানাং শক্তিগ্রহণাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ম্ অঙ্গীকরোতি—**ক্রিয়ার্থত্বং তু** ইতি। তস্য ভূতবিশেষস্য দধ্যাদেঃ ক্রিয়াশেষত্বং ফলমুদ্দিশ্য অঙ্গীক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। ন তু ব্রহ্মণ ইতি তুশব্দার্থঃ। নন্বু ভূতস্য কার্য্যশেষত্বাঙ্গীকারে স্বাতন্ত্র্যেণ কথং শব্দার্থতা ইতি? অত্র আহ—**ন চ** ইতি। ফলার্থং শেষত্বাঙ্গীকারমাত্রেণ শব্দার্থত্বভঙ্গঃ নাস্তি, শেষত্বস্য শব্দার্থতায়াম্ অপ্রবেশাৎ ইত্যর্থঃ। আনর্থক্যং ফলাভাব ইতি পক্ষং শঙ্কতে—**যদি** ইতি। যদ্যপি দধ্যাদি স্বতঃ নিষ্ফলমপি ক্রিয়াদ্বারা সফলত্বাৎ উপদিষ্টং, তথাপি কূটস্থব্রহ্মবাদিনঃ ক্রিয়াদ্বারাভাবাৎ তেন দৃষ্টান্তেন কিং ফলং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ভূতস্য সাফল্যে ক্রিয়ৈব দ্বারম্ ইতি ন নিয়মঃ, রজ্জ্বাঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি।১৫৩ যদি নাম উপদিষ্টং কিং তব তেন স্যাৎ ইতি? ১৫৪ উচ্যতে—অনবগতাত্মবস্তূপদেশশ্চ তথৈব ভবিতুম্ অর্হতি। ১৫৫ তদবগত্যা মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারহেতোঃ নিবৃত্তিঃ প্রয়োজনং ক্রিয়তে ইতি অবিশিষ্টম্ অর্থবত্ত্বং ক্রিয়াসাধনবস্তূপদেশেন।১৫৬

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] আচ্ছা, যদি [ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু] উপদিষ্টই হইয়া থাকে, তবে তাহার দ্বারা তোমার কি [লাভ] হইবে (৪৫) ?১৫৪

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] বলা হইতেছে—অনবগত আত্মবস্তুর উপদেশও সেইরূপই (–দধি প্রভৃতির উপদেশের ন্যায়ই) হইবার যোগ্য।১৫৫ তাঁহার (—আত্মবস্তুর) অবগতির দ্বারা সংসারের হেতুভূত মিথ্যা অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সম্পাদিত হয় ; এইহেতু ক্রিয়ার সাধনভূত [দধি প্রভৃতি] সিদ্ধবস্তুর উপদেশের সহিত [ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুর উপদেশ] অবিশেষভাবে সার্থক হইয়া থাকে (৪৬)।১৫৬

ভাবদীপিকা

অজ্ঞাত সিদ্ধবস্তু বিজ্ঞাপিত হওয়ায় তৎপ্রতিপাদক বেদভাগের প্রামাণ্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়। অতএব কার্য্যান্বিত স্বার্থে শব্দের শক্তি (—কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ) স্বীকার্য্য নহে, পরন্তু অন্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি (—অন্বিতাভিধানবাদ) স্বীকার্য্য।

(৪৫) এখানে **শঙ্কাকর্ত্তার** অভিপ্রায় এই—আমাদের মতে দধি প্রভৃতি ভূতবস্তু স্বতঃ নিষ্ফল হইলেও ক্রিয়ার অঙ্গরূপেই উপদিষ্ট হওয়ায় ফলের জনক হইয়া থাকে। কিন্তু সিদ্ধান্তীর ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তু কূটস্থ, অজ্ঞাত এবং ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য, সুতরাং জ্ঞাত দধি প্রভৃতির সদৃশ নহে। অতএব তাদৃশ ভূতবস্তুর উপদেশের দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে ?

(৪৬) এখানে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—ক্রিয়ার অঙ্গ হইলেই ভূতবস্তু সফল হয়, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। দধি এবং ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে ক্রিয়ার 'অঙ্গ হওয়া' এবং 'অঙ্গ না হওয়ারূপ' বৈষম্য থাকিলেও দধি প্রভৃতি ভূতবস্তুর উপদেশ যেমন ক্রিয়ার উপযোগী হইয়া স্বর্গাদি ফলোৎপাদনের দ্বারা সফল হয়; ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তুর উপদেশও তদ্রূপ ব্রহ্মাবগতি, সংসারের হেতুভূত মিথ্যা (—অনির্ব্বচনীয়) অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও মোক্ষের অভিব্যক্তির দ্বারা সফল হয়। এইরূপে দধি প্রভৃতি ভূতবস্তুর উপদেশের সহিত ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তুর উপদেশের সমতা আছে। অতএব দধি প্রভৃতি ভূতবস্তুর উপদেশ যেমন নিষ্ফল নহে, ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তুর উপদেশও তদ্রূপ নিষ্ফল নহে বলিয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎসকলের প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জ্ঞানমাত্রেণ সাফল্যদর্শনাৎ ইত্যাহ—**উচ্যতে** ইতি। তথৈব—দধ্যাদিবৎ এব ইত্যর্থঃ। দধ্যাদেঃ ক্রিয়াদ্বারা সাফল্যম্, ব্রহ্মণস্তু স্বত ইতি বিশেষে সত্যপি বেদান্তানাং সফলভূতার্থকত্বমাত্রেণ দধ্যাদ্যুপদেশসাম্যমিতি অনবদ্যম্। ইদানীং বেদান্তানাং নিষেধবাক্যবৎ সিদ্ধার্থপরত্বম্ ইত্যাহ—**অপিচ** ইতি (১৯২ পৃঃ)। নঞঃ প্রকৃত্যর্থেন সম্বন্ধাৎ হননাভাবঃ নঞর্থঃ, ইষ্টসাধনত্বং তব্যাদিপ্রত্যয়ার্থঃ। ইষ্টশ্চ অত্র নরকদুঃখাভাবঃ, তৎপরিপালকঃ হননাভাব ইতি নিষেধবাক্যার্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইতিএবমাদ্যা নিবৃত্তিঃ উপদিশ্যতে।১৫৭ ন চ সা ক্রিয়া, নাপি ক্রিয়াসাধনম্।১৫৮ অক্রিয়ার্থানাম্ উপদেশঃ অনর্থকঃ চেৎ, "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিনিবৃত্ত্যুপদেশানাম্ আনর্থক্যং প্রাপ্তম্।১৫৯ তচ্চ অনিষ্টম্।১৬০ ন চ স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেণ নঞঃ শক্যম্ অপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুং, হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ।১৬১ নঞশ্চ এষঃ স্বভাবঃ যৎ

ভাষ্যানুবাদ

[১৯৫ পৃঃ]

[সিঃ—নিষেধবাক্যের প্রামাণ্যের ন্যায় বস্তুরূপ সিদ্ধবস্তুজ্ঞাপক বেদান্তের প্রামাণ্য অব্যাহত।]

আরও দেখ, "ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না", ইত্যাদি এইপ্রকার নিবৃত্তি উপদিষ্ট হইতেছে।১৫৭ কিন্তু তাহা (—নিবৃত্তি) ক্রিয়া নহে এবং ক্রিয়ার সাধনও নহে।১৫৮ যাহারা ক্রিয়ার জন্য নহে. তাহাদের উপদেশ যদি অনর্থক হয়, তাহা হইলে "ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না", ইত্যাদি নিবৃত্তিবোধক উপদেশসকলের আনর্থক্য প্রাপ্ত হইয়া পড়ে।১৫৯ তাহা কিন্তু ইষ্ট নহে।১৬০ আর 'হন্' ধাতুর অর্থ যে হননক্রিয়া, যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত (—রাগতঃ প্রাপ্ত), তাহার সহিত ['ন'কারের] অনুরাগ (—সম্বন্ধ) বশতঃ হননক্রিয়া হইতে নিবৃত্তিরূপ ঔদাসীন্য ব্যতিরেকে নঞ্-এর (—'ন'কারের) অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার্থত্ব (—৪৭, অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বিধায়ক হওয়া) কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৬১ যেহেতু 'ন'কারের ইহাই স্বভাব যে, [তাহা]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

হননাভাবঃ দুঃখাভাবহেতুঃ ইত্যুক্তৌ অর্থাৎ হননস্য দুঃখসাধনত্বধিয়া পুরুষঃ নিবর্ত্ততে। ন অত্র নিয়োগঃ কশ্চিদস্তি, তস্য ক্রিয়াতৎসাধনধর্ম্মাদিবিষয়ত্বাৎ। ন চ হননাভাবরূপা নঞ্ বাচ্যা নিবৃত্তিঃ ক্রিয়া, অভাবত্বাৎ। নাপি ক্রিয়াসাধনম্, অভাবস্য ভাবার্থাহেতুত্বাৎ, ভাবার্থাসত্ত্বাৎ চ ইত্যর্থঃ। অতঃ নিষেধশাস্ত্রস্য সিদ্ধার্থে প্রামাণ্যম্ ইতি ভাবঃ। বিপক্ষে দণ্ডমাহ—অক্রিয়া ইতি। নমু স্বভাবতঃ রাগতঃ প্রাপ্তেন হন্ত্যর্থেন অনুরাগেণ—নঞঃ সম্বন্ধেন হেতুনা, হননবিরোধিনী সংকল্পক্রিয়া বোধ্যতে, সা চ নঞর্থরূপা। তত্র অপ্রাপ্তত্বাৎ বিধীয়তে 'অহননং কুর্য্যাৎ' ইতি। তথা চ কার্য্যার্থকমিদং বাক্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য নিষেধতি—ন চ ইতি। ঔদাসীন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্, তচ্চ হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতং নিবৃত্ত্যৌদাসীন্যং, হননাভাব ইতি যাবৎ। তদ্ব্যতিরেকেণ নঞঃ ক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুং ন চ শক্যমিতি যোজনা। মুখ্যার্থস্য অভাবস্য নঞর্থত্বসম্ভবে তদ্বিরোধিক্রিয়ালক্ষণায়া অন্যায্যত্বাৎ। নিষেধবাক্যস্য অপি কার্য্যার্থকত্বে বিধিনিষেধভেদবিপ্লবাপত্তেশ্চ ইতি ভাবঃ। নমু তদভাববৎ তদন্যতদ্বিরুদ্ধয়োরপি নঞঃ শক্তিঃ কিং ন স্যাৎ, 'অব্রাহ্মণঃ' 'অধর্ম্মঃ' ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ ইতি চেৎ? ন, অনেকার্থত্বস্য অন্যায্যত্বাৎ ইত্যাহ—নঞশ্চ

ভাবদীপিকা

[প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসদ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা প্রতিপাদন।]

(৪৭) "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি 'ন'কার ঘটিত বাক্যে কিপ্রকারে নিষেধের বোধ হয় এবং স্থলবিশেষে নিষেধের বোধ না হইয়া কিপ্রকারে অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে

ভাবদীপিকা [সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা]

হইলে 'ন'কারের অর্থ কি এবং তাহা কিপ্রকারে অর্থবোধ সম্পাদন করে, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। 'ন'কারের অর্থ ছয় প্রকার, যথা—"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥ ইহার অর্থ—'**ন**'কারের' অর্থ **ছয়প্রকার,** যথা—**সাদৃশ্য** [যথা অনিক্ষু—ইক্ষুর সদৃশ ভুট্টাগাছ]; **অত্যন্তাভাব**; **অন্যতা** [অর্থাৎ ভিন্নতা বা অন্যোন্যাভাব, যথা—'অঘট' শব্দের অর্থ 'ঘট হইতে ভিন্নতা']; **অল্পতা** [যথা 'অনুদরা কন্যা'—অল্পপরিসর উদরবিশিষ্টা কন্যা]; **অপ্রাশস্ত্য** [যথা 'অকাল'—অযোগ্য কাল] এবং **বিরোধ** [যথা 'অনীক্ষণ' অর্থাৎ ঈক্ষণবিরোধী], ইত্যাদি। তন্মধ্যে শক্তি-বৃত্তিতে 'ন'কারের অর্থ 'অত্যন্তাভাব'। যাহার সহিত 'ন'কারটী অন্বিত হয়, তাহার অত্যন্তাভাবই তাহা প্রতিপাদন করে। যথা—"পটো নাস্তি" এই স্থলে 'ন'কারটী 'অস্তি' পদের সহিত অন্বিত হইয়া পটের অত্যন্ত অভাবই প্রতিপাদন করে। 'স্বর্গকামঃ যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে, 'যাগাদিক্রিয়া স্বর্গরূপ অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির হেতু', এইপ্রকার বুঝিয়া যেমন পুরুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; তদ্রূপ "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলে "ইহার দ্বারা নরকাদি অনিষ্ট প্রাপ্তি হইবে", এইপ্রকার বুঝিয়া পুরুষ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপে "ন"কারটী দ্বারা প্রবৃত্তির অভাবরূপা নিবৃত্তিরই বোধ হয়। তাহাতে **প্রশ্ন** হয়—এই নিবৃত্তির বোধ কিপ্রকারে হয়? কারণ ব্যাকরণমতে ধাত্বর্থই শাব্দবোধে মুখ্য বিশেষ্য। সেইহেতু 'ন'কারটী হন্ ধাতুর অর্থ যে 'হননক্রিয়া', তাহার সহিত অন্বিত হইয়া "ব্রাহ্মণাহননং কুর্য্যাৎ" এইপ্রকারে 'অহনন করা' রূপ অর্থই বোধ করায়, কিন্তু নিবৃত্তির বোধ করায় না। **তদুত্তরে** বলা যায়—সিদ্ধান্তে শাব্দবোধে 'ভাবনাই' (৭৮পৃঃ) অর্থাৎ প্রযত্নরূপ ক্রিয়াই মুখ্য বিশেষ্য, কারণ ক্রিয়া ব্যতিরেকে বাক্যই হইতে পারে না। আর ক্রিয়াপদই বাক্যঘটক পদসকলের একতা সম্পাদক। সেইহেতু একই প্রয়োজনে বিনিয়োগের সাধক হওয়ায় তাহাই হয় শাব্দবোধে মুখ্য বিশেষ্য। আর এইপ্রকার নিয়ম আছে যে, যাহা অন্যের উপসর্জ্জনরূপে (—বিশেষণরূপে) উপস্থিত হয়, তাহার সহিত অপরের অন্বয় হয় না। এখানে 'হন্' ধাতুটী 'তব্য' প্রত্যয়ের উপসর্জ্জনরূপে উপস্থিত হইতেছে বলিয়া, 'ন'কারার্থের সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে না। পরন্তু অনুপ-সর্জ্জনভূত অর্থাৎ প্রধান যে ক্রিয়াবাচক প্রত্যয়াংশ, অর্থাৎ 'শাব্দীভাবনা'বাচক 'তব্য' প্রত্যয়ের অর্থ, তাহার সহিতই 'ন' কারার্থের অন্বয় হইবে; কারণ সকলে প্রধানেরই অনুগামী হইয়া থাকে, ইহা লোকমধ্যে দেখা যায়। এইপ্রকারে প্রধানের সহিত অন্বয় স্বীকার না করিলে "রাজপুরুষকে আনয়ন কর", এই স্থলে উপসর্জ্জনভূত যে রাজাপদ, তাহার সহিত আনয়নক্রিয়ার অন্বয় হইয়া 'রাজাকে আনয়ন কর' এইরূপ অর্থবোধ হইয়া পড়িবে। তাহা অভীষ্ট নহে। যাহাহউক্, এইরূপে নিষেধবাক্যস্থলে 'ন'কারটী সর্ব্বপ্রধানভূত যে লিঙ্ত্বাংশের বাচ্য শাব্দী-ভাবনা (৭৮ পৃঃ), তাহার সহিত অন্বিত হইয়া প্রবৃত্তির অভাবরূপা নিবৃত্তিরই বোধ করায়। এইরূপে বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে পুরুষের যেমন বোধ হয়—'ইহা আমাকে অমুক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিতেছে', তদ্রূপ নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলে পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয়—'ইহা আমাকে অমুক কর্ম্ম [এখানে ব্রাহ্মণহননাদি কর্ম্ম] হইতে নিবৃত্ত করিতেছে'। এইরূপে "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" এই স্থলে নিবৃত্তিরই (—প্রবৃত্তির অত্যন্তাভাবেরই) বোধ হয়, যাহা

ভাবদীপিকা [সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা]

ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ কিছুই নহে, পরন্তু ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তু মাত্র, যাহা পুরুষের স্বরূপ।

কিন্তু এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে 'ন'কার ঘটিত বাক্যের দ্বারা নিবৃত্তির বোধ না হইয়া কোন অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বোধ হয়। বক্ষ্যমাণ "প্রজাপতিব্রত" প্রভৃতিই তাদৃশ স্থল। "প্রজাপতিব্রত" বলিতে স্নাতকের (—যে দ্বিজবালক বেদাধ্যয়নান্তে সমাবর্ত্তন করিয়াছে, অথচ তখনও বিবাহ না করিয়া গুরুশুশ্রূষাদিতেই রত আছে, তাহার) অনুষ্ঠেয় কতকগুলি ব্রতের সমষ্টিকে বুঝায়। শ্রুতিতে "তস্য ব্রতম্"—'তাহার করণীয় ব্রত', এইরূপে উপক্রম করিয়া "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্"—'উদীয়মান সূর্য্যকে দর্শন করিবে না', এইরূপে উক্ত ব্রতের বিধান আছে। [জৈঃ সূঃ ৪।১।৩ শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য।] মনুসংহিতাতে উক্ত ব্রতের বিবরণ এইরূপ দেখা যায়—"অতোঽন্যতময়া বৃত্ত্যা জীবংস্তু স্নাতকো দ্বিজঃ। স্বর্গায়ুষ্যযশস্যানি ব্রতানীমানি ধারয়েৎ"॥ "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন। নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসোগতম্॥ ন লঙ্ঘয়েৎ বৎসতন্ত্রীং, ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি"। ইত্যাদি (মনু সং ৪।১৩,৪।৩৭-৩৮)। ইহার অর্থ—'পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে জীবন ধারণ করতঃ স্বর্গ, আয়ু এবং যশের হেতুভূত এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। সেই ব্রতগুলি এই—উদীয়মান বা অস্তগমনশীল সূর্য্যকে দর্শন করিবে না, রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে, বা গগনমধ্যগত সূর্য্যকে দর্শন করিবে না, গোবৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না, বারিবর্ষণকালে দৌড়াইবে না', ইত্যাদি। এই প্রজাপতিব্রতে 'ন'কারের" অর্থ 'নিষেধ' হইতে পারে না, কারণ শক্তিবৃত্তিদ্বারা 'ন'কারের অত্যন্তাভাবরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া নিবৃত্তিরূপ অর্থের বোধ হইলে উপক্রমের বিরোধ হইবে। যেহেতু উপক্রমে করণীয় কিছু ব্রতের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং "নেক্ষেত" ইত্যাদি স্থলে 'ন'কারের অত্যন্তাভাবরূপ অর্থ গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা পর্য্যুদাস অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব (জৈঃ সূঃ ১০।৮।৪), বা বিরোধ ইত্যাদি কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে 'ন+ঈক্ষেত' এই স্থলে 'ন'কারটী প্রত্যয়ার্থের সহিত অন্বিত হইয়া নিবৃত্তিরূপ অর্থের বোধ করাইতে পারে না বলিয়া ধাত্বর্থ যে ঈক্ষণক্রিয়া, তাহার সহিত অন্বিত হইয়া লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ঈক্ষণভিন্ন কোন অপ্রাপ্ত ক্রিয়াকে বুঝাইবে। আর সর্ব্বক্রিয়াতে পুরুষের সঙ্কল্পই অনুগত থাকে বলিয়া "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইবে—"উদীয়মান সূর্য্যবিষয়ক অনীক্ষণসঙ্কল্পের দ্বারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে", ইত্যাদি। এইরূপে 'ন'কার ঘটিত বাক্যসকলের দ্বারাও স্থলবিশেষে অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বোধ হয়। সুতরাং প্রজাপতিব্রত প্রভৃতি কয়েকটী স্থল ব্যতীত অন্য স্থলে 'ন'কারের অর্থ হয় 'অত্যন্তাভাব' এবং তাহা নিবৃত্তিরই বোধ উৎপাদন করে। "অন্যত্র প্রজাপতিব্রতাদিভ্যশ্চ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশে 'আদি' এই পদটীর দ্বারা 'ন'কারের 'অন্যোন্যাভাব' প্রভৃতি অন্যান্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্থলে 'ন'কারের অর্থ 'অত্যন্তাভাবই' হইয়া থাকে। সুতরাং "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে ব্রাহ্মণ হননে প্রবৃত্তির অত্যন্তাভাবরূপ নিবৃত্তিরই বোধ হয়, যাহা ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তু মাত্র। এই প্রকারে অক্রিয়াবোধক নিষেধশাস্ত্রের ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তুতে প্রামাণ্যের ন্যায়, ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুবোধক বেদান্তবাক্যসকলও যে প্রমাণ, ইহাই "অপিচ ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" (১৫৭ বাক্য) ইত্যাদি হইতে "আনর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্" (১৬৬ বাক্য) ইত্যাদি পর্য্যন্ত সমগ্র বিচারটীর সার মর্ম্ম।

[১২২ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

স্বসম্বন্ধিনঃ অভাবং বোধয়তি ইতি ।১৬২ অভাববুদ্ধিশ্চ ঔদাসীন্য-কারণম্। ১৬৩ সা চ দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেব উপশাম্যতি।১৬৪ তস্মাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যমেব "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ"

ভাষ্যানুবাদ

স্ব-সম্বন্ধীর (—যাহা 'ন'কারের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহার) অভাব বোধ করায়।১৬২ আর অভাববুদ্ধিই ঔদাসীন্যের (—কোন কিছু না করার) কারণ।১৬৩ [তাহাতে আশঙ্কা হয়—ত্রিক্ষণনাশ্য কারণভূত তাদৃশ অভাববুদ্ধির নাশ হইলে পুনঃ ব্রাহ্মণ-হননাদিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা (—সেই অভাববুদ্ধি) দগ্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় (—যে অগ্নির কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার ন্যায়) স্বয়ংই উপশান্ত হইয়া যায় (—হননাদি ক্রিয়াতে ইষ্টসাধনতাবুদ্ধি বশতঃ যে আসক্তি, তাহাকে নষ্ট করিয়া তদনন্তর উক্ত অভাববুদ্ধি স্বয়ং নিবৃত্ত হইলেও আসক্তির নাশবশতঃ ব্রাহ্মণহননাদিতে পুনরায় প্রবৃত্তি হয় না)।১৬৪ সেইহেতু (—ক্রিয়াপ্রতিপাদক শব্দের অভাববশতঃ তদ্বিষয়ক প্রযত্নের অভাবে ক্রিয়া সম্ভব না হওয়ায়) 'প্রজাপতিব্রত' প্রভৃতি হইতে ভিন্ন যে "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি, সেই সকলে প্রসক্ত ক্রিয়া (—যে ক্রিয়ার প্রাপ্তিসম্ভাবনা আছে,

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি। গবাদিশব্দানাং তু অগত্যা নানার্থকত্বম্; স্বর্গেষুবাগম্ভ্রাদীনাং শক্যপশুসম্বন্ধা-ভাবেন লক্ষণানবতারাৎ। অন্যবিরুদ্ধয়োস্ত লক্ষ্যত্বং যুক্তং, শক্যসম্বন্ধাৎ। ব্রাহ্মণাৎ অন্যস্মিন্ ক্ষত্রিয়াদৌ, ধর্ম্মবিরুদ্ধে বা পাপে ব্রাহ্মণাদ্যভাবস্য নঞ্‌শক্যস্য সম্বন্ধাৎ। প্রকৃতে চ আখ্যাত-যোগাৎ নঞ্ প্রসজ্যপ্রতিষেধক এব, ন পর্য্যুদাসলক্ষক ইতি মন্তব্যম্। যথা, নঞঃ প্রকৃত্যা ন সম্বন্ধঃ, প্রকৃতেঃ প্রত্যয়ার্থোপসর্জ্জনত্বাৎ, প্রধানসম্বন্ধাৎ চ অপ্রধানানাং, কিন্তু প্রকৃত্যর্থনিষ্ঠেন প্রত্যয়ার্থেন ইষ্টসাধনত্বেন সম্বন্ধঃ নঞঃ। ইষ্টং চ স্বাপেক্ষয়া বলবদনিষ্টানমুবন্ধি যৎ তদেব, ন তাৎকালিকসুখমাত্রং, বিষসংযুক্তান্নভোগস্য অপি ইষ্টত্বাপত্তেঃ। তথা চ "ন হন্তব্যঃ" ইত্যত্র হননং বলবদনিষ্টাসাধনত্বে সতি ইষ্টসাধনং ন ভবতি ইত্যর্থঃ। অত্র চ "হন্তব্যঃ" ইতি হননে বিশিষ্টেষ্টসাধনত্বং ভ্রান্তিপ্রাপ্তমনূদ্য ন ইতি অভাববোধনে বলবদনিষ্টসাধনং হননমিতি বুদ্ধির্ভবতি, হননে তাৎকালিকেষ্টসাধনত্বরূপবিশেষ্যসত্ত্বেন বিশিষ্টাভাববুদ্ধেঃ বিশেষণাভাবপর্য্যবসানাৎ। বিশেষণং বলবদনিষ্টাসাধনত্বমিতি তদভাবঃ বলবদনিষ্টসাধনত্বং নঞর্থ ইতি পর্য্যবসন্নম্। তৎবুদ্ধিঃ ঔদাসীন্যপরিপালিকা ইত্যাহ—অভাব ইতি। চঃ অপ্যর্থঃ পক্ষান্তরদ্যোতী। প্রকৃত্যর্থাভাব বুদ্ধিবৎ প্রত্যয়ার্থাভাববুদ্ধিরপি ইত্যর্থঃ। বুদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বাৎ তদভাবে সতি ঔদাসীন্যাৎ প্রচ্যুতি-রূপা হননাদৌ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি। তত্র আহ—সা চ ইতি। যথা অগ্নিঃ ইন্ধনং দগ্ধ্বা শাম্যতি, এবং সা—নঞর্থাভাববুদ্ধিঃ হননাদৌ ইষ্টসাধনত্বভ্রান্তিমূলং রাগেন্ধনং দগ্ধ্বৈব শাম্যতি ইতি অক্ষ-রার্থঃ। রাগনাশে কুতঃ প্রচ্যুতিঃ ইতি ভাবঃ। যথা, রাগতঃ প্রাপ্তা সা ক্রিয়া রাগনাশে স্বয়মেব শাম্যতি ইত্যর্থঃ। পরপক্ষে তু হননবিরোধিক্রিয়া কার্য্যা ইতি উক্তে অপি হননস্য ইষ্টসাধনত্ব-ভ্রান্ত্যনিরাসাৎ প্রচ্যুতিঃ দুর্বারা। তস্মাৎ তদভাব এব নঞর্থঃ ইতি উপসংহরতি—তস্মাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিষু প্রতিষেধার্থং মন্যামহে, অন্যত্র প্রজাপতিব্রতাদিভ্যঃ।১৬৫ তস্মাৎ পুরুষার্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদিভূতার্থবাদবিষয়ম্ আনর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্।১৬৬ যদপি উক্তম্—কর্ত্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশম্ অন্তরেণ বস্তুমাত্রম্ উচ্যমানম্ অনর্থকং স্যাৎ,

ভাষ্যানুবাদ

তাহা) হইতে নিবৃত্তিরূপ ঔদাসীন্যই প্রতিষেধের অর্থ, ইহা আমরা মনে করি।১৬৫ [সুতরাং ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গকে প্রতিপাদন না করিয়া ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিলেও নিষেধশাস্ত্র যেমন প্রমাণ, বেদান্তবাক্যসকলও তদ্রূপ উপাসনাদি ক্রিয়ার অঙ্গরূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ না করিয়া সিদ্ধবস্তুরূপে সমর্পণ করিলেও প্রমাণই হইবে]। সেইহেতু (—উপনিষৎসকল উক্তপ্রকারে সার্থক হওয়ায়) পুরুষার্থের অনুপযোগী যে উপাখ্যানাদিভূত (—উপাখ্যান ও গুণবাদ প্রভৃতিরূপ) অর্থবাদ (১২৬ পৃঃ), সেই বিষয়েই ["আম্নায়স্যক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্", জৈঃ সূঃ ১।২।১, এই সূত্রে] আনর্থক্যের কথন হইয়াছে বুঝিতে হইবে (৪৮)।১৬৬

[জীবন্মুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু উপদেশের সার্থকতা প্রদর্শন। জীবন্মুক্ত পুরুষ সুখদুঃখের অতীত।]

আর যে বলা হইয়াছে—'কর্ত্তব্যবিধির (—অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবোধক বিধির) অনুপ্রবেশ ব্যতিরেকে, "বসুমতী সাতটী দ্বীপ সমন্বিতা" ইত্যাদির ন্যায় যে বস্তুমাত্র

ভাবদীপিকা

(৪৮) এখানে ভাব এই—যাহা ক্রিয়ার জন্য উপদিষ্ট হয় নাই, তাহাই যদি অনর্থক হইত, তাহা হইলে "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) এই জৈমিনীয় সিদ্ধান্ত সূত্রে কেবল অর্থবাদবাক্যসকলেরই বিধির সহিত একবাক্যতাদ্বারা আনর্থক্যপরিহার করা হইত না। পরন্তু যাহা যাহা ক্রিয়ার উপযোগী নহে, অবিশেষভাবে সেই সকলেরই আনর্থক্য পরিহার করা হইত। তাহা কিন্তু করা হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনপর বেদভাগ অনর্থক, ইহা "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি। ভাবার্থাভাবেন তদ্বিষয়ককৃত্যভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ তচ্ছব্দার্থঃ। যদ্বা ইতি উক্তপক্ষে নিবৃত্ত্যুপলক্ষিতম্ ঔদাসীন্যং যস্মাৎ বিশিষ্টাভাবাত্মত্বমেব ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। স্বতঃসিদ্ধস্য ঔদাসীন্যস্য নঞর্থসাধ্যত্বোপপাদনার্থং নিবৃত্ত্যুপলক্ষিতত্বম্ ইতি ধ্যেয়ম্। "তস্য বটোর্ব্রতম্" ইতি অনুষ্ঠেয়ক্রিয়াবাচিব্রতশব্দেন কার্য্যমুপক্রম্য "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" ইতি প্রজাপতিব্রতম্ উক্তম্। অত উপক্রমবলাৎ তত্র নঞঃ ঈক্ষণবিরোধিসঙ্কল্পক্রিয়ালক্ষণা অঙ্গীকৃতা। এবম্ অগৌঃ, অসুরাঃ, অধর্ম্মঃ ইত্যাদৌ নামধাত্বর্থযুক্তস্য নঞঃ প্রতিষেধবাচিত্বাযোগাৎ অন্যবিরুদ্ধলক্ষকত্বম্। এতেভ্যঃ প্রজাপতিব্রতাদিভ্যঃ অন্যত্র অভাবমেব নঞর্থং মন্যামহে ইত্যর্থঃ। দুঃখাভাবফলকে নঞর্থে সিদ্ধে নিষেধশাস্ত্রমানত্ববৎ বেদান্তানাং ব্রহ্মণি মানত্বম্ ইতি ভাবঃ। তর্হি 'অক্রিয়ার্থানামানর্থক্যম্' ইতি সূত্রং কিংবিষয়ম্ ইতি? তত্র আহ—তস্মাৎ ইতি। বেদান্তানাং স্বার্থে ফলবত্ত্বাৎ ব্যর্থকথাবিষয়ং তৎ ইত্যর্থঃ। যদপি ইত্যাদি স্পষ্টার্থম্। শ্রবণজ্ঞানমাত্রাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' ইত্যাদিবৎ ইতি, তৎ পরিহৃতম্; 'রজ্জুঃ ইয়ং নায়ং সর্পঃ' ইতি বস্তুমাত্রকথনে অপি প্রয়োজনস্য দৃষ্টত্বাৎ। ১৬৭ ননু শ্রুতব্রহ্মণঃ অপি যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বদর্শনাৎ ন রজ্জুস্বরূপকথনবৎ অর্থবত্ত্বম্ ইতি উক্তম্। ১৬৮ অত্র উচ্যতে—ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুং, বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মভাববিরোধাৎ। ১৬৯ নহি শরীরাদ্যাত্মাভিমানিনঃ দুঃখভয়াদিমত্ত্বং দৃষ্টম্, ইতি তস্যৈব বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মাবগমে তদভিমাননিবৃত্তৌ তদেব মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং দুঃখভয়াদিমত্ত্বং ভবতি ইতি শক্যং কল্পয়িতুম্। ১৭০ নহি ধনিনঃ গৃহ-

ভাষ্যানুবাদ

কথিত হয়, তাহা অনর্থক, ইত্যাদি (১৪৯ পৃঃ), তাহা পরিহৃত হইয়াছে (১৫০ পৃঃ); যেহেতু "ইহা রজ্জু, সর্প নহে", এই ভাবে বস্তুমাত্র কথিত হইলেও [ভীতিনিবৃত্তিরূপ] প্রয়োজন (—ফল) দেখা যায়।১৬৭

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] কিন্তু যিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব দেখা যায় বলিয়া রজ্জুর স্বরূপ কথনের ন্যায় [ব্রহ্মের স্বরূপ কথনের] সার্থকতা হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে (১৫০ পৃঃ)।১৬৮

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে, যিনি ['আমি ব্রহ্ম' এইরূপে] ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার (—সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির) পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না ; যেহেতু [তাহাতে] বেদরূপ [প্রবল] প্রমাণ হইতে উৎপন্ন যে ব্রহ্মাত্মভাব (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান), তাহার বিরোধ হইয়া পড়ে।১৬৯ শরীরাদিতে যাঁহার আত্মাভিমান রহিয়াছে, তাঁহার দুঃখ ও ভয়াদি যুক্ততা দেখা যায়, এইহেতু বেদরূপ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইলে এবং [তাহার ফলে] সেই অভিমান (—শরীরাদিতে আত্মাভিমান) নিবৃত্ত হইলে তাঁহারই মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত সেইপ্রকার দুঃখ ও ভয়াদিযুক্ততাই হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়ই কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৭০ ধনাভি-

ভাবদীপিকা

নহে। পরন্তু এই আনর্থক্যের কথন পুরুষার্থের অনুপযোগী উপাখ্যান প্রভৃতি ব্যর্থ কথাসকলকে বিষয় করে, বুঝিতে হইবে। [উক্ত ১।২।৭ জৈঃ সূত্রটীর অর্থ এই—তু—কিন্তু, **বিধিনা**—স্তুতিসাপেক্ষ বিধির সহিত, [প্রয়োজন সাপেক্ষ অর্থবাদসকলের] **একবাক্যত্বাৎ**—একবাক্যতা হয় বলিয়া, **বিধীনাং**—বিধিবিহিত কর্ম্মকলাপের, **স্তুত্যর্থেন**—স্তুতিরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের দ্বারা [অর্থবাদসকল] **স্যুঃ**—সার্থক হইয়া থাকে।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সংসারানিবৃত্তৌ অপি সাক্ষাৎকারাৎ জীবত এব মুক্তিঃ দুরপহ্নবা ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—**অত্রোচ্যতে** ইত্যাদিনা। 'ব্রহ্ম অহম্' ইতি সাক্ষাৎকারবিরোধাৎ ইত্যর্থঃ। তত্ত্ববিদঃ জীবন্মুক্তৌ

শাঙ্করভাষ্যম্

-স্থস্য ধনাভিমানিনঃ ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং দৃষ্টম্, ইতি তস্যৈব প্রব্রজিতস্য ধনাভিমানরহিতস্য তদেব ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং ভবতি।১৭১ ন চ কুণ্ডলিনঃ কুণ্ডলিত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং দৃষ্টম্, ইতি তস্যৈব কুণ্ডলবিযুক্তস্য কুণ্ডলিত্বাভিমানরহিতস্য তদেব কুণ্ডলিত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং ভবতি।১৭২ তদুক্তং শ্রুত্যা— "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১) ইতি।১৭৩ শরীরে পতিতে অশরীরত্বং স্যাৎ, ন জীবতঃ ইতি চেৎ? ১৭৪ ন,

ভাষ্যানুবাদ

-মানী ধনী গৃহস্থের ধনাপহরণনিমিত্ত দুঃখ দেখা যায়, সেইহেতু প্রব্রজিত (—সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণকারী) এবং ধনাভিমানরহিত সেই ব্যক্তিরই ধনাপহরণনিমিত্ত সেইপ্রকার দুঃখই কদাপি হয় না।১৭১ আর কুণ্ডলধারিব্যক্তির কুণ্ডলিত্বের অভিমাননিমিত্ত সুখ দেখা যায়, এইহেতু কুণ্ডলবিযুক্ত এবং কুণ্ডলিত্বের অভিমানরহিত সেই ব্যক্তিরই কুণ্ডলিত্বের অভিমাননিমিত্ত সেইপ্রকার সুখই হয় না।১৭২ শ্রুতিকর্তৃক তাহাই (—ব্রহ্মাত্মবিদের জীবন্মুক্তিই) কথিত হইয়াছে, যথা—"শরীরাভিমানরহিত পুরুষকে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করে না" ইত্যাদি (৪৯)।১৭৩

[জীবন্মুক্তিবিষয়ে সংশয় ও সমাধান। শরীরাদ্য অবিদ্যাকল্পিত, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যানাশে জীবন্মুক্তি সিদ্ধি।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বলা হয়, শরীর বিনষ্ট হইলেই অশরীরত্ব (—শরীরাভিমানরাহিত্যরূপ মুক্তি) হয়, কিন্তু জীবিতের তাহা হয় না, ইত্যাদি।১৭৪

ভাবদীপিকা

(৪৯) এখানে গূঢ় অভিপ্রায় এই—বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক যে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারাই প্রত্যক্ষ সংসারভ্রমের নিবৃত্তি হয় না বটে; কিন্তু ইহ জন্মে, বা জন্মান্তরে নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা (৩।৭০৩ পৃঃ) নিবৃত্ত হইয়া যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্ত হয়, তাদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠেরই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণজন্য ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ জ্ঞান তৎকালেই উদিত হয়। সেই অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই অপরোক্ষ সংসারভ্রমের আত্যন্তিক উপরম হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—চিত্তের বিক্ষেপাদি দোষবশতঃ যে শব্দপ্রমাণজন্য জ্ঞান পরোক্ষরূপে উদিত হয়, চিত্ত বিক্ষেপশূন্য হইলে সেই শব্দপ্রমাণজন্য জ্ঞানই অপরোক্ষরূপে উদিত হয়; তাহাই অবিদ্যাকে ধ্বংস করে। ইহাতে প্রমাণের কোনপ্রকার ন্যূনতা হয় না, পরন্তু অধিকারীর চিত্তের অশুদ্ধতা ও বিক্ষেপই জ্ঞানের এতাদৃশ পরোক্ষতা বা অপরোক্ষতার প্রতি হেতু। এই বিষয়ে বিশেষ বিচার শব্দাপরোক্ষবাদে (৪।২২ পৃঃ) দ্রঃ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মানম্ আহ—তদুক্তং শ্রুত্যা ইতি। জীবতঃ অশরীরত্বং বিরুদ্ধম্ ইতি শঙ্কতে—শরীরে ইতি। আত্মনঃ দেহসম্বন্ধস্য ভ্রান্তিপ্রযুক্তত্বাৎ তত্ত্বধিয়া তন্নাশরূপম্ অশরীরত্বং জীবতঃ যুক্তম্ ইত্যাহ—ন ইত্যাদিনা। অসঙ্গাত্মস্বরূপং তু অশরীরত্বং ভ্রান্ত্যাবৃতং তত্ত্বধিয়া জীবতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ।১৭৫ ন হি আত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানং মুক্ত্বা অন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্‌ ।১৭৬ নিত্যম্‌ অশরীরত্বম্‌ অকর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ ইতি অবোচাম।১৭৭ তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং সশরীরত্বম্‌ ইতি চেৎ ?১৭৮ ন. শরীরসম্বন্ধস্য অসিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ আত্মকৃতত্বাসিদ্ধেঃ।১৭৯ শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎকৃতত্বস্য চ ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ অন্ধপরম্পরা এষা অনাদিত্বকল্পনা।১৮০ ক্রিয়াসমবায়া-

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা নহে ; যেহেতু সশরীরত্ব মিথ্যা অজ্ঞানরূপ (—অবিদ্যারূপ) নিমিত্তবশতঃই হইয়া থাকে।১৭৫ শরীরে আত্মাভিমানরূপ (—'আমি শরীর' এইরূপ) মিথ্যাজ্ঞানকে (—ভ্রমজ্ঞানকে) ত্যাগ করিয়া অন্য কিছু হইতে কদাপি সশরীরত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৭৬ [আত্মার] অশরীরত্ব নিত্য, যেহেতু কর্ম্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন নহে, ইহা আমরা বলিয়াছি (১৫৬ পৃঃ)।১৭৭

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বলা হয়, তৎকৃত (—জীবাত্মা কর্তৃক অনুষ্ঠিত) ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ [তাহার] সশরীরত্ব হইয়া থাকে।১৭৮ [সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মজন্য সত্য সশরীরতার নাশের জন্য উপাসনারূপ কর্ম্মের অপেক্ষা আছে]।

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা নহে ; [যেহেতু মিথ্যা অজ্ঞানজন্য হওয়ায় আত্মার সহিত] শরীরের সম্বন্ধ অসিদ্ধ হয় বলিয়া আত্মকর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না।১৭৯ [আত্মার সহিত] শরীরসম্বন্ধের এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের তৎকৃতত্বের (—ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ত্তৃক আত্মার শরীরসম্বন্ধ উৎপাদনের) ইতরেতরাশ্রয় হইয়া পড়ে বলিয়া এই অনাদিত্বকল্পনা অন্ধপরম্পরা মাত্র (৫০)।১৮০

ভাবদীপিকা

[আত্মার শরীরসম্বন্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য নহে, অজ্ঞানজন্য।]

(৫০) এখানে তাৎপর্য্য এই—"আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ হয়, এইরূপে পরস্পরের প্রতি

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্যজ্যতে ইত্যাহ—**নিত্যম্‌** ইতি। দেহাত্মনোঃ সম্বন্ধঃ সত্য ইতি শঙ্কতে—**তৎকৃত** ইতি। তন্নাশার্থং কার্য্যাপেক্ষেতি ভাবঃ। আত্মনঃ শরীরসম্বন্ধে জাতে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিঃ, তস্যাং সত্যাং সম্বন্ধজন্ম ইতি অন্যোন্যাশ্রয়াৎ একস্যাসিদ্ধ্যা দ্বিতীয়স্যাপি অসিদ্ধিঃ স্যাৎ ইতি পরিহরতি—**ন** ইত্যাদিনা। ননু এতদ্দেহজন্যধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মণ এতদ্দেহসম্বন্ধহেতুত্বে স্যাৎ অন্যোন্যাশ্রয়ঃ, পূর্ব্বদেহকর্ম্মণ এতদ্দেহসম্বন্ধোৎপত্তিঃ, পূর্ব্বদেহশ্চ তৎপূর্ব্বদেহকৃতকর্ম্মণ ইতি বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাৎ নায়ং দোষ ইত্যত আহ—**অন্ধ** ইতি। অপ্রামাণিকীত্যর্থঃ। নহি বীজাৎ অঙ্কুরঃ, ততঃ বীজান্তরং চ যথা প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যতে, তদ্বৎ আত্মনঃ দেহসম্বন্ধঃ পূর্ব্বকর্ম্মকৃতঃ প্রত্যক্ষঃ। নাপি অস্তি কশ্চিৎ আগমঃ। প্রত্যুত 'অসঙ্গঃ হি' ইত্যাদিঃ শ্রুতিঃ সর্ব্বকর্তৃত্বং বারয়তি ইতি ভাবঃ। তত্র যুক্তিম্‌ আহ—**ক্রিয়া** ইতি। কূটস্থস্য কৃত্যযোগাৎ ন কর্তৃত্বম্‌ ইত্যর্থঃ। স্বতঃ নিষ্ক্রিয়স্য অপি কারক-

শাঙ্করভাষ্যম্

-ভাবাৎ চ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ১৮১ সন্নিধানমাত্রেণ রাজ-প্রভৃতীনাং দৃষ্টং কর্ত্তৃত্বম্ ইতি চেৎ?১৮২ ন, ধনদানাদ্যুপার্জ্জিত-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কূটস্থ আত্মার কর্তৃত্বরূপ সংসারিত্ব স্বতঃ, বা সন্নিধানদ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা ভ্রান্তিকৃত।

[যদি বলা হয়—শরীরসম্বন্ধ না থাকিলেও আত্মা স্বয়ংই ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্তা। তদুত্তরে বলিতেছেন—কূটস্থতাবশতঃ] ক্রিয়ার সহিত সমবায়ের (—সম্বন্ধের) অভাব আছে বলিয়াও আত্মার কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে।১৮১

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] যদি বল, কেবল সন্নিধির (—নিকটে অবস্থিতির) দ্বারা রাজা প্রভৃতির কর্তৃত্ব দেখা যায়।১৮২ [সুতরাং আত্মা অসঙ্গ ও কূটস্থ হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম ও শরীরসম্বন্ধের প্রযোজক কর্তা হইতে পারেন, ইহা স্বীকার্য্য]।

ভাবদীপিকা [আত্মার শরীরসম্বন্ধ অজ্ঞানজন্য]

অপেক্ষা থাকায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। সেইহেতু আত্মার সত্য সশরীরত্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই উভয়ই সিদ্ধ হয় না। এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষের পরিহারের জন্য **পূর্ব্বপক্ষী** বলেন—আত্মার পূর্ব্বদেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার বর্তমান শরীরসম্বন্ধের কারণ এবং আত্মার পূর্ব্বদেহের সহিত যে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার তৎপূর্ব্ব-কৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। সুতরাং বর্তমান শরীরসম্বন্ধবশতঃ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই বর্তমান শরীরসম্বন্ধের কারণ নহে বলিয়া, অর্থাৎ সেই শরীরকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই শরীরোৎপত্তির হেতু নহে বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষের পরিহার হইলেও অনবস্থাদোষের পরিহার হয় না। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে শরীরোৎপত্তি এবং উৎপন্ন শরীর হইতে অন্য ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি, আবার তাহা হইতে অন্য শরীরোৎপত্তি, এইপ্রকারে অনাদি প্রবাহ কল্পনার কোথাও বিরাম হয় না। **কিন্তু** বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই অনবস্থাকে দোষাবহ বলা যায় না। **তদুত্তরে** ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**অন্ধ পরম্পরা** ইত্যাদি। ভাব এই—এইপ্রকার যে অনাদিত্ব কল্পনা, তাহা এক অন্ধব্যক্তির অপর অন্ধব্যক্তিকে অনুসরণ করার ন্যায় নিষ্ফল। কারণ বীজ ও অঙ্কুরের যে পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কিন্তু আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ধর্ম্মা-ধর্ম্মকৃত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম আত্মার দেহসম্বন্ধকৃত, ইহা দেখা যায় না। পরন্তু আত্মা অসঙ্গ এবং তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বা তজ্জনিত শরীরসম্বন্ধ হয় না, ইহাই "অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫) এবং "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ, অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেই-হেতু প্রস্তাবিত স্থলে অনবস্থাকে বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিকী অনবস্থা বলা যায় না বলিয়া অনবস্থাদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। ফলে আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মার শরীরসম্বন্ধ মিথ্যা অজ্ঞান (—অবিদ্যা) দ্বারা কল্পিত এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানের নাশ হইলে সদ্যোমুক্তি (২৬৯ পৃঃ) সিদ্ধ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-সন্নিধানাৎ কর্তৃত্বমিতি শঙ্কাং দৃষ্টান্তবৈষম্যেন নিরস্যতি—**ন** ইতি। রাজাদীনাং স্বক্রীতভৃত্যকার্য্যে কর্তৃত্বং যুক্তং, ন আত্মন ইত্যর্থঃ। দেহকর্ম্মণোরবিদ্যাভূমৌ বীজাঙ্কুরবৎ আবর্ত্তমানয়োঃ আত্মনা

শাঙ্করভাষ্যম্

-ভৃত্যসম্বন্ধিত্বাৎ তেষাং কর্তৃত্বোপপত্তেঃ। ১৮৩ ন তু আত্মনঃ ধনদানাদিবৎ শরীরাদিভিঃ স্বস্বামিসম্বন্ধনিমিত্তং কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুম্। ১৮৪ মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ। ১৮৫ এতেন যজমানত্বম্ আত্মনঃ ব্যাখ্যাতম্। ১৮৬ অত্রাহুঃ—দেহাদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ আত্মীয়ে দেহাদৌ অভিমানঃ গৌণঃ, ন মিথ্যা

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না ; কারণ ধনদানাদির দ্বারা উপাজ্জিত যে ভৃত্য, তাহার সম্বন্ধী (—অধিপতি) হওয়ায় তাহাদিগের (—রাজা প্রভৃতির) কর্তৃত্ব সঙ্গত।১৮৩ কিন্তু [রাজা প্রভৃতির] ধনদানাদির ন্যায়, শরীর প্রভৃতির সহিত আত্মার স্ব-স্বামিসম্বন্ধের (—'আমি শরীরের স্বামী' এবং 'শরীর আমার', এতাদৃশ সম্বন্ধের) কোন কারণ কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৮৪ কিন্তু মিথ্যা অভিমান [শরীরের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আত্মার] সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হেতু (—স্পষ্ট কারণ)।১৮৫ ইহার দ্বারা (—ভ্রান্তিকৃত শরীরসম্বন্ধের দ্বারা) আত্মার যজমানত্ব ব্যাখ্যাত হইল (—অবিদ্যাবলে দেহাদির সহিত মিথ্যা সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে আত্মাতে যজ্ঞাদির কর্তৃত্ব সম্ভব)।১৮৬

["শরীরে আত্মাভিমান গৌণ, মিথ্যা নহে", এই প্রভাকরমতের খণ্ডন। দেহাত্মজ্ঞান মিথ্যা হওয়ায় জীবন্মুক্তি সিদ্ধি।]

[সিদ্ধান্তে আশঙ্কা—] এই বিষয়ে (—ভ্রান্তিকৃত শরীরসম্বন্ধবিষয়ে, প্রভাকরমতাবলম্বিগণ] বলেন—দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মার স্বকীয় দেহাদিতে যে অভিমান, তাহা গৌণ, কিন্তু মিথ্যা নহে (৫১)। এইপ্রকার যদি বলা হয় ? ১৮৭

ভাবদীপিকা [প্রভাকরমতে দেহাত্মবুদ্ধি গৌণ, মিথ্যা নহে।]

(৫১) এখানে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই - 'সিংহঃ মানবকঃ' ইত্যাদি স্থলে শূরতা ও ক্রূরতা প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধবশতঃ মানবককে (—বালককে) সিংহ বলা হয়। তাহাতে উক্ত বাক্যটীর অর্থ হয়—"বালকটী সিংহসদৃশ"। এইস্থলে বালক, সিংহ ও তাহাদের সাদৃশ্য, এই তিনটীই সত্য পদার্থ, কারণ যিনি এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করেন, তিনি এই তিনটীকেই সত্য মনে করেন ও শ্রোতাও তাহাই বুঝেন। সুতরাং এইপ্রকার গৌণ প্রতীতি ও ব্যবহারের বিষয় মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য। প্রস্তাবিত "আমি শরীর" ইত্যাদি স্থলেও তদ্রূপ 'ভোগসাধনতারূপ' গুণ, আত্মা ও শরীর উভয়ত্রই বর্তমান আছে, কারণ শরীরাবচ্ছেদেই আত্মার ভোগ হয় বলিয়া আত্মা ভোগের (—সুখদুঃখসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের) সমবায়িকারণ এবং শরীর তাহার অবচ্ছেদক, সহকারি কারণ। এইরূপে 'ভোগসাধনতারূপ' গুণটী আত্মা ও শরীর উভয়ত্রই থাকায় 'শরীরে আত্মবুদ্ধি' 'গৌণ'। তাহাতে 'শরীর', 'আত্মা' ও উভয়গত 'ভোগসাধনতা'

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সম্বন্ধঃ ভ্রান্তিকৃত এব ইত্যাহ—**মিথ্যা** ইতি। ননু "যজেত" ইতি বিধ্যনুপপত্ত্যা আত্মনঃ কর্তৃত্বম্ এষ্টব্যম্ ইতি, তত্র আহ—**এতেন** ইতি। ভ্রান্তিকৃতেন দেহাদিসম্বন্ধেন যাগাদিকর্তৃত্বম্ আব্রহ্মবোধাৎ ব্যাখ্যাতম্ ইত্যর্থঃ। **অত্রাহুঃ**। প্রাভাকরা ইত্যর্থঃ। ভ্রান্ত্যভাবাৎ দেহসম্বন্ধা-

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি চেৎ?১৮৭ ন, প্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য গৌণত্বমুখ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ।১৮৮ যস্য হি প্রসিদ্ধঃ বস্তুভেদঃ, যথা কেশরাদিমান্ আকৃতিবিশেষঃ, অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সিংহশব্দপ্রত্যয়ভাক্ মুখ্যঃ অন্যঃ প্রসিদ্ধঃ, ততশ্চ অন্যঃ পুরুষঃ প্রায়িকৈঃ ক্রৌর্য্যশৌর্য্যাদিভিঃ সিংহগুণৈঃ সম্পন্নঃ সিদ্ধঃ, তস্য পুরুষে সিংহশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণৌ ভবতঃ, ন অপ্রসিদ্ধ-বস্তুভেদস্য।১৮৯ তস্য তু অন্যত্র অন্যশব্দপ্রত্যয়ৌ ভ্রান্তিনিমিত্তৌ এব ভবতঃ, ন গৌণৌ।১৯০ যথা মন্দান্ধকারে 'স্থাণুঃ অয়ম্' ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তীর সমাধান, তদুত্তরে বলা যায়—] না, এইপ্রকার নহে, যেহেতু বস্তুর ভেদ যাঁহার নিকট প্রসিদ্ধ (—দুইটী বস্তু ভিন্ন, ইহা যিনি জানেন), তাঁহারই গৌণ ও মুখ্য বুদ্ধি হয়, ইহা লোকমধ্যে] প্রসিদ্ধ।১৮৮ [ইহাই সবিস্তারে বলিতে-ছেন—] যাহার নিকট বস্তুর ভেদ প্রসিদ্ধ, যথা—কেশরাদিবিশিষ্ট যে আকৃতি-বিশেষ, তাহাই 'সিংহ' এই শব্দ ও 'সিংহ' এই জ্ঞানের বিষয় এবং তাহা অন্য (—পুরুষ হইতে ভিন্ন) মুখ্য সিংহ, ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা [যাহার নিকট] প্রসিদ্ধ (—জ্ঞাত) এবং তাহা হইতে (—সেই সিংহ হইতে) অন্য (—ভিন্ন) পুরুষ প্রায়িক (—বহুলভাবে) শূরতা এবং ক্রূরতাদি সিংহগুণসকলের দ্বারা সম্পন্ন, ইহা [যাহার নিকট] প্রসিদ্ধ, তাহার নিকটই পুরুষে 'সিংহশব্দ' এবং 'সিংহজ্ঞান' গৌণ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার নিকট বস্তুর ভেদ প্রসিদ্ধ নহে, তাহার নিকট ['সিংহশব্দ' এবং 'সিংহজ্ঞান' গৌণ] নহে।১৮৯ কিন্তু তাহার (—তাদৃশ ভেদ-জ্ঞানশূন্য পুরুষের) অন্যত্র অন্য শব্দের প্রয়োগ এবং অন্যত্র অন্যপ্রকার জ্ঞান ভ্রান্তি-

ভাবদীপিকা [পূঃ—দেহাত্মবুদ্ধি গৌণ, মিথ্যা নহে।]

এই তিনটীই মিথ্যা না হইয়া সত্যই হওয়ায় 'সিংহ মানবকঃ' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ন্যায় শরীরে আত্মবুদ্ধিকে গৌণ ও সত্য বলিতে হইবে, মিথ্যা নহে। [এখানে প্রভাকরমতাবলম্বীর গূঢ় অভিপ্রায় এই—এই মতে 'ভ্রমজ্ঞান' স্বীকৃত হয় না, সমস্ত জ্ঞানই সত্য (৪২ পৃঃ)। সেইহেতু তাঁহাদের মতে শরীরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়ই সত্য। তবে শরীর ও আত্মরূপ যে দুইটী সত্য বস্তু ও তাহাদের যে দুইটী সত্য জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ভেদের বোধ হয় না (—ভেদা-গ্রহ হয়)। তাঁহারা বলেন—'এই ভেদের বোধ না হওয়াই 'শরীরে আত্মবুদ্ধি', তাহার বলেই ব্যবহারাদি হইয়া থাকে।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-দিকং সত্যম্ ইতি ভাবঃ। ভেদজ্ঞানাভাবাৎ ন গৌণ ইত্যাহ—ন ইতি। প্রসিদ্ধঃ জ্ঞাতঃ বস্তুনোঃ ভেদঃ যেন তস্য গৌণমুখ্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসিদ্ধেঃ ইত্যর্থঃ। যস্ত তস্য পুংসঃ গৌণৌ ভবতঃ ইতি অন্বয়ঃ। শৌর্য্যাদিগুণবিষয়ৌ ইত্যর্থঃ। তস্য তু ইতি। ভেদজ্ঞানশূন্যস্য পুংস ইত্যর্থঃ। শব্দপ্রত্যয়ৌ ইতি। শব্দঃ শাব্দবোধশ্চ ইত্যর্থঃ। সংশয়মূলৌ তৌ উদাহরতি—যথা

শাঙ্করভাষ্যম্

অগৃহ্যমাণবিশেষে পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ, যথা বা শুক্তিকায়াম্ অকস্মাৎ 'রজতম্' ইতি নিশ্চিতৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ, তদ্বৎ দেহাদিসঙ্ঘাতে 'অহম্' ইতি নিরুপচারেণ শব্দপ্রত্যয়ৌ আত্মানাত্মাঽবিবেকেন উৎপদ্যমানৌ কথং গৌণৌ শক্যৌ বদিতুম্?১৯১ আত্মানাত্মবিবেকিনাম্ অপি পণ্ডিতানাম্ অজাবিপালানাম্ ইব

ভাষ্যানুবাদ

-বশতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু গৌণ নহে।১৯০ যেমন ঈষৎ অন্ধকারে "ইহা স্থাণু",এইপ্রকারে বিশেষ গৃহীত না হইলে, 'পুরুষ' এই শব্দের প্রয়োগ এবং 'পুরুষ' এই জ্ঞান স্থাণুকেই বিষয় করে, অথবা যেমন শুক্তিকাতে অকস্মাৎ "ইহা রজত", এইপ্রকার নিশ্চিত শব্দপ্রয়োগ এবং নিশ্চিত জ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহাদি-সমষ্টিতে 'আমি' এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ এবং 'আমি' এইপ্রকার জ্ঞান, যাহা নিরুপচরিতভাবে (—মুখ্যভাবে) আত্মা এবং অনাত্মার অবিবেকদ্বারা উৎপন্ন, তাহাকে কিপ্রকারে গৌণ বলিতে পারা যায় (৫২) ?১৯১ [আচ্ছা, প্রাকৃত অজ্ঞ জনগণের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি না হয় মিথ্যা হইল। কিন্তু দেহ ও আত্মার বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের 'দেহাত্মবুদ্ধি' গৌণ হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণেরও (৫৩) ছাগ ও মেষপালক-

ভাবদীপিকা

(৫২) এখানে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—দুইটী বস্তুর বিভিন্নতাজ্ঞান থাকিলেই গৌণ প্রত্যয় স্বীকৃত হয়, অন্যথা নহে। প্রাকৃত জনগণ দেহ ও আত্মাকে বিভিন্ন বলিয়া জানেই না। সুতরাং তাহাদের যে 'শরীরে আত্মবুদ্ধি' তাহাকে গৌণ বলা যায় না, পরন্তু তাহাকে মিথ্যাই বলিতে হইবে। [এইরূপে প্রভাকরমতাবলম্বীর গূঢ় অভিপ্রায়ের (২০২ পৃঃ) উত্তরে ইহাই বলা হইল যে, প্রাকৃত জনগণ দেহ ও আত্মাকে কোনকালেই বিভিন্ন বলিয়া জানেই না, যদি তাহারা তাহা জানিতে পারিত, তবে অন্য কোন সময়ে কোনপ্রকারে তাহাদের ভেদাগ্রহও হইতে পারিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে দুইটী সত্য বস্তু ও তাহাদের দুইটী সত্য জ্ঞানের 'ভেদের অগ্রহের' প্রশ্নই উঠে না।]

(৫৩) আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত বলিতে এখানে শাস্ত্রজ্ঞ ও শ্রবণমনন-কুশল পরোক্ষ জ্ঞানীর কথা বলা হইতেছে। পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম নিবৃত্ত হয় না বলিয়া ইঁহাদের ব্যবহারও সাধারণ অজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায়ই হইয়া থাকে। "পশ্বাদিভিশ্চ অবিশেষাৎ" (৫৬ পৃঃ) ইত্যাদি স্থলে এতাদৃশ পরোক্ষজ্ঞানিগণের কথাই বলা হইয়াছে। ব্যবহার-কালে পরোক্ষ জ্ঞানিগণেরও সিংহ ও মানবকের প্রসিদ্ধ ভেদজ্ঞানের ন্যায় আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান থাকে না বলিয়া তাঁহাদের শরীরাদিতে যে "আমি বুদ্ধি", তাদৃশ বুদ্ধিকে বিচারদৃষ্টিতে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মন্দ ইতি। যদা সংশয়মূলয়োর্ন গৌণত্বং তদা ভ্রান্তিমূলয়োঃ কিং বাচ্যম্ ইত্যাহ—যথা বা ইতি। অকস্মাৎ ইতি। অতর্কিতাদৃষ্টাদিনা সংস্কারোদ্বোধে সতি ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিবিক্তৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ ভবতঃ।১৯২ তস্মাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনাং দেহাদৌ অহংপ্রত্যয়ঃ মিথ্যা এব, ন গৌণঃ।১৯৩ তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য, সিদ্ধং জীবতঃ অপি বিদুষঃ অশরীরত্বম্।১৯৪ তথাচ ব্রহ্মবিদ্বিষয়া

ভাষ্যানুবাদ

-গণের ন্যায় [শরীরে 'আমি' এইপ্রকার] অবিবিক্ত (—অপৃথক্) শব্দপ্রয়োগ ও অবিবিক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে।১৯২ সেইহেতু (—আত্মা ও দেহাদি অনাত্মবস্তুর মধ্যে অপরোক্ষ ভেদজ্ঞান না থাকায়) দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের (—সেই শাস্ত্রজ্ঞ পরোক্ষ জ্ঞানিগণের) দেহাদিতে 'আমি' এইপ্রকার জ্ঞান অবশ্যই মিথ্যা, কিন্তু গৌণ নহে।১৯৩ অতএব সশরীরত্ব (- শরীরে 'আমি' এইপ্রকার অভিমান) মিথ্যাজ্ঞানজন্য হওয়ায় [এবং অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বাধিত হওয়ায়] জীবদ্দশাতেও বিদ্বানের (—জীবন্মুক্ত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর) অশরীরত্বই সিদ্ধ হয় (৫৪)।১৯৪

ভাবদীপিকা

স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধির, বা শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যাবুদ্ধিই বলিতে হইবে, কিন্তু গৌণ বুদ্ধি নহে। তবে সাধারণ দেহাত্মবাদিগণের দেহাদিতে এই যে আত্মবুদ্ধি, তাহাকে তাহারা সর্ব্বদাই সত্য মনে করে, বিচারদৃষ্টির অভাববশতঃ পরোক্ষ জ্ঞানিগণের ন্যায় এই বুদ্ধিকে কখনও মিথ্যা মনে করে না। ইহাই পরোক্ষ জ্ঞানী হইতে সাধারণ ব্যক্তির প্রভেদ।

(৫৪) তাহাতে **সংশয়** হয়—মুক্ত পুরুষের জীবদ্দশাতেই অশরীরত্ব সিদ্ধ হইলে, তাঁহাদের লোকব্যবহার কিপ্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—জীবন্মুক্ত অপরোক্ষজ্ঞানিগণের যে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় লোকব্যবহার, তাহা 'বাধিতের অনুবৃত্তি' বশতঃই হইয়া থাকে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা যাহা বাধিত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহার মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে, সেই জগৎপ্রপঞ্চকে যে সত্য বস্তুর ন্যায় দেখা যায়, তাহাকে **বাধিতের অনুবৃত্তি** বলে। যেমন দগ্ধ বস্ত্র, সত্য বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইন্দ্রজালকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াও যেমন লোক তাহা সত্য বস্তুর ন্যায় দর্শনকরতঃ আনন্দানুভব করে, অপরোক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তির শরীরাদিতে "আমি বুদ্ধি" ইত্যাদিরূপ লোকব্যবহারও সেইপ্রকারই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবদ্দশাতেও অপরোক্ষ জ্ঞানীর স্বদৃষ্টিতে (২৭১ পৃঃ) অশরীরত্বই সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী ভাষ্যে "তদ্ যথা অহিনির্ব্বয়নী" (বৃঃ ৪।৪।৭) এবং "সচক্ষুঃ অচক্ষুরিব" ইত্যাদি উদাহৃত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যসকলে এই তত্ত্বটীই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিরুপচারেণ—গুণজ্ঞানং বিনা ইত্যর্থঃ। **দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনাম্** ইতি। দেহাত্মবাদিনাং তু প্রমা ইতি অভিমান ইতি ভাবঃ। জীবন্মুক্তৌ প্রমাণম্ আহ— **তথা চ** ইতি। তৎ—তত্র জীবন্মুক্তস্য দেহে। যথা দৃষ্টান্তঃ—অহিনির্ব্বয়নী সর্পত্বক্ বল্মীকাদৌ প্রত্যস্তা নিক্ষিপ্তা মৃতা সর্পেণ ত্যক্তাভিমানা বর্ত্ততে, এবমেব ইদং বিদুষা ত্যক্তাভিমানং

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতিঃ—"তদ্‌যথা অহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবমেব ইদং শরীরং শেতে, অথ অয়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব তেজঃ এব" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইতি ; "সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণ অকর্ণঃ ইব, সবাক্ অবাক্ ইব, সমনা অমনা ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব" ইতি চ ।১৯৫ স্মৃতিরপি চ—'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" (গীতা ২।৫৪) ইত্যাদ্যা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি আচক্ষাণা বিদুষঃ সর্ব্বপ্রবৃত্ত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি ।১৯৬ তস্মাৎ ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বম্ ।১৯৭ যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং ন অসৌ অবগতব্রহ্মাত্মভাবঃ ইতি অনবদ্যম্ ।১৯৮ যৎ পুনঃ উক্তম্—'শ্রবণাৎ পরাচীনয়োঃ

ভাষ্যানুবাদ

[জীবন্মুক্তি বিষয়ে শ্রুত্যাদি প্রদর্শনদ্বারা তৎপ্রসঙ্গের উপসংহার ।]

['জীবন্মুক্ত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর জীবদ্দশাতে অনুভূত যে অশরীরতা, তাহা যে কেবল যুক্তিসিদ্ধ, তাহা নহে; শ্রুতিও তাহাই বলেন, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে—] ব্রহ্মবিদ্‌গণের বিষয়ে সেইরূপ শ্রুতিও আছে, যথা—"তাহাতে (—জীবন্মুক্তের দেহবিষয়ে) দৃষ্টান্ত—যেমন মৃত (—সর্পকর্তৃক ত্যক্তাভিমান) সর্পত্বক্ বল্মীকের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, এইরূপেই [ব্রহ্মজ্ঞের] এই শরীর পড়িয়া থাকে, অতঃপর ইনি (—এই জীবন্মুক্ত পুরুষ) অশরীর অমৃত প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্যোতিঃস্বরূপই 'হইয়া পড়েন', ইত্যাদি এবং "তিনি বস্তুতঃ চক্ষুবিহীন হইলেও [বাধিতের অনুবৃত্তিবশতঃ] সচক্ষুর ন্যায়, কর্ণবিহীন হইলেও কর্ণবিশিষ্টের ন্যায়, বাগিন্দ্রিয়রহিত হইলেও বাগিন্দ্রিয়বিশিষ্টের ন্যায়, মনোবিহীন হইলেও মনোবিশিষ্টের ন্যায়, প্রাণবিহীন হইলেও প্রাণযুক্তের ন্যায়" 'পরিলক্ষিত হন', ইত্যাদি ।১৯৫ আর "স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি" ? ইত্যাদি স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের (—অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর) লক্ষণসকলের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সকলপ্রকার প্রবৃত্তির সহিত বিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধশূন্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন ।১৯৬ সেইহেতু যিনি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইয়াছেন (—'আমিই ব্রহ্ম' ইহা অপরোক্ষভাবে বিজ্ঞাত হইয়াছেন), তাঁহার পূর্ব্ববৎ সংসারিত্ব থাকিতে পারে না ।১৯৭ কিন্তু যাঁহার সংসারিত্ব পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, তিনি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হন নাই, এইপ্রকারে ['রজ্জুসর্প স্থলে' রজ্জুর স্বরূপ কথনের দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধির ন্যায় ব্রহ্মের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শরীরং তিষ্ঠতি। অথ তথা ত্বচা নির্ম্মুক্তসর্পবৎ এব অয়ম্ দেহস্থঃ অশরীরঃ। বিদুষঃ দেহে, সর্পস্য ত্বচি ইব অভিমানাভাবাৎ অশরীরত্বাৎ অমৃতঃ। প্রাণিতি ইতি প্রাণঃ জীবন্ অপি ব্রহ্মৈব। কিং তৎ ব্রহ্ম ? তেজঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ আনন্দ এব ইত্যর্থঃ। বস্তুতঃ অচক্ষুরপি বাধিতচক্ষুরাদ্যনুবৃত্ত্যা সচক্ষুরিব ইত্যাদি যোজ্যম্। ইতি অনবদ্যম্ ইতি। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিলাভাৎ সিদ্ধং

শাঙ্করভাষ্যম্

মননিদিধ্যাসনয়োঃ দর্শনাৎ বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ, ন স্বরূপপর্য্যবসায়িত্বম্' ইতি ।১৯৯ ন, অবগত্যর্থত্বাৎ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ ।২০০ যদি হি অবগতং ব্রহ্ম অন্যত্র বিনিযুজ্যেত, ভবেৎ তদা বিধিশেষত্বম্ ।২০১ ন তু তদস্তি ।২০২ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ অপি শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বাৎ ।২০৩ তস্মাৎ ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া শাস্ত্র-

ভাষ্যানুবাদ

[২০৮ পৃঃ]

স্বরূপ কথনও সফল, সুতরাং] অনবদ্য (—নির্দ্দোষ) হইল (৫৫)।১৯৮

[অবগত বা অনবগত ব্রহ্মের অন্যত্র বিনিয়োগ সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম বিধিশেষ নহেন।]

আর যে বলা হইয়াছে—শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন দেখা যায় বলিয়া ব্রহ্ম বিধিশেষ (—বিধিবোধিত ক্রিয়ার অঙ্গ), কিন্তু স্বরূপপর্য্যবসায়ী (—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এইরূপ) নহেন, ইত্যাদি (১৫০-৫১ পৃঃ)।১৯৯ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] না, এইপ্রকার নহে; কারণ [শ্রবণের ন্যায়] মনন ও নিদিধ্যাসনও অবগতির (—ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের) জন্য 'বিহিত' ।২০০ [ইহাই স্পষ্ট করিতেছেন—] যদি অবগত ব্রহ্ম অন্যত্র (—কর্ম্মে বা উপাসনাতে) বিনিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে [ব্রহ্ম] বিধিশেষ হইতেন ।২০১ তাহা কিন্তু হয় না (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলেই দেহাত্মবুদ্ধিরহিতের সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় বলিয়া অবগত ব্রহ্মের আর কোথাও বিনিয়োগ সম্ভব হয় না)।২০২ মনন ও নিদিধ্যাসনও শ্রবণের ন্যায় [ব্রহ্মের] অবগতির জন্য 'বিহিত' (৫৬)।২০৩ সেইহেতু (—দেহাত্মবুদ্ধিরহিত

ভাবদীপিকা

(৫৫) "ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণের পরেও সংসারিত্ব পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, সুতরাং রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে, ইত্যাদি", এইভাবে ১৫০ পৃঃ এবং ১৯৭ পৃঃতে যে আক্ষেপ করা হইয়াছিল, এই স্থলে তাহার সমাধান শেষ হইল। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ও মুক্তি লব্ধ হয় বলিয়া উপনিষৎসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় এবং মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করে বলিয়া ক্রিয়া প্রতিপাদন না করিলেও তাহাদের শাস্ত্রত্বও সিদ্ধ হয়।

(৫৬) এখানে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে বিধি স্বীকৃত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেদান্তানাং প্রামাণ্যং, হিতশাসনাৎ শাস্ত্রত্বং চ নির্দ্দোষতয়া স্থিতম্ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানম্ উদ্দিশ্য শ্রবণবৎ মনননিদিধ্যাসনয়োরপি অবান্তরবাক্যভেদেন বিধ্যঙ্গীকারাৎ ন ব্রহ্মণঃ বিধিশেষত্বম্, উদ্দেশ্যজ্ঞানলভ্যতয়া প্রাধান্যাৎ ইত্যাহ—ন ইতি। শ্রবণং জ্ঞানকরণবেদান্তগোচরত্বাৎ প্রধানং, মনননিদিধ্যাসনয়োঃ প্রমেয়গোচরত্বাৎ তদঙ্গত্বম্, নিয়মাদৃষ্টস্য জ্ঞানে উপযোগঃ সর্ব্বাপেক্ষান্যায়াৎ (৩।৪।২৬) ইতি মন্তব্যম্। তর্হি জ্ঞানে বিধিঃ কিমিতি ত্যক্তঃ? তত্র আহ—যদি হি ইতি। যদি জ্ঞানে বিধিম্ অঙ্গীকৃত্য বেদান্তৈঃ অবগতং ব্রহ্ম বিধেয়জ্ঞানে কর্ম্মকারকত্বেন বিনিযুজ্যেত, তদা বিধিশেষত্বং স্যাৎ। ন তু অবগতস্য বিনিযুক্তত্বম্ অস্তি, প্রাপ্তাবগত্যা ফললাভে বিধ্যযোগাৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ—বিধ্যসম্ভবাৎ। অতঃ—শেষত্বাসম্ভবাৎ। সত্যাদিবাক্যৈঃ

ভাবদীপিকা [ব্রহ্ম শ্রবণাদি বিধির অঙ্গ নহেন।]

হইলেও (১৮২ পৃঃ) ব্রহ্ম বিধিশেষ (—বিধিবোধিত শ্রবণাদি ক্রিয়ার অঙ্গ) নহেন। কারণ ইহা তোমাকে বলিতে হইবে—১। শ্রবণের দ্বারা অবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ, অথবা ২। অনবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ? যদি বল—১। অবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ। তাহা বলা যায় না, কারণ ব্রহ্মের অবগতি (—অপরোক্ষ জ্ঞান) হইলেই অবিদ্যার নাশবশতঃ ক্রিয়া ও কারকাদি দ্বৈতপ্রপঞ্চের বাধ হইয়া যায় বলিয়া অবগত ব্রহ্মের অন্যত্র বিনিয়োগ সম্ভব হয় না। আর যদি বল—২। অনবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ। তাহাও বলা যায় না, কারণ যাহা অনবগত (—ক্রিয়ার অঙ্গভূত দধি প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে) তাহার ক্রিয়াতে বিনিয়োগ সম্ভবই হয় না। যদি বল—দেবতাগণ প্রত্যক্ষ নহেন, অথচ ক্রিয়াতে তাঁহাদের বিনিয়োগ হয়। তদুত্তরে বলা যায়—দেবতা সকলের প্রত্যক্ষ নহেন, কিন্তু কাহারও কাহারও প্রত্যক্ষ, ইহা দেবতাধিকরণে ১৷৩৷৩৩ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ংই বলিবেন (৭৬২ পৃঃ)। **সংশয়**—কিন্তু "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননাদিই বিহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় তুমিও স্বীকার কর। কিন্তু ব্রহ্ম শ্রবণাদিবোধক বিধির বিষয় হইলেও তাহার অঙ্গ হইবেন না, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? **সমাধান**—যেমন দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযাজাদির (৩৷৫২৪ পৃঃ) বিধানস্থলে, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ হয় 'অঙ্গী' ও প্রযাজাদি তাহার 'অঙ্গ'। এই অঙ্গী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ যেমন প্রযাজাদিবোধক বিধির অঙ্গ হয় না। প্রস্তাবিত শ্রবণাদিবোধক বিধিস্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননাদি বিহিত হইয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান হয় 'অঙ্গী' এবং শ্রবণাদি হয় তাহার 'অঙ্গ'। এইরূপে উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম অঙ্গিকোটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন বলিয়া 'অঙ্গ' হইতে পারেন না। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে, শ্রবণাদিবোধক বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হন নাই, পরন্তু ব্রহ্মের অবগতির জন্যই শ্রবণাদি বিহিত হইয়াছে। আর **শব্দা**পরোক্ষবাদী আমাদের মতে—অসম্ভাবনা, বিপরীতভাবনা (৩৷৭০৩ পৃঃ) ও চিত্তের অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রতিবন্ধকসকলবশতঃ শ্রবণমাত্রেই যাঁহার অপরোক্ষ অবিদ্যাধ্বংসি জ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, সেই শ্রুতব্রহ্মব্যক্তির জন্যই মননাদি বিহিত। যে ব্রহ্ম শ্রুতমাত্র (—পরোক্ষ), পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের (১৫১ পৃঃ) দ্বারা প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে অন্তিম শ্রবণের পর সেই ব্রহ্মই হন অপরোক্ষ। এই অন্তিম শ্রবণকেই কেহ কেহ 'দ্বিতীয় শ্রবণ' বলেন। সুতরাং 'শ্রবণের' অনন্তর 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসনের' বিধান দৃষ্টেই ব্রহ্মকে ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপে স্বীকার করা সমীচীন নহে। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে মুক্তি বিধেয় শ্রবণাদি ও উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য নহে, পরন্তু শ্রবণাদিজন্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য।

[প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে—**শঙ্করমতানু**যায়িগণ বলেন, প্রথম শ্রবণেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি না হইলে, পুনঃ পুনঃ শ্রবণের দ্বারা বেদান্তবাক্যরূপ **প্রমাণ**গত অসম্ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক দূর হয়। মননের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ যে প্রমেয়, সেই **প্রমেয়**গত অসম্ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা **বিপরীত**ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক দূর হয় (৩৷৭০৩ পৃঃ দ্রঃ)। আর শ্রুতি কখনও নিষ্ফল বিষয়ে পুরুষকে প্রবৃত্ত করেন না। সেইহেতু শ্রুতিবোধিত নিয়মবিধিবলে উক্ত প্রতিবন্ধকত্রয়ের নিবৃত্তিরূপ ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ শ্রবণাদিতে নিয়মপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে তজ্জন্য যে অদৃষ্ট

[২০৬ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

-প্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি ইতি ।২০৪ অতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্র-প্রমাণকং বেদান্তবাক্যসমন্বয়াৎ ইতি সিদ্ধম্ ।২০৫ এবং চ সতি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি তদ্বিষয়ঃ পৃথক্‌শাস্ত্রারম্ভঃ উপপদ্যতে ।২০৬ প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে হি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) ইত্যেব আরব্ধত্বাৎ, ন পৃথক্‌শাস্ত্রম্ আরভ্যেত ।২০৭

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মাত্মবিদে বিধির প্রবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া) উপাসনাবোধক বিধির বিষয়-রূপে (—অঙ্গরূপে) ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা সম্ভব নহে ।২০৪ অতএব (—তিনি বিধিবোধিত ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন বলিয়া) স্বতন্ত্র (—ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন, এতাদৃশ) ব্রহ্মই শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, যেহেতু [তাঁহাতেই] বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় (—তাৎপর্য্যনিশ্চয়) হয়, ইহা সিদ্ধ হইল ।২০৫

[পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাদ্বয়ের পৃথক্ শাস্ত্রত্ব প্রতিপাদন। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহার সম্ভব।]

আর এইপ্রকার হইলে (—উপনিষৎসকল বিধিনিরপেক্ষ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিলে) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে তদ্বিষয়ক (—ব্রহ্মবিষয়ক) পৃথক্ শাস্ত্রের আরম্ভ যুক্তিসঙ্গত হইতেছে ।২০৬ যেহেতু [উপনিষৎসকল] উপাসনাবিধি-পর হইলে (—বিধিবলে উপাসনামাত্র প্রতিপাদন করিলে), 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' এইরূপেই তাহা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া [এই ব্রহ্মসূত্ররূপ] পৃথক্ শাস্ত্র আরম্ভ করা হইত না (৫৭) ।২০৭ (৫৮) আর যদি আরব্ধই হইত, তাহা হইলে, "অথাতঃ

ভাবদীপিকা [শ্রবণাদি প্রতিবন্ধনাশক।]

(৩।১১৩ পৃঃ দ্রঃ) উৎপন্ন হয়, সেই নিয়মাদৃষ্টবলে পাপ প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিবন্ধকসকল বিদূরিত হয়। এইরূপে অঙ্গী শ্রবণ এবং তাহার অঙ্গ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা প্রতিবন্ধকসকলের নিবৃত্তি হইলে শ্রূয়মাণ বা স্মর্য্যমাণ মহাবাক্য হইতে অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন। আর চিত্তশুদ্ধিকর নিষ্কাম কর্ম্মসকল বিবিদিষা (৩।৮৮২ পৃঃ) উৎপাদন দ্বারা ইহার বহিরঙ্গ সাধন। এই গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সাধনসকল আলোচিত হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের করণ কি, সংস্কৃত মন, অথবা বেদান্তবাক্য, বিবরণ ও ভামতী মতাবলম্বিগণের এতদ্বিষয়ক মতভেদও পরে (৪।২০০-২২ পৃঃ) আলোচিত হইবে।]

(৫৭) এখানে ভাব এই—কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই ধর্ম্মপদবাচ্য, সুতরাং আচার্য্য জৈমিনি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (১৫২ পৃঃ) এইরূপে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বমীমাংসাতে যে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিয়াছেন, উপাসনাবিষয়ক বিচারও তন্মধ্যেই নিবদ্ধ হওয়া সমীচীন। তজ্জন্য আর পৃথক্ শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত নহে। কিন্তু ভগবান্ বেদব্যাসকর্ত্তৃক পৃথক্ শাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

লব্ধজ্ঞানেন অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপফললাভে সতি ইত্যর্থঃ। সূত্রং যোজয়তি—**স্বতন্ত্রম্** ইতি। **এবং চ সতি ইতি।** চ অবধারণে। উক্তরীত্যা ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যে সতি এব ভগবতঃ ব্যাসস্য পৃথক্ শাস্ত্রকৃতিঃ যুক্তা, ধর্ম্মবিলক্ষণপ্রমেয়লাভাৎ। বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বে তু প্রমেয়াভেদাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

আরভ্যমাণং চ এবম্ আরভ্যেত—"অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি, "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ৪।১।১) ইতি-

ভাষ্যানুবাদ

ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" (৫৯) ইহার (—এই সূত্রের) ন্যায় এইপ্রকারে আরব্ধ হইত—"অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (৬০) ইত্যাদি। ২০৮ ব্রহ্ম ও জীবাত্মার

ভাবদীপিকা

অবগত হওয়া যায় যে, এই উত্তরমীমাংসা শাস্ত্র ধর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনা প্রতিপাদক নহে।

(৫৮) যদি কেহ বলেন—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে উপাসনাবিষয়ক বিচার কিন্তু দেখা যায় না। সেইহেতু এমনও বলা যায় যে, "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিবেন, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাই আচার্য্য জৈমিনি করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ংই যে তাহা করিবেন, ইহা বলেন নাই। সেইহেতু ইহা বলা যাইতে পারে যে, আয়ুর অল্পতা, বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ জৈমিনি স্বয়ং যাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই উত্তরমীমাংসা গ্রন্থে ভগবান্ বাদরায়ণ বেদব্যাস তাহাই করিয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—**"আরভ্যমাণং চ"**—'আর যদি আরব্ধই হইত', ইত্যাদি (২০৮ বাক্য)।

(৫৯) "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ৪।১।১), এই সূত্রটীর অর্থ এই—**অথ**—অঙ্গাঙ্গিভাবনিরূপণের অনন্তর, **অতঃ**—অঙ্গাঙ্গিভাবের নিরূপণ বক্ষ্যমাণ ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থের বিচারের প্রতি কারণ হয় বলিয়া, **ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা**—ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের বিচার আরব্ধ হইতেছে। [**"ক্রত্বর্থ"** শব্দের অর্থ—ক্রতুর অর্থাৎ যজ্ঞের স্বরূপসিদ্ধির জন্য যাহা বিহিত, তাহা। যেমন 'প্রযাজ' প্রভৃতি। 'প্রযাজ' প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইলেই দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের স্বরূপ সিদ্ধ হয়, সেইহেতু প্রযাজাদি ক্রত্বর্থ। আর যাহার অনুষ্ঠান করিলে পুরুষের কোন বিশেষ অভীষ্ট লব্ধ হয়, তাহাই **পুরুষার্থ**। যথা "চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ গোদোহনেন পশুকামস্য"—'যজ্ঞকালে 'চমস' নামক পাত্রের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিবে, যিনি পশুকামনা করেন, তাঁহার জন্য গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিবে', ইত্যাদি। এই স্থলে গোদোহনপাত্রের দ্বারা যে অপ্‌প্রণয়ন, তাহা ক্রত্বর্থ নহে; কারণ তদ্ব্যতিরেকেও চমসের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলে যজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারে। সেইহেতু ইহাকে পুরুষার্থ বলিতে হয়, কারণ তাহার দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলে পুরুষের পশুলাভরূপ বিশেষ ফল লব্ধ হয়। [কাষ্ঠনির্ম্মিত যজ্ঞপাত্র বিশেষকে **'চমস'** বলে। মন্ত্রসংস্কৃত জলকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আহবনীয় অগ্নির নিকট লইয়া যাওয়াকে **'অপ্‌প্রণয়ন'** বলে।]

(৬০) "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই কল্পিত সূত্রটীর অর্থ এই—**অথ**—বাহ্যসাধনরূপ ধর্ম্মবিচারের অনন্তর, **অতঃ**—বাহ্য ধর্ম্মসকল চিত্তশুদ্ধির দ্বারা উপাসনারূপ মানস ধর্ম্মের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। নমু মানসধর্ম্মবিচারার্থং পৃথগারম্ভ ইতি আশঙ্ক্য আহ—**আরভ্যমাণং চ** ইতি। অথ—বাহ্যসাধনধর্ম্মবিচারানন্তরম্, অতঃ—বাহ্যধর্ম্মস্য শুদ্ধিদ্বারা মানসোপাসনাধর্ম্মহেতুত্বাৎ, পরিশিষ্টঃ মানসধর্ম্মঃ জিজ্ঞাস্য ইতি সূত্রং স্যাৎ ইতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—**অথ** ইতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

-মৎ।২০৮ ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিঃ তু অপ্রতিজ্ঞাতা ইতি তদর্থঃ যুক্তঃ শাস্ত্রারম্ভঃ—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি।২০৯ তস্মাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি এতদবসানা এব সর্ব্বে বিধয়ঃ সর্ব্বাণি চ ইতরাণি প্রমাণানি।২১০ ন হি অহেয়ানুপাদেয়াদ্বৈতাত্মাবগতৌ নির্ব্বিষয়াণি অপ্রমাতৃকাণি চ প্রমাণানি ভবিতুম্ অর্হন্তি।২১১ অপিচ আহুঃ—

ভাষ্যানুবাদ

ঐক্যজ্ঞান [মহর্ষি জৈমিনিকর্ত্তৃক] প্রতিজ্ঞাত হয় নাই, এইহেতু তাহার জন্য "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে [এই উত্তরমীমাংসা] শাস্ত্রের আরম্ভ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।২০৯ [যদি বলা হয়—অদ্বৈততত্ত্বই যদি উপনিষদের প্রতিপাদ্য হয়, তবে দ্বৈতজ্ঞানসাপেক্ষ উপাসনাবোধক বিধি ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইহেতু (—অদ্বৈতজ্ঞান প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাতার বাধক হওয়ায়, উপাসনাদি] সকলপ্রকার বিধি এবং অন্য সমস্ত প্রমাণই 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ', এই জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়।২১০ যেহেতু যাহা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহে, এতাদৃশ অদ্বৈত আত্মার জ্ঞান হইলে, প্রমাণসকল নির্ব্বিষয় এবং প্রমাতৃশূন্য হইয়া থাকিবে, ইহা সঙ্গত নহে ; [যেহেতু ব্রহ্মাত্মজ্ঞান প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাতার বাধক, ৬১]।২১১

ভাবদীপিকা

কারণ হয় বলিয়া, **পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা**—পরিশিষ্ট মানস ধর্ম্মের (—উপাসনার) বিচার আরব্ধ হইতেছে। এখানে **অভিপ্রায়** এই—যদি কর্ম্মবিচারের অন্তর্গত উপাসনারূপ অবান্তর কর্ম্মান্তরের বিচাররূপে এই বেদান্তদর্শন আরব্ধ হইত, তাহা হইলে "অথাতঃ পরিশিষ্ট-ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপেই তাহা আরব্ধ হইত, যেমন ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থরূপ অবান্তর বিষয়ের বিচারের জন্য "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" এই সূত্রটী আরব্ধ হইয়াছে। তাহা কিন্তু হয় নাই, পরন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ান্তরের উপস্থাপকরূপে স্বতন্ত্রভাবে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপেই এই শাস্ত্রটী আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবগত হওয়া যায় যে, উপাসনারূপ অবান্তর ধর্ম্মের (—ক্রিয়ার) বিচারের জন্য এই শাস্ত্র আরব্ধ হয় নাই। যদি বলা হয়, তাহা হইলে এই শাস্ত্রে সগুণব্রহ্মোপাসনা ও তাহার ফলভূত ক্রমমুক্তি প্রভৃতি বিচারিত হইয়াছে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রুত্যাদিভিঃ শেষশেষিত্বনির্ণয়ানন্তরং শেষিণা শেষস্য প্রয়োগসম্ভবাৎ কঃ ক্রতুশেষঃ, কঃ বা পুরুষশেষ ইতি জিজ্ঞাস্যতে ইত্যর্থঃ। **এবমারভ্যেত** (২০৯ পৃঃ)। ন তু আরব্ধম্। তস্মাৎ অবান্তরধর্ম্মার্থম্ আরম্ভ ইতি অযুক্তম্ ইতি ভাবঃ। স্বমতে সূত্রানুগুণ্যমস্তি ইত্যাহ—**ব্রহ্ম** ইতি। জৈমিনিনা ব্রহ্ম ন বিচারিতমিতি তজ্জিজ্ঞাস্যত্বসূত্রণং যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। বেদান্তার্থশ্চেৎ অদ্বৈতং, তর্হি দ্বৈতসাপেক্ষবিধ্যাদীনাং কা গতিঃ ইত্যাশঙ্ক্য, জ্ঞানাৎ প্রাগেব তেষাং প্রামাণ্যং, ন পশ্চাৎ ইত্যাহ—**তস্মাৎ** ইতি। জ্ঞানস্য প্রমেয়প্রমাতৃবাধকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম ন কার্য্যশেষঃ তদ্বোধাৎ প্রাগেব সর্ব্বব্যবহার ইত্যত্র ব্রহ্মবিদাং গাথাম্ উদাহরতি—**অপি চ**

শাঙ্করভাষ্যম্

"গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ। সদ্ব্রহ্মাত্মাহমিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ?১ অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ। অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ॥২ দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। লৌকিকং

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্ব্বেই ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্ম কর্ম্মাঙ্গ নহেন। এই বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্গণের উক্তি।]

[ব্রহ্ম উপাসনাদিরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেই উপাসনাদিরূপ সকলপ্রকার অনুষ্ঠান ও ব্যবহার সম্ভব, পরে নহে ; এই বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্গণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—]"সৎ (—অবাধিত) যে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা,'তাহাই আমি', এইপ্রকার বোধ হইলে পুত্র এবং দেহাদির বাধবশতঃ (—তাহাদের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় বশতঃ) গৌণ আত্মা এবং মিথ্যা আত্মার (৬২) সত্তা না থাকিলে কার্য্য (—বিধিনিষেধাদি ব্যবহার) কিপ্রকারে হইবে? (—হইবে না)।১ অন্বেষণীয় যে আত্মা, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানের পূর্ব্বে আত্মার প্রমাতৃত্ব (—বিধিনিষেধাদির জ্ঞাতৃত্ব, ফলতঃ তদ্বিষয়ক কর্তৃত্ব) সঙ্গত, কিন্তু সেই আত্মাই অন্বিষ্ট (—বিজ্ঞাত) হইলে প্রমাতাই (—জীবই) পাপ [এবং রাগ দ্বেষ ও মরণ] প্রভৃতি দোষবর্জ্জিত [পরমাত্মাই] হইয়া যান।২ দেহাত্মপ্রত্যয় (—'আমি দেহ' এইপ্রকার জ্ঞান) যেমন [ভ্রম হইলেও

ভাবদীপিকা

কেন? উত্তর—১৩ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রঃ। ক্রমমুক্ত সগুণব্রহ্মোপাসকের ব্রাহ্মলৌকিক ঐশ্বর্য্যভোগ শেষ হইলে কল্পান্তকালে হিরণ্যগর্ভকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া (মুক্তিকোপনিষৎ ১।৬) নির্বিশেষ ব্রহ্মাত্মকতারূপ সদ্যোমুক্তিই লব্ধ হইয়া থাকে (৪।৪ পাদ দ্রঃ)। সুতরাং উপাসনা বিচারিত হইলেও স্বাত্মাভিন্নরূপে জ্ঞেয় নির্গুণব্রহ্ম প্রতিপাদনেই এই শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য, উপাসনারূপ অবাস্তর ধর্ম্মের প্রতিপাদনে নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়।

(৬১) এখানে ভাব এই—ব্রহ্মাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অজ্ঞানোত্থ প্রমাণ-প্রমেয়াদির ভেদও বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যাবস্থাতেই তাহাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ও সকলপ্রকার ব্যবহার সম্ভব হয়, জ্ঞানোৎপত্তির পরে নহে।

(৬২) পুত্র ও ভার্য্যা প্রভৃতিকে পুরুষ নিজ হইতে ভিন্নরূপে জানে, কিন্তু তথাপি যে পুত্রভার্য্যাদিতে "আমি বুদ্ধি" করে এবং তাহাদের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ মনে করে, তাহাই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সৎ—অবাধিতং, ব্রহ্ম—পূর্ণম্, আত্মা—বিষয়ান্ আদত্তে ইতি। সর্ব্বসাক্ষী অহম্, ইতি এবং বোধে জাতে সতি পুত্রদেহাদেঃ সত্তাবাধনাৎ—মায়ামাত্রত্বনিশ্চয়াৎ, পুত্রদারাদিভিরহমিতি স্বীয়দুঃখসুখভাক্ত্বগুণযোগাৎ গৌণাত্মাভিমানস্য, 'নরঃ অহং কর্ত্তা মূঢ়ঃ' ইতি মিথ্যাত্মাভিমানস্য চ সর্ব্বব্যবহারহেতোঃ অসত্ত্বে, কার্য্যং—বিধিনিষেধাদিব্যবহারঃ কথং ভবেৎ? হেত্বভাবাৎ ন কথঞ্চিৎ ভবেৎ ইত্যর্থঃ। ননু 'অহং ব্রহ্ম' ইতি বোধো বাধিতঃ, অহমর্থস্য প্রমাতুঃ ব্রহ্মত্বাযোগাৎ ইত্যাশঙ্ক্য প্রমাতৃত্বস্য অজ্ঞানবিলসিতান্তঃকরণতাদাত্ম্যকৃতত্বাৎ ন বাধ ইত্যাহ—অন্বেষ্টব্য ইতি। "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুর্বিশোকঃ (বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাহহত্মনিশ্চয়াৎ"॥৩(সুন্দরপাণ্ড্য কারিকা) ইতি ।২১২

ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্ ॥১।১।৪॥ ইতি চতুর্থং সমন্বয়াধিকরণম্ । ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা ।

ভাষ্যানুবাদ

ব্যবহারসিদ্ধির জন্য বৈদিকগণকর্ত্তৃক] প্রমাণরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ এই লৌকিক [প্রত্যক্ষাদি ও বিধিনিষেধাদি] 'ব্যবহার' আত্মনিশ্চয় পর্য্যন্ত (—নির্গুণ ব্রহ্ম ও জীবাত্মার অভেদজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, ব্যাবহারিক] প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়" ।৩ ইত্যাদি (৬৩) ।২১২॥১।১।৪॥ দ্বিতীয় বর্ণকের [আদি হইতে নবম বর্ণকের] এবং সমন্বয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

'গৌণ আত্মবোধ' । আর অজ্ঞানবশতঃ দেহাদি হইতে আত্মার ভিন্নতা না জানিয়া পুরুষ যে "আমি দেহ", "আমি কর্ত্তা", ইত্যাদি এইপ্রকার মনে করে, তাহাই 'মিথ্যা আত্মবোধ'।

(৬৩) এইরূপে নির্ণীত হইতেছে—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাধিত না হওয়ায় এই জগৎ, জাগতিক পদার্থ এবং বিধিনিষেধাদি ব্যবহারসকল সত্য পদার্থ, গগনকুসুমের ন্যায় মিথ্যা নহে। তবে দার্শনিকগণ ব্রহ্মরূপ ত্রিকালাবাধিত চরম সত্যকে অপেক্ষা করিয়া এই সত্যকে 'ব্যাবহারিক সত্য' বলেন । যাহাহউক, এইরূপে এই চারিটী সূত্রের দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের "সত্ব" (—অস্তিত্ব) সিদ্ধ হইল । পরবর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে যথাক্রমে তাঁহার "চিত্ব" (—চৈতন্যস্বরূপতা) এবং "আনন্দত্ব" (—আনন্দস্বরূপতা) প্রতিপাদিত হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—সমগ্র গ্রন্থের উপোদ্ঘাতস্বরূপ (১৪ পৃঃ) এই চতুঃসূত্রীতে যাহা বীজাকারে প্রতিপাদিত হইল, তাহাই আসমাপ্তি পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগে আকরভূত শ্রুতিবাক্যসকলকে অবলম্বনকরতঃ বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত হইবে ।

রামকৃষ্ণপদাম্ভোজং প্লবং কৃত্বা মনোহরম্ ।
চত্বারোঽর্ণবা এতে সমুত্তীর্ণা যথাসুখম্ ॥
সমন্বয়াধিকরণ সমাপ্ত ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সত্যসঙ্কল্পঃ) সঃ অন্বেষ্টব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ জ্ঞাতব্যপরমাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাগেব অজ্ঞানাৎ চিদাত্মনঃ আত্মনঃ প্রমাতৃত্বং, প্রমাতৈব জ্ঞাতঃ সন্ পাপ্মরাগদ্বেষমরণবিবর্জিতঃ পরমাত্মা স্যাৎ ইত্যর্থঃ। প্রমাতৃত্বস্য কল্পিতত্বে তদাশ্রিতানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যং কথম্ ইত্যত আহ—দেহ ইতি (২১১ পৃঃ) । যথা দেহাত্মপ্রত্যয়ঃ কল্পিতঃ—ভ্রমঃ অপি ব্যবহারাঙ্গতয়া মানত্বেন ইষ্যতে বৈদিকৈঃ, তদ্বৎ লৌকিকম্ অধ্যক্ষাদিকম্ আত্মবোধাবধি ব্যবহারকালে বাধাভাবাৎ ব্যাবহারিকং প্রামাণ্যম্ ইষ্যতাম্ । বেদান্তানাং তু কালত্রয়াবাধ্যবোধিত্বাৎ তত্ত্বাবেদকং প্রামাণ্যমিতি তুশব্দার্থঃ । আহহত্মনিশ্চয়াৎ । আ-আত্মনিশ্চয়াৎ ইতি আঙ্মর্য্যাদায়াম্ । প্রমাতৃত্বস্য কল্পিতত্বে অপি বিষয়াবাধাৎ প্রামাণ্যমিতি ভাবঃ ।

রামনাম্নি পরে ধাম্নি কৃৎস্নাম্নায়সমন্বয়ঃ । কার্য্যাতাৎপর্য্যবাধেন সাধিতঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ে ॥
॥ ইতি শ্রীমদ্রামানন্দসরস্বতীকৃতৌ ভাষ্যরত্নপ্রভায়াং চতুঃসূত্রী সমাপ্তা ॥
ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্ ॥১।১।৪॥ ইতি চতুর্থং সমন্বয়াধিকরণম্ ।
॥ চতুঃসূত্রী সমাপ্তা ॥

শুদ্ধিপত্র (চতুর্থসূত্রান্ত)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
এক	১৩/৩৫	সুগোদয়-,করিতেছি	সুভগোদয়-,করিতেছি।—অনুবাদক
চার/সাত	২৪/১৯,২১	উন্মুখ্যভাব/দ্রামড়াচার্য্য,বালয়া	উন্মুখভাব/দ্রমিড়াচার্য্য,বলিয়া
সাত	২১,২২,২৩	বাণত,কারয়াছেন,বালয়াও	বর্ণিত,করিয়াছেন,বলিয়াও
নয়	২০,৩৭	াচন্মাত্র-,গ্রন্থদ্বয়ের	চিন্মাত্র-,গ্রন্থদ্বয়ের
এগার	১৫	সুরেশ্বরাচার্য্যরূপে	সুরেশ্বরাচার্য্য বা তদ্ভিন্নরূপে
পনের/ষোল/সতের	৩২/৩১/৩৭	শূন্যব্যদী/াচত্তের/ক্লশ-	শূন্যবাদী/চিত্তের/ক্লেশ-
উনিশ/বাইশ	২/২,৮	বিপ্রকারে/-ব্যত্তিরূপ,আরঢ়	কিপ্রকারে/-ব্যক্তিরূপ,আরূঢ়
চব্বিশ/ত্রিশ/একত্রিশ	৩৫/৮/২৫	তাণ্ডা-/ভাষ্যে/নিব্বি-	তাণ্ড্য-/ভাষ্যে তাহা/নির্ব্বি-
সাঁইত্রিশ/পঁয়তাল্লিশ	৪/৩৬	হেতুবশতঃ এই/বালয়াছ	এই হেতুবশতঃ / বলিয়াছি
উনপঞ্চাশ/একান্ন	১৪,২৯/২৮	অংশাশি,নিরঞ্জম্/ অপহতপ্মা-	অংশাংশি,নিরঞ্জনম্/অপহতপাপ্ম-
ছাপ্পান্ন/ষাট/বাষট্টি	৫/৩৪/১২	অমুষ্কিক/১।১।২২/.।২।৭	আমুষ্মিক/১।১।২১/২।২।৭
সাতষট্টি/আশী/তিরাশী	৩৩/১৫/১১	মৃঢ়/মায়াশিবালত/তেজ	মূঢ়/মায়াশবলিত/তেজঃ
অষ্টআশী/নিরানব্বই	৭/১৮	-মুণ্মীয়জ্জগং/১১১	-মুন্মীলয়জ্জগৎ/২১১
১০/১৮	১৬/১৩,২১,২৭	তুষ্টো/যুস্মং,ইতাহুঃ,যুষ্মদং	তুষ্ট্যৈ/যুষ্মং,ইত্যাহুঃ,যুষ্মদস্মং
২২/২৯/৩১	২৭/৪/১৭	বত্তৃ্য-/৩৫/খ্যাত	বৃত্ত্য-/৩৬/খ্যাতি
৩২	৬,১০,২৫	চৈতন্যের-,চৈন্য,-চৈন্য	অন্তঃকরণের,-চৈতন্য,-চৈতন্য
৫৪/৬৩/৬৬	৩৭/৩১/৭	মৃন্মলো/ অর্থাবষয়ে/এখানে	মৃন্মূলো/ অর্থবিষয়ে/সেখানে
৬৬/৭৫/৭৭	৩১/৬/২৯	পারলৌকিক/দেদ-/আধা	পারলৌকিক/ভেদ-/আর্থী
৭৯/৮১	২১,৩৬/২৭	বিাক্রয়া-,জ্ঞাতে/তথোত	-বিক্রিয়া-,জাতে চ/তথেতি
৮৮/৯২/১০৮	১০/৩/১৯	একাত্বেন/হাত/নহে,	একাত্মেন/ইতি/নহে,উহা
১১৪/১২৭/১৩৭	৬/২৭/৩৯	ইমাণি/পরিক্রুতি/····	ইমানি/পরকৃতি/ইতি প্রথমবর্ণকম্